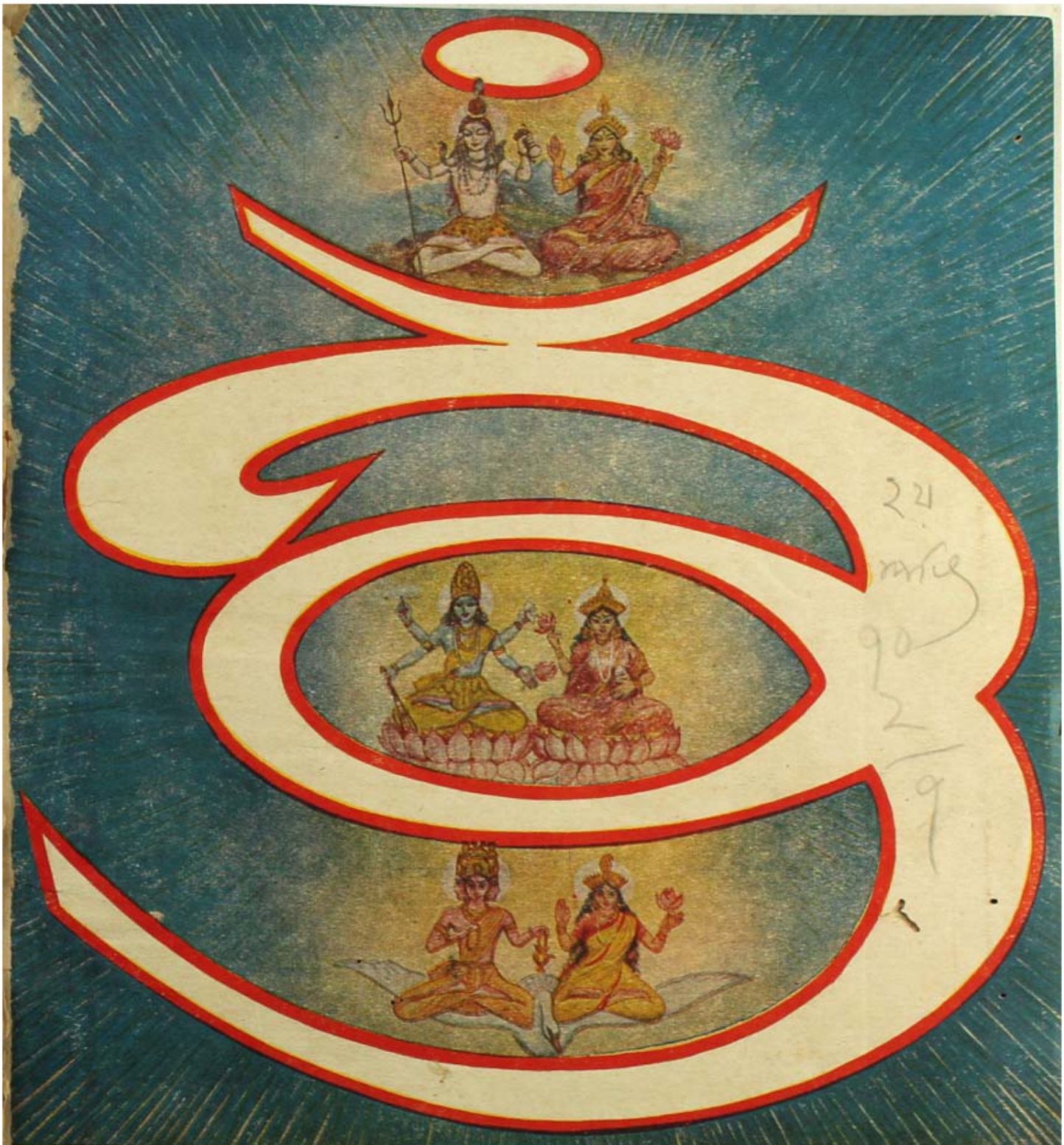

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রীশ্রীভগবন্নাম-মহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীনারায়ণব্যূহ স্তবে—

পরিহাসোপহাসার্থৈর্বিকোর্গৃহ্ণন্তি নাম যে।
কৃতার্থাস্তেঽপি মনুজাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥৫৪॥

খেলার ছলে বা কৌতুক করিয়া যাঁহারা বিষ্ণুর নাম গ্রহণ করেন, সেই মানবগণ কৃতকৃত্য, তাঁহাদিগকেও পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৫৪॥

বারাহে ঃ

তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তৈরেব সুকৃতং কৃতম্।
তৈরাপ্তং জন্ম নঃ প্রাপ্যং যে কালে কীর্তয়ন্তি মাম্ ॥৫৫॥

তাঁহারা জন্মলাভ করত ধন্য—যাঁহারা সকল সময় আমার নাম কীর্তন করেন। তাঁহারা শ্লাঘনীয়, তাঁহারাই কৃতার্থ, তাঁহাদের কর্তৃকই সুকৃত অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥৫৫॥

দ্বাপরতঃ কলৌ

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম তু কৃতাত্মনাম্।
কলৌ যুগে হরের্নাম তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥৫৬॥

যাঁহারা অতিপুণ্যপ্রভাবে দুর্লভ এই হরিনাম কলিযুগে একবার উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই ॥৫৬॥

একাদশস্কন্ধে ঃ

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥৫৭॥

আর্য্য অর্থাৎ যাঁহারা যথেষ্ট কর্তব্যের আচরণ করেন, অকর্তব্য করেন না, প্রকৃত আচারে অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই গুণগ্রাহী ভগবৎসেবিগণ যে কলিযুগে মাত্র সঙ্কীর্তনের দ্বারা সকল বাঞ্ছিত লাভ হয় সেই কলিকে পূজা করেন ॥৫৭॥

স্কান্দে

তপাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥৫৮॥

ত্রিতাপতাপিত জগতে শ্রীহরির নামকীর্তন উত্তম তপস্যা, কলিযুগে বিষ্ণুর প্রীতির জন্য বিশেষভাবে উত্তমরূপে কীর্তন করিবে ॥৫৮॥

দ্বিতীয় বর্ষ, পৌষ, ১৩৭০] [সপ্তম সংখ্যা—পুষ্যাভিষেক যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্ত্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারের সহযোগিতায় অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৭০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

251794

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, তস্তিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, বায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই পৌষ, ১৩৭০।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে. কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়

৩৮, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।

কলিকাতা—৩৫

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীসীতা-রামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ।

শ্রীহনুমতে নমঃ।

শ্রীমদ্‌বাল্মীকি-রামায়ণ-মাহাত্ম্যম্।

পণ্ডিত শ্রীহরকান্তরুত্য-স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

শ্রীরামঃ শরণং সমস্তজগতাং রামং বিনা কা গতিঃ
রামেণ প্রতিহন্যতে কলিমলং রামায় কার্য্যং নমঃ।
রামাত্তৃপ্যতি কালভীমভুজগো রামস্য সর্বং বশে
রামে ভক্তিরখণ্ডিতা ভবতু মে রাম ত্বমেবাশ্রয়ঃ ॥১
চিত্রকূটালয়ং রামমিন্দিরানন্দমন্দিরম্।
বন্দে চ পরমানন্দং ভক্তানামভয়প্রদম্ ॥২
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদ্যা যস্যাংশা লোকসাধকাঃ।
নমামি দেবং চিদ্রূপং বিশুদ্ধং পরমং ভজে ॥৩

শ্রীগণেশকে নমস্কার, শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার, শ্রীহনুমান্‌কে নমস্কার।

শ্রীরাম নিখিলজগতের একমাত্র আশ্রয়স্থল। শ্রীরাম ভিন্ন জীবের আর অন্য কি উপায় আছে? যিনি এই কলিযুগের পাপ নষ্ট করেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করা জীবের অবশ্যকর্ত্তব্য। কালরূপ ভয়ঙ্কর সর্পও রাম হইতে তৃপ্তিলাভ করে। এই জগতের সমস্তই শ্রীরামের বশীভূত। শ্রীরামের প্রতি আমার এরূপ সুদৃঢ় ভক্তি হউক, যাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে না পারে। হে রাম! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।১

চিত্রকূটপর্ব্বতে যাঁহার আলয়, যিনি ইন্দিরার (লক্ষ্মীদেবীর) আনন্দমন্দির, যিনি ভক্তগণকে অভয় প্রদান করেন, সেই পরমানন্দময় শ্রীরামকে ভজনা করি। ত্রিলোকের হিতসাধক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি যাঁহার অংশ, যিনি চিন্ময় ও বিশুদ্ধ, সেই পরমদেবতাকে নমস্কার এবং ভজনা করি।২-৩

ঋষিগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! হে তত্ত্বজ্ঞ! আমরা যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তৎসমস্ত এবং সংসাররূপ পাশবন্ধনে বদ্ধ জীবগণের বহু দুঃখের কথা বলিয়াছেন। সংসাররূপ পাশবন্ধন ছেদন করিতে যিনি সমর্থ, কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়? আপনি বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মোপার্জ্জনের যে সমস্ত পথ বেদশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কলিযুগে সে সমস্তই নষ্ট হইবে। অধর্ম্মনিরতগণের

ঋষয় ঊচুঃ—

ভগবন্! সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টং বিদুষা ত্বয়া।
সংসারপাশবদ্ধানাং দুঃখানি বহূনি চ ॥২
এতৎসংসারপাশস্য ছেদকঃ কেন বা স্মৃতঃ।
কলৌ বেদোক্তমার্গাশ্চ নশ্যন্তীতি ত্বয়োদিতাঃ ॥৫
অধর্ম্মনিরতানাঞ্চ নাস্তিকাংশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বেদমার্গবিহিষ্কৃতে ॥৬

পাষণ্ডং প্রসিদ্ধং বৈ সর্বৈশ্চ পরিকীর্তিতম্।
কামার্তা হ্রস্বদেহাশ্চ লুব্ধা অন্যোন্যতৎপরাঃ ॥৭
কলৌ সর্বে ভবিষ্যন্তি স্বল্পায়ুর্বহুপুত্রকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্বপোষণপরা বেশ্যাচরণতৎপরা।
দুঃশীলেষু করিষ্যন্তি পুরুষেষু সদা স্পৃহাম্ ॥৯
অসদ্‌বার্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ
পরুষানৃত-ভাষিণ্যো দেহসংস্কারবর্জিতাঃ ॥১০
বাচালাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রায়েণ যোষিতঃ।
ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদিস্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ ॥১১
অন্নোপাধিনিমিত্তেন শিষ্যান্ বধ্নন্তি লোলুপাঃ।
উভাভ্যামপি পাণিভ্যাং শিরঃকণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ ॥১২
কুর্বন্ত্যো গৃহভর্তৃণামাজ্ঞাং ভেৎস্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ।
পাদগুলাপনিরতাঃ পাষণ্ডজনসঙ্গিনঃ ॥১৩
যদা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি তদা বৃদ্ধিং গতঃ কলিঃ।
ঘোরে কলিযুগে ব্রহ্মন্ জনানাং পাপকর্মিণাম্ ॥১৪
মনঃশুদ্ধিবিহীনানাং নিষ্কৃতিশ্চ কথং ভবেৎ।
যথা তুষ্যতি দেবেশো দেবদেবো জগদ্‌গুরুঃ ॥১৫
অতো বদস্ব সর্বজ্ঞ সূত ধর্মভৃতাং বর।
যদ সূত মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বমেতদশেষতঃ ॥১৬
কস্য নো জায়তে তুষ্টিঃ সূত ত্বদ্‌বচনামৃতাৎ ॥১৭

সূত উবাচ—

শৃণুধ্বং ঋষয়ঃ সর্বে যদিষ্টং বো বদাম্যহম্।
গীতং সনৎকুমারায় নারদেন মহাত্মনা ॥১৮

যে যাতনাভোগ হয়, তাহাও আপনি বলিয়াছেন। ঘোরকলিযুগ উপস্থিত হইলে তখন জীবের আচরণ বৈদিক রীতির অনুকূল হইবে না, ফলে সকলেই পাষণ্ড-মনোভাব প্রাপ্ত হইয়া আসুরপ্রকাশ করিবে। কলিকালে প্রায় সকলেই কামার্ত, হ্রস্বদেহ ও লোভী হইবে এবং (স্ত্রী ও পুরুষ) পরস্পরের প্রতি তৎপর থাকিবে।৪-৭

কলিযুগে প্রায় সকলেই অল্পায়ু ও বহুপুত্রের জনক হইবে। প্রায় স্ত্রীলোকই আত্ম-পোষণপরায়ণ হইবে এবং বেশ্যার মত আচরণ অবলম্বন করিবে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষের প্রতি সর্বদা স্পৃহাবতী হইবে।৮-৯

কলিযুগে কুলস্ত্রীগণ প্রায়শঃই পুরুষের সহিত অসৎ কথা আলোচনায় রত থাকিবে, তাহারা কর্কশভাষিণী ও মিথ্যাবাদিনী হইবে এবং তাহারা দেহের সংস্কার করিবে না।১০

কলিযুগে প্রায়ই স্ত্রীগণ বাচাল হইবে। সন্ন্যাসিগণ মিত্রাদির স্নেহ-সম্বন্ধ পরবশ হইবে।১১

অন্নাদি দ্রব্যের জন্য লোলুপগুরুগণ শিষ্যদিগকে বদ্ধ করিবে। কলিযুগে স্ত্রীলোকগণ দুইহাতে মাথা চুলকাইবে এবং নিয়তই স্বামীর আদেশ পালনে বিরত থাকিবে। যখন দ্বিজগণ পাষণ্ডগণের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তাহাদের আচারের মধ্যে নিমগ্ন হইবে, তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিবে, তখনই কলিকাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। হে ব্রহ্মন্! ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে মানুষের মনের শুদ্ধি বিলুপ্ত হইবে, মানুষ পাপকর্মের প্রতি আসক্ত হইবে। এইরূপ পাপাশয়গণের নিষ্কৃতিলাভের যাহা উপায় আছে, তাহা আপনি বলুন। হে ধর্মপরায়ণ শ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ, মুনিমুখ্য সূত! যিনি বিশ্বের গুরু, দেবশ্রেষ্ঠ দেবদেব, তাঁহার তুষ্টিবিধানের জন্য কিরূপ কার্য করিতে হইবে, তাহা বিশেষভাবে বলুন। হে সূত! আপনার বচনামৃত পান করিলে কাহার না প্রীতি জন্মে?১২-১৭

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, যেরূপ কার্য করিলে কলিযুগের জীবের মঙ্গল হইবে, তাহা বলিতেছি। এই কথা মহাত্মা নারদ সনৎকুমারের নিকট বলিয়াছেন। সকল বেদেই রামায়ণ 'মহাকাব্য' বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদ এই রামায়ণ পাঠ করিলে জীবের পাপ নষ্ট হয়, দুষ্ট-গ্রহগণের কোপ নিবারিত হয় ও দুঃস্বপ্নদোষ নষ্ট হয়। শ্রীরামের কথা-সম্বলিত যাহা কিছু তৎসমস্তই সর্ববিধ মঙ্গল প্রদান করে।১৮-২০

রামায়ণং মহাকাব্যং সর্ববেদেষু সম্মতম্।
সর্বপাপপ্রশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণম্ ॥১৯
দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্।
রামচন্দ্রকথোপেতং সর্বকল্যাণসিদ্ধিদম্ ॥২০
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং হেতুভূতং মহাফলম্।
অপূর্বং পুণ্যফলদং শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥২১
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্বপাতকৈঃ।
শ্রুত্বৈতদার্ষং দিব্যং হি কাব্যং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২২
রামায়ণেন বর্তন্তে সুতরাং যে জগদ্ধিতাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ ॥২৩
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং সাধনঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা রামায়ণপরায়ণম্ ॥২৪
পুরার্জিতানি পাপানি নাশমায়ান্তি যস্য বৈ।
রামায়ণে মহাপ্রীতিস্তস্য বৈ ভবতি ধ্রুবম্ ॥২৫
রামায়ণে বর্তমানে পাপ-পাশেন যন্ত্রিতঃ।
অনাদৃত্য অসদ্গাথাসক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥২৬
রামায়ণং নাম পরং তু কাব্যং
সুপুণ্যদং বৈ শৃণুত দ্বিজেন্দ্রাঃ।
যস্মিন্ শ্রুতে জন্ম-জরাদিনাশো
ভবত্যদোষঃ স নরোঽচ্যুতঃ স্যাৎ ॥২৭
বরং বরেণ্যং বরদং তু কাব্যং
সন্তারয়ত্যাশু চ সর্বলোকম্।
সঙ্কল্পিতার্থপ্রদমাদিকাব্যং
শ্রুত্বা চ রামস্য পদং প্রয়াতি ॥২৮
ব্রহ্মেশ-বিষ্ণ্বাখ্য-শরীরভেদৈ-
র্বিশ্বং সৃজত্যত্তি চ পাতি যশ্চ।
তমাদিদেবং পরমং বরেণ্য-
মাধায় চেতস্যপগাতি মুক্তিম্ ॥২৯

হে ঋষিগণ! আপনারা সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। এই রামায়ণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের হেতুভূত মহাফল এবং অপূর্ব পুণ্যফল প্রদান করে।২১

মহাপাতকযুক্ত হউক, কিংবা সর্বপাতকযুক্তই হউক না কেন, ঋষিবাল্মীকি-রচিত রামায়ণরূপ দিব্যকাব্য শ্রবণ করিলে জীব সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। এই জগতের হিতকারী সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা রামায়ণ পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।২২-২৩

হে দ্বিজোত্তমগণ! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষসাধনের উপায়ীভূত রামায়ণবর্ণিত পরম অদ্ভুতময় শ্রীরামের চরিত্র ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবে।২৪

যাহার পূর্বার্জিত সকলপাপ নষ্ট হয়, তাহারই রামায়ণের প্রতি মহাপ্রীতি জন্মে,—ইহা সুনিশ্চিত। যে জীব পাপরূপ পাশবন্ধনে আবদ্ধ, সে রামায়ণ বর্তমান থাকিতে তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া অসদ্গাথায় মনোনিবেশপূর্বক চলিতে থাকে।২৫-২৬

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! রামায়ণ পুণ্যপ্রদ মহাকাব্য, ইহা শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে জীবের জন্ম ও জরা প্রভৃতি দোষ থাকেনা, জীব সর্বদোষমুক্ত হইয়া অচ্যুত-ভাব প্রাপ্ত হয়।২৭

শ্রেষ্ঠ, বরেণ্য ও বরপ্রদ এই কাব্য সকললোককে অতিশীঘ্র পরিত্রাণ করে। এই আদিকাব্য সঙ্কল্পিতার্থ-ফল প্রদান করে। ইহা শ্রবণ করিলে শ্রীরামের পাদপদ্ম লাভ করিতে পারা যায়। যিনি ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও বিষ্ণুরূপ বিভিন্ন মূর্তিপরিগ্রহ করত বিশ্বের সৃষ্টি, সংহার ও পালনরূপ বিভিন্নকার্য করিতেছেন, পরম-বরেণ্য সেই আদিদেবকে মানসমন্দিরে বিশেষরূপে ধারণ করিলে মুক্তিলাভ হয়। যিনি নাম, জাতি প্রভৃতি বিকল্পবিহীন, যিনি পরাৎপর ও সুদূরগত অর্থাৎ কষ্টলভ্য পরমশ্রেষ্ঠ, যাঁহাকে বেদান্তবাক্য দ্বারা জানা যায়, যিনি স্বীয় জ্যোতিতে নিয়ত প্রকাশমান, বেদ ও পুরাণ-সমূহের উপদেশাবলী অনুধাবন করিলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়।২৮-৩০

হে দ্বিজসত্তমগণ! কার্তিক, মাঘ ও চৈত্রমাসে নয়দিনে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে। যিনি এইভাবে

যো নাম-জাত্যাদিবিকল্পহীনঃ
পরাবরাণাং পরমঃ পরঃ স্যাৎ।
বেদান্তবেদ্যঃ স্বরুচা প্রকাশঃ
ন বীক্ষ্যতে সর্বপুরাণ-বেদৈঃ ॥৩০
ঊর্জে মাঘে সিতে পক্ষে চৈত্রে চ দ্বিজসত্তমাঃ।
নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্ ॥৩১
ইত্যেবং শৃণুয়াদ্ যস্তু শ্রীরামচরিতং শুভম্।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি পরত্রামুত্র চোত্তমান্ ॥৩২
ত্রিসপ্তকুলসংযুক্তঃ সর্বপাপবিবর্জিতঃ।
প্রযাতি রামভবনং যত্র গত্বা ন শোচতে ।৩৩
চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ সিতে পক্ষে চ বাচয়েৎ।
নবাহ্নঃসু মহাপুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ ॥৩৪
রামায়ণমাদিকাব্যং স্বর্গ-মোক্ষপ্রদায়কম্।
তস্মাদ্ ঘোরে কলিযুগে সর্বধর্মবহিষ্কৃতে ॥৩৫
নবভির্দিনৈঃ শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।
রামনামপরা যে তু ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ ॥৩৬
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্।
কথা রামায়ণস্যাপি নিত্যং ভবতি যদ্গৃহে ॥৩৭
তদ্গৃহং তীর্থরূপং হি দুষ্টানাং পাপনাশনম্।
তাবৎ পাপানি দেহেঽস্মিন্নিবসন্তি তপোধনাঃ ॥৩৮
যাবন্ন শ্রূয়তে সম্যক্ শ্রীমদ্রামায়ণং নরৈঃ।
দুর্লভৈব কথা লোকে শ্রীমদ্রামায়ণোদ্ভবা ॥৩৯
কোটিজন্মসমুত্থেন পুণ্যেনৈব তু লভ্যতে।
ঊর্জে মাসি সিতে পক্ষে চৈত্রে চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥৪০
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সৌদাসাদয়ো মোচিতাঃ।
গৌতমশাপতঃ প্রাপ্তঃ সৌদাসো রাক্ষসীং তনুম্ ॥৪১
রামায়ণপ্রভাবেন বিমুক্তিং প্রাপ্তবান্ পুনঃ।
যস্ত্বেতচ্ছৃণুয়াদ্ভক্ত্যা রামভক্তিপরায়ণঃ ॥৪২
স মুচ্যতে মহাপাপৈঃ পুরুষঃ পাতকাদিভিঃ ॥৪৩
ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-
সংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যে কল্পানুকীর্তনং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরামের শুভচরিত্র শ্রবণ করিবেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবেন।৩১-৩২

রামায়ণ শ্রবণ করিলে মানব সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া একবিংশতি পুরুষের সহিত শ্রীরাম-নিকেতনে গমন করে। শ্রীরাম-নিকেতনে গমনের পর তাহাকে আর শোক-যন্ত্রণা অভিভূত করিতে পারে না। চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকমাসে শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী মহাপুণ্যপ্রদ শ্রীরামচরিত্র যত্নপূর্বক পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে। আদিকাব্য রামায়ণ স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ। সর্বধর্মবহির্ভূত ঘোর কলিযুগে উক্ত নয়দিনব্যাপী এই রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে। যে সকল দ্বিজ ঘোরকলিযুগে রামনাম-পরায়ণ হন, তাঁহারা কৃতকৃত্য হন এবং ঘোর কলি তাঁহাদিগকে ধর্মকার্যে বাধাপ্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যে গৃহে নিত্য রামায়ণী কথা আলোচিত হয়, সেই গৃহ তীর্থে পরিণত হইয়া দুরাত্মাদিগের পাপ নষ্ট করিয়া থাকে। হে তপোধনগণ! মানুষ যে পর্য্যন্ত রামায়ণী কথা শ্রবণ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার দেহ পাপরাশির আবাসভূমিরূপে গণ্য হয়। শ্রীরামায়ণ হইতে যে সকল পুণ্যকথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতিদুর্লভ। সে সকল পুণ্যকথা কোটিজন্মের পুণ্যের ফলে জীব জানিতে সক্ষম হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! কার্তিক ও চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে রামায়ণী কথা শ্রবণ করিবে। সৌদাস প্রভৃতি এই রামায়ণী কথা শ্রবণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। গুরু-গৌতমের অভিশাপে সৌদাস রাক্ষসতনু প্রাপ্ত হয় এবং রামায়ণ শ্রবণ করিয়া তাহারই পুণ্য-প্রভাবে পুনরায় মুক্তিলাভ করে। শ্রীরামের প্রতি যাহার ভক্তি আছে, তিনি যদি ভক্তিসহকারে রামায়ণ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে অন্য পাতক, এমন কি মহাপাতক হইতেও নিষ্কৃতিলাভ করেন।৩৩-৪৩

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যের কল্পানুকীর্তননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ—

কথং সনৎকুমারায় দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ।
প্রোক্তবান্ কৃতবান্ ধর্মান্ কথং তৌ মিলিতাবুভৌ ॥১
কস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতৌ তাত তাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ।
যদুক্তং নারদেনাস্মৈ তদ্বং ব্রূহি মহামুনে ॥২

সূত উবাচ—

সনকাদ্যা মহাত্মানো ব্রহ্মণস্তনয়াঃ স্মৃতাঃ।
নির্মমা নিরহঙ্কারাঃ সর্বে ত ঊর্ধ্বরেতসঃ ॥৩
তেষাং নামানি বক্ষ্যামি সনকশ্চ সনন্দনঃ।
সনৎকুমারশ্চ তথা সনাতন ইতি স্মৃতঃ ॥৪
বিষ্ণুভক্তা মহাত্মানো ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ।
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশাঃ সত্যবন্তো মুমুক্ষবঃ ॥৫
একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সনকাদ্যা মহৌজসঃ।
মেরুশৃঙ্গে সমাজগ্মুর্বীক্ষিতুং ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ কি কারণে সনৎকুমারকে ধর্মকথা শুনাইয়াছিলেন, কেনই বা তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়াছিলেন ?১

হে তাত! হে মহামুনে! কোন্ স্থানে সেই ব্রহ্মবাদী নারদ ও সনৎকুমার উভয়ে অবস্থান করিতেন ? দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারকে যে তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট বলুন।২

সূত বলিলেন,—সনকাদি মহাত্মাগণ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া কথিত আছে। তাঁহারা সকলে মমতা ও অহঙ্কারশূন্য এবং ঊর্ধ্বরেতা, তাঁহাদের নামসমূহ বলিতেছি। সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন নামে ইঁহারা প্রসিদ্ধ।৩-৪

সহস্রসূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় দীপ্তিমান, সত্যপরায়ণ ও মুমুক্ষু এই মহাত্মাগণ বিষ্ণুভক্ত ও ব্রহ্মধ্যানরত। ব্রহ্মার মহাতেজস্বী সনকাদি পুত্রগণ ব্রহ্মার সভা দর্শন করিবার জন্য একদিন মেরুশৃঙ্গে গমন করিয়াছিলেন।৫-৬

তত্র গঙ্গাং মহাপুণ্যাং বিষ্ণুপাদোদ্ভবাং নদীম্।
নিরীক্ষ্য স্নাতুমুদ্যুক্তাঃ সিতাখ্যাং প্রহিতৌজসঃ ॥৭
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রো দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ।
আজগামোচ্চরন্নাম হরের্নারায়ণাদিকম্ ॥৮
নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেব জনার্দন।
যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষ রাম বিষ্ণো নমোঽস্তু তে ॥৯
ইত্যুচ্চরন্ হরের্নাম পাবয়ন্নখিলং জগৎ।
আজগাম স্তবন্ গঙ্গাং মুনির্লোকৈকপাবনীম্ ॥১০
অথায়ান্তং সমুদ্বীক্ষ্য সনকাদ্যা মহৌজসঃ।
যথার্হমর্হণং চক্রুর্ববন্দে নোঽপি তান্ মুনীন্ ॥১১
অথ তত্র সভামধ্যে নারায়ণপরায়ণম্।
সনৎকুমারঃ প্রোবাচ নারদং মুনিপুঙ্গবম্ ॥১২

সনৎকুমার উবাচ—

সর্বজ্ঞোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ মনীষ্যসি নারদ।
হরিভক্তিপরো যস্মাত্তস্মান্নাস্ত্যপরোঽধিকঃ ॥১৩

খ্যাতিমান্ ও তেজস্বী সেই সনকাদি ঋষিগণ সেখানে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সিতাখ্যাবতী মহাপুণ্যা গঙ্গানদী নিরীক্ষণ করিয়া স্নান করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।৭

এই সময়ে দেবর্ষি নারদ শ্রীহরির নারায়ণাদি নামকীর্তন করিতে করিতে সেখানে আগমন করিলেন। হে নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব, জনার্দন, যজ্ঞেশ, যজ্ঞপুরুষ, রাম, বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার করিতেছি। শ্রীহরির পূর্বোক্ত নামসকল কীর্তন করিতে করিতে নারদ মিখিল জগৎ পবিত্র করত ত্রিলোকের একমাত্র পাবনী গঙ্গাদেবীর স্তব করিয়া তথায় আগমন করিলেন।৮-১০

অনন্তর নারদমুনিকে আসিতে দেখিয়া মহাদীপ্তিশালী সনকাদি ঋষিগণ তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করিলেন। নারদমুনিও সনকাদি মুনিগণের অভিবাদন করিলেন।১১

অনন্তর সেই সভামধ্যে নারায়ণভক্ত নারদমুনিকে সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন।১২

যেনেদমখিলং জাতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
গঙ্গা পাদোদ্ভবা যস্য কথং স জ্ঞায়তে হরিঃ ॥১৪
অনুগ্রাহ্যোঽস্মি যদি তে তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি।

নারদ উবাচ—

নমঃ পরায় দেবায় পরাৎপরতরায় চ ॥১৫
পরাৎপরনিবাসায় সগুণায়াগুণায় চ।
জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় ধর্মাধর্মস্বরূপিণে।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপায় স্ব-স্বরূপায় তে নমঃ ॥১৬
যো দৈত্যহন্তা নরকান্তকশ্চ
ভুজাগ্রমাত্রেণ চ ধর্মগোপ্তা।
ভূভারসঞ্জাতবিনোদকামং
নমামি দেবং রঘুবংশদীপম্ ॥১৭
আবির্ভূতশ্চতুর্ধা যঃ কপিভিঃ পরিবারিতঃ।
হতবান্ রাক্ষসানীকং রামং দাশরথিং ভজে ॥১৮
এবমাদীন্যনেকানি চরিতানি মহাত্মনঃ।
তেষাং নামানি সংখ্যাতুং শক্যতে নাব্দকোটিভিঃ ॥১৯
মহিমানং তু যন্নাম্নঃ পারং গন্তুং ন শক্যতে ॥২০
মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুদ্রকো ভজেৎ।
যন্নাম্নঃ স্মরণেনাপি মহাপাতকিনোঽপি যে ॥২১
পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্মরামি ক্ষুদ্রধীঃ।
রামায়ণপরা যে তু ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ ॥২২
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ তেষাং নিত্যং নমোঽস্তুতে।
ঊর্জে মাসি সিতে পক্ষে চৈত্রে মাঘে তথৈব চ ॥২৩
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।
গৌতমশাপতঃ প্রাপ্তঃ সুদাসো রাক্ষসাধমঃ ॥২৪

সনৎকুমার বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ নারদ! শ্রেষ্ঠ-মুনিগণের মধ্যে আপনিই সর্বজ্ঞ ও হরিভক্তি-পরায়ণ বলিয়া আপনার অপেক্ষা অধিক আর কেহই নাই।১৩

হরি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তাঁহারই পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই হরির সন্ধান পাওয়া যায়?১৪

হে নারদ! যথার্থরূপে হরির সন্ধানের উপায় বলিলে বড়ই অনুগৃহীত হইব। নারদ বলিলেন,—যিনি পর, পরাৎপর, পরাৎপরনিবাস, সগুণ, নির্গুণ, জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং ধর্ম ও অধর্মস্বরূপ, সেই দেবতাকে নমস্কার করিতেছি, যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাস্বরূপ, তাঁহার সেই স্বরূপকে নমস্কার করিতেছি।১৫-১৬

যিনি দৈত্যকুলকে নিধন করিয়াছেন, নরকাসুরকে বধ করিয়াছেন, ভুজাগ্র দ্বারাই (দুষ্টদমনপূর্বক) যিনি ধর্ম রক্ষা করেন, যিনি ভূলোকের ভারসমূহ হরণ করিতে ইচ্ছুক, যিনি চারি অংশে আবির্ভূত হইয়া বানরগণ-পরিবৃত হইয়াছেন, সেই রঘুকুলপ্রদীপকে নমস্কার করিতেছি। রাক্ষসসৈন্যগণ যাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে, যাঁহার চরিত্র মনোহর, সেই দশরথনন্দন রামচন্দ্রকে ভজনা করিতেছি।১৭-১৮

শ্রীরাম তাঁহার সুমধুরচরিতবলে বিশ্বের মঙ্গলজনক যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কোটিবর্ষেও সেই সকল অনুষ্ঠানের নাম ও তাঁহার মহিমা সম্যগ্‌রূপে বলা যায় না। মনু ও মুনীন্দ্রগণ সেই রামনামের সীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হন নাই, ক্ষুদ্র জীব কিরূপে তাঁহার ভজনা করিতে সমর্থ হইবে? যাহারা মহাপাপে নিমগ্ন, তাহারাও সেই রামনাম স্মরণ করিয়া পবিত্র হয়। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সেই রামনামের মহিমা স্মরণ করিতে আমি কি প্রকারে সমর্থ হইব? ঘোর কলিযুগে যে সকল দ্বিজ রামায়ণের অনুরাগী, তাঁহারাই কৃতার্থ, তাঁহাদের উদ্দেশে আমি নমস্কার নিবেদন করিতেছি। কার্তিক, চৈত্র ও মাঘমাসে শুক্লপক্ষে নয়দিনে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে। গৌতম-মুনির অভিশাপে সুদাস রাক্ষসাধম হইয়াছিল। রাক্ষসদেহলাভের পর সুদাস রামায়ণ শ্রবণ করে এবং তাহারই প্রভাবে মুক্তিলাভ করে। হে মুনিসত্তম! যে রামায়ণ সর্বধর্মের ফল প্রদান করে, সেই রামায়ণ কাহার রচিত? কি কারণে সুদাস

রামায়ণপ্রভাবেন বিমুক্তিং প্রাপ্তবানসৌ।
রামায়ণং কেন প্রোক্তং সর্বধর্মফলপ্রদম্ ॥২৫
শপ্তঃ কথং গৌতমেন সৌদাসো মুনিসত্তম।
রামায়ণপ্রভাবেন কথং ভূয়ো বিমোক্ষিতঃ ॥২৬
অনুগ্রাহ্যোঽস্মি যদি তে তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি।
সর্বমেতদশেষেণ মুনে মে বক্তুমর্হসি ॥২৭
শৃণ্বতাং বদতাং চৈব কথাং পাপবিনাশিনীম্।
শৃণু রামায়ণং বিপ্র যদ্ বাল্মীকি-মুখোদ্গতম্ ॥২৮
নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।
আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রো ধর্ম-কর্মবিশারদঃ ॥২৯
সোমদত্ত ইতি খ্যাতো নাম্না ধর্মপরায়ণঃ।
বিপ্রস্তু গৌতমাখ্যেন মুনিনা ব্রহ্মবাদিনা ॥৩০
শ্রাবিতাঃ সর্বধর্মৈশ্চ গঙ্গাতীরে মনোরমে।
পুরাণশাস্ত্রকথনৈস্তেনাসৌ বোধিতোঽপি চ ॥৩১

গৌতমমুনির অভিশাপ প্রাপ্ত হয় এবং রামায়ণ-প্রভাবে কি ভাবেই বা মুক্তিলাভ করে? ১৯-২৬

যদি আমি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই, তাহা হইলে আপনি সেই বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বর্ণনা করুন। হে মুনে! সেই রামায়ণী কথা শ্রবণ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়, সেই রামায়ণী কথা আমার নিকটে বিস্তৃতভাবে বলিবেন কি? হে বিপ্র! বাল্মীকিমুনির মুখনিঃসৃত রামায়ণ শ্রবণ করুন। এই রামায়ণকথামৃত নয়দিনব্যাপী শ্রবণ করিতে হয়। সত্যযুগে সোমদত্তনামে এক ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধর্মীয় কর্মানুষ্ঠানে তাঁহার অতিশয় নিপুণতা ছিল। গঙ্গার মনোরম তীরে গৌতমনামে এক ব্রহ্মজ্ঞ মুনি সেই সোমদত্ত বিপ্রকে ধর্মসম্বন্ধীয় ও পুরাণাদি শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বহু কথা শ্রবণ করান, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। গৌতমমুনির সমস্ত উপদেশ তিনি শ্রবণ করেন। কোনও এক সময়ে সোমদত্ত গৃহের একপ্রান্তে পরিচর্য্যায় রত আছেন, এমন সময়ে অমিত-তেজস্বী, ধীমান্, শাস্ত্রজ্ঞান গৌতমমুনি তথায় উপস্থিত হইলেন। সোমদত্ত গুরু গৌতমকে উপস্থিত দেখিয়াও তাঁহার প্রতি প্রণতিনিবেদন করেন নাই। কিন্তু

শ্রুতবান্ সর্বধর্মান্ বৈ তেনোক্তানখিলানপি।
কদাচিৎ পরমেকান্তে পরিচর্য্যাপরোঽভবৎ ॥৩২
উপস্থিতায়াপি তস্মৈ প্রণামং নাচকার চ।
স তু শান্তো মহাবুদ্ধির্গৌতমস্তেজসাং নিধিঃ ॥৩৩
শাস্ত্রোদিতানি কর্মাণি করোতি স মুদং যযৌ।
যস্তুচিত্তো ময়া দেবঃ শিবঃ সর্ব জগদ্গুরুঃ ॥৩৪
গুর্ববজ্ঞাকৃতং পাপং রাক্ষসত্বে নিযুক্তবান্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়েন চ কশ্চিৎ ॥৩৫

বিপ্র উবাচ—

ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বদর্শিন্ সুরেশ্বর।
ক্ষমস্ব ভগবন্ সর্বমপরাধং কৃতং ময়া ॥৩৬

গৌতম উবাচ—

ঊর্জে মাসে সিতে পক্ষে রামায়ণকথামৃতম্।
নবাহ্নাচৈব শ্রোতব্যং ভক্তিভাবেন সাদরম্ ॥৩৭

গুরু গৌতম, শিষ্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিতেছে, এইরূপ আনন্দবোধ করিলেন এবং তিনি ভাবিলেন—সমস্ত বিশ্বের যিনি গুরু সেই পরমমঙ্গলময় যে শিবের আমি আরাধনা করি, এও সেই শিবের আরাধনা করিতেছে। কিন্তু গুরুর প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করায় তাহার যে পাপ হইল, তাহার ফলে গুরু গৌতম তাহাকে অভিশাপ দিলেন,—তুমি রাক্ষসশরীর লাভ কর। বিপ্র সোমদত্ত গুরুর অভিশাপ শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে ভগবন্! সর্ববর্মজ্ঞানযুক্ত, সর্বদর্শিন্ সুরেশ্বর! আমার কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।২৭-৩৬

গৌতম বলিলেন,—বৎস! কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী ভক্তিযুক্তচিত্তে সানন্দে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে। ইহা দীর্ঘকাল শ্রবণ করিতে হইবে না, মাত্র দ্বাদশবর্ষকাল শ্রবণ করিবে। গুরুর বাক্যে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! রামায়ণ কে রচনা করিয়াছেন এবং সেই রামায়ণে কাহার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে? হে দেব! সে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে আমাকে বলুন।৩৭-৩৯

নাত্যন্তিকং ভবেদেতদ্দ্বাদশাব্দং ভবিষ্যতি।
কেন রামায়ণং প্রোক্তং চরিতানি তু কস্য বৈ ॥৩৮
মনসা প্রীতিমাপন্নো ববন্দে চরণৌ গুরোঃ।
এতৎসর্বং মহাপ্রাজ্ঞ সংক্ষেপাদ্বক্তুমর্হসি ॥৩৯

গৌতম উবাচ—

শৃণু রামায়ণং বিপ্র বাল্মীকিমুনিনা কৃতম্।
যেন রামাবতারেণ রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ ॥৪০
হতাস্তু দেবকার্য্যং হি চরিতং তস্য তচ্ছৃণু।
কার্ত্তিকে চ সিতে পক্ষে কথা রামায়ণস্য তু ॥৪১
নবমেঽহনি শ্রোতব্যা সর্বপাপপ্রণাশিনী।
ইত্যুক্ত্বা চার্থসম্পন্নো গৌতমঃ স্বাশ্রমং যযৌ ॥৪২
বিপ্রোঽপি দুঃখমাপন্নো রাক্ষসীং তনুমাশ্রিতঃ।
ক্ষুৎপীড়িতঃ পিপাসার্ত্তো নিত্যং ক্রোধপরায়ণঃ ॥৪৩
কৃষ্ণপক্ষাদ্যতিভীমো বভ্রাম বিজনে বনে।
মৃগাংশ্চ বিবিধাংস্তত্র মনুষ্যাংশ্চ সরীসৃপান্ ॥৪৪
বিহগান্ প্লবগাংশ্চৈব প্রসভাজ্ঞানভক্ষয়ৎ।
অস্থিভির্বহুভির্বিপ্রাঃ পীতরক্ত কলেবরৈঃ ॥৪৫
রক্তাগ্রপ্রেতকৈশ্চৈব তেনাসীত্তু ভয়ঙ্করঃ।
ঋতুত্রয়ে স পৃথিবীং শতযোজনবিস্তরাম্ ॥৪৬
কৃত্বাঽস্থিভিঃখিতঃ পশ্চাদ্ বনান্তরমগাৎ পুনঃ।
তত্রাপি কৃতবাসিত্যং নরমাংসাশনং তদা ॥৪৭
জগাম নর্মদাতীরে সর্বলোকভয়ঙ্করঃ।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ কশ্চিদ্ বিপ্রোঽতিধার্মিকঃ ॥৪৮
কলিঙ্গদেশসম্ভূতো নাম্না গর্গ ইতি স্মৃতঃ।
বহন্ গঙ্গাজলং স্কন্ধে স্তবন্ বিশ্বেশ্বরং প্রভুম্ ॥৪৯
গায়ন্রামায়ণং রামস্য সমায়াতোঽতিহর্ষিতঃ।
তমায়ান্তং মুনিং দৃষ্ট্বা তদাদো নাম রাক্ষসঃ ॥৫০
প্রাপ্তো নঃ পারণেত্যুক্ত্বা তৃষ্ণাবন্তমথ তং যযৌ।
তেন কীর্তিতনামানি শ্রুত্বা দূরে ব্যবস্থিতঃ ॥৫১
অসক্তস্তং দ্বিজং হন্তুমিদমূচে স রাক্ষসঃ।

গৌতম বলিলেন,—হে বিপ্র! শ্রবণ কর। বাল্মীকিমুনি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া যিনি রাবণাদি নিশাচরগণকে বধ করিয়াছেন, দেবতাগণের ন্যায় যাঁহার আচরণ, সেই শ্রীরামের চরিত্র শ্রবণ কর। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নবদিনব্যাপী রামায়ণী কথা শ্রবণ করিবে। ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। এই কথা বলিয়া গৌতম স্বীয় আশ্রমে চলিয়া গেলেন ।৪০-৪২

বিপ্র সোমদত্ত রাক্ষসদেহ লাভ করিয়া ক্ষুধায় ও পিপাসায় পীড়িত ও কাতর হইয়া দুঃখ পাইতে লাগিল। দিন দিন তাহার ক্রোধরিপু প্রবল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির অন্ধকার যেরূপ ভয়াবহ, তাহার অঙ্গের দ্যুতিও সেইরূপ ভয়াবহ হইল। সে বিজনবনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ছয়মাসে শতযোজনবিস্তৃত পৃথিবীর বিবিধ মৃগ, মনুষ্য, সর্প, পক্ষী ও বানরদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। হে বিপ্রগণ! বহু অস্থি, পীত, রক্ত, কলেবর ও রক্তাগ্র প্রেতকলেবর দ্বারা সজ্জিত হওয়ায় তাহাকে ভয়ঙ্কর দেখাইতে লাগিল। এইরূপ কার্য্য করার পরে তাহার প্রাণে নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল। সে তখন এই বন পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনে চলিয়া গেল এবং সেখানেও নিত্যই নরমাংস ভোজন করিতে লাগিল ।৪৩-৪৭

অতঃপর সর্বলোকভয়ঙ্কর রাক্ষসদেহী সেই বিপ্র নর্মদা-নদীতীরে গমন করিল। সেখানে কলিঙ্গদেশজাত গর্গনামক এক ধার্মিক বিপ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। দেখিল—সেই গর্গমুনির স্কন্ধে গঙ্গাজলপাত্র, মুখে বিশ্বেশ্বর উদ্দেশে উচ্চারিত স্তুতিবাক্য ও শ্রীরামের নাম-গান এবং তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। গর্গমুনিকে আসিতে দেখিয়া সুদাস বাহুযুগল উদ্যত করত মুনির প্রাণনাশের জন্য তাঁহার দিকে গমন করিল এবং বলিল,—আজ আমার পারণ জুটিয়াছে। সুদাস দূর হইতে গর্গমুনির মুখবিনিসৃত রামনাম-কীর্তন শুনিয়া তাঁহাকে বধ করিবার ক্ষমতা হারাইল ও বলিতে লাগিল,—হে ভদ্র মহাভাগ! তুমি মহাত্মা, তোমাকে প্রণাম করিতেছি। আহা! কি আশ্চর্য্য! শ্রীরামের নাম স্মরণমাত্র রাক্ষসও দূরে

রাক্ষস উবাচ—

অহো ভদ্র মহাভাগ নমস্তুভ্যং মহাত্মনে ॥৫২
নামস্মরণমাত্রেণ রাক্ষসা অপি দুরগাঃ।
ময়া প্রভক্ষিতা পূর্বং বিপ্রাঃ কোটি-সহস্রশঃ ॥৫৩
নামপ্রাবরণং বিপ্র রক্ষতি ত্বাং মহাভয়াৎ।
নামস্মরণমাত্রেণ রাক্ষসা অপি তে বয়ম্ ॥৫৪
পরাং শান্তিং সমাপন্না মহিমানোঽচ্যুতস্য হি।
সর্বথা ত্বং মহাভাগ রাগাদিরহিতো দ্বিজ ॥৫৫
রামকথাপ্রভাবেণ পাহ্যস্মাৎ পাতকোদ্ভবাৎ।
গুর্ববজ্ঞা ময়া পূর্বং কৃতা চ মুনিসত্তম ॥৫৬
কৃতাশ্চানুগ্রহঃ পশ্চাদ্ গুরুণোক্তমিদং বচঃ।
বাল্মীকিমুনিনা পূর্বং কথা রামায়ণস্য চ ॥৫৭
ঊর্জে মাসি সিতে পক্ষে শ্রোতব্যা চ প্রযত্নতঃ।
গুরুণাপি পুনঃ প্রোক্তং ব্রহ্মন্ ত্বং শুভদং বচঃ ॥৫৮

নবাহ্না পরম্ শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।
তস্মাত্ত্বং ব্রহ্মন্ মহাভাগ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদ ॥৫৯
কথাশ্রবণমাত্রেণ মুচ্যন্তে পাপকর্মভিঃ।
ততো রামায়ণং খ্যাতং রামমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥৬০
নিশম্য বিস্ময়াবিষ্টো বভূব দ্বিজসত্তমঃ।
ততো বিপ্রঃ কৃপাবিষ্টো রামনামপরায়ণঃ ॥৬১
সুদাসরাক্ষসং নাম চেদং বাক্যমথাব্রবীৎ।
রাক্ষসেন্দ্র মহাভাগ মতিস্তে বিমলাঽভবৎ ॥৬২
অস্মিন্নূর্জে সিতে পক্ষে রামায়ণকথাং শৃণু।
শৃণু ত্বং রামমাহাত্ম্যং রামভক্তিপরায়ণ ॥৬৩
রামধ্যানপরাণাঞ্চ কঃ সমর্থঃ প্রবোধিতুম্।
রামভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ ॥৬৪
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চ রামায়ণপরা নরাঃ।
তস্মাদূর্জে সিতে পক্ষে রামায়ণকথাং শৃণু ॥৬৫

চলিয়া যায়। হে বিপ্র! পূর্বে আমি সহস্র-সহস্রকোটি বিপ্র ভক্ষণ করিয়াছি। তোমার মুখে রামনাম শ্রবণ করিয়া তোমাকে বধ করিতে অক্ষম হইলাম। রামনামের মহিমা আজ তোমাকে রক্ষা করিয়াছে। রামনামের বর্ম পরিধান করিয়াছ বলিয়াই আজ মহাভয় হইতে রক্ষা পাইলে। হে বিপ্র! আমরা রাক্ষস হইয়াও রামনাম স্মরণমাত্র পরমশান্তি লাভ করিতেছি। আহা! সেই অচ্যুত শ্রীরামের কি অপূর্ব নামমহিমা! হে দ্বিজ! তুমি সর্বথা অনাসক্ত। হে মুনিসত্তম! পূর্বে আমি গুরুর বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছি। আপনি রাম-নামের মহিমা কীর্তন করিয়া আমাকে সেই পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করুন। আমার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া গুরুদেব আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন এবং আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন—কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে বাল্মীকিকৃত রামায়ণ-কথা যত্নপূর্বক শ্রবণ করিও। গুরুদেব আরও একটি শুভপ্রদ ও মনোরম উপদেশ প্রদান করেন।৪৮-৫৮

কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নবদিনব্যাপী রামায়ণ-কথামৃত শ্রবণ করিবে। হে ব্রহ্মন্! হে মহাভাগ! হে সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ! গুরুদেবের কথা হইতে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছি যে, রামায়ণী কথা শ্রবণ করিলে পাপিগণের পাপ বিদূরিত হয়। রাক্ষসের মুখে রামায়ণের মাহাত্ম্যকীর্তন শ্রবণ করিয়া সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিস্মিত হইলেন। তৎপর রামনামপরায়ণ সেই বিপ্র কৃপাপূর্বক সুদাসকে বলিলেন,—হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! মহাভাগ! তোমার বুদ্ধি নির্মল হইয়াছে।৫৯-৬২

এই কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে রামায়ণী কথা শ্রবণ কর। হে শ্রীরামভক্ত! তুমি শ্রীরামের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। শ্রীরামচন্দ্রধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিকে কে জ্ঞানদান করিতে সমর্থ হইবে? কারণ, যেখানে শ্রীরামের ভক্ত আছেন, সেখানে ব্রহ্মা, হরি ও শিব বিরাজ করেন এবং দেবগণ, সিদ্ধগণ ও রামায়ণের অনুরাগিগণও সেখানে অবস্থান করেন। সেইহেতু তোমাকে বলিতেছি যে, সর্বদা অবহিতচিত্তে কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নবদিনব্যাপী রামায়ণী কথা শ্রবণ করিবে। এইরূপ

নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং সাবধানঃ সদা ভব।
ইত্যক্ত্বা কথয়ামাস রামায়ণকথাং মুনিঃ ॥৬৬
কথাশ্রবণমাত্রেণ রাক্ষসত্বমপাকৃতম্।
বিসৃজ্য রাক্ষসং ভাবমভবদ্দেবতোপমঃ ॥৬৭
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশো নারায়ণসমপ্রভঃ।
শঙ্খ-চক্র-গদাপাণির্হরেঃ সদ্ম জগাম সঃ ॥৬৮
স্ববপুঃ ব্রাহ্মণং সম্যক্ জগাম হরিমন্দিরম্ ॥৬৯

নারদ উবাচ—

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা রামায়ণকথামৃতম্।
স তস্য মহিমা তত্র ঊর্জে মাসি চ কীর্ত্যতে ॥৭০

যন্নামস্মরণাদেব মহাপাতককোটিভিঃ।
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো নরো যাতি পরাং গতিম্ ॥৭১
রামায়ণে হি যন্নাম সকৃদপ্যুচ্যতে সদা।
তদৈব পাপনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৭২
যে পঠন্তি সদাখ্যানং ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি যে নরাঃ।
গঙ্গাস্নানাচ্ছতগুণং তেষাং সংজায়তে ফলম্ ॥৭৩

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যে রাক্ষসমোক্ষণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উপদেশ প্রদান করিয়া গর্গমুনি সুদাসকে রামায়ণী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। গর্গমুনির মুখ হইতে রামায়ণী কথা শ্রবণমাত্র সুদাসের রাক্ষসত্ব বিদূরিত হইল ও সে তখন দেবভাব প্রাপ্ত হইল।৬৩-৬৭

রাক্ষসত্ব দূরীভূত হওয়ার পর সুদাসের অঙ্গে কোটি সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং সে তখন গর্গমুনির সবিশেষ স্তব করিতে করিতে নারায়ণসদৃশ প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারণপূর্বক শ্রীহরির আবাসে গমন করিল।৬৮-৬৯

নারদ বলিলেন,—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করুন। শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, কার্তিকমাসে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে।৭০

জীব কোটি মহাপাপ করিলেও রামনাম স্মরণমাত্র সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়। যিনি প্রত্যহ একবার রামনাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। যে সকল মানুষ সর্বদা ভক্তিসহকারে শ্রীরামের আখ্যায়িকা পাঠ ও শ্রবণ করে, তাহাদের গঙ্গাস্নান অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ হয়।

শ্রীস্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে, রামায়ণ-মাহাত্ম্যের রাক্ষসমোক্ষণনামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ—

অহো বিপ্র ইদং প্রোক্তমিতিহাসঞ্চ নারদ।
রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং ত্বং পুনর্বদ বিস্তরাৎ ॥১
অস্তমাসস্য মাহাত্ম্যং কথয়স্ব প্রসাদতঃ।
কস্য নো জায়তে তুষ্টির্মুনে ত্বদ্বচনামৃতাৎ ॥২

নারদ উবাচ—

সর্বে যূয়ং মহাভাগাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ।
যতঃ প্রভাবং রামস্য ভক্তিতঃ শ্রোতুমুদ্যতাঃ ॥৩
মাহাত্ম্যশ্রবণং যস্য রাঘবস্য কৃতাত্মনাম্।
দুর্লভং প্রাহুরত্যন্তং মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৪
শৃণুধ্বমৃষয়শ্চিত্রমিতিহাসং পুরাতনম্।
সর্বপাপপ্রশমনং সর্বরোগবিনাশনম্ ॥৫
আসীৎ পুরা দ্বাপরে চ সুমতির্নাম ভূপতিঃ।
সোমবংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্ সপ্তদ্বীপৈকনায়কঃ ॥৬
ধর্মাত্মা সত্যসম্পন্নঃ সর্বসম্পদ্বিভূষিতঃ।
সদা রামকথাসেবী রামপূজা-পরায়ণঃ ॥৭
রামপূজাপরাণাঞ্চ শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতিঃ।
পূজ্যেষু পূজানিরতঃ সমদর্শী গুণান্বিতঃ ॥৮
সর্বভূতহিতঃ শান্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্তিমান্ নৃপঃ।
তস্য ভার্য্যা মহাভাগা সর্বলক্ষণসংযুতা ॥৯
পতিব্রতা পতিপ্রাণা নাম্না সত্যবতী শ্রুতা।
তাবুভৌ দম্পতী নিত্যং রামায়ণ-পরায়ণৌ ॥১০
অন্নদানরতৌ নিত্যং জলদানপরায়ণৌ।
তড়াগারাম-প্রপাপীনসংখ্যাতানকারয়ৎ ॥১১

তৃতীয় অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—হে বিপ্র নারদ! আপনি রামায়ণের মাহাত্ম্য ও তাহার ইতিকথা বর্ণনা করিয়াছেন, পুনরায় বিস্তৃতভাবে রামায়ণের মাহাত্ম্য বলুন।১

কার্তিকমাসে রামায়ণ শ্রবণ করিলে পুণ্যলাভ হয়—তাহা বলিয়াছেন। এক্ষণে কৃপাপূর্বক অশুমাসের মাহাত্ম্য বলুন। হে মুনে! আপনার বচনামৃত শ্রবণ করিলে কাহার না আনন্দ হয়?২

নারদ বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা রামনামের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়াই ভক্তিযুক্তভাবে রামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিলাম।৩

ব্রহ্মবাদি-মুনিগণ বলেন যে, যাঁহারা আত্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের রামমাহাত্ম্য-শ্রবণ অতি দুর্লভ বলিয়া জানিবে।৪

হে ঋষিগণ! আপনারা সেই বিচিত্র পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করুন—যাহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ ও ব্যাধি বিনষ্ট হয়।৫

পুরাকালে দ্বাপরযুগে সুমতিনামে এক রাজা ছিলেন। সোমবংশসম্ভূত সেই রাজা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিনায়ক ছিলেন।৬

তিনি ধার্মিক, সত্যবাদী ও সর্বসম্পদে বিভূষিত ছিলেন। রামায়ণের কথা কীর্তন করা তাঁহার সর্বদা কর্তব্যকর্ম ছিল। তিনি স্বয়ং শ্রীরামের পূজা করিতেন এবং রামপূজা-পরায়ণদিগের সেবা করিতেন। অহঙ্কার-শূন্য হইয়া রামায়ণী কথা শ্রবণ করিতে তাঁহার আনন্দ হইত। সেই কীর্তিমান্ নৃপতি পূজনীয়গণের পূজা করিতেন। তিনি সমদর্শী ছিলেন এবং প্রাণিগণের হিতসাধন তাঁহার প্রধান গুণ ছিল। তিনি স্বভাবতঃ শান্ত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম সত্যবতী, তিনি মহাভাগা, সর্বলক্ষণান্বিতা, পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা ছিলেন। নিত্য রামায়ণ-সেবা সেই রাজা ও রাণীর অবশ্য কর্তব্য কর্ম ছিল। সেই রাজা অন্নদান, জলদান, তড়াগখনন, উপবননির্মাণ, পথিপার্শ্বে জলসত্রস্থাপন প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রাজা সুমতি ভক্তি-ভাবে ভাবিত হইয়া স্বয়ং রামায়ণ শ্রবণ করিতেন ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ যাহাতে শ্রবণ করিতে পারে, তাহার

সোঽপি রাজা মহাভাগো রামায়ণপরায়ণঃ।
বাচয়েচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিভাবেন ভাবিতঃ ॥১২
এবং রামপরো নিত্যং রাজা তু ধর্মকোবিদঃ।
তস্য প্রিয়া সত্যবতী দেবী অপি সদাঽস্তবৎ ॥১৩
বিশ্রুতৌ ত্রিষু লোকেষু দম্পতী তৌ হি ধার্মিকৌ।
আযযৌ বহুভিঃ শিষ্যৈর্বৃতঃ কামো বিভাণ্ডকঃ ॥১৪
বিভাণ্ডকং মুনিং দৃষ্ট্বা সুখমাপ্তো জনেশ্বরঃ।
পাদ্যমর্ঘ্যং সপত্নীকঃ পূজাভির্বহুবিস্তরম্ ॥১৫
কৃতাতিথ্যক্রিয়ং শান্তং কৃতাসনপরিগ্রহম্।
নিজাসনগতো ভূপঃ প্রাঞ্জলির্নিমন্ত্রবীৎ ॥১৬

রাজোবাচ—

ভগবন্! কৃতকৃত্যোঽহং ত্বদভ্যাগমনেন ভোঃ।
সতামাগমনং সদ্যঃ প্রশংসন্তি সুখাবহম্ ॥১৭

যাবস্থা করিতেন। সতত রামভক্তিপরায়ণ এই রাজা ধর্মবিষয়ে বহু জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। রাজার প্রিয়া ভার্য্যা সত্যবতীদেবীও সর্বদা শ্রীরামের স্তব করিতেন।৭-১৩

সেই রাজা ও রাণী ধর্মপরায়ণ বলিয়া ত্রিলোকে কীর্তিত ছিলেন। একদিন বিভাণ্ডকমুনি বহু শিষ্যের সহিত রাজার নিকটে আগমন করিলেন। বিভাণ্ডকমুনির দর্শনে রাজার প্রাণে আনন্দের উদয় হইল, তিনি সপত্নীক শান্তস্বভাব-মুনিকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি বিবিধ উপচারে অর্চনা করিলেন। অতঃপর মুনি আসনে উপবেশন করিলে মুনির প্রতি যথাবিধি আতিথ্যসম্পাদন করিয়া রাজা স্বীয় আসনে উপবেশন করত কৃতাঞ্জলি-পুটে মুনিকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আজ আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। সজ্জনগণের শুভাগমন শুভপ্রদ বলিয়া সদাশয়গণ এইরূপ আগমনের প্রশংসা করেন।১৪-১৭

জ্ঞানিগণ বলেন,—যেখানে মহাত্মাদিগের প্রীতি বিরাজ করে, সেখানেই সর্বসম্পদ্, তেজঃ, কীর্তি, ধন ও পুত্র অবস্থান করে অর্থাৎ মহাত্মাগণের প্রীতির দ্বারা উক্ত সম্পৎসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনে! প্রভো! যে স্থানে সাধুগণের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হয়, সে স্থানের

যত্র স্যান্মহতাং প্রেম তত্র স্যুঃ সর্বসম্পদঃ।
তেজঃ কীর্তির্ধনং পুত্র ইতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥১৮
তত্র বৃদ্ধিং গমিষ্যন্তি শ্রেয়াংস্যনুদিনং মুনে।
যত্র সন্তঃ প্রকুর্বন্তি মহতীং করুণাং প্রভো ॥১৯
যো মূর্ধ্নি ধারয়দ্ ব্রহ্মন্ বিপ্রপাদতলোকদম্।
স স্নাতো সর্বতীর্থেষু পুণ্যবান্ নাত্র সংশয়ঃ ॥২০
মম পুত্রাশ্চ দারাশ্চ সম্পদশ্চ সমর্পিতাঃ।
সমাজ্ঞাপয় শান্তাত্মন্ বয়ং কিং করবাণি তে ॥২১
ইত্থং বদন্তং ভূপং তং স নিরীক্ষ্য মুনীশ্বরঃ।
স্পৃশন্ করেণ রাজানং প্রত্যুবাচাতিহর্ষিতঃ ॥২২

ঋষিরুবাচ—

রাজন্! যদুক্তং ভবতা তৎ সর্বং ত্বৎকুলোচিতম্।
বিনয়াবনতাঃ সর্বে পরং শ্রেয়ো ভজন্তি হি ॥২৩

মঙ্গলসম্ভাবিকভাবেই যেন দিন দিন বর্ধিত হয়। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি বিপ্রপাদোদক মস্তকে ধারণ করে, সে পুণ্যবান্, বিপ্রপাদোদক মস্তকে ধারণ করায় তাহার সর্বতীর্থস্নানের ফললাভ হয়—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হে শান্তাত্মন্! আমার পত্নী, পুত্র ও ঐশ্বর্য্য সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আদেশ করুন, এখন আপনার প্রীতিসম্পাদনের জন্য কি কার্য্য করিতে হইবে।১৮-২১

রাজার বাক্য-সমাপ্তির পর মুনিবর বিভাণ্ডক রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করত তাঁহার করস্পর্শপূর্বক অত্যন্ত তুষ্টচিত্তে বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি বিনীতভাবে যে সকল কথা বলিয়াছ, সে সমস্তই তোমার কুলোচিত বাক্য। বিনম্রভাবসম্পন্নব্যক্তিগণই পরমমঙ্গললাভের অধিকারী। হে ভূপাল! সৎপথে তোমার মতি দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। হে মহাভাগ! তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে তোমাকে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা বল।২২-২৪

শ্রীহরির প্রীতিলাভের জন্য, যে উপায় অবলম্বনীয়, সে সম্বন্ধে বহু পুরাণে বহু উপদেশ উল্লিখিত আছে। হে ভূপাল! তুমি রামায়ণভক্ত, তোমার এই সাধ্বী

প্রীতোঽস্মি তব ভূপাল সম্মার্গপরিবর্তিনঃ।
বক্তি তেঽস্তু মহাভাগ যৎ পৃচ্ছামি তদুচ্যতাম্ ॥২৪
হরিসন্তোষকান্যাসন্ পুরাণানি বহূন্যপি।
মাঘে মাসি তোষ্ণতোঽসি রামায়ণপরায়ণ ॥২৬
তব ভার্য্যাপি সাধ্বীয়ং নিত্যং রামপরায়ণা।
কিমর্থমেতদ্ বৃত্তান্তং যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥২৬

রাজোবাচ—

শৃণুষ্ব ভগবন্ সর্বং যৎ পৃচ্ছসি বদামি তৎ।
আশ্চর্য্যং যদ্ধি লোকানামাবয়োশ্চরিতং মুনে ॥২৭
অহমাসং পুরা শূদ্রো মালতির্নাম সত্তম।
কুমার্গনিরতো নিত্যং সর্বলোকাহিতে রতঃ ॥২৮
পিশুনো ধর্মবিদ্বেষী দেবদ্রব্যাপহারকঃ।
মহাপাতকিসংসর্গী দেবদ্রব্যোপজীবকঃ ॥২৯
গোঘ্নশ্চ ব্রহ্মহা চৌরো নিত্যং প্রাণিবধে রতঃ।
নিত্যং নিষ্ঠুরবক্তা চ পাপী বেশ্যাপরায়ণঃ ॥৩০
কিঞ্চিৎ কালে সংস্থিতোঽহমনাদৃত্য মহত্বচঃ।
সর্ববন্ধুপরিত্যক্তো দুঃখী বননুপাগমম্ ॥৩১
মৃগমাংসাশনং নিত্যং তথা মার্গবিরোধকৃৎ।
একাকী দুঃখবহুলো নিবসন্নির্জনে বনম্ ॥৩২
একদা ক্ষুৎপরিশ্রান্তো নিদাঘান্তে পিপাসিতঃ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমং দৃষ্ট্বা অপশ্যম্ নির্জনং বনম্ ॥৩৩
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং তৎসমীপে মহৎ সরঃ।
পর্য্যন্তে বনপুষ্পৌঘৈশ্ছাদিতং তন্মুনীশ্বর ॥৩৪
অপিবং তত্র পানীয়ং তত্তটে বিগতশ্রমঃ।
উন্মূল্য বিল্বমূলানি ময়া কৃচ্ছ্র নিবারিতা ॥৩৫
বসিষ্ঠস্যাশ্রমং তিষ্ঠন্ নিবাসং কৃতবানহম্।
শীর্ণৈঃ স্ফটিকসঙ্ঘাতৈস্তত্র গৃহমকারিষম্ ॥৩৬

ভার্য্যাও রামায়ণ-পরায়ণা। মাঘমাসে রামায়ণ শ্রবণ করিবার জন্য তোমাদের উভয়েরই আগ্রহ দেখিতেছি। রামায়ণের প্রতি তোমাদের এইরূপ আসক্তির কারণ কি? রামায়ণের বৃত্তান্তই বা কি প্রকার তাহা আমাকে বল।২৫-২৬

রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তৎসমস্তই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মুনে! লোকসমাজে আমাদের কিরূপ আশ্চর্য্য চরিত্র ছিল, তাহা বলিতেছি। হে সত্তম! পূর্বে আমি মালতি-নামে এক শূদ্র ছিলাম। কুপথে গমন ও সর্বলোকের অহিত আচরণ আমার স্বভাব ছিল। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ধর্মদ্বেষী ছিলাম। দেবগণের দ্রব্য অপহরণ আমার বৃত্তি ছিল। মহাপাতকিগণের সহিত একত্রে বসবাস করিতাম এবং দেবগণের উদ্দেশে সংগৃহীত দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতাম।২৭-২৯

নিত্য গোবধ, ব্রহ্মবধ ও অন্যান্য প্রাণি-বধ করিতাম। আমি নিত্য বেশ্যাসক্ত, নিষ্ঠুরভাষী ও পাপী ছিলাম।৩০

বন্ধুগণের সহিত অবস্থিতিকালে কোনও এক সময়ে মহাপুরুষগণের বাক্যের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করি নাই বলিয়া সমস্ত বন্ধুগণ আমাকে পরিত্যাগ করে। বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিতহৃদয়ে বনে গমন করি। নির্জনবনে নিত্য মৃগমাংস ভক্ষণ করিতাম ও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতাম। এইভাবে নির্জনবনে একাকী বাস করিয়া বহু কষ্ট পাইতে লাগিলাম।৩১-৩২

গ্রীষ্মশেষে একদিন পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া বসিষ্ঠমুনির আশ্রম দেখিতে পাইলাম। তাহারই নিকটে এক নির্জনবনে একটি বৃহৎ সরোবর ছিল। সেই সরোবরে হংস-কারণ্ডব বিচরণ করিত। বনপুষ্প দ্বারা সরোবরটি আচ্ছাদিত ছিল। হে মুনীশ্বর! সেই সরোবর আমার নয়নগোচর হইলে আমি তথায় যাইয়া তাহার জল পান করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। বিল্বতরুর মূল তুলিয়া তদ্দ্বারা ক্ষুধার জ্বালা দূর করিলাম। কিছুদিন বসিষ্ঠমুনির আশ্রমে অবস্থান করিয়া সেই নির্জনবনে বাস করিতে লাগিলাম। অতঃপর শীর্ণ স্ফটিকখণ্ডসমূহ, শুষ্কতৃণ, পত্র ও কাষ্ঠদ্বারা একখানি আবাসগৃহ নির্মাণ করিয়া

পর্ণৈস্তৃণৈশ্চ কাষ্ঠৈশ্চ গৃহং সম্যক্ প্রকল্পিতম্।
তত্রাহং ব্যাধলব্ধস্বো হত্বা বহুবিধান্ মৃগান্ ॥৩৭
আজীবিকাঞ্চ কুর্বাণো বৎসরাণাঞ্চ বিংশতিম্।
অধোপনয়তা সাধ্বী বিন্ধ্যদেশে সমুদ্ভবা ॥৩৮
নিষাদকুলসম্ভূতা নাম্না কালীতি বিশ্রুতা।
বন্ধুবর্গৈঃ পরিত্যক্তা দুঃখিতা জীর্ণবিগ্রহা ॥৩৯
ব্রহ্মন্ ক্ষুত্তৃট্পরিশ্রান্তা শোচতী মুক্তিকীং ক্রিয়াম্।
দৈবযোগাৎ সমায়াতা ভ্রাম্যন্তী বিজনে বনে ॥৪০
মাসে গ্রীষ্মে চ তাপার্তা হৃস্তত্তাপপ্রপীড়িতা।
ইমাং দুঃখবতীং দৃষ্ট্বা জাতা মে বিপুলা ঘৃণা ॥৪১
ময়া দত্তং জলঞ্চাস্যৈ মাংসং বন্যফলং তথা।
গতশ্রমা তু সা পৃষ্টা ময়া ব্রহ্মন্ যথাতথম্ ॥৪২
স্ববেদয়ৎ স্বকর্মাণি তানি শৃণু মহামুনে।
ইয়ং কালী তু নাম্না বৈ নিষাদকুলসম্ভবা ॥৪৩

দাম্ভিকস্য সুতাং বিদ্ধি স্থবসদ্ বিন্ধ্যপর্বতে।
পরস্বহারিণী নিত্যং সদা পৈশুন্যবাদিনী ॥৪৪
বন্ধুবর্গৈঃ পরিত্যক্তা যতোঽহং পাপচারিণী।
কান্তারে বিজনে ব্রহ্মংস্ত্বৎসমীপমুপাগতা ॥৪৫
ইত্যেবং স্বকৃতং কর্ম সর্বং মহ্যং স্ববেদয়ৎ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমং পুণ্যং অহং চেয়ঞ্চ বৈ মুনে ॥৪৬
দম্পতিভাবমাশ্রিত্য স্থিতৌ মাংসাশিনৌ তদা।
উভয়ার্থে গতৌ চৈব বসিষ্ঠস্যাশ্রমং তদা ॥৪৭
দৃষ্ট্বা চৈব সমাজঞ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ সত্তম।
রামায়ণপরা বিপ্রা মাঘে দৃষ্টা দিনে দিনে ॥৪৮
নিরাহারৌ চ বিক্রান্তৌ ক্ষুৎ-পিপাসাপ্রপীড়িতৌ।
অনিচ্ছয়া গতৌ তত্র বসিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রতি ॥৪৯
রামায়ণকথাং শ্রোতুং নবাহ্না চৈব ভক্তিতঃ।
তৎকাল এব পঞ্চত্বমাবয়োরভবন্মুনে ॥৫০

বিশ বৎসর যাবৎ সেইস্থানে ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন-পূর্বক বহুবিধ মৃগ বধ করত জীবনধারণ করিতে লাগিলাম। হে ব্রহ্মন্! অনন্তর বিন্ধ্যদেশীয় ব্যাধকুলসম্ভূতা কালী নামে পরিচিতা এক সাধ্বী মহিলা বন্ধুবর্গ কর্তৃক পরিত্যক্তা হওয়ায় মনোবেদনায় শীর্ণকায়া হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবযোগে একদিন এই নির্জনবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সে শোকবিহ্বলচিত্তে মুক্তির উপায় ভাবিতেছে,—তাহাকে এইরূপে দেখিতে পাইলাম। গ্রীষ্মতাপে ও হৃদয়-তাপে অতিশয় পীড়িতা এই রমণীকে দেখিয়া আমার অন্তরে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। হে ব্রহ্মন্! পান ও ভোজন করিবার জন্য আমি ইহাকে জল, মাংস ও বন্যফল প্রদান করিলাম। পান ও ভোজন করিবার পর ক্লান্তি বিদূরিত হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে তাহার পূর্বতন-কাহিনী জিজ্ঞাসা করিলাম। হে মহামুনে! তখন সেই নারী আমার নিকটে তাহার কৃতকর্মের কথা যাহা জানাইয়াছিল তাহা বলিতেছি—শ্রবণ করুন। কালী নাম্নী এই নারী নিষাদকুলে জন্মলাভ করে ।৩১-৪৩

ইহাকে দাম্ভিকসুতা বলিয়া জানিবেন। সে বিন্ধ্যপর্বতে বাস করিত। নিত্য পরদ্রব্য চুরি করা ও মিথ্যের মত কথা বলা ইহার সহজাত মনোবৃত্তি ছিল। পাপচারিণী বলিয়া বন্ধুবর্গ তাহাকে পরিত্যাগ করে। হে ব্রহ্মন্! তখন সে এই নির্জনবনে আমার নিকট উপস্থিত হয় এবং নিজের সমস্ত কৃতকর্মের কাহিনী জানায়। হে মুনে! আমি এবং এই নারী মাংসভক্ষণ করিয়া বসিষ্ঠমুনির আশ্রমসন্নিধানে পতি-পত্নীভাবে অবস্থান করিতাম। একদিন উৎসাহিত হইয়া আমরা উভয়ে বসিষ্ঠমুনির আশ্রমে গমন করি ।৪৪-৪৭

হে সত্তম! রামায়ণ-পরায়ণ দেবর্ষি ও বিপ্রগণকে সেখানে দেখিতে পাই। রামায়ণের প্রতি ইঁহাদের প্রীতি ও মাঘমাসে প্রতিদিন রামায়ণ শ্রবণ করিতেছে দেখিয়া ভোজনীয়দ্রব্যসংগ্রহের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা উভয়ে অনিচ্ছাবশতঃ অনাহারে থাকিয়া ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্তদেহে বসিষ্ঠমুনির আশ্রমে গমন করি এবং ভক্তি-সহকারে নয়দিনব্যাপী রামায়ণী কথা শ্রবণ করি। রামায়ণী কথা শ্রবণকালে একদিন আমাদের উভয়ের মৃত্যু হয় ।৪৮-৫০

আমরা উভয়ে রামায়ণী কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম

কর্ম্মণা তেন তুষ্টাত্মা ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্বদূতান্ প্রেষয়ামাস মদাহরণকারণাৎ ॥৫১
আরোপ্য মাং বিমানে তু জগ্মুস্তে চ পরং পদম্।
আবাং সমীপমাপন্নৌ দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥৫২
ভুক্তবন্তৌ মহান্ ভোগান্ যাবৎ কালং শৃণুষ্ব মে।
যুগকোটিসহস্রাণি যুগকোটিশতানি চ ॥৫৩
উষিত্বা রামভবনে ব্রহ্মলোকমুপাগতৌ।
তাবৎ কালঞ্চ তত্রাপি স্বিষ্টেন্দ্রপদমাগতৌ ॥৫৪
তত্রাপি তাবৎ কালঞ্চ ভুক্ত্বা ভোগানমুত্তমান্।
ততঃ পৃথ্বীং বয়ং প্রাপ্তাঃ ক্রমেণ মুনিসত্তম ॥৫৫
তত্রাপি সম্পদতুলা রামায়ণপ্রসাদতঃ।
অনিচ্ছয়া কৃতেনাপি প্রাপ্তমেবম্বিধং মুনে ॥৫৬
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যা কথা রামস্য চ।
ভক্তিভাবেন ধর্ম্মাত্মন্ জন্ম-মৃত্যু-জরাপহা ॥৫৭

অবশেনাপি যৎকর্ম্ম কৃতং তু তমহং ফলম্।
দদাতি শৃণু বিপেন্দ্র রামায়ণপ্রসাদতঃ ॥৫৮

নারদ উবাচ—

এতৎ সর্ব্বং নিশম্যাসৌ বিভাণ্ডকো মুনীশ্বরঃ।
অভিনন্দ্য মহীপালং প্রযযৌ স্বতপোবনম্ ॥৫৯
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
রামায়ণকথা চৈব কামধেনুপমা স্মৃতা ॥৬০
মাঘে মাসে সিতে পক্ষে রামায়ণং প্রযত্নতঃ।
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং সর্ব্বধর্ম্মফলপ্রদম্ ॥৬১
য ইদং পুণ্যমাখ্যানং সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্।
বাচয়েচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি রামভক্তিশ্চ জায়তে ॥৬২

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যে মাঘফলানুকীর্ত্তনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।৩

বলিয়া শ্রীভগবান্ মধুসূদন আমাদের উভয়ের প্রতি প্রীত হন। আমাদের উভয়কে লইয়া যাইবার জন্য ভগবান্ নিজ দূত প্রেরণ করেন। আমাদিগকে মনোরম বিমানে উঠাইয়া দূতগণ পরমধামে আসিয়া উপস্থিত হয়। চক্রধারী শ্রীভগবানের সন্নিধানে আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় ও সেখানে কতকাল যাবৎ মহানন্দ ভোগ করিয়াছি—তাহা শ্রবণ করুন। শতসহস্রকোটি যুগ যাবৎ শ্রীরামের আবাসে বাস করিয়া অতঃপর ব্রহ্মলোকে গমন করি। সেখানে তৎপরিমাণ কাল যাবৎ ভোগ করিবার পরে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হই। ইন্দ্রলোকেও তৎপরিমাণ কাল যাবৎ উত্তমভোগ্য ভোগ করার পরে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করি। হে মুনিসত্তম! রামায়ণপ্রসাদে পৃথিবীতেও আমরা অতুলসম্পদের অধিকারী হইয়াছি। হে মুনে! অনিচ্ছা-বশতঃও রামায়ণ শ্রবণ করিয়া আমরা এইরূপ সুখভোগ করিতেছি।৫১-৫৬

হে ধর্ম্মাত্মন্! নবদিবসাবধি এই রামায়ণী কথা ভক্তিযুক্তভাবে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলে জন্ম, মৃত্যু ও জরার আক্রমণ হইতে অক্লেশে নিষ্কৃতিলাভ হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! শ্রবণ করুন—অবশভাবেও যদি কেহ রামায়ণী কথা শ্রবণ করে, তাহা হইলেও রামায়ণপ্রসাদে উহা বিশেষ ফল দান করিয়া থাকে। নারদ বলিলেন,—মুনিবর বিভাণ্ডক এই সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া মহীপালকে অভিনন্দিত করত স্বীয় তপোবনে চলিয়া গেলেন।৫৭-৫৯

হে বিপেন্দ্রগণ! সেইহেতু আপনারা চক্রপাণি দেবদেবের রামায়ণী কথা শ্রবণ করুন। এই রামায়ণী কথা কামধেনুতুল্য। মাঘমাসে শুক্লপক্ষে নবদিবসব্যাপী যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্মফলপ্রদ রামায়ণশ্রবণ কর্ত্তব্য। এই পুণ্য আখ্যান সর্ব্বপাপ নষ্ট করে। ইহা পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে অন্তরে রামভক্তির উদয় হয়।৬০-৬২

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডের নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যের মাঘফলানুকীর্ত্তন-নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

অন্যমাসং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।
সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখনিবর্হণম্ ॥১
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্।
সমস্তকামফলদং সর্বব্রতফলপ্রদম্ ॥২
দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্।
রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ ॥৩
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৪
আসীৎ পুরা কলিযুগে কলিকো নাম লুব্ধকঃ।
পরদার-পরদ্রব্যহরণে সততং রতঃ ॥৫
পরনিন্দাপরো নিত্যং জন্তুপীড়াকরস্তথা।
হতবান্ ব্রহ্মণান্ গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৬
দেবস্বহরণে নিত্যং পরস্বহরণে তথা।
তেন পাপান্যনেকানি কৃতানি সুমহান্তি চ ॥৭
ন তেষাং শক্যতে বক্তুং সংখ্যা বৎসরকোটিভিঃ।
স কদাচিন্মহাপাপো জন্তূনামন্তকোপমঃ ॥৮
সৌবীরনগরং প্রাপ্তঃ সর্বৈশ্বর্যসমন্বিতম্।
যোষিদ্ভির্ভূষিতাভিশ্চ সরোভির্বিমলোদকৈঃ ॥৯
অলঙ্কৃতং বিপণিভির্যুতং দেবপুরোপমম্।
তস্যোপবনমধ্যস্থং রম্যং কেশবমন্দিরম্ ॥১০

নারদ বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। এই রামায়ণ পুণ্যদায়ক ও সর্বদুঃখনাশক। অন্যমাসেও রামায়ণ শ্রবণ করিলে পুণ্যপ্রাপ্তি হয় এবং সর্বপাপ ও সর্বদুঃখ বিনষ্ট হয়।১

রামায়ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের ও স্ত্রীজাতির সর্ববিধ কাম্য ও সর্ববিধ ব্রতের ফল প্রদান করে।২

রামায়ণ শ্রবণ করিলে দুঃস্বপ্নদোষ নষ্ট হয় ও ধন্য হয়। রামায়ণ ভোগ ও মুক্তিফল দান করে। রামায়ণের মাহাত্ম্যও বিশেষ যত্নসহকারে শ্রবণ করা কর্তব্য। যেই মাহাত্ম্যের পাঠক ও শ্রোতা সকলেরই পাপ নষ্ট হয়, এইস্থলে সেই রামায়ণমাহাত্ম্যের পুরাতন ইতিবৃত্ত উদাহৃত হইতেছে।৩-৪

কলিযুগে কলিক-নামে এক ব্যাধ ছিল। সে সর্বদা পরস্ত্রী ও পরদ্রব্য অপহরণ করিত। পরনিন্দা করিতে তাহার খুবই আনন্দ হইত। জীবজন্তুর পীড়া উৎপাদন তাহার নিত্যকর্ম ছিল। সেই কলিক ব্যাধ শত শত ব্রাহ্মণ ও সহস্র সহস্র গো বধ করিয়াছিল। সে দেবতার ও পরের ধন নিত্য অপহরণ করিত। এইভাবে সে এত মহাপাপ করিয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা কোটিবৎসরেও বলা সম্ভব হয় না। জন্তুগণের পক্ষে যমসদৃশ মহাপাপী কলিক কোনও এক সময়ে সৌবীরনামক নগরে গিয়াছিল। সর্ববিধ ঐশ্বর্যমণ্ডিত সৌবীরনগরের মহিলামণ্ডলীও বিবিধভূষণে ভূষিতা ছিল। নির্মলজলপূর্ণ সরোবর ও সুন্দর বিপণি-শ্রেণীপরিপূর্ণ সৌবীরনগরকে দেবপুরসদৃশ দেখা যাইত। তাহারই উপবনের মধ্যে ভগবান্ কেশবের একখানি মনোরম মন্দির ছিল।৫-১০

মন্দিরখানি স্বর্ণকলসে আচ্ছাদিত ছিল। স্বর্ণকলস দেখিয়া ব্যাধ আনন্দবোধ করিল এবং বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিল যে, যে কোনও উপায়েই হউক, এই কলসগুলি চুরি করিতে হইবে। এইরূপ মনে করিয়া স্বর্ণকলস চুরি করিবার জন্য লুব্ধ হইয়া শ্রীরামের মন্দিরে গমন করিল। সেখানে যাইয়া দেখিতে পাইল যে, উতথ্যনামক এক দ্বিজবর শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্যায় রত আছেন। সেই দ্বিজ শান্তস্বভাব, তত্ত্বার্থজ্ঞ, তপস্বী, দয়ালু, নিঃস্পৃহ, ধ্যানপ্রিয় ও একাকী। ব্যাধ ভাবিল—স্বর্ণকলস চুরি করিবার পথে এই দ্বিজই মহান্ প্রতিবন্ধক, (যাহা হউক এই প্রতিবন্ধক দূর করিতে হইবে।)

ছাদিতং হেমকলশৈর্দৃষ্ট্বা ব্যাধো মুদং যযৌ।
হরামাত্র সুবর্ণানি বহুনীতি বিনিশ্চিতঃ ॥১১
জগাম রামভবনং কলসশ্চৌর্য্যলোলুপঃ।
তত্রাপশ্যদ্ দ্বিজবরং শান্তং তত্ত্বার্থকোবিদম্ ॥১২
পরিচর্য্যাপরং বিষ্ণোরুতঙ্কং তপসাং নিধিম্।
একাকিনং দয়ালুঞ্চ নিঃস্পৃহং ধ্যানলোলুপম্ ॥১৩
দৃষ্ট্বাঽহিংসৌ মুদ্ধকো মেনে তং চৌর্য্যস্যান্তরায়িণম্।
দেবস্য দ্রব্যজাতং তু সমাদায় মহানিশি ॥১৪
উতঙ্কং হন্তুমারেভে উগ্রতাসির্মদোদ্ধতঃ।
পাদেনাক্রম্য তদ্বক্ষো গলং সংগৃহ্য পাণিনা ॥১৫
হন্তুং কৃতমতিং ব্যাধমুতঙ্কঃ প্রেক্ষ্য চাব্রবীৎ।

উতঙ্ক উবাচ—

ভো ভো সাধো বৃথা মাং ত্বং হনিষ্যসি নিরাগসম্ ॥১৬
ময়া কিমপরাদ্ধং তে তদ্ বদ ত্বঞ্চ মুদ্ধকঃ।
বৃথাপরাধিনো লোকে হিংসাং কুর্বন্তি মত্ততঃ ॥১৭
ন হিংসন্তি বৃথা সৌম্য সজ্জনা অপি সাধবঃ।
বিরোধেঽপি মুখেষু নিরীক্ষ্যাবস্থিতান্ গুণান্ ॥১৮
বিরোধং নাধিগচ্ছন্তি সজ্জনাঃ শান্তচেতসঃ।
বহুধা বাচ্যমানোঽপি যো নরঃ ক্ষময়ান্বিতঃ ॥১৯
তমুত্তমং নরং প্রাহুর্বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং তথা ॥২০
সজ্জনো ন যাতি বৈরং পরহিতরতো
বিনাশকালেঽপি।
ছেদেঽপি চন্দনতরুঃ সুরভীকরোতি
মুখং কুঠারস্য ॥২১
অহো বিধির্বৈ বলবান্ বাধতে বহুধা জনান্।
সর্বসঙ্গবিহীনোঽপি বাধ্যতে তু দুরাত্মনা ॥২২
অহো নিষ্কারণং লোকে বাধন্তে দুর্জনা জনান্।
ধীবরাঃ পিশুনা ব্যাধা লোকেঽকারণবৈরিণঃ ॥২৩
অহো বলবতী মায়া মোহয়ত্যখিলং জগৎ।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাদ্যৈঃ সর্বদুঃখেন যোজ্যতে ॥২৪

উদ্ধতস্বভাব ব্যাধ স্বীয় মত্ততাবশতঃ ব্রাহ্মণ-উতঙ্কের বক্ষ পায়ের দ্বারা ও গলা হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া খড়্গ উত্তোলনপূর্বক তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ব্যাধকে তদবস্থায় দেখিয়া উতঙ্ক বলিতে লাগিলেন,—হে সাধো! আমার ত কোনও অপরাধ নাই, তবে কেন বৃথা আমাকে বধ করিবে? হে ব্যাধ! বল, আমি তোমার নিকটে কি অপরাধ করিয়াছি? দেখ, এ সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা অপরাধী, তাহারাই নিরর্থক অন্যকে হিংসা করে। হে সৌম্য! যাহারা সজ্জন, যাহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ সাধু, তাহারা অন্যকে বৃথা হিংসা করে না। মূর্খের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে শান্তচিত্ত সজ্জনগণ যদি সেই মূর্খের মধ্যে গুণরাশি দেখিতে পান, তাহা হইলে তাহার সহিত বিবাদে লিপ্ত হন না। যিনি বহুপ্রকার কথা বলেন, তিনি যদি ক্ষমাবান্ হন, তাহা হইলে তিনি উত্তম মানুষ বলিয়া গণ্য হন ও শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় হন।১১-২০

পরের হিতসাধন যাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম, নিজের বিনাশকালেও তিনি অন্যের সহিত বৈরিতা করেন না। দেখ, যেই কুঠার চন্দনতরু ছেদন করে, চন্দনতরু সেই কুঠারের মুখকেই সুগন্ধযুক্ত করে। আহা! বিধির কি বিচিত্র লীলা! বলবান্ দুরাত্মা দুর্বলজনগণকে বহুপ্রকারে নির্যাতন করে। যিনি সর্ববিষয়ে আসক্তিবিহীন, দুরাত্মা তাহাকেও নির্যাতন করে।২১-২২

আহা! কি আর বলিব? দুর্জনগণ বিনা কারণেও সজ্জনগণকে নির্যাতন করে। দেখিতে পাওয়া যায়, এই সংসারে ধীবর, খল ও ব্যাধ ইহারা বিনা কারণেও বৈরিতা করে। আহা! বলবতী মায়ার কথা কি আর বলিব! এই মায়া অখিল জগৎকে মোহিত করে এবং পুত্র, মিত্র ও কলত্রাদি দ্বারা সর্বদুঃখে যোজিত করে।২৩-২৪

পরস্ব অপহরণ করিয়া পুত্র-কলত্রের প্রতিপালন করিলে কি হইবে? অন্তিমসময়ে সকলকে পরিত্যাগ

পরদ্রব্যাপহারেণ কলত্রং পোষিতঞ্চ যৎ।
অন্তে তৎসর্বমুৎসৃজ্য এক এব প্রয়াতি বৈ ॥২৫
মম মাতা মম পিতা মম ভার্য্যা মমাত্মজা।
মমেদমিতি জন্তূনাং মমতা বাধতে বৃথা ॥২৬
যাবদর্পয়তি দ্রব্যং তাবদ্ভবতি বান্ধবঃ।
অর্জিতং তু ধনং সর্বে ভুঞ্জন্তে বান্ধবাঃ সদা ॥২৭
দুঃখমেকতমো মূঢ়স্তৎপাপফলমশ্নুতে।
ইতি ব্রুবাণং তমৃষিং বিমৃশ্য ভয়বিহ্বলঃ ॥২৮
কলিকঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ক্ষমস্বেতি পুনঃ পুনঃ।
তৎসঙ্গস্য প্রভাবেণ হরিসন্নিধিমাত্রতঃ ॥২৯
গতপাপো লুব্ধকশ্চ সানুতাপোঽভবদ্ ধ্রুবম্।
যয়া কৃতানি পাপানি মহান্তি দুরতূনি চ ॥৩০
তানি সর্বাণি নষ্টানি বিপ্রেন্দ্র তব দর্শনাৎ।
অহং বৈ পাপধীনিত্যং মহাপাপং সমাচরন্ ॥৩১

করিয়া একাই চলিয়া যাইবে। আমার মাতা, আমার পিতা, আমার ভার্য্যা, আমার দুহিতা ও আমার এই বস্তু ইত্যাদি মমত্ববোধ প্রাণিগণকে বৃথা আসক্ত করে।২৫-২৬

যে পর্য্যন্ত কাহাকেও কিছু দিতে পারা যায়, সে পর্য্যন্তই সেই ব্যক্তি তাহার বান্ধব থাকে। অর্জিত ধন বান্ধবগণ সর্বদাই ভোগ করে, কিন্তু যে মূর্খ পাপাচরণ করিয়া ঐ ধন অর্জন করে, কেবলমাত্র সেই মূর্খই কৃতপাপের ফল একাকী ভোগ করে। ঋষির এই সকল কথা শুনিয়া কলিকের প্রাণে নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল। সে ভয়ে কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিকে বার বার বলিতে লাগিল,—হে ঋষে! আমি অপরাধী, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সেই ঋষির সঙ্গলাভের ফলে এবং শ্রীহরির সান্নিধ্যমাত্র লুব্ধকের পাপ দূরীভূত হইল। সে পূর্বকৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ ভোগ করিতে লাগিল। তৎপর ঋষিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাধ বলিল,—হে বিপ্রেন্দ্র! আমি বহু মহাপাপ করিয়াছি। আজ আপনার দর্শন লাভ করায় আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়াছে। আমার বুদ্ধি পাপে পরিপূর্ণ, সর্বদাই মহাপাপ করিতেছি।২৭-৩১

কথং মে নিষ্কৃতির্ভূয়াৎ কং যামি শরণং বিভো।
পুনর্জন্মাজিতৈঃ পাপৈর্লুব্ধকত্বমবাপ্তবান্ ॥৩২
অত্রাপি পাপজালানি কৃত্বা কাং গতিমাপ্নুয়াম্।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য কলিকস্য মহাত্মনঃ ॥৩৩
উত্তঙ্কো নাম বিপ্রর্ষিরিদং বাক্যমথাব্রবীৎ।

উত্তঙ্ক উবাচ—

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ মতিস্তেবিমলোদ্ধসা ॥৩৪
যস্মাৎ সংসারদুঃখানাং নাশোপায়মভীপ্সসি।
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে কথা রামায়ণস্য চ ॥৩৫
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যা ভক্তিভাবেন সাদরম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩৬
তস্মিন্ ক্ষণেঽসৌ কলিকো লুব্ধকো বীতকল্মষঃ।
রামায়ণকথাং শ্রুত্বা সদ্যঃ পঞ্চত্বমাগতঃ ॥৩৭

হে বিভো! কি প্রকারে আমার নিষ্কৃতি হইবে? আমি কাহার শরণ লইব? পূর্বজন্মে বহু পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে ব্যাধরূপে জন্মলাভ করিয়াছি। ইহজন্মেও বহুপাপ করিলাম, পুনর্জন্মে আমার কোন্ গতি হইবে? কলিকের এই সমস্ত কথা শুনিয়া বিপ্রর্ষি উত্তঙ্ক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! বড়ই ভাল কথা যে, তোমার বুদ্ধি অতি নির্মল হইয়াছে।৩২-৩৪

সাংসারিক দুঃখনাশের উপায় জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ জন্মিয়াছে। তুমি চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী ভক্তিযুক্তচিত্তে সমাদরের সহিত রামায়ণী কথা শ্রবণ করিবে—যাহা শ্রবণমাত্রই সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।৩৫-৩৬

সেই সময়ে ব্যাধ কলিক রামায়ণী কথা শ্রবণ করিয়া পাপমুক্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উত্তঙ্ক ব্যাধকে সেইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহার প্রতি করুণাসম্পন্ন হইলেন। ব্যাধের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন ও শ্রীবিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন।৩৭-৩৮

উত্তঙ্কঃ পতিতং বীক্ষ্য লুব্ধকং তং দয়াপরঃ।
এতাদৃক্ট্বা বিস্মিতশ্চ অস্তৌনীৎ কমলাপতিম্ ॥৩৮
কথাং রামায়ণস্যাপি শ্রুত্বা চ বীতকল্মষঃ।
দিব্যং বিমানমারুহ্য মুনিমেতদথাব্রবীৎ ॥৩৯
বিমুক্তস্ত্বৎপ্রসাদেন মহাপাতকসঙ্কটাৎ।
তস্মান্নতোঽস্মি তে বিপ্র যৎ কৃতং তৎ ক্ষমস্ব মে ॥৪০

সূত উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা দেবকুসুমৈর্মুনিশ্রেষ্ঠমবাকিরৎ।
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা নমস্কারং পুনঃ পুনঃ ॥৪১
ততো বিমানমারুহ্য সর্বকামসমন্বিতম্।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণং প্রপেদে হরিমন্দিরম্ ॥৪২

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রাঃ কথাং রামায়ণস্য চ।
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ ॥৪৩
নবাহ্না কিল রামস্য রামায়ণকথামৃতম্।
তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ সর্বৈষু হিতকৃদ্ধরিপূজকঃ ॥৪৪
ঈপ্সিতং মনসা যদ্ যৎ তদাপ্নোতি ন সংশয়ঃ।
সনৎকুমারৈর্যৎ পৃষ্টং তৎ সর্বং গদিতং ময়া ॥৪৫
রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥৪৬

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে চৈত্রমাসফলানুকীর্তনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

ব্যাধ রামায়ণী কথা শ্রবণ করিয়া পাপমুক্ত হইল, সে দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া মুনিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—হে মুনিবর! আপনার প্রসাদে আজ আমি মহাপাপরূপ সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। হে বিপ্র! আপনি আমাকে পাপসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আমি যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, সমস্তই ক্ষমা করুন ।৩৯-৪০

সূত বলিলেন, এই কথা বলিয়া মুনিবরের মস্তকোপরি দিব্যপুষ্প বর্ষণ করিলেন। তৎপর তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিলেন। সর্বকাম-সমন্বিত বিমানে আরোহণ করিয়া অপ্সরাগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীহরিমন্দিরে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেইহেতু বলিতেছি,—রামায়ণী কথা শ্রবণ করুন। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে যত্নসহকারে নয়দিন অমৃত-সদৃশ রামায়ণী কথা শ্রবণ করিবেন। যিনি সমস্ত ঋতুতে শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি হিতকর অনুষ্ঠানই করিলেন। মনোবাঞ্ছিত সমস্তই তাঁহার লভ্য হয়—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সনৎকুমার প্রভৃতি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছে, সে সমস্তই বলিয়াছি। অন্যবিধ রামায়ণ-মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা কর কি? ৪১-৪৬

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যের চৈত্রমাসীয় ফলানুকীর্তননামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং কথিতং বো মুনীশ্বরাঃ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিধিং রামায়ণস্য চ ॥১
এতচ্চাপি মহাভাগ মুনে তত্ত্বার্থকোবিদ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥২

নারদ উবাচ—

রামায়ণবিধিং চৈব শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।
সর্বলোকেষু বিখ্যাতং স্বর্গ-মোক্ষবিবর্ধনম্ ॥৩
বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম।
রামায়ণকথাং কুর্বন্ ভক্তিভাবেন চাচিতাঃ ॥৪
যেন ঘোরেণ পাপানাং কোটিকোটিঃ প্রণশ্যতি।
চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ পঞ্চম্যামথমারভেৎ ॥৫
সঙ্কল্পং তু ততঃ কুর্য্যাৎ স্বস্তিবাচনপূর্বকম্।
অহোভির্নবভিঃ শ্রাব্যং রামায়ণকথামৃতম্ ॥৬
আদিতশ্চান্তপর্য্যন্তং নবাহ্না তৎকথামৃতম্।
প্রত্যহং শৃণুয়াদ্ যস্তু রামচন্দ্রপ্রসাদতঃ ॥৭
প্রত্যহং দন্তকাষ্ঠঞ্চ অপামার্গস্য শাখয়া।
কৃত্বা স্নায়াত বিধিবদ্ রামভক্তিপরায়ণঃ ॥৮
স্বয়ঞ্চ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং শৃণুয়াৎ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নানং কৃত্বা যথাচারং দন্তধাবনপূর্বকম্ ॥৯
শুক্লাম্বরধরঃ শুদ্ধো গৃহমাগত্য বাগ্‌যতঃ।
প্রক্ষাল্য পাদাবাচম্য স্মরন্নারায়ণং প্রভুম্ ॥১০
নিত্যং দেবার্চনং কৃত্বা পশ্চাৎ সঙ্কল্পপূর্বকম্।
রামায়ণপুস্তকঞ্চ অর্চয়েদ্ভক্তিভাবতঃ ॥১১
আবাহনাসনাদ্যৈশ্চ গন্ধ-পুষ্পাদিভির্ব্রতী।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ ॥১২
একবারং দ্বিবারং বা ত্রিবারং বাপি শক্তিতঃ।
হোমং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন সর্বপাপনিবৃত্তয়ে ॥১৩

সূত বলিলেন.—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের নিকট রামায়ণের মাহাত্ম্য বলিলাম। (তৎপর মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিলেন) এক্ষণে আমরা রামায়ণের বিধি শুনিতে ইচ্ছা করি।১

হে তত্ত্বার্থজ্ঞ মহাভাগ! হে মুনে! আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া রামায়ণবিধি যথাযথরূপে বলুন।২

নারদ বলিলেন,—হে ঋষিগণ! যে রামায়ণবিধি সর্বলোকবিখ্যাত, যাহা স্বর্গ ও মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু, আপনারা সুসমাহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন।৩

রামায়ণশ্রবণের বিধি বলিব, শ্রবণ করুন। ভক্তি-সহকারে অর্চনাপূর্বক রামায়ণী কথা উচ্চারণ করিবে। রামায়ণী কথা উচ্চারণ করিলে কোটি কোটি পাপ বিনষ্ট হয়। চৈত্রমাস অথবা কার্তিকমাসে পঞ্চমী তিথিতে রামায়ণশ্রবণ আরম্ভ করিবে। প্রথমে স্বস্তি-বাচন করিয়া তৎপর সঙ্কল্প করিবে। অমৃততুল্য রামায়ণী কথা নয়দিন ধরিয়া শ্রবণ করিবে। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত নয়দিনে সেই কথামৃত শ্রবণ করিবে। যিনি প্রত্যহ রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীরামের প্রসাদ লাভ করেন। রাম-ভক্তি-পরায়ণ প্রত্যহ অপামার্গের শাখা দ্বারা দন্তকাষ্ঠ করিয়া বিধি অনুসারে স্নান করিবে।৪-৮

ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া বন্ধুগণের সহিত রামায়ণ শ্রবণ করিবে। দন্তধাবনপূর্বক যথাবিধি স্নানান্তে গৃহে আগমন করত সংযতবাক্ হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবে এবং পাদযুগল প্রক্ষালন করিয়া আচমনান্তে জগৎপ্রভু নারায়ণকে স্মরণ করিবে। নিত্যকর্তব্য দেবার্চন সমাপ্ত করিয়া সঙ্কল্প করিবে। ভক্তি-সহকারে আসন, গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করিবে। ভক্তিতৎপর হইয়া 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রে পূজা করিবে। সর্বপাপ-নিবৃত্তির জন্য শক্তি অনুসারে একবার, দুইবার বা তিনবার সযত্নে হোম করিবে।৯-১৩

এবং যঃ প্রযতঃ কুর্য্যাদ্ রামায়ণবিধিং তথা।
স যাতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥১৪
রামায়ণব্রতকর্তা ধর্মকারী চ সত্তমঃ।
চাণ্ডালং পতিতং বাপি বস্ত্রান্নেনাপি নার্চয়েৎ ॥১৫
নাস্তিকান্ ভিন্নমর্য্যাদান্ নিন্দকান্ পিশুনানপি।
রামায়ণব্রতপরো বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ ॥১৬
কুণ্ডাশিনং গায়কঞ্চ তথা দেবলকাশনম্।
ভিষজং কাব্যকর্তারং দেব-দ্বিজবিরোধিনম্ ॥১৭
পরাদ্রলোলুপং চৈব পরস্ত্রীনিরতং তথা।
রামায়ণব্রতপরো বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ ॥১৮
ইত্যেবমাদিভিঃ শুদ্ধো বশী সর্বহিতে রতঃ।
রামায়ণপরো ভূত্বা পরাং সিদ্ধিং গমিষ্যতি ॥১৯
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্ ॥২০
নাস্তি বেদসমং শাস্ত্রং নাস্তি শান্তিসমং সুখম্।
নাস্তি শান্তিপরং জ্যোতির্নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্ ॥২১
নাস্তি ক্ষমাসমং সারং নাস্তি কীর্তিসমং ধনম্।
নাস্তি জ্ঞানসমো লাভো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্ ॥২২
তদন্তে বেদবিদুষে গাং দদ্যাচ্চ সদক্ষিণাম্।
রামায়ণং পুস্তকঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারণাদিকম্ ॥২৩
রামায়ণপুস্তকং যো বাচকায় প্রযচ্ছতি।
স যাতি বিষ্ণুভবনং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥২৪
নবদিনফলং কর্তুঃ শৃণু ধর্মবিদাং বর।
পঞ্চম্যেহহনি চারভ্য রামায়ণকথামৃতম্ ॥২৫
কথাশ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যদীহ যৎ কৃতং তস্য পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥২৬
ব্রতধারী তু শ্রবণং যঃ কুর্য্যাৎ স জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য দ্বিগুণং ফলমশ্নুতে ॥২৭

যিনি সংযতচিত্ত হইয়া রামায়ণবিধি পালন করেন, তিনি বিষ্ণুভবনে গমন করেন এবং তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যিনি ব্রতরূপে রামায়ণশ্রবণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ধার্মিক ও সজ্জনগণের অন্যতম। বস্ত্র ও অন্নদ্বারা চণ্ডাল ও পতিতের সেবা করিবে না; নাস্তিক, ধর্মত্যাগী, নিন্দুক এবং কলহিদিগেরও সেবা করিবে না, এমন কি, রামায়ণপরায়ণ ব্যক্তি সেই সকল নিন্দিত ব্যক্তির সহিত আলাপও করিবে না। জারজান্নভোজী, দেবলান্নভোজী, গায়ক, ভিষক্, কাব্যকর্তা, দেব-দ্বিজবিরোধী, পরাদ্রলোলুপ ও পরস্ত্রীনিরত ব্যক্তিগণের সহিত রামায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি বাক্যালাপও করিবে না। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপে বিরতব্যক্তিকে পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও সর্বপ্রাণীর হিতসাধনে রত বলিয়া জানিবে। এইরূপে রামায়ণপরায়ণ হইলে তাঁহার পরম সিদ্ধিলাভ হয়।১৪-১৯

যেরূপ গঙ্গাসম তীর্থ নাই, মাতৃসম গুরু নাই, বিষ্ণুতুল্য দেবতা নাই, সেইরূপ রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। যেরূপ বেদসম শাস্ত্র নাই, শান্তিতুল্য সুখ নাই, শান্তিসম পরম জ্যোতি নাই, সেইরূপ রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। যেরূপ ক্ষমার মত সার নাই, কীর্তিতুল্য ধন নাই, জ্ঞানলাভসম লাভ নাই, সেইরূপ রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লভ্য নাই।২০-২২

সেইহেতু অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত রামায়ণগ্রন্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে এবং ঐ দানের দক্ষিণারূপে গোদান করিবে। এইরূপ কথককে যিনি রামায়ণ-পুস্তক প্রদান করেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। সেই বিষ্ণুলোকে গমন করিলে কোনও শোকভোগ করিতে হয় না। হে ধর্মজ্ঞোত্তম! পঞ্চম দিবসে (শুক্লপক্ষের পঞ্চমী হইতে) আরম্ভ করিয়া নয়দিন রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিলে কি ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। রামায়ণী কথা শ্রবণমাত্রই সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। রামায়ণ শ্রবণ করিলে ইহলোকে পুণ্ডরীক-ফল লাভ হয়। ইন্দ্রিয়জয়ী ব্যক্তি ব্রতগ্রহণ-পূর্বক রামায়ণ শ্রবণ করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তমগণ! যিনি রামায়ণ শ্রবণ করেন এবং যিনি রামায়ণ পাঠ করেন, তিনি আটটি অগ্নিষ্টোম-যাগের পুণ্য লাভ করেন।২৩-২৮

যে মহাত্মা পাঁচবার এই রামায়ণশ্রবণরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অগ্নিষ্টোম-যাগের অক্ষয় পুণ্যের

রামায়ণং শ্রুতং যেন কথিতং মুনিসত্তমাঃ।
স লভেৎ পরমং পুণ্যমগ্নিষ্টোমাষ্টসম্ভবম্ ॥২৮
পকৃত্বো ব্রতমিদং যেন সর্বং মহাত্মনা।
অগ্নিষ্টোমাক্ষয়ং পুণ্যং ত্রিগুণং পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥২৯
এবং ব্রতঞ্চ ষড়্বারং কুর্য্যাদ্ যস্তু সমাহিতঃ।
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥৩০
নারী বা পুরুষঃ কুর্য্যাদষ্টকৃত্বো মুনীশ্বরাঃ।
নরমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং পঞ্চগুণং লভেৎ ॥৩১
নরো বাপ্যথ নারী বা নবরাত্রৌ সমাচরেৎ।
গোমেধসবজং পুণ্যং স লভেৎ ত্রিগুণং নরঃ ॥৩২
রামায়ণং তু যঃ কুর্য্যাচ্ছান্তাত্মা প্রগতেন্দ্রিয়ঃ।
স যাতি পরমানন্দং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥৩৩
রামায়ণপরো নিত্যং গঙ্গাস্নানপরায়ণঃ।
ধর্মমার্গ-প্রবক্তারো মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ॥৩৪
যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং প্রবীরাণাঞ্চ সত্তমাঃ।
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যা কথা রামায়ণস্য চ ॥৩৫

শ্রুত্বা নরো রামকথামেতদাপ্নোতি ভক্তিতঃ।
ব্রহ্মণঃ পদমাসাদ্য তত্রৈব পরিমোদতে ॥৩৬
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্র রামায়ণকথামৃতম্।
শ্রোতৃণাঞ্চ পরং শ্রাব্যং পবিত্রাণামনুত্তমম্ ॥৩৭
দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ।
নরোঽত্র শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শ্লোকং শ্লোকার্ধমেব চ ॥৩৮
পঠনাদ্মুচ্যতে সদ্যো হ্যপপাতককোটিভিঃ।
সতামেব প্রযোক্তব্যং গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং তু যৎ ॥৩৯
বাচয়েদ্ রামভবনে পুণ্যক্ষেত্রে চ সংসদি।
ব্রহ্মদ্বেষরতানাঞ্চ দম্ভাচাররতাত্মনাম্ ॥৪০
লোকবঞ্চকবৃত্তীনাং ন ক্রয়াদিদমুত্তমম্।
ত্যক্তকামাদিদোষাণাং রামভক্তিরতাত্মনাম্ ॥৪১
গুরুভক্তিরতানাঞ্চ বক্তব্যং মোক্ষসাধনম্।
সর্বদেবময়ো রামঃ স্মৃতশ্চার্তিপ্রণাশনম্ ॥৪২
সন্তুষ্টবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা।
অবশেনাপি যন্নাম কীর্তিতে বা স্মৃতেঽপি বা ॥৪৩

দ্বিগুণ পুণ্যফল লাভ করেন। যিনি সমাহিতচিত্তে ছয়বার রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি অগ্নিষ্টোম-যাগের আটগুণ ফললাভ করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! নারী হউক আর পুরুষই হউক, যদি আটবার রামায়ণ শ্রবণ করে, তাহা হইলে নরমেধ-যজ্ঞের পাঁচগুণ ফল লাভ হয়। নর বা নারী যিনি নবরাত্রে রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি গোমেধ-যজ্ঞজন্য ফলের তিনগুণ ফল লাভ করেন। যাঁহার আত্মা শান্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত, তিনি রামায়ণ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দময় স্থানে গমন করেন। সেই পরমানন্দময় স্থানে গমন করিলে শোক থাকেনা।২৯-৩৩

রামায়ণশ্রবণে যাঁহার অতিশয় আসক্তি, নিত্য গঙ্গাস্নানে যাঁহার অধিক অনুরাগ, যাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের উপদেষ্টা, তাঁহারা মুক্ত—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।৩৪

হে দ্বিজসত্তমগণ! যতি, ব্রহ্মচারী ও শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের নয়দিনব্যাপী রামায়ণ শ্রবণ করা কর্তব্য।৩৫

মানুষ ভক্তিসহকারে রামের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রহ্মলোকে পরমানন্দ ভোগ করে।৩৬

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেইহেতু বলিতেছি যে, রামায়ণ-কথামৃত শ্রবণ কর। শ্রোতৃগণের ইহা পরমশ্রাব্য। পবিত্র কথামধ্যে ইহা অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই নাই।৩৭

রামায়ণ শ্রবণ করিলে দুঃস্বপ্নদোষ নষ্ট হয় বলিয়া যত্নসহকারে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে। মানুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া রামায়ণের একটি শ্লোক বা শ্লোকার্ধ পাঠ করিলে সদ্যঃ কোটি উপপাতক হইতে মুক্তিলাভ করে। গুহ্য হইতেও গুহ্যতম রামায়ণকথামৃত সজ্জন-গণের নিকটেই পাঠ করিবে।৩৮-৩৯

রামভবনে, পুণ্যক্ষেত্রে ও সজ্জনসভায় রামায়ণ পাঠ করিবে। ব্রহ্মদ্বেষী, দাম্ভিক ও লোকবঞ্চকের নিকট এই অমৃতময়ী কথা পাঠ করিবে না। যাঁহারা কামাদি দোষ ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহারা রামের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন ও

বিমুক্তপাতকঃ সোঽপি পরমং পদমশ্নুতে ।
সংসার-ঘোরকান্তার-দাবাগ্নির্মধুসূদনঃ ॥৪৪
স্মরণং সর্বপাপানি নাশয়ত্যাশুসত্তমাঃ ।
মদর্থকমিদং পুণ্যং কাব্যং শ্রুতং ময়া চোত্তমম্ ॥৪৫
শ্রবণাৎ পঠনাদ্ বাপি সর্বপাপবিনাশকঃ ।
যস্য রামরসে প্রীতির্বর্ততে ভক্তিসংযুতা ॥৪৬
স এব কৃতকৃত্যশ্চ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ।
তদর্জিতং তপঃ পুণ্যং তৎসত্যং সফলং দ্বিজাঃ ।৪৭
যদর্থশ্রবণে প্রীতিরন্যথা ন হি বর্ততে ।
রামায়ণপরা যে তু রামনামপরায়ণাঃ ॥৪৮
ত এব কৃত কৃত্যাশ্চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ ।
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্ ॥৪৯
তে কৃতজ্ঞা মহাত্মানস্তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ।
রামনামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্ ॥৫০
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।

সূত উবাচ—

এবং সনৎকুমারস্তু নারদেন মহাত্মনা ॥৫১
সম্যক্ প্রবোধিতঃ সদ্যঃ পরাং নির্বৃতিমাপ হ ।
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্র রামায়ণকথামৃতম্ ॥৫২
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং সর্বপ্রাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
শ্রুত্বা চৈতন্মহাকাব্যং বাচকং যস্তু পূজয়েৎ ॥৫৩
তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ স্যাচ্ছ্রিয়া সহ দ্বিজোত্তমাঃ ।
বাচকে প্রীতিমাপন্নে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।৫৪
প্রীতা ভবন্তি বিপ্রেন্দ্রা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
রামায়ণ-বাচকায় গাবো বাসাংসি কাঞ্চনম্ ॥৫৫
রামায়ণপুস্তকঞ্চ দদ্যাদ্ বিত্তানুসারতঃ ।
তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥৫৬
ন বাধন্তে গ্রহাস্তস্য ভূত-বেতালকাদয়ঃ ।

গুরুভক্ত, তাঁহাদের নিকট এই মোক্ষসাধনের উপায় বলিবে। শ্রীরাম জীবের দুঃখ বিনষ্ট করেন এবং তিনি সর্বদেবময় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে ।৪০-৪২

সদ্ভক্তবৎসল রাম ভক্তিতেই তুষ্ট হন—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। অনিচ্ছাবশতঃও যদি কেহ রামনাম কীর্তন বা স্মরণ করে, তাহা হইলেও সে পাপমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। কারণ, সংসাররূপ ঘোর কান্তারে মধুসূদন দাবাগ্নিতুল্য অর্থাৎ তিনি সমস্ত সংসারবীজ দগ্ধ করিয়া নামকারীকে মুক্তি দিয়া থাকেন ।৪৩-৪৪

রামায়ণী কথা স্মরণমাত্রই সমস্ত পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। আমি আমার নিজের জন্যই এই পবিত্র উত্তম কাব্য শ্রবণ করিয়াছি। ইহা শ্রবণ ও পঠনমাত্রই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। রামচরিত্ররূপ মধুররসে যাঁহার ভক্তিযুক্ত-প্রীতি জন্মে, তিনি কৃতার্থ ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ। হে দ্বিজগণ! তাঁহার অর্জিত তপস্যা, পুণ্য ও সত্য সফল হয়। ঘোরকলিযুগে যে সকল দ্বিজ রামায়ণ ও রামনামপরায়ণ, তাঁহারাই কৃতার্থ। নয়দিন যাবৎ এই রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে ।৪৫-৪৯

তাঁহারা কৃতজ্ঞ ও মহাত্মা; তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমি নিত্য নমস্কার জানাইতেছি। কেবলমাত্র রামনামই আমার জীবন, কলিযুগে রামনাম ভিন্ন আর অন্য কোনও গতিই নাই, নাই, নাই। সূত বলিলেন,—মহাত্মা নারদ সনৎকুমারকে এইভাবে প্রবোধিত করিলেন। সনৎকুমারও তৎক্ষণাৎ পরম মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেইহেতু বলিতেছি যে, রামায়ণ-কথামৃত শ্রবণ কর। নয়দিনব্যাপী রামায়ণ শ্রবণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই রামায়ণরূপ মহাকাব্য শ্রবণ করিয়া যিনি বাচককে সম্মানিত করেন, লক্ষ্মীযুক্ত শ্রীবিষ্ণু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। বাচক প্রীত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রীত হন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই বিষয়ে আর কিছুই বিচার্য্য নাই। যিনি রামায়ণী কথা বলেন, আর্থিক অবস্থানুসারে দাতা তাঁহাকে গো, বস্ত্র, কাঞ্চন ও রামায়ণপুস্তক প্রদান করিবেন। এই দানের কি ফল, তাহা সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর ।৫০-৫৬

যিনি রামচরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার সর্ববিধ মঙ্গল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং গ্রহগণ, ভূত, বেতালাদিগণ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। অগ্নি

তস্যৈব সর্বশ্রেয়াংসি বর্ধন্তে চরিতে শ্রুতে ॥৫৭
ন চাগ্নির্বাধতে তস্য ন চৌরাদিভয়ং তথা।
এতজ্জন্মার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমুচ্যতে ॥৫৮
সপ্তবংশসমে তে তু দেহান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
ইত্যেতদ্ বঃ সমাখ্যাতং নারদেন প্রভাষিতম্ ॥৫৯
সনৎকুমারমুনয়ে পৃচ্ছতে ভক্তিতঃ পুরা।
রামায়ণমাদিকাব্যং সর্ববেদার্থসম্মতম্ ॥৬০
সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখনিবর্হণম্।
সমস্তপুণ্যফলদং সর্বযজ্ঞফলপ্রদম্ ॥৬১
যে পঠন্ত্যত্র বিবুধাঃ শ্লোকং শ্লোকার্ধমেব চ।
ন তেষাং পাপবন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে ॥৬২
রামার্পিতমিদং পুণ্যং কাব্যং তু সর্বকামদম্।
ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি বিদন্তি তেষাং পুণ্যফলং শৃণু ॥৬৩

শতজন্মার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমোচিতাঃ।
সহস্রকুলসংযুক্তৈঃ প্রয়ান্তি পরমং পদম্ ॥৬৪
কিং তীর্থৈর্গোপ্রদানৈর্বা কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ
অহন্যহনি রামস্য কীর্তনং পরিশৃণ্বতাম্ ॥৬৫
চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ রামায়ণকথামৃতম্।
নবৈরহোভিঃ শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্ ॥৬৬
রামপ্রসাদজনকং রামভক্তিবিবর্ধনম্।
সর্বপাপক্ষয়করং সর্বসম্পদ্বিবর্ধনম্ ॥৬৭
যস্ত্বেতচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি পঠেদ্ বা সুসমাহিতঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে স গচ্ছতি ॥৬৮
ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে রামায়ণমাহাত্ম্যে
নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে কথানুকীর্তনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।
রামায়ণমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।

তাঁহার কোন অমঙ্গল সৃষ্টি করিতে পারে না, চৌরাদি হইতেও তাঁহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ইহজন্মে নাতিবিরুদ্ধ কার্য করিয়া যে ব্যক্তি পাপভাগী হইয়াছে, রামচরিত্র শ্রবণ করিলে সে ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে সদ্যই মুক্ত হয়। নারদ-কথিত এই কথা তোমাদের নিকট বলিলাম।৫৭-৫৯

আদিকাব্য রামায়ণে সর্ববেদার্থ সন্নিবেশিত আছে। এই রামায়ণ সমস্ত পাপ হরণ করে, সর্বদুঃখ বিনাশ করে, সমস্ত পুণ্য ও সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রদান করে। পুরাকালে সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে ভক্তিযুক্তভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।৫৯-৬১

যে সকল জ্ঞানবান্ ব্যক্তি রামায়ণের একটি মাত্র শ্লোক বা শ্লোকার্ধ পাঠ করেন, তাঁহাদের কিছুমাত্র পাপ জন্মে না। পুণ্যকথায় পরিপূর্ণ এই কাব্য শ্রীরাম উদ্দেশে অর্পিত হইয়াছে। ইহা সর্ববিধ কাম্য প্রদান করে। যাঁহারা ভক্তিপূর্বক রামায়ণ শ্রবণ করেন ও তদন্তর্গত বিষয় অবগত হন, তাঁহাদের কিরূপ পুণ্যফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর।৬২-৬৩

রামায়ণ-শ্রবণে শতজন্মার্জিত পাপ হইতে সদ্যই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়; সহস্রকুলের সহিত পরমপদপ্রাপ্তি হয়। যাঁহারা প্রতিদিন রামায়ণ কীর্তন বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের তীর্থগমন, গোদান, তপস্যা, কিংবা যজ্ঞ কিছুরই প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ তাঁহারা রামায়ণ-পাঠাদি দ্বারাই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন।৬৪-৬৫

চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকমাসে নয়দিনব্যাপী রামায়ণ-কথামৃত শ্রবণ করিবে। রামায়ণ শ্রবণ করিলে শ্রীরামের অনুগ্রহলাভ হয়, শ্রীরামের প্রতি ভক্তি বর্ধিত হয়, সর্বপ্রকার পাপক্ষয় হয় ও সর্বসম্পদ্ বিশেষরূপে বর্ধিত হয়। যিনি সুসমাহিতচিত্তে রামায়ণ শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সর্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।৬৬-৬৮

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে কথানুকীর্তন-
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

পণ্ডিত—শ্রীহরকান্তকৃত-স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত-রামায়ণমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ।

ওঁ তৎসৎ পরমাত্মনে নমঃ ॥

মঙ্গলাচরণম্

অথ স্মার্তানাং শ্রীরামায়ণপঠনোপক্রমানুসন্ধেরক্রমঃ।

শ্রীমহাগণপতিধ্যানম্—

শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥১

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্ ॥২

অনন্তরং শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদাদি গুরু-
পরম্পরানুসন্ধেয়া।

সরস্বতীপ্রার্থনা—

দোর্ভির্যুক্তা চতুর্ভিঃ স্ফটিকমণিময়ীমক্ষমালাং দধানা
হস্তেনৈকেন পদ্মং সিতমপি চ শুকং
পুস্তকং চাপরেণ।
ভাসা কুন্দেন্দু-শঙ্খ-স্ফটিকমণিনিভা ভাসমানা
সা মে বাগ্দেবতেয়ং নিবসতু বদনে সর্বদা সুপ্রসন্না ॥৩

বাল্মীকিনমস্ক্রিয়া—

কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্ ॥৪

বাল্মীকের্মুনিসিংহস্য কবিতাবনচারিণঃ।
শৃণ্বন্ রামকথানাদং কো ন যাতি পরাং গতিম্ ॥৫

যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরম্।
অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্ ॥৬

হনুমন্নমস্ক্রিয়া—

গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্ ॥৭

মঙ্গলাচরণ—

অনন্তর স্মার্তগণের রামায়ণপাঠের প্রারম্ভিককৃত্য অনুসন্ধানের ক্রম বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীমহাগণপতির ধ্যান।

যাঁহার পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, চন্দ্রের বর্ণের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, যাঁহার চারখানি হাত, যাঁহার মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা বিরাজ করে, সর্ববিঘ্ন উপশমের জন্য সেই দেবকে ধ্যান করিবে। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ সমস্ত কার্য্যারম্ভে যাঁহাকে নমস্কার করিয়া কৃতার্থ হন, সেই গজাননকে নমস্কার করিতেছি।১-২

অনন্তর শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদাদি গুরু পরম্পরার চিন্তা করিবে অর্থাৎ পূজা-বন্দনাদি দ্বারা তাঁহাদের প্রসন্নতাবিধান করিবে।

সরস্বতীপ্রার্থনা—

যাঁহার চারখানি হাত, যিনি এক হাতে স্ফটিক-মণিময়ী অক্ষমালা, অপর এক হাতে শ্বেত পদ্ম, এবং অপর হস্তদ্বয়ে শুক ও পুস্তক ধারণ করিয়াছেন, কুন্দ কুসুম, চন্দ্র, শঙ্খ ও স্ফটিকমণিতুল্য যাঁহার দীপ্তি, সর্বদা সুপ্রসন্না সেই বাগ্দেবী আমার বদনে বাস করুন।৩

বাল্মীকি-নমস্কার—

যিনি রামায়ণরূপ কবিতাশাখায় আরোহণ করিয়া কোকিলসদৃশ সুমধুর বাক্যে রাম রাম রব করেন, আমি সেই মহাকবি মুনিবর বাল্মীকিকে নমস্কার করিতেছি।৪

কবিতারূপ বনচারী মুনিসিংহ-বাল্মীকি হইতে যে রামায়ণী কথা ধ্বনিত হইতেছে, তাহা শ্রবণ করিলে কাহার না শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়।৫

রামচরিতরূপ অমৃতসাগর হইতে সর্বদা অমৃতপানেও যাঁহার পরিতৃপ্তি নাই, যিনি প্রজাপতিবংশোদ্ভূত ও যিনি নিষ্পাপ, সেই বাল্মীকিকে বন্দনা করিতেছি।৬

হনুমানের প্রণাম—

যিনি গোষ্পদের মত মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং রাক্ষসগণকে মশকতুল্য

অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্ ॥৮

উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং
যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ॥৯

আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং
কাঞ্চনাদ্রিকমনীয়বিগ্রহম্।
পারিজাততরুমূলবাসিনং
ভাবয়ামি পবমান-নন্দনম্ ॥১০

যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্ ॥১১

মনোজবং মারুততুল্যবেগং
জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥১২

করিয়াছেন, যিনি রামায়ণরূপমহামালার মধ্যস্থিত রত্নসদৃশ, সেই পবনপুত্র হনুমানকে নমস্কার করিতেছি। অঞ্জনানন্দন যে মহাবীর জানকীর শোক নিবারণ করিয়াছিলেন, কপিগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, অক্ষনামক রাক্ষস যাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছিল, যিনি লঙ্কাপুরীর ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই হনুমানকে নমস্কার করিতেছি: যে হনুমান্ হেলায় সমুদ্রসলিল উল্লঙ্ঘন করিয়া জনকনন্দিনীর শোকবহ্নি গ্রহণপূর্বক তদ্দ্বারাই লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই অঞ্জনানন্দন হনুমানকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতেছি ॥৮-৯

যাঁহার বদনমণ্ডল অতিশয় পাটল (গোলাপী) বর্ণ, সুবর্ণময়পর্বতের ন্যায় শরীর উজ্জ্বল, পারিজাত-তরুমূলে যাঁহার বসতি, সেই পবনতনয় অঞ্জনানন্দনকে ভাবনা করিতেছি।১০

যে যে স্থানে রঘুনাথের কীর্তন হয়, সেই সেই স্থানে যিনি মস্তকোপরে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করেন, রঘুনাথের কীর্তনে যাঁহার নয়নযুগল অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হয়, যিনি রাক্ষসহন্তা, সেই পবননন্দন হনুমান্‌কে তোমরা প্রণাম কর।১১

যাঁহার গতিবেগ মন ও বায়ুর গতিবেগতুল্য, যিনি জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্‌ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহার শ্রেষ্ঠ স্থান, বানরসঙ্ঘের যিনি প্রধান, যিনি শ্রীরামের দূত ও পবনের পুত্র, সেই হনুমানকে অবনতমস্তকে নমস্কার করিতেছি।১২

শ্রীরামায়ণ প্রার্থনা—

যঃ কর্ণাঞ্জলিসৎপুটৈরহরহঃ সম্যক্ পিবত্যাদরাদ্
বাল্মীকের্বদনারবিন্দগলিতং রামায়ণাখ্যং মধু।
জন্ম-ব্যাধি-জরা-বিপত্তি-মরণৈরত্যন্তসোপদ্রবং
সংসারং স বিহায় গচ্ছতি পুমান্
বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্ ॥১৩

তদুপগতসমাস-সন্ধিযোগং
সমমধুরোপনতার্থ-বাক্যবন্ধম্।
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং
দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্ ॥১৪

বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামসাগরগামিনী।
পুনাতু ভুবনং পুণ্যা রামায়ণমহানদী ॥১৫

যাঁহার গতিবেগ মন ও বায়ুর গতিবেগতুল্য, যিনি জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্‌ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহার শ্রেষ্ঠ স্থান, বানরসঙ্ঘের যিনি প্রধান, যিনি শ্রীরামের দূত ও পবনের পুত্র, সেই হনুমানকে অবনতমস্তকে নমস্কার করিতেছি।১২

শ্রীরামায়ণ প্রার্থনা—

যিনি প্রতিদিন কর্ণরূপ অঞ্জলিসম্পুট দ্বারা বাল্মীকিমুনির মুখপদ্মবিগলিত রামায়ণরূপ মধু সমাদরের সহিত পান করেন, তিনি জন্ম, ব্যাধি, জরা, বিপত্তি ও মৃত্যু ইত্যাদি দ্বারা অত্যন্ত উপদ্রুত সংসার ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হন।১৩

যে গ্রন্থ যথোপযুক্ত সমাস ও সন্ধি দ্বারা পরিশোভিত, যোগ্য অর্থ দ্বারা যুক্ত ও সুমধুর বাক্য দ্বারা নিবদ্ধ, মহামুনি বাল্মীকিপ্রণীত সেই দশানন রাবণের বধের কাহিনী সম্বলিত রামায়ণগ্রন্থ তোমরা শ্রবণ কর। পবিত্রতাপ্রদায়িনী যে রামায়ণমহানদী বাল্মীকি-পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া রামসাগরে গমন করিয়াছে, সেই রামায়ণ ভুবন পবিত্র করুক।১৪-১৫

যে রামায়ণরূপসমুদ্রে শ্লোকসমূহ সারসের ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া আছে, যে রামায়ণে সর্গসমূহ কল্লোলসদৃশ

শ্লোকসারসমাকীর্ণং সর্গকল্লোলসঙ্কুলম্।
কাণ্ডগ্রাহমহামীনং বন্দে রামায়ণার্ণবম্ ॥১৬

বেদবেদ্যে পরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে।
বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্ রামায়ণাত্মনা ॥১৭

শ্রীরামধ্যানক্রমঃ—

বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে
মধ্যে পুষ্পকমাসনে মণিময়ে বীরাসনে সুস্থিতম্।
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনিভ্যঃ পরং
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্ ॥১৮

বামে ভূমিসুতা পুরশ্চ হনুমান্ পশ্চাৎ সুমিত্রাসুতঃ
শত্রুঘ্নো ভরতশ্চ পার্শ্বদলয়োর্বায্বাদিকোণেষু চ।
সুগ্রীবশ্চ বিভীষণশ্চ যুবরাট্ তারাসুতো জাম্ববান্
মধ্যে নীলসরোজকোমলরুচিং রামং ভজে শ্যামলম্ ॥১৯

নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্র-যমানিলেভ্যো-
নমোঽস্তু চন্দ্রার্ক-মরুদ্গণেভ্যঃ ॥২০

ততঃ শ্রীকোশোপরি শ্রীরামাবাহনাদি-নৈবেদ্যান্ত-পূজা বিধেয়া। পারায়ণাবসানে চ পুনঃ পূজা কর্তব্যা ॥

পারায়ণসমাপনসময়ানুসন্ধেয়শ্লোকক্রমঃ—

স্বস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তাং
ন্যায়েন মার্গেণ মহীং মহীশাঃ।
গো-ব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যং
লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু ॥১
কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী।
দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতো ব্রাহ্মণাঃ সন্তু নির্ভয়াঃ ॥২

তুল্য, কাণ্ডসমূহ কুম্ভীর ও মহাসর্গতুল্য, সেই রামায়ণকে নমস্কার করিতেছি।১৬

বেদ অধ্যয়ন করিলে যাঁহাকে জানিতে পারা যায়, সেই পরমপুরুষ দশরথতনয় রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে পর প্রাচেতস বাল্মীকিমুনি হইতে রামায়ণরূপে বেদ সাক্ষাদ্ভাবে প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামের ধ্যানক্রম—

যিনি সুরদ্রুমতলে হেমময়মহামণ্ডপমধ্যে মণিময় আসনে পুষ্পতুল্য হইয়া বীরাসনে সুখে অবস্থিত আছেন, যাঁহার সম্মুখভাগে হনুমান্ উপবিষ্ট থাকিয়া মুনিদিগের নিকট শাস্ত্রবর্ণিত পরতত্ত্বব্যাখ্যায় নিরত, যিনি ভরতাদি পরিবৃত, সেই শ্যামলরূপধারী রামচন্দ্রকে সীতার সহিত ভজনা করিতেছি।১৮

যাঁহার বামভাগে ভূমিতনয়া সীতা, সম্মুখভাগে হনুমান্, পশ্চাতে সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ, পার্শ্বদ্বয়ে শত্রুঘ্ন ও ভরত, বায়ু আদি চতুষ্কোণে (যথাক্রমে) সুগ্রীব, বিভীষণ, তারাপুত্র যুবরাজ অঙ্গদ ও জাম্ববান্ ইহাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত নীলপদ্মতুল্য কোমলকান্তি শ্যামলবর্ণ শ্রীরামকে ভজনা করিতেছি।১৯

যিনি লক্ষ্মণের সহিত বিরাজমান, সেই শ্রীরামকে আমরা নমস্কার করিতেছি এবং জনকদুহিতা সীতাদেবীকে নমস্কার করিতেছি। রুদ্র, ইন্দ্র, যম, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য ও মরুদ্গণকে নমস্কার করিতেছি।২০

তৎপর শ্রীকোশের উপর শ্রীরামের আবাহনাদি নৈবেদ্যান্ত পূজা করিবে। পারায়ণসমাপ্তির পর পুনরায় পূজা করিবে।২১

পারায়ণসমাপনসময়ে অনুসন্ধান করিবার শ্লোকক্রম লিখিত হইতেছে—

প্রজাগণের মঙ্গল হউক, মহীপতিগণ ন্যায়পথে থাকিয়া রাজ্য পালন করুন। গো ও ব্রাহ্মণের নিত্য মঙ্গল হউক। সমস্ত লোক সুখী হউক। মেঘ যথাকালে বর্ষণ করুক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, এই দেশ ক্ষোভরহিত হউক, ব্রাহ্মণগণ নির্ভয়ে অবস্থান করুক, পুত্রহীনগণ পুত্রবান্, পুত্রবান্গণ পৌত্রবান্ ও নির্ধনব্যক্তিরা ধনবান্ হউক এবং তাহারা শতায়ু হউক।১-৩

রঘুনাথের চরিত্রমাহাত্ম্য শতকোটি বিস্তৃত, ইহার এক একটি অক্ষর মহাপাতক নষ্ট করে বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।৪

যিনি ভক্তিসহকারে রামায়ণের শ্লোকের এক পাদ বা একটি মাত্র পদ শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা কর্তৃক সমাদৃত হন।৫

অপুত্রাঃ পুত্রিণঃ সন্তু পুত্রিণঃ সন্তু পৌত্রিণঃ।
অধনাঃ সধনাঃ সন্তু জীবন্তু শরদাং শতম্ ॥৩
চরিতং রঘুনাথস্য শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
একৈকমক্ষরং প্রোক্তং মহাপাতকনাশনম্ ॥৪
শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা।
স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা ॥৫
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥৬
যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৭
যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাহকল্পয়ৎ পুরা।
অমৃতং প্রার্থমানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৮

রাম, রামভদ্র, রামচন্দ্র, বেধা, রঘুনাথ, নাথ, সীতাপতি প্রভৃতি নামে যিনি প্রখ্যাত, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি ।৬

বৃত্রাসুরবধের সময় সমস্ত দেবগণ যাঁহাকে নমস্কার করেন, সেই সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের যেরূপ মঙ্গল হইয়াছিল তোমার সেইরূপ মঙ্গল হউক। পুরাকালে বিনতা অমৃতের জন্য প্রার্থিত পুত্র গরুড়ের যে মঙ্গল কল্পনা করিয়াছিলেন, তোমার সেই মঙ্গল হউক। যিনি মহনীয় গুণস্বরূপ, যিনি কোসলেন্দ্র, যিনি রাজচক্রবর্তীর ঔরসজাত এবং স্বয়ং সার্বভৌম, তাঁহার মঙ্গল হউক ।৭-৯

মঙ্গলং কোসলেন্দ্রায় মহনীয়গুণাত্মনে।
চক্রবর্তিতনূজায় সার্বভৌমায় মঙ্গলম্ ॥৯
অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান্ হতো বজ্রধরস্য যৎ।
অদিতির্মঙ্গলং প্রাদাত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥১০
ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যদাসীন্মঙ্গলং রাম তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥১১
ঋতবঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তে।
মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু তব সর্বদা ॥১২
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বা প্রকৃতিস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়ামি ॥১৩

অমৃত-উৎপাদনকালে দৈত্যবিনাশোদ্যত বজ্রধারী ইন্দ্রকে অদিতি যে মঙ্গল প্রদান করিয়াছিলেন, তোমার সেই মঙ্গল হউক ।১০

অমিততেজের আধার ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে বলিকে ছলনা করিয়া ত্রিপাদভূমি প্রার্থনার পর স্বীয় বৃহদ্বপু প্রদর্শন করিয়া যেরূপ মঙ্গলভাজন হইয়াছিলেন, হে রাম! তুমিও সেইরূপ মঙ্গলভাজন হও ।১১

হে মহাবাহো! ঋতু, সাগর, দ্বীপ, বেদ, লোক ও দিক্‌সমূহ ইহারা সকলে সর্বদা তোমার মঙ্গল করুক ।১২

শরীর বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও প্রকৃতির স্বভাববশতঃ অথবা আমি স্বয়ং যাহা যাহা করিতেছি, সমস্তই পরমব্রহ্ম নারায়ণে সমর্পণ করিতেছি ।১৩

সপ্তকাণ্ড-রামায়ণপাঠ করার পূর্বে প্রতিকাণ্ডে যে বিনিয়োগ ও ঋষ্যাদিন্যাস-ক্রম আছে, এইস্থলে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

আদিকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ—অস্য শ্রীআদিকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, দাশরথিঃ পরমাত্মা দেবতা, রাং বীজং, নমঃ শক্তিঃ রামায়েতি কীলকম্, শ্রীরামপ্রীত্যর্থে আদিকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋষ্যশৃঙ্গ-ঋষয়ে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ—মুখে, ওঁ দাশরথিপরমাত্মাদেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি, ওঁ রাং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, ওঁ রামায় কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ সুপ্রসন্নায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শান্তমনসে তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ সত্যসন্ধায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ধর্মজ্ঞায় নয়সারজ্ঞায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ রাজ্ঞে দাশরথয়ে ঋষিনে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উক্ত মন্ত্র দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ধ্যান ও প্রণাম করিয়া 'বাল্মীকিরামায়ণে'র আদিকাণ্ড পাঠ করা কর্তব্য।

ধ্যান যথা—শ্রীরামমাশ্রিতজনামরভূরুহেশমানন্দসুন্দরমখিলামরবন্দিতাঙ্ঘ্রিম্।
সীতাঙ্গনাতুবিলিতং সততং সুমিত্রাপুত্রান্বিতং ধৃতধনুঃশরমাশ্রিতেশম্॥
ওঁ সুপ্রসন্নঃ শান্তমনাঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধর্মজ্ঞো নয়-সারজ্ঞো রাজা দাশরথির্জয়ী॥

অযোধ্যাকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ—অস্য অযোধ্যাকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, ভরতো দাশরথিঃ পরমাত্মা দেবতা, ভং বীজং, নমঃ শক্তি, ভরতায়েতি কীলকম্, মম ভরতপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থমযোধ্যাকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বশিষ্ঠায় ঋষয়ে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ—মুখে, ওঁ দাশরথিভরতপরমাত্মদেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি, ওঁ ভং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, ওঁ ভরতায় কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ ভরতায় নমস্তুভ্যং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সারজ্ঞায় তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ মহাত্মনে মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ তাপসায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ অতিশান্তায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শত্রুঘ্নসহিতায় চ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

উক্ত প্রকারে ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ধ্যান ও প্রণামপূর্বক 'বাল্মীকিরামায়ণে'র অযোধ্যাকাণ্ড পাঠ করা কর্তব্য।

শ্রীরামপাদযুগপাদুকাস্তসেকচিত্তং কমলায়তাক্ষম্।
শ্যামং প্রসন্নবদনং কমলায়তাক্ষং শত্রুঘ্নযুক্তমনিশং ভরতং নমামি॥
ভরতায় নমস্তুভ্যং সারজ্ঞায় মহাত্মনে। তাপসায়াতিশান্তায় শত্রুঘ্নসহিতায় চ॥

অরণ্যকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

ঋষ্যাদি ন্যাসঃ—অস্য শ্রীমদরণ্যকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, শ্রীরামো দাশরথিঃ পরমাত্মা মহেন্দ্রো দেবতা, ঈং বীজং, নমঃ শক্তিঃ, ইন্দ্রায়েতি কীলকম্। ইন্দ্রপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থমরণ্যকাণ্ডপারায়ণজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদ্বরে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ—মুখে, ওঁ দাশরথি-শ্রীরাম-পরমাত্মা-মহেন্দ্রদেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি, ওঁ ঈং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, ওঁ ইন্দ্রায় কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ সহস্রনয়নায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ দেবায় তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ সর্বদেবনমস্কৃতায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ দিব্যবজ্রধরায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ মহেন্দ্রায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শচীপতয়ে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

উপরোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা ধ্যান ও প্রণাম করিয়া 'বাল্মীকি-রামায়ণে'র অরণ্যকাণ্ড পাঠ করা কর্তব্য।

ধ্যান যথা—শচীপতিং সর্বসুরেশবন্দ্যং সর্বাভিহর্তারমচিন্ত্যশক্তিম্।
শ্রীরামদেবাভিরতং মহান্তং বন্দে মহেন্দ্রং ধৃতবজ্রমীড্যম্॥
সহস্রনয়নং দেবং সর্বদেবনমস্কৃতম্। দিব্য-বজ্রধরং বন্দে মহেন্দ্রঞ্চ শচীপতিম্॥

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

ঋষ্যাদিন্যাসঃ—অস্য শ্রীকিষ্কিন্ধাকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, সুগ্রীবো দেবতা, সুং বীজং, নমঃ শক্তিঃ, সুগ্রীবেতি কীলকম্, মম সুগ্রীবপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে কিষ্কিন্ধাপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদৃষয়ে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ—মুখে, ওঁ সুগ্রীবদেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি, ওঁ সুং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, ওঁ সুগ্রীবায় কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ সুগ্রীবায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সূর্য্যতনয়ায় তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ সর্ববানরপুঙ্গবায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ বলবতে অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ রাঘবসখায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ বশী রাজ্যং প্রযচ্ছতু ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ধ্যান ও প্রণাম করিয়া 'বাল্মীকি-রামায়ণে'র কিষ্কিন্ধাকাণ্ড পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ধ্যান যথা—সুগ্রীবমর্কতনয়ং কপিবর্যবন্দ্যমারোপিতাচ্যুতপদাম্বুজমাদরেণ।
পাণিপ্রহারকুশলং বলপৌরুষাঢ্যমাশাস্তদাসমিপুণং হৃদি ভাবয়ামি॥

সুং সুগ্রীবায় নমঃ, কিংবা—সুগ্রীবঃ সূর্য্যতনয়ঃ সর্ববানরপুঙ্গবঃ। বলবান্ রাঘবসখা বশী রাজ্যং প্রযচ্ছতু॥ এই বলিয়া প্রণাম করিবে।

সুন্দরকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

ঋষ্যাদিন্যাসঃ—অস্য শ্রীমৎসুন্দরকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ হনুমান্ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ; শ্রীজগন্মাতা সীতা দেবতা, শ্রীং বীজং, স্বাহা শক্তিঃ, সীতায়ৈ কীলকং, সীতাপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং সুন্দরকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদ্ধনুমদৃষয়ে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ—মুখে, শ্রীজগন্মাতৃসীতাদেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি, ওঁ শ্রীং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ স্বাহাশক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, সীতায়ৈ কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ সীতায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ বিদেহরাজসুতায়ৈ, তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ রামসুন্দর্যৈ মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ হনুমতা সমাশ্রিতায়ৈ অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভূমিসুতায়ৈ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শরণং ভজে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

ধ্যান যথা :— সীতামুপাচরিতাং বিধি-শাস্ত্র-বিষ্ণুবন্দ্যাং ত্রিলোকজননীং শতকন্যকাম্।
হেমৈরনেকমণিরঞ্জিতকোটিভাগৈর্ভূষাচয়ৈরনুদিনং সহিতাং নমামি॥

লঙ্কাকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

ঋষ্যাদিন্যাসঃ—অস্য শ্রীযুদ্ধকাণ্ডমহামন্ত্রস্য বিভীষণ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ছন্দঃ, বিধাতা দেবতা, বং বীজং, নমঃ শক্তিঃ, বিধাতেতি কীলকং, শ্রীবিধাতৃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে যুদ্ধকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিভীষণ ঋষয়ে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ—মুখে, ওঁ বিধাতৃদেবতায়ৈঃ নমঃ—হৃদি, ওঁ বং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, ওঁ বিধাতেতি কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ বিধাত্রে নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ মহাদেবায় তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ ভক্তানামভয়প্রদায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ সর্বদেবপ্রীতিকরায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভগবৎপ্রিয়ায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঈশ্বরায় করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উক্ত মন্ত্র দ্বারা ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

ধ্যান যথা :— দেবং বিধাতারমনন্তবীর্য্যং ভক্তাভয়ং শ্রীপরমাদিদেবম্।
সর্বাবরপ্রীতিকরং প্রশান্তং বন্দে সদা ভূতপতিং সুভূতিম্॥
বিধাতারং মহাদেবং ভক্তানামভয়প্রদম্।
সর্বদেবপ্রীতিকরং ভগবৎপ্রিয়মীশ্বরম্॥

উত্তরকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

উত্তরকাণ্ডের বিনিয়োগ ও ঋষ্যাদিন্যাস পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও উত্তরকাণ্ড পাঠের পরযুদ্ধকাণ্ডের (লঙ্কাকাণ্ডের) শেষ সর্গ পাঠ করার বিধান থাকায় তাহার বিনিয়োগাদি যুদ্ধকাণ্ডের ন্যায়ই হইবে। কেবল যেস্থলে কাণ্ডের উল্লেখ করিতে হয়, সেইস্থলে 'উত্তরকাণ্ড' এই নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

বাল্মীকি-রামায়ণম্

অধ্যাপক শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামি-ন্যায়াচার্য্য এম্. এ.-কৃত

বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

বৃহদ্ধর্মপুরাণে পূর্বখণ্ডে ২৬অধ্যায়ে প্রতিকাণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ পাঠ দ্বারা যে ফল লাভের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এইস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যথা :—অনাবৃষ্টির্ব্যাধীড়া-গ্রহপীড়াপ্রপীড়িতাঃ।
আদিকাণ্ডং পঠেয়ুর্যে তে মুচ্যন্তে ততো ভয়াৎ॥
পুত্রজন্ম-বিবাহাদৌ গুরুদর্শন এব চ।
পঠেচ্চ শৃণুয়াচ্চৈব দ্বিতীয়ং কাণ্ডমুত্তমম্॥
বনে রাজকুলে বহ্নি-জলপীড়াযুগে নরঃ।
পঠেদারণ্যকং কাণ্ডং শৃণুয়াদ্ বা স মঙ্গলী॥
মিত্রলাভে তথা নষ্টদ্রব্যস্য চ পরেষণে।
শ্রুত্বা পঠিত্বা কৈষ্কিন্ধং কাণ্ডং তত্তৎ ফলং ভবেৎ॥
শ্রাদ্ধেষু দেবকার্য্যেষু পঠেৎ সুন্দরকাণ্ডকম্।
শত্রোর্জয়ে সমুৎপাতে জনবাদে বিগর্হিতে।
লঙ্কাকাণ্ডং পঠেৎ কিংবা শৃণুয়াৎ স সুখী ভবেৎ॥
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি কাণ্ডমুত্তরসংজ্ঞিতম্।
আনন্দকার্য্যে যাত্রায়াং স জয়ী পরতোঽত্র চ॥
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ভক্তার্থী ভক্তিমেব চ।
জ্ঞানার্থী লভতে জ্ঞানং ব্রহ্মতত্ত্বোপলব্ধকম্॥

সমগ্র রামায়ণ নয়দিনে পাঠ করিতে হয়।

প্রথমদিন—সম্পূর্ণ আদিকাণ্ড এবং অযোধ্যাকাণ্ডের ৭ম সর্গ পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়দিন—অযোধ্যাকাণ্ডের ৭ম সর্গ হইতে ৮০ সর্গ পর্য্যন্ত।

তৃতীয়দিন—অযোধ্যাকাণ্ডের ৮১ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ অযোধ্যাকাণ্ড এবং অরণ্যকাণ্ডের ২০ সর্গ পর্য্যন্ত।

চতুর্থদিন—অরণ্যকাণ্ডের ২১ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ অরণ্যকাণ্ড এবং কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ৪৯ সর্গ পর্য্যন্ত।

পঞ্চমদিন—কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ৫০ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড এবং সুন্দরকাণ্ডের ৩১ সর্গ পর্য্যন্ত।

ষষ্ঠদিন— সুন্দরকাণ্ডের ৩৮ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ সুন্দরকাণ্ড এবং যুদ্ধকাণ্ডের (লঙ্কাকাণ্ডের) ৫০ সর্গ পর্য্যন্ত।

সপ্তমদিন—যুদ্ধকাণ্ডের ৫১ সর্গ হইতে ৯৯ সর্গ পর্য্যন্ত।

অষ্টমদিন—যুদ্ধকাণ্ডের ১০০ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ যুদ্ধকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডের ৩৬ সর্গ পর্য্যন্ত।

নবমদিন—উত্তরকাণ্ডের ৩৭ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ উত্তরকাণ্ড এবং যুদ্ধকাণ্ডের শেষ সর্গটি পাঠ করিতে হয়।

বাল্মীকি-রামায়ণম্

অধ্যাপক-শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামি-ন্যায়াচার্য্য-এম্, এ,-কৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

আদিকাণ্ডম্

প্রথমঃ সর্গঃ।

আদিকবি-শ্রীবাল্মীকেনারদং প্রতি প্রশ্নঃ।
তদ্ভোত্তররূপেণ সংক্ষেপতো নারদকৃতং রামচরিতবর্ণনং
তচ্ছ্রবণফলকথনঞ্চ।

তপঃ-স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ ॥১
কোঽন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ ॥২
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ ॥৩
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে ॥৪

প্রথম সর্গ

আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥

নারদের প্রতি আদিকবি বাল্মীকির প্রশ্ন। তাঁহার উত্তররূপে সংক্ষেপে নারদকৃত রামচরিতবর্ণন ও রামচরিত শ্রবণফল কথন।

(রাম অযোধ্যায় আসিয়াছেন। অযোধ্যাবাসী প্রজাবর্গ রামকে নিজেদের পালকরূপে পাইয়াছেন, এবং সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী হইয়াছেন। মুনিগণ নির্ভয়ে যজ্ঞাদি কর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছেন।) দেবর্ষি নারদ নিজ আশ্রমে তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে রত হইয়াছেন। এমন সময় একদিন তপস্বী বাল্মীকি ঐ আশ্রমে আসিয়া বেদজ্ঞশিরোমণি মহামুনি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

মুনিবর! বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি সকলগুণভূষিত ও অপরিমিত পরাক্রমের আশ্রয়, ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য যিনি জানেন, সামান্য উপকার বা সেবাও চিরকাল যাঁহার মনে থাকে, যিনি কখনই মিথ্যাভাষণ করেন না, যাঁহার সংকল্প কখনই শিথিল হয় না?২

এই সংসারে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বদা সদাচারপালনরত ও সকল প্রাণীর হিতকারী। সকল শাস্ত্রে ও সমস্ত কার্য্যে কাহার অতিশয় দক্ষতা আছে? কাহাকে দর্শন করিলে সকলের সর্ব্বদা সুখ হয়?৩

হে নারদ! আপনি সেই ব্যক্তির কথা কীর্ত্তন করুন, যাঁহার ধৈর্য্য সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, যিনি ক্রোধরূপী মহাশত্রুকে জয় করিয়াছেন, উজ্জ্বলকান্তিময় যে পুরুষ অন্যের গুণে কখনও দোষ অন্বেষণ করেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রোধাবিষ্ট অবস্থায় যাঁহাকে দেখিলে দেবগণও ভীত হন। মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সকল গুণের আশ্রয় সেই পুরুষের কথা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে। আপনি ঐ পুরুষকে জানিতে সমর্থ। সুতরাং আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।৪-৫

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
মহর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্ ॥৫
শ্রুত্বা চৈতৎ ত্রিলোকজ্ঞো বাল্মীকের্নারদো বচঃ।
শ্রূয়তামিতি চামন্ত্র্য প্রহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ ॥৬
বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্তিতা গুণাঃ।
মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধ্বা তৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ ॥৭
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্য্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী ॥৮
বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ।
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥৯
মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুরিন্দমঃ।
আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ ॥১০

সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
পীনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবান্ শুভলক্ষণঃ ॥১১
ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।
যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্ ॥১২
প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা ॥১৩
রক্ষিতা স্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
বেদ-বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ ॥১৪
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ ॥১৫
সর্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ।
আর্যঃ সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ ॥১৬

ত্রিভুবনের সব কিছুই নারদের নখদর্পণে। বাল্মীকির প্রশ্ন শুনিয়া তিনি আনন্দিতই হইলেন এবং তাহাকে অবহিত করিয়া বলিলেন,—তোমার প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। মুনিবর! তুমি যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছ, মানুষে ঐ সকল গুণ সত্যই দুর্লভ। আমি চিন্তা করিয়াই বলিতেছি। সর্বগুণান্বিত ঐরূপ পুরুষের কথা শ্রবণ কর।৬-৭

যিনি ইক্ষ্বাকুবংশে আবির্ভূত হইয়া জনসমাজে রামনামে খ্যাত হইয়াছেন। যিনি সতত বিকারহীন ও মহাবলবান, যাঁহার অঙ্গকান্তি অতিসমুজ্জ্বল ও যাঁহার ধৈর্য্য সর্বজনপ্রশংসিত। ইন্দ্রিয়জয়কারী যে পুরুষে বুদ্ধি, নীতি, বাগ্মিতা ও বিভূতি পূর্ণভাবে নিত্য বিরাজিত। শত্রুনাশকারী যে পুরুষের স্কন্ধদ্বয় সমুন্নত ও বাহুদ্বয় মহাবলযুক্ত। শঙ্খের মত তিনটি রেখা দ্বারা শোভিত যাঁহার গ্রীবাদেশ। যাঁহার হনুদ্বয় (গণ্ডের ঊর্ধ্বস্থান) সুপুষ্ট হওয়ায় শোভাবর্ধক হইয়াছে।৮-৯

যাঁহার বক্ষঃস্থল সুবিশাল, যিনি মহাধনুর্ধর। কৃশতা না থাকায় যাঁহার বক্ষঃ ও স্কন্ধদেশের মধ্যবর্তী অস্থি দেখা যায় না। যিনি শত্রুকে দমন করিতে সক্ষম। আজানুলম্বিতবাহু যে পুরুষের মস্তক ও ললাট উন্নত এবং সুন্দর। যাঁহার সিংহের মত শোভন গতি।১০

যাঁহার শরীর খুব হ্রস্বও নয় এবং খুব দীর্ঘও নয়। যাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোগ্যভাবে বিভক্ত। স্নিগ্ধশ্যামবর্ণ প্রতাপশালী যে পুরুষের উন্নতবক্ষ ও বিশালনয়নযুগল শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং যাঁহার মধ্যে সর্বদা সকল শুভলক্ষণ বিদ্যমান আছে।১১

যিনি ধর্মরহস্যবিৎ ও সত্যসঙ্কল্প হইয়া প্রজাগণের হিতসাধন করিতেছেন। যশস্বী, জ্ঞানবান্ ও অতিপবিত্র যে পুরুষ অতিশয় বিনীত এবং আশ্রিতবৎসল।১২

প্রজাপালনে কাহারও প্রতি পক্ষপাত না থাকায় প্রজাপতির সঙ্গেই যাঁহার তুলনা হয়। যিনি সকল ঐশ্বর্য্যের আধার, সকল জীবের পালক। রিপুনাশক যে পুরুষ প্রাণিমাত্রের বিপদ্ দূর করেন এবং আচার ও প্রচারের দ্বারা ধর্মের রক্ষাবিধান করেন।১৩

যিনি স্বধর্মপরায়ণ ও স্বজনপ্রতিপালক। বেদ ও বেদাঙ্গের গূঢ়রহস্য যিনি জানেন, বিশেষতঃ ধনুর্বেদে যিনি পরম পণ্ডিত।১৪

সর্বশাস্ত্রদর্শিতা, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি, অপূর্ব প্রতিভা ও জনপ্রিয়তা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে। যাঁহার স্বভাব প্রশংসনীয় ও অন্তঃকরণ অতি মহৎ। যিনি সকল কর্মে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছেন।১৫

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণ হিমবানিব ॥১৭
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥১৮
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ।
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥১৯
জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথঃ সুতম্।
প্রকৃতীনাং হিতৈর্যুক্তং প্রকৃতিপ্রিয়কাম্যয়া ॥২০
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ।
তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাথ কৈকয়ী ॥২১
পূর্বং দত্তবরা দেবী বরমেনমযাচত।
বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥২২

স সত্যবচনাদ্ রাজ্ঞা ধর্মপাশেন সংযতঃ।
বিবাসয়ামাস সুতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্ ॥২৩
স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।
পিতুর্বচননির্দ্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ ॥২৪
তং ব্রজন্তং প্রিয়ো ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।
স্নেহাদ্ বিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥২৫
ভ্রাতরং দয়িতো ভ্রাতুঃ সৌভ্রাত্রমনুদর্শয়ন্।
রামস্য দয়িতা ভার্য্যা নিত্যং প্রাণসমা হিতা ॥২৬
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা।
সর্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমা বধূঃ ॥২৭
সীতাপ্যনুগতা রামং শশিনং রোহিণী যথা।
পৌরৈরনুগতো দূরং পিতা দশরথেন চ ॥২৮

নদনদীসমূহ যেমন সমুদ্রকে আশ্রয় করে, সেইরূপ সজ্জনগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। সর্বজনবান্ধব সমদর্শী যিনি দর্শনকালে সকলের প্রীতিসম্পাদন করেন।১৬

সর্বগুণান্বিত সেই রাম পুত্ররূপে কৌশল্যার আনন্দ-বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে রামের গাম্ভীর্য্য সমুদ্রসদৃশ এবং ধৈর্য্য হিমালয়তুল্য।১৭

চন্দ্রের মত প্রিয়দর্শন, বিষ্ণুর মত পরাক্রমশালী যে রাম ক্রুদ্ধ হইলে প্রলয়কালের অগ্নির মত ভীষণ হইয়া উঠেন, অথচ তাঁহার মত ক্ষমাশীল দেখা যায় না; ক্ষমাতে কেবল পৃথিবীর সঙ্গেই যাঁহার তুলনা হয়।১৮

অবিরত দান করিলেও যাঁহার ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার শূন্য হয় না—কুবেরের ভাণ্ডারের মত সর্বদা পূর্ণই থাকে। যাঁহার সত্যনিষ্ঠা লক্ষ্য করিলে মনে হয়—ধর্মই যেন মূর্তিমান্ হইয়াছেন। এইরূপ সকলগুণভূষিত সর্বজন-রক্ষা-সমর্থ জ্যেষ্ঠপুত্র রাম যুবরাজোচিত যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন এবং প্রজাবর্গের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন —ইহা দেখিয়া মহীপতি দশরথ প্রজাগণের অভিপ্রেত কার্য্য করিতে উৎসুক হইলেন ও রামকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। মহারাজ দশরথের নিকট কৈকেয়ী পূর্বে দুইটি বর চাহিবার জন্য প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন। দশরথ রামকে অভিষিক্ত করিবার জন্য যখন বিবিধ দ্রব্যের আয়োজন করিতেছেন, তখন রাজমহিষী কৈকেয়ী ঐ সকল অভিষেক-সম্ভার দেখিয়া দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। প্রথমবরে রামের বনবাস, দ্বিতীয় বরে ভরতের অযোধ্যার রাজপদে অভিষেক।১৯-২২

দশরথ সত্যবাদী হওয়ায় ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং নিরুপায় হইয়া প্রিয়তম পুত্র রামকে বনে পাঠাইলেন।২৩

পিতার নির্দেশ অনুসারে কার্য্যসাধনের জন্য এবং কৈকেয়ীর প্রীতিবিধানের জন্য মহাবীর রাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—পিতা যাহা বলিবেন, তাহা অবশ্যই করিব। সেইদিন এই প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্যই তিনি বনে গমন করিলেন।২৪

রামের অতিপ্রিয় অনুজ সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণ অতি-বিনীত, রামকে বনে যাইতে দেখিয়া তিনি স্নেহবশতঃ অগ্রজের অনুগমন করিলেন। লক্ষ্মণ এই আচরণের দ্বারা অকপট ভ্রাতৃপ্রেম দেখাইলেন। জনকরাজকন্যা সীতা রামের প্রাণসমা প্রিয়তমা। সর্বদা রামের হিত-সাধনাই যাঁহার অভিপ্রেত, তিনি মূর্তিমতী দেবমায়া, সর্বশুভলক্ষণযুতা, রমণীশিরোমণি রঘুকুলবধূ, সেই

শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জয়ৎ।
গুহমাসাদ্য ধর্মাত্মা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্ ॥২৯
গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।
তে বনেন বনং গত্বা নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ ॥৩০
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ।
রম্যমাবসথং কৃত্বা রমমাণা বনে ত্রয়ঃ ॥৩১
দেব-গন্ধর্বসঙ্কাশাস্তত্র তে ন্যবসন্ সুখম্।
চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তদা ॥৩২
রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্ সুতম্।
গতে তু তস্মিন্ ভরতো বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ ॥৩৩
নিযুজ্যমানো রাজ্যায় নৈচ্ছদ্ রাজ্যং মহাবলঃ।
স জগাম বনং বীরো রামপাদপ্রসাদকঃ ॥৩৪

গত্বা তু স মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
অযাচদ্ ভ্রাতরং রামমার্য্যভাবপুরস্কৃতঃ ॥৩৫
ত্বমেব রাজা ধর্মজ্ঞ ইতি রামং বচোঽব্রবীৎ।
রামোঽপি পরমোদারঃ সুমুখঃ সুমহাযশাঃ ॥৩৬
ন চৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্ রাজ্যং রামো মহাবলঃ।
পাদুকে চাস্য রাজ্যায় ন্যাসং দত্ত্বা পুনঃ পুনঃ ॥৩৭
নিবর্ত্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ।
স কামমনবাপ্যৈব রামপাদাবুপস্পৃশন্ ॥৩৮
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া।
গতে তু ভরতে শ্রীমান্ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৯
রামস্তু পুনরালক্ষ্য নাগরস্য জনস্য চ।
তত্রাগমনমেকাগ্রো দণ্ডকান্ প্রবিবেশ হ ॥৪০

সীতাও রামের অনুগমন করিলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়—যেন রোহিণী চন্দ্রের অনুগমন করিতেছেন। অযোধ্যাবাসী নরনারীগণ এবং মহারাজ দশরথও কিছুদূর পর্য্যন্ত রামের অনুগমন করিয়াছিলেন।২৭-২৮

ধর্মাত্মা রাম শৃঙ্গবেরপুরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া প্রিয় সুহৃদ্ নিষাদপতি গুহের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং সুমন্ত্র-সারথিকে বিদায় দিলেন।২৯

রাম গুহের সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন এবং অগাধসলিলা বহু নদী পার হইয়া ভরদ্বাজমুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ চিত্রকূটে বাস করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ করিলে রাম ঐ আদেশ অনুসারে চিত্রকূটে গমন করিলেন। সেইখানে রমণীয় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেবগন্ধর্ব্বতুল্য তাঁহারা তিনজন পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাম যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন পুত্রবিরহে অতি-কাতর দশরথ প্রিয়পুত্রের জন্য বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিলেন। এই অবস্থায় বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ রাজ্যপালন করিবার জন্য ভরতকে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভরত রাজ্যপালনে সক্ষম হইয়াও বশিষ্ঠের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি পূজনীয় অগ্রজকে প্রসন্ন করিবার জন্য বনেই গমন করিলেন।৩০-৩৪

চিত্রকূটে রামের নিকট বিনীতবেশে উপস্থিত হইয়া ভরত অমোঘশক্তিশালী উদারবুদ্ধি রামকে রাজ্যভার-গ্রহণের প্রার্থনা জানাইলেন।৩৫

ভরত বলিলেন,—আর্য্য! আপনি ত প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব জানেন। ধর্ম্মানুসারে আপনিই রাজা হইবার অধিকারী। ভরতের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়াও রাম রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইলেন না। অতিউদার এবং অতুলনীয় যশের ও শক্তির অধিকারী রাম কোনরূপ ক্ষোভপ্রকাশ না করিয়া প্রসন্নমুখে পিতার আদেশ পালন করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। ভরত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকিলে রাম রাজ্যপালনের জন্য প্রতিনিধি-স্বরূপ স্বীয় পাদুকাযুগ দান করিলেন এবং ভরতকে নানাভাবে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও ভরত নিজের বাসনাপূর্ণ করিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া রামের চরণ-বন্দনার পর নন্দিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। রামের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় নন্দিগ্রামে থাকিয়াই রামপাদুকাসেবক ভরত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ভরত ফিরিয়া গেলে পর সত্যসঙ্কল্প জিতেন্দ্রিয় রাম আশঙ্কা করিলেন

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ।
বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ হ ॥৪১
সুতীক্ষ্ণং চাপ্যগস্ত্যঞ্চ অগস্ত্যভ্রাতরং তথা।
অগস্ত্যবচনাচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রং শরাসনম্ ॥৪২
খড়্গঞ্চ পরমং প্রীতস্তূণী চাক্ষয়সায়কৌ।
বসতস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ ॥৪৩
ঋষয়োঽভ্যাগমন্ সর্বে বধায়াসুররক্ষসাম্।
স তেষাং প্রতিশুশ্রাব রাক্ষসানাং তদা বনে ॥৪৪
প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃ সংযতি রক্ষসাম্।
ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥৪৫
তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী।
বিরূপিতা শূর্পণখা রাক্ষসী কামরূপিণী ॥৪৬

—অযোধ্যাবাসী নাগরিকগণ ও ভরত হইতে পুনর্বার আসিতে পারে। এইজন্য নিজসঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া তিনি বিশাল দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন ।৪৫-৪০

কমললোচন রাম ঐ মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াই বিরাধনামক রাক্ষসকে নিহত করিলেন। তারপর শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্যভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অগস্ত্যের কথা অনুসারে ইন্দ্রদত্ত ধনু, অক্ষয়শরের সহিত তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া রাম অতিশয় প্রীত হইলেন। এইভাবে তিনি যখন দণ্ডকারণ্যে বানপ্রস্থাশ্রমী মুনিগণের সহিত বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন কতিপয় তপস্বী তাঁহার নিকট আসিয়া দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণের বিনাশ করিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। রাম ঐ সকল তপস্বীর আবেদন অনুসারে প্রতিশ্রুতি দিলেন ।৪১-৪৪

অগ্নিতুল্য তেজস্বী দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের নিকট তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আমি যুদ্ধে রাক্ষসগণকে অবশ্যই নিহত করিব ।৪৫

রাম * ঐ দণ্ডকারণ্যে বাসের সময়েই জনস্থানবাসিনী

* লক্ষ্মণই শূর্পনখাকে বিরূপা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ রামের দক্ষিণবাহুতুল্য। সেইজন্য লক্ষ্মণের কার্যকে রামের কার্য বলা হইয়াছে।

ততঃ শূর্পণখাবাক্যাদ্ উদ্যুক্তান্ সর্বরাক্ষসান্।
খরং ত্রিশিরসং চৈব দূষণং চৈব রাক্ষসম্ ॥৪৭
নিজঘান রণে রামস্তেষাং চৈব পদানুগান্।
বনে তস্মিন্ নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্ ॥৪৮
রক্ষসাং নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দশ।
ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূচ্ছিতঃ ॥৪৯
সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নাম রাক্ষসম্।
বার্য্যমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ ॥৫০
ন বিরোধো বলবতা ক্ষমো রাবণ তেন তে।
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥৫১
জগাম সহমারীচস্তস্যাশ্রমপদং তদা।
তেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাত্মজৌ ॥৫২

মায়াবিনী শূর্পনখাকে নাসিকা-কর্ণচ্ছেদনের দ্বারা বিরূপা করিলেন ।৪৬

তারপর শূর্পনখার নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া খর, ত্রিশিরা ও দূষণনামক রাক্ষসগণ নিজসহচরবর্গের সহিত সন্নদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। রাম তাহাদের সকলকে ঐ যুদ্ধেই নিহত করিলেন। দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে জনস্থানবাসী চতুর্দশসহস্র রাক্ষস রাম কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। অনন্তর রাবণ জ্ঞাতিগণের হত্যা-সংবাদ শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল। সে রামের ঐরূপ কার্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য মারীচনামক রাক্ষসের নিকট সাহায্য চাহিল। কিন্তু মারীচ রাবণকে পুনঃ পুনঃ বারণ করিতে লাগিল ।৪৭-৫০

মারীচ বলিল,—দশানন! রাম মহাবলবান্। তাহার সহিত বিরোধ করা তোমার উচিত নয়। কিন্তু কাল-গ্রস্ত রাবণ মারীচের ঐরূপ উপদেশ উপেক্ষা করিল এবং মারীচকে সঙ্গে লইয়াই রামের আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইল। তারপর মায়াবী মারীচের সাহায্যে সে রাম ও লক্ষ্মণকে অতিদূরে সরাইয়া এবং সীতার রক্ষার্থে আগত জটায়ুকে নিহত করিয়া সীতাকে হরণ করিল। কিছুক্ষণ পর রাম নিজ কুটীরে আসিয়া অদূরে জটায়ুকে মৃতপ্রায়

জহার ভার্য্যাং রামস্য গৃধ্রং হত্বা জটায়ুষম্।
গৃধ্রঞ্চ নিহতং দৃষ্ট্বা হৃতাং শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্ ॥৫৩
রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্রং দগ্ধ্বা জটায়ুষম্ ॥৫৪
মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দদর্শ হ।
কবন্ধং নামরূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্ ॥৫৫
তং নিহত্য মহাবাহুর্দদাহ স্বর্গতশ্চ সঃ।
স চাস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্মচারিণীম্ ॥৫৬
শ্রমণাং ধর্মনিপুণামভিগচ্ছেতি রাঘব।
সোঽভ্যগচ্ছন্মহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসূদনঃ ॥৫৭
শবর্য্যা পূজিতঃ সম্যগ্ রামো দশরথাত্মজঃ।
পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণ হ ॥৫৮

হনুমদ্বচনাচ্চৈব সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
সুগ্রীবায় চ তৎসর্বং শংসদ্ রামো মহাবলঃ ॥৫৯
আদিতস্তদ্ যথা বৃত্তং সীতায়াশ্চ বিশেষতঃ।
সুগ্রীবশ্চাপি তৎসর্বং শ্রুত্বা রামস্য বানরঃ ॥৬০
চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নিসাক্ষিকম্।
ততো বানররাজেন বৈরানুকথনং প্রতি ॥৬১
রামায়াবেদিতং সর্বং প্রণয়াদ্দুঃখিতেন চ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি ॥৬২
বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ।
সুগ্রীবঃ শঙ্কিতশ্চাসীদ্বিতাং বীর্য্যেণ রাঘবে ॥৬৩
রাঘবপ্রত্যয়ার্থং তু দুন্দুভেঃ কায়মুত্তমম্।
দর্শয়ামাস সুগ্রীবো মহাপর্বতসন্নিভম্ ॥৬৪

দেখিলেন এবং তাহার নিকট সীতাহরণ-সংবাদ শুনিয়া সীতার শোকে অতিশয় কাতর হইলেন। তিনি ঐ শোকের বেগে আকুলহৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর জটায়ুর সাহায্যিকিয়া করিয়া শোকার্তচিত্তে বনমধ্যে সীতার অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই রাম কবন্ধনামক এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। ঐ কবন্ধ যেমন কুৎসিত তেমনই ভয়ঙ্কর।৫১-৫৫

মহাবীর রাম তাহাকে নিহত করিয়া দাহকার্য্য করিলেন, ইহাতে সে স্বর্গে গমন করিল। গমনকালে সে রামকে বলিল,—রঘুনন্দন! এই বনে এক শবরী বাস করিতেছে। সে ধর্মের প্রকৃত রহস্য জানে ও আচরণ করে। তুমি ঐ তপস্বিনীর নিকট গমন কর। দিব্যদেহধারী কবন্ধের এইরূপ কথা শুনিয়া শত্রুহন্তা তেজস্বী রাম শবরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শবরী যথাবিধি রামের অর্চনা করিলে পর রাম তাহার নিকট বিদায় লইয়া পম্পাসরোবরতীরে উপনীত হইলেন এবং সেইখানে হনুমান্নামক এক বানরের সহিত মিলিত হইলেন।৫৬-৫৮

অনন্তর হনুমানের প্রস্তাব অনুসারে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইলেন। শক্তিমান রাম সুগ্রীবের নিকট আদ্যোপান্ত আত্মকাহিনী বিবৃত করিলেন। সকল ঘটনা বলিতে গিয়া সীতার বৃত্তান্ত বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব রামের সকল বৃত্তান্ত শুনিল, এবং নিজের মতই দুঃখী ব্যক্তিকে পাইয়া প্রীত হইল। তারপর অগ্নিসাক্ষী করিয়া রামের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। তখন রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বালীর সহিত শত্রুতার কারণ কি? রাজ্যনাশ ও পত্নী-বিরহে দুঃখিত সুগ্রীব বন্ধুত্ববশতঃ সকল সংবাদ রামের নিকট নিবেদন করিল। সুগ্রীবের কথা শুনিয়া রাম বালীর বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।৫৯-৬২

ইহাতে সুগ্রীব আশঙ্কান্বিত হইল যে, রাম বিক্রমে বালীর সমকক্ষ হইবেন কিনা? আশঙ্কার জন্যই সে রামের নিকট বালীর বিক্রমের বিস্তৃত বিবরণ বলিল এবং রামের অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য বালিকর্তৃক নিহত দুন্দুভিনামক অসুরের বিশালপর্বততুল্য শরীরটি দেখাইল।৬৩-৬৪

মহাবাহু বীরশ্রেষ্ঠ রাম সুগ্রীবের মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং অদূরে পতিত দুন্দুভির অস্থি-সমূহ দেখিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা পূর্ণ দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন।৬৫

সুগ্রীবের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনি একটিমাত্র

উৎস্মযিত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষ্য চাস্থি মহাবলঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন চিক্ষেপ সম্পূর্ণং দশযোজনম্ ॥৬৫
বিভেদ চ পুনস্তালান্ সপ্তৈকেন মহেষুণা।
গিরিং রসাতলঞ্চৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা ॥৬৬
ততঃ প্রীতমনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ।
কিষ্কিন্ধাদ্ রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা ॥৬৭
ততোঽগর্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ।
তেন নাদেন মহতা নির্জগাম হরীশ্বরঃ ॥৬৮
অনুমান্য তদা তারাং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
নিজঘান চ তত্রৈনং শরেণৈকেন রাঘবঃ ॥৬৯
ততঃ সুগ্রীববচনাদ্ হত্বা বালিনমাহবে।
সুগ্রীবমেব তদ্ রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥৭০
স চ সর্বান্ সমানীয় বানরান্ বানরর্ষভঃ।
দিশঃ প্রস্থাপয়াম দিদৃক্ষুর্জনকাত্মজাম্ ॥৭১

মহাবাহু নিক্ষেপ করিয়া সাতটি বিশাল তালতরু, নিকটস্থ একটি পর্বত ও রসাতল ভেদ করিলেন।৬৫

ইহা দেখিয়া সুগ্রীব অতিশয় প্রীত হইল এবং রামের বিক্রমে তাহার বিশ্বাস উৎপন্ন হইল। পরে রামকে সঙ্গে লইয়া কিষ্কিন্ধানামক গুহায় গমন করিল।৬৭

সুবর্ণের মত পিঙ্গলবর্ণ কপিপতি সুগ্রীব সেখানে উপস্থিত হইয়াই গর্জন করিতে লাগিল। বানররাজ বালী সুগ্রীবের ঘোরগর্জন শুনিয়া তারার অনুমতি গ্রহণের পর বাহিরে আসিল এবং সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। এই অবস্থায় একটিমাত্র বাণের দ্বারা রাম বালীকে নিহত করিলেন।৬৮-৬৯

সুগ্রীবের কথামত রণক্ষেত্রে বালীর সংহারসাধন করিয়া তিনি বালীর রাজ্যে সুগ্রীবকে স্থাপিত করিলেন। তখন বানররাজ সুগ্রীব বানরসকলকে আহ্বান করিল এবং জনক-তনয়া সীতার অন্বেষণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিল।৭০-৭১

অনন্তর পরাক্রমশালী হনুমান্ সম্পাতিনামক পক্ষীর নির্দেশমত শতযোজনবিস্তীর্ণ লবণ-সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিলেন।৭২

ততো গৃধ্রস্য বচনাৎ সম্পাতের্হনুমান্ বলী।
শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্লুবে লবণার্ণবম্ ॥৭২
তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্।
দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাং গতাম্ ॥৭৩
নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃত্তিং বিনিবেদ্য চ।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং মর্দয়ামাস তোরণম্ ॥৭৪
পঞ্চ সেনাগ্রগান্ হত্বা সপ্ত মন্ত্রিসুতানপি।
শূরমক্ষঞ্চ নিষ্পিষ্য গ্রহণং সমুপাগমৎ ॥৭৫
অস্ত্রেণোন্মুক্তমাত্মানং জ্ঞাত্বা পৈতামহাদ্ বরাৎ।
মর্ষয়ন্ রাক্ষসান্ বীরো যন্ত্রিণস্তান্ যদৃচ্ছয়া ॥৭৬
ততো দগ্ধ্বা পুরীং লঙ্কামৃতে সীতাঞ্চ মৈথিলীম্।
রামায় প্রিয়মাখ্যাতুং পুনরায়ান্মহাকপিঃ ॥৭৭
সোঽভিগম্য মহাত্মানং কৃত্বা চৈবং প্রদক্ষিণম্।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা দৃষ্ট্বা সীতেতি তত্ত্বতঃ ।৭৮

সমুদ্রের পারে রাবণকর্তৃক রক্ষিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি অশোকবনে অবস্থিতা রামধ্যানরতা সীতাকে দেখিতে পাইলেন।৭৩

সীতার নিকট যাইয়া হনুমান্ রামপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞানটি দেখাইলেন এবং রামের সকল সংবাদ নিবেদন করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। বৈদেহীকে নানাভাবে আশ্বাসদান করিয়া কপিবর অশোকবনের বহির্দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।৭৪

অনন্তর পিঙ্গলনেত্র প্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতি ও জম্বুমালী প্রভৃতি সাতজন মন্ত্রিপুত্রকে নিহত করিলেন এবং মহাবলবান্ অক্ষকে নিষ্পেষিত করিয়া ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইলেন *।৭৫

'সকল অস্ত্র হইতে সর্বদা মুক্ত থাকিবে'—এইরূপ পিতামহদত্তবরপ্রভাবে নিজেকে মুক্ত জানিয়াও স্বেচ্ছায় ঐ বন্ধন স্বীকার করিলেন এবং বন্ধনকারী রাক্ষসগণকে ক্ষমা করিলেন।৭৬

অনন্তর সীতার বাসস্থান ব্যতীত সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ

* ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হওয়ার কথা মূলে নেই। কিন্তু টীকাকার ইহার উল্লেখ করায় আমরাও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলাম।

ততঃ সুগ্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ।
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥৭৯
দর্শয়ামাস চাত্মানং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলং সেতুমকারয়ৎ ॥৮০
তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাং ব্রীড়ামুপাগমৎ ॥৮১
তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং জনসংসদি।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী ॥৮২
ততোঽগ্নিবচনাৎ সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্মষাম্।
অগ্রহীদমলাং রামো বচনাচ্চ গুরোস্তদা।
কর্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৮৩

স দেবর্ষিগণং তুষ্টং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
বভৌ রামঃ সম্প্রহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥৮৪
অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
কৃতকৃত্যস্তদা রামো বিজ্বরঃ প্রমুমোদ হ ॥৮৫
দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুত্থাপ্য চ বানরান্।
অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেণ সুহৃদ্বৃতঃ ॥৮৬
ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ভরতস্যান্তিকে রামো হনুমন্তং ব্যসর্জয়ৎ ॥৮৭
পুনরাখ্যায়িকাং জল্পন্ সুগ্রীবসহিতস্তদা।
পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা ॥৮৮
নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘঃ।

করিয়া রামের নিকট সকল সংবাদ বলিবার জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।৭৭

অপরিমিতপরাক্রমশালী হনুমান্ রামের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং নিবেদন করিলেন—আমি সত্যই সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছি।৭৮

অতঃপর রাম সুগ্রীবের সহিত লবণসমুদ্রতীরে যাইয়া সূর্যসমান তেজোময় শরসমূহের দ্বারা সমুদ্রকে সংক্ষোভিত করিলেন।৭৯

সরিৎপতি নিজরূপ ধরিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলে রাম সমুদ্রের কথামত নলনামক বানরের দ্বারা সেতু বন্ধন করিলেন।৮০

ঐ সেতুর সাহায্যে তিনি লঙ্কায় যাইয়া যুদ্ধে রাবণের প্রাণসংহার করিলেন এবং সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন।৮১

পরে তিনি জনসমক্ষে সীতার প্রতি অতিশয় কঠোর বাক্য বলিতে থাকিলে পতিব্রতা সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।৮২

অনন্তর অগ্নির কথায় সীতাকে পাপশূন্য জানিয়া রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা রাঘবের এই মহৎ কার্যে দেবতা, মুনি, স্থাবরজঙ্গমসহিত সমস্ত ত্রিভুবন সন্তোষ লাভ করিল। দেবতাগণকর্তৃক পূজিত হইয়া রামও সন্তুষ্ট হইলেন।৮৩-৮৪

অতঃপর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষিক্ত করিয়া নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করত নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলেন।৮৫

দেবতাগণের নিকট বরপ্রার্থনা করিয়া যুদ্ধে নিহত বানরগণকে পুনর্জীবিত করিলেন। তারপর সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।৮৬

অমর্ষশক্তি রাম ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে যাইয়া হনুমানকে ভরতের নিকট পাঠাইলেন।৮৭

ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে যাইবার সময় পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া সুগ্রীবের সহিত অতীতবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে নন্দিগ্রামে গমন করিলেন।৮৮

সেখানে ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া ধার্মিক রাম জটাভার ত্যাগ করিলেন এবং সীতাকে পার্শ্বে রাখিয়া পুনর্বার রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। নারদ বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তপোধন! সেই রামই এখন রাজ্যপালন করিতেছেন। এই রামরাজ্যে সকল প্রজা প্রার্থিত বস্তু পাইয়া শান্তি ও সুখ প্রাপ্ত হইবে। সকলেই সন্তুষ্ট ও দারিদ্র্য-দুঃখরহিত হইবে। প্রজাগণের শারীরিক ব্যাধি, মানসিক সন্তাপ ও দুর্ভিক্ষজনিত ভয় থাকিবে না।৮৯-৯০

রামরাজ্যে কোন পিতাই পুত্রের মৃত্যুদর্শন করিবে না।

রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্ ॥৮৯
প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ ॥৯০
ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ।
নার্য্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ ॥৯১
ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপ্সু মজ্জন্তি জন্তবঃ।
ন বাতজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপি জ্বরকৃতং তথা ॥৯২
ন চাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন তস্করভয়ং তথা।
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধন-ধান্যযুতানি চ ॥৯৩
নিত্যং প্রমুদিতাঃ সর্বে যথা কৃতযুগে তথা।
অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা তথা বহুসুবর্ণকৈঃ ॥৯৪
গবাং কোট্যযুতং দত্ত্বা বিদ্বদ্ভ্যো বিধিপূর্বকম্।
অসঙ্খ্যেয়ং ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ ॥৯৫
রাঘবংশান্ শত গুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ।
চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্মে নিযোক্ষ্যতি ॥৯৬
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি ॥৯৭
ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৯৮
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
সপুত্র-পৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥৯৯
পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ
স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্জনঃ পণ্যফলত্বমীয়া-
জ্জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ ॥১০০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥১

না। নারীগণ বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইবে না এবং ব্যভিচারিণী হইবে না।৯১

রামের রাজ্যশাসন-সময়ে কোন প্রজারই অগ্নিভয় থাকিবে না এবং কেহই জলে নিমজ্জিত হইয়া বিপন্ন হইবে না। রামরাজ্যে কফবাতের ভয়, ক্ষুধার পীড়া ও চৌরভয় কখনই হইবে না। নগরসমূহ ও সম্পূর্ণ রাজ্যই ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকিবে।৯২-৯৩

মুনিবর! অধিক কি বলিব? সকল প্রজাই সত্যযুগের মত রামরাজ্যে সর্বদা আনন্দে থাকিবে। মহাযশস্বী রাম বহুসুবর্ণদক্ষিণা-সমন্বিত* একশত অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে দশসহস্রকোটি গাভী দান করিবেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও অপরিমিত ধন দান করিবেন। অতঃপর প্রজাপালনের জন্য শতগুণ রাজবংশ স্থাপন করিবেন। নিজ নিজ ধর্মপালনের জন্য প্রজাগণকে তিনি প্রেরণা ও সাহায্যাদি দিবেন।৯৪-৯৬

এইভাবে এগারহাজারবৎসর রাজ্যপালন করিয়া রাম ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করিবেন।৯৭

মুনিশ্রেষ্ঠ! এই রামচরিত অতি পবিত্র ও পাপনাশকারী। ইহা পুণ্যময় ও বেদসমান। যে ব্যক্তি এই রামচরিত পাঠ করিবে, সে সকল পাপ হইতে মুক্তি পাইবে।৯৮

মানব যদি এই আয়ুষ্কর রামায়ণ পাঠ করে, তাহা হইলে সে পুত্র, পৌত্র ও স্বজনের সহিত স্বর্গলোকে পূজিত হয়। ব্রাহ্মণ এই রামায়ণ পড়িয়া শাস্ত্রপারদর্শী হয়, ক্ষত্রিয় রাজ্যলাভ করে, বৈশ্য বাণিজ্যে অতিশয় লাভবান্ হয় এবং শূদ্র মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়।৯৯-১০০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

* ৯৪ নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি গ্রন্থবিশেষে অধিক দেখা যায়—

"পালয়ামাস ধৈষম্যাঃ পিতৃবন্ মুদিতাঃ প্রজাঃ।
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ॥"

(বাল্মীকি-কৃতনারদপূজনম্। তত্র দৃষ্টক্রৌঞ্চমিথুনাৎ ক্রৌঞ্চস্য ব্যাধকৃতহননং দৃষ্ট্বা হিংসিকবেশ্বছন্দোময্যা বাচঃ প্রবৃত্তিঃ। তত আদিকবেঃ স্বশিষ্যেণ ভরদ্বাজেন সহাশ্রমং প্রত্যাগমনম্। ততো ব্রহ্মণ আগমনং রামচরিত-বর্ণনে উপদেশকরণঞ্চ ॥)

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

নারদস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ।
পূজয়ামাস ধর্মাত্মা সহশিষ্যো মহামুনিম্ ॥১
যথাবৎ পূজিতস্তেন দেবর্ষির্নারদস্তথা।
আপৃচ্ছ্যৈবাভ্যনুজ্ঞাতঃ স জগাম বিহায়সম্ ॥২
স মুহূর্তং গতে তস্মিন্ দেবলোকং মুনিস্তদা।
জগাম তমসাতীরং জাহ্নব্যাস্ত্বিদূরতঃ ॥৩
স তু তীরং সমাসাদ্য তমসায়া মুনিস্তদা।
শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে দৃষ্ট্বা তীর্থমকর্দমম্ ॥৪
অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা ॥৫
ন্যস্যতাং কলসস্ত্বাত দীয়তাং বল্কলং মম।
ইদমেবাবগাহিষ্যে তমসাতীর্থমুত্তমম্ ॥৬
এবমুক্তো ভরদ্বাজো বাল্মীকেন মহাত্মনা।
প্রাযচ্ছত মুনেস্তস্য বল্কলং নিয়তো গুরোঃ ॥৭
স শিষ্যহস্তাদাদায় বল্কলং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
বিচচার হ পশ্যংস্তৎ সর্বতো বিপুলং বনম্ ॥৮
তস্যাভ্যাসে তু মিথুনং চরন্তমনপায়িনম্।
দদর্শ ভগবাংস্তত্র ক্রৌঞ্চয়োশ্চারু নিঃস্বনম্ ॥৯
তস্মাত্ মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ।
জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ ॥১০

দ্বিতীয় সর্গ

(বাল্মীকি কর্তৃক নারদের পূজা। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে ব্যাধকর্তৃক ক্রৌঞ্চের হত্যা অবলোকন করত আদিকবির ছন্দোবদ্ধ-বাক্যস্ফুরণ। তারপর স্বীয়শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত আশ্রমে প্রত্যাগমন। অনন্তর ব্রহ্মার আগমন এবং রামচরিত বর্ণনা করিবার জন্য বাল্মীকির প্রতি তাঁহার উপদেশ।)

বাল্মীকি স্বয়ং সুবক্তা ও ধর্মপ্রাণ। তিনি নারদের সেইসকল কথা শুনিলেন। শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া মহামুনি (অতঃপর) নারদের অর্চনা করিলেন।১

দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির পূজা গ্রহণ করিয়া বিদায় চাহিলেন এবং বাল্মীকির সম্মতি পাইয়া আকাশপথে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নারদের স্বর্গে যাওয়ার একমুহূর্ত পরে বাল্মীকি তমসানদীর তীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। উহা গঙ্গার অনতিদূরে অবস্থিত। সেখানে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন—নদীর অবগাহন-স্থানটি কর্দমরহিত। তখন পার্শ্ববর্তী নিজ শিষ্যকে বলিলেন,—ভরদ্বাজ! লক্ষ্য কর, এই স্থানের স্থানটি পঙ্কশূন্য, সাধুব্যক্তির মনের মত এস্থানের জল অতিস্বচ্ছ ও সুন্দর। বৎস! এই স্থানেই কলসটি রাখ আমার বল্কল দাও। তমসার এই সুন্দর অবগাহন-স্থানটিতে (ঘাটে) আমি স্নান করি।২-৬

মহাপ্রাণ বাল্মীকি শিষ্যকে এই কথা বলিলে পর গুরুসেবাপরায়ণ ভরদ্বাজ গুরুর আদেশমত বল্কলটি অর্পণ করিলেন।৭

জিতেন্দ্রিয় মুনি শিষ্যের হস্ত হইতে বল্কলটি লইলেন। তারপর তমসা-নদীর তীরস্থিত বিশালবনের শোভা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।৮

কিছুক্ষণ পরে স্নান করিবার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন—অতিনিকটে একটি ক্রৌঞ্চমিথুন বিচরণ করিতেছে। উহারা মধুরস্বরে নিজভাব প্রকাশ করিতেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না।৯

প্রাণিমাত্রের সহজশত্রু এক পাপবুদ্ধি-নিষাদ মহর্ষি

তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
ভার্য্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা ক্রুরাব করুণাং গিরম্ ॥১১
বিযুক্তা পতিনা তেন দ্বিজেন সহচারিণা।
তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিণা সহিতেন বৈ ॥১২
তথাবিধং দ্বিজং দৃষ্ট্বা নিষাদেন নিপাতিতম্।
ঋষের্ধর্মাত্মনস্তস্য কারুণ্যং সমপদ্যত ॥১৩
ততঃ করুণবেদিত্বাদধর্মোঽয়মিতি দ্বিজঃ।
নিশাম্য রুদতীং ক্রৌঞ্চীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥১৫
তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বিক্ষতঃ।
শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া ॥১৬
চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্ মতিম্।
শিষ্যমৈবাব্রবীদ্ বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৭
পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥১৮
শিষ্যস্তু তস্য ব্রুবতো মুনের্বাক্যমনুত্তমম্।
প্রতিগ্রাহ সন্তুষ্টস্তস্য তুষ্টোঽভবন্মুনিঃ ॥১৯
সোঽভিষেকং ততঃ কৃত্বা তীর্থে তস্মিন্ যথাবিধি।
তমেব চিন্তয়ন্নর্থমুপাবর্তত বৈ মুনিঃ ॥২০
ভরদ্বাজস্ততঃ শিষ্যো বিনীতঃ শ্রুতবান্ গুরোঃ।
কলসং পূর্ণমাদায় পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ ॥২১
স প্রবিশ্যাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ ধর্মবিৎ।
উপবিষ্টঃ কথাশ্চান্যাশ্চকার ধ্যানমাস্থিতঃ ॥২২

বাল্মীকির সম্মুখেই ঐ ক্রৌঞ্চদ্বয়ের মধ্যে পুরুষ-ক্রৌঞ্চটিকে মারিয়া ফেলিল।১০

তাহাকে রক্তাক্তশরীরে ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া ক্রৌঞ্চী অতিকরুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। ক্রৌঞ্চীর পতি ঐ ক্রৌঞ্চ সর্বদা তাহার সহচর ছিল। মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সে মত্ত হইয়াছিল, যাহার মস্তক ছিল রক্ত বর্ণ, নিজ পক্ষদ্বয় বিস্তৃত করিয়া সে প্রণয়প্রকাশ করিতেছিল, এমন পতির শোকে ক্রৌঞ্চী কাতর হইয়া পড়িল।১১-১২

ব্যাধ কর্তৃক নিহত ক্রৌঞ্চকে ঐভাবে ভূতলে ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া দয়ালু বাল্মীকির হৃদয়ে দয়া হইল। তিনি দয়ার্দ্র হইয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এইভাবে ক্রৌঞ্চকে মারিয়া ফেলা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। ক্রৌঞ্চী তখনও করুণস্বরে কাঁদিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন। ওরে নিষাদ! যেহেতু তুই এই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে কামমত্ত ক্রৌঞ্চটিকে নিহত করিয়াছিস্, সেইহেতু তুই চিরকালে কোনদিনই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ হইয়া কোথায়ও স্থান লাভ করিতে পারিবি না।১৩-১৫

এই কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্মীকির হৃদয়ে এক চিন্তা উপস্থিত হইল। যদিও তিনি তখনও ঐ দৃশ্যই দেখিতেছিলেন, তথাপি বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—একি! আমি এই ক্রৌঞ্চপক্ষীর শোকে কাতর হইয়া ইহা কি বলিলাম!১৬

বাল্মীকি স্বয়ং মহাপ্রাজ্ঞ ও অধিকশাস্ত্রজ্ঞ। নিজের মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা পার্শ্বস্থ শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। বৎস! আমি ক্রৌঞ্চের শোকে কাতর। এই অবস্থায় মুখে যাহা উচ্চারিত হইল, তাহা অন্য কোন শব্দে পরিচিত না হইয়া শ্লোক বলিয়া পরিচিত হউক। যেহেতু আমার ঐ বাক্যটি চারিপাদে নিবদ্ধ। প্রতিপাদেই আটটি করিয়া অক্ষর রহিয়াছে এবং উহা বীণা ও বাদ্যের সহিত গীত হইতে পারে।১৭-১৮

বাল্মীকি এইরূপ বলিলে পর শিষ্য গুরুর ঐ অতি উত্তম প্রস্তাব সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিলেন। ইহাতে বাল্মীকি নিজেও সন্তুষ্ট হইলেন।১৯

অনন্তর মুনিবর সেই তীর্থে বিধিমত অবগাহন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময়ও তিনি ঐ কথাই ভাবিতেছিলেন।২০

তাঁহার প্রিয়-শিষ্য ভরদ্বাজ অতিবিনীত ও বহুশাস্ত্রদর্শী। তিনি জলপূর্ণ কলস লইয়া গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।২১

আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ।
চতুর্মুখো মহাতেজা দ্রষ্টুং তং মুনিপুঙ্গবম্ ॥২৩
বাল্মীকিরথ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় বাগ্‌যতঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা তস্থৌ পরমবিস্মিতঃ ॥২৪
পূজয়ামাস তং দেবং পাদ্যার্ঘ্যাসন-বন্দনৈঃ।
প্রণম্য বিধিবচ্চৈনং পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্ ॥২৫
অথোপবিষ্ট ভগবানাসনে পরমার্চিতে।
বাল্মীকয়ে চ ঋষয়ে সন্দিদেশাসনং ততঃ ॥২৬
ব্রাহ্মণা সমনুজ্ঞাতঃ সোঽপ্যুপাবিশদাসনে।
উপবিষ্টে তদা তস্মিন্ সাক্ষাল্লোকাপিতামহে ॥২৭
তদ্‌গতেনৈব মনসা বাল্মীকির্ধ্যানমাস্থিতঃ।
পাপাত্মনা কৃতং কষ্টং বৈরগ্রহণবুদ্ধিনা ॥২৮
যস্তাদৃশং চারুরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাদকারণাৎ।
শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ ॥২৯
পুনরন্তর্গতমনা ভূত্বা শোকপরায়ণঃ।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবম্ ॥৩০
শ্লোক এবাস্ত্বয়া বদ্ধো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী ॥৩১
রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম।
ধর্মাত্মনো ভগবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ ॥৩২
বৃত্তং কথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্।
রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ ॥৩৩
রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাঞ্চ সর্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্বৃত্তং প্রকাশ্যং যদি বা রহঃ ॥৩৪

ধর্মজ্ঞ বাল্মীকি শিষ্যদহ আশ্রমে আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন এবং অন্তরে পূর্বোক্ত শ্লোকের কথা চিন্তা করিতে করিতে অন্যান্য কথা বলিতে লাগিলেন।২২

এমন সময় স্বয়ং চতুর্মুখব্রহ্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে দেখিবার জন্য ঐ আশ্রমে আসিলেন। ব্রহ্মা সকল লোকের সৃষ্টিকর্তা, মহাতেজস্বী ও শক্তিমান্। তিনি উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া বাল্মীকি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অতিসত্বর আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। সংযতচিত্তে মৌন অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মার নিকট যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন।২৩-২৪

তিনি যথাবিধি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। তারপর পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন প্রভৃতির দ্বারা ও অবশেষে স্তুতির দ্বারা ব্রহ্মার পূজা করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা বাল্মীকির কুশল জানিতে চাহিলেন এবং অতিউত্তম আসনে উপবেশন করিয়া তিনি বাল্মীকিকে আসনে বসিতে আদেশ করিলেন।২৫-২৬

সকল লোকের পিতামহ ব্রহ্মা বাল্মীকিদত্ত আসনে প্রত্যক্ষভাবে বসিলে পর ব্রহ্মার আদেশে ঋষি নিজেও আসনে বসিলেন।২৭

বসিয়াই বাল্মীকি তমসাতীরস্থ ক্রৌঞ্চপক্ষীটির কথা মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইয়া গেলেন। তন্ময় হইয়া পুনর্বার বুঝিতে পারিলেন যে, পাপাত্মা হিংস্রবুদ্ধি ঐ ব্যাধ সত্যই অতিদুঃখজনক কার্য্য করিয়াছে। তমসাতীরে মনোহর কূজন করিতে করিতে যে ক্রৌঞ্চ বিহার করিতেছিল, তাহাকে অকারণে মারিয়া ফেলা অতিশয় গর্হিত হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতেই পতিহীনা ক্রৌঞ্চীর জন্যও তাহার হৃদয়ে শোক উপস্থিত হইল। শোকাভিভূত বাল্মীকি প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পুনর্বার সেই শ্লোকটি ব্রহ্মার সম্মুখে উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন। শ্লোকটি শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে ঋষিপ্রবরকে বলিলেন।২৮-৩০

ব্রহ্মন্! আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ হইতে এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। তোমার এই বাণী শ্লোকরূপেই পরিচিত হউক, ইহাতে পুনর্বার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।৩১

ঋষিশ্রেষ্ঠ! তুমি জানিয়াছ যে, রাম ধর্মাত্মা ও সকলগুণের আধার। তিনি মহামতি ও সর্বলোকপ্রিয়। তুমি তাঁহার চরিত্র বিস্তৃতভাবে বিবৃত কর।৩২

নারদের নিকট যাহাভাবে রামের কথা যেভাবে শুনিয়াছ—তাহা কীর্তন কর। বুদ্ধিমান্ রামের, সুমিত্রাসুত

তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥৩৫
কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্।
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে ॥৩৬
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি ॥৩৭
তাবদূর্ধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥
ততঃ শিষ্যো ভগবান্ মুনির্বিস্ময়মাগমৌ ॥৩৮
তস্য শিষ্যাস্ততঃ সর্বে জগুঃ শ্লোকমিমং পুনঃ।
মুহুর্মুহুঃ প্রীয়মাণাঃ প্রাহুশ্চ ভৃশবিস্মিতাঃ ॥৩৯
সমাক্ষরৈশ্চতুর্ভির্যঃ পাদৈর্গীতো মহর্ষিণা।
সোঽনুব্যাহরণাদ্ ভূয়ঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ ॥৪০

তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্ ॥৪১
উদারবৃত্তার্থপদৈর্মনোরমৈ-
স্তদাস্য রামস্য চকার কীর্তিমান্।
সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈর্যশস্বিনো
যশস্করং কাব্যমুদারদর্শনঃ ॥৪২
তদুপগতসমাস-সন্ধিযোগং
সমধুরোপনতার্থবাক্যবন্ধম্।
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং
দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্ ॥৪৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥২

লক্ষ্মণের ও রাক্ষসগণের যে সকল কথা তোমার জানা আছে কিংবা যাহা জানা নাই এবং জনকসুতা সীতার যাহা প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা আছে, সে সব কথা তুমি প্রকাশ কর।৩৩-৩৪

আমি বলিতেছি, তোমার যাহা অবিদিত আছে, তাহা অবিদিত থাকিবে না, তুমি সকল রহস্যই জানিতে পারিবে। তুমি কাব্য রচনা করিলে তাহাতে একটি বাক্যও মিথ্যা হইবে না।৩৫

অতএব পুণ্যময় মনোহর রামের চরিত্র শ্লোকবদ্ধ করিয়া প্রকাশ কর। ভূতলে যতদিন পর্বতসমূহ উন্নতশিরে অবস্থিত থাকিবে এবং নদীসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, ততদিন লোকমধ্যে তোমার রচিত রামকথাময় রামায়ণ প্রচারিত থাকিবে। তোমার রচিত রামায়ণ যতদিন পর্য্যন্ত প্রচারিত থাকিবে, তুমি অপ্রতিহতগতি হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করত ততদিন পর্য্যন্ত সেখানে বাস করিবে। এই কথা বলিয়াই ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া এবং সহসা অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া ভরদ্বাজ প্রভৃতি শিষ্যগণসহ বাল্মীকি অতিশয় বিস্মিত হইলেন।৩৬-৩৮

অনন্তর মুনির শিষ্যগণ প্রীতির সহিত পুনঃ পুনঃ পূর্বোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অতিশয় বিস্ময়যুক্ত তাহারা বলিলেন,—সমান অক্ষরযুক্ত চারি-পাদবিশিষ্ট যে বাক্যটি শোকপ্রকাশের জন্য মহর্ষি উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাই শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অনন্তর পবিত্রহৃদয় মহর্ষি নিশ্চয় করিলেন—এইরূপ ছন্দোবদ্ধ বাক্যের দ্বারাই সম্পূর্ণ রামায়ণ রচনা করিব।৩৯-৪১

যশস্বী বাল্মীকির অন্তর সংকীর্ণতাশূন্য, তাঁহার দৃষ্টি অতি উদার। তিনি যশস্বী রামচন্দ্রের কথাময় এই কাব্য রচনা করিলেন। এই কাব্য বহুশত শ্লোকের দ্বারা রচিত হইল এবং ইহার প্রতিটি শ্লোক প্রতিপাদে সমান অক্ষরযুক্ত ও উদারচরিত্র-বোধনসমর্থ পদবিশিষ্ট এবং সমস্ত শ্লোকই মনোরম।৪২

মানবগণ! তোমরা মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত রঘুনন্দন রামের চরিতময় এই কাব্য শ্রবণ কর। ইহাতে বর্ণিত রাবণবধ-বৃত্তান্তও শ্রবণ কর। এই কাব্যে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সমাস, সন্ধি, প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে। এই কাব্যের প্রতিটি শ্লোক সমান অক্ষরযুক্ত চারিপাদে নিবদ্ধ, মাধুর্য্যগুণযুক্ত ও সহজবোধ্য বাক্যসমূহের দ্বারা গ্রথিত।৪৩

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

(বাল্মীকিনা রামায়ণনিবদ্ধবিষয়াণাং সংক্ষেপত উপাখ্যানম্ ।)

শ্রুত্বা তু সমগ্রং তদ্ধর্মার্থসহিতং হিতম্ ।
ব্যক্তমন্বেষতে ভূয়ো যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ ॥১

উপস্পৃশ্যোদকং সম্যঙ্ মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ।
প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু ধর্মেণান্বেষতে গতিম্ ॥২

রাম-লক্ষ্মণ-সীতাভী রাজ্ঞা দশরথেন চ ।
সভার্য্যেণ সরাষ্ট্রেণ যৎ প্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ ॥৩

হসিতং ভাষিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্ ।
তৎ সর্বং ধর্মবীর্য্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি ॥৪

স্ত্রীতৃতীয়েন চ তথা যৎ প্রাপ্তং চরতা বনে ।
সত্যসন্ধেন রামেণ তৎসর্বঞ্চাব্যবৈক্ষত ॥৫

ততঃ পশ্যতি ধর্মাত্মা তৎ সর্বং যোগমাস্থিতঃ ।
পুরা যত্তত্র নির্বৃত্তং পাণাবামলকং যথা ॥৬

তৎ সর্বং তত্ত্বতো দৃষ্ট্বা ধর্মেণ স মহামতিঃ ।
অভিরামস্য রামস্য তৎ সর্বং কর্তুমুদ্যতঃ ॥৭

কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্ ।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্ ॥৮

স যথা কথিতং পূর্বং নারদেন মহাত্মনা ।
রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনিঃ ॥৯

জন্ম রামস্য সুমহদ্ বীর্য্যং সর্বানুকূলতাম্ ।
লোকস্য প্রিয়তাং ক্ষান্তিং সৌম্যতাং সত্যশীলতাম্ ॥১০

নানাচিত্রাঃ কথাশ্চান্যা বিশ্বামিত্রসহায়নে ।
জানক্যাশ্চ বিবাহঞ্চ ধনুষশ্চ বিভেদনম্ ॥১১

রাম-রামবিবাদঞ্চ গুণান্ দাশরথেস্তথা ।
তথাভিষেকং রামস্য কৈকেয্যা দুষ্টভাবনাম্ ॥১২

বিঘাতঞ্চাভিষেকস্য রামস্য চ বিবাসনম্ ।

তৃতীয় সর্গ

(মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণে নিবদ্ধ বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান ।)

বাল্মীকি ধর্মার্থযুক্ত হিতকারী রামকথা সম্পূর্ণ শুনিয়াছেন, এক্ষণে তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে উদ্যত হইলেন ।১

তিনি পূর্বাগ্রকুশাসনে বসিয়া যথাবিধি আচমন-পূর্বক মৌন হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগবলে রাম-সম্বন্ধীয় সকল ঘটনাই উপলব্ধি করিতে লাগিলেন ।২

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং প্রজা ও মহিষীসহিত রাজা দশরথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা সম্বন্ধ সব কিছুই তিনি যোগশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলেন। কেবল তাহাই নয়, তাহাদের হাস্য-পরিহাস, কথাবার্তা ও নানাপ্রকার ব্যবহার ও গমনাদি ক্রিয়া স্পষ্টভাবে যথাযথই দেখিতে পাইলেন ।৩-৪

লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে পর্য্যটন করিবার সময় সত্যনিষ্ঠ রাম যে আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখিলেন ।৫

এইভাবে ধর্মাত্মা বাল্মীকি যোগবলে রামবিষয়ক অতীতঘটনাসমূহ হস্তস্থিত আমলক-ফলের মতই দেখিতে পাইলেন ।৬

তখন মহামতি বাল্মীকি মনোহর রামের সমস্ত বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন ।৭

মহাত্মা নারদ পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই রামচরিত-কাব্যরূপে বাল্মীকি প্রকাশ করিলেন। এই রামকথাময় কাব্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক সমুদ্রের ন্যায় রত্নপূর্ণ। ইহা সকলজনের শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিবিধানে সমর্থ ।৮-৯

বাল্মীকি এই কাব্যে প্রথমতঃ রামের জন্মবিবরণ, শক্তির পরিচয়, সর্বজনহিতকারিতা, সর্বজনপ্রিয়তা, ক্ষমা, শোভা ও সত্যনিষ্ঠা বর্ণনা করেন। তারপর বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথে যে সকল বিচিত্র ঘটনা হইয়াছিল, সেই সকল বর্ণনা করিয়া হরধনুর্ভঙ্গের দ্বারা

রাজ্ঞঃ শোকং বিলাপঞ্চ পরলোকস্য চাশ্রয়ম্ ॥১৩
প্রকৃতীনাং বিষাদঞ্চ প্রকৃতীনাং বিসর্জনম্।
নিষাদাধিপসংবাদং সূতোপাবর্তনং তথা ॥১৪
গঙ্গায়াশ্চাপি সন্তারং ভরদ্বাজস্য দর্শনম্।
ভরদ্বাজাভ্যনুজ্ঞানাচ্চিত্রকূটস্য দর্শনম্ ॥১৫
বাস্তুকর্মনিবেশঞ্চ ভরতাগমনং তথা।
প্রাসাদনঞ্চ রামস্য পিতুশ্চ সলিলক্রিয়াম্ ॥১৬
পাদুকাগ্র্যাভিষেকঞ্চ নন্দিগ্রামনিবাসনম্।
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধস্য বধং তথা ॥১৭
দর্শনং শরভঙ্গস্য সুতীক্ষ্ণেন সমাগমম্।
অনসূয়াসমাখ্যাঞ্চ অঙ্গরাগস্য চার্পণম্ ॥১৮

দর্শনং চাপ্যগস্ত্যস্য ধনুষো গ্রহণং তথা।
শূর্পণখ্যাশ্চ সংবাদং বিরূপকরণন্তথা ॥১৯
বধং খর-ত্রিশিরসোরুত্থানং রাবণস্য চ।
মারীচস্য বধঞ্চৈব বৈদেহ্যা হরণন্তথা ॥২০
রাঘবস্য বিলাপঞ্চ গৃধ্ররাজনিবর্হণম্।
কবন্ধদর্শনঞ্চৈব পম্পায়াশ্চাপি দর্শনম্ ॥২১
শবরীদর্শনঞ্চৈব ফলমূলাশনন্তথা।
প্রলাপঞ্চৈব পম্পায়াং হনুমদ্দর্শনন্তথা ॥২২
ঋষ্যমূকস্য গমনং সুগ্রীবেণ সমাগমম্।
প্রত্যয়োৎপাদনং সখ্যং বালি-সুগ্রীববিগ্রহম্ ॥২৩
বালিপ্রমথনঞ্চৈব সুগ্রীবপ্রতিপাদনম্।
তারাবিলাপং সময়ং বর্ষরাত্রিনিবসনম্ ॥২৪

জানকীর বিবাহ কিভাবে হইয়াছিল তাহাও বর্ণনা করেন।১০-১১

তারপর রামের সহিত পরশুরামের বিবাদ, রামের গুণরাশি-ব্যাখ্যা, রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুরভিসন্ধি, রাজ্যাভিষেকে বিঘ্ন, রামের নির্বাসন, দশরথের শোক ও পরলোকগমন এবং প্রজাগণের দুঃখের কথা বর্ণনা করেন। বন-গমনোদ্যত প্রজাগণকে নিবৃত্ত করার পর বনে নিষাদপতি গুহের সহিত মিলন, সুমন্ত্র-সারথির প্রত্যাবর্তন, গঙ্গার পরপারে গমন, ভরদ্বাজের দর্শন, তাঁহার নির্দেশে চিত্রকূট-দর্শন ও সেখানে কুটীর নির্মাণপূর্বক অবস্থান, চিত্রকূটে ভরতের আগমন, রামের প্রতি ভরতের প্রীতিবিধান-চেষ্টা ও দশরথের উদ্দেশে রামের তর্পণ বর্ণিত হইয়াছে।১২-১৬

মহর্ষি এই কাব্যে পাদুকার অভিষেক, ভরতের নন্দিগ্রামে অবস্থান, শ্রীরামের দণ্ডকারণ্যগমন, বিরাধ-নামক রাক্ষসের বিনাশ, শরভঙ্গমুনির দর্শন, সুতীক্ষ্ণের সহিত মিলন, অনসূয়ার সহিত সীতার অবস্থান ও সীতার শরীরে অঙ্গরাগদানকথাও কীর্তন (১) করিয়াছেন।১৭-১৮

অনন্তর অগস্ত্যমুনির দর্শন, তাঁহার নিকট হইতে ধনুর্গ্রহণ, শূর্পনখার অভিলাষপ্রকাশ ও তাহার নাসিকা-কর্ণচ্ছেদ, খর-ত্রিশিরাসংহার, সীতাহরণে রাবণের উদ্যোগ, মারীচের প্রাণসংহার, সীতাহরণ, রামের বিলাপ, জটায়ুর বধ, কবন্ধদর্শন, পম্পাসরোবরদর্শন, শবরীর সহিত মিলন ও ফলমূলভোজন, পম্পাতীরে বিলাপ, সেখানে হনুমানের সহিত সাক্ষাৎকার, ঋষ্যমূকপর্বতে গমন, সুগ্রীবের সহিত মিলন, সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন ও মিত্রতাস্থাপন, বালি-সুগ্রীববৃত্ত, বালিবধ, সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, তারার বিলাপ, রাম-সুগ্রীব-পরামর্শ, বর্ষাকালযাপন, রামচন্দ্রের ক্রোধ, বানরসৈন্য-সংগ্রহ ও চতুর্দিকে তাহাদের প্রেরণ, ভূগোলবর্ণন, রামের অঙ্গুরীয়ক-প্রদান ও বানরগণের ভল্লুকবিবরদর্শন, সমুদ্রতীরে অনশনে উপবেশন ও সম্পাতিদর্শন আদি বৃত্তান্তও এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।১৯-২৬

তারপর হনুমানের পর্বতারোহণ, সাগরলঙ্ঘন, সমুদ্রের বাক্যে উত্থিত মৈনাকপর্বত দর্শন, রাক্ষসী-তর্জন, ছায়া-গ্রাহিণী সিংহিকার দর্শন ও বিনাশ, লঙ্কাপুরী ও মলয়ের দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কায় প্রবেশ, সহায়ক না থাকায় কর্তব্য-চিন্তা, রাবণের মদ্যপান স্থানে গমন ও অন্তঃপুর দর্শন রাবণের দর্শন ও পুষ্পকরথদর্শন, অশোকবনে গমন,

---

(১) ঘটনা বর্ণনাই এখানে জ্ঞাতব্য। ঘটনার ক্রম রক্ষা করা হয় নাই।

কোপং রাঘবসিংহস্য বলানামুপসংগ্রহম্ ।
দিশঃ প্রস্থাপনঞ্চৈব পৃথিব্যাশ্চ নিবেদনম্ ॥২৫
অঙ্গুলীয়কদানঞ্চ ঋক্ষস্য বিলদর্শনম্ ।
প্রায়োপবেশনঞ্চৈব সম্পাতেশ্চাপি দর্শনম্ ॥২৬
পর্বতারোহণঞ্চৈব সাগরস্যাপি লঙ্ঘনম্
সমুদ্রবচনাচ্চৈব মৈনাকস্য চ দর্শনম্ ॥২৭
রাক্ষসীতর্জনঞ্চৈব ছায়াগ্রাহস্য দর্শনম্ ।
সিংহিকায়াশ্চ নিধনং লঙ্কা-মলয়দর্শনম ॥২৮
রাত্রৌ লঙ্কাপ্রবেশঞ্চ একস্যাপি বিচিন্তনম্ ।
অপানভূমিগমনমবরোধস্য দর্শনম্ ॥২৯
দর্শনং রাবণস্যাপি পুষ্পকস্য চ দর্শনম্ ।
অশোকবনিকাযানং সীতায়াশ্চাপি দর্শনম্ ॥৩০
অভিজ্ঞানপ্রদানঞ্চ সীতায়াশ্চাপি ভাষণম্ ।
রাক্ষসীতর্জনঞ্চৈব ত্রিজটাস্বপ্নদর্শনম্ ॥৩১
মণিপ্রদানং সীতায়া বৃক্ষভঙ্গস্তথৈব চ ।
রাক্ষসীবিদ্রবঞ্চৈব কিঙ্করাণাং নিবর্হণম্ ॥৩২
গ্রহণং বায়ুসূনোশ্চ লঙ্কাদাহাভিগর্জনম্ ।
প্রতিপ্লবনমেবাথ বধূনাং হরণন্তথা ॥৩৩
রাঘবাশ্বাসনং চৈব মণিনির্যাতনন্তথা ।
সঙ্গমঞ্চ সমুদ্রেণ নলসেতোশ্চ বন্ধনম্ ॥৩৪
প্রতারঞ্চ সমুদ্রস্য রবৌ লঙ্কাবরোধনম্ ।
বিভীষণেন সংসর্গং বধোপায়নিবেদনম্ ॥৩৫
কুম্ভকর্ণস্য নিধনং মেঘনাদনিবর্হণম্ ।
রাবণস্য বিনাশঞ্চ সীতাবাপ্তিমরেঃ পুরে ॥৩৬
বিভীষণাভিষেকঞ্চ পুষ্পকস্য চ দর্শনম্ ।
অযোধ্যায়াশ্চ গমনং ভরদ্বাজসমাগমম্ ॥৩৭
প্রেষণং বায়ুপুত্রস্য ভরতেন সমাগমম্ ।
রামাভিষেকাভ্যুদয়ং সর্বসৈন্যবিসর্জনম্ ॥
স্বরাষ্ট্ররঞ্জনঞ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্ ॥৩৮
অনাগতঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্ রামস্য বসুধাতলে ।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥৩

তথায় সীতাদর্শন, রাম প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক সমর্পণ ও সীতার সহিত কথোপকথন, রাক্ষসী-তর্জন, ত্রিজটানাম্নী রাক্ষসীর স্বপ্নদর্শন-বর্ণন, সীতার মণি দান ও হনুমানের বনভঙ্গ, রাক্ষসীগণের পলায়ন, হনুমান্ কর্তৃক বহু রাবণভৃত্য বিনাশ, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহকালে হনুমানের প্রচণ্ড গর্জন, সমুদ্রলঙ্ঘন, মধুহরণ, রামকে আশ্বাসদান ও মণি প্রদান, রামের সমুদ্রের সহিত মিলন, নল-বানর দ্বারা সেতুবন্ধন, সমুদ্রপারে গমন, রাত্রিকালে লঙ্কাবরোধ, বিভীষণের সহিত মিলন, বিভীষণকর্তৃক রাবণবধের উপায় কথন, কুম্ভকর্ণের সংহার, ইন্দ্রজিৎ-বধ ও রাবণবধ, সেখানে সীতাপ্রাপ্তি, বিভীষণের লঙ্কারাজ্যে অভিষেক, পুষ্পকরথদর্শন ও অযোধ্যা-যাত্রা, ভরদ্বাজমিলন, ভরতের নিকট হনুমান্‌কে প্রেরণ, ভরতের সহিত মিলন, রামের রাজ্যাভিষেক, সমস্ত-সৈন্যবিসর্জন, নিজ-প্রজারঞ্জন ও সীতা-নির্বাসন আদি বৃত্তান্ত নিজ কাব্যে বর্ণনা করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে এমন রামলীলাও এই কাব্যের উত্তরভাগে বর্ণনা করিয়াছেন ।২৭-৩৯

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

(রামস্য রাজ্যপ্রাপ্ত্যনন্তরং পুত্রমুখাদেব স্বচরিতশ্রবণমিত্যেতাবদুপোদ্ঘাতরূপেণ বর্ণয়ন্।)

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ ॥১

চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্ ॥২

কৃত্বা তু তন্মহাপ্রাজ্ঞঃ সভবিষ্যং সহোত্তরম্।
চিন্তয়ামাস কোন্বেতৎ প্রযুঞ্জীয়াদিতি প্রভুঃ ॥৩

তস্য চিন্তয়মানস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
অগ্রহীতাং ততঃ পাদৌ মুনিবেষৌ কুশী-লবৌ ॥৪

কুশী-লবৌ তু ধর্মজ্ঞৌ রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ দদর্শাশ্রমবাসিনৌ ॥৫

স তু মেধাবিনৌ দৃষ্ট্বা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ।
বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ ॥৬

কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্ত্যবধ ইত্যেবং চকার চরিতব্রতঃ ॥৭

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥৮

রসৈঃ শৃঙ্গার-করুণ-হাস্য-রৌদ্র-ভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্ ॥৯

তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ ॥১০

চতুর্থ সর্গ

[রামের রাজ্যপ্রাপ্তির পর পুত্রমুখ হইতে নিজ চরিত্র শ্রবণ এবং ইহাই প্রারম্ভিকরূপে বর্ণনা।]

মহামহিম ঋষি বাল্মীকি মহারাজ-রামচন্দ্রের চরিতময় এই মহাকাব্য রচনা করেন। ইহাতে শ্রুতিসুখকর পদসমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সুসঙ্গত অর্থও বোধিত হইয়াছে। মহর্ষি এই কাব্যে চব্বিশহাজার শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহা পাঁচশত সর্গে বিভক্ত। প্রথমে প্রথম ছয়টি কাণ্ড প্রণয়ন করিয়া পরে উত্তরকাণ্ড যোজিত করিয়াছেন।১-২

মহাপ্রাজ্ঞ শক্তিমান্ বাল্মীকি রামের ভবিষ্যৎ আচরণযুক্ত উত্তরসহিত এই মহাকাব্য রচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—কে এই মহাকাব্যের প্রচার করিবে?৩

এই চিন্তায় তিনি আবিষ্ট আছেন, এমন সময় মুনি-বালকদের মত বেশযুক্ত কুশী ও লব আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন।৪

বাল্মীকি পাদবন্দনকারী কুশী-লবকে নিজকাব্য-প্রচারে যোগ্য বলিয়া মনে করিলেন। যেহেতু এই দুই ভ্রাতা রাজপুত্র হইয়াও আশ্রমে বাসপূর্বক বিদ্যাভ্যাসরত। গুরুশুশ্রূষা আদি ধর্মের মর্ম ইহারা জানে। বুদ্ধি ও শিক্ষার উৎকর্ষে ইহারা যশস্বী হইয়াছে, ইহাদের কণ্ঠস্বরও মধুর।৫

বাল্মীকি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, এই কুশী-লব অতিশয় মেধাবী ও বেদাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তখন তিনি বেদশাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য বুঝাইবার জন্য ঐ দুই ভ্রাতাকে এই রামচরিতময় ঐ মহাকাব্য অধ্যয়ন করাইলেন, যে মহাকাব্য পরমতপস্বী হইয়াও তিনি সীতার পবিত্র-চরিত্রযুক্ত রাবণবধবৃত্তান্তসহিত প্রণয়ন করিয়াছেন।৬-৭

এই মহাকাব্য পাঠ করিতেও মধুর, গান করিতেও মধুর। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিততালে এবং ষড়্‌জ, মধ্যম, পঞ্চম আদি সপ্তস্বরে এই কাব্য গীত হইতে পারে। বীণাযন্ত্র ও মৃদঙ্গাদি-যোগেও ইহা সঙ্গত-ভাবেই গেয়। শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীররসপূর্ণ এই মহাকাব্য। বাল্মীকির নিকট ঐ দুইভ্রাতা এই মহাকাব্যটিকে গানের মত করিয়া শিখিতে লাগিলেন।৮-৯

রূপ-লক্ষণসম্পন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ।
বিম্বাদিবোত্থিতৌ বিম্বৌ রামদেহাত্তথাপরৌ ॥১১
তৌ রাজপুত্রৌ কাৎস্ন্যেন ধর্ম্যমাখ্যানমুত্তমম্।
বাচোবিধেয়ং তৎ সর্বং কৃত্বা কাব্যমনিন্দিতৌ ॥১২
ঋষীণাঞ্চ দ্বিজাতীনাং সাধূনাঞ্চ সমাগমে।
যথোপদেশং তত্ত্বজ্ঞৌ জগতুঃ সুসমাহিতৌ ॥১৩
মহাত্মানৌ মহাভাগৌ সর্বলক্ষণলক্ষিতৌ।
তৌ কদাচিৎ সমেতানামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥১৪
মধ্যেসভং সমীপস্থাবিদং কাব্যমগায়তাম্।
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্বে বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ ॥১৫
সাধু সাধ্বিতি তাবূচুঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ।
তে প্রীতমনসঃ সর্বে মুনয়ো ধর্মবৎসলাঃ ॥১৬

প্রশশংসুঃ প্রশস্তব্যৌ গায়মানৌ কুশী-লবৌ।
অহো গীতস্য মাধুর্য্যং শ্লোকানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥১৭
চিরনির্বৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্।
প্রবিশ্য তাবুভৌ সম্যক্ তথা ভাবমগায়তাম্ ॥১৮
সহিতৌ মধুরং রক্তং সম্পন্নং স্বরসম্পদা।
এবং প্রশস্যমানৌ তৌ তপঃশ্লাঘ্যৈর্মহর্ষিভিঃ ॥১৯
সংরক্ততরমত্যর্থং মধুরং তাবগায়তাম্।
প্রীতঃ কশ্চিন্মুনিস্তাভ্যাং সংশ্বিতঃ কলসং দদৌ ॥২০
প্রসন্নো বল্কলং কশ্চিদ্দদৌ তাভ্যাং মহাযশাঃ।
অন্যঃ কৃষ্ণাজিনমদাদ্ যজ্ঞসূত্রমথাপরঃ ॥২১
কশ্চিৎ কমণ্ডলুং প্রাদাদ্মৌঞ্জীমন্যে মহামুনিঃ।
কৃষীমন্যস্তদা প্রাদাৎ কৌপীনমপরো মুনিঃ ॥২২

তাহারা দুইজনই সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ। তাল ও লয়-সম্বন্ধেও তাহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল। সপ্তস্বরের যোজনাতে দুই ভ্রাতাই কুশল। তাহাদিগকে মনুষ্যরূপধারী গন্ধর্ব বলিয়া মনে হয়। দুইজনেরই যেমন অপরূপ রূপ, তেমনই উভয়ের শরীরে সকল শুভলক্ষণ বর্তমান। রামের দেহ হইতে সম্ভূত বলিয়া সুমধুরভাষী দুইভ্রাতাকে রামের মতই মনে হয়। দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মত এই দুইজনও রামেরই প্রতিবিম্বতুল্য।১০-১১

এই কুশী-লব রাজপুত্র ও সুচরিত। দুইজনই ধর্মময় অত্যুৎকৃষ্ট রামায়ণ-কথা আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ করিলেন। তারপর কোন কোন অবসরে মুনিগণ ও সদ্ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইলে সঙ্গীতজ্ঞ দুইভ্রাতা একাগ্রচিত্তে বাল্মীকির উপদেশমত ঐ কথা গান করিতেন।১২-১৩

একদিন বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণের সভায় সর্বশুভ-লক্ষণান্বিত পরমভাগ্যবান্ দুইভ্রাতা মিলিতভাবে এই রামায়ণ-কথা গান করিতে লাগিলেন। ঐ গান শুনিয়া সভায় মুনিগণ সকলেই অশ্রুপূর্ণলোচন ও অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ধর্মপ্রিয় মুনিসকল প্রসন্নচিত্তে কুশী-লবকে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন।১৪-১৬

ঐ মুনিগণ প্রশংসনীয় গায়ক কুশী-লবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—আহা! কি অপূর্ব মাধুর্য্যময় এই গান! বিশেষতঃ শ্লোকগুলির মাধুর্য্য আরও অপূর্ব! এই দুইভ্রাতা কেমন তন্ময় হইয়া মধুরস্বরে ও সুনিয়মে রামায়ণ-গান করিতেছে। ইহাদের ভাবপূর্ণ গানের প্রভাবে অতীতকালীন ঘটনাগুলিও প্রত্যক্ষের মত মনে হইতেছে। এইভাবে মহাতপস্বী মহর্ষিগণ কুশী-লবের প্রশংসা করিলে তাহারা উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে সুমধুরভাবে গান করিতে লাগিলেন। তখন ঐ গান-শ্রবণরত কোন মুনি সন্তুষ্ট হইয়া দুইভ্রাতাকে একটি কলস দান করিলেন।১৭-২০

একজন যশস্বী মুনি প্রসন্ন হইয়া বল্কল দান করিলেন। কেহ বা কৃষ্ণাজিন, কেহ বা যজ্ঞসূত্র দান করিলেন।২১

কোন মহামুনি কমণ্ডলু, কেহ বা মৌঞ্জী, কেহ বা আসন, কেহ বা কৌপীন দিলেন।২২

কোন মুনি অতিশয় তুষ্ট হইয়া কুঠার দিলেন। একজন কাষায়বস্ত্র দিলেন, অন্যজন চীরবস্ত্র দিলেন।২৩

একজন জটাবন্ধনের জন্য রজ্জু দিলেন, অপরজন কাষ্ঠ আহরণের জন্য রজ্জু দিলেন। কেহ যজ্ঞপাত্র, কেহ বা কাষ্ঠভার দান করিলেন।২৪

তাভ্যাং দদৌ তদা হৃষ্টঃ কুঠারমপরো মুনিঃ।
কাষায়মপরো বস্ত্রং চীরমন্যো দদৌ মুনিঃ ॥২৩
জটাবন্ধনমন্যস্তু কাষ্ঠরজ্জুং মুদান্বিতঃ।
যজ্ঞভাণ্ডমৃষিঃ কশ্চিৎ কাষ্ঠভারং তথাপরঃ ॥২৪
ঔদুম্বরীং বৃষীমন্যঃ স্বস্তি কেচিত্তদাবদন্।
আয়ুষ্যমপরে প্রাহুর্মুদা তত্র মহর্ষয়ঃ ॥২৫
দদুশ্চৈবং বরান্ সর্বে মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ।
আশ্চর্য্যমিদমাখ্যানং মুনীনাং সংপ্রকীর্তিতম্ ॥২৬
পরং কবীনামাধারং সমাপ্তঞ্চ যথাক্রমম্।
অভিগীতমিদং গীতং সর্বগীতেষু কোবিদৌ ॥২৭
আয়ুষ্যং পুষ্টিজননং সর্বশ্রুতিমনোহরম্।
প্রশস্যমানৌ সর্বত্র কদাচিত্তত্র গায়কৌ ॥২৮
রথ্যাসু রাজমার্গেষু দদর্শ ভরতাগ্রজঃ।
স্বসেব্য চানীয় ততো ভ্রাতরৌ স কুশী-লবৌ ॥২৯
পূজয়ামাস পূজার্হৌ রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
আসীনঃ কাঞ্চনে দিব্যে স চ সিংহাসনে প্রভুঃ ॥৩০
উপোপবিষ্টৈঃ সচিবৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ।
দৃষ্ট্বা তু রূপসম্পন্নৌ বিনীতৌ ভ্রাতরাবুভৌ ॥৩১
উবাচ লক্ষ্মণং রামঃ শত্রুঘ্নং ভরতং তথা।
শ্রূয়তামেতদাখ্যানমনয়োর্দেববর্চসোঃ ॥৩২
বিচিত্রার্থপদং সম্যগ্ গায়কৌ সমচোদয়ৎ।
তৌ চাপি মধুরং রক্তং স্বচিত্তায়ত নিঃস্বনম্ ॥৩৩
তন্ত্রীলয়বদত্যর্থং বিশ্রুতার্থমগায়তাম্।
হ্লাদয়ৎসর্বগাত্রাণি মনাংসি হৃদয়ানি চ।
শ্রোত্রাশ্রয়সুখং গেয়ং তদ্বভৌ ভবনসংসদি ॥৩৪
ইমৌ মুনী পার্থিবলক্ষণান্বিতৌ
কুশী-লবৌ চৈব মহাতপস্বিনৌ।
মমাপি তদ্বৃত্তিকরং প্রচক্ষতে
মহানুভাবং চরিতং নিবোধত ॥৩৫

কোন মুনি উদুম্বরকাষ্ঠ (যজ্ঞডুমুর)-নির্মিত আসন দান করিলেন। গানশ্রবণে আহ্লাদিত কতিপয় মহর্ষি 'তোমাদের মঙ্গল হউক' এই কথা বলিলেন। অপর কতিপয় মহর্ষি 'তোমাদের আয়ুর্বৃদ্ধি হউক' এইরূপে আশীর্বাদ করিলেন।২৫

এইরূপে সভাস্থিত ঋষিগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে দুইভ্রাতাকে বিবিধ দ্রব্য দিলেন; বাল্মীকি-রচিত এই রামায়ণকথাও অতি চমৎকার। ইহা পরবর্তী কবিগণের অবলম্বনস্বরূপ, সকলজনগণের আয়ুঃ ও সৌভাগ্যের বর্ধক এবং সকলের শ্রুতিসুখকর। সঙ্গীত-কলায় প্রবীণ কুশী-লব এই সুমধুর রামায়ণকথা সমাপ্তি পর্য্যন্ত গান করিলেন। এইভাবে রামায়ণগানের দ্বারা তাহারা দুইজন সকলের প্রশংসা পাইতে লাগিলেন। কোন একদিন অযোধ্যার রাজপথে ও অন্যান্য পথে রামায়ণ-গায়ক দুইভ্রাতাকে রামচন্দ্র দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া শত্রুঘ্নসহ রাম উচিতভাবে সমাদর করিলেন। তারপর সুবর্ণময় দিব্যসিংহাসনে উপবেশন করিলে নিজভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণ রামের সমীপে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। তখন রামচন্দ্র সম্মুখস্থিত পরমরূপবান্ ও বিনীত কুশী-লবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরতকে বলিলেন,—তোমরা দেবতুল্যকান্তিমান্ এই দুইভ্রাতার বিচিত্রপদরচনা-সমন্বিত ও অপূর্ব অর্থবিশিষ্ট রামায়ণ-গান শ্রবণ কর। তারপর গাননিপুণ কুশী-লবকে গান করিতে বলিলেন। তাহারা দুইজন নিজশক্তি অনুসারে সুস্পষ্টরূপে উচ্চৈঃস্বরে নানারাগরাগিণীযোগে রামায়ণ-গান করিতে লাগিলেন। ঐ গান সমস্ত শ্রোতার শরীর, মন ও আত্মার পরম আহ্লাদজনক হইল। ঐ গানে ঐ সভায় সকলের কর্ণেন্দ্রিয় সুখে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।২৬-৩৪

ঐ সময় রাম নিজভ্রাতৃগণকে বলিলেন,—দেখ, মুনিবেশধারী এই কুশী-লব রাজোচিত সুলক্ষণযুক্ত এবং মহাতপস্বী। ইহারা যে মহামঙ্গলকর চরিতকথা কীর্তন করিতেছে, তাহা আমারও আনন্দজনক। ইহা তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।৩৫

রামচন্দ্র দুইভ্রাতাকে গান করিতে বলিলে তাঁহারা

ততস্তু তৌ রামবচঃ প্রচোদিতা-
বগাধতাং মার্গ-বিধানসম্পদা।
স চাপি রামঃ পরিষদ্‌গতঃ শনৈ-
র্বুভূষয়াসক্তমনা বভূব হ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥৪

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

(মনুনির্মিত-কোশলজনপদাদ্যবর্ত্যযোধ্যাবর্ণনম্)।

সর্বাপূর্বমিয়ং যেষামাসীৎ কৃৎস্না বসুন্ধরা।
প্রজাপতিমুপাদায় নৃপাণাং কুশালিনাম্ ॥১
যেষাং স সগরো নাম সাগরো যেন খানিতঃ।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি যং যান্তং পর্য্যবারয়ন্ ॥২
ইক্ষ্বাকূণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্।
মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্ ॥৩

তদিদং বর্ত্তয়িষ্যাবঃ সর্বং নিখিলমাদিতঃ।
ধর্ম-কামার্থসহিতং শ্রোতব্যমনসূয়তা ॥৪

কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধন-ধান্যবান্ ॥৫

অযোধ্যানামনগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্ ॥৬

আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা ॥৭

রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ ॥৮

তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্ধনঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা ॥৯

কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।
সর্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্বশিল্পিভিঃ ॥১০

সংস্কৃতগানের রীতি অনুসারে গান করিতে লাগিলেন। রাম সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সভায় শ্রোতৃগণমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া গানশ্রবণে ক্রমশঃ তন্ময় হইয়া গেলেন ।৩৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

[মনুনির্মিত কোশলজনপদমধ্যবর্তী অযোধ্যানগরীর বর্ণন]।

এই বিশাল বসুধা প্রজাপতি বৈবস্বত মনু হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল বিজয়ী নরপতির সকল সুখের কারণ ছিল, যাঁহাদের বংশে সগরনামক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সগররাজা ষাট্‌হাজার নিজ পুত্রগণের দ্বারা সমুদ্র খনন করাইয়াছিলেন, পুত্রগণ সর্বদা যাঁহার অনুগমন করিত, সেই সকল নরপতির বংশের নাম ইক্ষ্বাকুবংশ। ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাপ্রভাবশালী নৃপতিগণের বংশে রামায়ণনামে প্রসিদ্ধ এই সুমহৎ উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে ।১-৩

এক্ষণে আমরা ধর্ম-কামার্থসাধন এই উপাখ্যান আদ্যোপান্ত গান করিব। অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ করিতে হয় ।৪

সরযূনদীর তীরে কোশলনামক একটি প্রদেশ আছে। ঐ প্রদেশটি সতত সুখকর ও প্রচুরধনধান্যপূর্ণ। উহার বিশাল আয়তন ও মহতী সমৃদ্ধি। মানবশ্রেষ্ঠ মনুকর্তৃক যে অযোধ্যানগরী নির্মিত হইয়াছে, ঐ প্রদেশেই সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা-নগরী অবস্থিত ।৫-৬

যে মহানগরী দীর্ঘতায় দ্বাদশযোজন ও প্রস্থে তিনযোজন, সেই শোভাময়ী অযোধ্যার রাজপথসমূহ সুপরিকল্পিত। ঐ সকল পথ সর্বদা বিক্ষিপ্ত কুসুমসমূহের দ্বারা ও জলসিঞ্চনের দ্বারা সুগন্ধযুক্ত ও ধূলিশূন্য ।৭-৮

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতীনামক নগরীতে বাস করিয়া বহুজনের বসতিস্থাপন করেন, বিশাল রাষ্ট্রের কল্যাণকামী রাজা দশরথও তেমনিই অযোধ্যা-নগরীতে বাস করিয়া বহুজনের বসতি-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ।৯

ঐ অযোধ্যা-পুরী কপাট ও প্রবেশদ্বারসমূহের দ্বারা

সূত-মাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্।
উচ্চাট্টাল-ধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্ ॥১১
বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীম্।
উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং সালমেখলাম্ ॥১২
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।
বাজি-বারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা ॥১৩
সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্মভিরাবৃতাম্।
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্ ॥১৪
প্রাসাদৈ রত্নবিকৃতৈঃ পর্বতৈরিব শোভিতাম্।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্ ॥১৫
চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাবৃতাম্।
সর্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্ ॥১৬
গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্।
শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্ ॥১৭
দুন্দুভীর্ভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতাং তূর্যসঙ্ঘৈশ্চ পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্ ॥১৮
বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি।
সুনিবেশিতবেশ্মান্তাং নরোত্তমসমাবৃতাম্ ॥১৯
যে চ বাণৈর্ন বিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম্।
শব্দবেধ্যঞ্চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ ॥২০
সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাণাং মত্তানাং নদতাং বনে।
হন্তারো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্বলাদ্ বাহুবলৈরপি ॥২১

সুরক্ষিত এবং সুপরিকল্পিত আপণ (বাজার) সমূহে শোভিত ছিল। সেখানে সকলপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্রের রাশি বিরাজমান, সেই অযোধ্যায় শিল্প-বিদ্যাবিশারদগণও অবস্থান করিতেন।১০

ঐ নগরী রাজস্তুতিপাঠক সূত ও মাগধগণের আশ্রয়স্থান ছিল। অতুলনীয়শোভাসম্পন্ন ঐশ্বর্যপূর্ণ সেই নগরীর উন্নত অট্টালিকাশিখরে পতাকাসকল শোভা পাইত। সেখানে শত শত শতঘ্নীনামক যন্ত্র স্থাপিত ছিল। রমণীগণের নাট্যশালা, বহু উপবন, আম্রবন ও মেখলার ন্যায় শালতরুশ্রেণীর দ্বারা ঐ নগরী সুশোভিত ছিল। অযোধ্যাপুরী অগাধজলপূর্ণ দুর্গমপরিখার দ্বারা বেষ্টিত থাকায় কোন শত্রুই সেথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কর (খাজনা)-দানকারী অনেক সামন্ত নরপতি সেখানে উপস্থিত হইতেন ও নানাদেশ হইতে আগত বণিগ্‌গণ বাণিজ্য দ্বারা শোভাবৃদ্ধি করিতেন।১১-১৪

রত্ননির্মিত পর্বতসদৃশ বিশালপ্রাসাদসমূহের দ্বারা শোভাময়ী এই অযোধ্যায় ইন্দ্রের অমরাবতীর মতই স্ত্রীগণের ক্রীড়াগৃহ বিদ্যমান ছিল।১৫

বিস্ময়পূর্ণা নগরীর গৃহসকল সুবর্ণজলে শোধিত হওয়ায় সুবর্ণনির্মিতের মত মনে হইত কিংবা পাশা-খেলায় শারিফলক (ছক) বলিয়া মনে হইত। সুন্দরী রমণীগণ সেখানে বাস করিতেন। বিবিধরত্ন-পরিব্যাপ্ত অযোধ্যায় সপ্ততলবিশিষ্ট গৃহসকল শোভাবৃদ্ধি করিত।১৬

সেখানে গৃহগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট অর্থাৎ নিকটে নিকটে অবস্থিত ছিল। কোনস্থানই জলরহিত ছিল না। ঐ নগরী সমতলভূমিতে অবস্থিত ছিল। ঐ অযোধ্যায় প্রত্যেকের গৃহ ধান ও তণ্ডুলে পরিপূর্ণ থাকিত। তথাকার জল ইক্ষুরসতুল্য সুস্বাদু ছিল।১৭

দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা, পণব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র অবিরত ধ্বনিত হওয়ায় অযোধ্যা নগরী পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠনগরীরূপে খ্যাত হইয়াছিল।১৮

ইহা সিদ্ধগণের তপস্যালব্ধ স্বর্গীয়বিমানের মত ছিল। সেখানে গৃহসমূহের বহির্দেশ সুন্দরভাবে পরিকল্পিত ছিল। শ্রেষ্ঠমানবগণ সেখানে নিবাস করিতেন।১৯

এই নগরীতে অস্ত্রবিদ্যানিপুণ মহাবীরগণ অবস্থান করিতেন। তাঁহারা অপরিমিত ও শীঘ্রসন্ধানকারী হইলেও উদাসীন, অসহায়, পুত্ররহিত ও পিতৃহীন ব্যক্তিকে কখনও বাণবিদ্ধ করিতেন না। তাঁহারা গভীর অরণ্যে গর্জনকারী মত্ত সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে তীক্ষ্ণশস্ত্র ও বাহুবলের দ্বারা নিহত করিতে সমর্থ। এইরূপ বীরগণ সর্বদা অযোধ্যাকে রক্ষা করিতেন। মহারাজ দশরথ ঐ অযোধ্যায় বসতিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।২০-২২

তাদৃশানাং সহস্রৈস্তামভিপূর্ণাং মহারথৈঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথস্তদা ॥২২
তামগ্নিমদ্ভির্গুণবদ্ভিরাবৃতাং
দ্বিজোত্তমৈর্বেদ-ষড়ঙ্গপারগৈঃ।
সহস্রদৈঃ সত্যরতৈর্মহাত্মভি-
র্মহর্ষিকল্পৈশ্চ দ্বিজৈশ্চ কেবলৈঃ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥৫

যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি যাগের অনুষ্ঠান করিতেন, যাঁহারা সর্বগুণপূর্ণ, বেদ ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে পারঙ্গত, যাঁহারা সহস্রসহস্রদানকারী, সত্যনিষ্ঠ ও মানবগণের মধ্যে সর্বথা শ্রেষ্ঠ—এমন বহু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও মহর্ষিতুল্য ঋষিগণের দ্বারা এই নগরী পরিপূর্ণ ছিল ।২৩

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

অযোধ্যায়াং দশরথস্য শাসনকালে তৎকালীনাখিলজননাবস্থাবর্ণনম্ ।।

তস্যাং পুর্য্যামযোধ্যায়াং বেদবিৎ সর্বসংগ্রহঃ।
দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ॥১
ইক্ষ্বাকূণামতিরথো যজ্বা ধর্মপরো বশী।
মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥২
বলবান্নিহতামিত্রো মিত্রবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চাল্যৈঃ শক্রবৈশ্রবণোপমঃ ॥৩
যথা মনুর্মহাতেজা লোকস্য পরিরক্ষিতা।
তথা দশরথো রাজা লোকস্য পরিরক্ষিতা ॥৪
তেন সত্যাভিসন্ধেন ত্রিবর্গমনুতিষ্ঠতা।
পালিতা সা পুরী শ্রেষ্ঠা ইন্দ্রেণেবামরাবতী ॥৫
তস্মিন্ পুরবরে হৃষ্টা ধর্মাত্মানো বহুশ্রুতাঃ।
নরাস্তুষ্টা ধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈরলুব্ধাঃ সত্যবাদিনঃ ॥৬

ষষ্ঠ সর্গ

[অযোধ্যায় দশরথের রাজত্বকালে তৎকালীন সমস্ত জনগণের অবস্থাবর্ণন]।

সেই অযোধ্যা-নগরীতে মহারাজ দশরথ বাস করিতেন। তিনি নিজে বেদাদিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিতগণের ও ধনুর্বেদনিপুণ বীরগণের সংগ্রহকারী এবং সকলকার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিতে সমর্থ। তিনি মহাতেজস্বী হইয়াও পুরবাসী ও দেশবাসী জনগণের অতিশয় প্রীতিভাজন ছিলেন ।১

ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপগণের মধ্যে তিনিই দশহাজার মহারথ-বীরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিলেন। বিধিপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠাতা, নিজধর্মের আচরণকারী, স্বাধীনচেতা ও মহর্ষিতুল্য দশরথ রাজর্ষি বলিয়া ত্রিভুবনে খ্যাত ছিলেন ।২

তাঁহার প্রভূত বল ও অসংখ্য সুহৃদ্ ছিল, অথচ শত্রু ছিল না। ইন্দ্রিয়সমূহকেও তিনি সংযত করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য সম্পদে তিনি ইন্দ্র ও কুবেরতুল্য ছিলেন। মহাতেজস্বী বৈবস্বতমনু যেমন ত্রিভুবনের পালক ছিলেন, তেমনই রাজা দশরথও এই জগতের পালনকারী ছিলেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই পুরুষার্থত্রয়ের প্রাপ্তির জন্য সমুচিত অনুষ্ঠানকারী সত্যনিষ্ঠ রাজা দশরথ এই অযোধ্যা-নগরী যেভাবে ইন্দ্র অমরাবতী পালন করেন, সেইভাবে পালন করিতেন ।৩-৫

সেই রমণীয় অযোধ্যাপুরীতে যাহারা বাস করিত, তাহারা সকলেই আনন্দে ছিল। নিজ নিজ ধর্মাচরণে ও শাস্ত্রচর্চায় সকলেই প্রবীণ ছিল। অযোধ্যাবাসী জনগণ নিজ উপার্জিত অর্থে ই সন্তুষ্ট থাকিত। অন্যের ধনে তাহাদের লোভ ছিল না। তাহারা সকলেই সত্যবাদী ছিল ।৬

নাল্পসন্নিচয়ঃ কশ্চিদাসীত্তস্মিন্ পুরোত্তমে।
কুটুম্বী যো হ্যসিদ্ধার্থোঽগবাশ্ব-ধন-ধান্যবান্ ॥৭
কামী বা ন কদর্য্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ ॥৮
সর্বে নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ধর্মশীলাঃ সুসংযুতাঃ।
মুদিতাঃ শীল-বৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ ॥৯
নাকুণ্ডলী নামুকুটী নাস্রগ্বী নাল্পভোগবান্।
নামৃষ্টো ন বিলিপ্তাঙ্গো নাত্তগন্ধশ্চ বিদ্যতে ॥১০
নামৃষ্টভোজী নাদাতা নাপ্যঙ্গদনিষ্কধৃক্।
নাহস্তাভরণো বাপি দৃশ্যতে নাপ্যনাত্মবান্ ॥১১
নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা ন ক্ষুদ্রো বা ন তস্করঃ।
কাশ্চদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ ॥১২
স্বকর্মনিরতা নিত্যং ব্রাহ্মণা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
দানাধ্যয়নশীলাশ্চ সংগতাশ্চ প্রতিগ্রহে ॥১৩
নাস্তিকো নানৃতো বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ।
নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥১৪
নাষড়ঙ্গবিদব্রাস্তি নাব্রতো নাসহস্রদঃ।
ন দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তো বা ব্যথিতো বাপি কশ্চন ॥১৫
কশ্চিন্নরো বা নারী বা নাশ্রীমান্নাপ্যরূপবান্।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাপি রাজ্যভক্তিমান্ ॥১৬
বর্ণেষ্বগ্র্যচতুর্থেষু দেবতাতিথিপূজকাঃ।
কৃতজ্ঞাশ্চ বদান্যাশ্চ শূরা বিক্রমসংযুতাঃ ॥১৭
দীর্ঘায়ুষো নরাঃ সর্বে ধর্মং সত্যঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
সহিতাঃ পুত্র-পৌত্রৈশ্চ নিত্যং স্ত্রীভিঃ
পুরোত্তমে ॥১৮

সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে কোন গৃহস্থই অল্পসঞ্চয়ী ছিল না কিংবা নিজ প্রয়োজনসাধনে অক্ষম ছিল না। কেহই গো-অশ্ব-ধন-ধান্যহীন ছিল না ।৭

অযোধ্যায় কামুক, কুৎসিতস্বভাববান্ ও ক্রূর প্রকৃতির লোক দেখা যাইত না। সেখানে কোন ব্যক্তিই অবিদ্বান্ ও নাস্তিক ছিল না ।৮

সকলনরনারীই ধর্মপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। স্বভাব ও আচরণে তাহারা মহর্ষিগণের ন্যায় মালিন্যহীন ও আনন্দপূর্ণ ছিল ।৯

কুণ্ডল ও মুকুটরহিত, মালাবর্জিত, দরিদ্র, অস্নাত, চন্দনাদি-প্রলেপশূন্য এবং গন্ধদ্রব্যসেবনহীন কোন লোক অযোধ্যায় ছিল না ।১০

অশুদ্ধান্নভোজী, কৃপণ, বাহুভূষণ-অঙ্গদহীন, বক্ষঃভূষণ-হাররহিত কিংবা অঙ্গুরীয়কবর্জিত লোকও অযোধ্যায় ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে অশুদ্ধবুদ্ধিও কেহ ছিল না ।১১

অগ্নিহোত্রবর্জিত, যাগানুষ্ঠানহীন, ক্ষুদ্রচেতা, চৌর্য্য-রত, সদাচারহীন ও বর্ণসঙ্কর কেহই ছিল না। সেখানে ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ নিত্যকর্মানুষ্ঠানরত, জিতেন্দ্রিয়, দাতা, অধ্যয়নশীল এবং দানগ্রহণে সংযত ছিলেন ।১২-১৩

কোন ব্রাহ্মণই নাস্তিক, মিথ্যাবাদী অল্পশিক্ষিত, পরশ্রীকাতর, সামর্থ্যহীন এবং অবিদ্বান্ ছিলেন না। বেদবেদাঙ্গে অজ্ঞ, ব্রতহীন, বহুদানশূন্য, দীন, ক্ষিপ্ত ও ব্যথিত কেহই ছিলেন না ।১৪-১৫

লাবণ্যহীন বা কুরূপ কোন নরনারীকে অযোধ্যায় দেখা যাইত না এবং রাজভক্তিশূন্য কোন প্রজাও ছিল না ।১৬

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ মধ্যে যে সকল বীর ও বিক্রমশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দেবতা ও অতিথির সেবায় রত, কৃতজ্ঞ ও দাতা ছিলেন ।১৭

অযোধ্যার নরনারীগণ সকলেই দীর্ঘজীবী, ধর্মরত ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। পুত্র-পৌত্রগণসহ তাহারা সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে বাস করিত ।১৮

ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অনুমতি লইত। বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়গণকে অনুসরণ করিত। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের সেবা দ্বারা নিজ কর্তব্য পালন করিত ।১৯

পুরাকালে বৈবস্বত মনু যেভাবে এই অযোধ্যা-নগরীর রক্ষা করিয়াছিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথও সেই-ভাবেই রক্ষা করিয়াছিলেন ।২০

অগ্নিতুল্যতেজস্বী, অকুটিল, পরাজয়ে অসহিষ্ণু

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চাসীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
শূদ্রাঃ স্বকর্মনিরতাঃ ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ ॥১৯

সা তেনেক্ষ্বাকুনাথেন পুরী সুপরিরক্ষিতা।
যথা পুরস্তান্মনুনা মানবেন্দ্রেণ ধীমতা ॥২০

যোধানামগ্রিকল্পানাং পেশলানামনর্বিণাম্।
সম্পূর্ণা কৃতবিদ্যানাং গুহা কেশরিণামিব ॥২১

কাম্বোজবিষয়ে জাতৈর্বাহ্লীকৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ।
বনায়ুজৈর্নদীজৈশ্চ পূর্ণা হরিহয়োত্তমৈঃ ।২২

বিন্ধ্যপর্বতজৈর্মাতৈঃ পূর্ণা হৈমবতৈরপি।
মদান্বিতৈরতিবলৈর্মাতঙ্গৈঃ পর্বতোপমৈঃ ॥২৩

ঐরাবতকুলীনৈশ্চ মহাপদ্মকুলৈস্তথা।
অঞ্জনাদপি নিষ্ক্রান্তৈর্বামনাদপি চ দ্বিপৈঃ ॥২৪

ভদ্রৈর্মন্দ্রৈর্মৃগৈশ্চৈব ভদ্রমন্দ্রমৃগৈস্তথা।
ভদ্রমন্দ্রৈর্ভদ্রমৃগৈর্মৃগমন্দ্রৈশ্চ সা পুরী ॥২৫

নিত্যমত্তৈঃ সদা পূর্ণা নাগৈরচলসন্নিভৈঃ।
সা যোজনে দ্বে চ ভূয়ঃ সরযূনামা প্রকাশতে ॥২৬

যস্যাং দশরথো রাজা বসন্ জগদপালয়ৎ ॥

তাং পুরীং স মহাতেজা রাজা দশরথো মহান্।
শশাস শমিতামিত্রো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ ॥২৭

তাং সত্যনামাং দৃঢ়তোরণার্গলাং
গৃহৈর্বিচিত্রৈরুপশোভিতাং শিবাম্।
পুরীমযোধ্যাং নৃসহস্রসঙ্কুলাং
শশাস বৈ শক্রসমো মহীপতিঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে শ্রীমদ্রামায়ণে
আদিকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

ও ধনুর্বিদ্যাবিশারদ বীরগণে পূর্ণ থাকায় সিংহপূর্ণ গুহার ন্যায়ই অযোধ্যাপুরী দুর্গম্য ছিল ।২১

কাম্বোজ, বাহ্লীক, বনায়ু ও সিন্ধুদেশজাত উচ্চৈঃশ্রবা-নামক ইন্দ্রের অশ্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহে পরিপূর্ণ ছিল ।২২

বিন্ধ্যাচলে ও হিমালয়ে উৎপন্ন পর্বততুল্য বিশাল মহাবলবান্ মদমত্ত হস্তিগণের দ্বারা অযোধ্যানগরী পূর্ণ ছিল ।২৩

ঐরাবত-হস্তী, পুণ্ডরীকনামক মহাপদ্ম-হস্তী এবং অঞ্জন ও বামননামক হস্তীর বংশজাত, এবং ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ, ভদ্রমন্দ্রমৃগ, ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ, মৃগমন্দ্র প্রভৃতি মত্তহস্তীর দ্বারা সেই নগরী ব্যাপ্ত ছিল ।২৪-২৫

যদিও এই নগরী বিস্তারে তিনযোজন, তথাপি উহার দুইযোজনেই অযোধ্যা-নাম সার্থক। কোন যোদ্ধা আক্রমণ করিতে পারিত না বলিয়াই 'অযোধ্যা' নাম সঙ্গত হইয়াছিল। এই অযোধ্যায় দশরথ বাস করিতেন ও পৃথিবী পালন করিতেন ।২৬

নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্রমা যেমন নক্ষত্রগণকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেইরূপ শত্রুহন্তা মহাতেজস্বী রাজা দশরথ অযোধ্যানগরীর সকল প্রজাকে শাসন করিতেন ।২৭

অযোধ্যানগরীর নাম সার্থক হইলেও রাজা দশরথ সেখানে দৃঢ় বহির্দ্বার ও অর্গল নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বহু বিচিত্র গৃহও সেখানে ছিল। সহস্র সহস্র মানব সেখানে বাস করিত। ইন্দ্রতুল্য মহীপতি দশরথ ঐ কল্যাণময়ী অযোধ্যার শাসন করিতেন ।২৮

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ সর্গঃ

দশরথস্যাষ্টামাত্যানামন্যেষাঞ্চ নীতিবর্ণনম্)।

তস্যামাত্যা গুণৈরাসন্নিক্ষ্বাকোঃ সুমহাত্মনঃ।
মন্ত্রজ্ঞাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ নিত্যং প্রিয়হিতে রতাঃ ॥১

অষ্টৌ বভূবুর্বীরস্য তস্যামাত্যা যশস্বিনঃ।
শুচয়শ্চানুরক্তাশ্চ রাজকৃত্যেষু নিত্যশঃ ॥২

ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্ধনঃ।
অকোপো ধর্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোঽর্থবিৎ ॥৩

ঋত্বিজৌ দ্বাবভিমতৌ তস্যাস্তামনুসিদ্ধমৌ।
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ মন্ত্রিণশ্চ তথাপরে ॥৪

সুযজ্ঞোঽপ্যথ জাবালিঃ কাশ্যপোঽপ্যথ গৌতমঃ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুস্তথা কাত্যায়নো দ্বিজঃ ॥৫

এতৈর্ঋষিভির্নিত্যমৃত্বিজস্তস্য পৌর্বকাঃ।
বিদ্যাবিনীতা হ্রীমন্তঃ কুশলা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥৬

শ্রীমন্তশ্চ মহাত্মানঃ শস্ত্রজ্ঞা দৃঢ়বিক্রমাঃ।
কীর্তিমন্তঃ প্রণিহিতাঃ যথাবচনকারিণঃ ॥৭

তেজঃ-ক্ষমা-যশঃপ্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্বাভিভাষিণঃ।
ক্রোধাৎ কামার্থহেতোর্বা ন ব্রুরুরনৃতং বচঃ ॥৮

তেষামবিদিতং কিঞ্চিৎ দেবে নাস্তি পরেষু বা।
ক্রিয়মাণং কৃতং বাপি চারেণাপি চিকীর্ষিতম্ ॥৯

কুশলা ব্যবহারেষু সৌহৃদেষু পরীক্ষিতাঃ।
প্রাপ্তকালং যথাদণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষ্বপি ॥১০

কোশসংগ্রহণে যুক্তা বলস্য চ পরিগ্রহে।

সপ্তম সর্গ

[রাজা দশরথের অষ্ট প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণের নীতিবর্ণন।

ইক্ষ্বাকুবংশজাত মহামতি বীর দশরথের সর্বদা প্রিয় ও হিতসাধনরত আটজন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারা কার্য্য ও অকার্য্যবিচারে নিপুণ এবং অন্যের অভিপ্রায় ইঙ্গিতের দ্বারাই বুঝিতে সমর্থ ছিলেন। যশ ও শুচিতা-ভূষিত মন্ত্রিগণ সব সময় রাজকার্য্যে অনুরক্ত থাকিতেন। মন্ত্রীর যেসব গুণ থাকা আবশ্যক, সেই সকল গুণ তাহাদের পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের নাম—ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও সুমন্ত্র। ইঁহাদের মধ্যে সুমন্ত্র অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।১-৩

ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ ও বামদেব মহারাজ-দশরথের মনোনীত প্রধান পুরোহিত ছিলেন। অন্যান্য ঋষিগণ ঋত্বিক্ হইয়াও রাজ্যপরিচালনায় মহারাজের সহায়তা করিতেন।৪

সুযজ্ঞ জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘজীবী মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋত্বিক্ হইয়াও মন্ত্রিত্ব করিতেন।৫

বংশানুক্রমিক অমাত্যগণ ও ঋত্বিগ্‌গণ ঐ সকল ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া সকল কার্য্য করিতেন। মহারাজের অমাত্যগণ প্রত্যেকেই বিদ্বান, বিনীত, লজ্জাশীল, কর্মপটু ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।৬

ইঁহাদের ঐশ্বর্য্য, প্রভাব, শস্ত্রনৈপুণ্য ও প্রবল পরাক্রম ছিল। ইঁহারা সকলেই কীর্তিমান্, সতত সাবধান ও নিজবাক্যানুসারে কর্মকারী ছিলেন।৭

ইঁহারা তেজ, ক্ষমা ও যশের অধিকারী ছিলেন ও সহাস্যবদনে সকলের সহিত আলাপ করিতেন। ইঁহারা ক্রোধ, কাম কিংবা ধনের জন্য কখনও মিথ্যাকথা বলিতেন না।৮

স্বপক্ষের কিংবা শত্রুপক্ষের কোন ঘটনাই ঐ মন্ত্রিগণের অজ্ঞাত ছিল না, উভয়পক্ষেই যাহা করিতেছে, করিয়াছে কিংবা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে, সেই সকল কার্য্যই চরের দ্বারা জানিতে পারিতেন।৯

মন্ত্রিগণ প্রত্যেকেই ব্যবহারনিপুণ। ইঁহাদের সৌহার্দ অকৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত। দোষ প্রমাণিত হইলে নিজ পুত্রেও দণ্ডপ্রয়োগ করিতে ইঁহারা বিরত হইতেন না।১০

অহিতং চাপি পুরুষং ন হিংস্যুরবিদূষকম্ ॥১১
বীরাশ্চ নিয়তোৎসাহা রাজশাস্ত্রমনুষ্ঠিতাঃ।
শুচীনাং রক্ষিতারশ্চ নিত্যং বিষয়বাসিনাম্ ॥১২
ব্রহ্ম-ক্ষত্রমহিংসন্তস্তে কোশং সমপূরয়ন্।
সুতীক্ষ্ণদণ্ডাঃ সংপ্রেক্ষ্য পুরুষস্য বলাবলম্ ॥১৩
শুচীনামেকবুদ্ধীনাং সর্বেষাং সংপ্রজানতাম্।
নাসীৎ পুরে রাষ্ট্রে বা মৃষাবাদী নরঃ ক্বচিৎ ॥১৪
কশ্চিন্ন দুষ্টস্তত্রাসীৎ পরদাররতির্নরঃ।
প্রশান্তং সর্বমেবাসীদ্ রাষ্ট্রং পুরবরঞ্চ তৎ ॥১৫
সুবাসসঃ সুবেশাশ্চ তে চ সর্বে শুচিব্রতাঃ।
হিতার্থাশ্চ নরেন্দ্রস্য জাগ্রতো নয়চক্ষুষা ॥১৬
গুরোর্গুণগৃহীতাশ্চ প্রখ্যাতাশ্চ পরাক্রমৈঃ
বিদেশেষ্বপি বিজ্ঞাতাঃ সর্বতো বুদ্ধিনিশ্চয়াঃ ॥১৭
অভিতো গুণবন্তশ্চ ন চাসন্ গুণবর্জিতাঃ।
সন্ধি-বিগ্রহতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রকৃত্যা সম্পদান্বিতাঃ ॥১৮
মন্ত্রসংবরণে শক্তাঃ শক্তাঃ সূক্ষ্মাসু বুদ্ধিষু।
নীতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞাঃ সততং প্রিয়বাদিনঃ ॥১৯
ঈদৃশৈস্তৈরমাত্যৈশ্চ রাজা দশরথোঽনঘঃ।
উপপন্নো গুণোপেতৈরন্বশাসদ্ বসুন্ধরাম্ ॥২০
অবেক্ষ্যমাণশ্চারেণ প্রজাধর্মেণ রক্ষয়ন্।
প্রজানাং পালনং কুর্বন্নধর্মং পরিবর্জয়ন্ ॥২১
বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু বদান্যঃ সত্যসঙ্গরঃ।
স তত্র পুরুষব্যাঘ্রঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্ ॥২২
নাধ্যগচ্ছদ্ বিশিষ্টং বা তুল্যং বা শত্রুমাত্মনঃ।

রাজার ঐশ্বর্যবৃদ্ধিতে ও সৈন্যসংগ্রহে সতত যত্নশীল অমাত্যসকল দোষহীন শত্রুকে পীড়া দিতেন না।১১

তাঁহারা সকলেই বীর, সর্বদা উৎসাহসম্পন্ন ও রাজনীতিশাস্ত্রের অনুসরণকারী ছিলেন এবং দেশবাসী সজ্জনগণের সতত রক্ষাবিধান করিতেন।১২

তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হিংসা না করিয়া রাজার অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিচারকালে দোষীর দোষ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতেন এবং দোষী হইলে তীক্ষ্ণদণ্ডদান করিতেন। শুদ্ধস্বভাব, একমতাবলম্বী ও সকলবৃত্তান্তবিজ্ঞ মন্ত্রিগণের প্রভাবে নগরে কিংবা রাষ্ট্রে কোনস্থানেই মিথ্যাবাদী, দুষ্টস্বভাব ও পরদারগামী কোন পুরুষ ছিল না, ঐ অযোধ্যাপুরী ও সম্পূর্ণ রাজ্য সকল-উপদ্রবশূন্য ছিল।১৩-১৫

মহারাজ দশরথের অমাত্যগণ উত্তমবস্ত্রে ও মূল্যবান্ অলঙ্কারে শোভিত থাকিতেন। নৃপতির হিতসাধনের জন্য তাঁহারা সর্বদা নীতিরূপ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া অবহিত থাকিতেন।১৬

তাঁহারা গুরুজনের গুণই গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের পরাক্রম সর্বত্র প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছিল। বিদেশের সকল বৃত্তান্ত নিজবুদ্ধিবলে জানিতে সক্ষম মন্ত্রিগণ স্থিরবুদ্ধি ছিলেন। তাঁহারা সর্বগুণান্বিত ছিলেন, কেহই গুণহীন ছিলেন না। সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে সকলেই অভিজ্ঞ ছিলেন ও স্বভাবতঃ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন।১৭-১৮

মন্ত্রগোপনসমর্থ ও সূক্ষ্মবিচারে নিপুণ অমাত্যগণ নীতিশাস্ত্রের রহস্য বুঝিতে পারিতেন এবং সর্বদা প্রীতিকর বাক্য বলিতেন।১৯

এই প্রকার সকলগুণভূষিত অমাত্যবর্গের সাহায্যে মহারাজ দশরথ নিষ্পাপ হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেন।২০

মহারাজ চরের সাহায্যে সকল সংবাদ অবগত হইয়া ও সকল প্রজাকে স্ব-স্ব-ধর্মে অনুরক্ত করিয়া প্রজাগণের শাসন করিতেন। তিনি সর্বদা অধর্মকে পরিহার করিয়া চলিতেন। ত্রিলোকবিখ্যাত দাতা ও সত্যনিষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ দশরথ অযোধ্যায় থাকিয়া পৃথিবীর শাসন করিতেন।২১-২২

দশরথ রাজ্যশাসনকালে নিজের সমান বলবান্ বা অধিক বলবান্ শত্রু প্রাপ্ত হন নাই। বহু নরপতি তাঁহার মিত্রই ছিলেন। সামন্তনরপতিগণ তাঁহার নিকট অবনত থাকিত। নিজপ্রতাপের দ্বারা তিনি রাজ্যের সকল বিঘ্ন দূর করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গরাজ্য

মিত্রবান্নতসামন্তঃ প্রতাপহতকণ্টকঃ ॥
স শশাস জগদ্ রাজা দিবি দেবপতির্যথা ॥২৩
তৈর্মন্ত্রিভির্মন্ত্রহিতে নিবিষ্টৈ-
র্বৃতোঽনুরক্তৈঃ কুশলৈঃ সমর্থৈঃ।
স পার্থিবোদীপ্তিমবাপ যুক্ত-
স্তেজোময়ৈর্ভোভিরিবোদিতোঽর্কঃ ॥২৪
ইতার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥৭

শাসন করেন, দশরথও সেইভাবে জগতের শাসন করিতেন ।২৩

উদয়কালীন সূর্য্য যেমন তেজোময়রশ্মিসমূহের দ্বারা উদ্ভাসিত হন, সেইরূপ মহারাজ দশরথও মন্ত্রণাকারী ও হিতকারী অনুরক্ত সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রিগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়াছিলেন ।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ সর্গঃ

(তস্যাপুত্রত্বাদশ্বমেধকরণে সুমন্ত্রেণ সহ সংবাদঃ, তত্র সম্মিলিতানামমাত্যানাং সমীপেঽশ্বমেধপ্রশ্নঃ। তৎকরণে বসিষ্ঠাদীনামনুমতিঃ, অশ্বমোচনম্, সরযূত্তরতীরে যজ্ঞভূমিবিধানম্। গৃহাগতরাজ্ঞো নারীণাং পুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং দীক্ষাগ্রহণানুমতিশ্চ)।

তস্য চৈবং প্রভাবস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
সুতার্থং তপ্যমানস্য নাসীদ্ বংশকরঃ সুতঃ ॥১
চিন্তয়ানস্য তস্যৈবং বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনঃ।
সুতার্থং বাজিমেধেন কিমর্থং ন যজাম্যহম্ ॥২
স নিশ্চিতাং মতিং কৃত্বা যষ্টব্যমিতি বুদ্ধিমান্।
মন্ত্রিভিঃ সহ ধর্মাত্মা সর্বৈরপি কৃতাত্মভিঃ ॥৩
ততোঽব্রবীন্মহাতেজাঃ সুমন্ত্রং মন্ত্রিসত্তমম্।
শীঘ্রমানয় মে সর্বান্ গুরূংস্তান্ সপুরোহিতান্ ॥৪
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা হরিতবিক্রমঃ।
সমানয়ৎ স তান্ সর্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্ ॥৫
সুযজ্ঞং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্।
পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ যে চান্যে দ্বিজোত্তমাঃ (ক)॥৬
তান্ পূজয়িত্বা ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা।
ইদং ধর্মার্থসহিতং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥৭
মম লালপ্যমানস্য সুতার্থং নাস্তি বৈ সুখম্।
তদর্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম ॥৮
তদহং যষ্টুমিচ্ছামি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।

অষ্টম সর্গ

[রাজা দশরথ অপুত্রক ছিলেন, সেইহেতু পুত্রলাভেচ্ছায় অশ্বমেধযজ্ঞ করিবার জন্য সুমন্ত্রের সহিত পারস্পরিক আলাপ এবং সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট অশ্বমেধবিষয়ে প্রশ্ন। যজ্ঞ করিবার জন্য বসিষ্ঠাদির অনুমতি দান, অশ্বমোচন এবং সরযূনদীর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ। গৃহাগতরাজা পুত্রপ্রাপ্তির জন্য পত্নীগণকে যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণের অনুমতি দান।]

এই প্রকার প্রভাবশালী ধার্মিক মহাত্মা দশরথ পুত্রলাভের জন্য তপস্যা করিতে থাকিলেও বংশরক্ষাকারী পুত্র প্রাপ্ত হইলেন না। তখন পুত্র-চিন্তারত মহামতি দশরথের মনে এইরূপ সঙ্কল্প উদিত হইল—আমি পুত্রের জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি না কেন ? ।১-২

দৃঢ়সঙ্কল্প নরপতি স্থিরবুদ্ধি-মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ পূর্বক 'অবশ্যই যাগানুষ্ঠান করিব' এইরূপ নিশ্চয় করিলেন এবং সুমন্ত্রনামক নিজ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন,- মন্ত্রিবর !- বসিষ্ঠাদি পুরোহিতগণের সহিত অন্যান্য ঋত্বিগণকে শীঘ্রই এখানে আনয়ন কর ।৩-৪

অনন্তর ক্ষিপ্রকর্মা সুমন্ত্র অতিসত্বর যাইয়া বেদজ্ঞ ঋত্বিগণকে একসঙ্গে দশরথের নিকট আনয়ন করিলেন ।৫

সুযজ্ঞ বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কুলপুরোহিত বসিষ্ঠ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে সমাগত দেখিয়া রাজা তাঁহাদের পূজা করিলেন এবং ধর্ম ও অর্থযুক্ত বক্ষ্যমাণ মধুরবাক্য বলিলেন ।৬-৭

পাঠান্তর :—(ক) যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ।

কথং প্রাপ্স্যাম্যহং কামং বুদ্ধিরত্র বিচিন্ত্যতাম্ ॥৯

ততঃ সাধ্বিতি তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে পার্থিবস্য মুখেরিতম্ ॥১০

ঊচুশ্চ পরমপ্রীতাঃ সর্বে দশরথং বচঃ।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্ ॥১১

সরযূশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমিবিধীয়তাম্।
সর্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রানভিপ্রেতাংশ্চ পার্থিব ॥১২

যস্য তে ধার্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা।
ততস্ত্বষ্টোঽভবদ্ রাজা প্রীত্যেতদ্দ্বিগুণীকৃতম্ ॥১৩

অমাত্যানব্রবীদ্ রাজা হর্ষ-ব্যাকুললোচনঃ।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং মে গুরূণাং বচনাদিহ ॥১৪

সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্।
সরযূশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমিবিধীয়তাম্ ॥১৫

শান্তয়শ্চাপি বর্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি।
শক্যঃ প্রাপ্তুমযং যজ্ঞঃ সর্বেণাপি মহীক্ষিতা ॥১৬

নাপরাধো ভবেৎ কশ্চো যস্মিন্ ক্রতুবরে।
ছিদ্রং হি মৃগয়ন্তে স্ম বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥১৭

বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্তা বিনশ্যতি।
তদ্‌যথা বিধিপূর্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে ॥১৮

তথাবিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ সাধনেষ্বিতি (ক)।
তথেতি চাব্রুবন্ সর্বে মন্ত্রিণঃ প্রতিপূজিতাঃ ॥১৯

পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্‌বাক্যং যথাপূর্বং নিশম্যতে।
তথা বিজ্ঞাপয়ন্তে স্ম বর্ধয়ন্তো নৃপোত্তমম্ ॥২০

মুনিগণ! আমি পুত্রলাভের জন্য অতিশয় ব্যথা অনুভব করিতেছি। এইজন্য রাজৈশ্বর্য্যে আমার সামান্যও সুখ হইতেছে না। আমি স্থির করিয়াছি—পুত্রের জন্য অশ্বমেধ-যাগের অনুষ্ঠান করিব।৮

শাস্ত্রানুমোদিত-বিধানে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। আমি কিরূপে বাঞ্ছিত-বস্তু লাভ করিতে পারিব, আপনারা সেইরূপ উপায় চিন্তা করুন।৯

মহারাজের মুখনিঃসৃত এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া ঐ বাক্যের প্রশংসা করিলেন।১০

তাঁহারা সকলে অতিশয় প্রীত হইয়া দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ! অশ্বমেধ-যাগের সামগ্রী সংগ্রহ করুন এবং একটি অশ্বকে যদৃচ্ছা-ভ্রমণের জন্য ছাড়িয়া দিন।১১

সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ভূমি নির্মাণ করুন। রাজন্! "আপনি অবশ্যই অভিলষিত পুত্রগণকে প্রাপ্ত হইবেন, যেহেতু পুত্রলাভের জন্য আপনার এইরূপ ধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে"। ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথ সন্তুষ্ট হইলেন।১২-১৩

আনন্দবিহ্বল মহারাজ সচিবগণকে বলিলেন,—আপনারা আমার গুরুগণের আদেশানুসারে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করুন। বলবান পুরুষগণ ও একজন শ্রেষ্ঠ-পুরোহিত-সহিত একটি অশ্ব ছাড়িয়া দিন এবং সরযূ নদীর উত্তরতটে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন।১৪-১৫

বিঘ্ন দূর করিবার জন্য যথাক্রমে বিধানানুসারে শান্তিকর্ম অনুষ্ঠিত হউক। এই অশ্বমেধনামক যজ্ঞশ্রেষ্ঠের অনুষ্ঠানে যদি কষ্টদায়ক কোন অপরাধ না হয়, তাহা হইলে সকল নরপতিই ইহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ব্রহ্মরাক্ষসগণের যাগানুষ্ঠানপদ্ধতি জানা থাকায় তাহারা সর্বদা যজ্ঞানুষ্ঠানের ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া থাকে।১৬-১৭

যে ব্যক্তি বিধিহীন যাগের অনুষ্ঠান করে, সে তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য আমার এই অশ্বমেধযজ্ঞের বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান যেভাবে সমাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করুন; যেহেতু আপনারা নির্বিঘ্নে যাগ সমাপ্ত করিতে সমর্থ। নরপতিকর্তৃক সম্মানিত মন্ত্রিগণ 'তথাস্তু' বলিয়া দশরথের নির্দেশ স্বীকার করিলেন।১৮-১৯

ধর্মবিৎ ব্রাহ্মণগণ মহারাজের ঐরূপ বচন যথাযথ শ্রবণ করিয়া আশীর্বাদের দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া সকলে নিজ নিজ স্থানে

পাঠান্তর :—(ক — সমর্থাঃ ক্রিয়তাং ইতি।)

অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্।
বিসর্জয়িত্বা তান্ বিপ্রান্ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥২১
ঋত্বিগ্‌ভিরুপসংদিষ্টো যথাবৎ ক্রতুরাপ্যতাম্।
ইত্যুক্ত্বা নৃপশার্দূলঃ সচিবান্ সমুপস্থিতান্ ॥২২
বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ।
ততঃ স গত্বা তাঃ পত্নীর্নরেন্দ্রো হৃদয়ঙ্গমাঃ ॥২৩

ঊবাচ দীক্ষাং বিশত যক্ষ্যেঽহং সুতকারণাৎ।
তাসাং তেনাতিকান্তেন বচনেন সুবর্চসাম্।
মুখপদ্মান্যশোভন্ত পদ্মানীব হিমাত্যয়ে ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডেঽষ্টমঃ সর্গঃ ॥৮

ফিরিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিয়া সচিবগণকে মহারাজ বলিলেন।২০-২১

ঋত্বিগ্‌গণের উপদেশমত এই যজ্ঞ সখানিয়মে সম্পন্ন করুন। এই কথা বলিয়া রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ সমাগত সচিবগণকে গৃহগমনের অনুমতি দিয়া নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রিয়পত্নীগণের নিকট যাইয়া বলিলেন,—তোমরা যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ কর; আমি পুত্রের জন্য অশ্বমেধযাগের অনুষ্ঠান করিব। মহারাজ দশরথের অতিরমণীয় ঐরূপ বাক্যে তেজস্বিনী রাজমহিষীগণের মুখ হিমাগমে পদ্মের ন্যায় অপূর্ব সৌন্দর্য ধারণ করিল।২২-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
আদিকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবমঃ সর্গঃ

(রাজ-সুমন্ত্রয়োঃ সংবাদঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা রহঃ সূতো রাজানমিদমব্রবীৎ।
শ্রূয়তাং তৎ পুরাবৃত্তং পুরাণে চ মযা শ্রুতম্ ॥১
ঋত্বিগ্‌ভিরুপদিষ্টোঽযং পুরাবৃত্তো মযা শ্রুতঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্ ॥২
ঋষীণাং সন্নিধৌ রাজংস্তব পুত্রাগমং প্রতি।
কাশ্যপস্য চ পুত্রোঽস্তি বিভাণ্ডক ইতি শ্রুতঃ ॥৩

ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতস্তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি।
স বনে নিত্যসংবৃদ্ধো মুনিরনচরঃ সদা ॥৪
নান্যং জানাতি বিপ্রেন্দ্রো পিতরং পিতুরেব চ।
যৈবিধ্যং ব্রহ্মচর্য্যস্য ভবিষ্যতি মহাত্মনঃ ॥৫
লোকেষু প্রথিতং রাজন্ বিপ্রৈশ্চ কথিতং সদা।
তস্যৈবং বর্তমানস্য কালঃ সমভিবর্তত ॥৬
অগ্নিং শুশ্রূষমাণস্য পিতরঞ্চ মনস্বিনম্।

নবম সর্গ

[রাজা দশরথ ও মন্ত্রি-সুমন্ত্রের পরস্পর আলাপ।]

দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠানের স্থিরসঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সুমন্ত্র রাজাকে গোপনে বলিলেন,—মহারাজ! আমি পুরাণে যাহা শুনিয়াছি, সেই ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ করুন।১

ঋষিগণকর্তৃক কথিত এই ইতিহাস আমি বহুপূর্বেই শুনিয়াছি। প্রথমে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণের নিকট আপনার পুত্রপ্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাশ্যপ ঋষির একটি পুত্র আছেন, ঐ পুত্র বিভাণ্ডকনামে প্রসিদ্ধ। ঐ বিভাণ্ডকের ঋষ্যশৃঙ্গ-নামে খ্যাত একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। তিনি সর্বদা বনবাসী হওয়ায় বনেই লালিত-পালিত হইবেন।২-৪

পিতার সেবা ও অনুবর্তন ভিন্ন অন্য কিছুই তিনি জানিবেন না। ঐ মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুখ্যভাবে (১) ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে সমর্থ হইবেন।৫

হে রাজন্! তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কথা সংসারে

(১) মেখলা-দণ্ড-কৃষ্ণাজিনধারণপূর্বক ব্রহ্মচর্য্যপালনই মুখ্যব্রহ্মচর্য্য। বিবাহিতব্যক্তির শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্যপালন গৌণব্রহ্মচর্য্য।

এতস্মিন্নেব কালে তু রোমপাদঃ প্রতাপবান্ ॥৭
অঙ্গেষু প্রথিতো রাজা ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
তস্য ব্যতিক্রমাদ্ রাজ্ঞো ভবিষ্যতি সুদারুণা ॥৮
অনাবৃষ্টিঃ সুঘোরা বৈ সর্বলোকভয়াবহা।
অনাবৃষ্ট্যাং তু বৃত্তায়াং রাজা দুঃখসমন্বিতঃ ॥৯
ব্রাহ্মণাঞ্ছ তসংবৃদ্ধান্ সমানীয় প্রবক্ষ্যতি।
ভবন্তঃ শ্রুতকর্মাণো লোকচারিত্রবেদিনঃ ॥১০
সমাদিশন্তু নিয়মং প্রায়শ্চিত্তং যথা ভবেৎ।
ইত্যুক্তাস্তে ততো রাজ্ঞা সর্বে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ॥১১
বক্ষ্যন্তি তে মহীপালং ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
বিভাণ্ডকসুতং রাজন্ সর্বোপায়ৈরিহানয় ॥১২

প্রসিদ্ধিলাভ করিবে এবং ব্রাহ্মণকর্তৃক সম্মানিত ও প্রশংসিত হইবে। এইভাবে ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারা অগ্নি ও যশস্বী পিতার সেবায় বহুদিন অতীত হইবে। এই সময় অঙ্গদেশে মহাপ্রতাপশালী রোমপাদনামে বিখ্যাত এক রাজা রাজ্যপালন করিবেন। তাঁহার দুরাচরণের জন্য অঙ্গরাজ্যে দারুণ অনাবৃষ্টি হইবে। ঐ ঘোরতর অনাবৃষ্টি সকললোকের নিকট ভয়ঙ্করূপ ধারণ করিবে। সর্বলোকভীতিজনক এইরূপ অনাবৃষ্টি হইলে পর রাজা রোমপাদ অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন এবং বহুশাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বলিবেন,—আপনারা এই অনাবৃষ্টির কারণস্বরূপ আমার দুরাচরণের কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। আপনারা সকলেই লোকব্যবহারে অভিজ্ঞ। আমার দুরাচরণের প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে হয়, আপনারা সেইরূপ অনুষ্ঠানের কথা আমাকে আদেশ করুন। এইভাবে রাজা রোমপাদ ব্রাহ্মণগণের নিকট নিবেদন করিলে বেদজ্ঞব্রাহ্মণগণ ভূপতিকে বলিবেন,—মহারাজ! আপনি যে কোন উপায়ে বিভাণ্ডক ঋষির পুত্রকে এখানে আনয়ন করুন।৬-১২

রাজন্! বেদপারগ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গকে অতিশয় সমাদরপূর্বক আনয়ন করিয়া শুদ্ধচিত্তে বিধিপূর্বক নিজকন্যা শান্তাকে তাঁহার নিকট সম্প্রদান করুন।১৩

আনাদ্য তু মহীপাল ঋষ্যশৃঙ্গং সুসৎকৃতম্।
বিভাণ্ডকসুতং রাজন্ ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ॥
প্রযচ্ছ কন্যাং শান্তাং বৈ বিধিনা সুসমাহিতঃ ॥১৩
তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা চিন্তাং প্রপৎস্যতে।
কেনোপায়েন বৈ শক্যমিহানেতুং স বীর্য্যবান্ ॥১৪
ততো রাজা বিনিশ্চিত্য সহ মন্ত্রিভিরাত্মবান্।
পুরোহিতমমাত্যাংশ্চ প্রেষয়িষ্যতি সৎকৃতান্ ॥১৫
তে তু রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা ব্যথিতাবনতাননাঃ।
ন গচ্ছেম ঋষের্ভীতা অনুনেষ্যন্তি তং নৃপম্ ॥১৬
বক্ষ্যন্তি চিন্তয়িত্বা তে তস্যোপায়াংশ্চ তান্ ক্ষমান্।
আনেষ্যামো বয়ং বিপ্রং ন চ দোষো ভবিষ্যতি ॥১৭
এবমঙ্গাধিপেনৈব গণিকাভিঋষেঃ সুতঃ।

রাজা রোমপাদ ব্রাহ্মণগণের উক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তিত হইবেন। নিয়তব্রহ্মচর্য্যরত ঋষ্যশৃঙ্গকে কি উপায়ে আনয়ন করা সম্ভব হইবে?১৪

অনন্তর ধীমান্ রোমপাদ নিজমন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজ পুরোহিত ও সচিবগণকে সম্মানিত করত ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিবেন।১৫

তাঁহারা সকলে রাজসম্মান প্রাপ্ত হইলেও রাজার নির্দেশবাক্য শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইবেন এবং অবনতমস্তকে মহারাজকে সানুনয়ে বলিবেন,—রাজন্! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গের ভয়ে ভীত হওয়ায় তাঁহাকে আনিতে যাইব না।১৬

তারপর তাঁহারা চিন্তা করিয়া রোমপাদকে ঋষ্যশৃঙ্গের আনয়নের উপযুক্ত উপায় স্থির করিয়া বলিবেন,—আমরা অবশ্যই ঐ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিব অথচ আমাদের কোন দোষ হইবে না।১৭

এইভাবে অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদ বেশ্যাগণের দ্বারা বিভাণ্ডক-মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবেন। তারফলে রাজ্যে বৃষ্টি হইতে থাকিবে। রাজা নিজকন্যা শান্তাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিবেন।১৮

আনীতোঽবর্ষয়দ্দেবঃ শান্তা চাস্মৈ প্রদীয়তে ॥১৮
ঋষ্যশৃঙ্গস্তু জামাতা পুত্রাংস্তব বিধাস্যতি।
সনৎকুমারকথিতমেতাবদ্ ব্যাহৃতং ময়া ॥১৯

ঐ জামাতা (১) ঋষ্যশৃঙ্গ আপনার পুত্রপ্রাপ্তিসম্পাদন করিতে পারিবেন। সনৎকুমার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমি আপনার নিকট উল্লেখ করিলাম।১৯

(১) দশরথ নিজকন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্প্রদানের নিকট প্রদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথেরও জামাতৃস্থানীয়।

অথ হৃষ্টো দশরথঃ সুমন্ত্রং প্রত্যভাষত।
যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতো মেনোপায়েন সোচ্যতাম্ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ

অনন্তর রাজা দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—যে উপায়ে যেভাবে ঋষ্যশৃঙ্গমুনি আনীত হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে বিবৃত কর।২০

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশমঃ সর্গঃ

(সনৎকুমারপ্রতিপাদিতর্ষ্যশৃঙ্গকথাবর্ণনম্ দশরথপ্রোৎসাহিত-সুমন্ত্রকৃত-তৎকথাকথনঞ্চ)

সুমন্ত্রশ্চোদিতো রাজ্ঞা প্রোবাচেদং বচস্তদা।
যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতো মেনোপায়েন মন্ত্রিভিঃ ॥
তন্মে নিগদিতং সর্বং শৃণু মে মন্ত্রিভিঃ সহ ॥১

রোমপাদমুবাচেদং সহামাত্যঃ পুরোহিতঃ।
উপায়ো নিরপায়োঽয়মস্মাভিরভিচিন্তিতঃ ॥২

ঋষ্যশৃঙ্গো বনচরস্তপঃ-স্বাধ্যায়সংযুতঃ।
অনভিজ্ঞস্তু নারীণাং বিষয়াণাং সুখস্য চ ॥৩
ইন্দ্রিয়ার্থৈরভিমতৈর্নয়েনোপপাদিতৈঃ।
পুরমানায়য়িষ্যামঃ ক্ষিপ্রকাধ্যবসীয়তাম্ ॥৪
গণিকাস্তত্র গচ্ছন্তু রূপবত্যঃ সুলঙ্কৃতাঃ।
প্রলোভ্য বিবিধোপায়ৈরানেষ্যন্তীহ সংকৃতাঃ ॥৫
শ্রুত্বা তথেতি রাজা চ প্রত্যুবাচ পুরোহিতম্।

দশম সর্গ

[সনৎকুমারপ্রতিপাদিত ঋষ্যশৃঙ্গের কথা বর্ণন ও দশরথকর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া সুমন্ত্র যাহা বলিয়াছিল, তৎকথা যথাযথবর্ণন।]

মহারাজ দশরথকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সুমন্ত্র এই বাক্য বলিলেন,—মহারাজ! আপনি মন্ত্রিগণের সহিত শ্রবণ করুন। রোমপাদের মন্ত্রিগণ যেভাবে যে উপায় অবলম্বন করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তৃতভাবে বলিতেছি।১

অমাত্যসঙ্গের সহিত পুরোহিত রোমপাদ-নরপতিকে বলিলেন,—আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য অবার্থ উপায় স্থির করিয়াছি।২

ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ চিরকাল বনবাসী, তপস্যা ও বেদপাঠে সর্বদা রত। তিনি স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সংসার-সুখ-সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণাই নাই।৩

লোকমনোহারী অভিলষিত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর লাভাশে তাঁহাকে এই স্থানে শীঘ্রই আনয়ন করিব। আমরা যাহা বলিতেছি—তাহাই করুন।৪

মহারাজ! আপনার কর্তৃক প্রদত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া রূপবতী সুসজ্জিতা কতিপয় গণিকা ঐ বনে গমন করুক। তাহারা নানা উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিবে।৫

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমপাদ নিজ পুরোহিতকে বলিলেন,—তাহাই হউক। তখন পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ প্রয়োজনানুসারে কার্য করিলেন।৬

পুরোহিতং মন্ত্রিণশ্চ তদা চক্রুশ্চ তে তথা ॥৬
বারমুখ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বনং প্রবিবিশুর্মহৎ।
আশ্রমস্যাবিদূরেঽস্মিন্ যত্নং কুর্বন্তি দর্শনে ॥৭
ঋষেঃ পুত্রস্য বীরস্য নিত্যমাশ্রমবাসিনঃ।
পিতুঃ স নিত্যসন্তুষ্টো নাতিচক্রাম চাশ্রমাৎ ॥৮
ন তেন জন্মপ্রভৃতি দৃষ্টপূর্বং তপস্বিনা।
স্ত্রী বা পুমান্ বা যচ্চান্যৎ সত্ত্বং নগররাষ্ট্রজম্ ॥৯
ততঃ কদাচিৎ তং দেশমাজগাম যদৃচ্ছয়া।
বিভাণ্ডকসুতস্তত্র তাশ্চাপশ্যদ্ বরাঙ্গনাঃ ॥১০
তাশ্চিত্রবেষাং প্রমদা গায়ন্ত্যো মধুরস্বরম্।
ঋষিপুত্রমুপাগম্য সর্বা বচনমব্রুবন্ ॥১১
কস্ত্বং কিং বর্ততে ব্রহ্মন্ জ্ঞাতুমিচ্ছামহে বয়ম্।
একস্ত্বং বিজনে দূরে বনে চরসি শংস নঃ ॥১২

অদৃষ্টরূপাস্তাস্তেন কাম্যরূপা বনে স্ত্রিয়ঃ।
হার্দাতস্য মতির্জাতাশ্চাখ্যাতুং পিতরং স্বকম্ ॥১৩
পিতা বিভাণ্ডকোঽস্মাকং তস্যাহং সুত ঔরসঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতং নাম কর্ম চ মে ভুবি ॥১৪
ইহাশ্রমপদোঽস্মাকং সমীপে শুভদর্শনাঃ।
করিষ্যে বোঽত্র পূজাং বৈ সর্বেষাং• বিধিপূর্বকম্ ॥১৫
ঋষিপুত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্বাসাং মতিরাস বৈ।
তদাশ্রমপদং দ্রষ্টুং জগ্মুঃ সর্বাস্ততোঽঙ্গনাঃ ॥১৬
গতানাং তু ততঃ পূজামৃষিপুত্রশ্চকার হ।
ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং মূলং ফলঞ্চ নঃ ॥১৭
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং সর্বা এব সমুৎসুকাঃ।
ঋষেস্তাতাশ্চ শীঘ্রং তু গমনায় মতিং দধুঃ ॥১৮

পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের আদেশ শুনিয়া বেশ্যাগণ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা বিভাণ্ডক-মুনির আশ্রমসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং সর্বদা আশ্রমেই বাসকারী অতিবীর ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পিতৃসেবায় সদা তৃপ্ত ঋষ্যশৃঙ্গ কোন সময়েই আশ্রমের বাহিরে যাইতেন না।৭-৮

পরমতপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ আজন্ম কোনদিনই স্ত্রী-পুরুষ, এমন কি বন্যপ্রাণীভিন্ন নগর-গ্রামস্থিত অন্য কোন প্রাণীকেও দেখেন নাই।৯

কিন্তু বিভাণ্ডক-তনয় ঐ ঋষি কোন এক সময় বেস্যাগণ প্রতীক্ষা করিতেছিল দৈববশতঃ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন।১০

বিচিত্রবস্ত্রাভরণভূষিত গণিকাগণ অতিমধুরস্বরে গান করিতে করিতে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে গমন করিল এবং সকলেই বলিতে লাগিল,—হে ব্রহ্মন্! তুমি কে? কোন্ কর্মের অনুষ্ঠান কর? এই দূরবর্তী নির্জনবনে একাকী কেন ভ্রমণ করিতেছ? তাহা আমাদের নিকট বল।১১-১২

যদিও ঋষ্যশৃঙ্গ কখনও রমণীরূপদর্শন করেন নাই, তথাপি বনমধ্যে পরমসুন্দরী বেশ্যাদিগকে দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং সেইজন্য পিতার নাম প্রভৃতির দ্বারা নিজ পরিচয় দিতে ইচ্ছুক হইলেন।১৩

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন,—বিভাণ্ডক-মুনি আমার পিতা। আমি তাঁহার ঔরসপুত্র। আমার 'ঋষ্যশৃঙ্গ' এই নাম ও আমার তপস্যারূপকর্ম পৃথিবীতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।১৪

হে সুদর্শনগণ! অতিনিকটেই আমাদের আশ্রম আছে। ঐস্থানে আমি আপনাদের সকলের যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করি।১৫

ঋষ্যশৃঙ্গের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বেশ্যাসমূহেরও ঐরূপ সঙ্কল্প হইল এবং তাহারা সকলে ঐ আশ্রম দেখিবার জন্য গমন করিল। তারপর 'আমাদের এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই মূল ও ফল' এইভাবে মুনিতনয় সমাগত বেশ্যাগণের অভ্যর্থনা করিলেন।১৬-১৭

তাহারা সকলে অতিশয় আগ্রহের সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিল, কিন্তু বিভাণ্ডক-মুনির ভয়ে ভীত হইয়া সেইস্থান হইতে অতিসত্বর চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।১৮

যাইবার সময় ঋষ্যশৃঙ্গকে বলিল,—হে ব্রাহ্মণ!

• স্ত্রী-পুরুষভেদজ্ঞান না থাকায় ঋষ্যশৃঙ্গ বারবনিতাদিগের প্রতি 'সর্বেষাং' এই পুংলিঙ্গপদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

অস্মাকমপি মূল্যানি ফলানীমানি হে দ্বিজ !
গৃহাণ বিপ্র ভদ্রং তে ভক্ষয়স্ব চ মা চিরম্ ॥১৯
ততস্তাভিঃ সমালিঙ্গ্য সর্বা হর্ষসমন্বিতাঃ।
মোদকান্ প্রদদুস্তস্মৈ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধাঞ্ছুভান্ ॥২০
তানি চাস্বাদ্য তেজস্বী ফলানীতি স্ম মন্যতে।
অনাস্বাদিতপূর্বাণি বনে নিত্যনিবাসিনাম্ ॥২১
আপৃচ্ছ্য চ তদা বিপ্রং ব্রতচর্য্যাং নিবেদ্য চ।
গচ্ছন্তি স্মাপদেশাত্তা ভীতাস্তস্য পিতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২২
গতাসু তাসু সর্বাসু কাশ্যপস্যাত্মজো দ্বিজঃ।
অন্তর্হৃদয়শ্চাসীদ্ দুঃখঞ্চ পরিবর্ত্ততে ॥২৩
ততোঽপরেদ্যুস্তং দেশমাজগাম স বীর্য্যবান্।
বিভাণ্ডকসুতঃ শ্রীমান্ মনসা চিন্তয়ন্ মুহুঃ ॥২৪
মনোজ্ঞা নত্র তা দৃষ্টা বরনার্য্যঃ সুমধ্যমাঃ।
দৃষ্ট্বৈব চ ততো বিপ্রমায়ান্তং সন্তমানসাঃ ॥২৫
উপসৃত্য ততঃ সর্বাস্তা ইদং বচনমব্রুবন্।
এষ্যাশ্রমপদং সৌম্য অস্মাকমিতি চাব্রুবন্ ॥২৬
চিত্রাণ্যত্র বহূনি স্যুর্মূলানি চ ফলানি চ।
তত্রাপ্যেষ বিশেষেণেণে বিধিহি ভবিতা ধ্রুবম্ ॥২৭
শ্রুত্বা তু বচনং তাসাং সর্বাসাং হৃদয়ঙ্গমম্।
গমনায় মতিঞ্চক্রে তক্ষ নিষ্যস্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥২৮
তত্র চানীয়মানে তু বিপ্রে তস্মিন্মহাত্মনি।
ববর্ষ সহসা দেবো জগৎপ্রহ্লাদয়ংস্তদা ॥২৯
বর্ষেণৈবাগতং বিপ্রং তাপসং স নরাধিপঃ।
প্রত্যুদ্গম্য মুনিঃ প্রশ্নঃ শিরসা চ মহীং গতঃ ॥৩০

আমাদের এই সুমধুর ফলগুলি তুমিও গ্রহণ কর এবং বিলম্ব না করিয়া সত্বর ভক্ষণ কর, তোমার কল্যাণ হইবে।১৯

তারপর তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আলিঙ্গন করিল এবং নানাপ্রকার মনোহর মোদক প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিল।২০

তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ঐ সকল ফল প্রভৃতি আস্বাদন করিয়া মনে করিলেন—সর্বদা বনবাসরত মাদৃশ ব্যক্তিগণের এই সকল বস্তু সর্বথা অনাস্বাদিত।২১

অতঃপর ঐ স্ত্রীগণ ঋষ্যশৃঙ্গের পিতার ভয়ে ভীত হইয়া বিদায় লইল, কিন্তু ছলনা করিয়া জানাইল যে, কোন ব্রতের অনুষ্ঠানের জন্যই তাহারা চলিয়া যাইতেছে।২২

বেশ্যাগণ চলিয়া গেলে পর বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গের অন্তর অসুস্থ হইয়া পড়িল। অতিদুঃখবশতঃ তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ২৩

ঋষ্যশৃঙ্গ এইভাবে ঐ বেশ্যাসমূহের বারংবার চিন্তা করিতে করিতে বেশ্যাদের সুসজ্জিতা সুন্দরীদিগকে দেখিয়াছিলেন, পরদিবসে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও তিনি তপস্বী ও শক্তিমান্, তথাপি আশ্রমে থাকিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া বেশ্যাগণের মন আনন্দিত হইল।২৪-২৫

তাহারা সকলেই ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট আসিয়া এই কথা বলিল,—হে সুন্দর! তুমি আমাদের আশ্রমে আগমন কর।২৬

যদিও এই বনে নানাবিধ ফল-মূল প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, তথাপি আমাদের আশ্রমে আপনার বিশেষভাবে সমাদর করা হইবে।২৭

গণিকাগণের এইরূপ মনোহর বচন শুনিয়া তাহাদের সহিত যাইতে ইচ্ছুক হইলে পর তাহারা ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া চলিল।২৮

ঐ মহাত্মাকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করায় তৎক্ষণাৎ সকলপ্রাণীকে আনন্দিত করিয়া পর্জন্যদেব বর্ষণ করিতে লাগিলেন।২৯

বৃষ্টিকে সঙ্গে লইয়াই ঋষ্যশৃঙ্গ রাজ্যে আসিয়াছেন বলিয়া রাজা রোমপাদ অভিবিনীতভাবে অগ্রসর হইলেন এবং ভূপতিত হইয়া ঋষিকে প্রণাম করিলেন। পরে আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহাকে বিধিপূর্বক অর্ঘ্যদান করিলেন এবং ছলনাপূর্বক আনয়ন করায় ঋষির অন্তরে যেন ক্রোধের উদয় না হয়, সেইজন্য তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন।৩০-৩১

অর্ঘ্যঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ ন্যায়তঃ সুসমাহিতঃ।
বত্রে প্রসাদং বিপ্রেন্দ্রাস্মা বিপ্রং মন্ত্রবিদাংবরং ॥৩১
অন্তঃপুরং প্রবেশ্যাস্মৈ কন্যাং দত্ত্বা যথাবিধি।
শান্তাং শান্তেন মনসা রাজা হর্ষমবাপ সঃ ॥৩২

অনন্তর কন্যাশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং বিধি অনুসারে নিজকন্যা শান্তাকে শুদ্ধমনে সমর্পণ করিয়া রাজা আনন্দ লাভ করিলেন।৩২

এবং স ন্যবসত্তত্র সবর্ষাভিঃ সুপূজিতঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতেজাঃ শান্তয়া সহ ভার্য্যয়া ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥

মহাতেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ সকলকাম্যবস্তুর দ্বারা সৎকৃত হইয়া শান্তানাম্নী ভার্য্যার সহিত রোমপাদ-রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।৩৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশঃ সর্গঃ।

(সনৎকুমারোক্তকথায়া এব বর্ণনম্।)

ভূয় এব হি রাজেন্দ্র শৃণু মে বচনং হিতম্।
যথা স দেবপ্রবরঃ কথয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥১
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো ভবিষ্যতি সুধার্মিকঃ।
নাম্না দশরথো রাজা শ্রীমান্ সত্যপ্রতিশ্রবাঃ ॥২
অঙ্গরাজেন সখ্যঞ্চ তস্য রাজ্ঞো ভবিষ্যতি।
কন্যা চাস্য মহাভাগা শান্তা নাম ভবিষ্যতি ॥৩
পুত্রস্ত্বঙ্গস্য রাজস্য রোমপাদ ইতি শ্রুতঃ।
তং স রাজা দশরথো গমিষ্যতি মহাযশাঃ ॥৪
অনপত্যোঽস্মি ধর্মাত্মন্ শান্তাভর্তা মম ক্রতুম্।
আহরেত ত্বয়াজ্ঞপ্তঃ সন্তানার্থং কুলস্য চ ॥৫
শ্রুত্বা রাজ্ঞোঽথ তদ্বাক্যং মনসা চ বিচিন্ত্য চ।
প্রদাস্যতে পুত্রবন্তং শান্তাভর্তারমাত্মবান্ ॥৬

একাদশ সর্গ।

[সনৎকুমার-কথিত বিষয়ের বর্ণন।]

সুমন্ত্র দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ! পরমজ্ঞানী প্রভাবশালী সনৎকুমার ঐ প্রসঙ্গে আরও যেভাবে ভবিষ্যৎ-কথা কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা পুনর্বার আপনি শ্রবণ করুন। এই বাক্য আপনার অতি হিতকর হইবে।১

সনৎকুমার বলিয়াছিলেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথনামে একজন ঐশ্বর্য্যশালী রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি পরমধার্মিক ও সদা সত্যনিষ্ঠ হইবেন।২

অঙ্গদেশের রাজার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইবে। মহাসৌভাগ্যবতী শান্তানাম্নী একটি কন্যাও হইবে।৩

অঙ্গরাজের পুত্র রোমপাদ-নামে পরিচিত হইবেন। মহাযশস্বী দশরথ রোমপাদের নিকট যাইয়া বলিবেন,—ধার্মিকশ্রেষ্ঠ! আমি নিঃসন্তান। আপনার জামাতা শান্তার পতি ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনার আদেশমত যজ্ঞ করিতে বলুন। তাহা হইলে আমার বংশরক্ষা হয়।৪-৫

দশরথের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রোমপাদ চিন্তা করত কর্তব্য স্থির করিবেন এবং স্ত্রী-পুত্রসহিত ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন।৬

রাজা দশরথ নিশ্চিন্ত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া আসিবেন এবং তাঁহার দ্বারা অভীষ্ট অশ্বমেধযজ্ঞ সানন্দে সম্পন্ন করিবেন।৭

প্রতিগৃহ্য চ তং বিপ্রং স রাজা বিগতজ্বরঃ।
আহরিষ্যতি তং যজ্ঞং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৭
তচ্চ রাজা দশরথো যশস্কামঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গং দ্বিজশ্রেষ্ঠং বরয়িষ্যতি ধর্মবিৎ ॥৮
যজ্ঞার্থং প্রসবার্থঞ্চ স্বর্গার্থঞ্চ নরেশ্বরঃ।
লভতে চ স তং কামং দ্বিজমুখ্যাদ্ বিশাম্পতিঃ ॥৯
পুত্রাশ্চাস্য ভবিষ্যন্তি চত্বারোঽমিতবিক্রমাঃ।
বংশপ্রতিষ্ঠানকরাঃ সর্বভূতেষু বিশ্রুতাঃ ॥১০
এবং স দেবপ্রবরঃ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্।
সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা দেবযুগে প্রভুঃ ॥১১

ধর্মজ্ঞ ও যশোলিপ্সু দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গকে পুত্রপ্রাপ্তি এবং তজ্জন্য স্বর্গপ্রাপ্তি-কামনায় যজ্ঞে বরণ করিবেন। নরপতি দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের সাহায্যে অভীষ্টফল লাভ করিবেন।৮-৯

ঐ যাগানুষ্ঠানের ফলে দশরথের চারিটি পুত্র হইবে। তাঁহারা প্রত্যেকে প্রভূতবিক্রমশালী, বংশরক্ষাকারী ও ত্রিলোকবিখ্যাত হইবে। দেবপ্রধান সনৎকুমার সত্যযুগে অনেকপূর্বেই এই সকল কথা বলিয়াছিলেন।১০-১১

হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি সৈন্য ও হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি লইয়া সাড়ম্বরে স্বয়ং সেখানে গমন করুন এবং পরমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন।১২

সুমন্ত্রের বাক্য শুনিয়া দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে সুমন্ত্রের সকল কথা জানাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। তারপর অন্তঃপুরস্থিত মহিলাগণ ও সচিবগণের সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বাসস্থানগমনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনেক অরণ্য ও নদনদী অতিক্রম করিয়া যেস্থানে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ অবস্থান করিতেছিলেন, সেইস্থানে অভিবীরভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অগ্রসর হইয়া সেখানে দীপ্যমান অনলের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে রোমপাদের সন্নিধানে দেখিতে পাইলেন। রাজা রোমপাদ বন্ধুত্বনিবন্ধন সানন্দে বিধিমত দশরথের বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর ঋষিপুত্র ধীমান্ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট দশরথের সহিত স্বীয় বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধের কথা বলিলেন।

স ত্বং পুরুষশার্দূল সমানয় সুসৎকৃতম্।
স্বয়মেব মহারাজ গত্বা সবলবাহনঃ ॥১২
সুমন্ত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথোঽভবৎ।
অনুমান্য বসিষ্ঠঞ্চ সূতবাক্যং নিশাম্য চ ॥১৩
সাহন্তঃপুরঃ সহামাত্যঃ প্রযযৌ যত্র স দ্বিজঃ।
বনানি সরিতশ্চৈব ব্যতিক্রম্য শনৈঃ শনৈঃ ॥১৪
অভিচক্রাম তং দেশং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ।
আসাদ্য তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং রোমপাদসমীপগম্ ॥১৫
ঋষিপুত্রং দদর্শাথ দীপ্যমানমিবানলম্।
ততো রাজা যথান্যায়ং(কে পূজাং চক্রে বিশেষতঃ ॥১৬

তাহা শুনিয়া ঋষ্যশৃঙ্গও দশরথের যথাযোগ্য সম্মাননা করিলেন। নরপতি দশরথ এইভাবে সৎকৃত হইয়া অন্তরাত্মের সহিত সাত-আটদিন অতিবাহিত করিলেন, এবং একদিন বন্ধু রোমপাদকে বলিলেন,—রাজন্! আমি একটি মহৎ কার্যের অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছি। আপনার কন্যা শান্তা পতিসহ নিজ নগরী অযোধ্যায় গমন করুন—এই প্রার্থনা। রোমপাদ দশরথের কথায় সম্মত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে বলিলেন,—তুমি পত্নীর সহিত গমন কর। ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ রোমপাদের কথায় নিজসম্মতি জানাইলেন।১৩-২১

তারপর নরপতি-রোমপাদের আদেশ অনুসারে ঋষ্যশৃঙ্গ ভার্যার সহিত অযোধ্যায় যাইতে উদ্যত হইলেন। সেই সময় রোমপাদ ও দশরথ কৃতাঞ্জলি হইলেন এবং স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর রোমপাদের নিকট বিদায় লইয়া দশরথ অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালেই তিনি শীঘ্রগামী দূতগণকে অযোধ্যার পৌরজনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন—পুরবাসী সকলে অতিশীঘ্র সম্পূর্ণ অযোধ্যানগরীকে অলঙ্কৃত করুক। সকল রাজপথ সিক্ত, সম্মার্জিত, ধূপগন্ধে সুবাসিত ও পতাকাসমূহের দ্বারা সুশোভিত করুক। পৌরগণ

পাঠান্তর :—(ক) ততো রাজা যথান্যায়ং—।

সখিত্বাত্তস্য বৈ রাজ্ঞঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
রোমপাদেন চাখ্যাতমৃষিপুত্রায় ধীমতে ॥১৭
সখ্যং সম্বন্ধকং চৈব তদা তং প্রত্যপূজয়ৎ।
এবং সুসৎকৃতস্তেন সহোষিত্বা নরর্ষভঃ ॥১৮
সপ্তাষ্ট দিবসান্ রাজা রাজানমিদমব্রবীৎ।
শান্তা তব সুতা রাজন্ সহ ভর্ত্রা বিশাম্পতে ॥১৯
মদীয়ং নগরং যাতু কার্য্যং হি মহদুদ্যতম্।
তথেতি রাজা সংশ্রুত্য গমনং তস্য ধীমতঃ ॥২০
উবাচ বচনং বিপ্রং গচ্ছ ত্বং সহ ভার্য্যয়া।
ঋষিপুত্রঃ প্রতিশ্রুত্য তথেত্যাহ নৃপং তদা ॥২১
স নৃপেণাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ সহ ভার্য্যয়া।
তাবন্যোন্যাঞ্জলিং কৃত্বা স্নেহাৎ সংশ্লিষ্য চোরসা ॥২২
ননন্দতুর্দশরথো রোমপাদশ্চ বীর্য্যবান্।
ততঃ সুহৃদমাপৃচ্ছ্য প্রস্থিতো রঘুনন্দনঃ ॥২৩
পৌরেষু প্রেষয়ামাস দূতান্ বৈ শীঘ্রগামিনঃ।
ক্রিয়তাং নগরং সর্বং ক্ষিপ্রমেব স্বলঙ্কৃতম্ ॥২৪
ধূপিতং সিক্তসংমৃষ্টং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
ততঃ প্রহৃষ্টাঃ পৌরাস্তে শ্রুত্বা রাজ্ঞামাগতম্ ॥২৫
তথা চক্রুশ্চ তৎসর্বং রাজ্ঞা যৎপ্রেষিতং তদা।
ততঃ স্বলঙ্কৃতং রাজা নগরং প্রবিবেশ হ ॥২৬
শঙ্খ-দুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ পূরয়ন্ত্যা দ্বিজর্ষভম্।
ততঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা বৈ নাগরা দ্বিজম্ ॥২৭
প্রবেশ্যমানং সৎকৃত্য নরেন্দ্রেণেন্দ্রকর্মণা।
যথা দিবি সুরেন্দ্রেণ সহস্রাক্ষেণ কাশ্যপম্ ॥২৮
অন্তঃপুরং প্রবেশ্যৈনং পূজাং কৃত্বা চ শাস্ত্রতঃ।
কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মেনে তস্যোপবাহনাৎ ॥২৯
অন্তঃপুরাণি সর্বাণি শান্তাং দৃষ্ট্বা তথাগতাম্।
সহ ভর্ত্রা বিশালাক্ষীং প্রীত্যানন্দমুপাগমন্ ॥৩০
পূজ্যমানা তু তাভিঃ সা রাজ্ঞা চৈব বিশেষতঃ।
উবাস তত্র সুখিতা কঞ্চিৎ কালং সহদ্বিজা ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

দূতমুখে রাজার আগমন-বার্তা জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং তাঁহার আদেশমত সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। রাজা দশরথ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া শঙ্খ ও দুন্দুভিশব্দে মুখরিত শোভাময়ী নগরীতে প্রবেশ করিলেন। নগরবাসী সকলে ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিল। ইন্দ্রের সাহায্যকারী দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে লইয়া পুরীতে প্রবেশ করিতেছিলেন—দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন, সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে বামনদেবকে লইয়া যাইতেছেন।২২-২৭

দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং যথাবিধি পূজা করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গকে নিকটে পাইয়া রাজা নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অন্তঃপুরস্থিত রমণীগণ বিশালনয়না শান্তাকে পতির সহিত সমাগত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞীগণ কর্তৃক অতিশয় আদৃত হইয়া শান্তা পতির সহিত পরমসুখে সেখানে কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন।২৮-৩১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
আদিকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

(পুত্রপ্রাপ্ত্যর্থমশ্বমেধকরণে রাজানং প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গস্যানুমতিঃ।)

ততঃকালে বহুতিথে কস্মিংশ্চিৎ সুমনোহরে।
বসন্তে সমনুপ্রাপ্তে রাজ্ঞো যষ্টুং মনোঽভবৎ ॥১

ততঃ প্রণম্য শিরসা তং বিপ্রং দেববর্ণিনম্।
যজ্ঞায় বরয়ামাস সন্তানার্থং কুলস্য চ ॥২

তথেতি চ স রাজানমুবাচ বসুধাধিপম্।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম ॥৩

সরযূাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।
ততোঽব্রবীন্নৃপো বাক্যং ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ॥৪

সুমন্ত্রাবাহয় ক্ষিপ্রমৃত্বিজো ব্রহ্মবাদিনঃ।
সুযজ্ঞং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্ ॥৫

পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ।
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ ॥৬

সমানয়ৎ স তান্ সর্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্।
তান্ পূজয়িত্বা ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা ॥৭

ধর্মার্থসহিতং যুক্তং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ।
মম ত্বাতপ্যমানস্য পুত্রার্থং নাস্তি বৈ সুখম্ ॥৮

পুত্রার্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম।
তদহং যষ্টুমিচ্ছামি হয়মেধেন কর্মণা ॥৯

ঋষিপুত্রপ্রভাবেণ কামান্ প্রাপ্স্যামি চাপ্যহম্।
ততঃ সাধ্বিতি তদ্ বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্ ॥১০

বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে পার্থিবস্য মুখাচ্যুতম্।
ঋষ্যশৃঙ্গপুরোগাশ্চ প্রত্যূচুর্নৃপতিং তদা ॥১১

সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্।
সরযূাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্ ॥১২

সর্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রাংশ্চতুরোঽমিতবিক্রমান্।
যস্য তে ধার্মিকী বুদ্ধির্ইদং পুত্রার্থমাগতা ॥১৩

ততঃ প্রীতোঽভবদ্ রাজা শ্রুত্বা তু দ্বিজভাষিতম্

দ্বাদশ সর্গ।

[পুত্রপ্রাপ্তির জন্য অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে দশরথের প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গের অনুমতি।]

এইভাবে অনেকদিন গত হইলে পর পরম মনোহর বসন্তকালে দশরথ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিলেন।১

তারপর তিনি দেবতুল্য-তেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন এবং বংশরক্ষাকারী সন্তানের জন্য যজ্ঞ করিতে বরণ করিলেন।২

'তথাস্তু' বলিয়া বরণ স্বীকারপূর্বক ঋষ্যশৃঙ্গ ভূপতিকে বলিলেন,—রাজন্! যজ্ঞোপযোগী দ্রব্যসকল সংগ্রহ করুন এবং অশ্ব পরিত্যাগ করুন। সরযূনদীর উত্তরতীরে যজ্ঞস্থল নির্মাণ করুন। ইহা শুনিয়া নরপতি বলিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি বেদপারগত ও বেদপাঠরত ঋত্বিগ্‌দিগকে অতিশীঘ্র আনয়ন কর। সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমূহকে আনয়ন কর। অনন্তর ক্ষিপ্রগতি সুমন্ত্র অতিসত্বর যাইয়া বেদশাস্ত্রপারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্মাত্মা দশরথ সমাগত দ্বিজগণের পূজা করিয়া ধর্মার্থসহিত সময়োপযোগী মধুরবচনে বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি পুত্র-কামনায় তপস্যারত হইয়াও সুখী হইতে পারি নাই।৩-৮

এইজন্য ঐ কামনা পূর্ণ করিতে অশ্বমেধযাগের অনুষ্ঠান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এখন আমি সঙ্কল্পিত অশ্বমেধযাগের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি।৯

আমার বিশ্বাস—বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গের প্রভাবে আমি কাম্যবস্তু লাভ করিতে পারিব। দশরথের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সাধু সাধু বলিয়া মহারাজের বাক্যকে অভিনন্দিত করিলেন। তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ আদি ঋষিগণ বলিলেন,—প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করুন, অশ্ব মোচন করুন এবং সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞস্থল নির্মাণ করুন।১০-১২

মহারাজ! পুত্রলাভের জন্য তোমার ধর্মময়ী বুদ্ধি হইয়াছে, এইজন্য তুমি অবশ্যই অপরিমিতবলশালী চারিটি পুত্র লাভ করিবে।১৩

অমাত্যানব্রবীদ্ রাজা হর্ষেণেদং শুভাক্ষরম্ ॥১৪
গুরূণাং বচনাচ্ছীঘ্রং সম্ভারাঃ সম্প্রিয়ন্তু মে।
সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্ ॥১৫
সরযূনান্দনোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমিবিধীয়তাম্।
শান্তয়শ্চাভিবর্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি ॥১৬
শক্যঃ কর্তুমহং যজ্ঞঃ সর্বেণাপি মহীক্ষিতা।
নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যস্মিন্ ক্রতুবরে মমে ॥১৭
ছিদ্রং হি মৃগয়ন্ত্যেতে বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্তা বিনশ্যতি ॥১৮
তদ্‌যথা বিধিপূর্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে।
তথা বিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ করণেষ্বিহ ॥১৯
তথেতি চ ততঃ সর্বে মন্ত্রিণঃ প্রত্যপূজয়ন্।
পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্বাক্যং যথাজ্ঞপ্তমকুর্বত ॥২০
ততো দ্বিজাস্তে ধর্মজ্ঞমস্তুবন্ পার্থিবর্ষভম্।
অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্ ॥২১
গতানাং তেষু বিপ্রেষু মন্ত্রিণস্তান্নরাধিপঃ।
বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥১২

ব্রাহ্মণগণের এই সকল বাক্য শুনিয়া রাজা অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং মন্ত্রিগণকে হৃষ্টচিত্তে শুভবাক্য বলিতে লাগিলেন,—তোমরা গুরুজনের বচনানুরূপ সামগ্রী সংগ্রহ কর। শক্তিশালী পুরুষ ও পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে অশ্বমোচন কর।১৪-১৫

সরযূর উত্তরতটে যজ্ঞস্থল নির্মাণ কর। যথাক্রমে বিধিপূর্বক শান্তিকর্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হউক।১৬

সকল নরপতিই এই অশ্বমেধযাগ করিতে পারে—যদি এই শ্রেষ্ঠযাগে ক্লেশজনক কোন অপরাধ না হয়।১৭

ছিদ্রান্বেষণ-কুশল ব্রহ্মরাক্ষসগণ সর্বদা ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে। বিধিহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অনুষ্ঠাতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তোমরা সকলেই কার্যকুশল। আমার এই মহাযজ্ঞ যাহাতে বিধিপূর্বক সম্পন্ন হয়, তোমরা সেইরূপ চেষ্টা কর।১৮-১৯

মন্ত্রিগণ নরপতির বাক্য শুনিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া অভিনন্দন করিলেন এবং আদেশানুরূপ কার্য করিলেন।২০

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ রাজশ্রেষ্ঠ পরমধার্মিক দশরথের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্ব-স্থানে প্রতিগমন করিলেন।২১

এইভাবে ব্রাহ্মণগণ চলিয়া গেলে পর দশরথ সমাগত মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন।২২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

রাজাজ্ঞয়াহূতমাণ্ডলিকানাং রাজ্ঞাকাহ্বানম্ অশ্বশালাদিকরণে তদনুশাসনঞ্চ।

পুনঃ প্রাপ্তে বসন্তে তু পূর্ণঃ সংবৎসরোঽভবৎ।
প্রসবার্থং ততো যষ্টুং হয়মেধেন বীর্য্যবান্ ॥১
অভিবাদ্য বসিষ্ঠঞ্চ স্যায়তঃ প্রতিপূজ্য চ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং প্রসবার্থং দ্বিজোত্তমম্ ॥২
যজ্ঞো মে ক্রিয়তাং ব্রহ্মন্ যথোক্তং মুনিপুঙ্গব।
যথা ন বিঘ্নাঃ ক্রিয়ন্তে যজ্ঞাঙ্গেষু বিধীয়তাম্ ॥৩
ভবান্ স্নিগ্ধঃ সুহৃন্মহ্যং গুরুশ্চ পরমো মহান্।
বোঢ়ব্যো ভবতা চৈব ভারো যজ্ঞস্য চোদ্যতঃ (ক) ॥৪
তথেতি চ স রাজানমব্রবীদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
করিষ্যে সর্বমেবৈতদ্ভবতা যৎ সমর্থিতম্ ॥৫
ততোঽব্রবীদ্দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ যজ্ঞকর্মণি নিষ্ঠিতান্।
স্থাপত্যে নিষ্ঠিতাংশ্চৈব বহ্বান্ পরমধার্মিকান্ ॥৬
কর্মান্তিকান্ শিল্পকরান্ বর্ধকীন্ খনকানপি।
গণকাঞ্চিল্পিনশ্চৈব তথৈব নটনর্তকান্ ॥৭
তথা শুচীঞ্ছাস্ত্রবিদঃ পুরুষান্ সুবহুশ্রুতান্।
যজ্ঞকর্ম সমীহন্তাং ভবন্তো রাজশাসনাৎ ॥৮
ইষ্টকা বহুসাহস্রী শীঘ্রমানীয়তামিতি।
ঔপকার্য্যাঃ (খ) ক্রিয়ন্তাঞ্চ রাজ্ঞো বহুগুণান্বিতাঃ ॥৯
ব্রাহ্মণাবসথাশ্চৈব কর্তব্যাঃ শতশঃ শুভাঃ।
ভক্ষ্যান্নপানৈর্বহুভিঃ সমুপেতাঃ সুনির্মিতাঃ ॥১০
তথা পৌরজনস্যাপি কর্তব্যাশ্চ সুবিস্তরাঃ।
আগতানাং সুদূরাচ্চ পার্থিবানাং পৃথক্ পৃথক্ ॥১১
বাজি-বারণশালাশ্চ তথা শয্যাগৃহাণি চ।
ভট্টানাং মহদাবাসা বৈদেশিকনিবাসিনাম্ ॥১২

ত্রয়োদশ সর্গ।

[রাজা দশরথের অনুমতিক্রমে অশ্বমেধযজ্ঞে অন্যান্য মাণ্ডলিকগণ ও নরপতিগণের আহ্বান এবং অশ্বশালাদি করিবার জন্য যথোক্তবিধান বর্ণন।]

বসন্তকাল পুনর্বার সমাগত হওয়ায় একবৎসর পূর্ণ হইল। বীর্য্যবান্ দশরথ পুত্রলাভ-কামনায় অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার জন্য বসিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন।১

তিনি অভিবাদন ও বিধিমত পূজা করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে বেদজ্ঞ মুনিবর! আপনি শাস্ত্রানুসারে আমার অশ্বমেধযজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করুন। এমনভাবে কার্য্য করুন, যেন ব্রহ্মরাক্ষসগণ যজ্ঞের কোন অঙ্গে বিঘ্ন করিতে না পারে।২-৩

আপনি আমার হিতকারী বন্ধু ও পরম গুরু। সুতরাং এই উপস্থিত কার্য্যের সকলভার আপনাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।৪

দশরথের এই বাক্য শুনিয়া দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ সম্মতি প্রকাশপূর্বক বলিলেন,—আপনার প্রার্থনানুসারে আমি সকলকার্য্যই সম্পন্ন করিব।৫

অনন্তর মহর্ষি যজ্ঞকর্মে নিপুণ বৃদ্ধব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আপনারা নৃপতির আদেশে যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করুন কেবল ব্রাহ্মণগণকেই নয়, পরমধার্মিক প্রধান স্থাপত্যবিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তিগণকে, কর্মকারক ভৃত্যগণকে, সূত্রধর, খননকারী, গণক, নট, নর্তক ও বহুদর্শী পবিত্রস্বভাব পণ্ডিতগণকেও আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা সকলে মহারাজের আদেশে যাগোপযোগী সকলকার্য্য সম্পন্ন কর।৬-৮

অতিশীঘ্রই বহুসহস্রসংখ্যক ইষ্টক আনয়ন কর। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের বাসের জন্য উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করিয়া বিবিধদ্রব্যে সজ্জিত কর। ব্রাহ্মণগণের জন্য নানাপ্রকার অন্ন-পানাদি দ্রব্যসমন্বিত অনেকগুলি রমণীয় গৃহ নির্মাণ কর।৯-১০

পুরবাসী জনগণের জন্য এবং বহুদূর হইতে সমাগত নরপতিগণের জন্যও পৃথক্ পৃথক্ বহুগৃহ নির্মাণ কর। অশ্বশালা, হস্তিশালা, শয়নগৃহ ও বিদেশাগত বীরগণের

পাঠান্তর :—(ক) —ভারো যজ্ঞস্য চোদ্যতঃ।

(খ) উপকার্য্যাঃ

আবাসা বহুভক্ষ্যা বৈ সর্বকামৈরুপস্কৃতাঃ।
তথা পৌরজনস্যাপি জনস্য বহুশোভনম্ ॥১৩
দাতব্যমন্নং বিধিবৎ সৎকৃত্য ন তু লীলয়া।
সর্বে বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসৎকৃতাঃ ॥১৪
ন চাবজ্ঞা প্রয়োক্তব্যা কাম-ক্রোধবশাদপি।
যজ্ঞকর্মসু যে ব্যগ্রাঃ পুরুষাঃ শিল্পিনস্তথা ॥১৫
তেষামপি বিশেষেণ পূজা কার্য্যা যথাক্রমম্।
যে স্যুঃ সংপূজিতাঃ সর্বে বস্তুভির্ভোজনেন চ ॥১৬
যথা সর্বং সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে।
তথা ভবন্তঃ কুর্বন্তু প্রীতিযুক্তেন চেতসা ॥১৭
ততঃ সর্বে সমাগম্য বসিষ্ঠমিদমব্রুবন্।
যথোক্তং তৎ করিষ্যামো ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে।
ততঃ সুমন্ত্রমাহূয় বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৯
নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ ॥২০
সমানয়স্ব সৎকৃত্য সর্বদেশেষু মানবান্।
মিথিলাধিপতিং শূরং জনকং সত্যবাদিনম্।
নিষ্ঠিতং সর্বশাস্ত্রেষু তথা বেদেষু নিষ্ঠিতম্ ॥২১
তমানয় মহাভাগং স্বয়মেব সুসৎকৃতম্।
পূর্বং সম্বন্ধিনং জ্ঞাত্বা ততঃ পূর্বং ব্রবীমি তে ॥২২
তথা কাশীপতিং স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্।
সদৃশং দেবসঙ্কাশং স্বয়মেবানয়স্ব হ ॥২৩

জন্য বড় বড় গৃহ নির্মাণ কর। আবাসস্থানগুলি নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও বিবিধ উপকরণে পূর্ণ করিয়া রাখ। এই যজ্ঞে যে সকল অন্যজনপদবাসী উপস্থিত হইবে, তাহাদের জন্যও সুশোভিত গৃহসকল সংরক্ষিত কর।১১-১৩

যথাবিধি আদরপূর্বক সকলকে অন্নদান করিও, অবহেলা করিয়া তাহা করিও না। চারিবর্ণের ব্যক্তিগণ সকলেই যেন সমাদৃত হইয়া পূজাপ্রাপ্ত হয়। কাম বা ক্রোধবশতঃ কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না। যে সকল শিল্পী ও অন্যান্যকর্মচারী যাগকার্যে ব্যগ্র থাকিবে, তাহাদিগকেও যথাক্রমে বিশেষভাবে সৎকৃত করিও। যেহেতু যাহারা অর্থ ও ভোজ্যাদি দ্বারা সমাদৃত হয়, তাহাদের দ্বারা কার্যসকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, কোনরূপ ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তোমরা সকলে আনন্দিত মনে নিজ নিজ কার্য্য অনুষ্ঠান কর।১৪-১৭

বসিষ্ঠ এইভাবে সকলকে আদেশ করিলে পর তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল,—আপনার আদেশমত সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। কোন কার্যে কোনরূপ ত্রুটি হইবে না। আপনি যেরূপ বলিয়াছেন আমরা সেইরূপই করিব, কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবে না। তখন বসিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—পৃথিবীতে যে সকল নরপতি ধর্মপরায়ণ, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ কর। আর যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্ব-স্ব-ধর্মাচরণে রত, তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মানপূর্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন কর। অন্যান্য দেশে যে সকল মানবগণ আছেন, তাঁহাদিগকেও আদরপূর্বক আনয়ন কর। সর্ববেদে এবং সর্বশাস্ত্রে নিপুণ, বীর ও সত্যবাদী মিথিলাপতি জনকরাজাকে স্বয়ং যাইয়া বিশেষ আদরপূর্বক আনয়ন কর। আমি জানিয়াছি—রাজর্ষি জনক বহুপূর্ব হইতেই রঘুবংশের সুহৃৎ। সেইজন্য তাঁহাকে প্রথমেই আনিতে বলিতেছি।১৮-২২

তারপর স্নেহশীল, সতত প্রিয়বাদী ও দেবতুল্য-সচ্চরিত্র কাশীরাজকে তুমি স্বয়ং যাইয়া আনয়ন কর এবং পরমধার্মিক বৃদ্ধ কেকয়-রাজকে আনয়ন কর। কেকয়রাজ আমাদের মহারাজ দশরথের শ্বশুর। তাঁহাকে আনয়ন করিবার কালে তাঁহার পুত্রকেও লইয়া আসিবে। অনন্তর মহারাজের পরমমিত্র মহাধনুর্ধারী অঙ্গদেশপতি সপুত্র রোমপাদকে বিশেষ সৎকারপূর্বক এখানে আনয়ন কর। তারপর কোশলরাজ ভানুমান্‌কে এবং সর্বশাস্ত্রবিৎ, বীর, উদারপ্রকৃতি ও প্রজাপালন-

---

*১৭নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধটি অধিক দেখা যায়,—
'তে চ স্থাঃ সুহৃদঃ সর্বে বস্তুভির্ভোজনেন চ।'

তথা কেকয়রাজানং বৃদ্ধং পরমধার্মিকম্।
শ্বশুরং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয় ॥২৪

অঙ্গেশ্বরং মহেষ্বাসং রোমপাদং সুসংকৃতম্।
বয়স্যং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয়* ॥২৫

তথা কোসলরাজানং ভানুমন্তং সুসংকৃতম্।
মগধাধিপতিং শূরং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥২৬

প্রাগ্জ্যোতিষং পরমোদারং সংকৃতং পুরুষর্ষভম্।
রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় চোদয়স্ব নৃপর্ষভান্ ॥
প্রাচীনান্ সিন্ধু-সৌবীরান্ সৌরাষ্ট্রেয়াংশ্চ
পার্থিবান্ ॥২৭
দাক্ষিণাত্যান্ নরেন্দ্রাংশ্চ সমস্তানানয়স্ব হ।
সন্তি স্নিগ্ধাশ্চ যে চান্যে রাজানঃ পৃথিবীতলে ॥২৮

তানানয় যথাক্ষিপ্রং সানুগান্ সহবান্ধবান্।
এতান্ দূতৈর্মহাভাগৈরানয়স্ব নৃপাজ্ঞয়া ॥২৯

বসিষ্ঠবাক্যং তচ্ছ্রুত্বা সুমন্ত্রস্ত্বরিতং তদা।
ব্যাদিশৎ পুরুষাংস্তত্র রাজ্ঞামানয়নে শুভান্ ॥৩০

বিপুল মগধরাজকে বিশেষ সম্মান দান করিয়া আনয়ন কর। অনন্তর মহারাজের নির্দেশ ও অনুশাসন লইয়া পূর্বদেশীয়, সিন্ধু-সৌবীরদেশীয়, সৌরাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যদেশীয় প্রধান প্রধান নরপতিগণকে এবং অন্যান্য রাজগণকে আনয়ন কর। পৃথিবীতে যে সকল সম্বন্ধযুক্ত নরপতি আছেন, তাহাদের সকলকেই অনুচর ও বান্ধবসহিত আনয়ন কর। ইহাদিগকে আনয়ন করিতে তুমি দশরথের আদেশানুসারে দূতগণকে প্রেরণ কর।২৩-২৯

বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সুমন্ত্র নৃপতিগণকে আনয়ন করিবার জন্য উপযুক্ত দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর মহামতি ধর্মপরায়ণ সুমন্ত্র নিজেও অবিলম্বে বশিষ্ঠের আদেশানুসারে রাজগণকে আনয়ন করিতে গমন করিলেন।৩০-৩১

সম্পূর্ণকার্যসম্পাদনকারী ভৃত্যগণ যজ্ঞের জন্য যাহা আয়োজন করিয়াছিল, তাহা বশিষ্ঠকে নিবেদন করিল।৩২

* কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকটি নিম্নলিখিতরূপে দেখা যায়, যথা—
তথা কোসলরাজানং ভানুমন্তং সুসংকৃতম্।
অঙ্গেশ্বরং মহেষ্বাসং রোমপাদং সুসংকৃতম্।
বয়স্যং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয় ॥২৫

স্বয়মেব হি ধর্মাত্মা প্রযযৌ ক মুনিশাসনাৎ।
সুমন্ত্রস্ত্বরিতো ভূত্বা সমানেতুং মহামতিঃ ॥৩১

তে চ কর্মান্তিকাঃ সর্বে বসিষ্ঠায় মহর্ষয়ে।
সর্বং নিবেদয়ন্তি স্ম যজ্ঞে যদুপকল্পিতম্ ॥৩২

ততঃ প্রীতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তান্ সর্বান্ মুনিরব্রবীৎ।
অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যচিল্লীলয়াপি বা ॥৩৩

অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাদ্ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ।
ততঃ কৈশ্চদহোরাত্রৈরুপযাতা মহীক্ষিতঃ ॥৩৪

বহূনি রত্নান্যাদায় রাজ্ঞো দশরথস্য হ
ততো বসিষ্ঠঃ সুপ্রীতো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৩৫

উপযাতা নরব্যাঘ্র! রাজানস্তব শাসনাৎ।
ময়াপি সংকৃতাঃ সর্বে যথার্হং রাজসত্তম ॥৩৬

যজ্ঞিয়শ্চ কৃতঃ সর্বঃ পুরুষৈঃ সুসমাহিতৈঃ।
নির্বাতু চ ভবান্ দ্রষ্টুং যজ্ঞায়তনমন্তিকাৎ ॥৩৭

সর্বকামৈরুপহৃতৈরুপেতং বৈ সমন্ততঃ।
দ্রষ্টুমর্হসি রাজেন্দ্র মনসেব বিনির্মিতম্ ॥৩৮

তারপর ঐ সকল আয়োজিত দ্রব্য দেখিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ-ঋষি প্রীত হইলেন এবং সকলকে বলিলেন,—তোমরা কেহই অবজ্ঞা কিংবা অবহেলা করিয়া কাহাকেও দান করিও না। অবজ্ঞাপূর্বক দান করিলে ঐ দান দাতাকে বিনাশ করে—ইহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর কয়েকদিন পরেই নিমন্ত্রিত নরপতিগণ মহারাজ দশরথকে উপহার দিবার জন্য প্রচুর রত্নাদি লইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তখন আনন্দিত বশিষ্ঠদেব মহারাজকে বলিলেন,—নরোত্তম! আপনার শাসনানুসারে নরপতিবৃন্দ আসিয়াছেন। রাজশ্রেষ্ঠ! আমি ঐ সকল নরপতির উচিত অভ্যর্থনা করিয়াছি।

সুদক্ষ ভৃত্যগণ প্রয়োজনীয় যজ্ঞসামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছে। অতএব আপনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার জন্য যজ্ঞভূমির নিকটে গমন করুন।৩৫-৩৭

রাজেন্দ্র! যজ্ঞস্থলের সর্বত্রই নানাবিধ কাম্যবস্তু স্থাপিত হইয়াছে। দেখিলেই মনে হইবে—যেন কল্পনা দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে। আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করুন।৩৮

পাঠান্তর :—(৩১) স্বয়মেব হি ধর্মাত্মা প্রযযৌ—।

তথা বসিষ্ঠবচনাদৃষ্যশৃঙ্গস্য চোভয়োঃ।
দিবসে শুভনক্ষত্রে নির্যাতো জগতীপতিঃ ॥৩৯
ততো বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বএব দ্বিজোত্তমাঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য যজ্ঞকর্মারভংস্তদা ॥৪০

যজ্ঞবাটং গতাঃ সর্বে যথাশাস্ত্রং যথাবিধি।
শ্রীমাংশ্চ সহপত্নীভী রাজা দীক্ষামুপাবিশৎ ॥৪১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

অনন্তর মহীপতি দশরথ বসিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মতি লইয়া শুভনক্ষত্রযুক্ত দিবসে অযোধ্যাপুরী হইতে যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন ।৩৯

বসিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রণী করিয়া শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে বিশাল যজ্ঞশালায় গমনপূর্বক অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। শ্রীমান্ দশরথও মহিষীগণসহ যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ করিলেন ।৪১।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
আদিকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দশঃ সর্গঃ

(দশরথস্য হয়মেধস্য বর্ণনম্, ঋষ্যশৃঙ্গাচ্চতুঃসুতভবন-বরপ্রাপ্তিঃ।

অথ সংবৎসরে পূর্ণে তস্মিন্ প্রাপ্তে তুরঙ্গমে
সরযূশ্চোত্তরে তীরে রাজ্ঞে যজ্ঞোঽভ্যবর্তত ॥১
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে রাজ্ঞোঽস্য ক্রতুহাক্সনঃ ॥২
কর্ম কুর্বন্তি বিধিবদ্ যাজকা বেদপারগাঃ।
যথাবিধি যথান্যায়ং পরিক্রামন্তি শাস্ত্রতঃ ॥৩
প্রবর্গ্যং শাস্ত্রতঃ কৃত্বা তথৈবোপসদং দ্বিজাঃ।
চক্রুশ্চ বিধিবৎ সর্বমধিকং কর্ম শাস্ত্রতঃ ॥৪

অভিপূজ্য তদা হৃষ্টাঃ সর্বে চক্রুর্যথাবিধি।
প্রাতঃসবনপূর্বাণি কর্মাণি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৫
ঐন্দ্রশ্চ বিধিবদ্দত্তো রাজ্ঞা চাভিঘৃতোঽনঘঃ।
মাধ্যন্দিনঞ্চ সবনং প্রাবর্তত যথাক্রমম্ ॥৬
তৃতীয়সবনঞ্চৈব রাজ্ঞোঽস্য ক্রতুহাক্সনঃ।
চক্রুস্তে শাস্ত্রতো দৃষ্ট্বা যথা ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ ॥৭
আহুয়াকক্রিরে তত্র শক্রাদীন্ বিবুধোত্তমান্।

চতুর্দশ সর্গ।

[রাজা দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞের বর্ণন ও ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট হইতে তাঁহার চারিটি পুত্রলাভের বরপ্রাপ্তি]।

অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে একবৎসর পূর্বে মুক্ত যজ্ঞীয় অশ্বটি ফিরিয়া আসিল। তখন সরযূর উত্তরতীরে মহারাজের অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ হইল ।১

মহাত্মা দশরথের এই অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে রাখিয়া অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ।২

বেদবিৎ যাজকগণ বিধিপূর্বক মীমাংসাশাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে যথাসময়ে সকল কর্ম করিতে লাগিলেন, এবং যজ্ঞকর্মনিষ্পাদনের জন্য যথানিয়মে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন ।৩

ঐ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে প্রবর্গ্যনামক কর্ম সম্পন্ন করিয়া উপসদনামক কর্মটি সম্পন্ন করিলেন। তারপর শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য কর্মসমূহেরও বিধিমত অনুষ্ঠান করিলেন ।৪

অনন্তর মুনিগণ পূর্বোক্ত কর্মসমূহের অধিপতি দেবতাগণের পূজা করিয়া আনন্দিত মনে প্রাতঃসবন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ।৫

প্রথমেই ব্রাহ্মণকুল ইন্দ্রের উদ্দেশে পাপহর আহুতি দান করিলেন এবং প্রস্তর দ্বারা পেষণ করিয়া সোমলতার রস বাহির করিলেন। পরে যথাক্রমে মাধ্যন্দিন-সবন

ঋষ্যশৃঙ্গাদয়ো মন্ত্রৈঃ শিক্ষাক্ষরসমন্বিতৈঃ ॥৮
গীতিভির্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মন্ত্রাহ্বানৈর্যথার্হতঃ।
হোতারো দদুরাবাহ্য হবির্ভাগান্ দিবৌকসাম্ ॥৯
ন চাহুতমভূত্তত্র স্খলিতং বা ন কিঞ্চন।
দৃশ্যতে ব্রহ্মবৎ সর্বং ক্ষেমযুক্তং হি চক্রিরে ॥১০
ন তেষ্বহঃসু শ্রান্তো বা ক্ষুধিতো বা ন দৃশ্যতে।
নাবিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্নাশতানুচরস্তথা ॥১১
ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভুঞ্জতে।
তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে ॥১২
বৃদ্ধাশ্চ ব্যাধিতাশ্চৈব স্ত্রীবালাশ্চ তথৈব চ।
অনিশং ভুঞ্জমানানাং ন তৃপ্তিরুপলভ্যতে ॥১৩
দীয়তাং ভুজ্যতামন্নং বাসাংসি বিবিধানি চ।
ইতি সঞ্চোদিতাস্তত্র তথা চক্রুরনেকশঃ ॥১৪
অন্নকূটাশ্চ দৃশ্যন্তে বহবঃ পর্বতোপমাঃ।
দিবসে দিবসে তত্র দিশ্যন্ত বিধিবত্তদা ॥১৫
নানাদেশাদনুপ্রাপ্তাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীগণাস্তথা।
অন্নপানৈঃ সুবিহিতাস্তস্মিন্ যজ্ঞে মহাত্মনঃ ॥১৬
অন্নং হি বিধিবৎ স্বাদু প্রশংসন্তি দ্বিজর্ষভাঃ।
অহো তৃপ্তাঃ স্ম ভদ্রং তে ইতি শুশ্রাব রাঘবঃ ॥১৭
স্বলঙ্কৃতাশ্চ পুরুষা ব্রাহ্মণান্ পর্য্যবেদয়ন্।
উপাদদতে চ তাম্বন্যে সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥১৮
কর্মান্তরে তদা বিপ্রা হেতুবাদান্ বহূনপি।

অর্থাৎ মধ্যদিবসের যাগ অনুষ্ঠান করিয়া তৃতীয়-সবনও সম্পন্ন করিলেন। মহারাজ দশরথের এই সকল কর্ম শাস্ত্রানুসারেই সম্পন্ন হইল।৬-৭

ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি যাজ্ঞিকগণ শিক্ষাশাস্ত্রোক্ত উচ্চারণ-রীতি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে আহ্বান করিলেন। সামবেদোক্ত সুমধুর স্নিগ্ধ যথাযোগ্য মন্ত্রের দ্বারা দেবতাগণকে আবাহন করা হইলে আহুতি-দানকারী ঋত্বিক্‌সমূহ দেবতার নিজ নিজ যজ্ঞাংশ হবিঃ প্রদান করিলেন।৮-৯

এই মহাযজ্ঞে শাস্ত্রানুসারে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হওয়ায় অবৈধভাবে আহুতিদান হয় নাই এবং কোন-প্রকার ত্রুটিও হয় নাই। মন্ত্রপূত সকলকার্য্যই মঙ্গলপূর্ণ হইয়াছিল।১০

যজ্ঞানুষ্ঠানরত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কাহাকেও দিবাভাগে শ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহই অবিদ্বান্ ছিলেন না এবং একশত অনুচর নাই এমন কেহও ছিলেন না।১১

অশ্বমেধযাগের সময় ঐ স্থানে ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ, ব্রহ্মচারিগণ ও সন্ন্যাসিগণ প্রতিদিন ভোজন করিতে লাগিল।১২

বৃদ্ধ, রুগ্ন, স্ত্রী ও বালকগণও প্রতিদিন ঐভাবে ভোজন করিত। অবিরাম ভোজনাদি চলিতে থাকিলেও ভোজ্যদ্রব্যের উৎকৃষ্টতার জন্য কাহারও অরুচি বা অনিচ্ছা হয় নাই।১৩

'নানাবিধ অন্ন ও বস্ত্র দান কর' এইরূপ নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া পরিবেষণকারী ব্যক্তিগণ নির্দেশানুসারে কার্য্য করিতেছিল।১৪

রন্ধনশাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়া অনুসারে প্রস্তুত অন্ন প্রভৃতির স্তূপসমূহ পর্বতাকারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। মহাত্মা দশরথের ঐ যজ্ঞে নানাদেশ হইতে আগত নরনারীগণ প্রচুর অন্ন-পানাদির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। ভোজনকালে ব্রাহ্মণবৃন্দ সুন্দরভাবে প্রস্তুত সুস্বাদু ভোজ্য অন্নাদির প্রশংসা করিতেছিলেন। 'আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। মহারাজ! আপনার জয় হউক' ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ কথিত এইরূপ প্রশংসাদিসূচক বাক্য দশরথ শ্রবণ করিয়াছিলেন।১৫-১৭

অলঙ্কার-পরিধানকারী পুরুষগণ ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেষণ করিতেছিল। অন্যান্য ব্যক্তিগণ উজ্জ্বলমণিময় কুণ্ডল ধারণ করিয়া পরিবেষণকারীদিগকে সাহায্য করিতেছিল।১৮

সুবক্তা ধীর ব্রাহ্মণগণ এক একটি কার্য্য সমাপ্তির পর অপর কার্য্যের আরম্ভের পূর্বে পরস্পরকে পরাজিত করিবার ইচ্ছায় নানাপ্রকার হেতু উল্লেখপূর্বক শাস্ত্রীয় বিচার করিতেছিলেন।১৯

প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পরজিগীষয়া ॥১৯
দিবসে দিবসে তত্র সংস্তরে কুশলা দ্বিজাঃ।
সর্বকর্মাণি চক্রুস্তে যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ ॥২০
নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীন্নাব্রতো নাবহুশ্রুতঃ।
সদস্যস্তস্য বৈ রাজ্ঞো নাবাদকুশলা দ্বিজাঃ ॥২১
প্রাপ্তে যূপোচ্ছ্রয়ে তস্মিন্ ষড়্ বৈল্বাঃ খাদিরাস্তথা।
ভাবস্তো বিল্বসহিতাঃ পলাশশ্চ তথা পরে ॥২২
শ্লেষ্মাতকময়ো দিষ্টো দেবদারুময়স্তথা।
দ্বাবেব তত্র বিহিতৌ বাহুব্যস্তপরিগ্রহৌ ॥২৩
কারিতাঃ সর্ব এবৈতে শাস্ত্রতত্ত্বার্থযুক্তকোবিদৈঃ।
শোভার্থং তস্য যজ্ঞস্য কাঞ্চনালঙ্কৃতাভবন্ ॥২৪
একবিংশতিযূপান্তে একবিংশত্যরত্নয়ঃ।
বাসোভিরেকবিংশদ্ভিরেকৈকং সমলঙ্কৃতাঃ ॥২৫
বিন্যস্তা বিধিবৎ সর্বে শিল্পিভিঃ কৃতা দৃঢ়াঃ।
অষ্টাশ্রয়ঃ সর্ব এব শ্লক্ষ্ণরূপসমন্বিতাঃ ॥২৬
আচ্ছাদিতাস্তে বাসোভিঃ পুষ্পগন্ধৈশ্চ পূজিতাঃ।
সপ্তর্ষয়ো দীপ্তিমন্তো বিরাজন্তে যথা দিবি ॥২৭
ইষ্টকাশ্চ যথান্যায়ং কারিতাশ্চ প্রমাণতঃ।
চিতোঽগ্নির্ব্রাহ্মণৈস্তত্র কুশলৈঃ শিল্পকর্মণি ॥২৮
স চিত্যো রাজসিংহস্য সঙ্কিতঃ কুশলৈর্দ্বিজৈঃ।
গরুড়ো রুক্মপক্ষো বৈ ত্রিগুণোঽষ্টাদশাত্মকঃ ॥২৯
নিযুক্তাস্তত্র পশবস্তত্তদুদ্দিশ্য দৈবতম্।
উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ ॥৩০
শামিত্রে তু হয়স্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে।
ঋষিভিঃ (ক) সর্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতস্তদা ॥৩১
পশূনাং ত্রিশতং তত্র যূপেষু নিয়তং তদা।
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ ॥৩২
কৌসল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা ॥৩৩
পতত্রিণা তদা সার্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।

যজ্ঞকর্মনিপুণ ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যহ যজ্ঞের সকলকার্য্য করিতে লাগিলেন।২০

যিনি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গসহিত বেদাধ্যয়ন করেন নাই, যিনি ব্রতপরায়ণ ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ নহেন, এবং যাঁহার শাস্ত্রবিচারনৈপুণ্য নাই—এইরূপ কোন ব্রাহ্মণ মহারাজ দশরথের যজ্ঞে ঋত্বিক্ বা সদস্য হন নাই।২১

প্রারম্ভ অশ্বমেধযজ্ঞে যূপস্থাপনকালে শাস্ত্রজ্ঞ ও যজ্ঞকার্য্যকুশল ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানে বিল্বকাষ্ঠনির্মিত ছয়টি, খদিরকাষ্ঠনির্মিত ছয়টি, পলাশকাষ্ঠনির্মিত ছয়টি, শ্লেষ্মাতকের (বোঁয়ারের) একটি এবং প্রসারিতবাহুর মত দীর্ঘ দেবদারুনির্মিত দুইটি যূপকে যজ্ঞের শোভাবৃদ্ধির জন্য সুবর্ণে ভূষিত করা হইল। ঐ একবিংশতিসংখ্যক যূপগুলির প্রত্যেকটিই একবিংশতি অরত্নি-পরিমিত। অষ্টকোণবিশিষ্ট মসৃণ যূপগুলি পরিমাণানুরূপ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া বিধিমত স্থাপিত হইল। শিল্পিগণ দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিলে পর বস্ত্র, গন্ধ ও পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা পূজিত হইয়া স্বর্গে দীপ্তিমান্ সপ্তর্ষিদের মত শোভা পাইতে লাগিল।২২-২৭

শিল্পকার্য্যে নৈপুণ্য থাকায় ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই শাস্ত্রানুসারে নির্মিত ইষ্টকের দ্বারা অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন।২৮

কুণ্ডনির্মাণকুশল ব্রাহ্মণগণকর্তৃক নির্মিত ঐ অগ্নিকুণ্ড গরুড়ের ন্যায় ত্রিকোণাকৃতি ও সুবর্ণপক্ষযুক্ত এবং অষ্টাদশ প্রস্তারযোগ্য হইল।২৯

যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে দেবগণের উদ্দেশে নানাবিধ সর্প, পক্ষী, অশ্ব ও জলচরপ্রাণী পূর্বোক্ত যূপসমূহে নিবদ্ধ হইয়াছিল। যখন শামিত্র-নামক কর্মের সময় উপস্থিত হইল, তখন ঋষিগণ শাস্ত্রানুসারে নির্দিষ্ট বলি প্রদান করিলেন।৩০-৩১

পূর্বোক্ত যূপকাষ্ঠসমূহে তিনশত পশু ও মহারাজ দশরথের অশ্বরত্নটি নিবদ্ধ হইয়াছিল।৩২

প্রধানমহিষী কৌশল্যা প্রসন্নচিত্তে অশ্বটির পরিচর্য্যা করিয়া তিনবার ষড়্গপ্রহারের দ্বারা ছেদন করিলেন।৩৩

তারপর তিনি ধর্মপ্রাপ্তির জন্য পক্ষবিশিষ্ট ঐ

পাঠান্তর :—(ক) ঋষিভিঃ।—

অবসদ্ রজনীমেকাং কৌসল্যা ধর্মকাম্যয়া ॥৩৬
হোতাঽধ্বর্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্।
মাহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা ॥৩৫
পতত্রিণস্তস্য বপামুদ্ধৃত্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ঋত্বিক্ পরমসম্পন্নঃ শ্রপয়ামাস শাস্ত্রতঃ ॥৩৬
ধূমগন্ধং বপায়াস্তু জিঘ্রতি স্ম নরাধিপঃ।
যথাকালং যথান্যায়ং নির্হরন্ পাপমাত্মনঃ ॥৩৭
হয়স্য যানি চাঙ্গানি তানি সর্বাণি ব্রাহ্মণাঃ।
অগ্নৌ প্রাস্যন্তি বিধিবৎ সমস্তাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ ॥৩৮
প্লক্ষশাখাসু যজ্ঞানামন্যেষাং ক্রিয়তে হবিঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য বৈতসো ভাগ ইষ্যতে ॥৩৯
ত্র্যহোঽশ্বমেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ।
চতুষ্টোমমহস্তস্য প্রথমং পরিকল্পিতম্ ॥৪০

উক্থ্যং দ্বিতীয়ং সংখ্যাতমতিরাত্রং তথোত্তরম্।
কারিতাস্তত্র বহবো বিহিতাঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ ॥৪১
জ্যোতিষ্টোমায়ুষী চৈবমতিরাত্রৌ চ নির্মিতৌ।
অভিজিদ্ বিশ্বজিচ্চৈবমপ্তোর্যামৌ মহাক্রতুঃ ॥৪২
প্রাচীং হোত্রে দদৌ রাজা দিশং স্বকুলবর্ধনঃ।
অধ্বর্যবে প্রতীচীং তু ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্ ॥৪৩
উদ্গাত্রে তু তথোদীচীং দক্ষিণেয়ে বিনির্মিতা।
অশ্বমেধে মহারাজ্ঞে স্বয়ম্ভুবিহিতে পুরা ॥৪৪
ক্রতুং সমাপ্য তু তদা ন্যায়তঃ পুরুষর্ষভঃ।
ঋত্বিগ্ভ্যো হি দদৌ রাজা ধরাং তাং কুলবর্ধনঃ ॥৪৫
এবং দত্ত্বা প্রহৃষ্টোঽভূচ্ছ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
ভগবানেব মহীং কৃৎস্নামেকো রক্ষিতুমর্হতি।
ন ভূম্যা কার্যমস্মাকং নহি শক্তাঃ স্ম পালনে ॥৪৭

মৃত অশ্বের সহিত সেই স্থানে একরাত্রি যাপন করিলেন।৩৪

অনন্তর হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা আদি ঋত্বিক্ রাজমহিষী এবং বৈশ্যজাতীয়া ও শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে অশ্বের সহিত মিলিত করিলেন।৩৫

বৈদিককর্মকুশল সংযতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ পঞ্চবিংশিষ্ট ঐ অশ্বের বপা (চন্দ্রনামক একপ্রকার মেদ) উদ্ধরণ করিয়া পাক করিলেন।৩৬

তখন মহারাজ দশরথ নিজপাপনাশের জন্য শাস্ত্রানুসারে বপার ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন।৩৭

তারপর ষোলজন ঋত্বিক্ সমবেতভাবে অশ্বের যজ্ঞযোগ্য অঙ্গ লইয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন।৩৮

অন্যান্য যজ্ঞে প্লক্ষশাখায় স্থাপিত করিয়া হবির্ভাগ আহুতি দিতে হয়, কিন্তু অশ্বমেধযজ্ঞে ঐ হবির্ভাগ বেতসকটে আহুতি দিতে হয়।৩৯

ব্রাহ্মণগণ কল্পসূত্রে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন যে, অশ্বমেধযজ্ঞে তিনদিন সবনক্রিয়া কর্তব্য। এইজন্য প্রথমদিনে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয়দিনে উক্থ্য ও তৃতীয়দিনে অতিরাত্র-সবন যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইল। অনন্তর জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অতিরাত্র, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্যাম—এই সকল বেদোক্ত যজ্ঞসমূহের শাস্ত্রোক্ত রীতিতে অনুষ্ঠান করা হইল। ইহাদের মধ্যে অতিরাত্র ও আপ্তোর্যামনামক যজ্ঞ দুইটি দুইবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।৪০-৪২

তারপর ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধন দশরথ দক্ষিণাদানকালে হোতাকে পূর্বদিক্, অধ্বর্যুকে পশ্চিমদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্ ও উদ্গাতাকে উত্তরদিক্ দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন, যেহেতু পূর্বকালে ব্রহ্মা অশ্বমেধযজ্ঞের এইরূপ দক্ষিণারই বিধান করিয়াছিলেন।৪৩-৪৪

এইভাবে যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া নরশ্রেষ্ঠ দশরথ অন্যান্য ঋত্বিগ্‌দিগকে সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণারূপে দান করিলেন।৪৫

দক্ষিণাদান সম্পন্ন হইলে ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সেই সময় ঋত্বিক্‌সমূহ বিনীত নরপতিকে বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ! আপনি একাকী এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে রক্ষা করিতে সমর্থ। আমাদের পৃথিবীগ্রহণের প্রয়োজন নাই। আমরা পৃথিবীর পালনে অসমর্থ। রাজন্! আমরা সকল

বতাঃ স্বাধ্যায়করণে বয়ং নিত্যং হি ভূমিপ।
নিষ্ক্রয়ং কিঞ্চিদেবেহ প্রযচ্ছস্তু ভবানিতি ॥৪৮
মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবো যদ্ বা সমুদ্ধতম্।
তৎ প্রযচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ধরণ্যা ন প্রয়োজনম্ ॥৪৯
এবমুক্তো নরপতির্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
গবাং শত সহস্রাণি দশ তেভ্যো দদৌ নৃপঃ ॥৫০
দশকোটিঃ সুবর্ণস্য রজতস্য চতুর্গুণম্।
ঋত্বিজস্তু ততঃ সর্বে প্রদদুঃ সহিতা বসু ॥৫১
ঋষ্যশৃঙ্গায় মুনয়ে বসিষ্ঠায় চ ধীমতে।
ততস্তে ন্যায়তঃ কৃত্বা প্রবিভাগং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৫২
সুপ্রীতমনসঃ সর্বে প্রত্যূচুর্মুদিতা ভৃশম্।
ততঃ প্রসর্পকেভ্যস্তু হিরণ্যং সুসমাহিতঃ ॥৫৩
জাম্বূনদং কোটিসংখ্যং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ তদা।
দরিদ্রায় দ্বিজায়াথ হস্তাভরণমুত্তমম্ ॥৫৪
কস্মৈচিদ্ যাচমানায় দদৌ রাঘবনন্দনঃ।

ততঃ প্রীতেষু বিধিবদ্দ্বিজেষু দ্বিজবৎসলঃ ॥৫৫
প্রণামমকরোত্তেষাং হর্ষ-ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
তস্যাশিষোঽথ বিবিধা ব্রাহ্মণৈঃ সমুদাহৃতাঃ ॥৫৬
উদারস্য নৃবীরস্য ধরণ্যাং পতিতস্য চ।
ততঃ প্রীতমনা রাজা প্রাপ্য যজ্ঞমনুত্তমম্ ॥৫৭
পাপাপহং স্বর্গধনং দুস্তরং পার্থিবর্ষভৈঃ।
ততোঽব্রবীদৃষ্যশৃঙ্গং রাজা দশরথস্তদা ॥৫৮
কুলস্য বর্ধনং তন্তু কর্ত্তুমর্হসি সুব্রত।
তথেতি চ স রাজানমুবাচ দ্বিজসত্তমঃ।
ভবিষ্যন্তি সুতা রাজংশ্চত্বারস্তে কুলোদ্বহাঃ ॥৫৯
স তস্য বাক্যং মধুরং নিশম্য
প্রণম্য তস্মৈ প্রযতো নৃপেন্দ্রঃ।
জগাম হর্ষং পরমং মহাত্মা
তমৃষ্যশৃঙ্গং পুনরপ্যুবাচ ॥৬০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

বেদাধ্যয়নে নিরত থাকি। অতএব এই পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ মূল্য আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন ।৪৬-৪৮

মণি, রত্ন, স্বর্ণ, গোধনাদি যাহা সম্ভব হয়, তাহাই প্রদান করুন, আমাদের পৃথিবীর প্রয়োজন নাই ।৪৯

বেদবিৎ বিপ্রবর্গ এইরূপ বলিলে মহারাজ দশরথ তাঁহাদিগকে দশলক্ষ ধেনু, দশকোটি সুবর্ণ ও সুবর্ণের চতুর্গুণ অর্থাৎ চল্লিশকোটি রজত দান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ নির্দিষ্ট ভাগ পাইবার জন্য ঐ সকল দ্রব্য ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ ও বুদ্ধিমান্ বশিষ্ঠ-মহর্ষির নিকট উপস্থাপিত করিলেন। তারপর নিজ নিজ ভাগ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ হৃষ্টচিত্তে দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ! আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। অনন্তর দশরথ একাগ্রচিত্ত হইয়া অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণকে কোটি সুবর্ণ দান করিলেন। অবশেষে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রার্থী হইলে রাজা ঐ ব্রাহ্মণকে উত্তম হস্তাভরণ দান করিলেন। এইভাবে সকলব্রাহ্মণ বিশেষ পরিতুষ্ট হইলে পর ব্রাহ্মণবৎসল রাজা আনন্দবিচলিতচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও উদারপ্রকৃতি এবং ভূমিতে প্রণাম-পরায়ণ ভূপতিকে বহুবিধ আশীর্বাদ করিলেন। অন্যান্য প্রধান-নরপতিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য পাপবিনাশকারী ও স্বর্গপ্রদ এই অত্যুত্তম অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া রাজা অতিশয় প্রীত হইলেন। অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাইয়া দশরথ বলিলেন,—হে সুব্রত! যাহাতে আমার বংশরক্ষা হয়, আপনি সেইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করুন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ 'তথাস্তু' বলিয়া দশরথের বাক্যে সম্মতিপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আপনার বংশরক্ষাকারী চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সন্তুষ্টচিত্ত নরপতি ঋষ্যশৃঙ্গের এইরূপ মধুর বচন শুনিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন, এবং মহাত্মা দশরথ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—আপনি সেই কর্ম করুন, যাহাতে আমার বংশরক্ষা হয় ।৫০-৬০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

(ঋষ্যশৃঙ্গেন দশরথস্য পুত্রেষ্টিবিধানম্। দেবৈ রাবণবধার্থং ব্রহ্মণঃ সমীপে প্রার্থনা। ব্রহ্মণা দশরথগৃহেঽবতীর্য্য রাবণং জহীতি বিষ্ণুসমীপে প্রার্থনা।)

মেধাবী তু ততো ধ্যাত্বা স কিঞ্চিদিদমুত্তরম্।
লব্ধসংজ্ঞস্ততস্তং তু বেদজ্ঞো নৃপমব্রবীৎ ॥১
ইষ্টিং তেঽহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
অথর্বশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ ॥২
ততঃ প্রাক্রমদিষ্টিং তাং পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
জুহাবাগ্নৌ চ তেজস্বী মন্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ॥৩
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
ভাবপ্রতিগ্রহার্থং বৈ সমবেতা যথাবিধি ॥৪
তাঃ সমেত্য যথান্যায়ং তস্মিন্ সদসি দেবতাঃ।
অব্রুবঁল্লোককর্তারং ব্রহ্মাণং বচনং ততঃ ॥৫
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
সর্বান্নো বাধতে বীর্য্যাচ্ছাসি তু তং ন শক্নুমঃ ॥৬
ত্বয়া তস্মৈ বরো দত্তঃ প্রীতেন ভগবংস্তদা।
মানয়ন্তশ্চ তদ্বিত্যং সর্বং তস্য ক্ষমামহে ॥৭
উদ্বেজয়তি লোকাংস্ত্রীনুচ্ছ্রিতান্ বেষ্টি দুর্মতিঃ।
শক্রং ত্রিদশরাজানং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি ॥৮
ঋষীন্ যক্ষান্ সগন্ধর্বান্ ব্রাহ্মণানসুরাংস্তথা।
অতিক্রামতি দুর্ধর্ষো বরদানেন মোহিতঃ ॥৯
নৈনং সূর্য্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।
চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে ॥১০

পঞ্চদশ সর্গ

[ঋষ্যশৃঙ্গকর্তৃক রাজা দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞবিধান, দেবগণকর্তৃক রাবণবধের জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা এবং 'দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে বধ করুন' এইরূপে বিষ্ণুর নিকট ব্রহ্মার প্রার্থনা।]

মেধাবী বেদবিৎ ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুক্ষণ যাবৎ সমাধিস্থ হইয়া নিজকর্তব্যবিষয়ে চিন্তা করিলেন এবং সমাধিভঙ্গের পর মহারাজ দশরথকে বলিলেন,—রাজন্! আমি আপনার পুত্রপ্রাপ্তির জন্য অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা যথাবিধি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।১-২

এইরূপ বলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মহারাজের পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টিযাগ আরম্ভ করিলেন এবং তেজস্বী ঋষি বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতিদান করিতে লাগিলেন।৩

তখন গন্ধর্বগণের সহিত দেবতাগণ, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ নিজ নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার জন্য যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন।৪

যজ্ঞসভায় সমবেত দেবতাগণ যথানিয়মে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্বক সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার প্রদত্ত লাভ করিয়া রাবণনামক রাক্ষস বলপ্রয়োগের দ্বারা আমাদিগকে বাধিত করিতেছে। আমরা তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না। ভগবন্! আপনি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিয়াছেন। আমরা তাহা মান্য করিয়া তাহার সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেছি।৫-৭

ঐ দুরাত্মা রাবণ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোককেই উদ্বিগ্ন করিতেছে। সমৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে। সে দেবরাজ ইন্দ্রকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। আপনি বরপ্রদান করায় ঐ দুর্ধর্ষ রাবণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, ব্রাহ্মণ ও অসুরদিগকে অতিক্রম করিয়াছে।৮-৯

সূর্য্য ঐ রাবণকে উত্তপ্ত করে না, বায়ু উহার পার্শ্বে বেগে প্রবাহিত হয় না। অতিচঞ্চলতরঙ্গময় সমুদ্রও রাবণকে দেখিয়া একটুও চঞ্চল হয় না অর্থাৎ তরঙ্গ-সঞ্চালন না করিয়া শুষ্ক হইয়া যায়।১০

ঐ বিকটাকৃতি রাক্ষস হইতে আমাদের অতিশয় ভীতি উপস্থিত হইয়াছে। ভগবন্! আপনি সত্বর ঐ রাক্ষসের বিনাশের উপায় স্থির করুন।১১

তস্মাদ্বধো ভয়ং তস্মাদ্ রাক্ষসাদ্ ঘোরদর্শনাৎ।
বধার্থং তস্য ভগবন্নুপায়ং কর্তুমর্হসি ॥১১
এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈশ্চিন্তয়িত্বা ততোঽব্রবীৎ।
হন্তারং বিদিতস্তস্য বধোপায়ো দুরাত্মনঃ ॥১২
তেন গন্ধর্ব-যক্ষাণাং দেবতানাঞ্চ রক্ষসাম্।
অবধ্যোঽস্মীতি বাগুক্তা তথেত্যুক্তঞ্চ তন্ময়া ॥১৩
নাকীর্তয়দবজ্ঞানাত্তদ্বক্ষো মানুষাংস্তদা।
তস্মাৎ স মানুষাদ্ বধ্যো মৃত্যুর্নান্যোঽস্য বিদ্যতে ॥১৪
এতচ্ছ্রুত্বা প্রিয়ং বাক্যং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্।
দেবা মহর্ষয়ঃ সর্বে প্রহৃষ্টাস্তেঽভবংস্তদা ॥১৫
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরুপযাতো মহাদ্যুতিঃ।
শঙ্খ-চক্র-গদাপাণিঃ পীতবাসা জগৎপতিঃ ॥১৬
বৈনতেয়ং সমারুহ্য ভাস্করস্তোয়দং যথা।
তপ্তহাটককেয়ূরো বন্দ্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ ॥১৭

দেবতাগণ ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিলে পর তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আমি দুর্বৃত্ত রাক্ষসের বিনাশের উপায় স্থির করিয়াছি ১২

'গন্ধর্ব, যক্ষ, দেবতা ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইব' এইরূপ বর সে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল আমিও 'তথাস্তু' বলিয়া ঐরূপ বরই দিয়াছিলাম ১৩

ঐ রাক্ষস রাবণ অবজ্ঞা করিয়া বরপ্রার্থনা-সময়ে, মানুষের উল্লেখ করে নাই। সুতরাং সে মানুষের দ্বারাই নিহত হইবে, অন্য উপায়ে উহার মৃত্যু হইতে পারে না ১৪

ব্রহ্মার মুখ হইতে এইরূপ প্রিয়বাক্য শুনিয়া দেবতা ও ঋষি তখন অতিশয় প্রীত হইলেন ১৫

ইত্যবসরে অপরূপ অঙ্গকান্তিমান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী পীতবসন জগদীশ্বর বিষ্ণু সেইস্থানে আগমন করিলেন ১৬

উজ্জ্বলস্বর্ণময়বাহুভূষণধারী সকলদেববন্দিত ভগবান্ গরুড়ে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন মেঘে আরোহণ করিয়া স্বয়ং সূর্য্যই আসিয়াছেন ১৭

ব্রহ্মণা চ সমাগত্য তত্র তদ্বৌ সমাহিতঃ।
তমব্রুবন্ সুরাঃ সর্বে সমভিষ্টূয় সন্নতাঃ ॥১৮
ত্বাং নিরোক্ষ্যামহে বিষ্ণো লোকানাং হিতকাম্যয়া।
রাজ্ঞো দশরথস্য ত্বমযোধ্যাধিপতের্বিভো ॥১৯
ধর্মজ্ঞস্য বদান্যস্য মহর্ষিসমতেজসঃ।
অস্য ভার্য্যাসু তিসৃষু হ্রী-শ্রী-কীর্ত্যুপমাসু চ ॥২০
বিষ্ণো পুত্রত্বমাগচ্ছ কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধম্।
তত্র ত্বং মানুষো ভূত্বা প্রবৃদ্ধং লোককণ্টকম্ ॥২১
অবধ্যং দৈবতৈর্বিষ্ণো সমরে জহি রাবণম্।
স হি দেবান্ সগন্ধর্বান্ সিদ্ধাংশ্চ ঋষিসত্তমান্ ॥২২
রাক্ষসো রাবণো মূর্খো বীর্য্যোদ্রেকেণ বাধতে।
ঋষয়শ্চ ততস্তেন গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥২৩
ক্রীড়ন্তো নন্দনবনে রৌদ্রেণ বিনিপাতিতাঃ।
বধার্থং বয়মায়াতাস্তস্য বৈ মুনিভিঃ সহ ॥২৪

ভগবান্ বিষ্ণু দশরথের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া দেবগণের প্রিয়কার্য্যসাধনে সঙ্কল্পপূর্বক ব্রহ্মার নিকটে উপবেশন করিলেন। তখন দেবগণ নতমস্তকে স্তুতি করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে বিষ্ণো! সকল-লোকের মঙ্গলকামনা করিয়া আমরা আপনাকে নিয়োগ করিতেছি। ভগবন্! অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ দশরথ দানশীল, ধর্মপরায়ণ এবং মহর্ষিতুল্য তেজস্বী। তাঁহার লক্ষ্মী, শ্রী ও কীর্তিসদৃশী তিনটি পত্নীতে পুত্ররূপে আপনি চারিভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হউন। হে দেব! আপনি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া উদ্ধত এবং সকললোকের কণ্টকতুল্যব্যথাদায়ক রাবণকে যুদ্ধে নিহত করুন, কারণ সে দেবগণের দ্বারা নিহত হইবে না। সেই মূর্খ রাক্ষস-রাবণ শক্তিমদে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও ঋষিশ্রেষ্ঠগণকে অতিশয় ব্যথিত করিতেছে। নন্দনকাননে ক্রীড়ারত ঋষি, অপ্সরা ও গন্ধর্বেরা রৌদ্রকর্মা রাবণকর্তৃক নিহত হইতেছে। এক্ষণে তাহার বিনাশের জন্য মুনি, সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণের সহিত আপনার নিকট আসিয়াছি। শত্রুসংহারক! প্রভো! আপনিই আমাদের সকলের একমাত্র আশ্রয় ১৮-২৫

সিদ্ধ-গন্ধর্ব-যক্ষাশ্চ ততস্ত্বাং শরণং গতাঃ।
ত্বং গতিঃ পরমা দেব সর্বেষাং নঃ পরন্তপ ॥২৫
বধায় দেবশত্রূণাং নৃণাং লোকে মনঃ কুরু।
এবং স্তুতস্তু দেবেশো বিষ্ণুস্ত্রিদশপূজিতঃ ॥২৬
পিতামহপুরোগাংস্তান্ সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
অব্রবীত্রিদশান্ সর্বান্ সমেতান্ ধর্মসংহিতান্ ॥২৭
ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বো হিতার্থং যুধি রাবণম্।
সপুত্র-পৌত্রং সামাত্যং সমন্ত্রি-জ্ঞাতি-বান্ধবম্ ॥২৮
হত্বা ক্রূরং দুরাধর্ষং দেবর্ষীণাং ভয়াবহম্।
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ॥২৯
বৎস্যামি মানুষে লোকে পালয়ন্ পৃথিবীমিমাম্।
এবং দত্ত্বা বরং দেবো দেবানাং বিষ্ণুরাত্মবান্ ॥৩০
মানুষ্যে চিন্তয়ামাস জন্মভূমিমথাত্মনঃ।
ততঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধম্ ॥৩১

পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্।
ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বাঃ সরুদ্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ ॥
স্তুতিভির্দিব্যরূপাভিস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥৩২
তমুদ্ধতং রাবণমুগ্রতেজসং
প্রবৃদ্ধদর্পং ত্রিদশেশ্বরদ্বিষম্।
বিরাবণং সাধু-তপস্বিকণ্টকং
তপস্বিনামুদ্ধর তং ভয়াবহম্ ॥৩৩
তমেব হত্বা সবলং সবান্ধবং
বিরাবণং রাবণমুগ্রপৌরুষম্।
স্বর্লোকমাগচ্ছ গতজ্বরশ্চিরং
সুরেন্দ্রগুপ্তং গতদোষ-কল্মষম্ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

আপনি দেবশত্রুগণের বিনাশের জন্য মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করুন। দেবতাগণ এইভাবে স্তব ও প্রার্থনা করিলে দেবোত্তম-সর্বলোকপ্রণম্য-ভগবান্ বিষ্ণু সমাগত ধর্মভাবাপন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণকে বলিলেন। ২৬-২৭

দেবগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর। তোমাদের মঙ্গল হইবে। আমি তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য দেবতা ও ঋষিগণের ভয়জনক অপরাজেয় ক্রূরস্বভাব রাবণকে পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব, মন্ত্রী ও অনুচরগণের সহিত যুদ্ধে নিহত করিব। এইজন্য আমি পৃথিবী-পালনের ছলে একাদশসহস্রবৎসর মনুষ্যলোকে বাস করিব। ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাগণকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া ভূলোকে নিজজন্মস্থান-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ নিজেকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া মহারাজ দশরথকেই পিতৃরূপে স্বীকার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তখন রুদ্র, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সকলেই মহত্ত্ব-প্রকাশক-বাক্যের দ্বারা মধুসূদন বিষ্ণুর স্তুতি করিতে লাগিলেন।২৭-৩২

ভগবন্! রাবণ উগ্রতেজস্বী, ইন্দ্রবিদ্বেষী, মহাদর্পশালী এবং তপস্বিগণের ও সাধুগণের বাধাদায়ক। আপনি উহাকে সমূলে উৎপাটিত করুন।৩৩

ঐ তীব্রপৌরুষবান্ লোকক্লেশকারী রাবণকে সৈন্য ও বান্ধবের সহিত বিনাশ করিলে আমাদের সকল সন্তাপ দূর হইবে। তখন আপনি রাগদ্বেষাদি-শূন্য দেবরক্ষিত এই স্বর্গলোকে পুনর্বার আগমন করিবেন।৩৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ সর্গঃ

[বিষ্ণু-সুরাণাং রাবণবিষয়কঃ সংবাদঃ, ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ রাবণস্য বরপ্রাপ্তিনিবেদনম্, বিষ্ণোরন্তর্ধানানন্তরং দশরথযজ্ঞভূমাবগ্নিতঃ প্রাদুর্ভূত-প্রাজাপত্যনরেণ দশরথায় পায়সদানম্। দশরথস্য ভাবিপুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং পায়সস্য স্বদারান্ প্রতি যথাক্রমং বিভাগশ্চ]

ততো নারায়ণো বিষ্ণুর্নিযুক্তঃ সুরসত্তমৈঃ।
জানন্নপি সুরানেবং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥১

উপায়ঃ কো বধে তস্য রাক্ষসাধিপতেঃ সুরাঃ।
যমহং তং সমাস্থায় নিহন্যামৃষিকণ্টকম্ ॥২

এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যূচুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
মানুষং রূপমাস্থায় রাবণং জহি সংযুগে ॥৩

স হি তেপে তপস্তীব্রং দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
যেন তুষ্টোঽভবদ্ ব্রহ্মা লোককৃল্লোকপূর্বজঃ ॥৪

সন্তুষ্টঃ প্রদদৌ তস্মৈ রাক্ষসায় বরং প্রভুঃ।
নানাবিধেভ্যো ভূতেভ্যো ভয়ং নাস্যত্র মানুষাৎ ॥৫

অবজ্ঞাতাঃ পুরা তেন বরদানে হি মানবাঃ।
এবং পিতামহাত্তস্মাদ্ বরদানেন গর্বিতঃ ॥৬

উৎসাদয়তি লোকাংস্ত্রীন্ ত্রিয়শ্চাপ্যপকর্ষতি।
তস্মাত্তস্য বধো দৃষ্টো মানুষেভ্যঃ পরন্তপ ॥৭

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা সুরাণাং বিষ্ণুরাত্মবান্।
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্ ॥৮

স চাপ্যপুত্রো নৃপতিস্তস্মিন্ কালে মহাদ্যুতিঃ।
অযজৎ পুত্রিয়ামিষ্টিং পুত্রেপ্সুরসুতাত্মনঃ ॥৯

স কৃত্বা নিশ্চয়ং বিষ্ণুরামন্ত্র্য চ পিতামহম্।
অন্তর্ধানং গতো দেবৈঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ॥১০

ষোড়শ সর্গ।

[রাবণের বিষয় লইয়া ভগবান্ বিষ্ণু এবং দেবতাগণের পরস্পর আলাপ, ব্রহ্মার নিকট হইতে রাবণের বরলাভ, বিষ্ণুর অন্তর্ধানের পর দশরথের যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত প্রাজাপত্যনামক দিব্যপুরুষ কর্তৃক দশরথকে পায়স দান, এবং পুত্রপ্রাপ্তির জন্য সেই পায়স দশরথ কর্তৃক স্বীয় পত্নীগণকে যথাক্রমে বিভাগ ইত্যাদি বর্ণন।]

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু প্রধানদেবতাগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া নিজকর্তব্য-বিষয়ে স্বয়ং পরিজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

দেবগণ। রাক্ষসপতি রাবণের বিনাশের উপায় কি, যে উপায় অবলম্বন করিয়া ঋষিগণের কণ্টকতুল্য ব্যাঘাতদায়ক ঐ রাক্ষসকে সংহার করিব?২

ভগবান্ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে তখন দেবগণ সেই অব্যয়স্বরূপ বিষ্ণুকে বলিলেন,—প্রভো! আপনি মানবরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধে রাবণকে নিহত করুন।৩

শত্রুদমনকারী রাবণ দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, সেইজন্য লোককর্তা সর্বাগ্রজাত ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন।৪

শক্তিমান্ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বরদান করিয়াছিলেন যে, ঐ রাক্ষসের মানুষভিন্ন অন্য কোন প্রাণী হইতে কোন ভয় থাকিবে না। বরদানকালে ঐ রাবণ মানুষকে অবজ্ঞা করায় মানুষের কথা উল্লেখ করে নাই। এইভাবে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া রাবণ অতিশয় গর্বিত হইয়াছে। এখন সে ত্রিভুবনকে বিপর্যস্ত করিতেছে এবং স্ত্রীগণকে অপহরণ করিতেছে। হে শত্রুনাশক প্রভো! মানুষ হইতেই তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত মনে হয়।৫-৭

সর্বেশ্বর বিষ্ণু দেবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মহারাজ দশরথকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন।৮

শত্রুহন্তা দশরথও পুত্র না থাকায় ঐ সময়েই পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবান্ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পিতামহকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং দেবতা ও মহর্ষিগণকর্তৃক পূজিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।৯-১০

অনন্তর যজ্ঞে দীক্ষিত দশরথের যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে অতীবপ্রভাময় এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ

ততো বৈ যজমানস্য পাবকাদতুলপ্রভম্।
প্রাদুর্ভূতং মহদ্ভূতং মহাবীর্যং মহাবলম্ ॥১১
কৃষ্ণং রক্তাম্বরধরং রক্তাস্যং দুন্দুভিস্বনম্।
স্নিগ্ধহর্য্যক্ষতনুজ-শ্মশ্রুপ্রবরমূর্দ্ধজম্ ॥১২
শুভলক্ষণসম্পন্নং দিব্যাভরণভূষিতম্।
শৈলশৃঙ্গসমুৎসেধং দৃপ্তশার্দূলবিক্রমম্ ॥১৩
দিবাকরসমাকারং দীপ্তানলশিখোপমম্।
তপ্তজাম্বূনদময়ীং রাজতাস্তপরিচ্ছদাম্ ॥১৪
দিব্যপায়সসম্পূর্ণাং পাত্রীং পত্নীমিব প্রিয়াম্।
প্রগৃহ্য বিপুলাং দোর্ভ্যাং স্বয়ং মায়াময়ীমিব ॥১৫
সমবেক্ষ্যাব্রবীদ্ বাক্যমিদং দশরথং নৃপম্।
প্রাজাপত্যং নরং বিদ্ধি মামিহাভ্যাগতং নৃপ ॥১৬
ততঃ পরং তদা রাজা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিমহং করবাণি তে ॥১৭

পুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি অপরিমিত। কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী ও রক্তমুখ ঐ পুরুষ দুন্দুভির ন্যায় শব্দকারী। তাঁহার শরীর সিংহের মত লোমযুক্ত, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুযুক্ত ও কেশসমূহ অতিচিক্কণ। তিনি শুভলক্ষণযুক্ত ও দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহার শরীর পর্বতশৃঙ্গের মত উন্নত এবং তাঁহার পরাক্রম দুর্দান্ত ব্যাঘ্রের মত। সূর্য্যতুল্য-জ্যোতির্ময় আকৃতিমান্ ঐ পুরুষের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার সহিতই উপমা হয়। তিনি দুইহস্তে প্রিয়তমা পত্নীকে ধারণ করার মত ভঙ্গীতে বিশুদ্ধস্বর্ণে নির্মিত ও রজতনির্মিত আচ্ছাদনযুক্ত দিব্যপায়সপূর্ণ বৃহৎপাত্র ধারণ করিয়া দশরথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত পাত্রটি ইন্দ্রজালনির্মিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ঐ পুরুষ দশরথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! আমি প্রজাপতিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।১১-১৬

তারপর মহারাজ দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আপনার শুভাগমন হউক। আদেশ করুন, আমি কি করিব?১৭

অথো পুনরিদং বাক্যং প্রাজাপত্যো নরোঽব্রবীৎ।
রাজন্নর্চয়তা দেবানয়ং প্রাপ্তমিদং ত্বয়া ॥১৮
ইদং তু নৃপশার্দূল পায়সং দেবনির্মিতম্।
প্রজাকরং গৃহাণ ত্বং ধন্যমারোগ্যবর্ধনম্ ॥১৯
ভার্য্যাণামনুরূপাণামশ্নীতেতি প্রযচ্ছ বৈ।
তাসু ত্বং লপ্স্যসে পুত্রান্ যদর্থং যজসে নৃপ ॥২০
অথেতি নৃপতিঃ প্রীতঃ শিরসা প্রতিগৃহ্য তাম্।
পাত্রীং দেবান্নসম্পূর্ণাং দেবদত্তাং হিরণ্ময়ীম্ ॥২১
অভিবাদ্য চ তদ্ভূতমদ্ভুতং প্রিয়দর্শনম্।
মুদা পরময়া যুক্তশ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্ ॥২২
ততো দশরথঃ প্রাপ্য পায়সং দেবনির্মিতম্।
বভূব পরমপ্রীতঃ প্রাপ্য বিত্তমিবাধনঃ ॥২৩
ততস্তদদ্ভুতপ্রখ্যং ভূতং পরমভাস্বরম্।
সংবর্তয়িত্বা তৎকর্ম তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥২৪

অনন্তর প্রজাপতি-প্রেরিত ঐ পুরুষ পুনর্বার বলিলেন,—মহারাজ! আপনি দেবতাগণের অর্চনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন।১৮

নরশ্রেষ্ঠ! দেবতানির্মিত, বংশরক্ষাকারী, প্রশংসনীয় ও আরোগ্যবর্ধক এই পায়স গ্রহণ করুন। আপনি সবর্ণা পত্নীগণকে 'ভক্ষণ কর' এইরূপ বলিয়া এই পায়স প্রদান করুন। ঐ সকল পত্নীতে আপনি পুত্রলাভ করিতে পারিবেন। যে অভিলাষে এই পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহা সার্থক হইবে।১৯-২০

এই কথা শুনিয়া দশরথ 'তথাস্তু' বলিয়া দেবতাগণ-কর্তৃক প্রদত্ত দিব্যপায়সপূর্ণ সুবর্ণপাত্রটি মস্তকে ধারণ করিলেন এবং অতিশয় আনন্দিত হইয়া অদ্ভুতাকৃতি সুদর্শন দিব্যপুরুষকে অভিবাদন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।২১-২২

ধনহীন ব্যক্তি ধন প্রাপ্ত হইয়া যেমন আনন্দ পায়, মহারাজ দশরথও দেবনির্মিত পায়স প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। উজ্জ্বলকান্তি ও অদ্ভুতাকৃতি ঐ পুরুষ স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঐ স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।২৩-২৪

হর্ষরশ্মিভিরদ্যোতং তস্যান্তঃ পুরমাবভৌ।
শারদস্যাভিরামস্য চন্দ্রস্যেব নভোঽংশুভিঃ ॥২৫
সোঽন্তঃপুরং প্রবিশ্যৈব কৌসল্যামিদমব্রবীৎ।
পায়সং প্রতিগৃহ্ণীষ পুত্রীয়ং ত্বিদমাত্মনঃ ॥২৬
কৌসল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্ধং দদৌ তদা।
অর্ধাদর্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ ॥২৭
কৈকেয্যৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ।
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্ ॥২৮
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ।
এবং তাসাং দদৌ রাজা ভার্যাণাং পায়সং পৃথক্ ॥২৯
তাশ্চৈবং পায়সং প্রাপ্য নরেন্দ্রস্যোত্তমাঃ স্ত্রিয়ঃ (ক)।
সম্মানং মেনিরে সর্বাঃ প্রহর্ষোদিতচেতসঃ ॥৩০
ততস্তু তাঃ প্রাশ্য তদুত্তমস্ত্রিয়ো
মহীপতেরুত্তমপায়সং পৃথক্।
হুতাশনাদিত্যসমানতেজসো-
চিরেণ গর্ভান্ প্রতিপেদিরে তদা ॥৩১
ততস্তু রাজা প্রতিবীক্ষ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ
প্ররূঢ়গর্ভাঃ প্রতিলব্ধমানসঃ।
বভূব হৃষ্টস্ত্রিদিবে যথা হরিঃ
সুরেন্দ্র-সিদ্ধর্ষিগণাভিপূজিতঃ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥১৬

শরৎকালের রমণীয় চন্দ্রমা কিরণে যেমন গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ পায়সপ্রাপ্তিবার্তা শুনিয়া অন্তঃপুরের রমণীগণ হর্ষান্বিত হওয়ায় শোভিত হইয়াছিলেন।২৫

রাজা পায়স লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং কৌশল্যাকে বলিলেন,—তুমি নিজের পুত্রোৎপত্তির জন্য এই পায়স গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া ঐ পায়সের অর্ধাংশ প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট পায়সের অর্ধাংশের অর্ধ সুমিত্রাকে দিলেন। যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহার দুইভাগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ পায়সের চতুর্থ অংশ পুত্রলাভের জন্য কৈকেয়ীকে দিলেন। তারপর অবশিষ্ট সুধাতুল্য অষ্টমাংশ পায়স চিন্তাপূর্বক পুনরায় সুমিত্রাকেই দিলেন। রাজা এইভাবে ঐ দিব্যপায়স পত্নীদিগকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে দান করিলেন *। শ্রেষ্ঠরাজমহিষীগণ ঐ পায়স প্রাপ্ত হইয়া সকলে হৃষ্টচিত্তে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করিলেন।২৬-৩০

অনন্তর তাঁহারা রাজপ্রদত্ত সেই উত্তম পায়স ভোজন করিয়া অগ্নি ও সূর্যতুল্য-তেজঃসম্পন্ন গর্ভধারণ করিলেন। রাজা দশরথ পত্নীগণকে গর্ভিণী দেখিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং স্বর্গে প্রধানদেবগণ, সিদ্ধগণ ও ঋষিগণকর্তৃক পূজিত দেবরাজের ন্যায় অতিশয় আনন্দিত হইলেন।৩১-৩২

পাঠান্তর—(ক) তাশ্চৈব পায়সং প্রাপ্য নরেন্দ্রস্যোত্তমস্ত্রিয়ঃ।

* এই পায়সবণ্টনবোধক শ্লোক তিনটির নানাপ্রকার অর্থ হয়। টীকাকারগণ তাহা দেখাইয়াছেন। কোন টীকাকারের মতে কৌশল্যা অর্ধাংশ, সুমিত্রা প্রথমে একচতুর্থাংশ ও পরে অষ্টমাংশ এবং কৈকেয়ী অষ্টমাংশ। কাহারও মতে কৌশল্যা অর্ধাংশ ও কৈকেয়ী অর্ধাংশ। পরে তাঁহারা উভয়ে নিজ নিজ অংশ হইতে এক চতুর্থাংশ সুমিত্রাকে দেন। এইমতে আটভাগের তিন অংশ কৌশল্যা, তিন অংশ কৈকেয়ী ও চারি অংশ সুমিত্রা পাইয়াছিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

[ভগবতো ব্রহ্মণো দেবৈঃ সহ সংবাদঃ।]

পুত্রত্বং তু গতে বিষ্ণৌ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ দেবতাঃ সর্বাঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানিদম্ ॥১
সত্যসন্ধস্য বীরস্য সর্বেষাং নো হিতৈষিণঃ।
বিষ্ণোঃ সহায়ান্ বলিনঃ সৃজধ্বং কামরূপিণঃ ॥২
মায়াবিদশ্চ শূরাংশ্চ বায়ুবেগসমান্ ভুবি।
নয়জ্ঞান্ বুদ্ধিসম্পন্নান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমান্ ॥৩
অসংহার্য্যানুপায়জ্ঞান্ দিব্যসংহননান্বিতান্।
সর্বাস্ত্রগুণসম্পন্নানমৃতপ্রাশনানিব ॥৪
অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু গন্ধর্বীণাং তনূষু চ।
যক্ষ-পন্নগকন্যাসু ঋক্ষ-বিদ্যাধরীষু চ ॥৫
কিন্নরীণাঞ্চ গাত্রেষু বানরীণাং তনূষু চ।
সৃজধ্বং হরিরূপেণ পুত্রাংস্তুল্যপরাক্রমান্ ॥৬

পূর্বমেব ময়া সৃষ্টো জাম্ববান্ঋক্ষপুঙ্গবঃ।
জৃম্ভমাণস্য সহসা মম বক্ত্রাদজায়ত ॥৭
তে তথোক্তা ভগবতা তৎ প্রতিশ্রুত্য শাসনম্।
জনয়ামাসুরেবন্তে পুত্রান্ বানররূপিণঃ ॥৮
ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সিদ্ধ-বিদ্যাধরোরগাঃ।
চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সর্বত্রুর্বনচারিণঃ ॥৯
বানরেন্দ্রং মহেন্দ্রাভমিন্দ্রো বালিনমাত্মজম্।
সুগ্রীবং জনয়ামাস তপনস্তপতাং বরঃ ॥১০
বৃহস্পতিস্তু জনয়তারং নাম মহাকপিম্।
সর্ববানরযূথ্যানাং বুদ্ধিমন্তমমুত্তমম্ ॥১১
ধনদস্য সুতঃ শ্রীমান্ বানরো গন্ধমাদনঃ।
বিশ্বকর্মা সুতং নেলং নাম মহাকপিম্ ॥১২

সপ্তদশ সর্গ।

[ভগবান্ ব্রহ্মা ও দেবগণের পরস্পর আলাপ।]

ভগবান্ বিষ্ণু মহারাজ নরপতি দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিলেন।১

বিষ্ণু আমাদের সকলের হিতকারী, সত্যসঙ্কল্প ও মহাবীর। তোমরা তাঁহার সাহায্যের জন্য মহাবলশালী সহায়কগণের সৃজন কর। ঐ সকল সহায়কেরা যেন মায়াবী, শূর (বীর), গমনে বায়ুতুল্য, নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, বিষ্ণুর তুল্য পরাক্রমশালী, অন্যের অবধ্য, বিবিধ উপায়জ্ঞাতা, দিব্যদেহবিশিষ্ট ও দেবতাগণের মত সকল অস্ত্রের প্রয়োগবিধিতে নিপুণ হয়।২-৪

বানররূপ ধরিয়া সম্প্রতি তোমরা প্রধান প্রধান অপ্সরা, গন্ধর্বী, যক্ষী, পন্নগী, ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীতে স্বতুল্যপরাক্রমশালী পুত্রসমূহ উৎপন্ন কর।৫-৬

আমি বহুপূর্বেই জাম্ববান্-নামক ভল্লুকশ্রেষ্ঠকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমার জৃম্ভণকালে মুখ হইতে হঠাৎ সে উৎপন্ন হইয়াছে।৭

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর দেবগণ তাঁহার আদেশ অঙ্গীকার করিলেন এবং বানররূপী পুত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন। মহাত্মা ঋষিগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ (সর্প) ও চারণগণ সকলেই বলবান ও বনচারী পুত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন।৮-৯

দেবরাজ ইন্দ্র স্বতুল্যপরাক্রমশালী বানররাজ বালীকে ও জ্যোতির্ময় সূর্য্যদেব সুগ্রীবকে উৎপন্ন করিলেন।১০

দেবগুরু বৃহস্পতি তার-নামক বানরকে সৃষ্টি করিলেন। তার-নামক বানর সর্ববানরমধ্যে বুদ্ধিশালী ও উত্তম বলিয়া কথিত। শ্রীমান্ গন্ধমাদন-নামক বানর কুবেরের পুত্র হইল। বিশ্বকর্মা নল-নামক বানরশ্রেষ্ঠকে সৃষ্টি করিলেন।১১-১২

অগ্নিতুল্যপ্রভাশালী শ্রীমান্ নীল অগ্নির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল। সে তেজ, বল ও বীর্য্যপ্রভাবে

পাবকস্য সুতঃ শ্রীমান্নীলোঽগ্নিসদৃশপ্রভঃ।
তেজসা যশসা বীর্যাদত্যরিচ্যত বীর্য্যবান্ ॥১৩
রূপ-দ্রবিণসম্পন্নাবশ্বিনৌ রূপসম্মতৌ।
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদঞ্চৈব জনয়ামাসতুঃ সুতৌ ॥১৪
বরুণো জনয়ামাস সুষেণং নাম বানরম্।
শরভং জনয়ামাস পর্জ্জন্যস্তু মহাবলঃ ॥১৫
মারুতস্যৌরসঃ শ্রীমান্ হনুমান্নাম বানরঃ।
বজ্রসংহননোপেতো বৈনতেয়সমো ভবে ॥১৬
সর্ব্ববানরমুখ্যেষু বুদ্ধিমান্ বলবানপি।
তে সৃষ্টা বহুসাহস্রা দশগ্রীববধোদ্যতাঃ ॥১৭
অপ্রমেয়বলা বীরা বিক্রান্তাঃ কামরূপিণঃ।
তে গজাচলসঙ্কাশা বপুষ্মন্তো মহাবলাঃ ॥১৮
ঋক্ষবানরগোপুচ্ছাঃ কিপ্রমেবাভজন্তিরে।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং বেগো যশ্চ পরাক্রমঃ ॥১৯
অজায়ত সমস্তেন তস্য তস্য পৃথক্ পৃথক্।
গোলাঙ্গূলেষু চোৎপন্নাঃ কিঞ্চিদূনতবিক্রমাঃ ॥২০
ঋক্ষীষু চ তথা জাতা বানরাঃ কিন্নরীষু চ।
দেবা মহর্ষি-গন্ধর্ব্বাস্তার্ক্ষ্য। যক্ষা যশস্বিনঃ ॥২১
নাগাঃ কিম্পুরুষাশ্চৈব সিদ্ধ-বিদ্যাধরোরগাঃ।
বহবো জনয়ামাসুর্হৃষ্টাস্তত্র সহস্রশঃ ॥২২
চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সর্ব্বত্রগবনচারিণঃ।
বানরান্ সুমহাকায়ান্ সর্ব্বান্ বৈ বনচারিণঃ ॥২৩
অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু তথা বিদ্যাধরীষু চ।
নাগকন্যাসু চ তদা গন্ধর্ব্বাণাং তনূষু চ ॥
কাম-রূপ-বলোপেতা যথাকামবিচারিণঃ ॥২৪
সিংহ-শার্দূলসদৃশা দর্পেণ চ বলেন চ।
শিলাপ্রহরণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে পর্ব্বতযোধিনঃ ॥২৫
নখ-দংষ্ট্রায়ুধাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বাক্ষকোবিদাঃ।

অগ্নিকে অতিক্রম করিল। সৌন্দর্য্যবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিজ অনুরূপ মৈন্দ ও দ্বিবিদ-নামক দুইপুত্রকে উৎপন্ন করিলেন। বরুণ সুষেণনামক বানরকে সৃষ্টি করিলেন। মহাবলশালী পর্জ্জন্যদেব শরভনামক বানরের জন্মদাতা হইলেন।১৩-১৫

বায়ুর ঔরসে শ্রীমান্ হনুমান নামক বানর জন্মগ্রহণ করিল। তাহার শরীর বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য। সে বানরগণের মধ্যে অধিক বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ এবং গরুড়ের তুল্য দ্রুতগামী। এইভাবে রাবণবধে উদ্যমযুক্ত বহুসহস্র বানর সৃষ্ট হইল। তাহারা সকলেই অপরিমিতবলশালী, পরাক্রমবান্, মায়াবী এবং হস্তী ও পর্বতের তুল্য বিশাল-দেহধারী।১৬-১৮

ভল্লুক ও গোপুচ্ছনামক বানরগণও ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইল। যে দেবতার যেমন রূপ, যেমন অবয়ব-সংস্থান ও যেরূপ পরাক্রম, সেই দেবতার তাদৃশ রূপ, অবয়বসংস্থান ও পরাক্রমবিশিষ্ট পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। গোলাঙ্গূল-জাতিতে যাহারা উৎপন্ন হইল, তাহাদের বিক্রম অন্যের অপেক্ষা সমধিক হইল। ঋক্ষীতে ও কিন্নরীতে যে সব বানর উৎপন্ন হইল, তাহাদের বিক্রমও সমধিক। যশস্বী দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব, গরুড়, যক্ষ, নাগ, কিন্নর, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও ভুজঙ্গগণ সকলেই হৃষ্টমনে সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন।১৯-২২

এইভাবে চারণগণও প্রধান প্রধান অপ্সরা, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা ও গন্ধর্বীতে বৃহদাকারবিশিষ্ট মহাবীর বনচর বানরগণকে উৎপন্ন করিলেন।২৩-২৪

এই সকল বানরেরা ইচ্ছানুরূপ শক্তিমান্ ও স্বচ্ছন্দ-বিচরণশীল। ইহারা দর্পে ও বলে সিংহ ও ব্যাঘ্রতুল্য। শিলা ও পর্বত দ্বারাই ইহারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ। নখ ও বৃহৎ দন্তই ইহাদের অস্ত্র। কিন্তু সকল অস্ত্রেই ইহারা নিপুণ। ইহারা বিশালপর্বতকে বিচালিত করিতে সক্ষম। ইহারা বৃহৎ বৃক্ষসমূহকে ভগ্ন করিতেও সক্ষম। ইহারা সরিৎপতি সমুদ্রকে বেগ দ্বারা আলোড়িত করিতে, পদক্ষেপের দ্বারা ধরণীকে বিদীর্ণ করিতে, সমুদ্রসকলকে লঙ্ঘন করিতে, আকাশে আরোহণ করিতে, মেঘসমূহকে ও ধাবমান্ মত্তহস্তিগণকে গ্রহণ করিতে এবং গর্জন করিয়া কোলাহলরত পক্ষীদিগকে ভূপাতিত করিতে সর্বথা সমর্থ। এইরূপ কামরূপী যূথপতি মহাবীর বানর এককোটি উৎপন্ন হইল। তাহারা

বিচালয়েয়ুঃ শৈলেন্দ্রান্ ভেদয়েয়ুঃ স্থিরান্ দ্রুমান্ ॥২৬
ক্ষোভয়েয়ুশ্চ বেগেন সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।
দারয়েয়ুঃ ক্ষিতিং পদ্ভ্যামাপ্লবেয়ুর্মহার্ণবান্ ॥২৭
নভস্তলং বিশেয়ুশ্চ গৃহীয়ুরপি তোয়দান্।
গৃহীয়ুরপি মাতঙ্গান্ মত্তান্ প্রব্রজতো বনে ॥২৮
নর্দমানাংশ্চ নাদেন পাতয়েয়ুর্বিহঙ্গমান্।
ঈদৃশানাং প্রসূতানি হরীণাং কামরূপিণাম্ ॥২৯
শতং শতসহস্রাণি যূথপানাং মহাত্মনাম্।
তে প্রধানেষু যূথেষু হরীণাং হরিযূথপাঃ ॥
বভূবুর্যূথপশ্রেষ্ঠান্ বীরাংশ্চাজনয়ন্ হরীন্।
অন্যে ঋক্ষবতঃ প্রস্থানুপতস্থুঃ সহস্রশঃ ॥৩১
অন্যে নানাবিধান্ শৈলান্ কাননানি চ ভেজিরে।
সূর্য্যপুত্রঞ্চ সুগ্রীবং শক্রপুত্রঞ্চ বালিনম্ ॥৩২

ভ্রাতরাবুপতস্থুস্তে সর্বে চ হরিযূথপাঃ।
নলং নীলং হনুমন্তমন্যাংশ্চ হরিযূথপান্ ॥৩৩
তে তার্ক্ষ্যবলসম্পন্নাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
বিচরন্তোঽর্দয়ন্ সর্বান্ সিংহ-ব্যাঘ্র-মহোরগান্ ॥৩৪
মহাবলো মহাবাহুর্বালী বিপুলবিক্রমঃ।
জুগোপ ভুজবীর্য্যেণ ঋক্ষ-গোপুচ্ছবানরান্ ॥৩৫
তৈরিয়ং পৃথিবী শূরৈঃ সপর্বত-বনার্ণবা।
কীর্ণা বিবিধসংস্থানৈর্নানাব্যঞ্জনলক্ষণৈঃ ॥৩৬
তৈর্মেঘবৃন্দাচলকূটসন্নিভৈ-
র্মহাবলৈর্বানরযূথপাধিপৈঃ।
বভূব ভূর্ভীমশরীররূপৈঃ
সমাবৃতা রামসহায়হেতোঃ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

প্রধানযূথপতিগণের যূথপতি হইয়াছিল এবং অনেক শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বানরবীরকে সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র বানর ঋক্ষবান্ পর্বতের সানুদেশ আশ্রয় করিল। অন্যান্য বানরগণ অপরাপর পর্বত ও বনমধ্যে বাস করিতে লাগিল। বানরযূথপতিগণ সকলেই সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্রপুত্র বালীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। অনেকে নল, নীল ও হনুমানের অধীনতা স্বীকার করিল। গরুড়তুল্য বলশালী যুদ্ধপটু বানরগণ বিচরণ করিতে করিতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও বৃহৎ বৃহৎ সর্পদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। মহাশক্তিমান্ অতুলবিক্রম মহাবাহু বালী বাহুবলে ঋক্ষ, গোপুচ্ছ আদি বানরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকারের বিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণযুক্ত মহাবীর-বানরগণের দ্বারা পর্বত, বন ও সমুদ্রসহিত ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।২৭-৩৬

মেঘমালা ও পর্বতশৃঙ্গসদৃশ মহাবলবান্ ভয়ঙ্কর-দেহসম্পন্ন বানরযূথপতিগণ রামের সাহায্যের জন্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করিল।৩৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

[ক্রতুমুষ্ঠানাদ্দ্বাদশে মাসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণাদীনাং চোৎপত্তিঃ। অযোধ্যায়াং মহোৎসবশ্চ।]

নির্বৃত্তে তু ক্রতৌ তস্মিন্ হয়মেধে মহাত্মনঃ।
প্রতিগৃহ্যাময়া ভাগান্ প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্ ॥১
সমাপ্তদীক্ষানিয়মঃ পত্নীগণসমন্বিতঃ।
প্রবিবেশ পুরীং রাজা সভৃত্য বলবাহনঃ ॥২
যথার্হং পূজিতাস্তেন রাজ্ঞা চ পৃথিবীশ্বরাঃ।
মুদিতাঃ প্রযযুর্দেশান্ প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্ ॥৩
শ্রীমতাং গচ্ছতাং তেষাং স্বগৃহাণি পুরাত্ততঃ।
বলানি রাজ্ঞাং শুভ্রাণি প্রহৃষ্টানি চকাশিরে ॥৪
গতেষু পৃথিবীশেষু রাজা দশরথঃ পুনঃ।
প্রবিবেশ পুরীং শ্রীমান্ পুরস্কৃত্য দ্বিজোত্তমান্ ॥৫
শান্তয়া প্রযযৌ সার্ধমৃষ্যশৃঙ্গঃ সুপূজিতঃ।
অনুগম্যমানো রাজ্ঞা চ সানুযাত্রেণ ধীমতা ॥৬

এবং বিসৃজ্য তান্ সর্বান্ রাজা সম্পূর্ণমানসঃ।
উবাস সুখিতস্তত্র পুত্রোৎপত্তিং বিচিন্তয়ন্ ॥৭
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতূনাং ষট্ সমত্যয়ুঃ।
ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ ॥৮
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ ॥৯
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্বলোকনমস্কৃতম্।
কৌসল্যাজনয়দ্ রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্ ॥১০
বিষ্ণোরর্ধং মহাভাগং পুত্রমৈক্ষ্বাকুনন্দনম্।
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং রক্তোষ্ঠং দুন্দুভিস্বনম্ ॥১১
কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা ॥১২

অষ্টাদশ সর্গ

[যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বাদশ মাসে শ্রীরাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের উৎপত্তি এবং অযোধ্যায় মহোৎসবপালন।]

এইভাবে মহাত্মা দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের সহিত অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত হইল। দেবগণ নিজ নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন।১

দশরথও যজ্ঞদীক্ষাবিধি শেষ করিয়া মহিষীগণের সহিত অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনসমূহও তাঁহাকে অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হইল।২

সমাগত নরপতিগণ দশরথকর্তৃক সম্মানিত হইয়া আনন্দিত হইলেন এবং মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া স্ব-স্ব-দেশে গমন করিলেন।৩

ঐশ্বর্যসম্পন্ন ঐ সকল নরপতির গমনসময়ে তাঁহাদের সৈন্যসমূহ দশরথপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে আনন্দিত ও শোভিত হইল।৪

নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ এইভাবে স্ব-স্ব-দেশে গমন করিলে পর দশরথ বিশিষ্টব্রাহ্মণগণকে অগ্রে লইয়া সরযূতীরস্থিত যজ্ঞমণ্ডপ হইতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন।৫

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি শান্তার সহিত বিশেষভাবে পূজিত হইয়া অযোধ্যা হইতে যাত্রা করিলেন। অনুচরগণের সহিত মহারাজ দশরথ কিছুদূর পর্যন্ত তাঁহার অনুগামী হইলেন। তিনি এইরূপে সমাগত সকলকে বিদায় দিলেন এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া পুত্রের জন্মচিন্তা করিতে করিতে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।৬-৭

অশ্বমেধ সমাপ্ত হইবার পর ছয়টি ঋতু অতীত হইল। তারপর দ্বাদশমাসে চৈত্রমাসের নবমী তিথিতে, পুনর্বসু-নক্ষত্রে, রবির মেষরাশিতে, মঙ্গলের মকররাশিতে, শনির তুলারাশিতে, বৃহস্পতির চন্দ্র ও কর্কটরাশিতে এবং শুক্রের মীনরাশিতে অবস্থানকালে কর্কটলগ্নে কৌসল্যা দিব্যলক্ষণযুক্ত সর্বলোকনমস্কৃত জগন্নাথ-রামকে প্রসব করিলেন। তিনি বিষ্ণুর অর্ধাংশসম্ভূত। তাঁহার নেত্রের প্রান্তদেশ লোহিত এবং ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ। তাঁহার কণ্ঠস্বর দুন্দুভির শব্দের ন্যায় গম্ভীর। তিনি মহাভাগ্যবান, পরাক্রমশালী ও ইক্ষ্বাকুবংশের আনন্দের কারণ।৮-১১

ভরতো নাম কৈকেয্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ।
সাক্ষাদ্ বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্বৈঃ
সমুদিতো গুণৈঃ (ক) ॥১৩

অথ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাঽজনয়ৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্ধসমন্বিতৌ ॥১৪

পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে
রবৌ ॥১৫

রাজ্ঞঃ পুত্রা মহাত্মানশ্চত্বারো জজ্ঞিরে পৃথক্।
গুণবন্তোঽনুরূপাশ্চ রুচ্যা প্রোষ্ঠপদোপমাঃ ॥১৬

জগুঃ কুশলা গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
দেব-দুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাৎ পতৎ ॥১৭

উৎসবশ্চ মহানাসীদযোধ্যায়াং জনাকুলঃ।
রথ্যাশ্চ জনসম্বাধা নট-নর্তকসঙ্কুলাঃ ॥১৮

দেবরাজ ইন্দ্রকে পাইয়া যেমন দেবমাতা অদিতি শোভিতা হইয়াছিলেন, অপরিমিততেজস্বী পুত্রকে পাইয়া কৌশল্যাও সেইরূপ শোভিতা হইলেন।১২

তারপর কৈকেয়ীর গর্ভ হইতে সাক্ষাদ্বিষ্ণুর চতুর্থাংশ সত্যপরাক্রম সর্বগুণভূষিত ভরত জন্মগ্রহণ করিলেন।১৩

অনন্তর সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিলেন। এই দুইজন মহাবীর, সর্বাস্ত্রকুশল ও বিষ্ণুর অর্ধাংশ-সম্ভূত।১৪

নির্মলবুদ্ধি ভরত মীনলগ্নে পুষ্যানক্ষত্রে, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কটলগ্নে অশ্লেষানক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে জন্মগ্রহণ করিলেন।১৫

এইভাবে রাজা দশরথের পুত্রচতুষ্টয়ের জন্ম হইল। পুত্রগণ প্রত্যেকেই মহাত্মা, গুণবান্, রূপবান্ এবং পূর্ব-ভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রের মত প্রভাবসম্পন্ন।১৬

পুত্রগণের জন্মকালে গন্ধর্বগণ সুমধুর গান ও দেবস্ত্রীগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দেবতাগণ কর্তৃক দুন্দুভি নিনাদিত হইল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যায় জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে

গায়নৈশ্চ বিরাবিণ্যো বাদনৈশ্চ তথাপরৈঃ।
বিরেজুর্বিপুলাস্তত্র সর্বরত্নসমন্বিতাঃ ॥১৯

প্রদেয়াংশ্চ দদৌ রাজা সূত-মাগধ-বন্দিনাম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং গোধনানি সহস্রশঃ ॥২০

অতীতেষ্বেকাদশাহং তু নামকর্ম তথাকরোৎ।
জ্যেষ্ঠং রামং মহাত্মানং ভরতং কৈকয়ীসুতম্ ॥২১

সৌমিত্রিং লক্ষ্মণমিতি শত্রুঘ্নমপরন্তথা।
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতো নামানি কুরুতে তদা ॥২২

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস পৌর-জানপদানপি।
অদদদ্ ব্রাহ্মণানাঞ্চ রত্নৌঘমমলং বহু ॥২৩

তেষাং জন্মক্রিয়াদীনি সর্বকর্মাণ্যকারয়ৎ।
তেষাং কেতুরিব জ্যেষ্ঠো রামো রতিকরঃ পিতুঃ ॥২৪

বভূব ভূয়ো ভূতানাং স্বয়ম্ভুরিব সম্মতঃ।
সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে লোকহিতে রতাঃ ॥২৫

লাগিল। নগরীর সকলপথই নট-নর্তকের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল। লোকসমূহের দ্বারা সকল পথই রুদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল।১৭-১৮

গীত, বাদ্য ও অন্যান্য শব্দে মুখরিত বিশাল পথসমূহ পুরস্কাররূপে প্রদত্ত নানাবিধ রত্নাদির দ্বারা শোভিত হইল। রাজা সূত, মাগধ ও বন্দিগণকে পারিতোষিক দান করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুধন ও সহস্র সহস্র গাভী দান করিলেন।১৯-২০

পুত্রজন্মের পর একাদশদিবস অতীত হইলে অর্থাৎ ত্রয়োদশদিবসে দশরথ পুত্রগণের নামকরণ করিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠ আনন্দিত হইয়া মহাশক্তিসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্রের রাম, কৈকেয়ীপুত্রের ভরত এবং সুমিত্রাসুত-দ্বয়ের লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নাম রাখিলেন।২১-২২

এই উপলক্ষ্যে মহারাজ বহু ব্রাহ্মণ, নগরবাসী ও জনপদবাসী লোকগণকে ভোজন করাইলেন। ব্রাহ্মণ-গণকে দক্ষিণারূপে বহু উৎকৃষ্ট রত্ন দান করিলেন। বশিষ্ঠ পুত্রগণের জাতকর্ম ও নামকরণ আদি সকলকর্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করাইলেন। ঐ পুত্রগণের মধ্যে রাম

পাঠান্তর ঃ—(ক) সর্বৈঃ সমুদিতৈর্গুণৈঃ।

সর্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ।
তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥২৬
ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ।
গজস্কন্ধেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্য্যাসু সম্মতঃ ॥২৭
ধনুর্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি সুস্নিগ্ধো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্দ্ধনঃ ॥২৮
রামস্য লোকরামস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ।
সর্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ ॥২৯
লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ।
ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ ॥৩০
মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা।
যদা হি হয়মারূঢ়ো মৃগয়াং যাতি রাঘবঃ ॥৩১
অথৈনং পৃষ্ঠতোঽভ্যেতি সধনুঃ পরিপালয়ন্।
ভরতস্যাপি শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণাবরজো হি সঃ ॥৩২
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং তস্য চাসীৎ তথা প্রিয়ঃ।
স চতুর্ভির্মহাভাগৈঃ পুত্রৈর্দশরথঃ প্রিয়ৈঃ ॥৩৩
বভূব পরমপ্রীতো দেবৈরিব পিতামহঃ।
তে যদা জ্ঞানসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ ॥৩৪
হ্রীমন্তঃ কীর্তিমন্তশ্চ সর্বজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনঃ।
তেষামেবং প্রভাবাণাং সর্বেষাং দীপ্ততেজসাম্ ॥৩৫
পিতা দশরথো হৃষ্টো ব্রহ্মা লোকাধিপো যথা।
তে চাপি মনুজব্যাঘ্রা বৈদিকাধ্যয়নে রতাঃ ॥৩৬
পিতুঃ শুশ্রূষণরতা ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ।
অথ রাজা দশরথস্তেষাং দারক্রিয়াং প্রতি ॥৩৭

বংশের অভ্যুদয়-পতাকার তুল্য, পিতার বিশেষ আনন্দপ্রদ হইলেন ও ব্রহ্মার মত সকল প্রাণীরই পূজিত হইলেন। যদিও দশরথের পুত্রগণ সকলেই দেবতুল্য, মহাবীর, সর্বলোকহিতকারী, জ্ঞানী ও নানাগুণের আধার ছিলেন, তথাপি তাহাদের মধ্যে রাম মহাতেজস্বী, সত্যবিক্রম ও চন্দ্রের মত নির্মল ও সর্বপ্রিয়। হস্তী, অশ্ব ও রথারোহণে বিশেষ নিপুণ ও ধনুর্বেদে কুশল রাম পিতার শুশ্রূষাতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। রামের শোভাবর্ধক লক্ষ্মণ বাল্যকাল হইতেই সর্বলোকপ্রিয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের সর্বদা প্রীতিসাধনের জন্য তৎপর হইলেন: তিনি রামকে নিজশরীর হইতেও অতিপ্রিয় মনে করিতেন। শ্রীমান্ লক্ষ্মণ রামের বহিঃস্থিত প্রাণের ন্যায় ছিলেন। পুরুষোত্তম রামও লক্ষ্মণব্যতীত নিদ্রা যাইতে পারিতেন না এবং লক্ষ্মণ নিকটে না থাকিলে নিকটে আগত উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। রামচন্দ্র যখন অশ্বারোহণ করিয়া মৃগয়ায় যাইতেন, তখন লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণ করিয়া রামকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে গমন করিতেন। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নও ভরতের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম হইলেন এবং ভরতও তাঁহার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ চতুর্মুখ দিক্‌পাল দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন, সেইরূপ মহারাজ দশরথও মহাভাগ্যবান্ অতিপ্রিয় চারিটি পুত্রের দ্বারা পরমপ্রীত হইলেন। কুমারগণ যখন জ্ঞান, লজ্জা, কীর্তি ও দূরদর্শিতাদি সর্বগুণসম্পন্ন হইলেন, তখন তাহাদের প্রদীপ্ত প্রভাব ও মহদ্গুণসকল দেখিয়া রাজা দশরথ লোকপতি-ব্রহ্মার ন্যায় আনন্দিত হইলেন। দশরথের তনয়গণও বেদাধ্যয়নে, ধনুর্বেদশিক্ষায় ও পিতার শুশ্রূষায় সর্বদা রত হইয়া শ্রেষ্ঠমানবরূপে পরিচিত হইলেন। অনন্তর ধর্মাত্মা মহারাজ দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুজনের সহিত নিজপুত্রগণের বিবাহবিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণমধ্যে মহাত্মা দশরথ যখন এইরূপ পরামর্শ করিতেছিলেন, সেই সময় মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র সেইখানে আগমন করিলেন। তিনি দশরথের দর্শনাভিলাষী হইয়া দৌবারিকগণকে বলিলেন,—আমি কুশিক-গোত্রজাত গাধির তনয় বিশ্বামিত্র আসিয়াছি, এই সংবাদ মহারাজকে সত্বর জানাও। বিশ্বামিত্রের এই বাক্যে প্রেরিত হইয়া দৌবারিকগণ সসম্ভ্রমে দ্রুতগতিতে রাজভবনে গমন করিল। রাজভবনে প্রবেশ করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথকে জানাইল,—বিশ্বামিত্র ঋষি আগমন করিয়াছেন। তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ইন্দ্র যেরূপ বৃহস্পতির প্রত্যুদ্গমন করেন, সেইরূপ ব্রহ্মার সহিত পুরোহিতকে

চিন্তয়ামাস ধর্মাত্মা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
তস্য চিন্তয়মানস্য মন্ত্রিমধ্যে মহাত্মনঃ ॥৩৮
অভ্যাগচ্ছন্মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী দ্বারাধ্যক্ষানুবাচ হ ॥৩৯
শীঘ্রমাখ্যাত মাং প্রাপ্তং কৌশিকং গাধিনঃ সুতম্।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য রাজ্ঞো বেশ্ম প্রদুদ্রুবুঃ ॥৪০
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে তেন বাক্যেন চোদিতাঃ।
তে গত্বা রাজভবনং বিশ্বামিত্রমৃষিং তদা ॥৪১
প্রাপ্তমাবেদয়ামাসুর্নৃপায়েক্ষ্বাকবে তদা।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সপুরোধাঃ সমাহিতঃ ॥৪২
প্রত্যুদ্গচ্ছাম সংহৃষ্টো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ।
স দৃষ্ট্বা জ্বলিতং দীপ্ত্যা তাপসং সংশিতব্রতম্ ॥৪৩
প্রহৃষ্টবদনো রাজা ততোঽর্ঘ্যমুপহারয়ৎ।
স রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্যার্ঘ্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥৪৪
কুশলং চাব্যয়ঞ্চৈব পর্য্যপৃচ্ছন্নরাধিপম্।
পুরে কোশে জনপদে বান্ধবেষু সুহৃৎসু চ ॥৪৫
কুশলং কৌশিকো রাজ্ঞঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ সুধার্ম্মিকঃ।
অপি তে সন্নতাঃ সর্বে সামন্তা রিপবো জিতাঃ(ক) ॥৪৬
দৈবঞ্চ মানুষং চৈব কর্ম্ম তে সাধ্বনুষ্ঠিতম্।
বসিষ্ঠঞ্চ সমাগম্য কুশলং মুনিপুঙ্গবঃ ॥৪৭
ঋষীংশ্চ তান্ যথান্যায়ং মহাভাগ উবাচ হ।
তে সর্বে হৃষ্টমনসস্তস্য রাজ্ঞো নিবেশনম্ ॥৪৮
বিবিশুঃ পূজিতাস্তেন নিষেদুশ্চ যথার্হতঃ।
অথ হৃষ্টমনা রাজা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্ ॥৪৯
উবাচ পরমোদারো হৃষ্টস্তমভিপূজয়ন্।
যথামৃতস্য সম্প্রাপ্তির্যথা বর্ষমনূদকে ॥৫০
যথা সদৃশদারেষু পুত্রজন্মাঽপ্রজস্য বৈ।
প্রণষ্টস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ ॥৫১
তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে।
ব্রূহি তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ ॥৫২
পাত্রভূতোঽসি মে ব্রহ্মন্ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মানদ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ॥৫৩
যস্মাদ্ বিপ্রেন্দ্রমদ্রাক্ষং সুপ্রভাতা নিশা মম।
পূর্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥৫৪
ব্রহ্মর্ষিত্বমনুপ্রাপ্তঃ পূজ্যোঽসি বহুধা ময়া।
তদদ্ভুতমভূদ্ বিপ্র পবিত্রং পরমং মম ॥৫৫

লইয়া বিশ্বামিত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র নিজতেজে প্রজ্বলিত, কঠোরনিয়মাবলম্বী ও মহাতপস্বী; তাঁহাকে দর্শন করিয়া দশরথের মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইল, তিনি ঋষিকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। সুধার্মিক বিশ্বামিত্রও মহারাজের শাস্ত্রানুসারে প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া নগর, রাজ্য, ধনভাণ্ডার, বান্ধব ও সুহৃদ্গণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহিলেন,—রাজন্! সামন্ত-নরপতিগণ ও শত্রুগণ অবনত ও পরাজিত আছে ত? দৈবানুষ্ঠান ও মানবকল্যাণকারী কার্য্যসমূহ ঠিকমত অনুষ্ঠিত হইতেছে ত? অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া তাঁহার ও অন্যান্য ঋষিগণের যথোচিত কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর সকলে হৃষ্টমনে রাজভবনে প্রবেশ করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট ও পূজিত হইলেন। মহারাজ দশরথ উদারচেতা ও বিশ্বামিত্রের দর্শনে হৃষ্টচিত্ত; তিনি মহামুনি বিশ্বামিত্রকে পূজা করিয়া বলিলেন,—মুনিবর! আপনার শুভাগমন অমৃতপ্রাপ্তির তুল্য। নির্জ্জনদেশে বৃষ্টির ন্যায়, অপুত্রব্যক্তির উপযুক্ত পত্নীর গর্ভে পুত্রজন্মের ন্যায়, নষ্টদ্রব্যের পুনঃপ্রাপ্তির ন্যায় ও মহোৎসবে আনন্দের ন্যায় আপনার আগমন পরমকাম্য। আপনার আগমন শুভজনক হউক। আপনি আদেশ করুন—আমি সানন্দে আপনার কি প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিব? মানদ! মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার সেবাগ্রহণের যোগ্য। আমার সৌভাগ্যবলতই আপনি আগমন করিয়াছেন। আজ আমার জন্ম ও জীবন সফল মনে হইতেছে। আজ আমার পক্ষে রাত্রি সুপ্রভাত হইয়াছে, যেহেতু আজ আপনাকে দেখিতে পাইলাম। আপনি প্রথমতঃ তপস্যাদ্বারা প্রভাবশালী হইয়া রাজর্ষিপদবাচ্য হন,

পাঠান্তর :—(ক)—সাধ্বনুষ্ঠিতাঃ।

শুভক্ষেত্রগতশ্চাহং (ক) তব সন্দর্শনাৎ প্রভো।
ব্রূহি যৎপ্রার্থিতং তুভ্যং কার্য্যমাগমনং প্রতি ॥৫৬
ইচ্ছাম্যনুগৃহীতোঽহং ত্বদর্থং পরিবৃদ্ধয়ে।
কার্য্যস্য ন বিমর্শঞ্চ গন্তুমর্হসি সুব্রত ॥৫৭
কর্ত্তা চাহমশেষেণ দৈবতং হি ভবান্ মম।
মম চায়মনুপ্রাপ্তো মহানভ্যুদয়ো দ্বিজ ॥
তবাগমনজঃ কৃৎস্নো ধর্ম্মশ্চানুত্তমো দ্বিজ ॥৫৮

অনন্তর পুনঃ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইজন্য আপনি সর্বতোভাবে আমার পূজনীয়। দ্বিজবর! আপনার দুর্লভ শুভাগমনে আমার পবিত্রতালাভ হইয়াছে। আপনাকে দর্শন করিয়া আমি পুণ্যতীর্থগমনফল প্রাপ্ত হইলাম আপনি কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা প্রকাশ করুন। হে সুব্রত! আমি আপনার

পাঠান্তর :—(ক) শুভক্ষেত্রে গতশ্চাহং—।

ইতি হৃদয়সুখং নিশম্য বাক্যং
শ্রুতিসুখমাত্মবতা বিনীতমুক্তম্।
প্রথিতগুণযশা গুণৈর্বিশিষ্টঃ
পরম ঋষিঃ পরমং জগাম হর্ষম্ ॥৫৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। আপনার সন্দেহ বা সঙ্কোচ করা উচিত নয়, আপনি আমার দেবতা, আপনি আদেশ করিলে আমি ঠিকমত তাহা পালন করিব। বিপ্রবর! আপনার আগমনে অতিশয় অভ্যুদয় এবং অত্যুত্তম ও সম্পূর্ণ পুণ্যলাভ হইয়াছে। বিখ্যাতকীর্তি সর্বগুণসম্পন্ন বিশ্বামিত্র সহোদর দশরথের মুখ হইতে শ্রুতিসুখকর সুখদায়ক বিনয়পূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ।২৩-৫৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনবিংশঃ সর্গঃ

(বিশ্বামিত্র-দশরথয়োঃ সংবাদঃ, বিশ্বামিত্রকৃত-বিঘ্নকরমারীচ-সুবাহ্বোর্বর্ণনম্, তন্নিবারণায় রামং দেহীতি যাচনম্, ঋষিকৃতরামপ্রতাপবর্ণনঞ্চ।)

তচ্ছ্রুত্বা রাজসিংহস্য বাক্যমদ্ভুতবিস্তরম্।
হৃষ্টরোমা মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১

সদৃশং রাজশার্দূল তবৈব ভুবি নান্যতঃ।
মহাবংশপ্রসূতস্য বসিষ্ঠব্যপদেশিনঃ ॥২

যৎ তু মে হৃদ্গতং বাক্যং(ক) তস্য কার্য্যস্য নিশ্চয়ম্।
কুরুষ্ব রাজশার্দূল ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥৩

অহং নিয়মমাতিষ্ঠে সিদ্ধ্যর্থং পুরুষর্ষভ (খ)।
তস্য বিঘ্নকরৌ দ্বৌ তু রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ ॥৪

ব্রতে তু বহুশশ্চীর্ণে সমাপ্ত্যাং রাক্ষসাবিমৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্য্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ ॥৫

তৌ মাংস-রুধিরৌঘেণ বেদিং তামভ্যবর্ষতাম্।
অবধূতে তথাভূতে তস্মিন্ নিয়মনিশ্চয়ে ॥৬

কৃতশ্রমো নিরুৎসাহস্তস্মাদ্ দেশাদপাক্রমে।
ন চ মে ক্রোধমুৎসৃষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্থিব ॥৭

তথাভূতা হি সা চর্য্যা ন শাপস্তত্র মুচ্যতে।
স্বপুত্রং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥৮

কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি।
শক্তো হ্যেষ ময়া গুপ্তো দিব্যেন স্বেন তেজসা ॥৯

রাক্ষসা যে বিকর্তারস্তেষামপি বিনাশনে।
শ্রেয়শ্চাস্মৈ প্রদাস্যামি বহুরূপং ন সংশয়ঃ ॥১০

ঊনবিংশ সর্গ।

[বিশ্বামিত্র ও দশরথের পরস্পর আলাপ, বিশ্বামিত্র-কৃত যজ্ঞবিঘ্নকারী মারীচ ও সুবাহুর বর্ণন, এবং বিঘ্ননিবারণের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনা এবং ঋষিকৃত রামের প্রতাপবর্ণন।]

মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের বিচিত্র বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং বলিলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি যে মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ আচরণ আপনি ভিন্ন অন্য কেহই করিতে পারে না। আপনি মহর্ষি বসিষ্ঠের আদেশানুসারে চলেন, সেইজন্য এইরূপ শিষ্টাচার আপনার উপযুক্ত।১-২

মহারাজ! আমার মনোগত যে বক্তব্য আছে, তাহা পালন করিতে অঙ্গীকার করুন। আপনি অঙ্গীকৃত কার্য্যের জন্য যথার্থ প্রতিশ্রুতি দান করুন। নরবর! আমি একটি যজ্ঞ করিবার জন্য দীক্ষিত হইয়াছি। মায়াবী দুইটি রাক্ষস সেই যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে। বহুবার যজ্ঞ প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময় তাহারা আসিয়া রক্ত, মাংস প্রভৃতি অপবিত্রদ্রব্যে যজ্ঞবেদী পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ঐ রাক্ষসদ্বয়ের নাম মারীচ ও সুবাহু। তাহারা দুইজনেই বলবান ও যুদ্ধবিশারদ। উহাদের দ্বারা বারংবার আমার নিয়মানুষ্ঠানের বিঘ্ন হওয়ায় আমার সকল পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া সেইস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি। এই কার্য্যে ক্রোধপ্রকাশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে কাহাকে শাপও দেওয়া যায় না। মহারাজ! অতএব আপনি সত্যবিক্রম, বলবান্ ও কাকপক্ষধারী (জুলফিযুক্ত) জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। রামকে আমি রক্ষা করিব। রাম নিজ দিব্যতেজঃপ্রভাবে আমার যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন। আমি রামের নানাপ্রকার কল্যাণসাধন করিব—ইহাতে সংশয় করিবেন না। এই কার্য্যের জন্য রাম ত্রিলোকে বিশেষ খ্যাতি প্রাপ্ত হইবেন। ঐ রাক্ষসদ্বয় রামের সম্মুখে কখনই দাঁড়াইতে পারিবে না। রাম ভিন্ন অন্য কেহই ঐ রাক্ষসদ্বয়কে বিনাশ করিতে উৎসাহপ্রাপ্ত হইতেছে না। উহারা অতিশয় পাপকারী ও বলগর্বিত হইলেও কালের কবলে পতিত হইয়াছে। মহারাজ!

পাঠান্তরঃ—(ক) যৎ তু হৃদয়গতং বাক্যং—।
(খ) —সিদ্ধ্যর্থং পুরুষর্ষভ।

ত্রয়াণামপি লোকানাং যেন খ্যাতিং গমিষ্যতি।
ন চ তৌ রামমাসাদ্য শক্তৌ স্থাতুং কথঞ্চন ॥১১
ন চ তৌ রাঘবাদন্যো হন্তুমুৎসহতে পুমান্
বীর্য্যোৎসিক্তৌ হি তৌ পাপৌ কালপাশবশং
গতৌ ॥১২
রামস্য রাজশার্দূল ন পর্য্যাপ্তৌ মহাত্মনঃ।
ন চ পুত্রগতং স্নেহং কর্তুমর্হসি পার্থিব* ॥১৩
অহং তে প্রতিজানামি হতৌ তৌ বিদ্ধি রাক্ষসৌ।
অহং বেদ্মি মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥১৪
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা যে চেমে তপসি স্থিতাঃ।
যদি তে ধর্মলাভং তু যশশ্চ পরমং ভুবি ॥১৫
স্থিরমিচ্ছসি রাজেন্দ্র রামং মে দাতুমর্হসি।
যস্যভ্যমুজ্ঞাং কাকুৎস্থ দদতে তব মন্ত্রিণঃ ॥১৬
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে ততো রামং বিসর্জয়।
অভিপ্রেতমসংসক্তমাত্মজং দাতুমর্হসি ॥১৭

দশরাত্রং হি যজ্ঞস্য রামং রাজীবলোচনম্।
নাত্যেতি কালো যজ্ঞস্য যথাঽয়ং মম রাঘব ॥১৮
তথা কুরুষ্বং ভদ্রং তে মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা ধর্মাত্মা ধর্মার্থসহিতং বচঃ ॥১৯
বিররাম মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামতিঃ।
স তন্নিশম্য রাজেন্দ্রো বিশ্বামিত্রবচঃ শুভম্ ॥২০
শোকেন মহতাবিষ্টশ্চচাল চ মুমোহ চ।
লব্ধসংজ্ঞস্ততোঽথায় ব্যনীদত ভয়ান্বিতঃ ॥২১
ইতি হৃদয়মনোবিদারণং
মুনিবচনং তদতীব শুশ্রুবান্।
নরপতিরভবন্মহান্ মহাত্মা
ব্যথিতমনাঃ প্রচচাল চাসনাৎ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ।

ঐ রাক্ষসদ্বয় কখনই মহাত্মা রামের সমকক্ষ হইবে না। রাজন্! আপনি নিজপুত্রের প্রতি এখন অতিশয় স্নেহ প্রকাশ করিবেন না।৪-১৩

আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, রামের দ্বারা ঐ রাক্ষসদ্বয়কে বিনষ্ট বলিয়া জানিয়া রাখুন। আমি সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামকে ভালভাবেই জানি। মহাতেজস্বী বসিষ্ঠ ও তপস্যারত অন্যান্য ঋষিগণও রামকে জানেন। রাজেন্দ্র! যদি এই সংসারে আপনি শ্রেষ্ঠ-ধর্ম ও অক্ষয়কীর্তি কাম্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। কাকুৎস্থবংশের! যদি বসিষ্ঠ আদি আপনার পরামর্শদানকারী সকলে আমার প্রার্থনা অনুমোদন করেন, তাহা হইলে আমার অভিপ্রেত আসক্তিশূন্য রামকে আমার সহিত যাইতে দিন। যজ্ঞের দশদিনের জন্য কমললোচন-রামকে বিদায় দান করুন। মহারাজ! যেন আমার যজ্ঞের সময় অতীত হইয়া না যায়, আপনি সত্বর সেইরূপ ব্যবস্থা করুন। আপনার মঙ্গল হইবে। আপনি অকারণ শোক করিবেন না। মহাতেজস্বী বুদ্ধিমান্ ধার্মিক বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্মার্থযুক্ত বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন। বিশ্বামিত্রের বচন শুভজনক হইলেও রাজেন্দ্র দশরথ তাহা শ্রবণ করিয়া গভীরশোকে চঞ্চল ও মোহপ্রাপ্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞানলাভ করিয়া পুত্রবিরহ-ভয়ে কিংবা বিশ্বামিত্রের শাপভয়ে ভীত হইলেন এবং বিষণ্ণভাবে বসিয়া রহিলেন। দশরথ মনস্বী হইয়াও বিশ্বামিত্রের ঐ সকল হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করিলেন, কিন্তু অতিশয় ব্যথিত হওয়ায় নিজ আসনে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না।১৪-২২

* কোন কোন গ্রন্থে ১৩নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,— দশরাত্রস্য যজ্ঞস্য তস্মিন্ রাঘবে রাক্ষসৌ।
হন্তব্যৌ বিঘ্নকর্তারৌ মম যজ্ঞস্য তৈরিণৌ॥

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশঃ সর্গঃ

(রক্ষোভিঃ সহ যুদ্ধায় রামং প্রেষয়িতুমক্ষমেন দশরথেন বিশ্বামিত্রসমীপে স্বাভিপ্রায়বর্ণনম্ ।)

তচ্ছ্রুত্বা রাজশার্দূলো বিশ্বামিত্রস্য ভাষিতম্ ।
মুহূর্তমিব নিঃসংজ্ঞঃ সংজ্ঞাবানিদমব্রবীৎ ॥১
ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ ॥২
ইয়মক্ষৌহিণী সেনা যস্যাহং পতিরীশ্বরঃ ।
অনয়া সহিতো গত্বা যোদ্ধাহং তৈর্নিশাচরৈঃ ॥৩
ইমে শূরাশ্চ বিক্রান্তা ভৃত্যা মেঽস্ত্রবিশারদাঃ ।
যোগ্যা রক্ষোগণৈর্যোদ্ধুং ন রামং নেতুমর্হসি ॥৪
অহমেব ধনুষ্পাণির্গোপ্তা সমরমূর্ধনি ।
যাবৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি তাবদ্ যোৎস্যে নিশাচরৈঃ ॥৫
নির্বিঘ্না ব্রতচর্য্যা সা ভবিষ্যতি সুরক্ষিতা ।
অহং তত্র গমিষ্যামি ন রামং নেতুমর্হসি ॥৬
বালো হ্যকৃতবিদ্যশ্চ ন চ বেত্তি বলাবলম্ ।
ন চাস্ত্রবলসংযুক্তো ন চ যুদ্ধবিশারদঃ ॥৭
ন চাসৌ রক্ষসাং যোগ্যঃ কূটযুদ্ধা হি রাক্ষসাঃ ।
বিপ্রমুক্তো (ক) হি রামেণ মুহূর্তমপি নোৎসহে ॥৮
জীবিতুং মুনিশার্দূল ন রামং নেতুমর্হসি ।
যদি বা রাঘবং ব্রহ্মন্ নেতুমিচ্ছসি সুব্রত ॥৯
চতুরঙ্গসমাযুক্তং ময়া সহ চ তং নয় ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক ॥১০
কৃচ্ছ্রেণোৎপাদিতশ্চায়ং ন রামং নেতুমর্হসি ।
চতুর্ণামাত্মজানাং হি প্রীতিঃ পরমিকা মম ॥১১
জ্যেষ্ঠে ধর্মপ্রধানে চ ন রামং নেতুমর্হসি ।
কিং বীর্য্যা রাক্ষসাস্তে চ কস্য পুত্রাশ্চ কে চ তে ॥১২
কথং প্রমাণাঃ কে চৈতান্ রক্ষন্তি মুনিপুঙ্গব ।
কথঞ্চ প্রতিকর্তব্যং তেষাং রামেণ রক্ষসাম্ ॥১৩
মামকৈর্বা বলৈর্ব্রহ্মন্ ময়া বা কূটযোধিনাম্ ।
সর্বং মে শংস ভগবন্ কথং তেষাং ময়া রণে ॥১৪

বিংশতি সর্গ ।

[রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রামকে প্রেরণ করিতে অক্ষম রাজা দশরথ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় বর্ণন ।]

রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্তকাল সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—আমার কমললোচন রামের ঊনষোড়শ অর্থাৎ পঞ্চদশবৎসর-মাত্র বয়স। রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার মত যোগ্যতা তাহার আছে—ইহা মনে হয় না ।১-২

আমার অক্ষৌহিণী পরিমিত সৈন্য আছে। আমিই তাহাদের অধিপতি। এই মহতী সেনার সহিত যাইয়া রাক্ষসগণের সহিত আমিই যুদ্ধ করিব ।৩

অস্ত্রবিদ্যাপটু মহাবলবান্ বীরগণ আমার আদেশ-পালনকারী। ইহারা সকলেই রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম। অতএব রামকে লইয়া যাওয়া ঠিক হইবে না ।৪

আমার শরীরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ থাকিবে, আমি ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বহস্তে ধনুর্ধারণপূর্বক যজ্ঞরক্ষা করিবার জন্য রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিব ।৫

আমার দ্বারা সুরক্ষিত হইলে আপনার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। অতএব আমিই আপনার সঙ্গে যাইতেছি। রামকে লইয়া যাইবেন না ।৬

রাম এখন বালক। সে ধনুর্বিদ্যায় এখনও অধিকার লাভ করে নাই। শত্রুর বলাবল বুঝিবার ক্ষমতাও তাহার হয় নাই। এখনও রাম অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও যুদ্ধে পারদর্শী হইয়া উঠে নাই। এইজন্য সে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না, যেহেতু, রাক্ষসেরা কপটভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে। মুনিবর! আমি রামের বিরহে একমুহূর্তও জীবনধারণ করিতে পারিব না। অতএব রামকে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। যদি একান্তই রামকে লইয়া

পাঠান্তর :—(ক) 'বিপ্রযুক্তো'—

স্বাতব্যং দুষ্টভাবানাং বীর্য্যোৎসিক্তা হি রাক্ষসাঃ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১৫
পৌলস্ত্যবংশপ্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
স ব্রহ্মণা দত্তবরস্ত্রৈলোক্যং বাধতে ভৃশম্ ॥১৬
মহাবলো মহাবীর্য্যো (ক) রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।
শ্রূয়তে চ মহারাজ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥১৭
সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণভ্রাতা পুত্রো বিশ্রবসো মুনেঃ।
যদা ন খলু যজ্ঞস্য বিঘ্নকর্ত্তা মহাবলঃ ॥১৮
তেন সংচোদিতৌ তৌ তু রাক্ষসৌ চ মহাবলৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ যজ্ঞবিঘ্নং করিষ্যতঃ ॥১৯
ইত্যুক্তো মুনিনা তেন রাজোবাচ মুনিং তদা।
নহি শক্তোঽস্মি সংগ্রামে স্থাতুং তস্য দুরাত্মনঃ ॥২০

স ত্বং প্রসাদং ধর্ম্মজ্ঞ কুরুষ্ব মম পুত্রকে।
মম চৈবাল্পভাগ্যস্য দৈবতং হি ভবান্ গুরুঃ ॥২১
দেব-দানব-গন্ধর্বা যক্ষাঃ পতগ-পন্নগাঃ।
ন শক্তা রাবণং সোঢ়ুং কিং পুনর্মানবা যুধি ॥২২
স তু বীর্য্যবতাং বীর্য্যমাদত্তে যুধি রাবণঃ।
তেন চাহং ন শক্তোঽস্মি সংযোদ্ধুং তস্য বা বলৈঃ ॥২৩
সবলো বা মুনিশ্রেষ্ঠ সহিতো বা মমাত্মজৈঃ।
কথমপ্যমরপ্রখ্যং সংগ্রামাণামকোবিদম্ ॥২৪
বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্নেব দাস্যামি পুত্রকম্।
অথ কালোপমৌ যুদ্ধে সুতৌ সুন্দোপসুন্দয়োঃ ॥২৫
যজ্ঞবিঘ্নকরৌ তৌ তে নৈব দাস্যামি পুত্রকম্
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্য্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ ॥২৬

যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে চতুরঙ্গসেনা সহিত রামকে আমার সঙ্গেই লইয়া চলুন। কৌশিক! আমার জন্মের পর ষাট্ হাজার বৎসর অতীত হইল, অতিকষ্টে রামকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব রামকে লইয়া যাইবেন না। বিশেষতঃ চারিটি পুত্রের মধ্যে ধার্মিক রামের উপর আমার অতিশয় স্নেহ। এইজন্য আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। মুনিশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণ কিরূপ বলবান্? তাহাদের পরিচয় কি? তাহারা কাহার পুত্র? তাহাদের আকৃতি কিরূপ? কাহারা এই রাক্ষসগণকে রক্ষা করিয়া থাকে? রাম কিরূপেই বা রাক্ষসগণের প্রতীকার করিবে? কপটতাপূর্ণ যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত ঐ রাক্ষসদের প্রতীকারে আমার সৈন্যগণ ও আমি কিরূপে সক্ষম হইব? ভগবন্! আপনি সকলবৃত্তান্ত আমার নিকট প্রকাশ করুন। যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ দুষ্টপ্রকৃতি রাক্ষসগণের সম্মুখে কিভাবে অবস্থান করিতে হইবে? আমি জানি, রাক্ষসেরা অতিশয় বলবান্। দশরথের এইরূপ বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন,—পৌলস্ত্যবংশজাত রাবণনামে এক রাক্ষস আছে। সে ব্রহ্মার নিকটে বরপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোককে বাধিত করিতেছে। মহাশক্তিসম্পন্ন রাবণ সর্বদা রাক্ষসগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকে। আমি শুনিয়াছি, রাক্ষসরাজ রাবণ কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতা ও বিশ্রবামুনির পুত্র। যখন ঐ মহাপরাক্রমশীল রাবণ স্বয়ং যজ্ঞের বিঘ্ন করিতে বিরত হয়, তখন সে মারীচ ও সুবাহু-নামক রাক্ষসদ্বয়কে যজ্ঞধ্বংসের জন্য পাঠাইয়া দেয় ।৭-১৯

বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর রাজা দশরথ তাঁহাকে বলিলেন,—আমি দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারিব না ।২০

ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি আমার বালকপুত্র রামের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি মাদৃশ হতভাগ্যব্যক্তির দেবতা ও গুরু। মুনিবর! দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, গরুড় ও নাগগণই যখন যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে না, তখন মানুষের কথা আর কি বলিব ।২১-২২

সেই রাবণ রণক্ষেত্রে বীর্য্যবান্ ব্যক্তিগণেরও বীর্য্যক্ষয় করিয়া থাকে। এইজন্য তাহার কিংবা তাহার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সমর্থ হইব না। মুনিবর! যদি আমার সৈন্যসমূহ ও পুত্রগণ সঙ্গেও থাকে, তাহা হইলেও আমি রাবণের সহিত কখনই পারিয়া

পাঠান্তরঃ—(ক) দশগ্রীবো মহাবীর্য্যো—।

তয়োরন্যতরং গোপ্তুং নাস্যামি সসুহৃদ্গণঃ।
অন্যথা ত্বনুনেষ্যামি ভবন্তং সহবান্ধবঃ (ক)॥২৭
ইতি নরপতিজল্পনাদ্দ্বিজেন্দ্রং
কুশিকসুতং সুমহান্ বিবেশ মন্যুঃ।
সুহুত ইব মখেঽগ্নিরাজ্যসিক্ত-
সমভবদুদ্দীপিতো মহর্ষিবহ্নিঃ॥২৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ॥২০

উচিত নয়। এইরূপ অবস্থায় সংগ্রামে অপটু দেবতুল্য-সুন্দর বালক রামকে কোনরকমেই আপনার সহিত যাইতে দিতে পারিব না। সুন্দ ও উপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহু যুদ্ধক্ষেত্রে সমতুল্য। তাহারা দুইজনেই যেমন বলবান্, তেমনই যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ। যেহেতু তাহারাই আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে, সেইজন্য আমি রামকে যাইতে দিব না। আমি বান্ধবগণের সহিত ঐ রাক্ষসদ্বয়ের যে কোন একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব। তাহা না হইলে সকলবান্ধব সহিত আমি অনুনয় করিয়া আপনাকে প্রসন্ন করিব।২৬-২৭

মহারাজ দশরথের এইরূপ বাক্য শুনিয়া কুশিক-গোত্র দ্বিজেন্দ্র বিশ্বামিত্রের প্রচণ্ড ক্রোধ হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র অগ্নিতুল্যতেজস্বী। যজ্ঞের অগ্নি যেমন ঘৃতাদি আহুতিপ্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, বিশ্বামিত্রও তেমনি দশরথের বাক্যে আশাভঙ্গ হওয়ায় তীব্রক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।২৮

পাঠান্তর :—(ক) —ভবন্তং সসুহৃদ্গণঃ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশঃ সর্গঃ

[দশরথবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ক্রোধপূর্ণবচনং তথা রাজ্ঞে দশরথায় বসিষ্ঠস্য প্রবোধনানম্]

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য স্নেহপর্য্যাকুলাক্ষরম্।
সমন্যুঃ কৌশিকো বাক্যং প্রত্যুবাচ মহীপতিম্॥১
পূর্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি।
রাঘবাণামযুক্তোঽয়ং কুলস্যাস্য বিপর্য্যয়ঃ॥২
যদীদং তে ক্ষমং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্বৃতঃ॥৩
তস্য রোষপরীতস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
চচাল বসুধা কৃৎস্না দেবানাঞ্চ ভয়ং মহৎ॥৪
ত্রস্তরূপং তু বিজ্ঞায় জগৎ সর্বং মহান্ ঋষিঃ
নৃপতিং সুব্রতো ধীরো বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥৫
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ ধর্ম ইবাপরঃ।
ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শ্রীমান্ ন ধর্মং হাতুমর্হসি॥৬

একবিংশ সর্গ।

[দশরথের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রের ক্রোধপূর্ণ উক্তি এবং দশরথকে বসিষ্ঠদেবের প্রবোধ দান।]

কুশিকবংশজাত বিশ্বামিত্র দশরথের পুত্রস্নেহ-গদ্গদ বাক্যশ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন।১

রাজন্! আপনি প্রথমে প্রতিশ্রুতি দিয়া এখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতেছেন। রঘুবংশজাত আপনাদের বংশের পক্ষে এই আচরণ নিতান্তই নিন্দার্হ।২

যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করাই আপনি সঙ্গত মনে করেন, তাহা হইলে যেমন আসিয়াছি, তেমনই চলিয়া যাইতেছি। মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইয়া বান্ধবগণের সহিত আপনি সুখী হউন। বিশ্বামিত্রের প্রবল ক্রোধ হওয়ায় সেই সময় সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইল এবং দেবগণের মহদ্ ভয় উপস্থিত হইল।৩-৪

সমস্ত সংসারকে ত্রস্ত দেখিয়া তপস্বী অতিধীর মহামুনি বসিষ্ঠ দশরথকে বলিলেন।৫

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্মাত্মা ইতি রাঘবঃ।
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব নাধর্মং বোঢ়ুমর্হসি ॥৭
প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ।
ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াৎ তস্মাদ্ রামং বিসর্জয় ॥৮
কৃতাস্ত্রমকৃতাস্ত্রং বা নৈনং শক্ষ্যন্তি রাক্ষসাঃ।
গুপ্তং কুশিকপুত্রেণ স্থলনেনামৃতং যথা ॥৯
এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্যবতাং বরঃ।
এষ বিদ্যাধিকো লোকে তপসশ্চ পরায়ণম্ ॥১০
এষোঽস্ত্রান্ বিবিধান্ বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
নৈনমন্যঃ পুমান্ বেত্তি ন চ বেৎস্যন্তি কেচন ॥১১
ন দেবা নর্ষয়ঃ কেচিন্নামরা ন চ রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥১২

সর্বাস্ত্রাণি কৃশাশ্বস্য পুত্রাঃ পরমধার্মিকাঃ।
কৌশিকায় পুরা দত্ত্বা যদা রাজ্যং প্রশাসতি ॥১৩
তেঽপি পুত্রাঃ কৃশাশ্বস্য প্রজাপতিসুতাসুতাঃ।
নৈকরূপা মহাবীর্যা দীপ্তিমন্তো জয়াবহাঃ ॥১৪
জয়া চ সুপ্রভা চৈব দক্ষকন্যে সুমধ্যমে।
তে সূতেঽস্ত্রাণি শস্ত্রাণি শতং পরমভাস্বরম্ ॥১৫
পঞ্চাশতং সুতাঞ্জেভে জয়া লব্ধবরা বরান্।
বধায়াসুরসৈন্যানামপ্রমেয়ানরূপিণঃ ॥১৬
সুপ্রভাঽজনয়চ্চাপি পুত্রান্ পঞ্চশতং পুনঃ।
সংহারান্ নাম দুর্ধর্ষান্ দুরাক্রামান্ বলীয়সঃ ॥১৭
তানি চাস্ত্রাণি বেত্রোঘ যথাবৎ কুশিকাত্মজঃ।
অপূর্বাণাঞ্চ জননে শক্তো ভূয়শ্চ ধর্মবিৎ ॥১৮

রাজন্! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে মূর্তিমান্ ধর্মের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি ধৈর্যবান্, সত্যনিষ্ঠ ও শ্রীমান্। আপনার ধর্ম পরিত্যাগ করা সঙ্গত হয় না। রঘুবংশজাত আপনি ধর্মাত্মা বলিয়া ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব আপনি স্বধর্ম রক্ষা করুন। অধর্ম অর্জন করা উচিত নয় ।৬-৭

'অবশ্যই করিব' বলিয়া প্রতিশ্রুতিদানের পর যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি পালন না করে, তাহার যজ্ঞ ও কূপখননাদি সৎকর্মের ফল বিনষ্ট হয়। এইজন্য আপনি রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে দিন ।৮

রাম অস্ত্রবিদ্যাপটু হউন আর না হউন, রাক্ষসেরা তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না। অগ্নির দ্বারা যেমন অমৃত সুরক্ষিত হইয়াছিল, কুশিকবংশজাত বিশ্বামিত্রের দ্বারা রামও সেইরূপ রক্ষিত হইবেন। এই বিশ্বামিত্র মূর্তিমান্ ধর্মস্বরূপ। ইনি সর্বাপেক্ষা বলবান্ ও বিদ্বান্। ইনি তপস্যার আশ্রয়স্থান এবং ত্রিভুবনে বিবিধ অস্ত্রের একমাত্র জ্ঞাতা। এই পৃথিবীতে কেহই ঐ সকল অস্ত্রের সংবাদ জানেনা, কোনদিন জানিতে পারিবেও না ।৯-১১

কেবল পৃথিবীর কেহই যে ঐ অস্ত্রসমূহের কথা জানে না, তাহাই নয়, দেবতা, ঋষি, অমর, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর ও নাগগণের মধ্যেও কেহই জানে না ।১২

পূর্বে ঐ অস্ত্রসমূহ কৃশাশ্ব প্রজাপতির পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের রাজ্যশাসনকালে মহাদেব ঐ সকল অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন ।১৩

নানারূপযুক্ত, মহাবীর্যবান্, উজ্জ্বল ও জয়দায়ক ঐ অস্ত্রসকল প্রজাপতি কৃশাশ্বের ঔরসে দক্ষকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। দক্ষকন্যা জয়া ও সুপ্রভা অতিশয় উজ্জ্বল শতশত অস্ত্র প্রসব করেন ।১৪-১৫

জয়া বরলাভ করিয়া অসুরসৈন্যগণের বিনাশের জন্য অদ্ভুতশক্তি অপ্রমেয়রূপ উত্তম অস্ত্ররূপ পঞ্চাশৎ পুত্র প্রসব করেন ।১৬

সুপ্রভাও অতিবলশালী দুরাধর্ষ অনতিক্রমণীয় সংহারনামক পঞ্চাশৎ পুত্র প্রসব করেন ।১৭

ধর্মবিৎ বিশ্বামিত্র সেই সকল অস্ত্রবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবান্। ইনি অপূর্ব অস্ত্রনির্মাণেও সমর্থ। রঘুবংশেশ্বর! রাজন্! এইজন্য ধর্মজ্ঞ মহাত্মা এই মহামুনি বিশ্বামিত্রের অতীত ও ভবিষ্যৎ কিছুই অবিদিত নাই ।১৮-১৯

মহারাজ! বিশ্বামিত্র এইরূপ প্রভাবশালী, মহাতেজস্বী ও কীর্তিমান্। ইঁহার সহিত রামকে পাঠাইতে কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না ।২০

তেনাস্য মুনিমুখ্যস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
ন কিঞ্চিদস্ত্যবিদিতং ভূতং ভব্যঞ্চ রাঘব ॥১৯
এবং বীর্য্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ।
ন রামগমনে রাজন্ সংশয়ং গন্তুমর্হসি ॥২০
তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ঞ্চ কুশিকাত্মজঃ।
তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে ॥২১

স্বয়ং বিশ্বামিত্রই রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে সক্ষম। কেবল আপনার পুত্রের হিতের জন্যই আপনার নিকট আসিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন।২১

ইতি মুনিবচনাৎ প্রসন্নচিত্তো
রঘুবরভশ্চ মুমোদ পার্থিবাগ্র্যঃ (ক)।
গমনমভিরুরোচ রাঘবস্য
প্রতিযযশাঃ কুশিকাত্মজায় বুদ্ধ্যা ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥

বশিষ্ঠের এইরূপ কথা শুনিয়া বিখ্যাতকীর্তি রঘুশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথ সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইলেন এবং কুশিকসুত বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে যাইবার অনুমতি দিতে ইচ্ছুক হইলেন।২২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
আদিকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পাঠান্তর :—(ক) রঘুবরভশ্চ মুমোদ পার্থিবঃ।

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[রাজা দশরথেন স্বস্তিবাচনপূর্বকং রাম-লক্ষ্মণয়োঃ কৌশিকেন সহ বনপ্রেষণম্, পথি তয়োঃ কৌশিকতো বলা অতিবলা চেতি বিদ্যাদ্বয়প্রাপ্তিঃ]

তথা বসিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
প্রহৃষ্টবদনো রামমাজুহাব সলক্ষ্মণম্ ॥১
কৃতস্বস্ত্যয়নং মাত্রা পিত্রা দশরথেন চ।
পুরোধসা বসিষ্ঠেন মঙ্গলৈরভিমন্ত্রিতম্ ॥২
স পুত্রং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় রাজা দশরথস্তদা।
দদৌ কুশিকপুত্রায় সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥৩

দ্বাবিংশ সর্গ।

[রাজা দশরথকর্তৃক স্বস্তিবাচনপূর্বক বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণকে বনে প্রেরণ এবং পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে রাম-লক্ষ্মণের 'বলা' ও 'অতিবলা'নামক দুইটি বিদ্যালাভ।]

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পর দশরথের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি নিজেই লক্ষ্মণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন।১

তারপর মাতা কৌশল্যা ও পিতা দশরথ রামের মঙ্গল আচরণ করিলে পর কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মঙ্গলজনক মন্ত্রের দ্বারা রামকে অভিমন্ত্রিত করিলেন।২

ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শো নীরজস্কো ববৌ তদা।
বিশ্বামিত্রগতং রামং দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনম্ ॥৪
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্ দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
শঙ্খ-দুন্দুভিনির্ঘোষঃ প্রয়াতে তু মহাত্মনি ॥৫
বিশ্বামিত্রো যযাবগ্রে ততো রামো মহাযশাঃ।
কাকপক্ষধরো ধন্বী তঞ্চ সৌমিত্রিরন্বগাৎ ॥৬

অনন্তর দশরথ পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে বিশ্বামিত্রের হস্তে রামকে সমর্পণ করিলেন। কমললোচন রাম বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিতেছেন দেখিয়া সেই সময় ধূলিশূন্য ও আরামদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল।৪-৪

রামের গমনকালে দেবতাগণের দুন্দুভিধ্বনির সহিত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যায় শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ উত্থিত হইল। বিশ্বামিত্র অগ্রে যাইতেছেন, তারপর কীর্তিমান্ রাম, রামের পশ্চাতে কাকপক্ষধারী (জুলফি-শোভিত) লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন।৫-৬

কলাপিনৌ ধনুষ্পাণী শোভয়ানৌ দিশো দশ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ ॥৭
অনুজগ্মতুরক্ষুব্ধৌ পিতামহমিবাশ্বিনৌ।
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়ন্তাবনিন্দিতৌ ॥৮
তদা কুশিকপুত্রস্তু ধনুষ্পাণী সলঙ্কৃতৌ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ খড়্গবন্তৌ মহাদ্যুতী ॥৯
কুমারৌ চারুবপুষৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়েতামনিন্দিতৌ ॥১০
স্থাণুং দেবমিবাচিন্ত্যং কুমারাবিব পাবকী।
অধ্যর্ধযোজনং গত্বা সরযূ। দক্ষিণে তটে ॥১১
রামেতি মধুরাং বাণীং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।
গৃহাণ বৎস সলিলং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ ॥১২
মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ ত্বং বলামতিবলাং তথা

পৃষ্ঠদেশে মস্তকের ন্যায় সমুন্নত তূণীরদ্বয় ধারণ করায় ত্রিশীর্ষসর্পের ন্যায় ধনুর্ধর ভ্রাতৃদ্বয় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় পিতামহ ব্রহ্মার অনুগমন করিলে যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের অনুগমনকালে উদারপ্রকৃতি রাম-লক্ষ্মণের উজ্জ্বল দীপ্তি ও অনিন্দিত শোভা প্রকাশিত হইয়াছিল।৭-৮

সুন্দরশরীরবিশিষ্ট উজ্জ্বলকান্তি রাম ও লক্ষ্মণ পরমশোভায় প্রশংসনীয় হইয়া বিশ্বামিত্রের পশ্চাতে চলিতেছেন। তাঁহারা উভয়েই নানা অলঙ্কার, ধনুঃ, খড়্গ ও গোধাচর্মনির্মিত অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্রের পশ্চাতে ইহাদের দুই ভ্রাতাকে যাইতে দেখিয়া মনে হইতেছিল—যেন অগ্নিপুত্র স্কন্দ ও বিশাখনামক কুমারদ্বয় অচিন্ত্যশক্তি রুদ্রের অনুগমন করিতেছেন। অনন্তর তাঁহাদের সহিত বিশ্বামিত্র সার্ধযোজন অর্থাৎ ছয়ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সরযূর দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইলেন এবং মধুরভাবে 'রাম' বলিয়া সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—বৎস! রাম! এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। তুমি কালবিলম্ব করিও না।৯-১২

এখনই তুমি আমার নিকট হইতে বলা ও অতিবলা-নামক মন্ত্রসমূহ গ্রহণ কর। ইহার দ্বারা পরিশ্রম, জ্বর কিংবা রূপের কিছুমাত্র বিপর্যয় হইবে না।১৩

নিদ্রিত কিংবা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার জন্য অসাবধান হইলেও রাক্ষসেরা তোমাকে নিগৃহীত করিতে পারিবে না, এবং পৃথিবীতে বাহুবলে তোমার তুল্য কেহই থাকিবে না।১৪

তাত! রাম! এই বলা ও অতিবলা-মন্ত্র পাঠ করিলে তোমার তুল্য ব্যক্তি ত্রিভুবনে কেহ থাকিবে না।১৫

এই বিদ্যা দুইটি প্রাপ্ত হইলে সৌভাগ্যে, দাক্ষিণ্যে, জ্ঞানে, কর্তব্যনির্ণয়ে ও প্রত্যুত্তরদানে তোমার সমান কেহই থাকিবে না। এই বলা ও অতিবলা-বিদ্যাসকল জ্ঞানের প্রসূতি। নরোত্তম! রাঘব! বলা ও অতিবলা-মন্ত্র পাঠ করিলে তোমার ক্ষুধা ও পিপাসা কখনই হইবে না। হে রঘুনন্দন! সকললোকের রক্ষার জন্য তুমি এই দুইটি বিদ্যা গ্রহণ কর।১৬-১৮

এই বিদ্যা দুইটির অধ্যয়নে ভূতলে তোমার কীর্তি বিস্তৃত হইবে। পিতামহ ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্ট এই

* কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকার্ধটি দেখা যায় না।

ন শ্রমো ন জ্বরো বা তে ন রূপস্য বিপর্যয়ঃ ॥১৩
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্ষয়িষ্যন্তি নৈর্ঋতাঃ।
ন বাহ্বোঃ সদৃশো বীর্যে পৃথিব্যামস্তি কশ্চন ॥১৪
ত্রিষু লোকেষু বা রাম ন ভবেৎ সদৃশস্তব।
বলামতিবলাঞ্চৈব পঠতস্তাত রাঘব ॥১৫
ন সৌভাগ্যে ন দাক্ষিণ্যে ন জ্ঞানে বুদ্ধিনিশ্চয়ে।
নোত্তরে প্রতিবক্তব্যো সমো লোকে তবানঘ ॥১৬
এতদ্বিদ্যাদ্বয়ং লব্ধে ন ভবেৎ সদৃশস্তব।
বলা চাতিবলা চৈব সর্বজ্ঞানস্য মাতরৌ ॥১৭
ক্ষুৎ-পিপাসে ন তে রাম ভবিষ্যেতে নরোত্তম।
বলামতিবলাং চৈব পঠতস্তাত রাঘব।
গৃহাণ সর্বলোকস্য গুপ্তয়ে রঘুনন্দন* ॥১৮
বিদ্যাদ্বয়মধীয়ানে যশশ্চাগ্র্যং ভবেদ্ ভুবি।
পিতামহসুতে হ্যেতে বিদ্যে তেজঃসমন্বিতে ॥১৯

প্রদাতুং তব কাকুৎস্থ সদৃশত্বং হি পার্থিব।
কামং বহুগুণাঃ সর্বে ত্বয্যেতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২০
তপসা সম্ভৃতে চৈতে বহুরূপে ভবিষ্যতঃ।
ততো রামো জলং স্পৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ ॥২১
প্রতিজগ্রাহ তে বিদ্যে মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
বিদ্যাসমুদিতো রামঃ শুশুভে ভীমবিক্রমঃ ॥২২
সহস্ররশ্মির্ভগবান্ শরদীব দিবাকরঃ।
গুরুকার্য্যাণি সর্বাণি নিযুজ্য কুশিকাত্মজে (ক)।
উষুস্তাং রজনীং তত্র সরযূ্যাং সুখং ত্রয়ঃ ॥২৩
দশরথনৃপসূনুসত্তমাভ্যাং
তৃণশয়নেঽমুচিতে তদোচিতাভ্যাম্।
কুশিকসুতবচোঽনুলালিতাভ্যাং
সুখমিব সা বিবভৌ বিভাবরী ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

বিদ্যাদান অতিতেজসমন্বিত। এইজন্য তোমাকেই দিতে অভিলাষ করি। যদিও আমার সন্দেহ নাই যে, তোমাতে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠগুণসমূহ রহিয়াছে, তথাপি তুমিই উপযুক্ত পাত্র বলিয়া আমি মনে করি। আমি তপস্যা দ্বারা এই দুইটি বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমাকে দান করিলে অধিক বিভূতিলাভ করিবে। বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া প্রসন্নবদন রাম জলস্পর্শপূর্বক আচমন করিয়া পবিত্র হইলেন এবং পরমতপস্বী বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে ঐ দুইটি বিদ্যা গ্রহণ করিলেন।

প্রচণ্ডপরাক্রমশালী রাম বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়া শরৎকালের সহস্রকিরণ সূর্য্যের ন্যায় তেজ ধারণ করিলেন। ইহাতে রাম বিশেষভাবে শোভান্বিত হইলেন। বিদ্যাদানের পর কুশিকসুত বিশ্বামিত্র গুরুর প্রতি শিষ্যের করণীয় কর্তব্যসমূহের উপদেশ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অতিসুখে সরযূতীরে রাত্রিযাপন করিলেন।১৯-২৩

দশরথের অতিগুণবান পুত্রদ্বয় অযোগ্য অর্থাৎ তাঁহাদের অনভ্যস্ত তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের মনোহর আলাপ-আলোচনায় তাঁহারা পরমসুখেই রাত্রি প্রভাত হইল।২৪

পাঠান্তরঃ (ক) —নিযুজ্য কুশিকাত্মজঃ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[রাম-লক্ষ্মণৌ প্রতি বিশ্বামিত্রস্য সন্ধ্যাকরণবিষয়ে উপদেশঃ, সরযূনদীতীরে রমণীয়াশ্রমদর্শনং তত্র বিশ্রামশ্চ ।]

প্রভাতায়াং তু শর্বর্য্যাং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
অভ্যভাষত কাকুৎস্থৌ শয়ানৌ পর্ণসংস্তরে ॥১
কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে ।
উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্ ॥২
তস্যর্ষেঃ পরমোদারং বচঃ শ্রুত্বা নরোত্তমৌ
স্নাত্বা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্ ॥৩
কৃতাহ্নিকৌ মহাবীর্য্যৌ বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ।
অভিবাদ্যাতিসংহৃষ্টৌ গমনায়াভিতস্থতুঃ ॥৪
তৌ প্রয়ান্তৌ (ক) মহাবীর্য্যৌ
দিব্যাং ত্রিপথগাং নদীম্ ।
দদৃশাতে ততস্তত্র সরযূঃ সঙ্গমে শুভে ॥৫
তত্রাশ্রমপদং পুণ্যমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ।
বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্যতাং পরমং তপঃ ॥৬
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতৌ রাঘবৌ পুণ্যমাশ্রমম্ ।
ঊচতুস্তং মহাত্মানং বিশ্বামিত্রমিদং বচঃ ॥৭
কস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যঃ কোঽস্মিন্ বসতে পুমান্ ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছাবঃ পরং কৌতূহলং হি নৌ ॥৮
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ ।
অব্রবীচ্ছ্রূয়তাং রাম যস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ ॥৯
কন্দর্পো মূর্তিমানাসীৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ।
তপস্যন্তমিহ স্থাণুং নিয়মেন সমাহিতম্ ॥১০
কৃতোদ্বাহং তু দেবেশং গচ্ছন্তং সমরুদ্গণম্ ।
ধর্ষয়ামাস দুর্মেধা হুঙ্কৃতশ্চ মহাত্মনা ॥১১

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[রাম-লক্ষ্মণের প্রতি বিশ্বামিত্রের সন্ধ্যাকরণবিষয়ে উপদেশ, সরযূনদীর তীরে মনোরম আশ্রমদর্শন ও সেই স্থানে বিশ্রামগ্রহণ ।]

রাত্রি প্রভাত হইলে পর মহামুনি বিশ্বামিত্র পর্ণ-শয্যাশায়ী রাম ও লক্ষ্মণকে বলিলেন,—রাম! নরশ্রেষ্ঠ! তোমার মাতা কৌশল্যা সৎপুত্রবতী হইয়াছেন। এখন প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বৎস! তুমি শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থিত হও। দৈবকর্ম ও আহ্নিকাদি সম্পন্ন করা কর্তব্য ।১-২

মহর্ষির এইরূপ উদার বচন শুনিয়া নরোত্তম মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ স্নানাদিক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং অর্ঘ্যাদি দান করত গায়ত্রীজপ করিতে লাগিলেন। এইভাবে আহ্নিকাদি কর্ম সম্পন্ন হইলে পর মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ তপস্বী বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্বক অতিশয় আনন্দিত হইয়া গমনের জন্য উদ্যোগ করিলেন। বীর্যবান্ রাম ও লক্ষ্মণ যাইতে যাইতে সরযূর সহিত মিলনস্থানে ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। সঙ্গম তটদেশে একটি পবিত্র আশ্রমও দেখিলেন। ঐ আশ্রমে শুদ্ধচিত্ত ও বহুসহস্রবর্ষব্যাপী উত্তমতপস্যায় রত ঋষিগণ বাস করেন। ঐ পুণ্য আশ্রম দর্শনে প্রীত হইয়া দুই ভ্রাতা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।৩-৭

ভগবন্! এই পুণ্য আশ্রম কাহার? এখানে কোন্ ঋষি বাস করেন? আমরা দুইজনেই তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আমাদের উভয়েরই অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে ।৮

তাহাদের উভয়ের বচন শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ঈষৎ হাস্য করিলেন, তারপর বলিলেন,—রাম! এই আশ্রম পূর্বে যাহার ছিল, তাহার কথা শ্রবণ কর ।৯

পূর্বে কন্দর্প মূর্তিমান্ ছিল। পণ্ডিতেরা তাহাকেই কাম বলিয়া থাকেন। একসময় মহাদেব এই আশ্রমে ধ্যানস্থ হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। তপস্যাসমাপ্তির পর পার্বতীকে বিবাহ করিয়া যখন তিনি দেবগণের সহিত রমণীয়স্থানে যাইতেছিলেন, সেই সময় দুর্বুদ্ধি কন্দর্প তাঁহাকে নিগৃহীত করিতে চেষ্টা করে। রুদ্রদেব

পাঠান্তর:—(ক) তৌ প্রযান্তৌ—

অবধ্যাতশ্চ রুদ্রেণ চক্ষুষা রঘুনন্দন।
ব্যশীর্য্যন্ত শরীরাৎ স্বাৎ সর্বগাত্রাণি দুর্মতেঃ ॥১২
তত্র গাত্রং হতং তস্য নির্দগ্ধস্য মহাত্মনা (ক)।
অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাদ্দেবেশ্বরেণ হ ॥১৩
অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদা প্রভৃতি রাঘব।
স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ ॥১৪
তস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যস্তস্যৈমে মুনয়ঃ পুরা।
শিষ্যা ধর্মপরা বীর তেষাং পাপং ন বিদ্যতে ॥১৫
ইহাদ্য রজনীং রাম বসেম শুভদর্শন!
পুণ্যয়োঃ সরিতোর্মধ্যে শ্বস্তরিষ্যামহে বয়ম্ ॥১৬
অভিগচ্ছামহে সর্বে শুচয়ঃ পুণ্যমাশ্রমম্।
ইহ বাসঃ পরোঽস্মাকং সুখং বৎস্যামহে নিশাম্ ॥১৭
স্নাতাশ্চ কৃতজপ্যাশ্চ হুতহব্যা নরোত্তম।
তেনাং সংবদতাং তত্র তপোদীর্ঘেণ চক্ষুষা ॥১৮
বিজ্ঞায় পরমপ্রীতা মুনয়ো হর্ষমাগমন্।
অর্ঘ্যং পাদ্যং তথাতিথ্যং নিবেদ্য কুশিকাত্মজে ॥১৯
রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পশ্চাদকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্।
সৎকারং সমনুপ্রাপ্য কথাভিরভিরঞ্জয়ন্ ॥২০
যথার্হমজপন্ সন্ধ্যামুদস্থন্তে সমাহিতাঃ
তত্র বাসিভিরানীতা মুনিভিঃ সুব্রতৈঃ সহ ॥২১
ন্যবসৎ স সুখং তত্র কামাশ্রমপদে তদা।
কথাভিরভিরামাভিরভিরামৌ নৃপাত্মজৌ
রময়ামাস ধর্মাত্মা কৌশিকো মুনিপুঙ্গবঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার করেন এবং উগ্রনয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাহার ফলে দুর্মতি কন্দর্পের শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশীর্ণ হইয়া যায়। শিবের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় কন্দর্পের সমস্ত অঙ্গ নষ্ট হইয়া যায়, অঙ্গহীনতার ফলে সেই সময় তাহার 'অনঙ্গ' নাম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। যেস্থানে কন্দর্পের দেহ দগ্ধ হয়, সেই স্থানটি অঙ্গদেশ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই আশ্রম মহাদেবের তপস্যাস্থান। এই আশ্রমস্থিত ধার্মিক মুনিগণ পরম্পরানুসারে মহাদেবের শিষ্য। ইঁহাদের লেশমাত্র পাপ নাই।১০-১৫

শুভদর্শন! বৎস! এস আজ আমরা এখানে পুণ্য-নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থিত এই আশ্রমে রাত্রিবাস করি। আগামীকল্য নদীপারে যাইব।১৬

অতএব এস আমরা পবিত্র হইয়া এই পুণ্য আশ্রমে প্রবেশ করি। এইস্থানে বাস করা ভাল বলিয়া মনে হইতেছে। সুখেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে পারিব। নরোত্তম! এই আশ্রমে আমরা স্নান ও জপাদিক্রিয়া করিতে পারিব এবং অগ্নিতে আহুতিদানও সম্পন্ন করিব। এইভাবে রাম-লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র আলাপ করিতেছেন, এমন সময় আশ্রমবাসী মুনিগণ তপস্যালব্ধ দৃষ্টিতে বিশ্বামিত্রের আগমন বুঝিতে পারিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং হর্ষের সহিত অগ্রসর হইয়া বিশ্বামিত্রকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও অতিথিসৎকারযোগ্য উপচার নিবেদন করিলেন। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণের যথাযোগ্য আতিথ্যবিধান করিলেন। অতিথিসৎকারপূর্বক মধুরবাক্যে কুশলজিজ্ঞাসাদির দ্বারা বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে প্রীত করিয়া স্ব-স্বকর্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া স্থিরচিত্তে সম্পন্ন করিলেন। আশ্রমবাসী পরমতপস্বী ঋষিগণ কর্তৃক আনীত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র ঐ অমঙ্গাশ্রমে সুখে রাত্রিবাস করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র মনোহর কথাপ্রসঙ্গের দ্বারা শ্রীমান্ রাম-লক্ষ্মণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।১৭-২২

(ক) —নির্দগ্ধস্য মহাত্মনঃ।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

[নৌকাযোগেন গচ্ছতো রামস্য গঙ্গাজলনিনাদবিষয়কঃ প্রশ্নঃ। বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্য উত্তরদানকালে অপূর্বমাখ্যায়িকাবর্ণনম্, তাড়কা-মারীচনিবাসস্থান-ঘোরবনবর্ণনঞ্চ।]

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতাহ্নিকমরিন্দমৌ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নদ্যাস্তীরমুপাগতৌ ॥১

তে চ সর্বে মহাত্মানো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ
উপস্থাপ্য শুভাং নাবং বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্ ॥২

আরোহতু ভবান্নাবং রাজপুত্রপুরস্কৃতঃ
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ ॥৩

বিশ্বামিত্রস্তথেত্যুক্ত্বা তানৃষীন্ প্রতিপূজ্য চ।
ততার সহিতস্তাভ্যাং সরিতং সাগরঙ্গমাম্ ॥৪

তত্র শুশ্রাব বৈ শব্দং তোয়সংরম্ভবর্ধিতম্।
মধ্যমাগম্য তোয়স্য তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্ ॥৫

জ্ঞাতুকামো মহাতেজাঃ সহ রামঃ কনীয়সা।
অথ রামঃ পরিষ্বজ্য পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্ ॥৬

বারিণো ভিদ্যমানস্য কিময়ং তুমুলো ধ্বনিঃ।
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্ ॥৭

কথয়ামাস ধর্মাত্মা তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্।
কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নির্মিতং পরম্ ॥৮

ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ।
তস্মাৎ সুস্রাব সরসঃ সাযোধ্যামুপগৃহতে ॥৯

সরঃপ্রসূতা সরযূঃ পুণ্যা ব্রহ্মসরশ্চ্যুতা।

চতুর্বিংশ সর্গ

[গঙ্গানদীসঙ্গে নৌকাযোগে যাইতে যাইতে গঙ্গাজলের তুমুলধ্বনি শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের তদ্‌বিষয়ক প্রশ্ন, বিশ্বামিত্রকর্তৃক সেই প্রশ্নের উত্তরদান-প্রসঙ্গে অপূর্ব আখ্যায়িকাবর্ণন এবং তাড়কা ও মারীচের নিবাসস্থান ভয়ঙ্কর বন বর্ণন।]

অনন্তর নির্মল প্রভাতসময়ে শয্যোত্থিত রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের আহ্নিকক্রিয়া শেষ হইলে তাঁহাকে অগ্রবর্তী করিয়া গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলেন।১

এই অবসরে ঐ আশ্রমবাসী তপস্বী মহাত্মা মুনিগণ একখানি নৌকা আনিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—আপনি রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত নৌকায় আরোহণ করুন ও নিরাপদে যাত্রা করুন। কালবিলম্ব করিবেন না।২-৩

মুনিগণের কথায় বিশ্বামিত্র 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সাগরগামিনী গঙ্গানদী পার হইতে লাগিলেন।৪

রাম গঙ্গার মধ্যস্থলে যাইয়া জলরাশির সংক্ষোভ-জনিত তুমুল শব্দ শুনিতে পাইলেন। ঐ শব্দের কারণ জানিবার জন্য অনুজের সহিত তেজস্বী রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! জলরাশির সঙ্ঘর্ষে যে তুমুল শব্দ হইতেছে, তাহার কারণ কি? রাঘবের কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র জলরাশি হইতে উত্থিত শব্দের কারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। নরোত্তম রাম! শ্রবণ কর,—পুরাকালে ব্রহ্মা কৈলাস-পর্বতে মনের দ্বারা একটি সরোবর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এইজন্য ঐ সরোবরের নাম মানসসরোবর। ঐ সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া একটি নদী অযোধ্যানগরীকে বিরিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মার নির্মিত সরোবর হইতে প্রবাহিত হওয়ায় ঐ নদী অতিপবিত্র। সরোবর হইতে উৎপন্ন হওয়ায় সরযূনামে তাহা বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ সরযূ-নদী এইস্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। সরযূর জলরাশি গঙ্গায় পতিত হওয়ায় এই অদ্ভুত শব্দ হইতেছে। রাম! তুমি এই দুইনদীকে প্রণাম কর। বিশ্বামিত্রের কথামত অতিধার্মিক দুইভ্রাতা নদীদ্বয়কে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে গঙ্গার দক্ষিণতীরে গমন করিতে লাগিলেন। ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম যাইতে যাইতে জন-সঞ্চারশূন্য অতিভয়ঙ্কর অরণ্য দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অহো! এই অরণ্য কিরূপ দুর্গম! ইহা ঝিল্লিকানামক কীটসমূহে পরিপূর্ণ। এই বন ভয়ঙ্কর সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুতে পরিব্যাপ্ত। বিকটশব্দকারী পক্ষী ও অন্যান্য নানাপ্রকার পক্ষীর

তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ততে ॥১০
বারিসংক্ষোভজো রাম প্রণামং নিয়তঃ কুরু।
তাভ্যাং তু তাবুভৌ কৃত্বা প্রণামমতিধার্মিকৌ ॥১১
তীরং দক্ষিণমাসাদ্য জগ্মতুর্মুনিবিক্রমৌ।
স বনং ঘোরসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা নরবরাত্মজঃ ॥১২
অবিপ্রহতমৈক্ষ্বাকঃ পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্।
অহো বনমিদং দুর্গং ঝিল্লিকাগণসংযুতম্ ॥১৩
ভৈরবৈঃ শ্বাপদৈঃ কীর্ণং শকুন্তৈর্দারুণারবৈঃ।
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বাশ্যদ্ভির্ভৈরবস্বনৈঃ ॥১৪
সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহৈশ্চ বারণৈশ্চাপি শোভিতম্।
ধবাশ্বকর্ণ-ককুভৈর্বিল্ব-তিন্দুকপাটলৈঃ ॥১৫
সঙ্কীর্ণং বদরীভিশ্চ কিমিদং দারুণং বনম্।
তমুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥১৬
শ্রূয়তাং বৎস কাকুৎস্থ যস্যৈতদ্দারুণং বনম্।
এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ পূর্বমাস্তাং নরোত্তম ॥১৭
মলদাশ্চ করূষাশ্চ দেবনির্মাণনির্মিতৌ।
পুরা বৃত্রবধে রাম মলেন সমভিপ্লুতম্ ॥১৮
ক্ষুধা চৈব সহস্রাক্ষং ব্রহ্মহত্যা সমাবিশৎ।
তমিন্দ্রং মলিনং দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥১৯
কলশৈঃ স্নাপয়ামাসুর্মলং চাস্য প্রমোচয়ন্।
ইহ ভূম্যাং মলং দত্ত্বা দেবাঃ কারুষমেব চ ॥২০
শরীরজং মহেন্দ্রস্য ততো হর্ষং প্রপেদিরে।
নির্মলো নিষ্করূষশ্চ শুদ্ধ ইন্দ্রো যথাঽভবৎ ॥২১
ততো দেশস্য সুপ্রীতো বরং প্রাদাদনুত্তমম্।
ইমৌ জনপদৌ স্ফীতৌ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতঃ ॥২২
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মমাঙ্গমলধারিণৌ।
সাধু সাধ্বিতি তং দেবাঃ পাকশাসনমব্রুবন্ ॥২৩
দেবস্য পূজাং তাং দৃষ্ট্বা কৃতাং শক্রেণ ধীমতা।
এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ পূর্বমাস্তাং সুনির্বৃতৌ ॥২৪
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মুদিতা ধন-ধান্যতঃ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তাটকা কামরূপিণী ॥২৫
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ন্তী তদা ঽঽবৃতং।
তাড়কা নাম ভদ্রং তে ভার্যা সুন্দস্য ধীমতঃ ॥২৬

ভীতিজনক শব্দে মুখরিত এই বনে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও হস্তিসমূহ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। ধব, অশ্বকর্ণ, ককুভ, বিল্ব, তিন্দুক, পাটল ও বদরীবৃক্ষের দ্বারা এই বন পরিপূর্ণ। এই ভীষণ বন কিভাবে ও কাহার অধীনে আছে? রামের প্রশ্ন শুনিয়া মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন,—বৎস! এই দারুণ বন যাহার অধীনে আছে, তাহার কথা শ্রবণ কর। নরোত্তম। পূর্বে এই স্থানে মলদ ও করূষনামে সমৃদ্ধ ও দেবনির্মিত দুইটি জনপদ ছিল। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর নিহত হইলে মলিন ও ক্ষুধার দ্বারা আক্রান্ত ইন্দ্রের শরীরে ব্রহ্মহত্যা প্রবেশ করিয়াছিল। তাহা দেখিয়া দেবতা, তপস্বী ও ঋষিগণ কলসপূর্ণ গঙ্গাজলের দ্বারা মলিন ইন্দ্রকে স্নান করাইয়াছিলেন এবং তাহার মল ও ক্ষুধা দূর করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রের শরীরস্থিত মল ও ক্ষুধা এইস্থানে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন ইন্দ্রও পূর্ববৎ নির্মল ও ক্ষুধারহিত হইয়া পবিত্র হইলেন।১৫-২১

তারপর এই দুই জনপদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন—এই মলদ ও করূষজনপদ যেহেতু আমার দেহের মল ধারণ করিয়াছে, সেইজন্য এই দুইটি স্থান মলদ ও করূষ-নামে সুসমৃদ্ধ দেশ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ইন্দ্রকে ঐ দেশের সম্মান করিতে দেখিয়া দেবতাবৃন্দ 'সাধু' 'সাধু' শব্দে ইন্দ্রের প্রশংসা করিলেন। শত্রুনাশক! রাম! সেই সময় হইতে বহুকাল পর্যন্ত এই দুইদেশ সমৃদ্ধ ও ধনধান্যপূর্ণতার জন্য আনন্দিত ছিল। সম্প্রতি কিছুকাল হইল, তাড়কানাম্নী এক যক্ষপত্নী এই স্থানকে অধিকারে রাখিয়াছে। ঐ তাড়কা সুন্দনামক দৈত্যের পত্নী। সহস্রহস্তীর বলধারিণী তাড়কার এক পুত্র আছে, তাহার

মারীচো রাক্ষসঃ পুত্রো যস্যাঃ শক্রপরাক্রমঃ।
বৃত্তবাহুর্মহাশীর্ষো বিপুলাস্য-তনুর্মহান্ ॥২৭
রাক্ষসো ভৈরবাকারো নিত্যং ত্রাসয়তে প্রজাঃ।
ইমৌ জনপদৌ নিত্যং বিনাশয়তি রাঘব ॥২৮
মলদাংশ্চ করূষাংশ্চ তাড়কা দুষ্টচারিণী।
সেয়ং পন্থানমাবৃত্য বসত্যত্যর্থযোজনে ॥২৯
অত এব চ গন্তব্যং তাড়কায়া বনং যতঃ।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য জহীমাং দুষ্টচারিণীম্ ॥৩০
মন্নিয়োগাদিমং দেশং কুরু নিষ্কণ্টকং পুনঃ।
নহি কশ্চিদিমং দেশং শক্তো হ্যাগন্তুমীদৃশম্ ॥৩১
যক্ষিণ্যা ঘোরয়া রাম উৎসাদিতমিদং ত্বয়া।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথৈতদ্দারুণং বনম্ ॥
যক্ষ্যা চোৎসাদিতং সর্বমস্যাপি ন নিবর্ততে ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪

নাম মারীচ। ঐ মারীচের বাহুদ্বয় বিশাল ও বর্তুল (গোলাকার), মস্তক অতিবৃহৎ এবং মুখ ও শরীর মহৎপরিমাণবিশিষ্ট। রাম! তোমার ভয় নাই। ঐ মারীচ ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া প্রজাগণকে সর্বদা সন্ত্রস্ত করিতেছে। এই মলদ ও করূষজনপদকে ও তথাকার অধিবাসিগণকে দুষ্টচারিণী তাড়কাও প্রত্যহ বিনষ্ট করিতেছে। এইস্থান হইতে অর্ধযোজন দূরে ঐ তাড়কা পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে।২২-২৯

ঐ তাড়কার অধিকৃত বনের পথেই আমাদিগকে যাইতে হইবে। রাম! তুমি নিজবাহুবল প্রকাশ করিয়া ঐ দুষ্টচারিণীকে নিহত কর এবং আমার নির্দেশে এই স্থানকে পুনর্বার নিষ্কণ্টক কর। এখন তাড়কার ভয়ে কেহই এই স্থানে আসিতে সমর্থ হয় না। অসহ্য-শক্তিধারিণী ঘোরাকৃতি যক্ষিণী এই স্থানকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এই দারুণ বন কাহার অধিকারে আছে, তাহা তোমাকে বলিলাম। সবকিছু নষ্ট করিয়াও ঐ যক্ষিণী নিবৃত্ত হইতেছে না।৩০-৩২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

[বিশ্বামিত্রসমীপে শ্রীরামস্য তাড়কাবিষয়কঃ প্রশ্নঃ, বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্য উত্তরদানং তাড়কাবধে উৎসাহদানঞ্চ।]

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য মুনের্বচনমুত্তমম্।
শ্রুত্বা পুরুষশার্দূলঃ প্রত্যুবাচ শুভাং গিরম্ ॥১
অল্পবীর্য্যা যদা যক্ষী শ্রূয়তে মুনিপুঙ্গব।
কথং নাগসহস্রস্য ধারয়ত্যবলা বলম্ ॥২
ইত্যুক্তং বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্যামিতৌজসঃ।
হর্ষয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সলক্ষ্মণমরিন্দমম্ ॥৩
বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদ্ বাক্যং শৃণু যেন বলোৎকটা।
বরদানকৃতং বীর্য্যং ধারয়ত্যবলা বলম্ ॥৪
পূর্বমাসীন্মহাযক্ষঃ সুকেতুর্নাম বীর্য্যবান্।
অনপত্যঃ শুভাচারঃ স চ তেপে মহত্তপঃ ॥৫
পিতামহস্তু সুপ্রীতস্তস্য যক্ষপতেস্তদা।
কন্যারত্নং দদৌ রাম তাড়কাং নাম নামতঃ ॥৬
দদৌ নাগসহস্রস্য বলং চাস্যাঃ পিতামহঃ।
ন ত্বেব পুত্রং যক্ষায় দদৌ চাসৌ মহাযশাঃ ॥৭
তাং তু বালাং বিবর্ধন্তীং রূপ-যৌবনশালিনীম্।
জম্ভপুত্রায় (ক) সুন্দায় দদৌ ভার্য্যাং যশস্বিনীম্ ॥৮
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যক্ষী পুত্রং ব্যজায়ত।
মারীচং নাম দুর্ধর্ষং যঃ শাপাদ্ রাক্ষসোঽভবৎ ॥৯
সুন্দে তু নিহতে রাম অগস্ত্যমুদিসত্তমম্ (খ)।
তাড়কা সহ পুত্রেণ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি ॥১০
ভক্ষার্থং জাতসংরম্ভা গর্জন্তী সাভ্যধাবত।
আপতন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা অগস্ত্যো ভগবান্ ঋষিঃ ॥১১
রাক্ষসত্বং ভজস্বেতি মারীচং ব্যাজহার সঃ।
অগস্ত্যঃ পরমামর্ষস্তাড়কামপি শপ্তবান্ ॥১২

পঞ্চবিংশ সর্গ

[বিশ্বামিত্রের নিকট শ্রীরামের তাড়কাবিষয়ক প্রশ্ন, বিশ্বামিত্র কর্তৃক তৎপ্রশ্নের উত্তরদান ও তাড়কাকে বধ করিবার জন্য উৎসাহদান।]

অপরিমিতশক্তিশালী বিশ্বামিত্রের এইরূপ উত্তম বচন শুনিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তাঁহাকে এইরূপ শুভবচন বলিলেন।১

মুনিবর! আমি শুনিয়াছি, যক্ষজাতিরই বল অতি অল্প। তাহার মধ্যে তাড়কা অবলা স্ত্রী হইয়াও কিরূপে সহস্রহস্তীর বল ধারণ করিয়াছে?২

অপরিমিতবলশালী রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বিশ্বামিত্র শত্রুনাশকারী রাম ও লক্ষ্মণকে মধুরবচনে আনন্দিত করিলেন এবং সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বৎস! এই তাড়কা যে কারণে অতিশয় বলবতী হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। সে অবলা হইয়াও বরদানের প্রভাবে প্রভূতবল প্রাপ্ত হইয়াছে।৩-৪

পূর্বকালে মহাবলবান্ সুকেতুনামক এক মহান্ যক্ষ ছিল। সে অপত্যহীন হওয়ায় শুভাচার পালনপূর্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। পিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে তাড়কানামক কন্যারত্নটি প্রদান করেন। পিতামহ ঐ কন্যাকে সহস্রহস্তীর বলপ্রদান করিলেন কিন্তু তিনি লোকপীড়নের আশঙ্কায় সুকেতু-যক্ষকে পুত্রপ্রদান করিলেন না।৫-৭

ঐ বালিকা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপ-যৌবনবতী হইয়া উঠিল। সুকেতু যশস্বিনী কন্যাকে জম্ভপুত্র সুন্দের হস্তে ভার্য্যারূপে দান করিল। কিছুদিন অতীত হইলে পর ঐ তাড়কা-যক্ষী মারীচনামক অপরাজেয় পুত্রকে প্রসব করিল। কিন্তু ঐ মারীচ শাপবশতঃ রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইল।৮-৯

রাম! অগস্ত্যমুনির শাপে সুন্দ নিহত হইলে তাড়কা নিজপুত্রের সহিত অগস্ত্যকে নিগৃহীত করিতে চেষ্টা করে।১০

একদিন তাড়কা কুপিত হইয়া গর্জন করিতে করিতে

(ক) জম্ভপুত্রায়— (খ) অগস্ত্যমুদিসত্তমম্

পুরুষাদী মহাযক্ষী বিকৃতা বিকৃতাননা।
ইদং রূপং বিহায়াশু দারুণং রূপমস্তু তে ॥১৩
সৈবা শাপকৃতামর্ষা তাড়কা ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
দেশমুৎসাদয়ন্তেনমগস্ত্যাচরিতং শুভম্ ॥১৪
এনাং (ক) রাঘব দুর্বৃত্তাং যক্ষীং পরমদারুণাম্।
গো-ব্রাহ্মণহিতার্থায় জহি দুষ্টপরাক্রমাম্ ॥১৫
নহ্যেনাং (খ) শাপসংস্পৃষ্টাং কশ্চিদুৎসহতে পুমান্।
নিহন্তুং ত্রিষু লোকেষু ত্বামৃতে রঘুনন্দন ॥১৬
নহি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্য্যা নরোত্তম।
চাতুর্বর্ণ্যহিতার্থং হি কর্তব্যং রাজসূনুনা ॥১৭
নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা ॥১৮
রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অধর্ম্যাং জহি কাকুৎস্থ ধর্মো হস্যাং ন বিদ্যতে ॥১৯
শ্রূয়তে হি পুরা শক্রো বিরোচনসুতাং নৃপ।
পৃথিবীং হন্তুমিচ্ছন্তীং মন্থরামভ্যসূদয়ৎ ॥২০
বিষ্ণুনা চ পুরা রাম ভৃগুপত্নী পতিব্রতা।
অনিন্দ্রং (গ) লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিষূদিতা ॥২১
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভী রাজপুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।
অধর্মসহিতা নার্য্যো হতাঃ পুরুষসত্তমৈঃ।
তস্মাদেনাং ঘৃণাং ত্যক্ত্বা জহি মচ্ছাসনান্নৃপ * ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥২৫

অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। মারীচের সহিত তাড়কাকে আসিতে দেখিয়া শক্তিমান্ ঋষি মারীচকে অভিসম্পাত দিলেন,—তুই রাক্ষসত্ব লাভ কর। তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাড়কাকেও অভিশাপ দিলেন। অগস্ত্য বলিলেন,—তুই বিকৃতভাব ও বিকটমুখ লাভ করিয়া রাক্ষসীমূর্তি ধারণ কর। এই রূপ ত্যাগ কর, তোর রূপ ভয়ঙ্কর হ'ক ।১১-১৩

অগস্ত্যের অভিশাপপ্রাপ্ত হইয়া ঐ তাড়কা অতিশয় ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়াছে এবং অগস্ত্যের তপস্যাস্থান এই পবিত্র দেশকে উৎসন্ন করিয়াছে ।১৪

রাম! দুরাচারব্রতা এই যক্ষী অতিভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। দুষ্টশক্তিমতী এই রাক্ষসীকে গো ও ব্রাহ্মণের হিতের জন্য তুমি নিহত কর ।১৫

রঘুনন্দন! তুমি ভিন্ন ত্রিভুবনে কোন পুরুষই এই অভিশপ্ত রাক্ষসীকে নিহত করিতে সাহসী হইবে না। নরশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীহত্যাভয়ে তাড়কাকে নিহত করিতে সঙ্কুচিত হইও না। চাতুর্বর্ণ্যের হিতের জন্য এই কাজ রাজপুত্রের কর্তব্য ।১৬-১৭

প্রজাগণের রক্ষণের জন্য নৃশংস হউক কিংবা অনৃশংসই হউক, দোষযুক্ত হউক অথবা পাপযুক্তই হউক সকল কর্মই করিতে হয়। রাজ্যপালনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের ইহাই সনাতন ধর্ম। রাম! এই রাক্ষসীতে ধর্মের লেশমাত্রও নাই, তুমি অধর্মাচারব্রতা তাড়কাকে নিহত কর। শোনা যায় যে—পুরাকালে বিরোচন-কন্যা মন্থরা যখন পৃথিবীর সকল-প্রাণীকে নিহত করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিল, তখন ইন্দ্র পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নিহত করেন। আরও শোনা যায় যে, মহর্ষি ভৃগুর পতিব্রতা পত্নী তথা শুক্রাচার্য্যের মাতা অসুরগণের উপর পক্ষপাতের জন্য স্বর্গলোককে ইন্দ্রশূন্য করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু তাহার বিমানসাধন করেন ।১৮-২১

নরপালক রাম! এইভাবে অনেক শ্রেষ্ঠব্যক্তি, মহাত্মা ও রাজপুত্রগণ অধর্মচারিণী নারীদিগকে নিহত করিয়াছেন। এইজন্য আমার নির্দেশ অনুসারে তুমি সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া এই দুষ্টরাক্ষসীকে নিহত কর ।২২

পাঠান্তর—(ক) এতাং—। (খ) নহ্যেতাং—। (গ) অনিন্দ্রং—।

* কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকার্দ্ধটি দেখা যায় না।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ তাড়কায়া বধঃ]

মুনের্বচনমক্লীবং শ্রুত্বা নরবরাত্মজঃ।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রত্যুবাচ দৃঢ়ব্রতঃ ॥১

পিতুর্বচননির্দেশাৎ পিতুর্বচনগৌরবাৎ।
বচনং কৌশিকস্যেতি কর্তব্যমবিশঙ্কয়া ॥২

অনুশিষ্টোঽস্ম্যযোধ্যায়াং গুরুমধ্যে মহাত্মনা।
পিত্রা দশরথেনাহং নাবজ্ঞেয়ং হি তদ্বচঃ ॥৩

সোঽহং পিতুর্বচঃ শ্রুত্বা শাসনাদ্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
করিষ্যামি ন সন্দেহস্তাড়কাবধমুত্তমম্ ॥৪

গো-ব্রাহ্মণহিতার্থায় দেশস্য চ হিতায় চ।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য বচনং কর্তুমুদ্যতঃ ॥৫

এবমুক্ত্বা ধনুর্মধ্যে বদ্ধা মুষ্টিমরিন্দমঃ।
জ্যাঘোষমকরোৎ তীব্রং দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্ ॥৬

তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্তাড়কাবনবাসিনঃ।
তাড়কা চ সুসংক্রুদ্ধা তেন শব্দেন মোহিতা ॥৭

তং শব্দমভিনির্ধ্যায় রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
শ্রুত্বা চাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধা যত্র শব্দো বিনিঃসৃতঃ ॥৮

তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধাং বিকৃতাং বিকৃতাননাম্।
প্রমাণেনাতিবৃদ্ধাঞ্চ লক্ষ্মণং সোঽভ্যভাষত ॥৯

পশ্য লক্ষ্মণ যক্ষিণ্যা ভৈরবং নরূণং বপুঃ।
ভিন্দেয়ুর্দর্শনাদস্যা ভীরূণাং হৃদয়ানি চ ॥১০

এতাং পশ্য দুরাধর্ষাং মায়াবলসমন্বিতাম্।
বিনিবৃত্তাং করোম্যদ্য হৃতকর্ণপ্রনাসিকাম্ ॥১১

নহ্যেনামুৎসহে হন্তুং স্ত্রীবধভয়েন রক্ষিতাম্।
বীর্য্যং চাস্যা গতিং চৈব হন্তুমিতি হি মে মতিঃ ॥১২

ষড়্‌বিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক তাড়কা বধ।]

দশরথনন্দন রাম বিশ্বামিত্রের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিলেন এবং দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন।১

পিতার আদেশ ও তাঁহার বাক্যের গৌরবের জন্য আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি নিঃসঙ্কোচে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। অযোধ্যায় গুরুজনসমক্ষে মহাত্মা পিতৃদেব আদেশ করিয়াছেন যে, আমি যেন বিনাবিচারে কৌশিকের আদেশ পালন করি। আমি তাঁহার বাক্য অবহেলা করিতে পারি না।২-৩

পিতার আদেশানুসারে এবং ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির নির্দেশে গো, ব্রাহ্মণ ও দেশের মঙ্গলের জন্য তাড়কাবধরূপ প্রয়োজনীয় কার্য্য অবশ্যই করিব। আপনি অপরিমিত-প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি। আমি আপনার কথামত কার্য্য করিতে উদ্যত হইলাম।৪-৫

এই বলিয়া শত্রুদমনকারী রাম দৃঢ়মুষ্টিতে ধনুর মধ্যদেশ ধারণ করিয়া শব্দের দ্বারা দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন এবং ধনুতে গুণযোজনা করিয়া ঘোরতর শব্দ করিলেন।৬

ঐ শব্দে তাড়কার বনস্থিত সকলজন্তু শঙ্কিত হইয়া পড়িল। ঐ শব্দ শুনিয়া তাড়কাও মোহবশতঃ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। ক্রোধমূর্চ্ছিতা রাক্ষসী কোন্‌দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরে যেদিক্ হইতে ঐ শব্দ আসিতেছে ক্রোধবশতঃ সেইদিকে ধাবিত হইল। তখন রঘুনন্দন দূর হইতে বিকটাকৃতি বিকটমুখী বিশালদেহা ক্রুদ্ধা রাক্ষসীকে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন।৭-৯

লক্ষ্মণ! ভ্রাতঃ! ঐ যক্ষীর ভয়ঙ্কর শরীর দর্শন কর। উহার বিকট-শরীর দেখিলেই ভীরুব্যক্তিগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।১০

কিন্তু আমি ঐ মায়াবিনী বলশালিনীর নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত অর্থাৎ যাহাতে সে আমাদের সম্মুখে আসিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছি।১১

তাড়কা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্য

এবং ব্রুবাণে রামে তু তাড়কা ক্রোধমূচ্ছিতা।
উত্থায় বাহুং গর্জন্তী রামমেবাভ্যধাবত ॥১৩
বিশ্বামিত্রস্তু ব্রহ্মর্ষির্হুংকারেণাভিভর্ৎস্য তাম্।
স্বস্তি রাঘবয়োরস্তু জয়ং চৈবভ্যভাষত ॥১৪
উদ্ধূয়মানা রজো ঘোরং তাড়কা রাঘবাবুভৌ।
রজোমেঘেন মহতা মুহূর্তং সা ব্যমোহয়ৎ ॥১৫
ততো মায়াং সমাস্থায় শিলাবর্ষেণ রাঘবৌ।
অবাকিরৎ সুমহতা তদশ্চুক্রোধ রাঘবঃ ॥১৬
শিলাবর্ষং মহত্তস্যাঃ শরবর্ষেণ রাঘবঃ।
প্রতিবার্য্যোপধাবন্ত্যাঃ কর্ণৌ চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ ॥১৭
ততশ্ছিন্নভুজাং শ্রান্তামভ্যাসে (ক) পরিগর্জতীম্।
সৌমিত্রিরকরোৎ ক্রোধাৎ তদা নাসিকাম্ ॥১৮

কামরূপধরা সা তু কৃত্বা রূপাণ্যনেকশঃ।
অন্তর্ধানং গতা যক্ষী মোহয়ন্তী স্বমায়য়া ॥১৯
অশ্মবর্ষং বিমুঞ্চন্তী ভৈরবং বিচচার সা।
ততস্তাবশ্মবর্ষেণ কীর্য্যমাণৌ সমন্ততঃ ॥২০
দৃষ্ট্বা গাধিসুতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ।
অলং তে ঘৃণয়া রাম পাপৈষা দুষ্টচারিণী ॥২১
যজ্ঞবিঘ্নকরী যক্ষী পুরা বর্ধেত মায়য়া।
বধ্যতাং তাবদেবৈষা পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ততে ॥২২
রক্ষাংসি সন্ধ্যাকালে তু দুর্দ্ধর্ষাণি ভবন্তি হি।
ইত্যুক্তঃ স তু তাং যক্ষীমশ্মবর্ষ্যাভিবর্ষিণীম্ ॥২৩
শব্দযুক্তবেধিভিস্তং তাং রুরোধ সসায়কৈঃ।
সা রুদ্ধা বাণজালেন মায়াবলসমন্বিতা ॥২৪

আমি উহাকে নিহত করিতে চাই না। কিন্তু উহার বল ও গমনশক্তি নষ্ট করাই আমার ইচ্ছা।১২

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিতেছেন এমন সময় অতিক্রুদ্ধা তাড়কা বাহুবিস্তারপূর্বক গর্জন করিতে করিতে রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হুঙ্কার-শব্দে তাড়কাকে তিরস্কৃত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি বলিলেন,—তোমাদের উভয়ের মঙ্গল ও জয়লাভ হউক।১৩-১৪

তাড়কা ঘোরতর ধূলিসমূহ উৎক্ষিপ্ত করিয়া চতুর্দিক্ আচ্ছাদিত করিল। বিশাল ধূলিময় মেঘের দ্বারা এক মুহূর্তের জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে মোহিত করিয়া ফেলিল।১৫

তারপর রাক্ষসী মায়ার দ্বারা প্রচুর শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে রাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।১৬

তিনি শরবর্ষণের দ্বারা তাড়কার প্রচুরশিলাবর্ষণ নিবারণ করিলেন। ইহাতে তাড়কা ক্রুদ্ধ হইয়া রামকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। তখন রাম বাণের দ্বারা তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন। অনন্তর ছিন্নহস্তা রাক্ষসী নিকটে আসিয়া গর্জন করিতে থাকিলে সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বাণের দ্বারা তাহার নাসিকা ও কর্ণের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।১৭-১৮

স্বেচ্ছারূপধারিণী ঐ রাক্ষসী নানাবিধ রূপ ধারণ করিতে লাগিল এবং পরে নিজমায়ার দ্বারা মোহিত করিয়া অন্তর্হিত হইল। অন্তরাল হইতে ভয়ানক শিলা-বর্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণের চতুর্দিকে শিলাবর্ষণের ফলে তাহাদের উভয়কে আবৃতপ্রায় দেখিয়া গাধিপুত্র শ্রীবিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! তুমি ইহাকে স্ত্রীজাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। পাপীয়সী যজ্ঞের বিঘ্নকারিণী ও দুরাচারপরা এই তাড়কা সন্ধ্যার সময় নিজমায়ার অতীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। সন্ধ্যার সময় রাক্ষসেরা দুর্দান্ত হয়। সুতরাং সন্ধ্যাকালের পূর্বেই এই দুষ্টাকে নিহত কর। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর রাম শিলাবর্ষণকারিণী রাক্ষসীকে শব্দভেদী শরের প্রয়োগ করিয়া তাহার দ্বারা অবরুদ্ধ করিলেন। মায়াবলযুক্তা তাড়কা রামের বাণে রুদ্ধ হইয়া গর্জন করিতে করিতে রাম-লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল। বিক্রমশীলা নাগিনীর মত তাড়কাকে অতিবেগে আসিতে দেখিয়া রাম বাণের দ্বারা তাহার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। আঘাত ফলে সে ভূপতিত

পাঠান্তর :—(ক) তত্রস্থিতং দুরাধর্ষমভ্যাসে—

অভিদুদ্রাব কাকুৎস্থং লক্ষ্মণঞ্চ বিনেদুষী।
তামাপতন্তীং বেগেন বিক্রান্তমশনীমিব ॥২৫
শরেণোরসি বিব্যাধ সা পপাত মমার চ।
তাং হতাং ভীমসঙ্কাশাং দৃষ্ট্বা সুরপতিস্তদা ॥২৬
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং সুরাশ্চাপ্যভিপূজয়ন্।
উবাচ পরমপ্রীতঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥২৭
সুরাশ্চ সর্বে সংহৃষ্টা বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্।
মুনেঃ কৌশিক ভদ্রং তে সেন্দ্রাঃ সর্বে মরুদ্গণাঃ ॥২৮
তোষিতাঃ কর্মণানেন স্নেহং দর্শয় রাঘবে।
প্রজাপতেঃ কৃশাশ্বস্য পুত্রান্ সত্যপরাক্রমান্ ॥২৯
তপোবলভৃতো ব্রহ্মন্ রাঘবায় নিবেদয়।
পাত্রভূতশ্চ তে ব্রহ্মংস্তবানুগমনে রতঃ ॥৩০
কর্তব্যং সুমহৎ কর্ম সুরাণাং রাজসূনুনা।
এবমুক্ত্বা সুরাঃ সর্বে জগ্মুর্হৃষ্টা বিহায়সম্ ॥৩১

বিশ্বামিত্রং পূজয়ন্তস্ততঃ সন্ধ্যা প্রবর্ততে।
ততো মুনিবরঃ প্রীতস্তাড়কাবধতোষিতঃ ॥৩২
মূর্ধ্নি রামমুপাঘ্রায় ইদং বচনমব্রবীৎ।
ইহাদ্য রজনীং রাম বসাম শুভদর্শন ॥৩৩
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামস্তদাশ্রমপদং মম।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথাত্মজঃ ॥৩৪
উবাস রজনীং তত্র তাড়কায়া বনে সুখম্।
নুক্তশাপং বনং তচ্চ তস্মিন্নেব তদাহনি।
রমণীয়ং বিবভ্রাজ যথা চৈত্ররথং বনম্ ॥৩৫
নিহত্য তাং যক্ষসূতাং স রামঃ
প্রশস্যমানঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
উবাস তস্মিন্মুনিনা সহৈব
প্রভাতবেলাং প্রতিবোধ্যমানঃ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ॥৭

হইল ও প্রাণত্যাগ করিল। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে নিহত দেখিয়া সাধু সাধু শব্দে রামকে অভিনন্দিত করিলেন। অনন্তর সহস্রলোচন ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাবৃন্দ পরমানন্দলাভ করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—কুশিককুলজাত! বিশ্বামিত্র! আমরা ইন্দ্র ও সকলদেবগণ রামের এই কার্য্যে অতীব সন্তোষলাভ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এখন রামের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন কর। কৃশাশ্ব-প্রজাপতির তপোবলযুক্ত সত্যপরাক্রমসম্পন্ন অনুরূপ পুত্রগণকে রামের নিকট সমর্পণ কর। তোমার অনুগমনশীল এই রামই অস্ত্রদানের উপযুক্ত অধিকারী।১৯-৩০

এই রাজপুত্র দেবতাগণের অতিশয়মহৎকর্ম সম্পন্ন করিবেন। এইভাবে নানাকথা বলিয়া দেবগণ বিশ্বামিত্রকে অভিনন্দিত করিলেন এবং আনন্দিত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তারপর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। মুনিবর তাড়কার বধের জন্য অতিশয় প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া রামের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক বলিলেন,—সৌম্য রাম! আমরা এই রাত্রি এইস্থানেই অতিবাহিত করি। আগামীকল্য প্রভাতে আমার আশ্রমে গমন করিব। দশরথনন্দন রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাড়কার বনে সুখেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। সেইদিন হইতে ঐ বন উপদ্রবহীন হওয়ায় চৈত্ররথবনের ন্যায় রমণীয় শোভা ধারণ করিল। রাম যক্ষকন্যা তাড়কাকে নিহত করায় দেবতা ও সিদ্ধগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইলেন এবং মুনির সহিত রাত্রিযাপন করিলে পর প্রভাতে মুনিকর্তৃক প্রবোধিত হইলেন।৩১-৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

(প্রীতেন বিশ্বামিত্রেণ শ্রীরামায় বহুবিধ-দিব্য-শস্ত্রদানম্ ।)

অথ তাং রজনীমুষ্য বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ ।
প্রহস্য রাঘবং বাক্যমুবাচ মধুরস্বরম্ ॥১
পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ ॥২
দেবাসুরগণান্ বাপি সগন্ধর্বোরগান্ যুধি (ক) ।
যৈরমিত্রাদ্ প্রসহ্যাজৌ বশীকৃত্য হনিষ্যসি ॥৩
তানি দিব্যানি ভদ্রং তে দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ ।
দণ্ডচক্রং মহদ্দিব্যং তব দাস্যামি রাঘব ॥৪
ধর্মচক্রং ততো বীর কালচক্রং তথৈব চ ।
বিষ্ণুচক্রং তথাত্যুগ্রমিন্দ্রচক্রং তথৈব চ
বজ্রমস্ত্রং নরশ্রেষ্ঠ শৈবং শূলবরস্তথা
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ঐষীকমপি রাঘব ॥৬
দদামি তে মহাবাহো ব্রাহ্মমস্ত্রমনুত্তমম্
গদে দ্বে চৈব কাকুৎস্থ মোদকী শিখরী শুভে ॥৭
প্রদীপ্তে নরশার্দূল প্রদদ্যাং নৃপাত্মজ ।
ধর্মপাশমহং রাম কালপাশং তথৈব চ ॥৮
বারুণং পাশমস্ত্রঞ্চ দদাম্যহমনুত্তমম্ ।
অশনী দ্বে প্রযচ্ছামি শুষ্কার্দ্রে রঘুনন্দন ॥৯
দদামি চাস্ত্রং পৈনাকমস্ত্রং নারায়ণং তথা ।
আগ্নেয়মস্ত্রং দয়িতং শিখরং নাম নামতঃ ॥১০
বায়ব্যং প্রথমং রাম দদামি তব চানঘ ।
অস্ত্রং হয়শিরো নাম ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ ॥১১
শক্তিদ্বয়ঞ্চ কাকুৎস্থ দদামি তব রাঘব ।
কঙ্কালং মুষলং ঘোরং কাপালমথ কিঙ্কিনীম্ ।
বধার্থং রক্ষসাং যানি দদাম্যেতানি সর্বশঃ ।
বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রঞ্চ নন্দনং নাম নামতঃ ॥১৩
অসিরত্নং মহাবাহো দদামি নৃবরাত্মজ ।
গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ ॥১৪
প্রস্বাপনং প্রশমনং দয়িতং সৌম্যমেব রাঘব ।
বর্ষণং শোষণঞ্চৈব সন্তাপন-বিলাপনে ॥১৫
মদনং চৈব দুর্ধর্ষং কন্দর্পদয়িতং তথা ।
গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতং মানবং নাম নামতঃ ॥১৬

সপ্তবিংশ সর্গ

[রাক্ষসবধে তুষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্রকর্তৃক শ্রীরামকে বহুবিধ দিব্য অস্ত্র দান ।]

রাত্রি প্রভাত হইলে মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্যপূর্বক মধুরস্বরে রামকে বলিলেন,—রাজপুত্র! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। পরমপ্রীতিমান্ হইয়াই তোমাকে সকল অস্ত্র প্রদান করিতেছি। এই সকল অস্ত্রের দ্বারা দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব ও নাগগণকে যুদ্ধস্থলে বলপূর্বক বশীভূত করিয়া জয়লাভ করিতে পারিবে ।১-৩

এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন দিব্য অস্ত্রসকল তোমাকে প্রদান করিতেছি। তোমার মঙ্গলই হইবে। রাঘব! দণ্ডচক্র, কালচক্র, ধর্মচক্র, অতিশয় উগ্র বিষ্ণুচক্র, অতিশয়-শক্তিযুক্ত ইন্দ্রচক্র, বজ্রাস্ত্র, শূলবরনামক শৈব অস্ত্র, ব্রহ্মশিরা অস্ত্র, ঐষীক অস্ত্র, অত্যুগ্র ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরীনাম্নী শুভদায়িনী দুইটি গদা, ধর্মপাশ, কালপাশ, শ্রেষ্ঠ বরুণপাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র অশনিদ্বয়, পাশুপত অস্ত্র, নারায়ণ অস্ত্র; অতিপ্রিয় পিনাকনামক আগ্নেয় অস্ত্র, হয়শির অস্ত্র, ক্রৌঞ্চ অস্ত্র, [illegible] শক্তি, কঙ্কাল, মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিনীনামক অস্ত্রসমূহ তোমাকে দিতেছি ।৪-১২

বীরবর! রাক্ষসগণের সংহারের জন্য এই সকল অস্ত্র এবং অন্যান্য অস্ত্রও গ্রহণ কর। বিদ্যাধর অস্ত্র, নন্দননামক খড়্গ, মোহননামক গান্ধর্ব অস্ত্র, প্রস্বাপন ও প্রশমননামক অস্ত্র, সৌম্য অস্ত্র, বর্ষণ, শোষণ, কন্দর্পপ্রিয় মাদনবাণ, মানবনামক গান্ধর্ববাণ, মোহননামক পৈশাচবাণ, মহাশক্তিযুক্ত তামস ও সৌমনবাণ, সম্বর্ত, মৌষল, সত্যাস্ত্র, শত্রুনাশী সৌরাস্ত্র, শিশিরনামক চান্দ্র অস্ত্র, অতিদারুণ ত্বাষ্ট্র অস্ত্র ও ভগদেবতার শীতেষুনামক দারুণ অস্ত্র দান করিতেছি। বীর রাম! এই সকল অস্ত্র

পাঠান্তর :—(ক) —চরি

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীভগবন্নাম-মহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সর্ব্বশক্তিমন্ত্রং স্কান্দে

দান-ব্রত-তপস্তীর্থ-যাত্রাদীনাঞ্চ যাবিতাঃ
শক্তয়োদেব মহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥৫৯
হাজমেধসহস্রাণাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্যহরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা হেষুনামসু ॥৬০

শ্রীহরি দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থ, যাত্রাদিতে যাহা অবস্থিত ও রাজসূয়যজ্ঞ, অশ্বমেধ-যজ্ঞ, জ্ঞান ও অধ্যাত্মবস্তুর দেবতা ও মহদ্‌গণের সর্ব্বপাপহারক যে শুভশক্তিসকল তাহা আকর্ষণ করিয়া স্বকীয় নামসমূহে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীহরির নাম গ্রহণে তীর্থযাত্রা, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥৫৯-৬০

যথোদয়োপাতো হরের্নাম উদ্যন্নাশয়তি দ্বিষঃ।
তথৈবোদয়তো হরের্নাম উদ্যন্নাশয়তি দ্বিষঃ।
সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈবত মসাংরবিঃ ॥৬১

যেমন রবি অন্ধকারের বিনাশক, তদ্রূপ দারুণ সমস্ত পাপরাশির হরিনাম অতি দুঃসহ বাহ্যা। শুরুপক্ষরাশির মত ভয়হর পাপও উড়িয়া যায় ॥৬১

তত্রৈব ব্রহ্মাণ্ডে

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যন্নাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ ॥৬২

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্ত দেবদেব চক্রধারীর অভিরুচিত যে নাম তাহা সমস্ত প্রয়োজনে যোজিত করিবে ॥৬২

ভগবানন্দকৃতং শ্রীগীতায়াং

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥৬৩

হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য-সঙ্কীর্ত্তনে যে সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হয় ও একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে, সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন এবং রাক্ষসেরা যে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে তাহা যুক্তিযুক্তই ॥৬৩

দ্বিতীয় বর্ষ, মাঘ, ১৩৭০]

[অষ্টম সংখ্যা—শাল্যোদনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্ত্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

মুখ্য-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১'২০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৪ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রাধবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই মাঘ, ১৩৭০।

'আর্য্যশাস্ত্র'

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১।	প্রকাশনস্থান—	শ্রীশ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫
২।	প্রকাশনের কালক্রম—	মাসিক
৩।	মুদ্রাপকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	১৫বি, রাধাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৪।	প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫
৫।	মুখ্য সম্পাদকের নাম—	মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাকালীপ্রসন্নতর্কাচার্য্য
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	শান্তিনগর, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
		শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ
		ভারতীয়
		ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
৬।	স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার বেশী সংখ্যক অংশের মালিকগণ।	—শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ (জাগুরু সম্প্রদায়) ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্ দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর

শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশক

১।৩।৫৬

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭৮৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

পৈশাচমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ।
প্রতীচ্ছ নরশার্দূল রাজপুত্র মহাযশঃ ॥১৭
তামসং নরশার্দূল সৌমনস্ক মহাবলম্।
সংবর্ত্তঞ্চৈব দুর্ধর্ষং মৌসলঞ্চ নৃপাত্মজ ॥১৮
সত্যমস্ত্রং মহাবাহো তথা মায়াময়ং পরম্।
সৌরং তেজঃপ্রভং নাম পরতেজোঽপকর্ষণম্ ॥১৯
সোমাস্ত্রং শিশিরং নাম ত্বাষ্ট্রমস্ত্রং সুদারুণম্।
দারুণঞ্চ ভগস্যাপি শীতেষুমথ মানবম্ ॥২০
এতান্ রাম মহাবাহো কামরূপান্ মহাবলান্।
গৃহাণ পরমোদারান্ ক্ষিপ্রমেব নৃপাত্মজ ॥২১
স্থিতস্তু প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শুচির্মুনিবরস্তদা।
দদৌ রামায় সুপ্রীতো মন্ত্রগ্রামমনুত্তমম্ ॥২২
সর্বসংগ্রহণং নেষাং দৈবতৈরপি দুর্লভম্।
তান্যস্ত্রাণি তদা বিপ্রো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥২৩
জপতস্তু মুনেস্তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
উপতস্থুর্মহার্হাণি সর্বাণ্যস্ত্রাণি রাঘবম্ ॥২৪
ঊচুশ্চ মুদিতা রামং সর্বে প্রাঞ্জলয়স্তদা।
ইমে চ পরমোদার! কিঙ্করাস্তব রাঘব ॥২৫
যদ্ যদিচ্ছসি ভদ্রং তে তৎসর্বং করবাম বৈ।
ততো রামঃ প্রসন্নাত্মা তৈরিত্যুক্তো মহাবলৈঃ ॥২৬
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থঃ সমালভ্য চ পাণিনা।
মানসা মে ভবিষ্যধ্বমিতি তান্যভ্যচোদয়ৎ ॥২৭
ততঃ প্রীতমনা রামো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
অভিবাদ্য মহাতেজা গমনায়োপচক্রমে ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধারণ করে। ইহারা মহাশক্তিশালী ও অতিবিশাল। অতএব হে রাজকুমার! তুমি অতি সত্বর এই অস্ত্রসমূহ আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর। এই বলিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র পবিত্রভাবে পূর্বমুখে উপবেশন করিলেন। রামকে সম্মুখে বসাইয়া সন্তুষ্টমনে উত্তমমন্ত্রসমূহ দান করিলেন।১৩-২২

যে সকল অস্ত্রের সংগ্রহ করা দেবতাগণের পক্ষে সম্ভব হয় না, বিশ্বামিত্র রামকে সেই সকল অস্ত্র সমর্পণ করিলেন।২৩

অনন্তর বিশ্বামিত্র অস্ত্রস্বরূপ পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহ জপ করিতে লাগিলেন। জপের প্রভাবে মহাশক্তিযুক্ত অস্ত্রসকল সশরীরে রামের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা প্রফুল্লচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিতে লাগিল,—উদারচরিত রাম! এই আমরা সকলে তোমার অনুগত কিঙ্কর। তুমি যেরূপ আদেশ করিবে, আমরা তাহাই করিব। তোমার মঙ্গল হউক। শক্তিমান্ অস্ত্রসমূহ এইরূপ বলিলে প্রসন্নচিত্ত রাম তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। নিজহস্তের দ্বারা তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—তোমরা সকলে আমার মানসে সর্বদা বিরাজ কর। রাম দিব্য অস্ত্রসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং পরে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্বক যাইতে উদ্যত হইলেন।২৪-২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

(বিশ্বামিত্রেণ রামং প্রতি শস্ত্রাণাং সংহারবিধেরুপদেশঃ, ততো রামচন্দ্রস্যাস্ত্রবিধাত্রলাভশ্চ ।
বিশ্বামিত্রসমীপে রামস্য যজ্ঞস্থানাশ্রমবিষয়কঃ প্রশ্নঃ ।)

প্রতিগৃহ্য ততোঽস্ত্রাণি প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ
গচ্ছন্নেব চ কাকুৎস্থো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥১
গৃহীতাস্ত্রোঽস্মি ভগবন্ দুরাধর্ষঃ সুরৈরপি ।
অস্ত্রাণাং ত্বহমিচ্ছামি সংহারান্মুনিপুঙ্গব ॥২
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ।
সংহারান্ ব্যজহারাথ ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শুচিঃ ।৩
সত্যবন্তং সত্যকীর্তিং ধৃষ্টং রভসমেব চ ।
প্রতিহারতরং নাম পরাঙ্মুখমবাঙ্মুখম্ ॥৪
লক্ষ্যালক্ষ্যাবিমৌ চৈব দৃঢ়নাভ-সুনাভকৌ ।
দশাক্ষ-শতবক্ত্রৌ চ দশশীর্ষ-শতোদরৌ ॥৫
পদ্মনাভ-মহানাভৌ দুন্দুনাভ-স্বনাভকৌ ।
জ্যোতিষং শকুনং চৈব নৈরাশ্যবিমলাবুভৌ ॥৬
যৌগন্ধর-বিনিদ্রৌ চ দৈত্যপ্রমথনৌ তথা ।
শুচিবাহুর্মহাবাহুর্নিষ্কলিবিরুচস্তথা ॥
সার্চিমালী ধৃতিমালী বৃত্তিমান্ রুচিরস্তথা ॥৭
পিত্র্যঃ সৌমনসশ্চৈব বিধূত-মকরাবুভৌ ।
করবীরং (ক) রতিং চৈব ধন-ধান্যৌ চ রাঘব ॥৮
কামরূপং কামরুচিং মোহমাবরণং তথা ।
জৃম্ভকং সর্পনাথঞ্চ পন্থান-বরুণৌ তথা ॥৯
কৃশাশ্বতনয়ান্ রাম ভাস্বরান্ কামরূপিণঃ ।
প্রতীচ্ছ মম ভদ্রন্তে পাত্রভূতোঽসি রাঘব ॥১০
বাঢ়মিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ।
দিব্যভাস্বরদেহাশ্চ মূর্তিমন্তঃ সুখপ্রদাঃ ॥১১
কেচিদঙ্গারসদৃশাঃ কোচিদ্ধূমোপমাস্তথা ।
চন্দ্রার্কসদৃশাঃ কেচিৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটাস্তথা ॥১২

অষ্টাবিংশ সর্গ

[বিশ্বামিত্রকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে অস্ত্রসকলের সংহারবিধির উপদেশ এবং তাঁহার নিকট হইতে শ্রীরামের অন্যান্য অস্ত্রলাভ। বিশ্বামিত্রের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞস্থান ও আশ্রমবিষয়ক প্রশ্ন।]

অনন্তর রাম পবিত্রভাবে অস্ত্রসকল গ্রহণ করিয়া প্রভুস্তবনে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবন্! আমি ঐ সকল অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দেবগণেরও দুরাধর্ষ হইয়াছি। কিন্তু মুনিবর! ঐ সকল অস্ত্রের উপসংহার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে ।১-২

রাম এইরূপ বলিলে পর মহাতপস্বী, সুব্রত ও ধৈর্য্যশীল বিশ্বামিত্র পবিত্রভাবে ঐ সকল অস্ত্রের উপসংহার মন্ত্রসমূহ রামকে বলিয়া দিলেন। রাম! তোমার মঙ্গল হউক। তুমিই অস্ত্রসকল গ্রহণের সৎপাত্র। আমার নিকট হইতে তুমি সত্যবান্, সত্যকীর্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতীহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্য-প্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান ও বরুণ এই সকল কামরূপী ও তেজস্বী কৃশাশ্ব-প্রজাপতির পুত্ররূপী অস্ত্র গ্রহণ কর ।৩-১০ ।

রাম হৃষ্টচিত্তে ঐ সকল অস্ত্রকে 'তথাস্তু' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ঐ অস্ত্রসকল দিব্য উজ্জ্বলদেহধারী ও সুখপ্রদ। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অঙ্গারের মত কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি ধূমের মত ধূসরবর্ণ এবং কতকগুলি চন্দ্র ও সূর্য্যের মত উজ্জ্বলপ্রভ। তাহারা সকলে নম্রভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া সুমধুর ভাষায় রামকে বলিল,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই আমরা সকলে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আদেশ করুন, আমরা কি কার্য্য করিব ।১১-১৩

রাম বলিলেন,—তোমরা এখন ইচ্ছামত গমন

পাঠান্তর :—(ক) পরবীরং—।

রামং প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বাহ্যক্রবন্মধুরভাষিণঃ।
ইমে স্ম নরশার্দূল শাধি কিং করবাম তে ॥১৩
গম্যতামিতি তানাহ যথেষ্টং রঘুনন্দনঃ।
মানসাঃ কার্য্যকালেষু সাহায্যং মে করিষ্যথ ॥১৪
অথ তে রামমামন্ত্র্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
এবমস্ত্বিতি কাকুৎস্থমুক্ত্বা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥১৫
স চ তান্ রাঘবো জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
গচ্ছন্নেবাথ মধুরং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥১৬
কিমেতদ্মেঘসঙ্কাশং পর্বতস্যাবিদূরতঃ।
বৃক্ষখণ্ডমিতো ভাতি (ক) পরং কৌতূহলং হি মে ॥১৭
দর্শনীয়ং মৃগাকীর্ণং মনোহরমতীব চ।

কর, কার্য্যকালে আমার মানসস্থিত হইয়া সাহায্য করিও। অনন্তর ঐ সকল অস্ত্র রামবাক্যে সম্মতিজ্ঞাপন করিল এবং রামের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল।১৪-১৫

রাম অস্ত্রসকলের প্রয়োগ ও উপসংহার অবগত হইয়া যাইতে যাইতে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কোমল ও মধুরভাবে বলিলেন, মুনিবর! ঐ পর্বতের অনতিদূরে মেঘসমূহের ন্যায় যে তরুরাজি দৃষ্ট হইতেছে, উহা কি? আমার খুবই কৌতূহল হইয়াছে। এই স্থানটি দেখিতে সুন্দর ও মনোহর। মৃগগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, মধুরশব্দবিশিষ্ট নানাপ্রকার পক্ষিগণে এই স্থান

নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বল্গুভাষৈরলঙ্কৃতম্ ॥১৮
নিঃসৃতাঃ স্মো মুনিশ্রেষ্ঠ কান্তারাদ্ রোমহর্ষণাৎ।
অনয়া ত্বগচ্ছামি দেশস্থ সুখবত্তয়া ॥১৯
সর্বং মে শংস ভগবন্ কস্যাশ্রমপদং ত্বিদম্।
সম্প্রাপ্তা যত্র তে পাপা ব্রহ্মঘ্না দুষ্টচারিণঃ ॥২০
তব যজ্ঞস্য বিঘ্নায় দুরাত্মানো মহামুনে।
ভগবংস্তস্য কো দেশঃ সা যত্র তব যাজ্ঞিকী ॥২১
রক্ষিতব্যা ক্রিয়া ব্রহ্মন্ ময়া বধ্যাশ্চ রাক্ষসাঃ।
এতৎ সর্বং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

অলঙ্কৃত হইয়াছে। ভয়াবহ বন হইতে আমরা বাহিরে আসিয়াছি। মুনিশ্রেষ্ঠ! এইজন্য স্থানটিকে সুখকর বলিয়া মনে করিতেছি।১৬-১৯

ভগবন্! এই আশ্রমস্থানটি কাহার? আপনি এই আশ্রম-সম্বন্ধীয় সকল কথা আমাকে বলুন। মহাত্মন্! যেস্থানে পাপিষ্ঠ দুরাচার ব্রাহ্মণদ্রোহী দুরাত্মা রাক্ষসগণ আপনার যজ্ঞক্রিয়ায় বিঘ্ন করে, যেস্থানে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া আমাকে যজ্ঞক্রিয়া রক্ষা করিতে হইবে, সেইস্থান কত দূরে? মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রভো! আমি এই সকল বিষয় আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।২০-২২

পাঠান্তরঃ—(ক) বৃক্ষখণ্ডমিতো ভাতি—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামং প্রতি বিশ্বামিত্রেণ পৃষ্টপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, স্বীয়াশ্রমে যজ্ঞকরণঞ্চ।]

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ব্যাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥১
ইহ রাম মহাবাহো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ।
বর্ষাণি সুবহূন্যেহ তথা যুগশতানি চ ॥২
তপশ্চরণ-যোগার্থমুবাস সুমহাতপাঃ।
এষ পূর্বাশ্রমো রাম বামনস্য মহাত্মনঃ ॥৩
সিদ্ধাশ্রম ইতি খ্যাতঃ সিদ্ধো হ্যত্র মহাতপাঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা বৈরোচনির্বলিঃ ॥৪
নির্জিত্য দৈবতগণান্ সেন্দ্রান্ সহমরুদ্গণান্।
কারয়ামাস তদ্রাজ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥৫
যজ্ঞঞ্চকার সুমহানসুরেন্দ্রো মহাবলঃ।
বলেস্তু যজমানস্য দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥
সমাগম্য স্বয়ঞ্চৈব বিষ্ণুমূচুরিহাশ্রমে ॥৬
বলির্বৈরোচনির্বিষ্ণো যজতে যজ্ঞমুত্তমম্।
অসমাপ্তব্রতে তস্মিন্ স্বকার্য্যমভিপদ্যতাম্ ॥৭
যে চৈনমভিবর্তন্তে যাচিতার ইতস্ততঃ।
যচ্চ যত্র যথাবচ্চ সর্বং তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৮
স ত্বং স্বহিতার্থায় মায়াযোগমুপাশ্রিতঃ।
বামনত্বং গতো বিষ্ণো কুরু কল্যাণমুত্তমম্ ॥৯
এতস্মিন্নন্তরে রাম কশ্যপোঽগ্নিসমপ্রভঃ।
অদিত্যা সহিতো রাম দীপ্যমান ইবৌজসা ॥১০
দেবীসহায্যো ভগবান্ দিব্যং বর্ষসহস্রকম্।
ব্রতং সমাপ্য বরদং তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥১১
তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্ত্তিং তপাত্মকম্।
তপসা ত্বাং সুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমম্ ॥১২

ঊনত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরামের প্রতি বিশ্বামিত্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরদান এবং স্বীয় আশ্রমে যজ্ঞকরণ।]

অপরিমিতশক্তিশালী রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র বলিতে লাগিলেন,—শক্তিধর রাম! এই আশ্রমে সর্বদেববন্দিত বিষ্ণু বহুবৎসর ও বহুযুগকাল তপস্যা করিবার জন্য বাস করিয়াছিলেন। রাম। বিষ্ণু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই আশ্রম সিদ্ধাশ্রমনামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহা মহাত্মা বামনদেবেরও আশ্রম। তিনিও এখানে পূর্বে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই আশ্রমে ভগবান্ বিষ্ণু যে সময় তপস্যারত ছিলেন, সেই সময় বিরোচনের পুত্র বলি ইন্দ্র ও মরুদ্গণসহিত সকল দেবতাকে পরাজিত করিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হন এবং সেই রাজ্য পালন করিতে থাকেন। মহাবলশালী অসুরশ্রেষ্ঠ বলি সেই সময় একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। বলির যজ্ঞানুষ্ঠান চলিতে থাকার সময় দেবতাগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করিয়া এই আশ্রমে তপস্যারত বিষ্ণুর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন,—ভগবন্ বিষ্ণো! বিরোচনপুত্র বলি একটি উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই আপনি আপনার আশ্রিত দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করুন।১-৭

ঐ যজ্ঞের উপলক্ষ্যে নানাদিক্ হইতে প্রার্থিগণ আসিয়া বলির নিকট উপস্থিত হইতেছে। তাহারা যেখানে যেভাবে যাহা যাহা চাহিতেছে, বলি তদনুরূপ দান করিতেছেন।৮

বিষ্ণো! দেবগণের হিতের জন্য আপনি মায়া আশ্রয় করিয়া বামনত্ব প্রাপ্ত হউন এবং আমাদের পরমমঙ্গলসাধন করুন।৯

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! শ্রবণ কর। এই সময়েই অগ্নিতুল্যতেজস্বী কশ্যপ স্বীয়তেজে প্রদীপ্ত হইয়া অদিতিদেবীর সহিত সহস্রবর্ষব্যাপি-ব্রতসমাপনান্তে বরদাতা মধুসূদনকে স্তব করিতে থাকেন।১০-১১

শরীরে তব পশ্যামি জগৎ সর্বমিদং প্রভো।
ত্বমনাদিরনির্দেশ্যস্ত্বামহং শরণং গতঃ ॥১৩
তমুবাচ হরিঃ প্রীতঃ কশ্যপং গতকল্মষম্।
বরং বরয় ভদ্রং তে বরার্হোঽসি মতো মম ॥১৪
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মারীচঃ কশ্যপোঽব্রবীৎ।
আদিত্যা দেবতানাঞ্চ মম চৈবানুযাচিতম্ ॥১৫
বরং বরদ সুপ্রীতো দাতুমর্হসি সুব্রত।
পুত্রত্বং গচ্ছ ভগবন্নদিত্যা মম চানঘ ॥১৬
ভ্রাতা ভব যবীয়াংস্ত্বং শক্রস্যাত্ররসূদন।
শোকার্তানাং তু দেবানাং সাহায্যং কর্তুমর্হসি ॥১৭
অয়ং সিদ্ধাশ্রমো নাম প্রসাদাত্তে ভবিষ্যতি।
সিদ্ধে কর্মণি দেবেশ উত্তিষ্ঠ ভগবন্নিতঃ ॥১৮

কশ্যপ বলিলেন,—প্রভো! আপনি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্তি, তপঃস্বরূপ ও পুরুষোত্তম। আমি উত্তম তপস্যা দ্বারা আপনাকে দেখিতে পাইলাম। আপনার শরীরে নিখিল জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনি অনাদি ও অনির্দেশ্য। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।১২-১৩

ভগবান্ হরি এইরূপ স্তুতিতে প্রীত হইয়া নিষ্পাপ কশ্যপকে বলিলেন,—তুমি বরপ্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বরপ্রাপ্তির যোগ্যপাত্র—ইহা আমি মনে করি।১৪

শ্রীহরির বচন শুনিয়া মরীচির পুত্র কশ্যপ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সর্বদোষবর্জিত, সুব্রত ও সকলের বরদাতা। অদিতির, দেবতাগণের ও আমার প্রার্থিত এই বর আপনি প্রীত হইয়া দান করুন। আমাদের প্রার্থনা,—আপনি অদিতির ও আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন। অসুরনাশক! আপনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ হউন এবং শোকার্ত দেবতাগণের সাহায্য করুন।১৫-১৭

দেবেশ! ভগবন্! আপনার প্রসাদে এইস্থান সিদ্ধাশ্রম বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আপনার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এইস্থান হইতে উত্থিত হউন।১৮

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজা অদিত্যাং সমজায়ত।
বামনং রূপমাস্থায় বৈরোচনিমুপাগমৎ ॥১৯
ত্রীন্ পদানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহ্য চ মেদিনীম্।
আক্রম্য লোকাল্লোকার্থী সর্বলোকহিতে রতঃ ॥২০
মহেন্দ্রায় পুনঃ প্রাদাদ্রিয়ম্য বলিমোজসা।
ত্রৈলোক্যং স মহাতেজাশ্চক্রে শক্রবশং পুনঃ ॥২১
তেনৈব পূর্বমাক্রান্ত আশ্রমঃ শ্রমনাশনঃ।
ময়াপি ভক্ত্যা হ্যস্যৈব বামনস্যোপভুজ্যতে ॥২২
এনমাশ্রমমায়ান্তি রাক্ষসা বিঘ্নকারিণঃ।
অত্র তে পুরুষব্যাঘ্র হন্তব্যা দুষ্টচারিণঃ ॥২৩
অদ্য গচ্ছামহে রাম সিদ্ধাশ্রমমনুত্তমম্।
তদাশ্রমপদং তাত তবাপ্যেতদ্ যথা মম ॥২৪

অনন্তর মহাতেজস্বী বিষ্ণু অদিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বামনরূপ ধারণ করিয়া বিরোচনপুত্র বলির নিকট গমন করিলেন। সর্বলোকের হিতকারী বিষ্ণু বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিয়া ত্রিলোক-আক্রমণে ইচ্ছুক হইলেন এবং পৃথিবীসহিত সমস্ত লোক গ্রহণ করিয়া বলপূর্বক বলিকে বন্ধন করিলেন। পরে তিনি ইন্দ্রকে পুনর্বার ত্রিলোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন। মহাতেজস্বী বামন ত্রিভুবনকে ইন্দ্রের অধীন করিয়া দিলেন।১৯-২১

পূর্বকালে সকলশ্রমনাশক এই আশ্রমে ভগবান্ বামনদেব অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এখন আমি তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হওয়ায় এই আশ্রমে বাস করিতেছি।২২

যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা এই স্থানেই আসিয়া থাকে। এই স্থানেই তোমাকে ঐ দুষ্টরাক্ষসগণের বিনাশসাধন করিতে হইবে। রাম! আজই আমরা সিদ্ধাশ্রমে গমন করিতেছি। বৎস! এই আশ্রম যেমন আমার, তোমারও তেমনই। এইরূপ বলিয়া পরমপ্রীত বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। পুনর্বসুনামক নক্ষত্রদ্বয়ের সহিত মিলিত নির্মলচন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, রাম-

ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রীতো গৃহ্য রামং সলক্ষ্মণম্ ।
প্রবিশন্নাশ্রমপদং ব্যরোচত মহামুনিঃ ॥
শশীব গতনীহারঃ পুনর্বসুসমন্বিতঃ ॥২৫
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ ।
উৎপত্যোৎপত্য সহসা বিশ্বামিত্রমপূজয়ন্ ॥২৬
যথার্হং চক্রিরে পূজাং বিশ্বামিত্রায় ধীমতে ।
তথৈব রাজপুত্রাভ্যামকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্ ॥২৭
মুহূর্তমথ বিশ্রান্তৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ ।
প্রাঞ্জলী মুনিশার্দূলমূচতুঃ রঘুনন্দনৌ ॥২৮
অদ্যৈব দীক্ষাং প্রবিশ ভদ্রং তে মুনিপুঙ্গব ।
সিদ্ধাশ্রমোঽয়ং সিদ্ধঃ স্যাৎ সত্যমস্তু বচস্তব ॥২৯
এবমুক্তো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
প্রবিবেশ তদা দীক্ষাং নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩০
কুমারাবপি তাং রাত্রিমুষিত্বা সুসমাহিতৌ ।
প্রভাতকালে চোত্থায় পূর্বাং সন্ধ্যামুপাস্য চ ॥৩১
প্রশুচী পরমং জাপ্যং সমাপ্য নিয়মেন চ ।
হুতাগ্নিহোত্রমাসীনং বিশ্বামিত্রমবন্দতাম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥২৯

লক্ষ্মণসমন্বিত বিশ্বামিত্রেরও তখন সেইরূপ শোভা হইয়াছিল ।২৩-২৫

সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ দূর হইতে বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া প্রত্যেকে নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহার পূজা করিলেন ।২৬

তাঁহারা সুধী বিশ্বামিত্রের যথাযোগ্য পূজা করিয়া রাম-লক্ষ্মণেরও যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন ।২৭

অনন্তর শত্রুহন্তা রঘুকুলজাত রাজপুত্রদ্বয় সেই স্থানে মুহূর্তকাল বিশ্রাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন ।২৮

মুনিবর ! আপনি অদ্যই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন । আপনার মঙ্গল হইবে । এই সিদ্ধাশ্রম আপনার যজ্ঞ সিদ্ধিতে পুনর্বার সার্থক হউক এবং আপনার বাক্য সত্য হউক ।২৯

মহাতেজস্বী জিতেন্দ্রিয় মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই দিনেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন ।৩০

স্কন্দ ও বিশাখনামক কুমারদ্বয়ের তুল্য রাম ও লক্ষ্মণ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিলেন এবং শুচি ও সমাহিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনান্তে যথানিয়মে গায়ত্রীজপ করিলেন। অনন্তর যেখানে বিশ্বামিত্র অগ্নিহোত্র সমাপ্ত করিয়া উপবিষ্ট আছেন, সেইস্থানে যাইয়া মুনিকে অভিবাদন করিলেন ।৩১-৩২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ যজ্ঞস্য রক্ষণম্, রাক্ষসানাং বধশ্চ।]

অথ তৌ দেশ-কালজ্ঞৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।
দেশে কালে চ বাক্যজ্ঞাবব্রুতাং কৌশিকং বচঃ ॥১
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছাবো যস্মিন্ কালে নিশাচরৌ।
সংরক্ষণীয়ৌ তৌ ব্রূহি নাতিবর্তেত তৎক্ষণম্ ॥২
এবং ব্রুবাণৌ কাকুৎস্থৌ ত্বরমাণৌ যুযুৎসয়া।
সর্বে তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ প্রশশংসুর্নৃপাত্মজৌ ॥৩
অস্য প্রভৃতি ষড়্রাত্রং রক্ষতাং রাঘবৌ যুবাম্।
দীক্ষাং গতো হ্যেষ মুনির্মৌনিত্বঞ্চ গমিষ্যতি ॥৪
তৌ তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।
অনিদ্রং ষড়হোরাত্রং তপোবনমরক্ষতাম্ ॥৫

উপাসাঞ্চক্রতুর্বীরৌ গত্বৌ পরমধন্বিনৌ।
ররক্ষতুর্মুনিবরং বিশ্বামিত্রমরিন্দমৌ ॥৬
অথ কালে গতে তস্মিন্ ষষ্ঠেঽহনি তথাগতে।
সৌমিত্রিমব্রবীদ্ রামো যত্তো ভব সমাহিতঃ ॥৭
রামস্যৈবং ব্রুবাণস্য ত্বরিতস্য যুযুৎসয়া।
প্রজজ্বাল ততো বেদিঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতা ॥৮
সদর্ভ-চমস-স্রুক্কা সসমিৎ-কুসুমোচ্চয়া।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতা বেদির্জ্বাল সর্বিভা ॥৯
মন্ত্রবচ্চ যথান্যায়ং যজ্ঞোঽসৌ সংপ্রবর্ততে।
আকাশে চ মহাঞ্ছব্দঃ প্রাদুরাসীদুরোমকঃ ॥১০

ত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক যজ্ঞরক্ষা ও রাক্ষসসংহার।]

অনন্তর দেশ-কালোচিত ব্যবহারে নিপুণ শত্রুনাশকারী রাম ও লক্ষ্মণ যথাস্থানে ও যথাসময়ে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন।১

ভগবন্! যে সময়ে যজ্ঞরক্ষার জন্য মারীচ ও সুবাহু-নামক রাক্ষসদ্বয়ের গতিরোধ করিতে হইবে, সেই সময়ের নির্দেশ শুনিতে ইচ্ছা করি—যেন সেই সময়টি অতীত না হইয়া যায়।২

এইরূপ কথা বলিয়া কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় ত্বরান্বিত হইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ দুইভ্রাতাকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৩

তারপর তাঁহারা বলিলেন,—রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ! শ্রবণ কর। আজ হইতে ছয়দিন তোমাদিগকে যজ্ঞ-কার্য্য রক্ষা করিতে হইবে। বিশ্বামিত্র যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছেন এবং এই ছয়দিন মৌনভাবে অবস্থান করিবেন।৪

যশস্বী রাম-লক্ষ্মণ মুনিগণের বচন শুনিয়া নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক ছয়রাত্রি পর্য্যন্ত তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন।৫

একাগ্রচিত্ত শ্রেষ্ঠধনুর্ধারী বীর রাম ও লক্ষ্মণ এই কয়দিন সর্বদা বিশ্বামিত্রের নিকটেই থাকিতে লাগিলেন এবং শত্রুনাশী মুনিবর বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে পাঁচদিন অতীত হইল। ষষ্ঠদিবস সমাগত হইলে রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—তুমি এখন সতর্কভাবে সজ্জিত হইয়া থাক।৬-৭

রাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময় উপাধ্যায় ও পুরোহিতগণ কর্তৃক পরিব্যাপ্ত বেদীতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল।৮

ঐ বেদীতে কুশ, চমসপাত্র, স্রুক্‌পাত্র, সমিধ ও কুসুমসমূহ স্থাপিত রহিয়াছে। সেখানে ঋত্বিগ্‌গণ সহ বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট আছেন। এই অবস্থায় সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল।৯

অতঃপর যথানিয়মে বেদমন্ত্র দ্বারা ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এমন সময় আকাশে ভীতিজনক ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল।১০

বর্ষাকালে যেরূপ আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া মেঘমালাকে ধাবিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপে মারীচ

আবার্য্য গগনং মেঘো যথা প্রাবৃষি দৃশ্যতে ।
তথা মায়াং বিকুর্বাণৌ রাক্ষসাবভ্যধাবতাম্ ॥১১
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ তয়োরনুচরাস্তথা ।
আগম্য ভীমসঙ্কাশা রুধিরৌঘানবাসৃজন্ ॥১২
তাং তেন রুধিরৌঘেণ বেদিং বীক্ষ্য সমুক্ষিতাম্ !
সহসাভিদ্রুতো রামস্তানপশ্যত্ততো দিবি ॥১৩
তাবাপতন্তৌ সহসা দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনঃ ।
লক্ষ্মণং সন্নিসংপ্রেক্ষ্য রামো বচনমব্রবীৎ ॥১৪
পশ্য লক্ষ্মণ দুর্বৃত্তান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্ ।
মানবাস্ত্রসমাধূতাননিলেন যথা ঘনান্ ॥১৫
করিষ্যামি ন সন্দেহো নোৎসহে হন্তুমীদৃশান্ ।
ইত্যুক্ত্বা বচনং রামশ্চাপে সজ্জায় বেগবান্ ॥১৬

ও সুবাহুনামক রাক্ষসদ্বয় মায়া বিস্তারপূর্বক আকাশ আবৃত করিয়া ধাবিত হইল ।১১

মারীচ, সুবাহু ও তাহাদের অনুচরেরা ভীষণ শরীর ধারণপূর্বক আকাশপথে আসিয়া যজ্ঞস্থলে রক্তধারা বর্ষণ করিতে লাগিল ।১২

প্রচুর রক্তধারায় যজ্ঞবেদীর নিকটবর্তী স্থানটিকে প্লাবিত হইতে দেখিয়া রাম অতিদ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন এবং আকাশে সেই দুরাচার রাক্ষসগণকে দেখিতে পাইলেন ।১৩

কমললোচন রাম মারীচ ও সুবাহুকে সহসা আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন ।১৪

দেখ, লক্ষ্মণ ! এই রাক্ষসগণ স্বভাবতই দুরাচার ও মাংসাশী। আমি ইহাদিগকে নিহত করিতে ইচ্ছা করি না। বেগবান্ বায়ু যেমন আকাশস্থিত মেঘকে দূরে সরাইয়া দেয়, আমি সেইভাবে মানবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া রাক্ষসদিগকে দূরে সরাইয়া দিতেছি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্ষিপ্রকারী রাম এই কথা বলিতে বলিতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অমোঘতেজস্বী মানবধনুতে যোজনা করিয়া মারীচের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন ।১৫-১৭

মানবং পরমোদারমস্ত্রং পরমভাস্বরম্ ।
চিক্ষেপ পরমক্রুদ্ধো মারীচোরসি রাঘবঃ ॥১৭
স তেন পরমাস্ত্রেণ মানবেন সমাহতঃ ।
সম্পূর্ণং যোজনশতং ক্ষিপ্তঃ সাগরসংপ্লবে ॥১৮
বিচেতনং বিঘূর্ণন্তং শীতেষুবলপীড়িতম্ ।
নিরস্তং দৃশ্য মারীচং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১৯
পশ্য লক্ষ্মণ শীতেষুং মানবং মনুসংহিতম্ ।
মোহয়িত্বা নয়ত্যেনং ন চ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে ॥২০
ইমানপি বধিষ্যামি নির্ঘৃণান্ দুষ্টচারিণঃ ।
রাক্ষসান্ পাপকর্মস্থান্ যজ্ঞঘ্নান্ রুধিরাশনান্ ॥২১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণস্যাশু লাঘবং দর্শয়ন্নিব ।
বিগৃহ্য সুমহচ্ছাপমাগ্নেয়ং রঘুনন্দনঃ ॥২২

মারীচ ঐ মানবনামক মহাস্ত্রের দ্বারা আহত হইয়া শতযোজন-দূরবর্তী সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল। রাম শীতেষুনামক মানবাস্ত্রের দ্বারা আহত মারীচকে মূর্চ্ছিত, বিঘূর্ণিত ও যুদ্ধে নিরস্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন ।১৮-১৯

দেখ, লক্ষ্মণ ! মনুপ্রযুক্ত শীতেষুনামক মানবাস্ত্রের কিরূপ শক্তি ! মারীচকে মোহিত করিয়া ঘুরে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে মারীচের প্রাণবিয়োগ হইতেছে না ।২০

অন্যান্য রাক্ষসেরা নির্দয়, দুরাচার, পাপকর্মকারী, যজ্ঞনাশক ও রক্তপানশীল। এইজন্য আমি ইহাদিগকে অবশ্যই বিনাশ করিব ।২১

এই কথা বলিয়া রাম অনুজকে নিজহস্তের শীঘ্রকারিতা দেখাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ সুমহৎ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং সুবাহুনামক রাক্ষসের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সে অস্ত্রবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মহাযশস্বী অতিশয় উদার রাম বায়ব্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে নিহত করিলেন। ইহাতে মুনিগণের বিশেষ আনন্দ হইল ।২২-২৩

সুবাহুরসি চিক্ষেপ স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ভুবি।
শেষান্ বায়ব্যমাদায় নিজঘান মহাবলঃ ॥
রাঘবঃ পরমোদারো মুনীনাং মুদমাবহন্ ॥২৩
স হত্বা রাক্ষসান্ সর্বান্ যজ্ঞঘ্নান্ রঘুনন্দনঃ।
ঋষিভিঃ পূজিতস্তত্র যথেন্দ্রো বিজয়ে পুরা ॥২৪
অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
নিরীক্ষ্য বিঘ্নহীনং তং রামমপ্রতিমব্রতম্ ॥২৫
কৃতার্থোঽস্মি মহাবাহো কৃতং গুরুবচস্ত্বয়া।
সিদ্ধাশ্রমমিদং সত্যং কৃতং বীর মহাবল ॥
স হি রামং প্রশস্যৈবং তাভ্যাং সন্ধ্যামুপাগমৎ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩০

পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র বিজয়লাভ করিলে পর তিনি যেরূপ দেবগণকর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রামও যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসসমূহকে বিনষ্ট করিয়া বিজয়লাভ করিলে পর ঋষিগণকর্তৃক পূজিত হইলেন।২৪

যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র সমস্ত বিঘ্নহীন দেখিয়া রামকে বলিলেন,—মহাবীর! আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমি গুরুবাক্য প্রতিপালন করিয়াছ। তুমি নিজপ্রভাবে এই সিদ্ধাশ্রমের নাম সার্থক করিলে। এইভাবে বিশ্বামিত্র রামের প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাদের দুইজনকেই সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন।২৫-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ সর্গঃ

সর্ষি-রাম-লক্ষ্মণ-বিশ্বামিত্রস্য মিথিলাং প্রতি প্রস্থানম্, সায়ং শোণভদ্রতটোপরি বিশ্রামশ্চ।]

অথ তাং রজনীং তত্র কৃতার্থৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
ঊষতুর্মুদিতৌ বীরৌ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥১
প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং কৃতপৌর্বাহ্ণিকক্রিয়ৌ।
বিশ্বামিত্রমৃষীংশ্চান্যান্ সহিতাবভিজগ্মতুঃ ॥২
অভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
ঊচতুঃ পরমোদারং বাক্যং মধুরভাষিণৌ ॥৩
ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপাগতৌ।
আজ্ঞাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম্ ॥৪
এবমুক্তে তয়োর্বাক্যে সর্ব এব মহর্ষয়ঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য রামং বচনমব্রুবন্ ॥৫
মৈথিলস্য নরশ্রেষ্ঠ জনকস্য ভবিষ্যতি
যজ্ঞঃ পরমধর্মিষ্ঠস্তত্র যাস্যামহে বয়ম্ ॥৬

একত্রিংশ সর্গ

[রাম, লক্ষ্মণ ও ঋষিগণের সহিত বিশ্বামিত্রের মিথিলা যাত্রা এবং পথে শোণভদ্রনদীর তীরে বিশ্রাম গ্রহণ।]

মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ কৃতকার্য হইয়া আনন্দিত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে ঐ আশ্রমে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পর তাঁহারা আহ্নিকাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন, তারপর উভয়ে মিলিত হইয়া বিশ্বামিত্র ও ঋষিগণের নিকট গমন করিলেন।১-২

প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া মিষ্টভাষী দুই ভ্রাতা মধুরবাক্যে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার কিঙ্কর দুইজন উপস্থিত হইয়াছে। আদেশ করুন, আমরা আপনার কোন্ অনুশাসন পালন করিব? রাম ও লক্ষ্মণ এই কথা বলায় মহর্ষিগণ বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া রামকে বলিলেন।৩-৫

নরশ্রেষ্ঠ! মিথিলার অধিপতি জনকরাজার উত্তম-

ত্বঞ্চৈব নরশার্দূল সহাস্মাভিগমিষ্যসি।
অদ্ভুতঞ্চ ধনূরত্নং তত্র ত্বং দ্রষ্টুমর্হসি ॥৭
তদ্ধি পূর্বং নরশ্রেষ্ঠ দত্তং সদসি দৈবতৈঃ।
অপ্রমেয়বলং ঘোরং মখে পরমভাস্বরম্ ॥৮
নাস্ত দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
কর্তুমারোপণং শক্তা ন কথঞ্চন মানুষাঃ ॥৯
ধনুষস্তস্য বীর্য্যং হি জিজ্ঞাসন্তো মহীক্ষিতঃ।
ন শেকুরারোপয়িতুং রাজপুত্রা মহাবলাঃ ॥১০
তদ্ধনুর্নরশার্দূল মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
তত্র দ্রক্ষ্যসি কাকুৎস্থ যজ্ঞঞ্চ পরমাদ্ভুতম্ ॥১১
তদ্ধি যজ্ঞফলং তেন মৈথিলেনোত্তমং ধনুঃ।
যাচিতং নরশার্দূল সুনাভং সর্বদৈবতৈঃ ॥১২
আযাগভূতং নৃপতেস্তস্য বেশ্মনি রাঘব।
অর্চিতং বিবিধৈর্গন্ধৈর্ধূপৈশ্চাগুরুগন্ধিভিঃ ॥১৩

এবমুক্ত্বা মুনিবরঃ প্রস্থানমকরোত্তদা।
সবিসঙ্ঘঃ সকাকুৎস্থ আমন্ত্র্য বনদেবতাঃ ১৪
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি সিদ্ধঃ সিদ্ধাশ্রমাদহম্।
উত্তরে জাহ্নবীতীরে হিমবন্তং শিলোচ্চয়ম্ ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলঃ কৌশিকঃ স তপোধনঃ।
উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য প্রস্থাতুমুপচক্রমে ॥১৬
তং ব্রজন্তং মুনিবরমন্বগাদনুসারিণাম্।
শকটীশতমাত্রন্তু প্রয়াগে ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥১৭
মৃগ-পক্ষিগণাশ্চৈব সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানো বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ॥১৮
নিবর্তয়ামাস ততঃ সহসঙ্ঘঃ স পক্ষিণঃ।
তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে ॥১৯
বাসং চক্রুর্মুনিগণাঃ শোণাকূলে সমাহিতাঃ।
তেঽস্তং গতে দিনকরে স্নাত্বা হুতহুতাশনাঃ ॥২০

ধর্নুবর একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সেই স্থানে গমন করিতেছি। নরোত্তম! আমাদের সহিত তুমিও তথায় চল। সেখানে বিস্ময়জনক একটি শ্রেষ্ঠধনু আছে, তাহা তুমি দেখিতে পাইবে।৬-৭

রাম! পূর্বকালে যজ্ঞস্থলের সভায় দেবতাগণ অপরিমিতবলযুক্ত ভয়ঙ্কর ও সনুজ্জ্বল এই ধনুটি জনককে প্রদান করিয়াছিলেন।৮

দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস ও মানুষের মধ্যে কেহই এই ধনুতে গুণযোজনা করিতে সমর্থ হয় না।৯

মহাবলবান্, রাজন্যবর্গ ও রাজপুত্রগণ এই ধনুর শক্তির পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ধনুতে গুণযোজনা করিতে পারে নাই।১০

নরশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা মিথিলাপতির ঐ অদ্ভুতধনু ও উৎকৃষ্ট যজ্ঞ দেখিতে পাইবে।১১

মহারাজ জনক দেবতাগণের নিকট ঐ সুনাভনামক ধনু যজ্ঞের ফলরূপে প্রার্থনা করেন। দেবতাগণ তাহা প্রদান করায় ঐ ধনু জনকের নিকটে রক্ষিত আছে।১২

জনকের ভবনে যজনীয় দেবতারূপে ঐ ধনু গন্ধ, ধূপ, অগুরু প্রভৃতি নানা উপচারে পূজিত হইতেছে। এই সকল কথা বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষিগণকে ও রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া মিথিলার উদ্দেশে গমন করিলেন। যাইবার সময় বনদেবতাসমূহকে আমন্ত্রণপূর্বক বলিলেন,—আমি এই সিদ্ধাশ্রমের তপস্যা হইতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। তোমাদের মঙ্গল হউক। এখন আমি গঙ্গার উত্তরতীরবর্তী হিমালয়পর্বতে যাইতেছি। তারপর মুনিশ্রেষ্ঠ তপস্বী বিশ্বামিত্র উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।১৪-১৬

সেই সময় বিশ্বামিত্রের অনুগমনকারী ঋষিগণের অগ্নিহোত্রাদি দ্রব্যসমূহ শতশকটে পূর্ণ করা হইল। ঐ শকটসমূহের সহিত ঋষিগণ ও সিদ্ধাশ্রমবাসী পশু-পক্ষী বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিল। বিশ্বামিত্র অনুগমন-কারী ঋষিগণের সহিত কোনপ্রকারে পক্ষিসমূহকে নিবৃত্ত করিলেন। তারপর সমস্ত দিবস দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের অস্তগমনসময়ে তাঁহারা সকলে শোণ-নদের তীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। স্নান অনুষ্ঠান করিলে পর তাঁহারা

বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নিশেষ্টরমিতৌজসঃ।
রামোঽপি সহসৌমিত্রির্মুনীংস্তানভিপূজ্য চ ॥২১
অগ্রতো নিষদাদাথ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
অথ রামো মহাতেজা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্(ক) ॥২২
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দূলং কৌতূহলসমন্বিতম্।
ভগবন্ কোঽয়মুং দেশঃ সমৃদ্ধবনশোভিতঃ ॥২৩
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বং তে বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ।
চোদিতো রামবাক্যেন কথয়ামাস সুব্রতঃ।
তস্য দেশস্য নিখিলমৃষিমধ্যে মহাতপাঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ

স্নান করিয়া সন্ধ্যাকালের হোমাদি সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর অতিতেজস্বী মুনিগণ বিশ্বামিত্রকে সম্মুখে রাখিয়া উপবিষ্ট হইলেন। লক্ষ্মণের সহিত রামও মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তারপর তেজস্বী রাম কৌতূহলবশতঃ তপস্বী মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! সমৃদ্ধবনের দ্বারা সুশোভিত এই দেশের নাম কি? আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার শুভ হউক। আপনি যথার্থরূপে তৎসমস্ত প্রকাশ করুন। সুব্রত বিশ্বামিত্র রামের প্রশ্নে প্রেরিত হইয়া ঋষিগণের সম্মুখে সেই দেশের সকল বিবরণ বলিতে লাগিলেন।১৭-২৪

পাঠান্তর :——(ক) বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[ব্রহ্মপুত্র-কুশস্য পুত্রচতুষ্টয়ানাং বর্ণনম্, তেষু কুশনাভস্য শতকন্যালাভঃ, বায়ুনা তাসাং দেহসৌষ্ঠবস্য হরণম্।

ব্রহ্মযোনির্মহানাসীৎ কুশো নাম মহাতপাঃ।
অক্লিষ্টব্রতধর্মজ্ঞঃ সজ্জনপ্রতিপূজকঃ ॥১
স মহাত্মা কুলীনায়াং যুক্তায়াং সুমহাবলান্।
বৈদর্ভ্যাং জনয়ামাস চতুরঃ সদৃশান্ সুতান্ ॥২
কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অসূর্তরজসং বসুম্।
দীপ্তিমন্তান্ মহোৎসাহান্ ক্ষত্রধর্মচিকীর্ষয়া ॥৩
তানুবাচ কুশঃ পুত্রান্ ধর্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ।
ক্রিয়তাং পালনং পুত্রা ধর্মং প্রাপ্স্যথ পুষ্কলম্ ॥৪
কুশস্য বচনং শ্রুত্বা চত্বারো লোকসম্মতাঃ।
নিবেশং চক্রিরে সর্বে পুরাণাং নৃবরাস্তদা ॥৫
কুশাম্বস্তু মহাতেজাঃ কৌশাম্বীমকরোৎ পুরীম্।
কুশনাভস্তু ধর্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্ ॥৬

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[ব্রহ্মপুত্র কুশের চারিটি পুত্রের বর্ণন। তাহাদের মধ্যে কুশনাভের শতকন্যা লাভ এবং বায়ু কর্তৃক তাহাদের দেহের শোভা নাশ।]

রাম! শ্রবণ কর। পুরাকালে কুশনামে একজন অতিতপস্বী নরপতি ছিলেন। তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প, সজ্জন-প্রতিপালক ও ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। ঐ মহাত্মা নরপতি নিজসদৃশী কুলীনা বৈদর্ভীনাম্নী পত্নীর গর্ভে স্বতুল্য চারিটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদের নাম কুশাম্ব, কুশনাভ, অসূর্তরজাঃ ও বসু। মহারাজ কুশ ক্ষত্রিয়ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে দীপ্তিমান্ উৎসাহযুক্ত ধর্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী পুত্রচতুষ্টয়কে বলিলেন,—বৎসগণ! তোমরা প্রজাগণের পালন কর, সম্পূর্ণ ধর্মলাভ করিবে।১-৪

কুশের এইরূপ বচন শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্রগণ প্রজাপালনের জন্য চারিটি নগর সংস্থাপন করিলেন। মহাতেজস্বী কুশাম্ব কৌশাম্বীনাম্নী, ধর্মনিষ্ঠ কুশনাভ মহোদয়নাম্নী, মহামতি অসূর্তরজা ধর্মারণ্যনাম্নী

অমূর্তরজসো নাম ধর্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুনাম গিরিব্রজম্ ॥৭
এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ ॥৮
সুমাগধী নদী রম্যা মাগধান্ বিশ্রুতা যযৌ।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে ॥৯
সৈষা হি মাগধী রাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
পুর্বাভিচরিতা রাম সুক্ষেত্রা শস্যমালিনী ॥১০
কুশনাভস্তু রাজর্ষিঃ কন্যাশতমনুত্তমম্।
জনয়ামাস ধর্মাত্মা ঘৃতাচ্যাং রঘুনন্দন ॥১১
তাস্তু যৌবনশালিন্যো রূপবত্যঃ সুলঙ্কৃতাঃ।
উদ্যানভূমিমাগম্য প্রাবৃষীব শতহ্রদাঃ ॥১২
গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব।
আমোদং পরমং জগ্মুর্বরাভরণভূষিতাঃ ॥১৩

অথ তাশ্চারু সর্বাঙ্গ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
উদ্যানভূমিমাগম্য তারা ইব ঘনান্তরে ॥১৪
তাঃ সর্বা গুণসম্পন্না রূপ-যৌবনসংযুতাঃ।
দৃষ্ট্বা সর্বাত্মকো বায়ুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৫
অহং বঃ কাময়ে সর্বা ভার্যা মম ভবিষ্যথ।
মানুষত্বমুজ্ঝতাং ভাবো দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যথ ॥১৬
চলং হি যৌবনং নিত্যং মানুষেষু বিশেষতঃ।
অক্ষয়ং যৌবনং প্রাপ্য অমর্ত্যাশ্চ ভবিষ্যথ ॥১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বায়োরক্লিষ্টকর্মণঃ।
অপহাস্য ততো বাক্যং কন্যাশতমথাব্রবীৎ ॥১৮
অন্তশ্চরসি ভূতানাং সর্বেষাং সুরসত্তম।
প্রভাবজ্ঞাশ্চ তে সর্বাঃ কিমর্থমবমন্যসে ॥১৯
কুশনাভসুতা দেব সমস্তাঃ সুরসত্তম।
স্থানাচ্চ্যাবয়িতুং দেবং রক্ষামস্তু তপো বয়ম্ ॥২০

এবং মহারাজ বসু গিরিব্রজনাম্নী পুরী সংস্থাপিত করিলেন।৫-৭

রাম! মহাত্মা বসুর এই প্রদেশটি বসুমতীনামে পরিচিত। ইহার চতুর্দিকে পাঁচটি পর্বত বিরাজিত রহিয়াছে। সুমাগধীনাম্নী সুন্দরী প্রসিদ্ধা নদী মগধদেশে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। পাঁচটি শ্রেষ্ঠপর্বতের মধ্য ঐ নদী প্রবাহিত হওয়ায় মালার ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে।৮-৯

ঐ মাগধী নদী মহাত্মা বসুর নগরীর পূর্বদিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, এইজন্য ইহার উভয় তটভূমি উর্বর ও শস্যপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।১০

রঘুনন্দন! ধর্মিষ্ঠ রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচীর গর্ভে অত্যুত্তম শতকন্যা উৎপাদন করেন। কালক্রমে কন্যাগণ রূপযৌবনযুক্ত ও বিবিধভূষণে ভূষিত হইয়া একদিন বর্ষাকালের বিদ্যুতের ন্যায় আলোকিত করত উদ্যান-ভূমিতে গমন করিল। সেখানে উত্তমালঙ্কারধারিণী সকল কন্যা সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠানে পরমানন্দ লাভ করিতেছিল।১১-১৩

ঐ কন্যারা সর্বাঙ্গসুন্দরী, রূপসৌন্দর্যে পৃথিবীতে অনুপমা। তাহারা উপবনে আসিয়া মেঘান্তরালস্থিত তারার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। রূপ, যৌবন ও গুণের দ্বারা মণ্ডিত কন্যাসমূহকে দেখিয়া সর্বত্রগতি বায়ু তাহাদিগকে বলিলেন।১৪-১৫

কন্যাগণ! আমি তোমাদের সকলকে কামনা করিতেছি। তোমরা আমার ভার্যা হও। এই মানুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারিবে। যৌবন স্বভাবতই চঞ্চল, বিশেষতঃ মানুষের যৌবন অতি চঞ্চল। তোমরা অক্ষয় যৌবন প্রাপ্ত হইয়া দেবপত্নী হইতে পারিবে।১৬-১৭

দুষ্টবিক্রম বায়ুর এইরূপ বচন শুনিয়া উপেক্ষাসূচক হাস্যের সহিত কন্যাগণ তাঁহাকে বলিল।১৮

দেবশ্রেষ্ঠ! তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিয়া থাক। আমরা সকলে তোমার প্রভাব জানি। তুমি আমাদের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া অবমাননা করিতেছ কেন? সুরশ্রেষ্ঠ! আমরা কুশনাভ-নরপতির দুহিতা। আমরা তোমাকে স্থানচ্যুত করিতে পারি।

যা ত্বং স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ং বরমুপাস্মহে ॥২১
পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমঞ্চ সঃ ॥
যস্ত নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্তা ভবিষ্যতি ॥২২
তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা হরিঃ পরমকোপনঃ।
প্রবিশ্য সর্বগাত্রাণি বভঞ্জ ভগবান্ প্রভুঃ ॥২৩
অরন্ধিমাত্রাকৃতয়ো ভগ্নগাত্রা ভয়ার্দিতাঃ।
তাঃ কন্যা বায়ুনা ভগ্না বিবিশুর্নৃপতের্গৃহম্।
প্রবিশ্য চ নৃপস্যাস্তাঃ সলজ্জাঃ সাশ্রুলোচনাঃ ॥২৪
স চ তা দয়িতা ভগ্নাঃ কন্যাঃ পরমশোভনাঃ।
দৃষ্ট্বা দীনাস্তদা রাজা সম্ভ্রান্ত ইদমব্রবীৎ ॥২৫
কিমিদং কথ্যতাং পুত্র্যঃ কো ধর্মমবমন্যতে।
কুব্জাঃ কেন কৃতাঃ সর্বাশ্চেষ্টন্ত্যো নাভিভাষথ।
এবং রাজা বিনিঃশ্বস্য সমাধিং সন্দধে ততঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

কিন্তু নিজেদের তপস্যা রক্ষা করিতেছি, সেইজন্য তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। অশুভচিত্ত! পবন! সত্যবাদী পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া কামনাবশতঃ স্বয়ংবরা হইব, এইরূপ সময় যেন আমাদের জীবনে না আসে। পিতাই আমাদের প্রভু ও পরমদেবতা; তিনি যাঁহার নিকট আমাদিগকে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদের পতি হইবেন।১৯-২২

কন্যাগণের এইরূপ অবজ্ঞাসূচক বচন শুনিয়া বায়ু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। বায়ুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভগ্নাকৃতি ধর্বদেহ ভীত কন্যাগণ রাজভবনে প্রবেশ করিল। সেখানে উদ্বিগ্ন কন্যাগণ লজ্জায় ও সাশ্রুনয়নে অবস্থান করিতে লাগিল। পরমসুশ্রী প্রিয়কন্যাগণকে ভগ্নগাত্র ও দৈন্যযুক্ত দেখিয়া উদ্বিগ্ন কুশনাভ জিজ্ঞাসা করিলেন।২৩-২৫

পুত্রীগণ! তোমাদের এই অবস্থার কারণ কি তাহা বল। কোন্ ব্যক্তি ধর্মের অবমাননা করিয়াছে? কে তোমাদিগকে কুব্জা করিয়াছে? তোমরা চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছ না কেন? কুশনাভ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং কারণ জানিবার জন্য অবহিত হইলেন।২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা কুশনাভেন স্ব-তনয়ানাং ক্ষমায়াঃ প্রশংসনম্, মহামতি-ব্রহ্মদত্তেন সহ তাসাং বিবাহদানঞ্চ ।]

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা কুশনাভস্য ধীমতঃ।
শিরোভিশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা কন্যাশতমভাষত ॥১
বায়ুঃ সর্বাত্মকো রাজন্ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।
অশুভং মার্গমাস্থায় ন ধর্মং প্রত্যবেক্ষতে ॥২
পিতৃমত্যঃ স্ম ভদ্রং তে স্বচ্ছন্দে ন বয়ং স্থিতাঃ।
পিতরং নো বৃণীষ্ব ত্বং যদি নো দাস্যতে তব ॥৩
তেন পাপানুবন্ধেন বচনং ন প্রতীচ্ছতা।
এবং ব্রুবন্ত্যঃ সর্বাঃ স্ম বায়ুনাভিহতা ভৃশম্ ॥৪
তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধার্মিকঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ কন্যা শতমনুত্তমম্ ॥৫
ক্ষান্তং ক্ষমাবতাং পুত্র্যঃ কর্তব্যং সুমহৎ কৃতম্।
ঐকমত্যমুপাগম্য কুলং চাবেক্ষিতং মম ॥৬
অলঙ্কারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা।
দুষ্করং তচ্চ বৈ ক্ষান্তং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ ॥৭
যাদৃশী বঃ ক্ষমা পুত্র্যঃ সর্বাসামবিশেষতঃ।
ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ ॥৮
ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমায়াং বিষ্ঠিতং জগৎ।
বিসৃজ্য কন্যাঃ কাকুৎস্থ রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ ॥৯
মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রয়ামাস প্রধানৈঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দেশে কালে চ কর্তব্যং সদৃশে প্রতিপাদনম্ ॥১০
এতস্মিন্নেব কালে তু চূলী নাম মহাদ্যুতিঃ।
ঊর্ধ্বরেতাঃ শুভাচারো ব্রাহ্মং তপ উপাগমৎ ॥১১
তপস্যন্তমৃষিং তত্র গন্ধর্বী পর্যুপাসতে।
সোমদা নাম ভদ্রং তে উর্মিলাতনয়া তদা ॥১২

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[রাজা কুশনাভকর্তৃক নিজ কন্যাগণের ক্ষমাগুণের প্রশংসা এবং মহামতি ব্রহ্মদত্তের সহিত তাহাদের বিবাহদান।]

বুদ্ধিমান্ কুশনাভের বচন শুনিয়া কন্যাগণ নিজমস্তক দ্বারা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিলেন এবং পিতাকে বলিলেন,—মহারাজ! সর্বব্যাপী বায়ু অশুভজনক পথ অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে ধর্ষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সে ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই।১-২

আমরা বায়ুকে বলিয়াছিলাম যে—আমাদের পিতা বর্তমান আছেন। আমরা কেহই স্বমতে থাকি না। তুমি পিতার নিকট যাইয়া প্রার্থনা কর, যদি তিনি তোমার নিকট আমাদিগকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে আমরা তোমারই ভার্য্যা হইব। তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এইরূপ বলিতেছিলাম, কিন্তু পাপমতি বায়ু আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সকলকে ভগ্ন ও বিকৃতদেহ করিয়াছে। পরমধার্মিক অতিতেজস্বী মহারাজ কুশনাভ কন্যাগণের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন।৩-৫

পুত্রীগণ! ক্ষমবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে ক্ষমা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা যে একমত হইয়া ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতে আমার কুলগৌরব রক্ষিত হইয়াছে। ক্ষমাপ্রদর্শন মহৎ কর্তব্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষমা অলঙ্কারস্বরূপ। তোমরা যেরূপ ক্ষমা দেখাইয়াছ, সেইরূপ ক্ষমা দেবতাদিগেও দুর্লভ। পুত্রীগণ! ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই যশ, ক্ষমাই ধর্ম, ক্ষমাতেই এই সংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রঘুনন্দন। ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমী রাজা কুশনাভ নিজকন্যাগণকে এইরূপ বলিয়া বিদায় দিলেন। তারপর মন্ত্রণাকুশল রাজা মন্ত্রিগণের সহিত কন্যাগণের বিবাহবিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, যেহেতু পিতার কর্তব্য হইল—দেশ ও কাল চিন্তা করিয়া যোগ্যপাত্রে কন্যাদান করা।৬-১০

এই সময়ে মহাদ্যুতি ঊর্ধ্বরেতা সদাচারসম্পন্ন চূলীনামক তপস্বী ব্রহ্মবিষয়ক একাগ্রতার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। সেখানে উর্মিলার কন্যা সোমদানাম্নী গন্ধর্বী তপস্যার সহায়তার জন্য চূলীর সেবা করিতে থাকে। ধর্মভাবাপন্না সোমদা প্রণতভাবে চূলীর শুশ্রূষা

সা চ তং প্রণতা ভূত্বা শুশ্রূষণপরায়ণা।
উবাস কালে ধর্মজ্ঞা তস্যাস্তুষ্টোঽভবদ্ গুরুঃ ॥১৩
স চ তাং কালযোগেন প্রোবাচ রঘুনন্দন।
পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে কিং করোমি তব প্রিয়ম্॥১৪
পরিতুষ্টং মুনিং জ্ঞাত্বা গন্ধর্বী মধুরস্বরম্।
উবাচ পরমপ্রীতা বাক্যজ্ঞা বাক্যকোবিদম্ ॥১৫
লক্ষ্ম্যা সমুদিতো ব্রাহ্ম্যা ব্রহ্মভূতো মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তং পুত্রমিচ্ছামি ধার্মিকম্ ॥১৬
অপতিশ্চাস্মি ভদ্রং তে ভার্য্যা চাস্মি ন কস্যচিৎ।
ব্রাহ্মেণোপগতায়াশ্চ দাতুমর্হসি মে সুতম্ ॥১৭
তস্যাঃ প্রসন্নো ব্রহ্মর্ষির্দদৌ ব্রাহ্মমনুত্তমম্।
ব্রহ্মদত্ত ইতি খ্যাতং মানসং চূলিনঃ সুতম্ ॥১৮

স রাজা ব্রহ্মদত্তস্তু পুরীমধ্যবসত্তদা।
কাম্পিল্যাং পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবরাজো যথা দিবম্ ॥১৯
স বুদ্ধিং কৃতবান্ রাজা কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ।
ব্রহ্মদত্তায় কাকুৎস্থ দাতুং কন্যাশতং তদা ॥২০
তমাহূয় মহাতেজা ব্রহ্মদত্তং মহীপতিঃ।
দদৌ কন্যাশতং রাজা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥২১
যথাক্রমং তদা পাণিং জগ্রাহ রঘুনন্দন।
ব্রহ্মদত্তো মহীপালস্তাসাং দেবপতির্যথা ॥২২
স্পৃষ্টমাত্রে তদা পাণৌ বিকুব্জা বিগতজ্বরাঃ।
যুক্তং পরময়া লক্ষ্ম্যা বভৌ কন্যাশতং তদা ॥২৩
স দৃষ্ট্বা বায়ুনা মুক্তাঃ কুশনাভো মহীপতিঃ।
বভূব পরমপ্রীতো হর্ষং লেভে পুনঃ পুনঃ ॥২৪

করিতে করিতে বহুদিন অতিবাহিত করিল। কালক্রমে তপস্বী গুরু চূলী তাহার প্রতি তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—শুশ্রূষাকারিণি! আমি তোমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব? ১১-১৪

বাক্‌চতুরা সোমদা বাক্যকুশল মুনিকে সন্তুষ্ট জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং মধুরস্বরে বলিল,—আপনি ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ও মহাতপস্বী। আপনি ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়াছেন। আমি আপনার নিকট ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ধার্মিক একটি পুত্র প্রার্থনা করিতেছি।১৫-১৬

আমি কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করি নাই, কাহারও ভার্য্যা হইব না। আপনার শুশ্রূষার জন্য অনুগতা হইয়াছি। আপনি ব্রাহ্মবিধানে* আমাকে মনোমত পুত্র প্রদান করুন। ব্রহ্মর্ষি চূলী সোমদা-গন্ধর্বীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অতিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতেজোদীপ্তিত নিজ মানসজাত পুত্র প্রদান করিলেন। ঐ পুত্র ব্রহ্মদত্ত-নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল।১৭-১৮

ব্রহ্মদত্ত রাজা হইয়া কাম্পিল্যনগরে বাস করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের মত পরম সমৃদ্ধিতে তিনিও পূর্ণ হইলেন। পরমধার্মিক নরপতি কুশনাভ নিজকন্যাগণকে ঐ ব্রহ্মদত্তের হস্তে সম্প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন।১৯-২০

মহাতেজস্বী কুশনাভ ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজকন্যাগণকে সম্প্রদান করিলেন। রঘুনন্দন! দেবরাজতুল্য নরপতি ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে তাহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন।২১-২২

ব্রহ্মদত্ত কন্যাগণের পাণি স্পর্শ করিবামাত্র তাহাদের কুব্জভাব দূর হইল। দুশ্চিন্তাও বিগত হইল। পরমসৌন্দর্য্যে যুক্ত হইয়া শতকন্যাই পরমশোভা ধারণ করিল। কুশনাভ নরপতি নিজ কন্যাগণকে বায়ুর আক্রমণ হইতে মুক্ত দেখিয়া পরমপ্রীত হইলেন এবং বারংবার আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ২৩-২৪

অতঃপর তিনি বিবাহিত ভূপতি ব্রহ্মদত্তকে পত্নীগণ ও উপাধ্যায়গণের সহিত কাম্পিল্যনগরে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মদত্তের মাতা সোমদা নিজপুত্রের উপযুক্ত

---

* সনক-সনন্দন যেমন ব্রহ্মার মানসপুত্র, সেইরূপ মানসপুত্র আমি প্রার্থনা করি।

কৃতোদ্বাহং তু রাজানং ব্রহ্মদত্তং মহীপতিম্।
সদারং প্রেষয়ামাস সোপাধ্যায়গণং তদা ॥২৫
সোমদাপি সুতং দৃষ্ট্বা পুত্রস্য সদৃশীং ক্রিয়াম্।
যথান্যায়ঞ্চ গন্ধর্বী সুস্নুষাস্তাঃ প্রত্যনন্দত ॥

স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ তাঃ কন্যাঃ কুশনাভঃ প্রপস্য চ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

বিবাহ দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং যথারীতি পুত্রবধূগণকে অভিনন্দিত করিলেন। বধূগণের গাত্রস্পর্শ করিয়া তিনি বারংবার কুশনাভের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২৫-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[পরমধার্মিকস্য গাধেরুৎপত্তিঃ, বিশ্বামিত্রেণ কৌশিক্যাঃ প্রশংসনম্, মধ্যরাত্রস্য বর্ণনঞ্চ।]

কৃতোদ্বাহে গতে তস্মিন্ ব্রহ্মদত্তে চ রাঘব।
অপুত্রঃ পুত্রলাভায় পৌত্রীমিষ্টিমকল্পয়ৎ ॥১
ইষ্ট্যাং তু বর্তমানায়াং কুশনাভঃ মহীপতিম্।
উবাচ পরমোদারঃ কুশো ব্রহ্মসুতস্তদা ॥২
পুত্রস্তে সদৃশঃ পুত্র ভবিষ্যতি সুধার্মিকঃ।
গাধিং প্রাপ্স্যসি তেন ত্বং কীর্তিং লোকে চ শাশ্বতীম্ ॥৩
এবমুক্ত্বা কুশো রাম কুশনাভং মহীপতিম্।
জগামাকাশমাবিশ্য ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥৪

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কুশনাভস্য ধীমতঃ।
জজ্ঞে পরমধর্মিষ্ঠো গাধিরিত্যেব নামতঃ ॥৫
স পিতা মম কাকুৎস্থ গাধিঃ পরমধার্মিকঃ।
কুশবংশপ্রসূতোঽস্মি কৌশিকো রঘুনন্দন ॥৬
পূর্বজা ভগিনী চাপি মম রাঘব সুব্রতা।
নাম্না সত্যবতী নাম ঋচীকে প্রতিপাদিতা ॥৭
সশরীরা গতা স্বর্গং ভর্তারমনুবর্তিনী।
কৌশিকী পরমোদারা প্রবৃত্তা চ মহানদী ॥৮

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[পরমধার্মিক গাধির উৎপত্তি, বিশ্বামিত্র কর্তৃক স্বীয় জ্যেষ্ঠা কৌশিকীর প্রশংসা ও মধ্যরাত্রের বর্ণন।]

রঘুনন্দন! ব্রহ্মদত্ত বিবাহিত হইয়া গমন করিলে পর অপুত্রক কুশনাভ পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টিযাগের আয়োজন করিলেন। পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান চলিতে থাকার সময় উদারস্বভাব ব্রহ্মপুত্র কুশ সেখানে আসিয়া নিজপুত্র কুশনাভকে বলিলেন,—বৎস! তোমার একটি যোগ্য পরমধার্মিক পুত্র হইবে। তুমি গাধিনামে একটি পুত্র প্রাপ্ত হইবে। সেই পুত্রের দ্বারা অক্ষয়কীর্তিলাভ করিতে পারিবে।১-৩

এই কথা বলিয়া কুশ আকাশপথে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তারপর কিছুকাল অতীত হইলে ধীমান্ কুশনাভের গাধিনামে প্রসিদ্ধ পরমধার্মিক পুত্র হইল। রাম! সেই পরমধর্মপরায়ণ গাধি আমার পিতা। রঘুনন্দন! আমি কুশের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেইজন্য কৌশিক বলিয়া পরিচিত।৪-৬

সদাচারসম্পন্না সত্যবতীনাম্নী আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। ঋচীকের নিকট তাহাকে সম্প্রদান করা হইয়াছিল। উদারপ্রকৃতি সত্যবতী পতির অনুগামিনী হইয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি লোকসমাজের কল্যাণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া মহানদীরূপে পরিণত হইয়াছেন এবং হিমালয়পর্বতকে আশ্রয় করিয়া ঐ মহানদী প্রশংসনীয় শোভাময় ও পবিত্র বারিযুক্ত

দিব্যা পুষ্পোদকা (ক) রম্যা হিমবন্তমুপাশ্রিতা।
লোকস্য হিতকার্য্যার্থং প্রবৃত্তা ভগিনী মম ॥৯
ততোঽহং হিমবৎপার্শ্বে বসামি নিয়তঃ সুখম্।
ভগিন্যাং স্নেহসংযুক্তঃ কৌশিক্যাং রঘুনন্দন ॥১০
সা তু সত্যবতী পুণ্যা সত্যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা।
পতিব্রতা মহাভাগা কৌশিকী সরিতাং বরা ॥১১
অহং হি নিয়মাদ্ রাম হিত্বা তাং সমুপাগতঃ।
সিদ্ধাশ্রমমনুপ্রাপ্য (খ) সিদ্ধোঽস্মি তব তেজসা ॥১২
এষা রাম ময়োৎপত্তিঃ স্বস্য বংশস্য কীর্তিতা।
দেশস্য হি মহাবাহো যস্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১৩
গতোঽর্দ্ধরাত্রঃ কাকুৎস্থ কথাঃ কথয়তো মম।
নিদ্রামধ্যে হি ভদ্রং তে মা ভূদ্ বিঘ্নোঽধ্বনীহ নঃ ॥১৪
নিষ্পন্দাস্তরবঃ সর্বে নিলীনা মৃগ-পক্ষিণঃ।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন ॥১৫
শনৈর্বিমুজ্যতে সন্ধ্যা নভো নৈত্রমিবাবৃতম্।
নক্ষত্র-তারাগহনং জ্যোতির্ভিরবভাসতে ॥১৬
উত্তিষ্ঠতে চ শীতাংশুঃ শশী লোকতমোনুদঃ।
হ্লাদয়ন্ প্রাণিনাং লোকে মনাংসি প্রভয়া স্বয়া ॥১৭
নৈশানি সর্বভূতানি প্রচরন্তি ততস্ততঃ।
যক্ষ-রাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ রৌদ্রাশ্চ পিশিতাশনাঃ ॥১৮
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম মহামুনিঃ।
সাধু সাধ্বিতি তে সর্বে মুনয়ো হ্যভ্যপূজয়ন্ ॥১৯
কুশিকানাময়ং বংশো মহান্ ধর্মপরঃ সদা।
ব্রহ্মোপমা মহাত্মানঃ কুশবংশ্যা নরোত্তমাঃ ॥২০
বিশেষেণ ভবানেব বিশ্বামিত্র মহাযশঃ।
কৌশিকী সরিতাং শ্রেষ্ঠা কুলোদ্যোতকরী তব ॥২১

হইয়াছে। রঘুনন্দন! আমার ভগিনী কৌশিকীর প্রতি স্নেহবশতঃ আমি হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সর্বদা সুখে অবস্থান করি।৭-১০

আমার ভগিনী সত্যবতী সত্যই পুণ্যবতী। সে সত্য ও ধর্মে সর্বদা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সে পতিব্রতা ও ভাগ্যবতী, এখন মহানদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে।১১

আমি যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছিলাম। সেখানে তোমার প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি।১২

রাম! আমি তোমার নিকটে আমার জন্ম ও বংশপরিচয় বিবৃত করিলাম। এই দেশের কথা তুমি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলে, তাহাও বলিলাম। কাকুৎস্থ! এই সকল কথা বলিতে বলিতে অর্ধরাত্র অতীত হইল। এখন তুমি নিদ্রিত হও। আগামী কল্য পথপর্যটনে যেন বিঘ্ন না হয়। তোমার মঙ্গল হউক। দেখ, রাম! এই মধ্যরাত্রিতে তরুসমূহ নিস্পন্দ এবং মৃগ ও পক্ষিগণ নিদ্রাভিভূত। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; রাত্রি সার্ধপ্রহর অতীত হইয়াছে। অন্ধকারাবৃত আকাশ নেত্রতুল্য নক্ষত্র ও তারাগণের দ্বারা পূর্ণ হইয়া প্রভাময় হইয়াছে।১৩-১৬

সংসারের অন্ধকারনাশকারী শুভ্রকিরণ চন্দ্রমা নিজ জ্যোৎস্নার দ্বারা প্রাণিগণের চিত্ত প্রফুল্ল করিয়া উদিত হইতেছে। যক্ষ, রাক্ষস আদি ভয়ঙ্কর মাংসাহারী প্রাণিগণ ও অন্যান্য নিশাচর জন্তু ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এইরূপ বলিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র নীরব হইলেন। তখন মুনিগণ সকলে সাধু সাধু শব্দের দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং বলিলেন,—এই কুশিকবংশ অতিশয় ধর্মপরায়ণ ও মহান্। যাঁহারা এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা, শ্রেষ্ঠমানব ও ব্রহ্মতুল্য। বিশেষতঃ আপনি এই বংশে সত্যই ব্রহ্মতুল্য ও মহাযশস্বী। আপনার ভগিনী মহানদী কৌশিকীও বংশের গৌরবরক্ষা করিয়াছেন।১৭-২১

এইভাবে আনন্দিত ও মুনিবরগণকর্তৃক প্রশংসিত

পাঠান্তর :—(ক) দিব্যা পুণ্যোদকা—। (খ) সিদ্ধাশ্রমমনুপ্রাপ্তঃ—

মুদিতৈর্মুনিশার্দূলৈঃ প্রশস্তঃ কুশিকাত্মজঃ।
নিদ্রামুপাগমচ্ছ্রীমানস্তং গত ইবাংশুমান্ ॥২২
রামোঽপি সহসৌমিত্রিঃ কিকিদাগতবিস্ময়ঃ।
প্রশস্য মুনিশার্দূলং নিদ্রাং সমুপসেবতে ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

হইয়া বিশ্বামিত্র অস্তগত সূর্য্যের ন্যায় নিদ্রিত হইলেন। সুমিত্রানন্দনের সহিত রাম কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রশংসা করত নিদ্রাভিভূত হইলেন।২২-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

[গঙ্গোময়োরুৎপত্তিবর্ণনম্।]

উপাস্য রাত্রিশেষং তু শোণাকূলে মহর্ষিভিঃ।
নিশায়াং সুপ্রভাতায়াং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১
সুপ্রভাতা নিশা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে গমনায়াভিরোচয় ॥২
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতপূর্বাহ্ণিকক্রিয়ঃ।
গমনং রোচয়ামাস বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥৩
অয়ং শোণঃ শুভজলোঽগাধঃ পুলিনমণ্ডিতঃ।
কতরেণ পথা ব্রহ্মন্ সন্তরিষ্যামহে বয়ম্ ॥৪
এবমুক্তস্তু রামেণ বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্।
এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ ॥৫
তে গত্বা দূরমধ্বানং গতেঽর্ধদিবসে তদা।
জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুনিসেবিতাম্ ॥৬
তাং দৃষ্ট্বা পুণ্যসলিলাং হংস-সারসসেবিতাম্।
বভূবুর্মুনয়ঃ সর্বে মুদিতাঃ সহরাঘবাঃ ॥৭
তস্যাস্তীরে তদা সর্বে চক্রুর্বাসপরিগ্রহম্।
ততঃ স্নাত্বা যথান্যায়ং তর্পয়িত্বা পিতৃদেবতাঃ ॥৮

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

[গঙ্গাদেবী ও উমাদেবীর উৎপত্তি বর্ণন।]

বিশ্বামিত্র মহর্ষিগণের সহিত শোণনদীর তীরে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি সুপ্রভাত হইলে পর তিনি রামকে বলিলেন,—রাম! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত। তুমি গাত্রোত্থান কর, যাইবার জন্য উদ্যোগী হও। বিশ্বামিত্রের বচন শুনিয়া রাম পূর্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। তারপর যাইতে লাগিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে বলিলেন।১-৩

ব্রহ্মন্! এই শোণ নদ অগাধ ও পুলিনশোভিত। ইহার জল অতিস্বচ্ছ। আমরা কোন্ পথ দিয়া পরপারে যাইব। রামকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন;—যে পথ দিয়া মহর্ষিরা গমন করিয়া থাকেন, আমিও সেই পথই নির্দিষ্ট করিয়াছি। অনন্তর তাঁহারা বহুদূরপথ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নসময় অতীত হইলে পর মুনিজনসেবিত নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন।৪-৬

হংস, সারস আদি পক্ষিশোভিতা পুণ্যজলা গঙ্গাকে দেখিয়া রামের সহিত তাঁহারা সকলে আনন্দিত হইলেন। সকলে গঙ্গার তীরে সেই সময় অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তারপর তাঁহারা যথাবিধি স্নান করত পিতৃগণের ও দেবগণের তর্পণ করিলেন। অনন্তর অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া অমৃততুল্য যজ্ঞশেষ ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর সদাচারসম্পন্ন সকলেই হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাতীরে স্বনির্মিত-বাসস্থানে প্রবেশ করিলেন।৭-৯

হুত্বা চৈবাগ্নিহোত্রাণি প্রাশ্য চামৃতবদ্ধবিঃ।
বিবিশুর্জাহ্নবীতীরে শুভাঃ মুদিতমানসাঃ ॥৯
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
বিষ্টিতাশ্চ যথান্যায়ং রাঘবৌ চ যথার্হতি ॥১০
সম্প্রহৃষ্টমনা রামো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি গঙ্গায়াং ত্রিপথগাং নদীম্।
ত্রৈলোক্যং কথমাক্রম্য গতা নদ-নদীপতিম্ ॥১১
চোদিতো রামবাক্যেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
বৃদ্ধিং জন্ম চ গঙ্গায়া বক্তুমেবোপচক্রমে ॥১২
শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতূনামাকরো মহান্।
তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥১৩
যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা।
নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া ॥১৪
তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।
উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব ॥১৫
অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্য্যচিকীর্ষয়া।
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্ ॥১৬
দদৌ ধর্মেণ হিমবাংস্তনয়াং লোকপাবনীম্।
স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া ॥১৭
প্রতিগৃহ্য ত্রিলোকার্থং ত্রিলোকহিতকাঙ্ক্ষিণঃ।
গঙ্গামাদায় তেঽগচ্ছন্ কৃতার্থেনান্তরাত্মনা ॥১৮
যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্ রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা ॥১৯
উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্ ॥২০
এতে তে শৈলরাজস্য সুতে লোকনমস্কৃতে।
গঙ্গা চ সরিতঃ শ্রেষ্ঠা উমাদেবী চ রাঘব ॥২১
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথা ত্রিপথগামিনী।
ত্বং গতা প্রথমং তাত গতিং গতিমতাং বর ॥২২
সৈষা সুরনদী রম্যা শৈলেন্দ্রতনয়া তদা।
সুরলোকং সমারূঢ়া বিপাপা জলবাহিনী ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

সেখানে ঋষিগণ মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করিয়া যথানিয়মে উপবেশন করিলেন। রাম-লক্ষ্মণও যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। আনন্দিতমনে রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন—ভগবন্! ত্রিপথগামিনী গঙ্গার বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। এই গঙ্গা কিভাবে ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন। এইভাবে রামকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র গঙ্গার বৃদ্ধি ও উৎপত্তির কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সর্বধাতুর আকর হিমবান্-নামক অতিমহান্ পর্বতরাজ আছেন। রাম! পৃথিবীতে রূপে তুলনারহিত তাঁহার দুইটি কন্যা আছেন। সুমেরুপর্বতের কন্যা ও হিমালয়ের মনোজ্ঞা প্রিয়া ভার্য্যা মেনকা ঐ কন্যাদ্বয়ের জননী। সেই মেনকার গর্ভে এই গঙ্গা হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং উমানাম্নী কন্যা কনিষ্ঠা হইয়াছেন।১০-১৫

অনন্তর দেবগণ নিজকার্য্যসিদ্ধির জন্য পর্বতরাজ হিমালয়ের নিকট জ্যেষ্ঠকন্যা ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে প্রার্থনা করিলেন। হিমবান্ ত্রিভুবনের হিতের জন্য লোকপাবনী স্বচ্ছন্দগামিনী নিজতনয়া গঙ্গাকে ধর্মানুসারে দেবগণের নিকট সমর্পণ করিলেন। ত্রিভুবনের হিতৈষী দেবগণ সকলের কল্যাণের জন্য গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থচিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন।১৬-১৮

রঘুনন্দন! সেই হিমালয়ের যে কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন, তিনি তপস্বিনী হইয়া কঠোরব্রতগ্রহণপূর্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। কঠোরতপস্যারতা সর্বলোকবন্দিতা উমাকে হিমালয় অদ্বিতীয় রুদ্রদেবের হস্তে সম্প্রদান করেন। রাঘব! নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবী ও উমাদেবী—ইঁহারা সর্বলোকবন্দিতা এবং পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা।১৯-২১

সর্বশ্রেষ্ঠ! রাম! ত্রিপথগামিনী গঙ্গা যেভাবে প্রথমে আকাশে গমন করিয়াছিলেন, আমি তাহা সবই তোমার নিকট বলিলাম। এই সেই দেবনদী—অতিরমণীয়া হিমালয়কন্যা। পাপনাশিনী প্রবাহময়ী এই গঙ্গা স্বর্গলোকে আরোহণ করিয়াছিলেন।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[উমাদেব্যা বৃত্তান্তবর্ণনম্]

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ভৌ রাঘব-লক্ষ্মণৌ।
প্রতিনন্দ্য কথাং বীরাবূচতুর্মুনিপুঙ্গবম্ ॥১
ধর্মযুক্তমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া।
দুহিতুঃ শৈলরাজস্য জ্যেষ্ঠায়া বক্তুমর্হসি।
বিস্তরং বিস্তরজ্ঞোঽসি দিব্যমানুষসম্ভবম্ ॥২
ত্রীন্ পথো হেতুনা কেন প্লাবয়েল্লোকপাবনী।
কথং গঙ্গা ত্রিপথগা বিশ্রুতা সরিদুত্তমা ॥৩
ত্রিষু লোকেষু ধর্মজ্ঞ কর্মভিঃ কৈঃ সমন্বিতা।
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ ॥৪
নিখিলেন কথাং সর্বামৃষিমধ্যে ন্যবেদয়ৎ।
পুরা রাম কৃতোদ্বাহঃ শিতিকণ্ঠো মহাতপাঃ ॥৫
দৃষ্ট্বা চ ভগবান্ দেবীং মৈথুনায়োপচক্রমে।
তস্য সংক্রীড়মানস্য মহাদেবস্য ধীমতঃ।
শিতিকণ্ঠস্য দেবস্য দিব্যং বর্ষশতং গতম্ ॥৬
ন চাপি তনয়ো রাম তস্যামাসীৎ পরন্তপ।
সর্বে দেবাঃ সমুদ্বিগ্নাঃ পিতামহপুরোগমাঃ ॥৭
যদিহোৎপদ্যতে ভূতং কস্তৎ প্রতিসহিষ্যতি।
অভিগম্য সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্যেদমব্রুবন্ ॥৮
দেবদেব মহাদেব লোকস্যাস্য হিতে রত।
সুরাণাং প্রণিপাতেন প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥৯
ন লোকা ধারয়িষ্যন্তি তব তেজঃ সুরোত্তম।
ত্রাহ্মেণ তপসা যুক্তো দেব্যা সহ তপশ্চর ॥১০

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[উমাদেবীর বৃত্তান্তবর্ণন]

বিশ্বামিত্র এই সকল কথা বলিলে পর মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই তাঁহার কথাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি ধর্মযুক্ত উত্তম আখ্যান কীর্তন করিলেন। এখন আপনি পর্বতরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠকন্যা গঙ্গার কথা বিস্তৃতভাবে বলুন। আপনি সকলবিষয়ই বিশেষভাবে অবগত আছেন। এইজন্য আপনি এই লোকপাবনী গঙ্গার দেবলোক ও মানুষ-লোকের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা বিস্তৃত করিয়া বলুন। লোকের পবিত্রতাদায়িনী কি কারণে ত্রিপথে প্রবাহিত হইয়াছেন এবং এই মহানদী কেনই বা ত্রিপথগা-নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন? কোন্ কর্মের দ্বারা এইরূপ হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করুন। কাকুৎস্থ রাম বিশ্বামিত্রকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তপস্বী বিশ্বামিত্র ঋষিগণের সমক্ষে বিস্তৃতভাবে সকল কথা কীর্তন করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! পূর্বকালে মহাতপস্বী ভগবান্ নীলকণ্ঠ বিবাহিত হইয়া একদা দেবীকে দর্শন করিবার পর তাঁহার সহিত বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দেবীর সহিত নিবিড়ভাবে বিহার করিতে করিতে ধীমান্ নীলকণ্ঠ-মহাদেবের দেবপরিমিত শতবর্ষ অতীত হইল, কিন্তু দেবীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইল না। সেই সময় পিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—শিববীর্যে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, কে তাহাকে ধারণ বা সহন করিবে? এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবতাসকল মহাদেবের নিকট গমন করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তারপর বলিলেন,—দেবদেব মহাদেব। আপনি ত এই সংসারের কল্যাণ-সাধন করেন। আপনি দেবতাগণের প্রণিপাতে তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। সুরোত্তম! এই সংসারে কেহই আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব বৈদিকতপস্যায় ব্রতী হইয়া দেবীর সহিত তপশ্চরণ করুন। আপনি ত্রিলোকের মঙ্গলকামনা করিয়া নিজশরীরে ঐ তেজ ধারণ করুন। সকল লোককে রক্ষা করুন, সকল লোককে বিনাশ করা

ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং তেজস্তেজসি ধারয়।
রক্ষ সর্বানিমাঁল্লোকান্মালোকং কর্তুমর্হসি ॥১১
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকমহেশ্বরঃ।
বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সর্বান্ পুনশ্চেদমুবাচ হ ॥১২
ধারয়িষ্যাম্যহং তেজস্তেজসৈব সহোময়া।
ত্রিদশাঃ পৃথিবী চৈব নির্বাণমধিগচ্ছতু ॥১৩
যদিদং ক্ষুভিতং স্থানান্মম তেজো হ্যনুত্তমম্।
ধারয়িষ্যতি কস্তন্মে ব্রুবন্তু সুরসত্তমাঃ ॥১৪
এবমুক্তাস্ততো দেবাঃ প্রত্যূচুর্বিভ্রমধ্বজম্।
যত্তেজঃ ক্ষুভিতং তেঽদ্য (ক) তদ্ধরা ধারয়িষ্যতি ॥১৫
এবমুক্তঃ সুরপতিঃ প্রমুমোচ মহাবলঃ।
তেজসা পৃথিবী যেন ব্যাপ্তা সগিরি-কাননা ॥১৬
ততো দেবাঃ পুনরিদমূচুশ্চাপি হুতাশনম্।
আবিশ ত্বং মহাতেজো রৌদ্রং বায়ুসমন্বিতঃ ॥১৭
তদগ্নিনা পুনর্ব্যাপ্তং সঞ্জাতং শ্বেতপর্বতম্।
দিব্যং শরবনঞ্চৈব পাবকাদিত্য-সন্নিভম্ ॥১৮
যত্র জাতো মহাতেজাঃ কার্তিকেয়োঽগ্নিসম্ভবঃ।
অথোমাঙ্ক (খ) শিবশ্চৈব দেবাঃ সগিণাস্তথা ॥১৯
সমন্যুরশপৎ সর্বান্ ক্রোধসংরক্তলোচনা।
যস্মান্নিবারিতা চাহং সঙ্গতা পুত্রকাম্যয়া ॥২১
অপত্যং স্বেষু দারেষু নোৎপাদয়িতুমর্হথ।
অদ্য প্রভৃতি যুষ্মাকমপ্রজাঃ সন্তু পত্নয়ঃ।
পত্ন্যো ন জনয়িষ্যন্তি অদ্য প্রভৃতি চাত্মজান্ ॥২২
এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্বান্ শশাপ পৃথিবীমপি।
অবনে নৈকরূপা ত্বং বহুভার্যা ভবিষ্যসি ॥২৩
ন চ পুত্রকৃতাং প্রীতিং মৎক্রোধকলুষীকৃতা।
প্রাপ্স্যসে ত্বং দুর্মেধে মম পুত্রমনিচ্ছতী ॥২৪

উচিত হইবে না। দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া সর্বলোকেশ্বর মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মত হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন।১-১২

দেবগণ! আমি নিজশক্তিতেই উমার সহিত নিজতেজ ধারণ করিব। পৃথিবী শান্তিলাভ করুক।১৩

কিন্তু যে শ্রেষ্ঠতেজ ক্ষুব্ধ হইয়া স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহা কে ধারণ করিবে? তোমরা এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া নির্দেশ কর।১৪

বৃষভবাহন এইরূপ বলিলে পর দেবতাগণ তাঁহাকে বলিলেন,—এখন আপনার যে তেজ ক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহা পৃথিবী ধারণ করিবে। দেবগণ এই কথা বলায় মহাবলশালী দেবাদিদেব নিজতেজ ত্যাগ করিলেন। ঐ তেজের দ্বারা পর্বত ও অরণ্যসহিত সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল।১৫-১৬

ইহা দেখিয়া দেবতারা অগ্নিকে বলিলেন,—তুমি বায়ুর সহিত রুদ্রের মহাতেজে প্রবেশ কর। অনন্তর অগ্নি প্রবেশ করিলে পর অগ্নিব্যাপ্ত হইয়া ঐ তেজ শ্বেতপর্বতরূপে ও শরবনরূপে পরিণত হইল। ঐ পর্বত ও বন অগ্নি এবং সূর্যের মত উজ্জ্বল হইল। ঐ শরবনে মহাতেজস্বী অগ্নিপুত্র কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তখন দেবতাগণ ও ঋষিগণ অতিশয় আনন্দিতমনে উমা ও মহেশ্বরের পূজা করিলেন। কিন্তু শৈলপুত্রী উমা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি রোষরক্তনয়নে সকল দেবতাকে শাপ দিয়া বলিলেন,—আমি পুত্রকামনায় স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। যেহেতু তোমরা তাহাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছ, এইজন্য অদ্য হইতে তোমরা নিজপত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবে না, তোমাদের পত্নীগণ অপুত্রক হইবে। দেবগণকে এইরূপ শাপপ্রদান করিয়া রুদ্রতেজ ধারণ করার জন্য পৃথিবীকেও শাপ দিলেন যে—পৃথ্বি! তুমি বহুরূপিণী ও বহুভোগ্যা হইবে। যেহেতু তুমি আমার পুত্রলাভ অনুমোদন করিলে না, সেইজন্য তুমি কখনই পুত্রপ্রাপ্তির সুখভোগ করিতে পারিবে না। তুমি মন্দবুদ্ধি বলিয়া আমার ক্রোধে মলিনতা প্রাপ্ত হও।১৭-২৪

অনন্তর দেবাদিদেব শিব দেবগণকে ব্যথিত দেখিয়া সেইস্থান হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। মহাদেব

পাঠান্তর :—(ক) ত্বতেজঃ ক্ষুভিতং হ্যস্থ।

(খ) অথোমাহ—

তান্ সর্বান্ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা সুরান্ সুরপতিস্তদা।
গমনায়োপচক্রাম দিশং বরুণপালিতাম্ ॥২৫
স গত্বা তপ আতিষ্ঠৎ পার্শ্বে তস্যোত্তরে গিরেঃ।
হিমবৎপ্রভবে শৃঙ্গে সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ ॥২৬

এষ তে বিস্তরো রাম শৈলপুত্র্যা নিবেদিতঃ।
গঙ্গায়াঃ প্রভবং চৈব শৃণু মে সহলক্ষ্মণঃ ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৬

সেখানে যাইয়া হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত হিমবৎ-প্রভবনামক শৃঙ্গে দেবীর সহিত তপস্যায় রত হইলেন। রাম! আমি শৈলনন্দিনী উমার কথা বিস্তৃতভাবে তোমার নিকট বলিলাম। এখন তুমি লক্ষ্মণের সহিত আমার নিকট গঙ্গার উৎপত্তিবৃত্তান্ত শ্রবণ কর ।২৫-২৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[গঙ্গাদেব্যা বৃত্তান্তবর্ণনম্, গঙ্গাগর্ভে কার্তিকেয়োৎপত্তিশ্চ।]

তপ্যমানে তদা দেবে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সেনাপতিমভীপ্সন্তঃ পিতামহমুপাগমন্ ॥১
ততোঽব্রুবন্ সুরাঃ সর্বে ভগবন্তং পিতামহম্।
প্রণিপত্য সুরা রাম সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥২
যেন সেনাপতির্দেব দত্তো ভগবতা পুরা।
স তপঃ পরমাস্থায় তপ্যতে স্ম সহোময়া ॥৩
যদত্রানন্তরং কার্য্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সংবিধৎস্ব বিধানঞ্চ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥৪

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
সান্ত্বয়ন্মধুরৈর্বাক্যৈস্ত্রিদশানিদমব্রবীৎ ॥৫
শৈলপুত্র্যা যদুক্তং তদ্বঃ প্রজাঃ স্বাসু পত্নিষু।
তস্যা বচনমক্লিষ্টং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥৬
ইয়মাকাশগঙ্গা চ যস্যাং পুত্রং হুতাশনঃ।
জনয়িষ্যতি দেবানাং সেনাপতিমরিন্দমম্ ॥৭
জ্যেষ্ঠা শৈলেন্দ্রদুহিতা মানয়িষ্যতি তং সুতম্।
উমায়াস্তদ্বহুমতং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

[গঙ্গাদেবীর বৃত্তান্তবর্ণন ও গঙ্গার গর্ভে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের জন্ম]

মহাদেব তপস্যায় রত হইলে ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সেনাপতি পাইবার জন্য লোকপিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। রাম! সমস্তদেবতা ভগবান্ পিতামহকে প্রণাম করিয়া বলিলেন ।১-২

দেব! পূর্বে আপনি আমাদিগকে যে সেনাপতি দিয়াছেন, তিনি উমার সহিত পরমতপস্যায় নিরত আছেন। আপনি উপায়বিৎ ও আমাদের একমাত্র আশ্রয়। অতএব সকললোকের হিতের জন্য এবিষয়ে যাহা কর্তব্য—তাহার বিধান করুন। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতাগণের বচন শুনিয়া মধুরবাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্বক বলিলেন,—দেবগণ! শৈলসুতাদেবী বলিয়াছেন যে, তোমাদের পত্নীগণের গর্ভে সন্তান হইবে না। এই কথা সর্বথা সত্য—ইহাতে সন্দেহ নাই; তাঁহার বাক্য অব্যর্থ। তোমরা এই যে আকাশগঙ্গাকে দেখিতেছ, অগ্নি ইঁহাতে শত্রুনাশী দেবসেনাপতি-পুত্রকে উৎপাদন করিবে। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠকন্যা গঙ্গা ঐ পুত্রকে সম্মতির সহিত গ্রহণ করিবেন। উমারও এইরূপ ব্যবস্থা বিশেষভাবে অনুমোদিত হইবে ।৩-৮

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতার্থা রঘুনন্দন।
প্রণিপত্য সুরাঃ সর্বে পিতামহমপূজয়ন্ ॥৯
তে গত্বা পর্বতং রাম (ক) কৈলাসং ধাতুমণ্ডিতম্।
অগ্নিং নিয়োজয়ামাসুঃ পুত্রার্থং সর্বদেবতাঃ ॥১০
দেবকার্য্যমিদং দেব সমাধৎস্ব হুতাশন।
শৈলপুত্র্যাং মহাতেজো গঙ্গায়াং তেজ উৎসৃজ ॥১১
দেবতানাং প্রতিজ্ঞায় গঙ্গামভ্যেত্য পাবকঃ।
গর্ভং ধারয় বৈ দেবি দেবতানামিদং প্রিয়ম্ ॥১২
ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা দিব্যং রূপমধারয়ৎ।
স তস্যা মহিমাং দৃষ্ট্বা সমন্তাদবশীর্য্যতঃ ॥১৩
সমন্ততস্তদা দেবীমভ্যসিঞ্চত পাবকঃ।
সর্বস্রোতাংসি পূর্ণানি গঙ্গায়া রঘুনন্দন ॥১৪
তমুবাচ ততো গঙ্গা সর্বদেবপুরোগমম্।
অশক্তা ধারণে দেব তেজস্তব সমুদ্ভবম্ ॥১৫

রঘুনন্দন! এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ কৃতার্থ হইলেন এবং প্রণামপূর্বক পিতামহ ব্রহ্মার পূজা করিলেন। রাম! অনন্তর সকলদেবতা নানাধাতুভূষিত কৈলাসপর্বতে গমন করিলেন এবং সকলে পুত্রোৎপত্তির জন্য অগ্নিকে নিয়োগ করিলেন।৯-১০

দেবতারা বলিলেন,—দেব! হুতাশন! তুমি দেবগণের এই কার্য্যটি সম্পন্ন কর। শৈলসুতা গঙ্গাতে শৈবতেজ নিক্ষেপ কর। দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া অগ্নি প্রতিশ্রুতি দান করিলেন এবং গঙ্গার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি! দেবতাগণের প্রিয় এই গর্ভ তুমি ধারণ কর।১১-১২

অগ্নির বচন শুনিয়া গঙ্গা দিব্যস্ত্রীরূপ ধারণ করিলেন। অগ্নি গঙ্গার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বীর্য্য ধারণ করিতে অবশ হইলেন। তখন তিনি নিজশরীরে ঘৃত শিববীর্য্যের দ্বারা গঙ্গাকে অভিষিক্ত করিলেন। রঘুনন্দন! অগ্নিনিক্ষিপ্ত শিবতেজের দ্বারা গঙ্গার সকলস্রোত পূর্ণ হইয়া গেল।১৩-১৪

অনন্তর গঙ্গা অগ্নিতুল্য শিবতেজে দগ্ধ হইয়া হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি সকল

দহ্যমানাগ্নিনা তেন সংপ্রব্যথিতচেতনা।
অথাব্রবীদিদং গঙ্গা সর্বদেবহুতাশনম্ ॥১৬
ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোঽয়ং সংনিবেশ্যতাম্।
শ্রুত্বা ত্বগ্নিবচো গঙ্গা তং গর্ভমতিভাস্বরম্ ॥১৭
উৎসসর্জ মহাতেজাঃ স্রোতোভ্যো হি তদানঘ।
যদস্যা নির্গতং তস্মাত্তপ্তজাম্বূনদপ্রভম্ ॥১৮
কাঞ্চনং ধরণীং প্রাপ্তং হিরণ্যমতুলপ্রভম্।
তাম্রং কার্ষ্ণায়সঞ্চৈব (খ) তৈক্ষ্ণ্যাদেবাভিজায়ত ॥১৯
মলং তস্যাভবত্তত্র ত্রপু সীসকমেব চ।
তদেতদ্ধরণীং প্রাপ্য নানাধাতুরবর্ধত ॥২০
নিক্ষিপ্তমাত্রে গর্ভে তু তেজোভিরভিরঞ্জিতম্।
সর্বং পর্বতসঙ্গং সৌবর্ণমভবদ্ বনম্ ॥২১
জাতরূপমিতি খ্যাতং তদাপ্রভৃতি রাঘব।
সুবর্ণং পুরুষব্যাঘ্র হুতাশনসমপ্রভম্ ॥২২

দেবতার অগ্রগামী ও হিতকর অগ্নিকে বলিলেন,—দেব! তোমার এই অতিশয় উগ্রতেজ ধারণ করিবার শক্তি আমার নাই। গঙ্গার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সর্বদেবময় অগ্নি বলিলেন,—তুমি হিমালয়ের এই পার্শ্বদেশে এই গর্ভটি পরিত্যাগ কর। অগ্নির কথা শ্রবণ করিয়া গঙ্গা নিজস্রোত হইতে সমুজ্জ্বল গর্ভটিকে ত্যাগ করিলেন। ঐ শিববীর্য্য গঙ্গা হইতে নির্গত হইয়া ভূমিতে পতিত হওয়ায় তাহা তপ্তসুবর্ণরূপে ও প্রভাময় রজতরূপে পরিণত হইল। উহার তীক্ষ্ণতার জন্য তাম্র ও লৌহ উৎপন্ন হইল। উহার মল হইতে ত্রপু ও সীসক উৎপন্ন হইল। ঐ শিবতেজ পৃথিবীতে পতিত হওয়ায় নানাবিধ ধাতুর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঐ গর্ভ নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পর্বতসমীপস্থ সকলবন গর্ভের তেজে অভিরঞ্জিত হইল এবং সুবর্ণরূপতা প্রাপ্ত হইল। রাঘব! এইজন্য সেই সময় হইতে অগ্নিতুল্যপ্রভাবময় সুবর্ণ 'জাতরূপ' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।১৫-২২

পাঠান্তর :—(ক) তে গত্বা পুরমং রাম— ।

(খ) কার্ষ্ণং তাম্রায়সঞ্চৈব — ।

* এইস্থলে ২২ নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি গ্রন্থবিশেষে দেখা যায়,—

তরুবৃক্ষলতাগুল্মং সর্বং তদ্ধরতি কাঞ্চনম্।

তং কুমারং ততো জাতং সেন্দ্রাঃ সহমরুদ্গণাঃ।
ক্ষীরসম্ভাবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সমচোদয়ন্ ॥২৩

তাঃ ক্ষীরং জাতমাত্রস্য কৃত্বা সমমমুত্তমম্।
দদুঃ পুত্রোঽয়মস্মাকং সর্বাসামিতি নিশ্চিতাঃ ॥২৪

ততস্তু দেবতাঃ সর্বাঃ কার্তিকেয় ইতি ব্রুবন্।
পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২৫

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
স্নাপয়ন্ পরয়া লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং যথানলম্ ॥২৬

স্কন্দ ইত্যব্রুবন্ দেবাঃ স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
কার্তিকেয়ং মহাবাহুং কাকুৎস্থ জ্বলনোপমম্ ॥২৭

প্রাদুর্ভূতং ততঃ ক্ষীরং কৃত্তিকানামমুত্তমম্।
যস্মাৎ ষড়াননো ভূত্বা জগ্রাহ স্তনজং পয়ঃ ॥২৮

গৃহীত্বা ক্ষীরমেকাহ্না সুকুমারবপুস্তদা।
অজয়ৎ সেন বীর্য্যেণ দৈত্যসৈন্যগণান্ বিভুঃ ॥২৯

সুরসেনাগণপতিমভ্যষিঞ্চন্মহাদ্যুতিম্।
ততস্তমমরাঃ সর্বে সমেত্যাগ্নিপুরোগমাঃ ॥৩০

এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ ॥৩১

ভক্তশ্চ যঃ কার্তিকেয়ে কাকুৎস্থ ভুবি মানবঃ।
আয়ুষ্মান্ পুত্র-পৌত্রৈশ্চ স্কন্দস্যালোক্যতাং ব্রজেৎ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৭

অনন্তর ঐ গর্ভ হইতে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল। তখন ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ঐ শিশুকে দুগ্ধপান করাইবার জন্য কৃত্তিকা প্রভৃতি নক্ষত্রগণকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা দেবতাগণের নিকট নিশ্চিতভাবে জানিয়া লইলেন যে, ঐ শিশু তাঁহাদের সকলের পুত্র। তখন সকলে নিয়ম করিয়া উৎপন্ন শিশুকে দুগ্ধপান করাইতে লাগিলেন।২৩-২৪

অনন্তর দেবতাগণ কৃত্তিকাগণকে বলিলেন—, তোমাদের এই পুত্র কার্তিকেয় নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে। দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া কৃত্তিকাগণ গর্ভস্রোতমধ্যস্থিত অতিশয়শোভায় উজ্জ্বল অগ্নিতুল্য শিশুর স্নানকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তারপর দেবগণ বলিলেন যে, যেহেতু অগ্নিতুল্য মহাবলবান্ কার্তিকেয় গঙ্গাকর্তৃক পরিত্যক্ত গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেইজন্য ইহার 'স্কন্দ' এই নাম হইবে। দুগ্ধ পান করাইবার সময় ছয় কৃত্তিকার স্তনেই উত্তমদুগ্ধ সঞ্চার হইল। ঐ শিশু ছয় মুখ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ ষড়ানন হইয়া তাঁহাদের স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। কার্তিকেয় সুকোমলদেহ হইলেও একদিনমাত্র স্তন্যপান করিয়াই মহাবলশালী হইলেন এবং নিজশক্তির দ্বারা দানবগণকে পরাজিত করিলেন।২৫-২৯

অনন্তর অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ কার্তিকেয়ের নিকটে আসিয়া মহাদ্যুতিসম্পন্ন কার্তিকেয়কে দেবতাগণের সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করিলেন। রাম! আমি তোমার নিকট গঙ্গার বিস্তৃত বৃত্তান্ত এবং কুমার কার্তিকেয়ের প্রশংসনীয় ও পুণ্যময় জন্মকথা বর্ণন করিলাম। কাকুৎস্থ! ভূতলে যে মানব কার্তিকেয়ের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে, সে ইহলোকে দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া পুত্র-পৌত্রাদিসম্পন্ন হয় এবং পরলোকে স্কন্দলোকে গমন করে।৩০-৩২

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ

[তপসা তুষ্ট-ভৃগুমুনিসকাশাৎ সগরস্য পুত্রপ্রাপ্তিবরলাভঃ, কিয়ৎকালং সংসারধর্মপ্রতিপালনানন্তরং যজ্ঞকরণে স্পৃহা চ।]

তাং কথাং কৌশিকো রামে নিবেদ্য মধুরাক্ষরাম্।
পুনরেবাপরং বাক্যং কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ ॥১
অযোধ্যাধিপতির্বীরঃ পুরাসীন্নরাধিপঃ।
সগরো নাম ধর্মাত্মা প্রজাকামঃ স চাপ্রজঃ ॥২
বৈদর্ভদুহিতা রাম কেশিনী নাম নামতঃ।
জ্যেষ্ঠা সগরপত্নী সা ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনী ॥৩
অরিষ্টনেমিদুহিতা সুপর্ণভগিনী তু সা।
দ্বিতীয়া সগরস্যাসীৎ পত্নী সুমতিসংজ্ঞিতা ॥৪
তাভ্যাং সহ মহারাজঃ পত্নীভ্যাং তপ্তবাংস্তপঃ।
হিমবন্তং সমাসাদ্য ভৃগুপ্রস্রবণে গিরৌ ॥৫
অথ বর্ষশতে পূর্ণে তপসারাধিতো মুনিঃ।
সগরায় বরং প্রাদাদ্ ভৃগুঃ সত্যবতাং বরঃ ॥৬
অপত্যলাভঃ সুমহান্ ভবিষ্যতি তবানঘ।
কীর্তিক্ষাপ্রতিমাং লোকে প্রাপ্স্যসে পুরুষর্ষভ ॥৭
একা জনয়িতা তাত পুত্রং বংশকরং তব।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি অপরা জনয়িষ্যতি ॥৮
ভাষমাণং নরব্যাঘ্রং রাজপুত্র্যৌ প্রসাদ্য তম্।
ঊচতুঃ পরমপ্রীতে কৃতাঞ্জলিপুটে তদা ॥৯
একঃ কস্যাঃ সুতো ব্রহ্মন্ কা বহূন্ জনয়িষ্যতি।
শ্রোতুমিচ্ছাবহে ব্রহ্মন্ সত্যমস্তু বচস্তব ॥১০
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভৃগুঃ পরমধার্মিকঃ।
উবাচ পরমাং বাণীং স্বচ্ছন্দোঽত্র বিধীয়তাম্ ॥১১
একো বংশকরো বাঽস্তু বহবো বা মহাবলাঃ।
কীর্তিমন্তো মহোৎসাহাঃ কা বা কং বরমিচ্ছতি ॥১২
মুনেস্তু বচনং শ্রুত্বা কেশিনী ধর্মচারিণী।
পুত্রং বংশকরং রাম জগ্রাহ নৃপসত্তমৌ ॥১৩
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি ত্বতুলাং সুপর্ণভগিনী তদা।
মহোৎসাহান্ কীর্তিমতো জগ্রাহ সুমতিঃ সুতান্ ॥১৪

অষ্টত্রিংশ সর্গ

[তপস্যার দ্বারা তুষ্ট ভৃগুমুনির নিকট হইতে সগররাজার পুত্রপ্রাপ্তি বরলাভ ও কিছুকাল সংসারধর্ম প্রতিপালনের পর যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা।]

কৌশিকমুনি রামের নিকট পূর্বোক্ত মাধুর্য্যপূর্ণ কথা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—বীর! রাম! পূর্বকালে সগরনামক নরপতি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তিনি ধর্মপরায়ণ ও পুত্রলাভার্থী হইয়াও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী। প্রথমা মহিষী বিদর্ভরাজকন্যা কেশিনী যেমন সত্যবাদিনী তেমনই ধর্মপরায়ণা। দ্বিতীয়া মহিষী সুমতি কশ্যপের কন্যা ও সুপর্ণের ভগিনী। পুত্রহীন সগররাজা এই দুই পত্নীর সহিত হিমালয়পর্বতে গমন করিয়া ভৃগুপ্রস্রবণ-নামক পর্বতপ্রদেশে তপস্যা করিতে থাকেন। একশত বৎসর পূর্ণ হইলে পর সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ ভৃগুমুনি তপস্যার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া সগররাজাকে বরদান করিলেন ।১-৬

মুনি বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি নিষ্পাপ হইয়াছ। তোমার বহুপুত্রলাভ হইবে। তাহার ফলে পৃথিবীতে তুমি অনুপম যশ প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! তোমার এক মহিষী বংশরক্ষাকারী একটি পুত্র প্রসব করিবে, অন্য মহিষী ষষ্টিসহস্র (ষাট্‌হাজার) পুত্র প্রসব করিবে।৭-৮

নরশ্রেষ্ঠ ভৃগু এইরূপ বলিলে রাজমহিষীদ্বয় অতীব আনন্দিত হইলেন এবং মুনিকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য সত্য হউক। কিন্তু আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহার একটি পুত্র হইবে এবং কে বহুপুত্র প্রসব করিবে? ৯-১০

পরম ধার্মিক ভৃগু মহিষীদিগের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া উদার বচন বলিলেন,—এ বিষয়ে তোমাদের ইচ্ছা প্রকাশ কর। 'একটি বংশরক্ষাকারী পুত্র হউক' অথবা 'কীর্তিমান উৎসাহযুক্ত মহাবলশালী বহুপুত্র হউক' এই

পাঠান্তর :—(ক) ষষ্টিং পুত্র সহস্রাণাং—

প্রদক্ষিণমুনিং কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য তম্।
জগাম স্বপুরং রাজা সভার্য্যো রঘুনন্দন ॥১৫
অথ কালে গতে তস্য জ্যেষ্ঠা পুত্রং ব্যজায়ত।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং কেশিনী সগরাত্মজম্ ॥১৬
সুমতিস্তু নরব্যাঘ্র গর্ভতুম্বং ব্যজায়ত।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি তুম্বভেদাদ্ বিনিঃসৃতা ॥১৭
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু ধাত্র্যস্তান্ সমবর্দ্ধয়ন্।
কালেন মহতা সর্বে যৌবনং প্রতিপেদিরে ॥১৮
অথ দীর্ঘেণ কালেন রূপ-যৌবনশালিনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্যাভবংস্তদা ॥১৯
স চ জ্যেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠঃ সগরস্যাত্মসম্ভবঃ।
বালান্ গৃহীত্বা তু জলে সরযূ রঘুনন্দন ॥২০
প্রক্ষিপ্য প্রাহসন্নিত্যং মজ্জতস্তানিরীক্ষ্য বৈ।
এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাধকঃ ॥২১
পৌরাণামহিতে যুক্তঃ পিত্রা নির্বাসিতঃ পুরাৎ।
তস্য পুত্রোঽংশুমান্নাম অসমঞ্জস্য বীর্য্যবান্ ॥২২
সম্মতঃ সর্বলোকস্য সর্বস্যাপি প্রিয়ম্বদঃ।
ততঃ কালেন মহতা মতিঃ সমভিজায়ত ॥২৩
সগরস্য নরশ্রেষ্ঠ যজেয়মিতি নিশ্চিতা
স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাজা সোপাধ্যায়গণস্তদা ॥
যজ্ঞকর্মণি বেদজ্ঞো যষ্টুং সমুপচক্রমে ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডেঽষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৮

দুইটি বরের মধ্যে কে কোনটি ইচ্ছা কর? রঘুনন্দন! ভৃগুমুনির বচন শুনিয়া কেশিনী সগররাজের সম্মুখেই তাঁহার নিকট বংশধর একপুত্র প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর গুপর্ব্বভগিনী সুমতি উৎসাহযুক্ত কীর্তিমান ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন।১১-১৪

রাম! পত্নীদ্বয়ের সহিত মহারাজ সগর ভৃগুমুনিকে প্রদক্ষিণ ও অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া স্বরাজ্য অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী অসমঞ্জনামে পরিচিত সগরপুত্রকে প্রসব করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! রাম! সগরের দ্বিতীয়া মহিষী সুমতি যথাসময়ে তুম্বকলাকৃতি একটি গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন। ঐ তুম্ব ভেদ করিয়া ষষ্টিসহস্র পুত্র নির্গত হইল। ধাত্রীগণ ঘৃতপূর্ণকুম্ভে রাখিয়া তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল অতীত হইলে ঐ পুত্রগণ যৌবনপ্রাপ্ত হইল। দীর্ঘকালে সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্র রূপযৌবনসম্পন্ন হইয়া উঠিল। রাম! নরবর সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ অন্যান্য বালকগণকে লইয়া সরযূজলে নিক্ষেপ করিত এবং তাহাদিগকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া হাস্য করিতে থাকিত। এইরূপ পাপাচারী সজ্জনদ্রোহী ও পুরবাসীদের অনিষ্টকারক অসমঞ্জকে মহারাজ সগরপুরী অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত করিলেন। ঐ অসমঞ্জের বীর্য্যবান্ পুত্র অংশুমান্ সর্বলোকপ্রিয় ও সকলের নিকট প্রিয়বাদী হইলেন। নরবর রাম! এইভাবে অনেককাল অতীত হইলে পর মহারাজ সগরের 'আমি যাগানুষ্ঠান করিব' এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। বেদবিদ্ রাজা উপাধ্যায়গণের সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজের দৃঢ়সঙ্কল্পানুসারে যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন।১৫-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ইন্দ্রেণ যজ্ঞাশ্বস্য হরণম্, সগরপুত্রৈঃ পৃথিব্যাঃ সর্বত্রান্বেষণম্, দেবগণেন ব্রহ্মণঃ সমীপে তদ্বৃত্তান্তস্য বর্ণনঞ্চ।]

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা কথান্তে রঘুনন্দনঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো মুনিং দীপ্তমিবানলম্ ॥১
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বিস্তরেণ কথামিমাম্।
পূর্বজো মে কথং ব্রহ্মন্ যজ্ঞং বৈ সমুপাহরৎ (ক) ॥২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু কাকুৎস্থমুবাচ প্রহসন্নিব ॥৩
শ্রূয়তাং বিস্তরো রাম সগরস্য মহাত্মনঃ।
শঙ্করশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ ॥৪
বিন্ধ্যপর্বতমাসাদ্য নিরীক্ষেতে পরস্পরম্।
তয়োর্মধ্যে সমভবদ্ যজ্ঞঃ স পুরুষোত্তম ॥৫
স হি দেশো নরব্যাঘ্র প্রশস্তো যজ্ঞকর্মণি।
তস্মাচ্চর্য্যাং তু কাকুৎস্থ দৃঢ়ধন্বা মহারথঃ ॥৬
অংশুমানকরোত্তাত সগরস্য মতে স্থিতঃ।
তস্য পর্বণি তং যজ্ঞং যজমানস্য বাসবঃ ॥৭
রাক্ষসীং তনুমাস্থায় ধর্ষিত্বোপাহরৎ।
ম্রিয়মাণে তু কাকুৎস্থ তস্মিন্নশ্বে মহাত্মনঃ ॥৮
উপাধ্যায়গণাঃ সর্বে যজমানমথাব্রুবন্।
অগ্নং পর্বণি বেগেন রক্ষোগ্রাহোঽপনীয়তে ॥৯
হর্তারং জহি কাকুৎস্থ হয়শ্চোপনীয়তাম্।
যজ্ঞচ্ছিদ্রং ভবত্যেতৎ সর্বেষামশিবায় নঃ ॥১০

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[ইন্দ্র কর্তৃক সগররাজার যজ্ঞীয় অশ্বের অপহরণ, সগরপুত্র দ্বারা সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ ও দেবগণকর্তৃক ব্রহ্মার নিকট সমস্ত সংবাদ বর্ণন।]

রঘুনন্দন রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং কথাশেষে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মুনিকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার পূর্বপুরুষ মহারাজ সগর কিভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার মঙ্গল হউক।১-২

রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বিশ্বামিত্রও কৌতূহল-সমন্বিত হইলেন এবং সাধারণ লোকের মত রামেরও নিজবংশ প্রীতি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—রাম! মহাত্মা সগরের যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ কর। মহাদেবের শ্বশুর হিমালয়নামে বিখ্যাত পর্বত বিন্ধ্যপর্বতের সমান উচ্চতা লাভ করিয়াছে। সেইজন্য তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিয়া থাকে। নরোত্তম! এই দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সগরের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ! কাকুৎস্থ! যাগানুষ্ঠানের জন্য ঐ দেশ প্রশস্ত। মহাধনুর্ধর মহারথ অংশুমান্ সগরের অনুমতি লইয়া অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বের রক্ষকরূপে অনুগমন করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠাতা মহারাজ সগরের অনুষ্ঠানক্রমে অশ্বের আলম্ভন (বলিদান) দিবস উপস্থিত হইল। ঐ দিবসে আলম্ভনের পূর্বে ইন্দ্র রাক্ষসমূর্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞস্থল হইতে যজ্ঞীয় অশ্বটিকে অপহরণ করিলেন। কাকুৎস্থ! মহাত্মা সগরের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইল দেখিয়া উপাধ্যায়গণ সকলে যজমান সগরকে বলিলেন,—আজ অশ্বালম্ভনদিনে যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইয়াছে। কাকুৎস্থ সগর! ঐ অশ্বহরণকারীকে নিহত কর এবং অশ্বটিকে সত্বর আনয়ন কর। অশ্বের অভাবে যজ্ঞের অঙ্গহানি হইতেছে, ইহাতে আমাদের সকলের অশুভ হইবে।৩-১০

রাজন্! যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠান দোষহীন হয়, আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করুন। উপাধ্যায়গণের এইরূপ বচন শুনিয়া মহারাজ সগর ঐ সভাতেই ষষ্টিসহস্র পুত্রকে বলিলেন,—পুত্রগণ! তোমরা সকলেই শ্রেষ্ঠপুরুষ। এই যজ্ঞস্থলে রাক্ষসের আগমনের কোন সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না, যেহেতু মন্ত্রপূত মহাভাগ ঋত্বিক্‌গণ এই অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছেন। অতএব

পাঠান্তরঃ—(ক) যজ্ঞং বৈ সমুপাহরৎ।

তত্তথা ক্রিয়তাং রাজন্ যজ্ঞোঽচ্ছিদ্রঃ কৃতো ভবেৎ।
সোপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা তস্মিন্ সদসি পার্থিবঃ ॥১১
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বাক্যমেতদুবাচ হ।
পতিং পুত্রা ন পশ্যামি রক্ষসাং পুরুষর্ষভাঃ ॥১২
মন্ত্রপূতৈর্মহাভাগৈরান্বিতোঽপি মহাক্রতুঃ।
তদগচ্ছধ্বং বিচিন্বধ্বং পুত্রকা ভদ্রমস্তু বঃ ॥১৩
সমুদ্রমালিনীং সর্বাং পৃথিবীমনুগচ্ছধ্ব।
একৈকং যোজনং পুত্রা বিস্তারমভিগচ্ছধ্ব ॥১৪
যাবত্তুরগসন্দর্শস্তাবৎ খনত মেদিনীম্।
তমেব হয়হর্তারং মার্গমাণা মমাজ্ঞয়া ॥১৫
দীক্ষিতঃ পৌত্রসহিতঃ সোপাধ্যায়গণস্বহম্।
ইহ স্থাস্যামি ভদ্রং বো যাবত্তুরগদর্শনম্ ॥১৬
তে সর্বে হৃষ্টমনসো রাজপুত্রা মহাবলাঃ।
জগ্মুর্মহীতলং রাম পিতুর্বচনযন্ত্রিতাঃ ॥১৭

তোমরা যাও, অশ্বহরণকারীকে অন্বেষণ কর। তোমাদের মঙ্গল হউক।১১-১৩

পুত্রগণ! তোমরা আমার আদেশে অশ্বটির অনুসন্ধান করিতে করিতে সমুদ্রবেষ্টিত সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল ভ্রমণ কর। একযোজনস্থানে বিশেষভাবে অন্বেষণ করিয়া যোজনান্তরে অন্বেষণ করিবে। এইভাবে অগ্রসর হইয়াও যদি অশ্বকে না দেখিতে পাও, তাহা হইলে যতক্ষণ অশ্বকে না দেখিবে ততক্ষণ পৃথিবীকে খনন করিতে থাকিবে। আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অশ্বকে দেখিতে না পাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পৌত্রগণ ও উপাধ্যায়গণের সহিত এই স্থানেই অপেক্ষা করিয়া রহিতেছি।১৪-১৬

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! মহাবলবান্ রাজপুত্রগণ পিতার বচনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশমত ভূমণ্ডল ভ্রমণে গমন করিলেন। সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়াও অশ্বের অপহরণকারীকে যখন তাঁহারা

গত্বা তু পৃথিবীং সর্বামদৃষ্ট্বা তং মহাবলাঃ* ॥
যোজনায়ামবিস্তারমেকৈকো ধরণীতলম্।
বিভিদুঃ পুরুষব্যাঘ্রা বজ্রস্পর্শসমৈর্ভুবৈঃ ॥১৮
সূলৈরশনিকল্পৈশ্চ হলৈশ্চাপি সুদারুণৈঃ।
ভিদ্যমানা বসুমতী ননাদ রঘুনন্দন ॥১৯
নাগানাং বধ্যমানানামসুরাণাঞ্চ রাঘব।
রাক্ষসানাং দুরাধর্ষং সত্ত্বানাং নিনদোঽভবৎ ॥২০
যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিস্তু রঘুনন্দন।
বিভিদুর্ধরণীং রাম রসাতলমনুত্তমম্ ॥২১
এবং পর্বতসম্বাধং জম্বুদ্বীপং নৃপাত্মজাঃ।
খনন্তো নৃপশার্দূল সর্বতঃ পরিচক্রমুঃ ॥২২
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাসুরাঃ সহপন্নগাঃ।
সন্ত্রান্তমনসঃ সর্বে পিতামহমুপাগমন্ ॥২৩

পাইলেন না, তখন রসাতলে অন্বেষণের জন্য প্রত্যেকে একযোজনবিস্তীর্ণ ভূভাগকে বজ্রতুল্যকঠিন বাহু দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন! বজ্রসম সুদারুণ শূল ও হলের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ভূমি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রাঘব! পৃথিবীখননসময়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ক্ষিপ্যমাণ নাগ, অসুর, রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীগণের বিকট শব্দ উত্থিত হইল। রাম! সগরপুত্রগণ অশ্বের জন্য ষষ্টিসহস্রযোজন পরিমিত ভূমিকে সুন্দর রসাতল পর্য্যন্ত খনন করিয়া ফেলিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! রাজপুত্রগণ এই ভাবে পর্বতসঙ্কুল সমগ্র জম্বুদ্বীপ খনন করিয়া সর্বত্র অশ্বের জন্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।১৭-২২

তখন দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর ও নাগগণ মিলিত হইয়া বিহ্বলচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। অতিশয়ভীত বিষণ্ণবদন দেব, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! সগরের পুত্রগণ সমগ্র পৃথিবীকে খনন করিতেছে এবং তন্মধ্যস্থ বৃহৎশরীরধারী অনেক জলচর আদি প্রাণী নিহত

* পুস্তকবিশেষে এই শ্লোকার্দ্ধ টি দেখা যায় না:—

তে প্রসাদ্য মহাত্মানং বিষণ্ণবদনাস্তদা।
ঊচুঃ পরমসন্ত্রস্তাঃ পিতামহমিদং বচঃ ॥২৪
ভগবন্ পৃথিবী সর্বা খন্যতে সগরাত্মজৈঃ।
বহবশ্চ মহাত্মানো বধ্যন্তে জলচারিণঃ ॥২৫

অয়ং যজ্ঞহরোঽস্মাকমনেনাশ্বোঽপনীয়তে।
ইতি তে সর্বভূতানি হিংসন্তি সগরাত্মজাঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৩৯

হইতেছে। এই প্রাণীই আমাদের যজ্ঞনাশকারী এবং অশ্বের অপহরণও ইহারই কার্য্য—এইরূপ মনে করিয়া তাহারা সমস্ত প্রাণীকে নিহত করিতেছে। ২৩-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সগরপুত্রাণাং যজ্ঞীয়াশ্বান্বেষণং, কপিলদেবস্য ক্রোধবহ্নিনা তেষাং বিনাশশ্চ।]

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বৈ পিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ সুসন্ত্রস্তান্ কৃতান্তবলমোহিতান্ ॥১
যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মহিষী মাধবস্যৈষা স এষ ভগবান্ প্রভুঃ ॥২
কাপিলং (ক) রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্।
তস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ভবিষ্যন্তি নৃপাত্মজাঃ ॥৩
পৃথিব্যাশ্চাপি নির্ভেদো দৃষ্ট এব সনাতনঃ।
সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশো দীর্ঘদর্শিনাম্ ॥৪

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দমাঃ।
দেবাঃ পরমসংহৃষ্টাঃ পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্ ॥৫
সগরস্য চ পুত্রাণাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ।
পৃথিব্যাং ভিদ্যমানায়াং নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ ॥৬
ততো ভিত্ত্বা মহীং সর্বাং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
সহিতাঃ সাগরাঃ সর্বে পিতরং বাক্যমব্রুবন্ ॥৭
পরিক্রান্তা মহী সর্বা সত্ত্ববন্তশ্চ সূদিতাঃ।
দেব-দানব-রক্ষাংসি পিশাচোরগ-পন্নগাঃ ॥৮

চত্বারিংশ সর্গ

[সগরপুত্রগণ কর্তৃক যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণ ও কপিলদেবের ক্রোধবহ্নিদ্বারা তাহার বিনাশ।]

ভগবান্ পিতামহ দেবতাগণের বচন শুনিলেন। অনন্তর বহু প্রাণীর সংহারক সগর পুত্রগণের শক্তিতে মোহিত ও অতিশয় ভয়প্রাপ্ত দেব গন্ধর্ব আদি সকলকে বলিলেন,—যে ধীমান্ বাসুদেবের পালিতা এই সমগ্র পৃথিবী; এই পৃথিবী সেই বাসুদেব-মাধবের মহিষী, সেই ভগবান্ই ইহার একমাত্র অধীশ্বর। তিনি কপিলমূর্তি ধারণ করিয়া সর্বদা এই ধরিত্রীকে ধারণ করিতেছেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে রাজপুত্রগণ দগ্ধ হইবে। এইভাবে পৃথিবীর বিদারণ প্রতিকল্পেই হওয়ায় ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং কোপিলের কোপে সগরতনয়গণ বিনষ্ট হইবে—ইহাও দূরদর্শীদের সুবিদিত। ১-৪

পিতামহের বাক্য শুনিয়া শত্রুনাশকারী তেত্রিশজন দেবতা ও অন্যান্য সকলে অতিহৃষ্ট হইলেন এবং স্ব-স্বস্থানে গমন করিলেন। ৫

এদিকে সগরপুত্রগণের পৃথিবীবিদারণ চলিতে থাকায় নির্ঘাততুল্য ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। এইভাবে সমস্ত পৃথিবী খনন করিয়া তলদেশে অন্বেষণ করিতে করিতে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিলেন, অবশেষে অকৃতকার্য হইয়া সগর পুত্রগণ সকলেই পিতার নিকট ফিরিয়া

পাঠান্তর :—(ক) কপিলং...।

ন চ পশ্যামহেঽশ্বং তে (ক) অশ্বহর্তারমেব চ।
কিং করিষ্যাম ভদ্রং তে বুদ্ধিরত্র বিচার্য্যতাম্ ॥৯
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং রাজসত্তমঃ।
সমন্যুরব্রবীদ্ বাক্যং সগরো রঘুনন্দন ॥১০
ভূয়ঃ খনত ভদ্রং বো বিভেদ বসুধাতলম্ (খ)।
অশ্বহর্তারমাসাদ্য কৃতার্থাশ্চ নিবর্ত্তত ॥১১
পিতুর্বচনমাসাদ্য সগরস্য মহাত্মনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি রসাতলমভিদ্রবন্ ॥১২
খন্যমানে ততস্তস্মিন্ দদৃশুঃ পর্ব্বতোপমম্।
দিশাগজং বিরূপাক্ষং ধারয়ন্তং মহীতলম্ ॥১৩
সপর্ব্বতবনাং কৃৎস্নাং পৃথিবীং রঘুনন্দন।
ধারয়ামাস শিরসা বিরূপাক্ষো মহাগজঃ ॥১৪
যদা পর্ব্বণি কাকুৎস্থ বিশ্রামার্থং মহাগজঃ।
খেদাচ্ছালয়তে শীর্ষং ভূমিকম্পস্তদা ভবেৎ ॥১৫
তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা দিশাপালং মহাগজম্।
মানয়ন্তো হি তে রাম জগ্মুর্ভিত্ত্বা রসাতলম্ ॥১৬
ততঃ পূর্ব্বাং দিশং ভিত্ত্বা দক্ষিণাং বিভিদুঃ পুনঃ।
দক্ষিণস্যামপি দিশি দদৃশুস্তে মহাগজম্ ॥১৭
মহাপদ্মং মহাত্মানং সুমহৎপর্ব্বতোপমম্।
শিরসা ধারয়ন্তং গাং বিস্ময়ং জগ্মুরুত্তমম্ ॥১৮
তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সগরস্য মহাত্মনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি পশ্চিমাং বিভিদুর্দিশম্ ॥১৯
পশ্চিমায়ামপি দিশি মহান্তমচলোপমম্।
দিশাগজং সৌমনসং দদৃশুস্তে মহাবলাঃ ॥২০

আসিলেন এবং বলিলেন,—দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ, পন্নগ আদি বহুপ্রাণীর প্রাণনাশ করিয়াছি, কিন্তু আপনার যজ্ঞীয় অশ্ব ও অশ্বের অপহর্ত্তাকে দেখিতে পাই নাই। এখন আমরা কি করিব, তাহা চিন্তা করিয়া বলুন। আপনার মঙ্গল হউক। রঘুনন্দন! পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রাজশ্রেষ্ঠ সগর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—তোমরা পুনর্ব্বার পৃথিবী খনন কর, পৃথিবী ভেদ করত অশ্বহর্ত্তাকে অন্বেষণ কর এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইলে কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিও। তোমাদের মঙ্গল হউক! মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্র পিতার আদেশ পাইয়া রসাতলের দিকে ধাবিত হইলেন।৬-১২

তারপর পৃথিবী খনন করিতে করিতে তাঁহারা পৃথিবীধারণকারী পর্ব্বততুল্য বিরূপাক্ষনামক দিগ্‌হস্তীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ বিরূপাক্ষ-মহাগজ নিজমস্তকে পর্ব্বত ও অরণ্য সহিত সমগ্র ভূতলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে সময় ঐ মহাগজ ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য মস্তক সঞ্চালন করে, সেই সময়ে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।১৩-১৫

রাম! সগরতনয়গণ ঐ দিক্‌পাল মহাগজকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান করিয়া পৃথিবীখননের ফলে রসাতলে উপস্থিত হইলেন। তারপর রসাতলেও পূর্ব্বদিক্ ভেদ করিয়া দক্ষিণদিক্ ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দক্ষিণদিকেও একটি মহাগজকে দেখিতে পাইলেন। সুবৃহৎপর্ব্বততুল্য-বিশালদেহ পৃথিবীধারণকারী মহাপদ্ম নামক ঐ হস্তীকে দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মহাত্মা সগরের পুত্রগণ ঐ মহাগজকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিমদিক্ ভেদ করিতে লাগিলেন। বলবান্ রাজপুত্রগণ সেইদিকেও পর্ব্বততুল্য বিশাল সৌমনস নামক দিগ্‌গজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা ঐ হস্তীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া খনন করিতে করিতে উত্তরদিকে চলিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা উত্তরদিকেও তুষারশুভ্রসুন্দর শরীর দ্বারা এই ধরাকে ধারণকারী ভদ্রনামক মহাহস্তীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ হস্তীকে স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া ষষ্টি-সহস্র সগরপুত্রেরা পৃথিবী খনন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিত ঈশাননামে বিখ্যাত দিকে গমন করিয়া তাঁহারা সকলে মিলিতভাবে

পাঠান্তর :—(ক) ন চ পশ্যামহেঽশ্বং তং—।
(খ) —বিভিদ্য বসুধাতলম্।

তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চাপি নিরাময়ম্।
খনন্তঃ দদৃপাক্রান্তা দিশং সোমবতীং তদা ॥২১
উত্তরস্যাং রঘুশ্রেষ্ঠ দদৃশুর্হিমপাণ্ডুরম্।
ভদ্রং ভদ্রেণ বপুষা ধারয়ন্তং মহীমিমাম্ ॥২২
সমালভ্য ততঃ সর্বে কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বিভিদুর্বসুধাতলম্ ॥২৩
ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা সাগরাঃ প্রথিতাং দিশম্।
রোষাদভ্যখনন্ সর্বে পৃথিবীং সগরাত্মজাঃ ॥২৪
তে তু সর্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ।
দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্ ॥২৫
হয়ঞ্চ তস্য দেবস্য চরন্তমবিদূরতঃ।
প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তাঃ সর্বে তে রঘুনন্দন ॥২৬

তে তং যজ্ঞহনং জ্ঞাত্বা ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ।
খনিত্র-লাঙ্গলধরা নানাবৃক্ষ-শিলাধরাঃ ॥২৭
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্।
অস্মাকং ত্বং হি তুরগং যজ্ঞিয়ং হৃতবানসি ॥২৮
দুর্মেধস্ত্বং হি সংপ্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ সগরাত্মজান্।
শ্রুত্বা তদ্বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দন ॥২৯
রোষেণ মহতাবিষ্টো হুঙ্কারমকরোত্তদা।
ততস্তেনাপ্রমেয়েণ কপিলেন মহাত্মনা ॥
ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্বে কাকুৎস্থ সগরাত্মজাঃ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪০

ক্রোধবশতঃ পৃথিবী খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬-২৪

অতিবেগবান্, মহাবলশালী ও প্রযত্নযুক্ত রাজপুত্রগণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই কপিলরূপী সনাতনবাসুদেবকে ও তাঁহার অনতিদূরে যজ্ঞীয় অশ্বটিকে বিচরণ করিতে দেখিয়া অতীব আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। রঘুনন্দন! তাঁহারা সকলে কপিলদেবকে যজ্ঞনাশকারী মনে করিয়া ক্রোধে রক্তচক্ষু হইলেন এবং খনিত্র, লাঙ্গল, নানাবিধ বৃক্ষ ও শিলা ধারণ করত অতিক্রোধে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" অর্থাৎ "থাম্ থাম্" বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন এবং কপিলের নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, দুরাত্মন্! তুই আমাদের যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্। আমরা সগররাজার পুত্রেরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা জানিয়া রাখ। রঘুনন্দন! সগরপুত্রগণের এইরূপ বচন শুনিয়া কপিলদেব অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং হুঙ্কার-গর্জন করিলেন। কাকুৎস্থ! অপরিমিত-শক্তি মহাত্মা কপিলের হুঙ্কারে মহারাজ সগরের ষষ্টি-সহস্র পুত্র ভস্মীভূত হইয়া গেলেন।২৫-৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা সগরেণ প্রেষিতস্যাংশুমতো যজ্ঞীয়াশ্বানয়নম্, পিতৃণাং নিধনবার্তাজ্ঞাপনঞ্চ]

পুত্রাংশ্চিরগতান্ জ্ঞাত্বা সগরো রঘুনন্দন।
নপ্তারমব্রবীদ্ রাজা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥১
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ পূর্বৈস্তুল্যোঽসি তেজসা।
পিতৃণাং গতিমন্বিচ্ছ যেন চাশ্বোঽপবাহিতঃ ॥২
অন্তর্ভৌমানি সত্ত্বানি বীর্যবন্তি মহান্তি চ।
তেষাং ত্বং প্রতিঘাতার্থং সাসিং গৃহ্লীষ্ব কার্মুকম্ ॥৩
অভিবাস্যাভিবাস্যাংশ্চ হত্বা বিঘ্নকরানপি।
সিদ্ধার্থঃ সন্নিবর্তস্ব মম যজ্ঞস্য পারগঃ ॥৪
এবমুক্তোঽংশুমান্ সম্যক্ সাগরেণ মহাত্মনা।
ধনুরাদায় খড়্গঞ্চ জগাম লঘুবিক্রমঃ ॥৫
স খাতং পিতৃভির্মার্গমন্তর্ভৌমং মহাত্মভিঃ।
প্রাপদ্যত নরশ্রেষ্ঠ তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ ॥৬
দেব-দানব-রক্ষোভিঃ পিশাচ-পতগোরগৈঃ।
পূজ্যমানং মহাতেজা দিশাগজমপশ্যত ॥৭
স তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্।
পিতৄন্ স পরিপপ্রচ্ছ বাজিহর্তারমেব চ ॥৮
দিশাগজস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামতিঃ।
আসমঞ্জ কৃতার্থস্ত্বং সহাশ্বঃ শীঘ্রমেষ্যসি ॥৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্বানেব দিশাগজান্।
যথাক্রমং যথান্যায়ং প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥১০

একচত্বারিংশ সর্গ।

[সাগররাজ কর্তৃক প্রেষিত অংশুমানের যজ্ঞীয়াশ্ব আনয়ন ও পিতৃগণের নিধনবার্তা জ্ঞাপন।]

রঘুনন্দন! এদিকে মহারাজ সগর বহুদিন অতীত হইলেও পুত্রগণকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া নিজ-তেজে দীপ্যমান অংশুমান্-নামক নিজপৌত্রকে বলিলেন, বৎস! তুমি বীর ও ধনুর্বিদ্যাবিশারদ, তেজস্বিতায় পূর্বপুরুষগণের তুল্য! অতএব পিতৃব্যগণের ও যজ্ঞীয় অশ্বের অপহরণকারীর অনুসন্ধান কর। পৃথিবীগর্ভে যেসকল বলবান্ বিশাল প্রাণী আছে, তাহাদের বিনাশের জন্য খড়্গ ও ধনুর্বাণ সঙ্গে লও। প্রণম্যগণকে প্রণাম করিয়া এবং বিঘ্নকারীদিগকে নিহত করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ার পর প্রতিনিবৃত্ত হও। তুমিই আমার যজ্ঞের সমাপ্তি করিতে সমর্থ। মহাত্মা সগর এইরূপ বলিলে পর দ্রুতগতি অংশুমান্ ধনু ও খড়্গ লইয়া গমন করিলেন। সগররাজার প্রেরণায় অগ্রসর হইয়া শক্তিমান্ পিতৃব্যগণ কর্তৃক নির্মিত ভূগর্ভস্থিত একটি পথ দেখিতে পাইলেন। ঐ পথে যাইতে যাইতে মহাতেজস্বী অংশুমান্ দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, পক্ষী ও উরগগণ কর্তৃক পূজ্যমান একটি দিগ্‌গজকে দেখিলেন।১-৭

হস্তীকে দেখিয়া অংশুমান্ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন অনন্তর পিতৃব্যগণের ও অশ্বাপহারীর সংবাদ জানিতে চাহিলেন। মহামতি দিগ্‌গজ অংশুমানের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—অসমঞ্জ-পুত্র! তুমি কৃতকার্য্য হইয়া অশ্বের সহিত শীঘ্রই প্রতি-নিবৃত্ত হইবে। ঐ হস্তীর বচন শ্রবণ করিয়া অংশুমান্ যথাক্রমে যথারীতি সকল দিগ্ হস্তীতেই জিজ্ঞাসা করিলেন। বাক্যনিপুণ পরচিত্তজ্ঞাতা দিক্‌পাল সকল হস্তীই বলিলেন, তুমি সম্মানিত হইয়া অশ্বের সহিত ফিরিয়া আসিবে।৮-১১

দিগ্‌হস্তীদিগের বচন শুনিয়া দ্রুতগামী অংশুমান্ যেখানে সগরপুত্র পিতৃব্যগণ ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় পিতৃব্যগণের নিধনবার্তা শুনিয়া অসমঞ্জপুত্র অংশুমান্ অতিশয় দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত আর্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া নরোত্তম অংশুমান্ অদূরে বিচরণরত যজ্ঞীয় অশ্বটিকেও দেখিতে পাইলেন।১২-১৪

অনন্তর অংশুমান্ সগর রাজার পুত্রগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলির দ্বারা তর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু

তৈশ্চ সর্বৈর্দিশাপালৈর্বাক্যজ্ঞৈর্বাক্যকোবিদৈঃ।
পূজিতঃ সহয়শ্চৈবাগস্ত্যাসীত্যভিচোদিতঃ ॥১১
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা জগাম লঘুবিক্রমঃ।
ভস্মরাশীকৃতা যত্র পিতরস্তস্য সাগরাঃ ॥১২
স দুঃখবশমাপন্নস্তমসাঞ্জততেজনা।
চুক্রোশ পরমার্তস্তু বধাত্তেষাং সুদুঃখিতঃ ॥১৩
যজ্ঞিয়ঞ্চ হয়ং তত্র চরন্তমবিদূরতঃ।
দদর্শ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখ-শোকসমন্বিতঃ ॥১৪
স তেষাং রাজপুত্রাণাং কর্তুকামো জলক্রিয়াম্।
স জলার্থী মহাতেজা ন চাপশ্যজ্জলাশয়ম্ ॥১৫
বিসার্য্য নিপুণাং দৃষ্টিং ততোঽপশ্যৎ খগাধিপম্।
পিতৃণাং মাতুলং রাম সুপর্ণমনিলোপমম্ ॥১৬
স চৈনমব্রবীদ্ বাক্যং বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র বধোঽয়ং লোকসম্মতঃ ॥১৭
কপিলেনাপ্রমেয়েণ দগ্ধা হ্যেতে মহাবলাঃ।
সলিলং নার্হসি প্রাজ্ঞ দাতুমেষাং হি লৌকিকম্ ॥১৮
গঙ্গা হিমবতো জ্যেষ্ঠা দুহিতা পুরুষর্ষভ।
তস্যাং কুরু মহাবাহো পিতৃণাং সলিলক্রিয়াম্ ॥১৯
ভস্মরাশীকৃতানেতান্ প্লাবয়েল্লোকপাবনী।
তয়া ক্লিন্নমিদং ভস্ম গঙ্গয়া লোককান্তয়া
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি স্বর্গলোকং গমিষ্যতি ॥২০
নিগচ্ছাশ্বং মহাভাগ সংগৃহ্য পুরুষর্ষভ।
যজ্ঞং পৈতামহং বীর নির্বর্তয়িতুমর্হসি ॥২১
সুপর্ণবচনং শ্রুত্বা সোঽংশুমানতিবীর্য্যবান্।
ত্বরিতং হয়মাদায় পুনরায়ান্মহাতপাঃ ॥২২
ততো রাজানমাসাদ্য দীক্ষিতং রঘুনন্দন।
ন্যবেদয়দ্ যথা বৃত্তং সুপর্ণবচনং তথা ॥২৩
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং বাক্যমংশুমতো নৃপঃ।
যজ্ঞং নির্বর্তয়ামাস যথাকল্পং যথাবিধি ॥২৪
স্বপুরং স্বগমচ্ছ্রীমান্নিষ্টযজ্ঞো মহীপতিঃ।
গঙ্গায়াশ্চাগমে রাজা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত ॥২৫
অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা কালেন মহতা মহান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪১

জল অন্বেষণ করিতে যাইয়া সেইস্থানে কোন জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। রাম! চতুর্দিকে নিপুণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তিনি গরুড়কে দেখিতে পাইলেন। এই পক্ষিরাজ বায়ুতুল্যবেগবান্ এবং পিতৃব্যগণের মাতুল। মহাবলবান্ বিনতানন্দন গরুড় অংশুমানের নিকট আসিয়া বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! তুমি পিতৃব্যগণের নিধনে শোক করিও না। সগরপুত্রগণের বিনাশ সকললোকের হিতকর হইয়াছে। অপরিমিতশক্তি-সম্পন্ন কপিলকর্তৃক মহাবলশালী রাজপুত্রগণ ভস্মীভূত হইয়াছে। বৎস! তুমি প্রাজ্ঞ, নিজপিতৃব্যগণকে তৃপ্ত করিতে সাধারণ জল দেওয়া তোমার উচিত হইবে না। নরশ্রেষ্ঠ! গঙ্গা হিমালয়পর্বতের জ্যেষ্ঠা কন্যা। মহাবীর! তুমি ঐ গঙ্গাতেই পিতৃব্যগণের তর্পণক্রিয়া সম্পন্ন কর। সর্বলোকপাবনী গঙ্গা যদি ভস্মীভূত রাজপুত্রগণকে প্লাবিত করেন, তাহা হইলে সকললোক-কাম্যা ঐ গঙ্গার দ্বারা তোমার পিতৃব্যগণের ভস্ম সিক্ত হইবে। বৎস! তাহার ফলে ষষ্টিসহস্র সগরপুত্র স্বর্গলোকে গমন করিবে।১৫-২০

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাভাগ্যবান্। তুমি অশ্বটিকে লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হও। বীর! পিতামহের যজ্ঞ সম্পন্ন করা তোমার কর্তব্য। অতিশয় বীর্য্যবান্ অংশুমান গরুড়ের বচন শুনিয়া অশ্বকে গ্রহণ করিলেন এবং সত্বর যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। রঘুনন্দন! অংশুমান্ ব্রতী সগরের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতৃব্যগণের সংবাদ ও গরুড়ের কথা নিবেদন করিলেন। মহারাজ সগর অংশুমানের নিকট ঐরূপ নিদারুণ বচন শুনিলেন, তারপর বিধিমত ক্রমানুসারে অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। মহীপতি সগর যজ্ঞশেষ করিয়া অযোধ্যা-পুরীতে গমন করিলেন, কিন্তু গঙ্গার আনয়নের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। বহুদিন যাবৎ চিন্তা করিয়াও কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া মহারাজ সগর ত্রিংশৎসহস্র (ত্রিশহাজার) বৎসর কাল রাজ্যপালন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।২১-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[গঙ্গায়ৈ অংশুমদ্-ভগীরথয়োস্তপশ্চরণম্, ব্রহ্মণা ভগীরথায় বরদানম্, গঙ্গায়া ধারণার্থং শঙ্করস্যাঙ্গীকারায় উপদেশঃ।]

কালধর্মং গতে রাম সগরে প্রকৃতীজনাঃ।
রাজানং নোচিরাদ্বব্রুরংশুমন্তং সুধার্মিকম্ ॥১
স রাজা সুমহানাসীদংশুমান্ রঘুনন্দন।
তস্য পুত্রো মহানাসীদ্দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ ॥২
তস্মৈ রাজ্যং সমাদিশ্য দিলীপে রঘুনন্দন।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥৩
দ্বাত্রিংশচ্ছতসাহস্রং বর্ষাণি সুমহাযশাঃ।
তপোবনগতো রাজা স্বর্গং লেভে তপোধনঃ ॥৪
দিলীপস্তু মহাতেজাঃ শ্রুত্বা পৈতামহং বধম্।
দুঃখোপহতয়া বুদ্ধ্যা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত ॥৫
কথং গঙ্গাবতরণং কথং তেষাং জলক্রিয়া।
তারয়েয়ং কথং চৈতানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥৬
তস্য চিন্তয়তো নিত্যং ধর্মেণ বিদিতাত্মনঃ।
পুত্রো ভগীরথো নাম জজ্ঞে পরমধার্মিকঃ ॥৭
দিলীপস্তু মহাতেজা যজ্ঞৈর্বহুভিরিষ্টবান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ ॥৮
অপত্যা নিশ্চয়ং রাজা তেষামুদ্ধরণং প্রতি।
ব্যাধিনা নরশার্দূল কালধর্মমুপেয়িবান্ ॥৯
ইন্দ্রলোকং গতো রাজা স্বার্জিতেনৈব কর্মণা।
রাজ্যে ভগীরথং পুত্রমভিষিচ্য নরর্ষভঃ ॥১০
ভগীরথস্তু রাজর্ষির্ধার্মিকো রঘুনন্দন।
অনপত্যো মহারাজঃ প্রজাকামঃ স চ প্রজাঃ ॥১১
মন্ত্রিষ্বাধায় তদ্রাজ্যং গঙ্গাবতরণে রতঃ।
তপো দীর্ঘং সমাতিষ্ঠদ্ গোকর্ণে রঘুনন্দন ॥১২

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

[গঙ্গা আনয়নের জন্য অংশুমান ও ভগীরথের তপস্যা, ব্রহ্মাকর্তৃক ভগীরথকে বরদান ও গঙ্গার পতনবেগ ধারণ করিবার জন্য মহাদেবের প্রতিশ্রুতিগ্রহণের উপদেশ।]

মহারাজ সগর কালধর্ম অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে পর প্রজাবর্গ অতিধার্মিক অংশুমান্‌কে রাজা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। রঘুনন্দন! সেই অংশুমান্ অতি-মহৎ রাজা ছিলেন। অংশুমানের পুত্র মহারাজা দিলীপও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রাঘব! অংশুমান্ দিলীপের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া হিমালয়ের সুরম্য শিখরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মহাকীর্তিমান্ তপস্বী অংশুমান্ তপোবনে বাস করিয়া দ্বাত্রিংশ (বত্রিশ) লক্ষবৎসর যাবৎ তপস্যা করিলেন এবং তারপর স্বর্গলোকে গমন করিলেন।১-৪

মহাতেজস্বী দিলীপ পিতামহগণের বিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখে অভিভূত হইলেন, কিন্তু বিহ্বলমনে কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। গঙ্গার অবতরণ কিরূপে হইবে? কিরূপেই বা পিতৃপুরুষগণের তর্পণ হইবে? কি উপায়ে ইঁহাদের উদ্ধারসাধন করিতে পারিব—এই চিন্তায় তিনি তন্ময় হইয়া পড়িলেন। এইভাবে সদা চিন্তাপরায়ণ পরমধার্মিক দিলীপের ভগীরথনামে একটি সর্বগুণান্বিত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মহাতেজা দিলীপ বহুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন এবং ত্রিংশৎসহস্র (ত্রিশহাজার) বৎসর রাজ্য-পালন করিয়াছিলেন।৫-৮

নরোত্তম রাম! রাজা দিলীপ নিজ পূর্বপুরুষ-গণের উদ্ধারের কোন উপায় করিতে না পারিয়া ব্যাধির আক্রমণে কালধর্ম অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ রাজা দিলীপ নিজপুত্র ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বোপার্জিত কর্মের দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।৯-১০

রঘুনন্দন! রাজর্ষি ভগীরথ পরমধার্মিক ছিলেন, কিন্তু সন্তানহীন হওয়ায় সন্তানকামনায় তিনি মন্ত্রীদিগের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন এবং গোকর্ণক্ষেত্রে যাইয়া পুত্রপ্রাপ্তি ও গঙ্গানয়নের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালানুষ্ঠেয় তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ঊর্ধ্ববাহু হইয়া পঞ্চাগ্নিমধ্যে থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেছিলেন,

ঊর্ধ্ববাহুঃ পঞ্চতপা মাসাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরে তপসি তিষ্ঠতঃ ॥১৩
অতীতানি মহাবাহো তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
সুপ্রীতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রভূণাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥১৪
ততঃ সুরগণৈঃ সার্ধমুপাগম্য পিতামহঃ।
ভগীরথং মহাত্মানং তপ্যমানমথাব্রবীৎ ॥১৫
ভগীরথ মহারাজ প্রীতস্তেঽহং জনাধিপ।
তপসা চ সুতপ্তেন বরং বরয় সুব্রত ॥১৬
তমুবাচ মহাতেজাঃ সর্বলোকপিতামহম্।
ভগীরথো মহাবাহুঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥১৭
যদি মে ভগবান্ প্রীতো যদ্যস্তি তপসঃ ফলম্।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে মম্ভঃ সলিলমাপ্নুয়ুঃ ॥১৮
গঙ্গায়াঃ সলিলক্লিন্নে ভস্মন্যেষাং মহাত্মনাম্।
স্বর্গং গচ্ছেয়ুরত্যন্তং সর্বে চ প্রপিতামহাঃ ॥১৯
দেব যাচে হ সন্তত্যৈ নাবসীদেৎ কুলঞ্চ নঃ।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেব এষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ ॥২০
উক্তবাক্যং তু রাজানং সর্বলোকপিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ শুভাং বাণীং মধুরাং মধুরাক্ষরাম্ ॥২১
মনোরথো মহানেষ ভগীরথ মহারথ।
এবং ভবতু ভদ্রং তে ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধন ॥২২
ইয়ং হৈমবতী জ্যেষ্ঠা গঙ্গা হিমবতঃ সুতা।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ হরস্তত্র নিযুজ্যতাম্ ॥২৩
গঙ্গায়াঃ পতনং রাজন্ পৃথিবী ন সহিষ্যতে।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্নান্যং পশ্যামি শূলিনঃ ॥২৪
তমেবমুক্ত্বা রাজানং গঙ্গাং চাভাষ্য লোককৃৎ।
জগাম ত্রিদিবং দেবৈঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্গণৈঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪২

ইন্দ্রিয়সংযম করিবার জন্য মাসান্তে একবার আহার করিতে থাকেন। এইভাবে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার সহস্রবৎসর অতিবাহিত হইল। অনন্তর লোকাধিপতি সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মা ভগীরথের তপস্যায় অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি অন্যান্য দেবতাগণের সহিত আসিয়া তপস্যারত মহাত্মা ভগীরথকে বলিলেন। ১১-১৫

মহারাজ ভগীরথ! তুমি সুব্রত ও জননায়ক। তোমার সুন্দরভাবে আচরিত তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার নিকট বরপ্রার্থনা কর। মহাতেজস্বী ভগীরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভগবান্ যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, যদি আমার তপস্যার ফল-সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সগরপুত্রেরা সকলে আমার নিকট হইতে তর্পণজলাঞ্জলি লাভ করুন।১৬-১৮

ঐ মহাত্মাদিগের ভস্ম গঙ্গার সলিলের দ্বারা প্লাবিত হইলে আমার ঐ সকল পিতামহ অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন। দেব! আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেছি—যেন আমার এই বংশ লুপ্ত না হয়। মহারাজ ভগীরথ এইরূপ বলিলে পর সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে মঙ্গলজনক সুমধুর স্নিগ্ধবাক্য বলিলেন—মহাবীর! ভগীরথ! তুমি ইক্ষ্বাকুবংশের বৃদ্ধিকারী। তোমার মহতী মনোবাসনা পূর্ণ হউক, তোমার মঙ্গল হউক। হিমালয়সমীপস্থিতা তদীয় জ্যেষ্ঠা-কন্যা গঙ্গা। মর্তলোকে এই গঙ্গাকে ধারণ করিবার জন্য মহাদেবকে নিয়োজিত কর। রাজন্! গঙ্গার পতনের বেগ সহ্য করিতে পৃথিবী সক্ষম হইবে না। মহাদেব ভিন্ন অন্যকেহ তাহা ধারণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিনা। মহারাজ ভগীরথকে এইরূপ বলিয়া এবং গঙ্গাকে রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিতে নির্দেশ দান করিয়া সকলদেবতার সহিত ব্রহ্মা স্বর্গে গমন করিলেন।১৯-২৫

মহর্ষিবাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ভগীরথতপস্তুষ্টেন শিবেন গঙ্গায়া ধারণম্, গঙ্গায়া অহঙ্কারখণ্ডনম্, ততো বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপণম্, গঙ্গায়াঃ সপ্তধারায়া বিবরণম্, জহ্নুসন্দেশঃ, ভগীরথস্য পূর্বপুরুষাণাং মুক্তিলাভশ্চ ।]

দেবদেবে গতে তস্মিন্ সোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রনিপীড়িতাম্ ।
কৃত্বা বসুমতীং রাম বৎসরং সমুপাসত ॥১

অথ সংবৎসরে পূর্ণে সর্বলোকনমস্কৃতঃ ।
উমাপতিঃ পশুপতী রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২

প্রীতস্তেঽহং নরশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্ ।
শিরসা ধারয়িষ্যামি শৈলরাজসুতামহম্ ॥৩

ততো হৈমবতী জ্যেষ্ঠা সর্বলোকনমস্কৃতা ।
তদা সাতিমহদ্রূপং কৃত্বা বেগঞ্চ দুঃসহম্ ॥৪

আকাশাদপতদ্ রাম শিবে শিবশিরস্যুত ।
অচিন্তয়চ্চ সা দেবী গঙ্গা পরমদুর্ধরা ।৫

বিশাম্যহং হি পাতালং স্রোতসা গৃহ্য শঙ্করম্ ।
তস্যাবলেপনং (ক) জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধস্তু ভগবান্ হরঃ ॥৬

তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিং চক্রে ত্রিনয়নস্তদা ।
সা তস্মিন্ পতিতা পুণ্যা পুণ্যে রুদ্রস্য মূর্ধনি ॥৭

হিমবৎপ্রতিমে রাম জটামণ্ডলগহ্বরে ।
সা কথঞ্চিন্ মহীং গন্তুং নাশক্নোদ্ যত্নমাস্থিতা ॥৮

নৈব সা নির্গমং লেভে জটামণ্ডলমধ্যতঃ ।
তত্রৈবাবভ্রমদ্দেবী সংবৎসরগণান্ বহূন্ ॥৯

তামপশ্যৎ পুনস্তত্র তপঃ পরমমাস্থিতঃ ।
স তেন তোষিতশ্চাদীদত্যন্তং রঘুনন্দন ॥১০

বিসসর্জ্জ ততো গঙ্গাং হরো বিন্দুসরঃ প্রতি ।
তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্ত স্রোতাংসি জজ্ঞিরে ॥১১

হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ ।
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ ॥১২

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট শিবকর্তৃক গঙ্গার পতনবেগ ধারণ, গঙ্গাদেবীর অহঙ্কার খণ্ডন, তাহাসহ বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপ, গঙ্গার সপ্ত ধারার বিবরণ, জহ্নুমুনির সংবাদ এবং ভগীরথের পূর্বপুরুষগণের মুক্তিলাভ ।]

রাম ! বরদান করিয়া ব্রহ্মা দেবলোকে গমন করিলে পর মহারাজ ভগীরথ পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া একবৎসর শিবের আরাধনা করিলেন। একবৎসর পূর্ণ হইলে সর্বজনবন্দিত উমাপতি মহাদেব ভগীরথকে বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। তোমার প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান অবশ্যই করিব। আমি হিমালয়-কন্যা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিব। অনন্তর হিমালয়-নন্দিনী সর্বলোক-বন্দিতা গঙ্গা বৃহদ্দেহ ধারণ করিলেন এবং দুঃসহ বেগবতী হইয়া শোভাময় শিবমস্তকে নিপতিত হইলেন। অতিবেগবতী হওয়ায় গঙ্গাকে ধারণ করা সহজ নয়। শিবমস্তকে নিপতিত হইবার সময় গঙ্গা ভাবিলেন—আমি প্রবল স্রোতের দ্বারা শঙ্করকে ভাসাইয়া লইয়া পাতালে প্রবেশ করিব। ভগবান্ হর গঙ্গার অহঙ্কারের কথা বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ত্রিলোচন গঙ্গাকে নিজজটামধ্যে গোপন করিয়া রাখিতে সঙ্কল্প করিলেন। লোকপাবনী গঙ্গা পবিত্রতম হিমালয়সদৃশ শিবমস্তকে নিপতিত হইয়া জটাজূটরূপ গহ্বরে তিরোহিতা হইলেন। যত্নবতী হইয়াও কোন প্রকারেই পৃথিবীতে যাইতে পারিলেন না ।১-৮

এমন কি জটামণ্ডলের প্রান্তভাগেও আসিতে পারিলেন না। শিবমস্তকে বহুবৎসর যাবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাকে শিবজটামধ্যে তিরোহিত দেখিয়া ভগীরথ পুনর্বার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। রঘুনন্দন ! ভগীরথ তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিলেন ।৯-১০

অনন্তর মহাদেব নিজমস্তক হইতে গঙ্গাকে বিন্দু সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। শিবকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঐ সময় গঙ্গার সপ্তধারা উৎপন্ন হইল। শুভকরী পবিত্রবারি হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনীনামে তিনটি ধারা পূর্বদিকে প্রবাহিত হইল। সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধুনামে তিনটি শুভকরী ধারা পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইল। গঙ্গার সপ্তমধারাটি ভগীরথের রথকে অনুসরণ করিল।

পাঠান্তরঃ—(ক) স্বকাবলেপনং—।

সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।
তিস্রশ্চৈতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীং তু দিশং শুভাঃ (ক) ॥১৩
সপ্তমী চাত্মগাত্তাসাং ভগীরথরথং তদা।
ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ ॥১৪
প্রায়াদগ্রে মহাতেজা গঙ্গা তং চাপ্যনুব্রজৎ।
গগনাচ্ছঙ্করশিরস্ততো ধরণিমাগতা ॥১৫
অসর্পত জলং তত্র তীব্রশব্দপুরস্কৃতম্।
মৎস্য-কচ্ছপসঙ্ঘৈশ্চ শিশুমারগণৈস্তথা ॥১৬
পতদ্ভিঃ পতিতৈশ্চৈব ব্যরোচত বসুন্ধরা।
ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বা যক্ষ-সিদ্ধ-গণাস্তথা ॥১৭
ব্যলোকয়ন্ত তে তত্র গগনাদ্ গাঙ্গতাং তদা।
বিমানৈর্নগরাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈস্তদা ॥১৮

পারিপ্লবগতাশ্চাপি দেবতাস্তত্র বিষ্ঠিতাঃ।
তদদ্ভুতমিবং লোকে গঙ্গাবতরণমুত্তমম্ ॥১৯
দিদৃক্ষবো দেবগণাঃ সমায়ুরমিতৌজসঃ।
সংপতদ্ভিঃ সুরগণৈস্তেষাং চাভরণৌজসা ॥২০
শতাদিত্যমিবাভাতি গগনং গততোয়দম্।
শিশুমারোরগগণৈ (খ) র্মীনৈরপি চ চঞ্চলৈঃ ॥২১
বিদ্যুদ্ভিরিব বিক্ষিপ্তৈরাকাশমভবত্তদা।
পাণ্ডুরৈঃ সলিলোৎপীড়ৈঃ ফেনরাশিভিঃ সহস্রধা ॥২২
শারদাভ্রৈরিবাকীর্ণং গগনং হংসসম্প্লুতৈঃ।
ক্বচিদ্ দ্রুততরং যাতি কুটিলং ক্বচিদায়তম্ ॥২৩
বিনতঃ ক্বচিদুন্নতং ক্বচিদ্ যাতি শনৈঃ শনৈঃ।
সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ ॥২৪

মহাতেজস্বী রাজর্ষি ভগীরথও দিব্যরথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, গঙ্গাও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবী প্রথমে আকাশ হইতে শিবের মস্তকে এবং সেখান হইতে পৃথিবীতে আগমন করিলেন।১১-১৫

সেই সময় গঙ্গার জল তুমুলশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল। গঙ্গার স্রোতে স্থিত মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার- (রামরের মত জলজন্তু বিশেষ) সমূহ ভূপতিত এবং পতনোদ্যত হওয়ায় পৃথিবী শোভান্বিত হইল। তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ নগরতুল্যবিমানে, অশ্বে কিংবা হস্তীতে আরোহণ করিয়া আকাশ হইতে ভূপতিতা গঙ্গাকে দেখিতে আসিলেন। দেবতাগণ নিজবাহনে স্থিত হইয়া অতি-সম্ভ্রমের সহিত পৃথিবীতে অতি অদ্ভুত গঙ্গাবতরণ দেখিতে লাগিলেন। অপরিমিততেজস্বী দেবগণ ঐ দৃশ্য দেখিবার জন্য আসিলে তাঁহাদের তেজে ও তদীয় অঙ্গাভরণের প্রভায় মেঘশূন্য আকাশ শতসূর্য্যোদয়ের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চঞ্চলস্বভাব শিশুমার, সর্প ও মৎস্যসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় মনে হইতেছিল—আকাশ যেন বিদ্যুতের দ্বারা শোভিত হইয়াছে। শুভ্রবর্ণ ফেনারাশিসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ায় বোধ হইতেছিল যেন হংসমালা-শোভিত শরৎকালীন মেঘে গগন ব্যাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার ধারা কোথাও অতিদ্রুতভাবে, কোথাও কুটিলভাবে, কোথাও বিস্তৃতভাবে, কোথাও সঙ্কীর্ণভাবে এবং কোথাও বা অতিধীরভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। আবার কোনস্থানে জলের দ্বারা জল ব্যাহত হইয়া বারংবার উপরদিকে উঠিতেছিল এবং ভূমিতে পতিত হইতেছিল। শঙ্করের মস্তক হইতে পতিত বারি পুনঃ পুনঃ ভূপতিত হইলে ঐ নির্মল নিষ্পাপ বারি শোভান্বিত হইল। সেই সময় ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ ও পৃথিবীবাসিগণ শিব-শিরোভ্রষ্ট বারিকে পবিত্র মনে করিয়া স্পর্শ করিলেন। যাহারা শাপগ্রস্ত হওয়ায় স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছিল, তাহারা গঙ্গাপ্রবাহে অবগাহন করিয়া পাপশূন্য হইল এবং ঐ বারিস্পর্শে নিষ্পাপ ও মঙ্গলভাজন হইয়া আকাশপথে নিজ নিজ লোকে গমন করিল। ঐ প্রভাবসম্পন্ন জলে অবগাহন করিয়া সকললোক অতিশয় আনন্দিত ও নিষ্পাপ হইল। রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া অগ্রে যাইতে লাগিলেন, গঙ্গা তাঁহাকে অনুগমন করিতে করিতে চলিলেন। রাম! দেবতা, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, সর্প ও অপ্সরা-

পাঠান্তরঃ—(ক)—প্রতীচীং তু শুভোদকাঃ।
(খ) শিশুমারোরগগণৈ—

মুহূর্ত্তমূর্ধ্বং গত্বা পপাত বসুধাং পুনঃ।
তস্করস্করিরোভ্রষ্টং ভ্রষ্টং ভূমিতলে পুনঃ ॥২৪
ব্যরোচত তদা তোয়ং নির্ম্মলং গতকল্মষম্।
তত্রর্ষিগণ-গন্ধর্বা বসুধাতলবাসিনঃ ॥২৬
ভবাঙ্গপতিতং তোয়ং পবিত্রমিতি সস্পৃশুঃ।
শাপাৎ প্রপতিতা যে চ গগনাদ্ বসুধাতলম্ ॥২৭
কৃত্বা তত্রাভিষেকং তে বভূবুর্গতকল্মষাঃ।
ধূতপাপাঃ পুনস্তেন তোয়েনাথ শুভাস্থিতাঃ ॥২৮
পুনরাকাশমাবিশ্য স্বাঁল্লোকান্ প্রতিপেদিরে।
মুমুদে মুদিতো লোকস্তেন তোয়েন ভাস্বতা ॥২৯
কৃতাভিষেকো গঙ্গায়াং বভূব গতকল্মষঃ।
ভগীরথো হি রাজর্ষিদিব্যং স্পন্দনমাস্থিতঃ ॥৩০
প্রয়াদগ্রে মহারাজস্ততঃ গঙ্গা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ ॥৩১
গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ।
সর্বাশ্চাপ্সরসো রাম ভগীরথরথানুগাঃ ॥৩২
গঙ্গামন্বগমন্ প্রীতাঃ সর্বে জলচরাশ্চ যে।
যতো ভগীরথো রাজা ততো গঙ্গা যশস্বিনী ॥৩৩
জগাম সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্বপাপপ্রণাশিনী।
ততো হি যজমানস্য জহ্নোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥৩৪
গঙ্গা সংপ্লাবয়ামাস যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ।
তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধো জহ্নুশ্চ রাঘব ॥৩৫
অপিবত্তু জলং সর্বং গঙ্গায়াঃ পরমাদ্ভুতম্।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়শ্চ সুবিস্মিতাঃ ॥৩৬
পূজয়ন্তি মহাত্মানং জহ্নুং পুরুষসত্তমম্।
গঙ্গা চাপি নমস্তি স্ম দুহিতৃত্বে মহাত্মনঃ ॥৩৭
ততস্তুষ্টো মহাতেজাঃ শ্রোত্রাভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ।
তস্মাজ্জহ্নুসুতা গঙ্গা প্রোচ্যতে জাহ্নবীতি চ ॥৩৮
জগাম চ পুনর্গঙ্গা ভাগীরথরথানুগা।
সাগরং চাপি সংপ্রাপ্তা সা সরিৎপ্রবরা তদা ॥৩৯
রসাতলমুপাগচ্ছৎ সিদ্ধ্যর্থং তস্য কর্ম্মণঃ।
ভগীরথেঽপি রাজর্ষির্গঙ্গামাদায় যত্নতঃ ॥৪০
পিতামহান্ ভস্মকৃতানপশ্যদ্ গতচেতনঃ।
অথ তদ্ভস্মনাং রাশিং গঙ্গাসলিলমুত্তমম্।
প্লাবয়ৎ পূতপাপ্মানঃ স্বর্গং প্রাপ্তা রঘূত্তম ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সকল ভগীরথের রথের পশ্চাদ্গামী হইয়া গঙ্গাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত জলজন্তুরাও ঐভাবে চলিতে লাগিল। রাজা ভগীরথ যে পথে যাইতেছিলেন, সর্বপাপনাশিনী যশস্বিনী নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাও সেই পথে যাইতে লাগিলেন। এইভাবে যাইতে যাইতে গঙ্গাদেবী যজ্ঞানুষ্ঠানরত অদ্ভুতকর্মা মহাত্মা জহ্নুর যজ্ঞস্থলকে প্লাবিত করিয়া দিলেন। রাঘব! জহ্নু গঙ্গার গর্বিতভাব বুঝিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গঙ্গার সমস্ত জল অদ্ভুতভাবে পান করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে দেবতা, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা জহ্নুর পূজা করিলেন এবং গঙ্গাকেও ঐ মহাত্মার কন্যা বলিয়া স্বীকার করিলেন।১৬-৩৭

অনন্তর মহাতেজস্বী শক্তিমান্ জহ্নু সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণপথে গঙ্গাকে নিষ্কাশিত করিলেন। সেইজন্য গঙ্গা 'জহ্নুসুতা' ও 'জাহ্নবী' নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তারপর পুনর্বার গঙ্গা ভগীরথের রথানুগতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা যাইতে যাইতে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর ভগীরথের পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য রসাতলে গমন করিলেন। রাজর্ষি ভগীরথ অতিযত্নের সহিত গঙ্গাকে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি নিজপূর্বপুরুষগণকে ভস্মীভূত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ! পরম পবিত্র গঙ্গাজল সগরপুত্রগণের ভস্মরাশিকে প্লাবিত করিল। তাহার ফলে তাঁহারা সকলে পাপমুক্ত হইলেন এবং স্বর্গে গমন করিলেন।৩৮-৪১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ব্রহ্মণা ভগীরথস্য প্রশংসনম্, তং প্রতি পিতৃণাং সলিলক্রিয়োপদেশঃ, গঙ্গামহিমবর্ণনঞ্চ।]

স গত্বা সাগরং রাজা গঙ্গয়ানুগতস্তদা।
প্রবিবেশ তলং ভূমের্যত্র তে ভস্মসাৎকৃতাঃ ॥১
ভস্মন্যথাপ্লুতে রাম গঙ্গায়াঃ সলিলেন বৈ।
সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২
তারিতা নরশার্দূল দিবং যাতাশ্চ দেববৎ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্য মহাত্মনঃ ॥৩
সাগরস্য জলং লোকে যাবৎ স্থাস্যতি পার্থিব।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে দিবি স্থাস্যন্তি দেববৎ ॥৪
ইয়ঞ্চ দুহিতা জ্যেষ্ঠা তব গঙ্গা ভবিষ্যতি।
ত্বৎকৃতেন চ নাম্নাপ লোকে স্থাস্যতি বিশ্রুতা ॥৫
গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিব্যা ভাগীরথীতি চ।
ত্রীন্ পথো ভাবয়ন্তাতি তস্মাৎ ত্রিপথগা স্মৃতা ॥৬
পিতামহানাং সর্বেষাং ত্বমত্র মনুজাধিপ।
কুরুষ্ব সলিলং রাজন্ প্রতিজ্ঞামপবর্জয় ॥৭
পূর্বকেণ হি তে রাজংস্তেনাতিযশসা তদা।
ধর্মিণাং প্রবরেণাথ নৈষ প্রাপ্তো মনোরথঃ ॥৮
তথৈবাংশুমতা বৎস লোকেঽপ্রতিমতেজসা।
গঙ্গাং প্রার্থয়তা নেতুং প্রতিজ্ঞা নাপবর্জিতা ॥৯
রাজর্ষিণা গুণবতা মহর্ষিসমতেজসা।
মনুষ্যতপসা চৈব ক্ষত্রধর্মস্থিতেন চ ॥১০
দিলীপেন মহাভাগ তব পিত্রাতিতেজসা।
পুনর্ন শকিতা নেতুং গঙ্গাং প্রার্থয়তানঘ ॥১১
সা ত্বয়া সমতিক্রান্তা প্রতিজ্ঞা পুরুষর্ষভ।
প্রাপ্তোঽসি পরমং লোকে যশঃ পরমসম্মতম্ ॥১২

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[ব্রহ্মাকর্তৃক ভগীরথের প্রশংসা, তাঁহার প্রতি পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিবার উপদেশ ও গঙ্গামহিমা বর্ণন।]

এইভাবে রাজা ভগীরথ গঙ্গা কর্তৃক অনুগত হইয়া যেখানে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই ভূমির তলদেশে প্রবেশ করিলেন। রাম! গঙ্গার বারির দ্বারা ঐ ভস্মরাশি প্লাবিত হইলে সর্বলোকপতি ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে। এখন তাহারা দেবতার মত স্বর্গে গমন করিল। রাজন্! সাগরের জল যতদিন পর্যন্ত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সমস্ত সগরপুত্রগণ দেবতার ন্যায় স্বর্গে বাস করিবে।১-৪

এখন এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হইলেন এবং তোমার নামযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবেন অর্থাৎ ভগীরথ কর্তৃক আনীত হওয়ায় "ভাগীরথী" নামে খ্যাত হইবেন। এই পুণ্যময়ী গঙ্গা ত্রিপথগামী ও ভাগীরথী-নাম প্রাপ্ত হইবেন। ইনি তিনটি পথ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন, সেইজন্য 'ত্রিপথগা' নামে পরিচিত হইবেন। নরাধিপ! তোমার পিতামহ-সকলের তর্পণক্রিয়া এই জলে সম্পন্ন কর। নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। রাজন্! অতিযশস্বী পরমধার্মিক তোমার পূর্বপুরুষ সগর নিজমনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বৎস! অপরিমিততেজস্বী অংশুমান্ গঙ্গাকে আনয়ন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। মহর্ষিতুল্য তেজস্বী সর্বগুণবান্ দিলীপ রাজর্ষি তোমার পিতা। তিনি আমার তুল্য তপস্বী, অতিতেজস্বী ও ক্ষত্রিয়ধর্মপালনরত হইয়াও গঙ্গানয়নের প্রতিজ্ঞা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। নরবর! মহাভাগ! তুমি গঙ্গানয়নের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। সেইজন্য সংসারে সর্বজনবাঞ্ছিত নির্মল যশ প্রাপ্ত হইলে। শত্রুনাশক! তুমি যেহেতু গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ করাইয়াছ, সেইহেতু তুমি দুর্লভ্য মহৎস্থান প্রাপ্ত হইবে। নরোত্তম! সর্বদা স্নানযোগ্য এই পুণ্য সলিলে নিজেকে প্লাবিত কর। পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি শুচি হইয়া পুণ্যফল লাভ কর। তুমি নিজ পিতামহগণের উদ্দেশ্যে সলিলক্রিয়া (তর্পণ) কর। তোমার মঙ্গল হউক। আমি নিজ স্থানে গমন করিতেছি। তুমিও স্নান-তর্পণ সম্পন্ন করিয়া নিজরাজ্যে

তচ্চ গঙ্গাবতরণং ত্বয়া কুতমরিন্দম।
অনেন চ ভবান্ প্রাপ্তো ধর্ম্মস্যায়তনং মহৎ ॥১৩
প্রাবয়স্ব স্বমাত্মানং নরোত্তম সলোচিতে।
সলিলে পুরুষশ্রেষ্ঠঃ শুচিঃ পুণ্যফলো ভব ॥১৪
পিতামহানাং সর্বেষাং কুরুষ্ব সলিলক্রিয়াম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি স্বং লোকং গম্যতাং নৃপ ॥১৫
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশঃ সর্বলোকপিতামহঃ।
যথাগতং তথাগচ্ছদ্দেবলোকং মহাযশাঃ ॥১৬
ভগীরথস্তু রাজর্ষিঃ কৃত্বা সলিলমুত্তমম্।
যথাক্রমং যথান্যায়ং সাগরাণাং মহাযশাঃ ॥১৭
কৃতোদকঃ শুচী রাজা স্বপুরং প্রবিবেশ হ।
সমৃদ্ধার্থো নরশ্রেষ্ঠঃ স্বরাজ্যং প্রশশাস হ ॥১৮
প্রমুমোদ চ লোকস্তু নৃপমাসাদ্য রাঘব।
নষ্টশোকঃ সমৃদ্ধার্থো বভূব বিগতজ্বরঃ ॥১৯
এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সন্ধ্যাকালোঽতিবর্ত্ততে ॥২০
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুত্র্যং স্বর্গ্যমথাপি চ।
যঃ শ্রাবয়তি বিপ্রেষু ক্ষত্রিয়েষিতরেষু চ ॥২১
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য প্রীয়ন্তে দৈবতানি চ।
ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং গঙ্গাবতরণং শুভম্ ॥২২
যঃ শৃণোতি চ কাকুৎস্থ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
সর্বে পাপাঃ প্রণশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্তিশ্চ বর্দ্ধতে ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪৪

গমন কর। মহাযশস্বী সর্বলোকপিতামহ দেবপতি ব্রহ্মা ভগীরথকে এইরূপ বলিয়া যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবেই দেবলোকে গমন করিলেন। কীর্তিমান্ রাজর্ষি ভগীরথও সগরতনয়গণের যথাক্রমে বিধিমত তর্পণক্রিয়া সমাপন করিলেন, অনন্তর অন্যান্য পরিচিত মৃতগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দান করত শুচিতা লাভ করিয়া নিজনগরে প্রবেশ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ রাম! ভগীরথ পূর্ণমনোরথ হইয়া নিজরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাঘব! প্রজাবর্গ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। তাহাদের শোক ও চিন্তা দূরীভূত হইল, এবং অভিলাষ পূর্ণ হইল। রাম! আমি তোমার নিকট গঙ্গার বৃত্তান্ত এইভাবে বিস্তৃত করিয়া বর্ণন করিলাম। তুমি মঙ্গলপ্রাপ্ত হও। তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়া যাইতেছে।১৫-২০

এই আখ্যানটি কীর্তিদানকারী, আয়ুর্বর্ধক, পুত্রপ্রদ ও স্বর্গদানসমর্থ। যে ব্যক্তি এই প্রশংসনীয় আখ্যানটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা অন্যান্য ব্যক্তিগণকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি পিতৃগণ ও দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি গঙ্গার অবতরণরূপ আয়ুষ্কর শুভ আখ্যান শ্রবণ করেন, কাকুৎস্থ! তিনি সকল অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হন, তাঁহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং তাহার আয়ু ও কীর্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।২১-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[স্ববংশবৃত্তান্তশ্রবণেন জাতবিস্ময়স্য রামস্য বিশালানগরীদর্শনম্, তদ্বিষয়কঃ প্রশ্নশ্চ ; বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্ । সুরাসুরৈঃ ক্ষীরসমুদ্রস্য মন্থনম্, রুদ্রস্য হলাহলপানম্, বিষ্ণোঃ কামঠরূপধারণম্ সমুদ্রমন্থনঞ্চ, ধন্বন্তরিঃ, অপ্সরসঃ, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, কৌস্তুভশ্চেত্যাদীনামুৎপত্তিঃ । দেবাসুরসংগ্রামঃ, ইন্দ্রস্য স্বর্গরাজ্যলাভঃ ।]

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥১

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া ।
গঙ্গাবতরণং পুণ্যং সাগরস্যাপি পূরণম্ ॥২

ক্ষণভূতেব নৌ রাত্রিঃ সংবৃত্তেয়ং পরন্তপ ।
ইমাং চিন্তয়তঃ সর্বাং নিখিলেন কথাং তব ॥৩

তস্য সা শর্বরী সর্বা মম সৌমিত্রিণা সহ ।
অগাম চিন্তয়ানস্য বিশ্বামিত্রকথাং শুভাম্ ॥৪

ততঃ প্রভাতে বিমলে বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ।
উবাচ রাঘবো বাক্যং কৃতাহ্নিকমরিন্দমঃ ॥৫

গতা ভগবতী রাত্রিঃ শ্রোতব্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
তরাম সরিতাং শ্রেষ্ঠাং পুণ্যাং ত্রিপথগাং নদীম্ ॥৬

নৌরেষা হি সুখাস্তীর্ণা ঋষীণাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
ভগবন্তমিহ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা ত্বরিতমাগতা ॥৭

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
সন্তারং কারয়ামাস সসিসঙ্ঘস্য কৌশিকঃ ॥৮

উত্তরং তীরমাসাদ্য সংপুজ্যর্ষিগণং ততঃ ।
গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাস্তে বিশালাং দদৃশুঃ পুরীম্ ॥৯

ততো মুনিবরস্তূর্ণং জগাম সহরাঘবঃ ।
বিশালাং নগরীং রম্যাং দিব্যাং স্বর্গোপমাং তদা ॥১০

অথ রামো মহাপ্রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্ ।
পপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিশালামতুলাং পুরীম্ ॥১১

কতমো রাজবংশোঽয়ং বিশালায়াং মহামুনে ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বং তে পরং কৌতূহলং হি মে ॥১২

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্য মুনিপুঙ্গবঃ ।
আখ্যাতুং তৎ সমারেভে বিশালায়াঃ পুরাতনম্ ॥১৩

শ্রূয়তাং রাম শক্রস্য কথাং কথয়তঃ শ্রুতাম্ ।
অস্মিন্ দেশে হি যদ্ বৃত্তং শৃণু তত্ত্বেন রাঘব ॥১৪

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

[স্বীয় বংশবৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন শ্রীরামচন্দ্রের বিশালানগরী দর্শন এবং সেই বিষয়ে প্রশ্ন, বিশ্বামিত্র কর্তৃক সেই প্রশ্নের উত্তর দান। সুরাসুরকর্তৃক ক্ষীর-সমুদ্র মন্থন, রুদ্রের বিষ পান, বিষ্ণুর কচ্ছপমূর্তি ধারণ ও সমুদ্রমন্থন, ধন্বন্তরি, অপ্সরাগণ, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও কৌস্তুভমণি প্রভৃতির উৎপত্তি। দেবাসুরের সংগ্রাম, ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যলাভ।]

বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি গঙ্গার পুণ্যময় অবতরণ ও তাহার দ্বারা সাগরের পূরণবৃত্তান্ত যাহা বলিলেন, তাহা অতিশয় অদ্ভুত। শত্রুনাশক! মুনিবর! আপনার এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে আমাদের এই রাত্রি ক্ষণকাল বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপ বলিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রবর্ণিত মঙ্গলময় বৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ; তাহাতেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। নির্মল প্রভাতকাল সমাগত হইলে তপোধন বিশ্বামিত্র আহ্নিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, পরে রাঘব তাঁহাকে বলিলেন,—শত্রুনাশক ! ঋষিশ্রেষ্ঠ ! সৎকথাযুক্তা পুণ্যময়ী রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। অতিশয় অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। একণে আমরা নদীশ্রেষ্ঠা পুণ্যময়ী ত্রিপথগা-গঙ্গার পরপারে যাই। ভগবন্! আপনি আসিয়াছেন—ইহা জানিতে পারিয়া পুণ্যকর্মা ঋষিগণের নৌকা অতিশীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে সুখকর আস্তরণ (শয্যা) আছে। সুতরাং নৌকায় আরোহণ করুন। মহাত্মা রাঘবের বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্র ঋষিগণের সহিত গঙ্গা পার হইলেন ।১-৮

তাঁহারা গঙ্গার উত্তরতীরে আসিয়া সেই স্থানে ঋষিগণের অভ্যর্চনা করিলেন। পরে গঙ্গাতটে উপবিষ্ট হইয়া বিশালা নগরীকে দেখিতে পাইলেন। তারপর বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণের সহিত রমণীয় স্বর্গতুল্য দিব্য-

পূর্বং কৃতযুগে রাম দিতেঃ পুত্রামহাবলাঃ।
অদিতেশ্চ মহাভাগা বীর্য্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ ॥১৫

ততস্তেষাং নরব্যাঘ্র বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনাম্।
অমরা বিজরাশ্চৈব কথং স্যামো নিরাময়াঃ ॥১৬

তেষাং চিন্তয়তাং তত্র বুদ্ধিরাসীদ্ বিপশ্চিতাম্।
ক্ষীরোদমথনং কৃত্বা রসং প্রাপ্স্যাম তত্র বৈ ॥১৭

ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্তুং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থ রমিতৌজসঃ ॥১৮

অথ বর্ষসহস্রেণ যোক্তৃদর্পশিরাংসি চ।
বমন্তোঽতিবিষং তত্র দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ ॥১৯

উৎপপাতাগ্নিসঙ্কাশং হালাহলমহাবিষম্।
তেন দগ্ধং জগৎ সর্বং সদেবাসুর-মানুষম্ ॥২০

অথ দেবা মহাদেবং শঙ্করং শরণার্থিনঃ।
জগ্মুঃ পশুপতিং রুদ্রং ত্রাহি ত্রাহীতি তুষ্টুবুঃ ॥২১

এবমুক্তস্ততো দেবৈর্দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ।
প্রাদুরাসীত্ততোঽত্রৈব শঙ্খ-চক্রধরো হরিঃ ॥২২

উবাচৈনং স্মিতং কৃত্বা রুদ্রং শূলধরং হরিঃ।
দৈবতৈর্মথ্যমানে তু যৎপূর্বং সমুপস্থিতম্ ॥২৩

তদ্ভবীয়ং সুরশ্রেষ্ঠ সুরাণামগ্রতো হি যৎ।
অগ্রপূজামিহ স্থিত্বা গৃহাণেদং বিষং প্রভো ॥২৪

ইত্যুক্ত্বা চ সুরশ্রেষ্ঠস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবতানাং ভয়ং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বাক্যং তু শার্ঙ্গিণঃ ॥২৫

হালাহলং বিষং ঘোরং সংজগ্রাহামৃতোপমম্।
দেবান্ বিসৃজ্য দেবেশো জগাম ভগবান্ হরঃ ॥২৬

নগরীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্রকে উত্তম বিশালা পুরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর! বিশালা নগরীতে সম্প্রতি কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করিতেছেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে। আপনার মঙ্গল হউক। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র রামের বাক্য শুনিয়া বিশালা-নগরীর পুরাতন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,—রাম! এই প্রদেশে পূর্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি ইন্দ্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। আমার নিকট তুমি সমস্তই শ্রবণ কর। রাম! পূর্বে সত্যযুগে দিতির মহাবলশালী পুত্রগণ ও অদিতির ভাগ্যবান্ বল ও ধর্মযুক্ত পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ! একদা মহাবুদ্ধিমান্ দিতি-পুত্র ও অদিতি-পুত্রগণের এইরূপ চিন্তা হইল— আমরা কিরূপে মৃত্যু, জরা ও রোগশূন্য হইব? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিজ্ঞ দৈত্য ও আদিত্যগণ স্থির করিলেন—ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করিয়া মৃত্যু-জরা-ব্যাধিনাশক রস লাভ করিব। এইভাবে সমুদ্রমন্থনের নিশ্চয় করিয়া অপরিমিততেজস্বী দৈত্য ও আদিত্যগণ বাসুকিনাগকে মন্থনরজ্জু ও মন্দরগিরিকে মন্থনদণ্ড করিয়া ক্ষীরোদসমুদ্রকে মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্রবৎসরকাল মন্থন চলিতে থাকায় মন্থন-রজ্জু বাসুকির মস্তকসমূহ তীব্রবিষ উদ্গিরণ করিতে লাগিল এবং দন্তের দ্বারা মন্দরপর্বতের শিলাতে দংশন করিতে লাগিল। তাহার ফলে হলাহলনামক অগ্নিসম মহাবিষ উত্থিত হইল। ঐ বিষের তেজে দেবতা, অসুর ও মানুষসহিত সমস্ত সংসার দগ্ধ হইতে আরম্ভ করিল। তখন দেবগণ শরণার্থী হইয়া সর্বমঙ্গলকারী মহাদেবের নিকট গমন করিলেন এবং 'ত্রাহি, ত্রাহি' অর্থাৎ 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' বলিয়া পশুপতি রুদ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া দেবদেবেশ্বর প্রভু মহাদেব সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এমন সময় শঙ্খ-চক্রধারী হরিও তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর হরি ঈষদ্‌হাস্য করিয়া শূলধারী রুদ্রকে বলিলেন,—দেবতা-কর্তৃক ক্ষীরসমুদ্র মথিত হওয়ার প্রথমে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনারই প্রাপ্য, যেহেতু আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য। সেইজন্য আপনি এইস্থানে অবস্থান করিয়া অগ্রপূজাস্বরূপ এই বিষ গ্রহণ করুন।১৯-২৪

এইরূপ বলিয়া দেবশ্রেষ্ঠ হরি সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহাদেব দেবতাগণের ভয় দেখিয়া ও শার্ঙ্গধারী বিষ্ণুর কথা শুনিয়া অমৃতের মত হলাহল-বিষকে গ্রহণ করিলেন। তারপর ভগবান্ হর দেবগণকে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।২৫-২৬

রঘুনন্দন! অনন্তর দেব ও অসুরগণ মিলিত হইয়া

ততো দেবাঃ সুরাঃ সর্বে মমন্থু রঘুনন্দন।
প্রবিবেশাথ পাতালং মন্থানঃ পর্বতোত্তমঃ ॥২৭
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্।
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং বিশেষেণ দিবৌকসাম্ ॥২৮
পালয়াস্মান্ মহাবাহো গিরিমুদ্ধর্তুমর্হসি।
ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ কামঠং রূপমাস্থিতঃ ॥২৯
পর্বতং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা শিশ্যে তত্রোদধৌ হরিঃ
পর্বতাগ্রং তু লোকাত্মা হস্তেনাক্রম্য কেশবঃ ॥৩০
দেবানাং মধ্যতঃ স্থিত্বা মমন্থ পুরুষোত্তমঃ।
অথ বর্ষসহস্রেণ আয়ুর্বেদময়ঃ পুমান্ ॥৩১
উদতিষ্ঠৎ সুধর্মাত্মা সদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ।
অথ ধন্বন্তরির্নাম (ক) অপ্সরাশ্চ সুবর্চসঃ ॥৩২
অপ্সু নির্মথনাদেব রসাত্তস্মাদ্ বরস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্ ॥৩৩
ষষ্টিঃ কোট্যোঽভবংস্তাসামপ্সরাণাং সুবর্চসাম্।
অসংখ্যেয়াস্তু কাকুৎস্থ যাস্তাসাং পরিচারিকাঃ ॥৩৪
ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্ণন্তি সর্বে তে দেব-দানবাঃ।
অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৫
বরুণস্য ততঃ কন্যা বারুণী রঘুনন্দন।
উৎপপাত মহাভাগা মার্গমাণা পরিগ্রহম্ ॥৩৬
দিতেঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহুর্বরুণাত্মজাম্।
অদিতেস্তু সুতা বীর জগৃহুস্তামনিন্দিতাম্ ॥৩৭
অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেনাদিতেঃ সুতাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ বারুণীগ্রহণাৎ সুরাঃ ॥৩৮
উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো মণিরত্নঞ্চ কৌস্তুভম্।
উদতিষ্ঠন্নরশ্রেষ্ঠ তথৈবামৃতমুত্তমম্ ॥৩৯
অথ তস্য কৃতে রাম মহানাসীৎ কুলক্ষয়ঃ।
অদিতেস্তু ততঃ পুত্রা দিতিপুত্রানযোধয়ন্ ॥৪০

ক্ষীরসাগরকে পুনর্বার মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মন্থনদণ্ড পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর পাতালে প্রবেশ করিল। তখন গন্ধর্বগণের সহিত দেবতাবৃন্দ মধুসূদনের স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,—প্রভো! আপনি সকল প্রাণীরই আশ্রয়, বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র আশ্রয়। মহাভুজ! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই মন্দরপর্বতকে উদ্ধার করুন। দেবতাগণের এইরূপ কাতরবাক্য শুনিয়া হৃষীকেশ বিষ্ণু এক অংশে কচ্ছপের রূপ ধারণ করিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে মন্দরগিরি ধারণ করিয়া সেই ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করিলেন। সর্বাত্মা কেশব স্বয়ং দেবগণের মধ্যে থাকিয়া নিজহস্ত দ্বারা পর্বতের অগ্রভাগ ধারণপূর্বক মন্থন করিতে লাগিলেন।২৭-৩০

পুরুষোত্তম হরি দেবতাগণের মধ্যে থাকিয়া মন্থন করিতেছেন—এইভাবে সহস্রবৎসর অতীত হইল। অনন্তর সেই সমুদ্র হইতে আয়ুর্বেদনিপুণ পরমধার্মিক ধন্বন্তরিনামক পুরুষ দণ্ড-কমণ্ডলুধারণপূর্বক উত্থিত হইলেন এবং উত্তমকান্তিমতী বহুরমণীও উত্থিত হইল। নরশ্রেষ্ঠ! ক্ষীররূপ অপ্ (জল) মন্থনের ফলে যে সারভূত রস উত্থিত হইয়াছিল, সেই রস হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ঐ রমণীগণ 'অপ্সরা' নামে পরিচিত হইল। ঐ সুন্দরী অপ্সরাদের সংখ্যা ষাট্ কোটি। কাকুৎস্থ! ঐ অপ্সরাদের পরিচারিকা অসংখ্য। দেবগণ ও দানবগণের কেহই উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, সেইজন্য উহারা সাধারণ স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইল। রঘুনন্দন! অনন্তর সমুদ্র হইতে সুরার অধিষ্ঠাত্রী বরুণকন্যা বারুণী গ্রহীতা পুরুষকে অন্বেষণ করিতে করিতে উত্থিত হইল।৩১-৩৬

দিতির পুত্রগণ অনিন্দিতা বরুণকন্যাকে গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু অদিতির পুত্রগণ তাহাকে গ্রহণ করিলেন। রাম! সুরাকে গ্রহণ না করায় দিতির পুত্রগণ অসুর ও সুরা-গ্রহণ করায় অদিতির পুত্রগণ সুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। সুরগণ বারুণীকে গ্রহণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও পুলকিত হইলেন।৩৭-৩৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবানামক শ্রেষ্ঠ অশ্ব, কৌস্তুভনামক শ্রেষ্ঠ মণি ও অবশেষে উত্তম অমৃত উত্থিত হইল। রাম! তারপর ঐ অমৃতের জন্য বংশধ্বংসকারী মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অদিতির পুত্রগণ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ

পাঠান্তর :—(ক) পূর্বং ধন্বন্তরির্নাম—।

একতামগমন্ সর্বে অসুরা রাক্ষসৈঃ সহ।
যুদ্ধমাসীন্মহাঘোরং বীর ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥৪১
যদা ক্ষয়ং গতং সর্বং তদা বিষ্ণুর্মহাবলঃ।
অমৃতং সোঽহরত্তূর্ণং মায়ামাস্থায় মোহিনীম্ ॥৪২
যে গতাভিমুখং বিষ্ণুমক্ষরং পুরুষোত্তমম্।
সংপিষ্টাস্তে তদা যুদ্ধে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥৪৩

রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইল। বীর! সর্বলোক-বিস্ময়কারী মহাঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যখন দেবতা ও অসুর উভয়পক্ষই দুর্বল হইয়া পড়িল, তখন মহাবলবান্ বিষ্ণু মোহিনী মায়া আশ্রয় করিয়া সত্বর অমৃত হরণ করিলেন। সেই সময় যাহারা অক্ষয় পুরুষোত্তম বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিয়াছিল, প্রভাবশালী বিষ্ণুকর্তৃক

অদিতেরাত্মজা বীরা দিতেঃ পুত্রান্ নিজঘ্নিরে।
অস্মিন্ ঘোরে মহাযুদ্ধে দৈতেয়াদিত্যযোর্ভৃশম্ ॥৪৪
নিহত্য দিতিপুত্রাংস্তু রাজ্যং প্রাপ্য পুরন্দরঃ।
শশাস মুদিতো লোকান্ সর্ষিসঙ্ঘান্ সচারণান্ ॥৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

তাহারা সকলে যুদ্ধে নিহত হইল। দৈত্য ও আদিত্য-গণের ঘোর মহাযুদ্ধে অদিতির পুত্রগণ দিতির পুত্রগণকে বহুল পরিমাণে নিহত করিলেন। তারপর ইন্দ্র দিতির পুত্রগণকে নিহত করিয়া স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং ঋষিগণ ও চারণগণ-সহিত সমস্তলোককে শাসন করিতে লাগিলেন।৩৯-৪৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পুত্রাণাং বধেন দুঃখিতায়া দিতেঃ কশ্যপসমীপে ইন্দ্রহন্তৃপুত্রপ্রার্থনা, পুত্রার্থিনীং দিতিং প্রতি তপশ্চরণায় কশ্যপস্যোপদেশঃ, কুশপ্লবস্থানে দিতেস্তপশ্চরণম্, তপোনিরতায়া দিতেঃ সেবায়ৈ ইন্দ্রস্যাত্মনিয়োগঃ, ইন্দ্রেণ দিতের্গর্ভস্য সপ্তধা ছেদনম্, দিতেঃ সমীপে ক্ষমাপ্রার্থনঞ্চ।]

হতেষু তেষু পুত্রেষু দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
মারীচং কশ্যপং নাম ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
হতপুত্রাস্মি ভগবংস্তব পুত্রৈর্মহাদ্যুতিঃ।
শক্রহন্তারমিচ্ছামি পুত্রং দীর্ঘতপোঽর্জিতম্ ॥২
সাহং তপশ্চরিষ্যামি গর্ভং মে দাতুমর্হসি।
ঈশ্বরং শক্রহন্তারং ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৩

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

[পুত্রগণের বধে দুঃখিতা দিতির কশ্যপসমীপে ইন্দ্রহন্তা পুত্র প্রার্থনা, কশ্যপকর্তৃক পুত্রার্থিনী দিতির প্রতি তপশ্চরণের উপদেশ, কুশপ্লবস্থানে তাহার তপস্যা, তপোনিরতা দিতির সেবা করিবার জন্য ইন্দ্রের আত্মনিয়োগ, ইন্দ্রকর্তৃক দিতির গর্ভের সপ্তধা ছেদন ও দিতির নিকট ইন্দ্রের ক্ষমাপ্রার্থনা।]

নিজপুত্রগণ নিহত হইলে পর দিতি অতিশয় দুঃখিত হইয়া মরীচপুত্র স্বীয়পতি কশ্যপকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার বলবান্ পুত্রগণ আমাকে পুত্রহীন করিয়াছে।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মারীচঃ কশ্যপস্তদা।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা দিতিং পরমদুঃখিতাম্ ॥৪
এবং ভবতু ভদ্রং তে শুচির্ভব তপোধনে।
জনয়িষ্যসি পুত্রং ত্বং শক্রহন্তারমাহবে ॥৫
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শুচির্যদি ভবিষ্যসি।
পুত্রং ত্রৈলোক্যহন্তারং মত্তস্ত্বং জনয়িষ্যসি ॥৬

আমি সুদীর্ঘ তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত ইন্দ্রহন্তা-পুত্র পাইতে ইচ্ছা করি। আমি তপস্যা আচরণ করিব, আপনি আমার গর্ভে ইন্দ্রহন্তা পুত্র উৎপাদন করুন। দিতির এইরূপ বচন শুনিয়া মরীচপুত্র তেজস্বী কশ্যপ অতি-দুঃখিতা দিতিকে বলিলেন,—তপস্যাকারিণি! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি পবিত্রভাবে অবস্থান কর। যুদ্ধে ইন্দ্রকে নাশ করিতে সমর্থ এইরূপ পুত্র প্রাপ্ত হইবে। সম্পূর্ণ সহস্রবর্ষকাল যদি পবিত্র হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে ত্রিলোকনাশ-সমর্থ পুত্র প্রাপ্ত হইবে। মহাতেজস্বী

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পাণিনা সংমমার্জ তান্।
তামালভ্য ততঃ স্বস্তি ইত্যুক্ত্বা তপসে যযৌ ॥৭
গতে তস্মিন্নরশ্রেষ্ঠ দিতিঃ পরমহর্ষিতা।
কুশপ্লবং সমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥৮
তপস্তস্যাং হি কুর্বত্যাং পরিচর্য্যাং চকার হ।
সহস্রাক্ষো নরশ্রেষ্ঠ পরয়া গুণসম্পদা ॥৯
অগ্নিং কুশান্ কাষ্ঠমপঃ ফলং মূলং তথৈব চ।
ন্যবেদয়ৎ সহস্রাক্ষো যচ্চান্যদপি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥১০
গাত্রসংবাহনৈশ্চৈব শ্রমাপনয়নৈস্তথা।
শক্রঃ সর্বেষু কালেষু দিতিং পরিচচার হ ॥১১
পূর্ণে বর্ষসহস্রে সা দশোনে রঘুনন্দন।
দিতিঃ পরমসংহৃষ্টা সহস্রাক্ষমথাব্রবীৎ ॥১২
তপশ্চরন্ত্যা বর্ষাণি দশ বীর্য্যবতাং বর।
অবশিষ্টানি ভদ্রং তে ভ্রাতরং দ্রক্ষ্যসে ততঃ ॥১৩
যমহং ত্বৎকৃতে পুত্র তমাধাস্যে জগোৎসুকম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং পুত্র সহ ভোক্ষ্যসি বিজ্বরঃ ॥১৪
যাচিতেন সুরশ্রেষ্ঠ পিত্রা তব মহাত্মনা।
বরো বর্ষসহস্রান্তে মম দত্তঃ সুতং প্রতি ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা চ দিতিস্তত্র প্রাপ্তে মধ্যং দিনেশ্বরে।
নিদ্রয়াপহৃতা দেবী পাদৌ কৃত্বাথ শীর্ষতঃ ॥১৬
দৃষ্ট্বা তামশুচিং শক্রঃ পাদয়োঃ কৃতমূর্দ্ধজাম্।
শিরঃস্থানে কৃতৌ পাদৌ জহাস চ মুমোদ চ ॥১৭
তস্যাঃ শরীরবিবরং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ।
গর্ভঞ্চ সপ্তধা রাম চিচ্ছেদ পরমাস্ত্রবান্ ॥১৮

কশ্যপ দিতিকে এইরূপ বলিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার অঙ্গমার্জ্জন করিলেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক। তারপর কশ্যপ তপস্যা করিতে গমন করিলেন।১-৭

নরশ্রেষ্ঠ! রাম! কশ্যপ প্রস্থান করিলে পর দিতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া কুশপ্লবনামক স্থানে গমন করত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।৮

নরবর! দিতির তপস্যাকালে সহস্রনেত্র ইন্দ্র আসিয়া অতীব যত্ন ও বিনয়-সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র দিতির অভিলাষমত অগ্নি, কুশ, কাষ্ঠ, জল, ফল, মূল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যায় শ্রান্ত হইলে শ্রম দূর করিবার জন্য ইন্দ্র ব্যজনাদির দ্বারা সেবা ও গাত্রসংবাহনও করিয়া দিতেন। এইরূপে সর্বদা সেবারত হইয়া ইন্দ্র দিতির পরিচর্য্যা করিতে উদ্যুক্ত রহিলেন। এইভাবে একসহস্রবৎসর পূর্ণ হইতে দশবৎসরকালমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে একদিন দিতি সহস্রলোচন ইন্দ্রকে বলিলেন,—বীরশ্রেষ্ঠ! আমার তপস্যার নিয়মিত সময় পূর্ণ হইতে মাত্র দশবৎসর অবশিষ্ট আছে। এই দশবৎসর অতীত হইলে তুমি ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। বৎস! আমি তোমাকে নিরত করিবার জন্য পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, দেবরাজ! তোমার মহাত্মা পিতা আমাকে বরদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—তপস্যার দ্বারা সহস্রবৎসর অতীত হইলে ঐরূপ পুত্র হইবে। কিন্তু বৎস! আমি ঐ পুত্রকে তোমার বিজয়াভিলাষী করিয়া দিব। তুমি ঐ ভ্রাতার সাহায্যে ত্রিলোক জয় করিয়া নিশ্চিন্তভাবে সুখভোগ করিতে পারিবে।৯-১৫

দিতি ইন্দ্রকে এইরূপ বলিলেন। অনন্তর মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে সন্ধ্যার মস্তক রাখিবার স্থানে পদদ্বয় এবং পদদ্বয় রাখিবার স্থানে মস্তক রাখিয়া বিপরীত ভাবে নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। ব্রতপালনাবস্থায় দিবানিদ্রা এবং পাদস্থানে মস্তক ও মস্তকস্থানে পাদস্থাপন করায় দিতিকে অশুচি দেখিয়া ইন্দ্র হাসিলেন এবং আনন্দিত হইলেন। তারপর পুরন্দর (ইন্দ্র) দিতির শরীর-ছিদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং সাবধান হইয়া দিতির গর্ভকে সাতভাগে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন।১৬-১৭

রাম! শতপর্ব-বজ্র দ্বারা খণ্ডিত হইয়া গর্ভস্থ শিশু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে দিতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু ইন্দ্র গর্ভস্থ শিশুকে বারংবার বলিতে লাগিলেন—কাঁদিও না। মহাতেজস্বী ইন্দ্র এইরূপ বলিয়া ক্রন্দনকারী শিশুকে পুনর্বার খণ্ডিত করিতে

ভিদ্যমানস্ততো গর্ভো বজ্রেণ শতপর্বণা।
রুরোদ সুস্বরং রাম ততো দিতিরবুধ্যত ॥১৯
মা রুদো মা রুদশ্চেতি গর্ভং শক্রোঽভ্যভাষত।
বিভেদ চ মহাতেজা রুদন্তমপি বাসবঃ ॥২০
ন হন্তব্যং ন হন্তব্যমিত্যেব দিতিরব্রবীৎ।
নিষ্পপাত ততঃ শক্রো মাতুর্বচনগৌরবাৎ ॥২১

প্রাঞ্জলির্বজ্রসহিতো দিতিং শক্রোঽভ্যভাষত।
অশুচির্দেবি সুপ্তাসি পাদয়োঃ কৃতমূর্ধজা ॥২২
তদন্তরমহং লব্ধ্বা শক্রহন্তারমাহবে।
অভিন্দং সপ্তধা দেবি তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

লাগিলেন। তখন দিতি বলিলেন,—মারিয়া ফেলিও না, মারিয়া ফেলিও না। এই কথা শুনিয়া মাতৃবাক্যের গৌরব-রক্ষার জন্য ইন্দ্র দিতির গর্ভ হইতে নির্গত হইলেন।১৯-২১

অনন্তর বজ্রধারী ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি! আপনি পাদপ্রাপনের স্থানে মস্তক রাখিয়া অশুচি অবস্থায় নিদ্রিতা হইলেন, আমি এই সুযোগে যুদ্ধে ইন্দ্রনিধনকারী ভাবী শত্রুকে সাতভাগে ছিন্ন করিয়াছি। দেবি! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।২২-২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

দিত্যা সপ্তধা-বিভক্ত স্বপুত্রাণাং 'মারুত' ইতি নামকরণম্, যথাযথস্থানে তেষাং নিয়োগঃ, বিশালানগরী নৃপাণাং বর্ণনঞ্চ।

সপ্তধা তু কৃতে গর্ভে দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
সহস্রাক্ষং দুরাধর্ষং বাক্যং সান্ত্বনমব্রবীৎ ॥১
মমাপরাধাদ্ গর্ভোঽয়ং সপ্তধা শকলীকৃতঃ।
নাপরাধো হি দেবেশ তবাত্র বলসূদন ॥২
বাতস্কন্ধা ইমে সপ্ত চরন্তু দিবি পুত্রক।
মরুতাং সপ্ত সপ্তানাং স্থানপালা ভবন্তু তে ॥৩
প্রিয়ং ত্বৎকৃতমিচ্ছামি মম গর্ভবিপর্যয়ে।
মারুতা ইতি বিখ্যাতা দিব্যরূপা মমাত্মজাঃ ॥৪

ব্রহ্মলোকং চরত্বেক ইন্দ্রলোকং তথাপরঃ।
দিব্যবায়ুরিতি খ্যাতস্তৃতীয়োঽপি মহাযশাঃ ॥৫
চত্বারস্তু সুরশ্রেষ্ঠ দিশো বৈ তব শাসনাৎ।
সঞ্চরিষ্যন্তি ভদ্রং তে কালেন হি মমাত্মজাঃ ॥৬
ত্বৎকৃতেনৈব নাম্না বৈ মারুতা ইতি বিশ্রুতাঃ।
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥৭

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[সপ্তধা বিভক্ত স্বীয় পুত্রগণের দিতিকর্তৃক 'মারুত' এই নামকরণ এবং যথাযথস্থানে তাহাদের নিয়োগ। বিশালানগরীর নৃপগণের বর্ণন।]

ইন্দ্রকর্তৃক দিতির গর্ভ সপ্তধা ছিন্ন হইলে দিতি অতি দুঃখিত হইয়া অপরাজেয় সহস্রাক্ষকে বিনয়নম্রভাবে বলিলেন,—দেবরাজ! বলসূদন! আমার অপরাধের জন্যই এই গর্ভ সাতভাগে ছিন্ন হইয়াছে। তোমার কোন অপরাধ নাই। গর্ভের বিপর্যয় হইলেও যাহাতে তোমার ও আমার প্রিয় হয়, তাহা করিতে ইচ্ছা করি। আমার এই সাতটি পুত্র সাতটি বায়ুলোকের রক্ষাকারী হউক। পুত্র! দিব্যরূপী আমার পুত্রগণ মারুতনামে বিখ্যাত হইয়া বাতস্কন্ধনামে সপ্তধা বিভক্ত আকাশে বিচরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একজন ব্রহ্মলোকে, অন্য জন ইন্দ্রলোকে, অপরজন দিব্যবায়ুনামে খ্যাত হইয়া আকাশে এবং অবশিষ্ট চারিজনও তোমার শাসনানুসারে চারিদিকে বিচরণ করুক। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি "মা রুদঃ" এই কথা বলিয়াছিলে। এইজন্য তোমার কৃত 'মারুত' নামে ইহারা পরিচিত হইবে। দিতির এইরূপ বচন শুনিয়া বলাসুরের নিহন্তা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনার পুত্রগণ দিব্যরূপী হইয়া বিচরণ করিবে। আপনার মঙ্গল হউক। রাম!

উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যমিতীদং বলসূদনঃ।
সর্বমেতদ্ যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮
বিচরিষ্যন্তি ভদ্রং তে দেবরূপাস্তবাস্মজাঃ।
এবং তৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা মাতাপুত্রৌ তপোবনে ॥৯
অগ্রতুস্ত্রিদিবং রাম কৃতার্থাবিতি নঃ শ্রুতম্।
এষ দেশঃ স কাকুৎস্থ মহেন্দ্রাধ্যুষিতঃ পুরা ॥১০
দিতিং যত্র তপঃসিদ্ধামেবং পরিচচার সঃ।
ইক্ষ্বাকোস্তু নরব্যাঘ্র পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥১১
অলম্বুষায়ামুৎপন্নো বিশাল ইতি বিশ্রুতঃ।
তেন চাসীদিহ স্থানে বিশালেতি পুরী কৃতা ॥১২
বিশালস্য সুতো রাম হেমচন্দ্রো মহাবলঃ।
সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রাদনন্তরঃ ॥১৩
সুচন্দ্রতনয়ো রাম ধূম্রাশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ।
ধূম্রাশ্বতনয়শ্চাপি সৃঞ্জয়ঃ সমপদ্যত ॥১৪
সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
কুশাশ্বঃ সহদেবস্য পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥১৫
কুশাশ্বস্য মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ প্রতাপবান্।
সোমদত্তস্য পুত্রস্তু কাকুৎস্থ ইতি বিশ্রুতঃ ॥১৬
তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ সংপ্রত্যেব পুরীমিমাম্।
আবসৎ পরমপ্রখ্যঃ সুমতির্নাম দুর্জয়ঃ ॥১৭
ইক্ষ্বাকোস্তু প্রসাদেন সর্বে বৈশালিকা নৃপাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ ॥১৮
ইহাদ্য রজনীমেকাং সুখং স্বপ্স্যামহে বয়ম্।
শ্বঃ প্রভাতে নরশ্রেষ্ঠ জনকং দ্রষ্টুমর্হসি ॥১৯
সুমতিস্তু মহাতেজা বিশ্বামিত্রমুপাগতম্।
শ্রুত্বা নরবরশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুদ্গচ্ছন্মহাযশাঃ ॥২০
পূজাঞ্চ পরমাং কৃত্বা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
প্রাঞ্জলিঃ কুশলং পৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥২১
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে বিষয়ং মুনে।
সংপ্রাপ্তো দর্শনং চৈব নাস্তি ধন্যতরো মম ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বিধাতা দিতি ও পুত্র ইন্দ্র উভয়ে তপোবনে এইরূপ নিশ্চয় করত কৃতার্থ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। আমি এইরূপ কথা পূর্বে শুনিয়াছি। কাকুৎস্থ! যে স্থানে বাস করিয়া মহেন্দ্র পূর্বকালে তপস্যাকারিণী দিতির সেবা করিয়াছিলেন, এইটি সেই স্থান। নরশ্রেষ্ঠ! ইক্ষ্বাকু-নরপতির অলম্বুষানাম্নী পত্নীর গর্ভে পরমধার্মিক বিশাল-নামক পুত্র হইয়াছিল। ঐ বিশাল এইস্থানে বিশালা-নামে একটি নগরী স্থাপন করেন।১-১২

রাম! বিশালের পুত্র মহাবলশালী হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পর তাহার পুত্র সুচন্দ্রনামে খ্যাত হন। সুচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাশ্বনামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সৃঞ্জয় নামে ধূম্রাশ্বের পুত্র উৎপন্ন হয়। সৃঞ্জয়ের পুত্র প্রতাপ-সম্পন্ন সহদেব। সহদেবের পুত্র কুশাশ্ব পরমধার্মিক। কুশাশ্বের পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপশালী সোমদত্ত। সোমদত্তের পুত্র কাকুৎস্থনামে খ্যাত। ঐ কাকুৎস্থের পুত্র মহাতেজস্বী দেবতুল্য দুর্জয় সুমতি বর্তমানে এই পুরীতে বাস করিতেছেন। ইক্ষ্বাকুনৃপতির প্রসাদে বিশালার সকল রাজাই দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, বলবান্ ও পরম-ধার্মিক।১৩-১৮

যাহাই হউক! রাম! অদ্য আমরা এই স্থানে এই রাত্রি সুখেই অতিবাহিত করিব। নরশ্রেষ্ঠ! আগামী কল্য প্রভাতে জনকরাজাকে দেখিতে পাইবে। এমন সময় মহাতেজস্বী মহাযশস্বী নৃপতিশ্রেষ্ঠ সুমতি বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। উপাধ্যায়গণ ও বন্ধুগণের সহিত বিশেষভাবে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন,—মুনিবর! আমি ধন্য হইলাম, আমার রাজ্যে আপনার আগমনে অনুগৃহীত হইলাম। আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম। ইহাতে মনে হইতেছে—আমা অপেক্ষা ধন্যতর কেহ নাই।১৯-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রসমীপে বিশালাধিপতিসুমতেঃ প্রশ্নঃ, বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, মিথিলায়ামুপবনমেকং দৃষ্ট্বা রামচন্দ্রস্য প্রশ্নঃ, তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানপ্রসঙ্গেন বিশ্বামিত্রস্য অহল্যোপাখ্যানবর্ণনম্ ।]

পৃষ্টা তু কুশলং তত্র পরস্পরসমাগমে ।
কথান্তে সুমতির্বাক্যং ব্যাজহার মহামুনিম্ ॥১

ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ ।
গজসিংহগতী বীরৌ শার্দূলবৃষভোপমৌ ॥২

পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গ-তূণ-ধনুর্ধরৌ ।
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ ॥৩

যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে ॥৪

ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্র-সূর্য্যাবিবাম্বরম্ ।
পরস্পরেণ সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিত-চেষ্টিতৈঃ ॥৫

কিমর্থঞ্চ নরশ্রেষ্ঠৌ সংপ্রাপ্তৌ দুর্গমে পথি ।
বরায়ুধধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৬

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা যথাবৃত্তং সুরেশ্বরঃ ॥ ।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমবিস্মিতঃ ॥৭

অতিথী পরমং প্রাপ্তৌ পুত্রৌ দশরথস্য তৌ ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ সৎকারার্হৌ মহাবলৌ ॥৮

ততঃ পরমসৎকারং সুমতেঃ প্রাপ্য রাঘবৌ ।
উষ্য তত্র নিশামেকাং জগ্মতুর্মিথিলাং ততঃ ॥৯

তাং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে জনকস্য পুরীং শুভাম্ ।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[বিশ্বামিত্রের নিকট বিশালাধিপতি সুমতির প্রশ্ন এবং বিশ্বামিত্রকর্তৃক তৎপ্রশ্নের উত্তর দান। মিথিলায় এক উপবন দেখিয়া শ্রীরামের প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে বিশ্বামিত্রকর্তৃক অহল্যার উপাখ্যান বর্ণন।]

সুমতি ও বিশ্বামিত্র পরস্পর মিলিত হইলে সুমতি মুনিবরের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর কথাবসরে তাঁহাকে বলিলেন,—মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। এই রাজপুত্রদ্বয় দেবতুল্যপরাক্রমশালী, হস্তী ও সিংহের ন্যায় বীর ও অপ্রতিহতগতি, শৌর্য্যে ব্যাঘ্র ও বৃষভতুল্য এবং মহাবীর। ইঁহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। খড়্গ, তূণ ও ধনুর্ধারণকারী এই কুমারদ্বয় নবযৌবনে পদার্পণ করিয়া রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সদৃশ হইয়াছেন। মনে হয়, যেন স্বর্গলোক হইতে দুইটি দেবতা স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ইঁহারা পদব্রজে আসিয়াছেন কেন? কেনই বা এখানে আসিয়াছেন? ইঁহারা কাহার তনয়? চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন আকাশকে শোভিত করেন, তেমনই ইঁহারা এই স্থানকে শোভিত করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ে আকৃতি, ইঙ্গিত ও আচরণে পরস্পরের সদৃশ। এই দুই নরশ্রেষ্ঠ ও বীরশ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণ করত এই দুর্গম পথে কেন আসিয়াছেন, তাহা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।১-৬

সুমতির এইরূপ বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের আনুপূর্বিক সকল কথা বলিলেন। বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া রাজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর মহাবলশালী সৎকারযোগ্য দশরথপুত্রদ্বয় বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি বিধিপূর্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সুমতির নিকট সমুচিত সৎকার লাভ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ একরাত্রি সেইস্থানে বাস করিলেন, পরদিন মিথিলাভিমুখে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্রসঙ্গী মুনিগণ জনকের মঙ্গলময়ী নগরীকে দর্শন করিয়া 'সাধু' 'সাধু' শব্দ উচ্চারণপূর্বক মিথিলার প্রশংসা করিলেন। রঘুনন্দন রাম মিথিলার উপবনে পুরাতন নির্জন মনোরম একটি আশ্রম দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই স্থানটি একটি আশ্রমের মত মনে হইতেছে, অথচ এই স্থানে মুনিগণ

---

* কোন কোন গ্রন্থে ৭ নং শ্লোকার্ধের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধটি দেখা যায় ;—

'দিব্যাস্ত্রসংনিবাসঞ্চ রাক্ষসানাং বধং তথা'।

সাধু সাধ্বিতি শংসন্তো মিথিলাং সমপূজয়ন্ ॥১০
মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং দৃশ্য রাঘবঃ।
পুরাণং নির্জনং রম্যং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্ ॥১১
ইদমাশ্রমসঙ্কাশং কিং নাদ্য মুনিবর্জিতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ কস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ ॥১২
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥১৩
হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন রাঘব।
যস্যৈতদাশ্রমপদং শপ্তং কোপান্মহাত্মনঃ ॥১৪
গৌতমস্য নরশ্রেষ্ঠ পূর্বমাসীন্মহাত্মনঃ।
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ ॥১৫
স চাত্র তপ অতিষ্ঠদহল্যাসহিতঃ পুরা।
বর্ষপূগাণ্যনেকানি রাজপুত্র মহাযশঃ ॥১৬
তস্যান্তরং বিদিত্বা চ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
মুনিবেষধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ ॥১৭
ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে।
সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে ॥১৮
মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ ॥১৯
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥২০
আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাৎ।
ইন্দ্রস্তু প্রহসন্ বাক্যমহল্যামিদমব্রবীৎ ॥২১
সুশ্রোণি পরিতুষ্টোঽস্মি গমিষ্যামি যথাগতম্।
এবং সঙ্গম্য তু তদা নিশ্চক্রামোটজাত্ততঃ ॥২২
স সম্ভ্রমাত্ত্বরন্ রাম শঙ্কিতো গৌতমং প্রতি।
গৌতমং সন্দদর্শাথ প্রবিশন্তং মহামুনিম্ ॥২৩
দেব-দানবদুর্ধর্ষং তপোবলসমন্বিতম্।
তীর্থোদকপরিক্লিন্নং দীপ্যমানমিবানলম্ ॥২৪

থাকেন বা কেন? পূর্বে এই আশ্রম কাহার ছিল, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। রাঘবের এইরূপ বচন শুনিয়া বাগ্মী মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাঘব! যে মহাত্মার ক্রোধবশতঃ এই আশ্রম অভিশপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সকল কথা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর।১৭-১৪

নরোত্তম! স্বর্গাশ্রমতুল্য দেবগণপূজিত এই আশ্রম পূর্বে মহাত্মা গৌতমের বাসস্থান ছিল। তিনি নিজ-পত্নী অহল্যার সহিত এই আশ্রমে বহুবৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া শচীপতি ইন্দ্র গৌতমের অনুরূপ বেশ ধারণপূর্বক অহল্যার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—তপস্বিনি! রমণার্থীরা ঋতুকালের প্রতীক্ষা করিতে পারে না। কীদৃশকটি সুন্দরি! আমি এখনই তোমার সহিত সঙ্গম করিতে ইচ্ছা করি। রঘুনন্দন! দুর্বুদ্ধি অহল্যা মুনিবেশধারীকে ইন্দ্র বলিয়া জানিয়াও দেবরাজের সহিত রতিক্রীড়ায় কৌতূহলবশতঃ ঐ কর্মে সম্মতি দিলেন। অনন্তর প্রহৃষ্টমনে দেবরাজকে বলিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ! আমি কৃতার্থা হইয়াছি। এখন তুমি অতি শীঘ্র এই স্থান হইতে পলায়ন কর।১৫-২০

দেবরাজ! তুমি গৌতম হইতে নিজেকে ও আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর। তখন ইন্দ্র হাসিতে হাসিতে অহল্যাকে বলিলেন,—নিতম্বিনি! আমি অতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। যেমন আসিয়াছি, তেমনই চলিয়া যাইতেছি। এইরূপ বলিয়া অহল্যার সহিত সঙ্গমপূর্বক কুটির হইতে নির্গত হইলেন। রাম! গৌতমের আগমনের আশঙ্কা করিয়া সভয়ে সত্বর বহির্গত হইবার সময় ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে, মহামুনি গৌতম আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন। দেব-দানবকর্তৃক অপরাজেয় তপোবলযুক্ত প্রজ্বলিতবহ্নিতুল্য গৌতমকে তীর্থজলস্নাতশরীরে কুশ ও সমিধ্-গ্রহণপূর্বক আসিতে দেখিয়া দেবরাজ অতীব ভীত হইলেন এবং তাঁহার মুখ বিবাদে ছাইয়া গেল।২১-২৫

তারপর সদালাপরত গৌতম অসদাচারী ইন্দ্রকে

গৃহীতসমিধং তত্র সকুশং মুনিপুঙ্গবম্।
দৃষ্ট্বা সুরপতিস্ত্রস্তো বিষণ্ণবদনোঽভবৎ ॥২৫
অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মুনিবেষধরং মুনিঃ।
দুর্বৃত্তং বৃত্তসম্পন্নো রোষাদ্ বচনমব্রবীৎ ॥২৬
মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্মতে।
অকর্তব্যমিদং যস্মাদ্ বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥২৭
গৌতমেনৈবমুক্তস্য সরোষেণ মহাত্মনা।
পেততুর্বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ ॥২৮
তথা শপ্ত্বা চ বৈ শক্রং ভার্য্যামপি চ শপ্তবান্:
ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি ॥২৯
বায়ুভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি ॥৩০
যদা হ্যেতদ্ বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি ॥৩১
তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে লোভ-মোহবিবর্জিতা।
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি ॥৩২
এবমুক্ত্বা মহাতেজা গৌতমো দুষ্টচারিণীম্।
ইমমাশ্রমমুৎসৃজ্য সিদ্ধ-চারণসেবিতে ॥৩৩
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

মুনিবেশধারী দেবিয়া অতিক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,—দুষ্ট! তুই আমার বেশ ধারণ করিয়া এইরূপ অকর্তব্য কর্ম করিয়াছিস, এইজন্য তুই অণ্ডকোষহীন হইবি। অতি-রোষবশতঃ মহাত্মা গৌতম এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের অণ্ডদ্বয় ভূতলে পতিত হইল। ইন্দ্রকে ঐরূপ শাপ প্রদান করিয়া অহল্যাকেও শাপ দিয়া বলিলেন,—দুরাচারিণি! তুই এই আশ্রমে বহুসহস্রবৎসর বাস করিবি। নিজকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া নিরাহারে বায়ুভক্ষণপূর্বক সর্বপ্রাণীর অদৃশ্যভাবে ভস্ম-শয্যায় শয়ন করত এই স্থানে বাস কর্ ।২৬-৩০

দশরথনন্দন অপরাজেয় রাম যখন এই নিবিড় বনে আগমন করিবেন, তখনই তুই পবিত্রতালাভ করিতে পারিবি। দুষ্টে! তুই রামের আতিথ্যসৎকার দ্বারা লোভ মোহশূন্য হইয়া আমার নিকটে আগমন করিবার যোগ্য নিজ শরীর ধারণ করিবি। মহাতেজস্বী গৌতম দুষ্টচারিণী পত্নীকে এইরূপ বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ করত সিদ্ধ-চারণসেবিত রম্য হিমালয়-শৃঙ্গে গমনপূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন ।৩১-৩৪

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[মুকহীনপুরন্দরস্য মেষবৃষণলাভঃ, শ্রীরামদর্শনেন অহল্যায়াঃ শাপমুক্তিঃ, অহল্যয়া সহ গৌতমস্য পুনর্মিলনম্, উভয়াভ্যাং শ্রীরামস্য সৎকারশ্চ]

অফলস্তু ততঃ শক্রো দেবানগ্নিপুরোগমান্।
অব্রবীদ্ভ্রস্তনয়নঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণান্ ॥১
কুর্বতা তপসো বিঘ্নং গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ক্রোধমুৎপাদ্য হি ময়া সুরকার্য্যমিদং কৃতম্ ॥২
অফলোঽস্মি কৃতস্তেন ক্রোধাৎ সা চ নিরাকৃতা।
শাপমোক্ষেণ মহতা তপোঽস্যাপহৃতং ময়া ॥৩
তস্মাৎ সুরবরাঃ সর্বে সর্ষিসঙ্ঘাঃ সচারণাঃ।
সুরকার্য্যকরং যূয়ং সফলং কর্তুমর্হথ ॥৪
শতক্রতোর্বচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
পিতৃদেবানুপেত্যাহুঃ সর্বে সহ মরুদ্গণৈঃ ॥৫
অয়ং মেষঃ সবৃষণঃ শক্রো হ্যবৃষণঃ কৃতঃ।
মেষস্য বৃষণৌ গৃহ্য শক্রায়াশু প্রযচ্ছত ॥৬
অফলস্তু কৃতো মেষঃ পরাং তুষ্টিং প্রদাস্যতি।
ভবতাং হর্ষণার্থঞ্চ যে চ দাস্যন্তি মানবাঃ ॥
অক্ষয়ং হি ফলং তেষাং যূয়ং দাস্যথ পুষ্কলম্ ॥৭
অগ্নেস্তু বচনং শ্রুত্বা পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
উৎপাট্য মেষবৃষণৌ সহস্রাক্ষে ন্যবেশয়ন্ ॥৮
তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
অফলান্ ভুঞ্জতে মেষান্ ফলৈস্তেষামযোজয়ন্ ॥৯
ইন্দ্রস্তু মেষবৃষণস্তদাপ্রভৃতি রাঘব।
গৌতমস্য প্রভাবেন তপসা চ মহাত্মনঃ ॥১০
তদাগচ্ছ মহাতেজ আশ্রমং পুণ্যকর্মণঃ।
তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাং দেবরূপিণীম্ ॥১১
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ

[মুকহীন ইন্দ্রের মেষবৃষণ লাভ ও শ্রীরামদর্শনে অহল্যার শাপমুক্তি, গৌতম ও অহল্যার পুনর্মিলন এবং উভয়ের দ্বারা শ্রীরামের সৎকার।]

অনন্তর কোষহীন ইন্দ্র ভীতমনে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণকে বলিলেন,—আমি মহাত্মা গৌতমের তপস্যায় বিঘ্নসম্পাদনের জন্য তাঁহার ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দেবকার্য্য সাধন করিয়াছি। তিনি ক্রোধবশতঃ আমাকে কোষহীন করিয়াছেন এবং অহল্যাকে শাপপ্রদানপূর্বক ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ ক্রোধবশতঃ অভিশাপপ্রদান করাইয়া আমি তাঁহার তপোবল অপহরণ করিয়াছি। আমি দেবতাগণের কার্য্য করিয়াছি। এখন দেবগণ, ঋষিগণ ও চারণগণ তোমরা সকলে আমাকে কোষযুক্ত কর। ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মরুদ্গণের সহিত পিতৃদেবগণের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—ইন্দ্র কোষহীন হইয়াছেন। এই মেষটি কোষযুক্ত আছে। মেষের কোষদ্বয় গ্রহণ করিয়া তোমরা ইন্দ্রকে প্রদান কর। কোষহীন মেষ তোমাদিগকে পরম তৃপ্তি দান করিবে। যে সকল মানব তোমাদের তৃপ্তির জন্য কোষহীন মেষ দান করিবে, তোমরা তাহাদিগকে অক্ষয় ও প্রচুর ফল দান করিবে।১-৭

অগ্নির বচন শুনিয়া উপস্থিত পিতৃদেবগণ মেষের কোষদ্বয় উৎপাটিত করিয়া ইন্দ্রের যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলেন। কাকুৎস্থ! সেই সময় হইতে পিতৃদেবগণ কোষরহিত মেষ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কোষযুক্ত-মেষদানের ফলই দিয়া থাকেন। রাঘব! মহাত্মা গৌতমের তপস্যাপ্রভাবে তখন হইতে ইন্দ্র মেষের কোষদ্বয় দ্বারা যুক্ত হইলেন। রাম! তুমি মহাতেজস্বী। এখন পুণ্যকর্মা গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ কর এবং মহাভাগা দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর। বিশ্বামিত্রের

বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ ॥১২
দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ ॥১৩
প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥১৪
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যেহম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্য্যপ্রভামিব ॥১৫
সা হি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূব হ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্ রামস্য দর্শনম্ ॥
শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা ॥১৬
রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা।
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ ॥১৭
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং চকার সুসমাহিতা।
প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥১৮
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসাং চৈব মহানাসীৎ সমুৎসবঃ ॥১৯
সাধু সাধ্বিতি দেবাস্তামহল্যাং সমপূজয়ন্।
তপো-বলবিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্ ॥২০
গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যাসহিতঃ সুখী।
রামং সংপূজ্য বিধিবত্তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥২১
রামোঽপি পরমাং পূজাং গৌতমস্য মহামুনেঃ।
সকাশাদ্ বিধিবৎ প্রাপ্য জগাম মিথিলাং ততঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৪৯

বাক্য শুনিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ।৮-১২

সেখানে মহাভাগা অহল্যাকে দেখিতে পাইলেন। তপস্যার প্রভাবে অহল্যার প্রভা সেইস্থানকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেব-দানবগণও তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না। দেখিলে মনে হয়, যেন বিধাতা অতিযত্নে এই মায়াময়ী দিব্যরমণী-মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন। ধূমাচ্ছাদিত দীপ্ত অগ্নিশিখার মত, তুষারাবৃত ও মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের প্রভার মত এবং জলমধ্যে পতিত দুর্দর্শনীয় দীপ্তসূর্য্যপ্রভার মত অহল্যা ঐ আশ্রমে অবস্থিতা রহিয়াছেন। ঐ অহল্যা রামের দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত গৌতমের শাপে ত্রিলোকবাসীর অদৃশ্য হইয়াছিলেন। এখন রামের দর্শনে শাপের অবসান হওয়ায় অহল্যা দৃষ্টিগোচরা হইলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ সানন্দে অহল্যার চরণবন্দনা করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে সাদরে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা অতিথিসৎকার করিলেন। রাম অহল্যার আতিথ্য শাস্ত্রবিধানানুসারে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় দেবদুন্দুভিশব্দের সহিত প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিগের মহোৎসব হইতে লাগিল। তপস্যাপ্রভাবে পবিত্রদেহা গৌতমানুগামিনী অহল্যাকে সাধু সাধু শব্দে অভিনন্দিত করিয়া দেবগণ তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বী গৌতম অহল্যার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন এবং বিধিপূর্বক রামচন্দ্রের সম্বর্ধনা করিয়া তদনন্তর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও মহর্ষি গৌতমের নিকট হইতে যথাবিধি সাদর সম্বর্ধনা লাভ করিয়া মিথিলানগরীতে প্রবেশ করিলেন ।১৩-২২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সরাম-লক্ষ্মণ-বিশ্বামিত্রস্য মিথিলাগমনং, রাজ্ঞা জনকেন বিশ্বামিত্রস্য সৎকারঃ, রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পরিচয়লাভশ্চ।]

ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ ॥১
রামস্তু মুনিশার্দূলমুবাচ সহলক্ষ্মণঃ।
সাধ্বী যজ্ঞসমৃদ্ধির্হি জনকস্য মহাত্মনঃ ॥২
বহূনীহ সহস্রাণি নানাদেশনিবাসিনাম্।
ব্রাহ্মণানাং মহাভাগ বেদাধ্যয়নশালিনাম্ ॥৩
ঋষিবাটাশ্চ দৃশ্যন্তে শকটীশতসঙ্কুলাঃ।
দেশো বিধীয়তাং ব্রহ্মন্ যত্র বৎস্যামহে বয়ম্ ॥৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
নিবাসমকরোদ্দেশে বিবিক্তে সলিলান্বিতে ॥৫
বিশ্বামিত্রমনুপ্রাপ্তং শ্রুত্বা নৃপবরস্তদা।
শতানন্দং পুরস্কৃত্য পুরোহিতমনিন্দিতঃ ॥৬
ঋত্বিজোঽপি মহাত্মানস্তূর্য্যমাদায় সত্বরম্।
প্রত্যুজ্জগাম সহসা বিনয়েন সমন্বিতঃ ॥৭
বিশ্বামিত্রায় ধর্মেণ দদৌ ধর্মপুরস্কৃতম্।
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং জনকস্য মহাত্মনঃ ॥৮
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞো যজ্ঞস্য চ নিরাময়ম্।
স তাংশ্চাথ মুনীন্ পৃষ্ট্বা সোপাধ্যায়পুরোধসঃ ॥৯
যথার্হমুপনিন্যে সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
অথ রাজা মুনিশ্রেষ্ঠং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১০
আসনে ভগবানাস্তাং সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা নিষসাদ মহামুনিঃ ॥১১
পুরোধা ঋত্বিজশ্চৈব রাজা চ সহ মন্ত্রিভিঃ।
আসনেষু যথান্যায়মুপবিষ্টাঃ সমন্ততঃ ॥১২

পঞ্চাশ সর্গ

[রাম-লক্ষ্মণ সহ বিশ্বামিত্রের মিথিলাগমন, রাজা জনককর্তৃক বিশ্বামিত্রের সৎকার ও রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় লাভ।]

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া উত্তরপূর্বাভিমুখে কিয়দ্দূর গমনপূর্বক জনকের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণের সহিত রাম মুনিবরকে বলিলেন,—মহাত্মা জনকের যজ্ঞের সামগ্রী অতিপ্রচুর ও প্রশংসনীয়। নানাদেশবাসী বেদাধ্যয়ন-রত বহুসহস্রসংখ্যক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন। শত শত শকটে পরিপূর্ণ ঋষিগণের বাসস্থল দেখিতেছি। ব্রহ্মন্! যেখানে আমরা বাস করিব, সেই স্থান স্থির করুন ।১-৪

রামের বচন শুনিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র জলসুলভ নির্জন-স্থানে বাস করিবার স্থির করিলেন। বিশ্বামিত্রের আগমনবার্তা পাইয়া নৃপশ্রেষ্ঠ জনক ত্বরান্বিত হইয়া পুরোহিত শতানন্দ ও মহাত্মা ঋত্বিগ্‌গণকে অগ্রে লইয়া বিনীতভাবে যথারীতি অর্ঘ্যাদি গ্রহণপূর্বক বিশ্বামিত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর শাস্ত্র-বিধানানুসারে ধর্মানুমোদিত অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্রও পূজা গ্রহণ করিয়া মহাত্মা জনকের কুশল ও যজ্ঞের বিঘ্নহীনতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে উপাধ্যায়, পুরোহিত প্রভৃতি সকলের কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া আনন্দের সহিত যথাযোগ্যভাবে সকল ঋষির সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর রাজা জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সমাগত মুনিগণের সহিত আসনে উপবেশন করুন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনকের বচন শুনিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পুরোহিত ও ঋত্বিক্‌সমূহ এবং মন্ত্রিগণের সহিত রাজা জনক যথাযোগ্যভাবে চারিদিকে আসনে উপবিষ্ট হইলেন ।৫-১২

অনন্তর নরপতি বিশ্বামিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,— অদ্য দেবগণকর্তৃক আমার যজ্ঞের

দৃষ্ট্বা স নৃপতিস্তত্র বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।
অদ্য যজ্ঞফলম্প্রাপ্তং ভবদ্দর্শনাদ্ময়া ॥১৩
অদ্য যজ্ঞফলং প্রাপ্তং ভগবদ্দর্শনান্ময়া।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব ॥১৪
সভ্যোপসদনং ব্রহ্মন্ প্রাপ্তোঽসি মুনিভিঃ সহ।
দ্বাদশাহং তু ব্রহ্মর্ষে দীক্ষামাহুর্মনীষিণঃ (ক) ॥১৫
ততো ভাগার্থিনো দেবান্ দ্রষ্টুমর্হসি কৌশিক।
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলং প্রহৃষ্টবদনস্তদা ॥১৬
পুনস্তং পরিপপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলিঃ প্রয়তো নৃপঃ।
ইমৌ কুমারৌ ভদ্রন্তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ ॥১৭
গজতুল্যগতী (খ) বীরৌ শার্দূল-বৃষভোপমৌ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গ-তূণী-ধনুর্ধরৌ ॥
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ ॥১৮
যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে ॥১৯
বরায়ুধধরৌ বীরৌ কস্য পুত্রৌ মহামুনে।
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্র-সূর্য্যাবিবাম্বরম্ ॥২০
পরস্পরস্য সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিত-চেষ্টিতৈঃ।
কাকপক্ষধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥২১
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা জনকস্য মহাত্মনঃ।
শ্রবেদয়দমেয়াত্মা পুত্রৌ দশরথস্য তৌ ॥২২
সিদ্ধাশ্রমনিবাসঞ্চ রাক্ষসানাং বধং তথা।
তত্রাগমনমব্যগ্রং বিশালায়াশ্চ দর্শনম্ ॥২৩
অহল্যাদর্শনঞ্চৈব গৌতমেন সমাগমম্।
মহাধনুষি জিজ্ঞাসাং কর্তুমাগমনং তথা ॥২৪
এতৎ সর্বং মহাতেজা জনকায় মহাত্মনে।
নিবেদ্য বিররামাথ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫০॥

আয়োজন সকল হইল। ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে দর্শন করিয়া অদ্যই যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইলাম। আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম, যেহেতু আপনি মুনিগণের সহিত আমার যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ! মনীষিগণ আমাকে বলিয়াছেন যে, দীক্ষার নিয়মিত-কালের দ্বাদশদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে। কৌশিক! আপনি দ্বাদশদিন পরে যজ্ঞভাগার্থী দেবগণকে দেখিতে পাইবেন। মুনিবরকে এইরূপ বলিয়া প্রহৃষ্টবদনে সংযতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। এই কুমারদ্বয় দেবতুল্যপরাক্রমশালী, হস্তীর তুল্য বীরগতি, ব্যাঘ্র ও বৃষভের তুল্য মহাবীর। ইঁহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। খড়্গ, তূণ ও ধনুর্ধারী এই কুমারদ্বয় নব-যৌবনে পদার্পণ করিয়া রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সদৃশ হইয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়—যেন দুইটি দেবতা স্বর্গলোক হইতে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ইঁহারা পদব্রজে আসিয়াছেন কেন? কেনই বা এখানে আসিয়াছেন? ইঁহারা কাহার তনয়? চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন আকাশকে শোভিত করেন, ইঁহারাও তেমনই এই স্থানকে শোভিত করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ে আকৃতি, ইঙ্গিত ও আচরণে পরস্পরের সদৃশ। এই কাকপক্ষ-(চূলকি) ধারী বীরদ্বয়ের পরিচয় যথার্থভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাত্মা জনকের এইরূপ বচন শুনিয়া অপরিমিত-শক্তি বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ইঁহারা মহারাজ দশরথের পুত্র। ইঁহারা সিদ্ধাশ্রমে বাস করিয়া রাক্ষসদের বিনাশসাধন করিয়াছেন। মিথিলে আগমন করত বিশালানগরী দর্শন করিয়াছেন, অনন্তর অহল্যাকে শাপ-মুক্ত করিয়া গৌতমের সহিত মিলিত করিয়াছেন, অতঃপর আপনার শ্রেষ্ঠ ধনুর বিষয় জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন—ইত্যাদি সকল বিবরণ জনকের নিকট নিবেদন করিয়া মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিরত হইলেন।১৩-২৫

পাঠান্তরঃ—(ক) দীক্ষামাহুর্মনীষিণঃ—।
(খ) গজ-সিংহগতী—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রামদর্শনতুষ্টশতানন্দেন বিশ্বামিত্রসমীপে প্রশ্নঃ, বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, রামসমীপে শতানন্দেন বিশ্বামিত্রস্য জীবনচরিতবর্ণনঞ্চ ।]

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ।
হৃষ্টরোমা মহাতেজাঃ শতানন্দো মহাতপাঃ ॥১
গৌতমস্য সুতো জ্যেষ্ঠস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ।
রামদর্শনাদেব পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥২
এতৌ নিষণ্ণৌ সংপ্রেক্ষ্য শতানন্দো নৃপাত্মজৌ ।
সুখাসীনৌ মুনিশ্রেষ্ঠং বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥৩
অপি তে মুনিশার্দূল মম মাতা যশস্বিনী ।
দর্শিতা রাজপুত্রায় তপো-দীর্ঘমুপাগতা ॥৪
অপি রামে মহাতেজা (ক) মম মাতা যশস্বিনী ।
বন্যৈরুপাহরৎ পূজাং পূজার্হে সর্বদেহিনাম্ ॥৫
অপি রামায় কথিতং যদ্বৃত্তং তৎপুরাতনম্ ।
মম মাতুর্মহাতেজো দেবেন দুরনুষ্ঠিতম্ ॥৬
অপি কৌশিক ভদ্রং তে গুরুণাঽনুমতস্তদা ।
মম মাতা মুনিশ্রেষ্ঠ রামসন্দর্শনাদিতঃ ॥৭
অপি মে গুরুণা রামঃ পূজিতঃ কুশিকাত্মজ ।
ইহাগতো মহাতেজাঃ পূজাং প্রাপ্য মহাত্মনঃ ॥৮
অপি শান্তেন মনসা গুরুর্মে কুশিকাত্মজ ।
ইহাগতেন রামেণ পূজিতেনাভিবাদিতঃ ॥৯
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
প্রত্যুবাচ শতানন্দং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥১০
নাতিক্রান্তং মুনিশ্রেষ্ঠ যৎকর্তব্যং কৃতং ময়া ।
সঙ্গতা মুনিনা পত্নী ভার্গবেণেব রেণুকা ॥১১
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ।
শতানন্দো মহাতেজা রামং বচনমব্রবীৎ ॥১২

একপঞ্চাশ সর্গ

[রামদর্শনে আনন্দিত শতানন্দকর্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট প্রশ্ন, বিশ্বামিত্রকর্তৃক তৎপ্রশ্নের উত্তরদান ও রামের নিকট শতানন্দ দ্বারা বিশ্বামিত্রের জীবনচরিত্র বর্ণন ।]

ধীমান্ বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া শতানন্দ পুলকিত হইলেন এবং রামকে দর্শন করিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বী শতানন্দ গৌতমের জ্যেষ্ঠপুত্র। তপস্যার প্রভায় তাঁহার দেহ উদ্ভাসিত হইয়াছে। তিনি রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনিবর! এই রাজপুত্রের সকাশে দীর্ঘকালতপস্যা-কারিণী যশস্বিনী আমার জননীকে দেখাইয়াছেন ত? যশস্বিনী তেজস্বিনী মদীয়া জননী সকল প্রাণীর পূজ্য রামকে বন্য ফল-পুষ্পাদির দ্বারা অর্চনা করিয়াছেন ত? পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সকল পুরাতন ইন্দ্রানুষ্ঠিত দুরাচরণের কথা আপনি রামকে বলিয়াছেন কি? কুশিকতনয়! আপনার মঙ্গল হউক। রামকে দর্শন করার পর আমার মাতা অহল্যা পিতা গৌতমের সহিত মিলিত হইয়াছেন ত? কৌশিক! মহাতেজস্বী রাম মদীয় পিতৃদেব কর্তৃক পূজিত হইয়াছেন ত? মহাত্মার পূজা গ্রহণ করিয়া এখানে আসিবার পূর্বে শান্তমনে আমার পিতাকে অভিবাদন করিয়াছেন ত? শতানন্দের এইরূপ বচন শুনিয়া বচনকুশল মহর্ষি বিশ্বামিত্র বাক্য বিশারদ শতানন্দকে বলিলেন ।১-১০

মুনিবর! আমার যাহা করণীয় তাহা সমস্তই করিয়াছি, কিছুই বিস্মৃত হই নাই। জমদগ্নির সহিত রেণুকা যেরূপ মিলিত হইয়াছিলেন, অহল্যাও সেইরূপ গৌতমের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ধীমান্ বিশ্বামিত্রের বচন শুনিয়া তেজস্বী শতানন্দ রামকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! রাঘব! তোমার শুভাগমন হউক। আমার সৌভাগ্যবশতই তুমি অপরাজেয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া এখানে আসিয়াছ। এই ব্রহ্মর্ষি মহাতেজস্বী। তপস্যার দ্বারা ইনি অভাবনীয় কার্য করিয়াছেন। ইঁহার প্রভাবের সীমা নাই। ইঁহাকে আমাদের পরম আশ্রয় মনে করি। যে

পাঠান্তরঃ—(ক) অপি রামে মহাতপাঃ—

স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য মহর্ষিসমপারাজিতম্ ॥১৩
অচিন্ত্যকর্মা তপসা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বেদ্মেনং পরমাং গতিম্(ক) ॥১৪
নাস্তি ধন্যতরো রাম ত্বত্তোঽন্যো ভুবি কশ্চন।
গোপ্তা কুশিকপুত্রস্তে যেন তপ্তং মহত্তপঃ ॥১৫
শ্রূয়তাং চাভিধাস্যামি কৌশিকস্য মহাত্মনঃ।
যথাবলং যথাতত্ত্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৬
রাজাসীদেষ ধর্মাত্মা দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
ধর্মজ্ঞঃ কৃতবিদ্যশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ ॥১৭
প্রজাপতিসুতস্ত্বাসীৎ কুশো নাম মহীপতিঃ।
কুশস্য পুত্রো বলবান্ কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ ॥১৮
কুশনাভসুতস্ত্বাসীদ্ গাধিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
গাধেঃ পুত্রো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥১৯
বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ পালয়ামাস মেদিনীম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ ॥২০
কদাচিত্তু মহাতেজা যোক্তুকামো বসুন্ধরাম্।
অক্ষৌহিণীপরিবৃতঃ পরিচক্রাম মেদিনীম্ ॥২১
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি পত্তনানি মহাগিরীন্।
আশ্রমান্ ক্রমশো রাজা বিচরন্নাজগাম হ ॥২২
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং নানাপুষ্পলতাদ্রুমম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ॥২৩
দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতম্।
প্রশান্তহরিণাকীর্ণং বিহগসঙ্ঘনিষেবিতম্ ॥২৪
ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কীর্ণং দেবর্ষিগণসেবিতম্।
তপশ্চরণসংসিদ্ধৈরাগ্নিকল্পৈর্মহাত্মভিঃ ॥২৫
সততং সঙ্কুলং শ্রীমদ্ব্রহ্মকল্পৈর্মহাত্মভিঃ।
অব্বুকৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ শীর্ণ-পর্ণাশনৈস্তথা ॥২৬
ফল-মূলাশনৈর্দান্তৈর্জিতদোষৈর্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
ঋষিভির্বালখিল্যৈশ্চ জপ-হোমপরায়ণৈঃ ॥২৭
অন্যৈর্বৈখানসৈশ্চৈব সমন্তাদুপশোভিতম্।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং ব্রহ্মলোকমিবাপরম্ ॥
দদর্শ জয়তাং শ্রেষ্ঠো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫১॥

বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, তিনি তোমার রক্ষক হইয়াছেন। রাম! তোমার অপেক্ষা ধন্যতর অন্য কেহ এই ভূমণ্ডলে নাই। ১১-১৫

এই মহাত্মা কুশিক-তনয়ের যেরূপ শক্তি আছে, তাহা আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে বিবৃত করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই ধার্মিক বিশ্বামিত্র পূর্বে দীর্ঘকাল যাবৎ অরিন্দমনকারী রাজা ছিলেন। ইনি ধর্মরহস্যবিৎ, বিদ্বান্ ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। পূর্বকালে প্রজাপতির কুশনামক এক পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। কুশের পুত্র পরমধার্মিক ও বলবান্ কুশনাভ। কুশনাভের তনয় গাধিনামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ গাধির পুত্র হইলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র বহুসহস্র বৎসর পৃথিবীকে পালন ও রাজ্যশাসন করিলেন।১৬-২০

রাজ্যশাসনকালে একদা তেজস্বী বিশ্বামিত্র হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি লইয়া অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যের সহিত পৃথিবী ভ্রমণ করেন। ইনি ক্রমশঃ বহু নগর, রাষ্ট্র, নদী, মহাপর্বত ও আশ্রম পর্যটন করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। ঐ আশ্রম বিবিধলতা-পুষ্প-বৃক্ষসমন্বিত। অসংখ্য নানাজাতীয় হরিণ সেখানে বিচরণ করিতেছে। সিদ্ধ, চারণ, দেব, গন্ধর্ব, দানব, কিন্নর প্রভৃতির দ্বারা ঐ আশ্রমের শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে। শান্ত হরিণসমূহ ইতস্ততঃ উপবিষ্ট রহিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ ঐ আশ্রমের সেবা করিতেছেন। ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণও সেখানে অবস্থান করিতেছেন। অগ্নিতুল্যতেজস্বী ও ব্রহ্মতুল্য মহাত্মা মহর্ষিগণের দ্বারা ঐ আশ্রম পরিব্যাপ্ত। জলাহারী, বায়ুভোজী, শলিতপত্রভোজী, ফল-মূলাহারী, জিতেন্দ্রিয়, সর্বদোষমুক্ত ও সর্বদা জপ-হোমরত বালখিল্য ও বৈখানস আদি ঋষিগণের জন্য ঐ আশ্রম শোভান্বিত হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকতুল্য হইয়াছে। বিজয়ি-শ্রেষ্ঠ বলবান্ বিশ্বামিত্র ঐ আশ্রম দর্শন করিলেন।২১-২৮

পাঠান্তরঃ—(ক) —বেদ্মেনং পরমাং গতিম্।

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রয়োঃ সংবাদঃ, অতিথিসৎকারায় বসিষ্ঠদেবেন হোমধেনোরাহ্বানম্, তৎপ্রতি অন্ন-পানীয়াদীনাং নির্মাণে নির্দেশশ্চ।]

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
প্রণতো বিনয়াদ্ বীরো বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ ॥১
স্বাগতং তব চেত্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
আসনং চাস্য ভগবান্ বসিষ্ঠো ব্যাদিদেশ হ ॥২
উপবিষ্টায় চ তদা বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।
যথান্যায়ং মুনিবরঃ ফল-মূলমুপাহরৎ ॥৩
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং বসিষ্ঠাদ্ রাজসত্তমঃ।
তপোঽগ্নিহোত্রশিষ্যেষু কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত ॥৪
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বনস্পতিগণে তদা।
সর্বত্র কুশলং প্রাহ বসিষ্ঠো রাজসত্তমম্ ॥৫
সুখোপবিষ্টং রাজানং বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ।
পপ্রচ্ছ জপতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥৬
কচ্চিত্তে কুশলং রাজন্ কচ্চিদ্ধর্মেণ রঞ্জয়ন্।
প্রজাঃ পালয়সে রাজন্ রাজবৃত্তেন ধার্মিক ॥৭
কচ্চিত্তে সম্মতা ভৃত্যাঃ কচ্চিত্তিষ্ঠন্তি শাসনে।
কচ্চিত্তে বিজিতাঃ সর্বে রিপবো রিপুসূদন ॥৮
কচ্চিদ্ বলেষু কোশেষু মিত্রেষু চ পরন্তপ।
কুশলং তে নরব্যাঘ্র পুত্র-পৌত্রে তথানঘ ॥৯
সর্বত্র কুশলং রাজা বসিষ্ঠং প্রত্যুবাহরৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বসিষ্ঠং বিনয়ান্বিতম্ ॥১০
কৃত্বা তৌ সুচিরং কালং ধর্মিষ্ঠৌ তাং কথাস্তদা।
মুদা পরময়া যুক্তৌ প্রীয়েতাং তৌ পরস্পরম্ ॥১১
ততো বসিষ্ঠো ভগবান্ কথান্তে রঘুনন্দন।
বিশ্বামিত্রমিদং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব ॥১২

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের পরস্পর আলাপ, অতিথি-সৎকারের জন্য বসিষ্ঠদেব কর্তৃক হোমধেনুর আহ্বান, ও তাহার প্রতি অন্ন-পানীয়াদির প্রস্তুতের জন্য নির্দেশ।]

মহাবলবান্ বীর বিশ্বামিত্র ঐ আশ্রম দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং বিনয়বশতঃ মুনিবর বসিষ্ঠের নিকট যাইয়া প্রণাম করিলেন। তখন মহাত্মা বসিষ্ঠ স্বাগত প্রশ্ন করিয়া বসিবার জন্য আসন দিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র আসনে উপবিষ্ট হইলে মহর্ষি যথারীতি তাঁহাকে ফল-মূল উপহার দিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ তেজস্বী বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও শিষ্যবর্গের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর আশ্রমস্থিত বৃক্ষগণেরও কুশল জানিতে চাহিলেন। বসিষ্ঠও সকলের সম্বন্ধেই কুশল জানাইলেন ।১-৫

কুশলজ্ঞাপনান্তে ব্রহ্মসুত সুতপস্বী জপপরায়ণ বসিষ্ঠ পরমসুখে উপবিষ্ট বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজন্! আপনার মঙ্গল ত? আপনি রাজধর্মানুসারে প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়া যথাযথ-ভাবে তাহাদিগকে পালন করিতেছেন ত? বেতন-প্রাপ্ত ভৃত্যগণ সর্বথা আপনার শাসনানুসারে আছে ত? অরিদমন! আপনার সকল শত্রু পরাজিত হইয়াছে ত? আপনার সৈন্য, কোষ, মিত্র, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির সর্বথা কুশল ত? বসিষ্ঠ এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহাতেজা বিশ্বামিত্র বিনীতভাবে সকলবিষয়ের কুশলসংবাদ বসিষ্ঠের নিকট নিবেদন করিলেন ।৬-১০

অনন্তর পরমধার্মিক বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র অতীব আনন্দের সহিত নানাকথার আলোচনায় বহুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া পরস্পর প্রীতিলাভ করিলেন। রঘুনন্দন! কথান্তে ভগবান্ বসিষ্ঠ হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মহাবলশালিন্ রাজন্! আপনার

আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি বলস্যাস্য মহাবল।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য যথার্হং সংপ্রতীচ্ছ মে ॥১৩
সৎক্রিয়াং হি ভবানেতাং প্রতীচ্ছতু ময়া কৃতাম্।
রাজংস্ত্বমতিথিশ্রেষ্ঠঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥১৪
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
কৃতমিত্যব্রবীদ্ রাজা পূজাবাক্যেন মে ত্বয়া ॥১৫
ফলমূলেন ভগবন্ বিদ্যতে যত্তবাশ্রমে।
পাদ্যেনাচমনীয়েন ভগবদ্দর্শনেন চ ॥১৬
সর্বথা চ মহাপ্রাজ্ঞ পূজার্হেণ সুপূজিতঃ।
নমস্তেঽস্তু গমিষ্যামি মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা ॥১৭
এবং ব্রুবন্তং রাজানং বসিষ্ঠঃ পুনরেব হি।
ন্যমন্ত্রয়ত ধর্মাত্মা পুনঃ পুনরুদারধীঃ ॥১৮
বাঢ়মিত্যেব গাধেয়ো বসিষ্ঠং প্রত্যুবাচ হ।
যথাপ্রিয়ং ভগবতস্তথাস্তু মুনিপুঙ্গব ॥১৯
এবমুক্তস্তথা তেন বসিষ্ঠো ভগবাংস্তদা (ক)।
আজুহাব ততঃ প্রীতঃ কল্মাষীং ধূতকল্মষাম্ ॥২০
এহ্যেহি শবলে ক্ষিপ্রং শৃণু চাপি বচো মম।
সবলস্যাস্য রাজর্ষেঃ কর্তুং ব্যবসিতোঽস্ম্যহম্ ॥
ভোজনেন মহার্হেণ সৎকারং সংবিধৎস্ব মে ॥২১
যস্য যস্য যথাকামং ষড়্রসেষভিপূজিতম্।
তৎসর্বং কামধুগ্ দিব্যে অভিবর্ষ কৃতে মম ॥২২
রসেনান্নেন পানেন লেহ্য-চোষ্যেণ সংযুতম্।
অন্নানাং নিচয়ং সর্বং সৃজস্ব শবলে ত্বর ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫২॥

সৈন্যগণের ও আপনার যথাযোগ্য আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করি। আপনি সম্মত হউন। ব্রহ্মন্! আপনি সৎকৃত এই অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন। যেহেতু আপনি শ্রেষ্ঠ অতিথি, সেইহেতু অতিযত্নে আপনার পূজা করা উচিত। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে মহামতি বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ভগবন্! আপনার অতিথি-সৎকারানুকূল-কথাতেই আমার সৎকার সম্পাদিত হইয়াছে। আপনার আশ্রমস্থিত ফল-মূল এবং পাদ্য আচমনীয়ের দ্বারা, বিশেষভাবে আপনার দর্শনের দ্বারা আমি সৎকৃত হইয়াছি। মহাপ্রাজ্ঞ! পূজাযোগ্য বস্তুর দ্বারাই সুপূজিত হইয়াছি। আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমি এখন গমন করি। আপনি স্নেহদৃষ্টিতে আমাকে দেখিবেন।১৬-১৭

বিশ্বামিত্র এইভাবে অনুনয়বাক্য বলিলেও উদারচেতা ধার্মিক বশিষ্ঠ নিমন্ত্রণগ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন গাধিপুত্র 'বাঢ়ম্' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! যাহা আপনার অভিপ্রেত, তাহাই হউক। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে তপস্বী বশিষ্ঠ অতিশয় প্রীত হইয়া পাপ-রহিতা চিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—শবলে! তুমি অতিশীঘ্র আগমন কর এবং আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি সৈন্যসমন্বিত রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আতিথ্যসৎকার করিতে উদ্যত হইয়াছি। তুমি উৎকৃষ্ট ভোজ্যপ্রদানের দ্বারা সৎকার করিতে সাহায্য কর। ছয়প্রকার রসের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি, তাহার সন্তোষের জন্য সেই রস প্রদান কর। শবলে! তুমি আমার অনুরোধে সরস অন্ন, পানীয়, লেহ্য, চোষ্য প্রভৃতি ভোজ্যসমূহ অতিশীঘ্র নির্মাণ কর।১৮-২৩

পাঠান্তর:—(ক) —ভবতাং বরঃ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শবলাধেনুত উত্তমোত্তমানি বিবিধানি ভোজ্যানি প্রাপ্য রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রস্য তৎসৈন্যানাঞ্চ পরমতৃপ্তিলাভঃ, বসিষ্ঠসমীপে বিশ্বামিত্রস্য কামধেনু-প্রার্থনম্, প্রার্থনপূরণে বসিষ্ঠস্যাস্বীকারশ্চ।]

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন শবলা শত্রুসূদন।
বিদধে কামধুক্কামান্ যস্য যস্যেপ্সিতং যথা ॥১
ইক্ষূন্ মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্।
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচানপি ॥২
উষ্ণাঢ্যান্নোদনস্তাত্র রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ।
মৃষ্টান্নানি সূপাংশ্চ দধিকুল্যাস্তথৈব চ ॥৩
নানাস্বাদুরসানাঞ্চ খাণ্ডবানাং তথৈব চ।
ভোজনানি সুপূর্ণানি গৌড়ানি চ সহস্রশঃ ॥৪
সর্বমাসীৎ সুসন্তুষ্টং হৃষ্ট-পুষ্টজনাকুলম্।
বিশ্বামিত্রবলং রাম বসিষ্ঠেন সুতর্পিতম্ ॥৫
বিশ্বামিত্রো হি রাজর্ষিঃ হৃষ্ট-পুষ্টজনাবৃতঃ।
সান্তঃপুরবরো রাজা সব্রাহ্মণ-পুরোহিতঃ ॥৬
সামাত্যো মন্ত্রিসহিতঃ সভৃত্যঃ পূজিতস্তদা।
যুক্তঃ পরমহর্ষেণ বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥৭
পূজিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ পূজার্হেণ সুসৎকৃতঃ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি বাক্যং বাক্যবিশারদ ॥৮
গবাং শতসহস্রেণ দীয়তাং শবলা মম।
রত্নং হি ভগবন্নেতদ্ রত্নহারী চ পার্থিবঃ ॥৯
তস্মাদ্মে শবলাং দেহি মমৈষা ধর্মতো দ্বিজ।
এবমুক্তস্তু ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥১০
বিশ্বামিত্রেণ ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।
নাহং শতসহস্রেণ নাপি কোটিশতৈর্গবাম্ ॥১১
রাজন্ দাস্যামি শবলাং ঋতে ভবতমস্য বা।
ন পরিত্যাগমর্হেয়ং মে সর্বকামদুরিন্দম ॥১২

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

[শবলা-ধেনু হইতে প্রাপ্ত উত্তম হইতেও উত্তম বিবিধ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁহার সৈন্যগণের পরমতৃপ্তি লাভ। বসিষ্ঠের নিকট বিশ্বামিত্রের কামধেনু প্রার্থনা ও প্রার্থনা-পূরণে বসিষ্ঠের অস্বীকার।]

অরিন্দম! রাম! বসিষ্ঠকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কামধেনু শবলা যাহার যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে নানাবিধ কাম্যবস্তু উৎপাদন করিল। ইক্ষু, মধু, লাজ (খই), মৈরেয় মদ্য, অন্যান্য উত্তম মদ্য, নানাবিধ মূল্যবান্ পানীয় ও বহুপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য সৃষ্ট হইল। পর্বততুল্য উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, সূপ, দধিকুল্যা এবং নানাবিধ সুস্বাদু সরস খাদ্য ও খাণ্ডবনামক খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র রজতপাত্র সৃষ্ট হইল। রাম! বসিষ্ঠকর্তৃক তর্পিত হইয়া বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ সন্তোষ ও পুষ্টিলাভ করিল।১-৫

রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও অন্তঃপুরবাসীদের সহিত আনন্দ ও পুষ্টিলাভ করিলেন। তিনি অমাত্য, মন্ত্রী ও ভৃত্যগণের সহিত এইভাবে সৎকৃত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং বসিষ্ঠকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনিই আমার পূজনীয়। তথাপি আপনা কর্তৃক সম্যগ্‌ভাবে সৎকৃত হইয়াছি। বাক্যবিশারদ! আমি আপনাকে একটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবন্! একলক্ষ ধেনুর বিনিময়ে আপনি আমাকে এই শবলাধেনুটি প্রদান করুন। এই ধেনুটি রত্নস্বরূপ। রাজাই রত্নগ্রহণের অধিকারী। অতএব আপনি শবলাকে প্রদান করুন! ন্যায়ানুসারে এই ধেনু আমারই প্রাপ্য। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর ধর্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বসিষ্ঠ নরপতিকে বলিলেন,—রাজন্! শতসহস্র কিংবা শতকোটি ধেনুর বিনিময়ে অথবা রাশীকৃত রজতের বিনিময়েও শবলাকে দিতে পারিব না। অরিন্দম! আমার নিকট হইতে এই ধেনু দূরে থাকিবার যোগ্য নয়। মনস্বীব্যক্তির কীর্তির

শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীর্তিরাক্ষবতো যথা।
অস্যাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ ॥১৩
আয়ত্তমগ্নিহোত্রঞ্চ বলির্হোমস্তথৈব চ।
স্বাহাকার-বষট্‌কারৌ বিদ্যাশ্চ বিবিধাস্তথা ॥১৪
আয়ত্তমত্র রাজর্ষে সর্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
সর্বস্বমেতৎ সত্যেন মম তুষ্টিকরী তথা ॥১৫
কারণৈর্বহুভী রাজন্ দাস্যে শবলাং তব।
বসিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু বিশ্বামিত্রোঽব্রবীত্তদা ॥১৬
সংরক্ততরমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
হৈরণ্যকক্ষ্য-গ্রৈবেয়ান্ সুবর্ণাঙ্গবিভূষিতান্।
দদামি কুঞ্জরাণাং তে সহস্রাণি চতুর্দশ ॥১৭
হৈরণ্যানাং রথানাঞ্চ শ্বেতাশ্বানাং চতুর্যুজাম্ ॥১৮
দদামি তে শতান্যষ্টৌ কিঙ্কিণী কবিভূষিতান্।
হয়ানাং দেশজাতানাং কুলজানাং মহৌজসাম্ ১৯
সহস্রমেকং দশ চ দদামি তব সুব্রত।
নানাবর্ণবিভক্তানাং বয়ঃস্থানাং তথৈব চ ॥
দদাম্যেকাং গবাং কোটিং শবলা দীয়তাং মম ॥২০
যাবদ্বিজ্ঞদি রত্নানি হিরণ্যং বা দ্বিজোত্তম।
তাবদ্দদামি তে সর্বং দীয়তাং শবলা মম ॥২১
এবমুক্তস্তু ভগবান্ বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
ন দাস্যামীতি শবলাং প্রাহ রাজন্ কথঞ্চন ॥২২
এতদেব হি মে রত্নমেতদেব হি মে ধনম্।
এতদেব হি সর্বস্বমেতদেব হি জীবিতম্ ॥২৩
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ যজ্ঞাশ্চৈবাপ্তদক্ষিণাঃ।
এতদেব হি মে রাজন্ বিবিধাশ্চ ক্রিয়াস্তথা ॥২৪
অতো মূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা মম রাজন্ন সংশয়ঃ।
বহুনা কিং প্রলাপেন ন দাস্যে কামদোহিনীম্ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৩॥

মত এই শবলা আমার নিত্যসহচরী। ইহাতেই হব্য, কব্য ও আমার জীবনযাত্রা অবলম্বিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহা ও বষট্‌কারপ্রযুক্ত যজ্ঞ ও বিবিধ বিদ্যা এই ধেনুরই অধীন। রাজন্! আমার সমস্তই এই ধেনুর অধীন—ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এই ধেনু আমার সর্বস্ব ও সন্তোষের একমাত্র হেতু। এইরূপ নানা কারণে শবলাকে প্রদান করিতে পারিতেছি না। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পর বিশ্বামিত্র অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—আমি সুবর্ণের কণ্ঠভূষণ ও সুবর্ণ-নির্মিত অঙ্গাদি ভূষিত চতুর্দশসহস্র হস্তী, চারিটি শ্বেত অশ্বযুক্ত সুবর্ণনির্মিত কিঙ্কিণীভূষিত অষ্টশত রথ, সুবেশোপন্ন সৎকুলজাত মহাতেজস্বী একসহস্র দশটি অশ্ব এবং বিবিধবর্ণের প্রাপ্তবয়স্ক এককোটি ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনি আমাকে এই শবলা ধেনুটি প্রদান করুন ।৬-২০

দ্বিজোত্তম! আপনি যত রত্ন ও সুবর্ণ লইতে ইচ্ছা করেন, আমি সবই দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি শবলাকে দান করুন! এইভাবে বিশ্বামিত্র বলিলে পর ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! আমি কোন-প্রকারেই শবলাকে দান করিতে পারিব না। এই ধেনুই আমার রত্ন, এই ধেনুই আমার সম্পত্তি। ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই আমার প্রাণ। রাজন্! এই ধেনু দর্শ, পৌর্ণমাস ও অন্যান্য দক্ষিণা-যুক্ত যাগের নিদান। ইহাই আমার সকল ক্রিয়ার মূল —ইহাতে কোন সংশয় নাই। বেশী প্রলাপের প্রয়োজন নাই। আমি এই কামধেনুকে প্রদান করিব না ।২১-২৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রেণ বলপূর্বকং কামধেনোর্গ্রহণম্, দুঃখিতায়াঃ শবলায়া বসিষ্ঠসমীপে তৎপ্রতীকারপ্রার্থনম্, বসিষ্ঠানুজ্ঞয়া শবলাসঞ্জাত-সশস্ত্র-শক-যবন-পহ্লবপ্রভৃতীনাং বিশ্বামিত্রস্য সৈন্যসংহারশ্চ ।]

কামধেনুং বসিষ্ঠোঽপি যদা ন ত্যজতে মুনিঃ ।
তদাস্য শবলাং রাম বিশ্বামিত্রোঽন্বকর্ষত ॥১
নীয়মানা তু শবলা রাম রাজ্ঞা মহাত্মনা ।
দুঃখিতা চিন্তয়ামাস রুদন্তী শোককর্ষিতা ॥২
পরিত্যক্তা বসিষ্ঠেন কিমহং ভগবন্নিতি ।
যাহং রাজভৃতৈর্দীনা ক্রিয়েয়ং ভৃশদুঃখিতা ॥৩
কিং ময়াপকৃতং তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ।
যন্মামনাগসং দৃষ্ট্বা ভক্তাং ত্যজতি ধার্মিকঃ ॥৪
ইতি সঞ্চিন্তয়িত্বা তু নিঃশ্বস্য চ পুনঃ পুনঃ ।
জগাম বেগেন তদা বসিষ্ঠং পরমৌজসম্ ॥৫
নির্ধূয় তাংস্তদা ভৃত্যাঞ্ছতশঃ শত্রুসূদন ।
জগামানিলবেগেন পাদমূলং মহাত্মনঃ ॥৬
শবলা সা রুদন্তী চ ক্রোশন্তী চেদমব্রবীৎ ।
বসিষ্ঠস্যাগ্রতঃ স্থিত্বা রুদন্তী মেঘনিস্বনা ॥৭
ভগবন্ কিং পরিত্যক্তা ত্বয়াহং ব্রহ্মণঃসুত ।
যস্মাৎ রাজভৃতা (ক) মাং হি নয়ন্তে ত্বৎসকাশতঃ ॥৮
এবমুক্তস্তু ব্রহ্মর্ষিরিদং বচনমব্রবীৎ ।
শোকসন্তপ্তহৃদয়াং শবলামিব দুঃখিতাম্ ॥৯
ন ত্বাং ত্যজামি শবলে নাপি মেঽপকৃতং ত্বয়া ।
এষ ত্বাং নয়তে রাজা বলাদ্বৈ মহাবলঃ ॥১০
নহি তুল্যং বলং মহ্যং রাজা ত্বস্য বিশেষতঃ ।
বলী রাজা ক্ষত্রিয়শ্চ পৃথিব্যাঃ পতিরেব চ ॥১১
ইয়মক্ষৌহিণী পূর্ণা গজ-বাজি-রথাকুলা ।
হস্তি-ধ্বজসমাকীর্ণা তেনাসৌ বলবত্তরঃ ॥১২

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ।

[বিশ্বামিত্রকর্তৃক বলপূর্বক কামধেনু গ্রহণ, দুঃখিতা শবলা কর্তৃক বসিষ্ঠের নিকট ইহার প্রতীকার প্রার্থনা এবং বসিষ্ঠের আজ্ঞায় শবলা হইতে উৎপন্ন সশস্ত্র শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতির দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৈন্য-সংহার ।]

শতানন্দ বলিলেন, -রাম ! এইভাবে বসিষ্ঠমুনি যখন কিছুতেই কামধেনুকে ছাড়িতে চাহিলেন না, তখন বিশ্বামিত্র বলপূর্বক বসিষ্ঠের ধেনু শবলাকে লইয়া চলিলেন । রাম ! বিশ্বামিত্র যখন শবলাকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন দুঃখিতা শোকসন্তপ্তা শবলা কাঁদিতে কাঁদিতে চিন্তা করিতে লাগিল—মহাত্মা বসিষ্ঠ-কর্তৃক আমি কি পরিত্যক্ত হইলাম ? অন্যথা রাজভৃত্যগণ তীব্র যন্ত্রণা দিতে দিতে আমাকে লইয়া যাইতেছে কেন ? আমি জিতেন্দ্রিয় মহর্ষির এমন কি অপকার করিয়াছি ! তিনি ধার্মিক হইয়া পাপশূন্যা অনুগতা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন ! এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অতিবেগে রাজপুরুষ-দিগের বেষ্টন হইতে সবেগে বসিষ্ঠের নিকট গমন করিল, বায়ুবেগে মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট যাইয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইল ।১-৬

অনন্তর শবলা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বসিষ্ঠের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেঘের মত গম্ভীর শব্দে বলিল,—ভগবন্ ! ব্রহ্মতনয় ! আপনি কি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, যাহার জন্য রাজভৃত্যগণ আমাকে আপনার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছে ? শবলা এইরূপ বলিলে বসিষ্ঠ শোকাক্রান্তা দুঃখিতা ভগিনীর মত শবলাকে বলিলেন,—শবলে ! আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই । তুমিও আমার কোনরূপ অপকার কর নাই । মহাপরাক্রান্ত প্রভু এই নরপতি বল-পূর্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন ।৭-১০

ইঁহার তুল্য শক্তি ও আমার নাই । বিশেষতঃ

পাঠান্তরঃ—(ক) যস্মাত্ত্বং রাজভৃ।

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন প্রত্যুবাচ বিনীতবৎ।
বচনং বচনজ্ঞা সা ব্রহ্মর্ষিমতুলপ্রভম্ ॥১৩
ন বলং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্ব্রাহ্মণাঃ বলবত্তরাঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবলং দিব্যং ক্ষত্রাচ্চ বলবত্তরম্ ॥১৪
অপ্রমেয়ং বলং তুভ্যং ন ত্বয়া বলবত্তরঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাবীর্য্যস্তেজস্তব দুরাসদম্ ॥১৫
নিযুঙ্ক্ষ্ব মাং মহাতেজস্ত্বং ব্রহ্মবলসম্ভৃতান্।
তস্য দর্পং বলং গর্ব্বং নাশয়ামি দুরাত্মনঃ ॥১৬
ইত্যুক্তস্ত ত্বয়া রাম বসিষ্ঠস্ত মহানৃষিঃ।
সৃজস্বেতি তদোবাচ বলং পরবলার্দ্দনম্ ॥১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সুরভিঃ সাসৃজত্তদা।
তস্যা হুম্বারবোৎসৃষ্টাঃ পহ্লবাঃ শতশো নৃপ ॥১৮
নাশয়ন্তি বলং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ।
স রাজা পরমক্রুদ্ধঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥১৯
পহ্লবাব্রাশয়ামাস শতৈরুচ্চাবচৈরপি।
বিশ্বামিত্রাদিতান্ দৃষ্ট্বা পহ্লবাঞ্ছতশস্তদা ॥২০
ভূয় এবাসৃজদ্ ঘোরাঞ্ছকান্ যবনমিশ্রিতান্।
তৈরাসীৎ সংবৃতা ভূমিঃ শকৈর্যবনমিশ্রিতৈঃ ॥২১
প্রভাবন্তির্মহাবীর্য্যৈর্হেম-কিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ।
তীক্ষ্ণাসি-পট্টিশধরৈর্হেমবর্ণাম্বরাবৃতৈঃ ॥২২
নির্দ্দগ্ধং তদ্বলং সর্বং প্রদীপ্তৈরিব পাবকৈঃ।
ততোঽস্ত্রাণি মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মুমোচ হ ॥
তৈস্তে যবনকাম্বোজা বর্ব্বরাশ্চাকুলীকৃতাঃ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৪

ইনি রাজা। বিশ্বামিত্র বলবান্ ক্ষত্রিয়রাজা এবং পৃথিবীর অধিপতি। হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতিতে সমাকীর্ণ অক্ষৌহিণী পরিমিত সৈন্যের প্রভু বিশ্বামিত্র আমার অপেক্ষা অধিক বলবান্। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে বাক্যপটু শবলা বিনীতভাবে অতুল-তেজঃ প্রভাবান্ ব্রহ্মর্ষিকে বলিল,—ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয় অল্প বলবান্। ব্রাহ্মণই তদপেক্ষা অধিক বলবান্। ব্রাহ্মণের বল দিব্য বল, ক্ষত্রিয়ের বল অপেক্ষা বলবত্তর, এই কথা বুধগণ বলিয়া থাকেন। আপনার বল অপরিমিত, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র আপনার অপেক্ষা অধিক বলবান্ নহেন। যদিও বিশ্বামিত্র মহাবলবান্, কিন্তু আপনার তেজ তাঁহার পক্ষে সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব নয় ।১১-১৫

তেজস্বিপ্রবর! আমি ব্রহ্মবলসমন্বিতা। আপনি আমাকে নিয়োগ করুন। আমি ঐ দুরাত্মার অহঙ্কার, সৈন্য ও বল বিনাশ করিব। রাম! শবলা এইরূপ বলিলে মহাযশস্বী বশিষ্ঠ তখন বলিলেন,—তুমি পরসৈন্যবিনাশক সৈন্য সৃষ্টি কর। বশিষ্ঠের বচন শুনিয়া শবলা সৈন্যসৃষ্টি করিতে লাগিল। জনপালক রাম! ঐ ধেনুর হম্বা-শব্দে শত শত পহ্লবনামক ম্লেচ্ছ উৎপন্ন হইল এবং বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতেই সকল সৈন্যকে নাশ করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্রের নেত্রদ্বয় ক্রোধে বিস্ফারিত হইল, তিনি অতিশয় কুপিত হইয়া নানাবিধ শস্ত্রের দ্বারা পহ্লবগণকে নিহত করিলেন। শত শত পহ্লবগণকে বিশ্বামিত্রকর্তৃক বিনাশিত হইতে দেখিয়া শবলা পুনর্বার ভয়ানক যবন-জাতীয় শকগণকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ সকল যবন-জাতীয় শকসৈন্যের দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথিবী আচ্ছাদিত হইয়া গেল। তাহারা সকলে বীর্য্যবান্, প্রভাসম্পন্ন ও চম্পককেসরতুল্যবর্ণ। প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণ খড়্গ এবং পট্টিশ ধারণ করিয়াছে। সকলেই পীত বস্ত্রধারী ও প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য দীপ্তিমান্। তাহারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মহাতেজা বিশ্বামিত্র তাহাদের উপর অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্রসমূহের দ্বারা যবন কাম্বোজ ও বর্বরগণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল ।১৬-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠস্য হুঙ্কারেণ বিশ্বামিত্রস্য শতপুত্রবিনাশঃ, পরাজিত-বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, মহাদেবানুগ্রহাদ্নানাবিধ-দিব্যাস্ত্রলাভঃ, প্রতিশোধায় বসিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রস্য পুনরাগমনম্, বিশ্বামিত্রায় সমুচিতশিক্ষাপ্রদানার্থং বসিষ্ঠস্য ব্রহ্মদণ্ডধারণঞ্চ।]

ততস্তানাকুলান্ দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রাস্ত্রমোহিতান্।
বসিষ্ঠশ্চোদয়ামাস কামধুক্ সৃজ যোগতঃ ॥১
তস্যা হুঙ্কারতো জাতাঃ কাম্বোজা রবিসন্নিভাঃ।
ঊধসশ্চাথ সম্ভূতা বর্বরাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥২
যোনিদেশাচ্চ যবনা শকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ।
রোমকূপেষু ম্লেচ্ছাশ্চ হারীতাঃ সকিরাতকাঃ ॥৩
তৈস্তন্নিষূদিতং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য তৎক্ষণাৎ।
সপদাতি-গজং সাশ্বং সরথং রঘুনন্দন ॥৪
দৃষ্ট্বা নিসূদিতং সৈন্যং বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বিশ্বামিত্রসুতানাং তু শতং নানাবিধায়ুধম্ ॥৫
অভ্যধাবৎ রুষাসংক্রুদ্ধং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।
হুঙ্কারেণৈব তান্ সর্বান্নির্দদাহ মহানৃষিঃ ॥৬
তে সাশ্ব-রথ-পাদাতা বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ভস্মীকৃতা মুহূর্তেন বিশ্বমিত্রসুতাস্তথা ॥৭
দৃষ্ট্বা বিনাশিতান্ সর্বান্ বলঞ্চ সুমহাযশাঃ।
সব্রীড়ং চিন্তয়াবিষ্টো বিশ্বামিত্রোঽভবত্তদা ॥৮
সমুদ্র ইব নির্বেগো ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরগঃ।
উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ ॥৯
হতপুত্রবলো দীনো সুনষ্টক ইব দ্বিজঃ।
হতসর্ববলোৎসাহো নির্বেদং সমপদ্যত ॥১০
স পুত্রমেকং রাজ্যায় পালয়েতি নিযুজ্য চ।
পৃথিবীং ক্ষত্রধর্মেণ বনমেবাভ্যপদ্যত ॥১১
স গত্বা হিমবৎপার্শ্বে কিন্নরোরগসেবিতে।
মহাদেবপ্রসাদার্থং তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥১২

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[বশিষ্ঠের হুঙ্কারে বিশ্বামিত্রের শতপুত্রের বিনাশ, পরাজিত বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও মহাদেবের প্রসাদে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তি, প্রতিশোধগ্রহণার্থ বসিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রের পুনরাগমন এবং বিশ্বামিত্রকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদানার্থ বশিষ্ঠেরও ব্রহ্মদণ্ড ধারণ।]

বিশ্বামিত্রের অস্ত্রের দ্বারা মোহিত ও পলায়নরত সৈন্যগণকে দেখিয়া বশিষ্ঠ শবলাকে প্রেরণা দিলেন—বৎসে! তুমি কামধেনু, সুতরাং যোগবলে পুনর্বার সৈন্য সৃষ্টি কর। অনন্তর শবলার হুঙ্কার হইতে সূর্য্য-তুল্যতেজস্বী বহু কাম্বোজসৈন্য উৎপন্ন হইল। তাহার স্তন হইতে শস্ত্রধারী বর্বরসৈন্য, যোনিদেশ হইতে অনেক যবনসৈন্য, গুহ্যদেশ হইতে অনেক শকসৈন্য এবং রোমকূপ হইতে অনেক হারীত ও কিরাত ম্লেচ্ছসৈন্য উৎপন্ন হইল। রঘুনন্দন! এই সকল সৈন্য অল্প সময়েই হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সহিত বিশ্বামিত্রের সকল সৈন্যকে নিহত করিল। মহাত্মা বশিষ্ঠকর্তৃক এইভাবে সৈন্যগণকে নিহত দেখিয়া বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র অতিক্রোধে নানাবিধ অস্ত্র ধারণপূর্বক অগ্রসর হইল। তপস্বী মহর্ষি বশিষ্ঠ হুঙ্কার দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা অশ্ব, রথ, পদাতি সহিত সৈন্যগণকে ও বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে একমুহূর্তে ভস্মীভূত করিলেন। মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র নিজসৈন্যগণকে ও পুত্রগণকে বিনষ্ট দেখিয়া সলজ্জভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তরঙ্গশূন্য সমুদ্রের ন্যায়, বিষদন্তশূন্য সর্পের ন্যায় এবং রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃশূন্য হইয়া গেলেন। পুত্র ও সৈন্য বিনষ্ট হওয়ায় ছিন্নপক্ষ পক্ষীর মত শক্তি ও উৎসাহহীন হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন।১-১০

তিনি একটি পুত্রকে "ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে পৃথিবী পালন কর" এই বলিয়া নিযুক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন। মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র কিন্নর-নাগসেবিত হিমালয়পার্শ্বে গমন করিয়া মহাদেবের প্রসন্নতার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে

কেনচিত্ত্বথ কালেন দেবেশো বৃষভধ্বজঃ।
দর্শয়ামাস বরদো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্ ॥১৩
কিমর্থং তপ্যসে ব্রাহ্মন্ ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্।
বরদোঽস্মি বরো যত্তে কাঙ্ক্ষিতঃ সোঽভিধীয়তাম্ ॥১৪
এবমুক্তস্তু দেবেন বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
প্রণিপত্য মহাদেবং বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্ ॥১৫
যদি তুষ্টো মহাদেব ধনুর্বেদো মমানঘ।
সাঙ্গোপাঙ্গোপনিষদঃ সরহস্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥১৬
যানি দেবেষু চাস্ত্রাণি দানবেষু মহর্ষিষু।
গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষঃসু প্রতিভান্তু মমানঘ ॥১৭
তব প্রসাদাদ্ ভবতু দেবদেব মমেপ্সিতম্।
এবমস্ত্বিতি দেবেশো বাক্যমুক্ত্বা গতস্তদা ॥১৮
প্রাপ্য চাস্ত্রাণি দেবেশাদ্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
দর্পেণ মহতা যুক্তো দর্পপূর্ণোঽভবত্তদা ॥১৯

বিবর্ধমানো বীর্য্যেণ সমুদ্র ইব পর্বণি।
হতং মেনে তদা রাম বসিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥২০
ততো গত্বাশ্রমপদং মুমোচাস্ত্রাণি পার্থিবঃ।
মৈত্রস্তপোবনং নাম নির্দগ্ধং চাস্ত্রতেজসা ॥২১
উদীর্য্যমাণমস্ত্রং তদ্ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতা ভীতা মুনয়ঃ শতশো দিশঃ ॥২২
বসিষ্ঠস্য চ যে শিষ্যা যে চ বৈ মৃগ-পক্ষিণঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়াদ্ ভীতা নানাদিগ্ভ্যঃ সহস্রশঃ ॥২৩
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং শূন্যমাসীন্মহাত্মনঃ।
মুহূর্তমিব নিঃশব্দমাসীদ্বিপসঙ্কুলম্ ॥২৪
বদতো বৈ বসিষ্ঠস্য মা ভৈরিতি মুহুর্মুহুঃ।
নাশয়ামাস্য গাধেয়ঃ নীহারমিব ভাস্করঃ ॥২৫

দেবাদিদেব বৃষভবাহন বরদাতা হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন,—রাজন্! তুমি কি জন্য তপস্যা করিতেছ? তোমার অভিপ্রায় কি তাহা প্রকাশ কর। আমি দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছি। তোমার যাহা অভীষ্ট, তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর। মহাদেব এইরূপ বলিলে পর তপস্বী বিশ্বামিত্র মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ।১১-১৫

মহাদেব! অনঘ! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও রহস্যের সহিত সম্পূর্ণ ধনুর্বেদ আমাকে প্রদান করুন। দেব, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের মধ্যে যে সকল অস্ত্র আছে, সেই সকল অস্ত্র আপনার প্রসাদে আমাতে প্রতিভাত হউক, ইহাই আমার একমাত্র অভীষ্ট। বিশ্বামিত্র প্রার্থনা করিলে দেবদেব শঙ্কর 'তথাস্তু' অর্থাৎ 'তাহাই হউক' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাবল বিশ্বামিত্র মহাদেবের নিকট হইতে অস্ত্রলাভ করিয়া অতিদর্পে দর্পিত হইলেন, এবং বীর্য্যপ্রভাবে পর্বদিনের সমুদ্রের ন্যায় বর্ধিত হইয়া উঠিলেন। রাম! তখন বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন ।১৬-২০

অনন্তর বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অস্ত্রের তেজে বসিষ্ঠের তপোবন দগ্ধ হইয়া গেল। ধীমান্ বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহকে দেখিয়া আশ্রমবাসী মুনিগণ অতিভীত হইয়া দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বসিষ্ঠের শিষ্যগণ ও আশ্রমস্থ পশু-পক্ষিগণ ভয়ে ভীত হইয়া দলে দলে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাত্মা বসিষ্ঠের আশ্রমটি একমুহূর্তে শূন্য হইয়া গেল। নিঃশব্দ ঐ আশ্রম উদ্বরভূমির ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। যদিও বসিষ্ঠ বারংবার বলিতেছিলেন যে 'ভয় করিও না, ভীত হইও না, সূর্য্য যেমন শিশির বিনাশ করেন, সেইরূপে আমিও গাধিপুত্রকে বিনাশ করিতেছি', তথাপি কেহই তাহা শ্রবণ করে নাই ।২১-২৫

তপস্বিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ এইরূপে সকলকে আশ্বাসদান করিয়া অতিশয় ক্রোধের সহিত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ওরে দুরাচার! তুই অতি নির্বোধ। তুই যখন আমার বহুকালপালিত ও বর্ধিত আশ্রম নষ্ট করিয়াছিস,

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বসিষ্ঠো ভগবাংস্তদা।
বিশ্বামিত্রং তদা বাক্যং সরোষমিদমব্রবীৎ ॥২৬
আশ্রমং চিরসংবৃদ্ধং যন্মে বিনাশিতবানসি।
দুরাচারো হি যস্মাত্ত্বং ন ভবিষ্যসি ॥২৭

ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধো দণ্ডমুদ্যম্য সত্বরঃ।
বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ডমিবাপরম্ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তখন আর তুই জীবিত থাকিতে পারিবি না। এইরূপ বলিয়া সবেগে যমদণ্ডের ন্যায় একটি দণ্ড উত্তোলন করিয়া অতিক্রোধে ধূমহীন প্রলয়াগ্নির মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন ।২৬-২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রেণ বসিষ্ঠোপরি নানাবিধ-দিব্যাস্ত্রাণাং প্রয়োগঃ, বসিষ্ঠেন ব্রহ্মদণ্ডদ্বারা প্রযুক্তাস্ত্রাণাং দমনম্, ব্রাহ্মণত্বলাভায় বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণাভিলাষশ্চ।

এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
আগ্নেয়মস্ত্রমুদ্দিশ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥১
ব্রহ্মদণ্ডং সমুদ্যম্য কালদণ্ডমিবাপরম্।
বসিষ্ঠো ভগবান্ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥২
ক্ষত্রবন্ধো স্থিতোঽস্ম্যেষ যদ্বলং তদ্ বিদর্শয়।
নাশয়ম্যদ্য তে দর্পং শত্রস্য তব গাধিজ ॥৩
ক্ব চ তে ক্ষত্রিয়বলং ক্ব চ ব্রহ্মবলং মহৎ।
পশ্য ব্রহ্মবলং দিব্যং মম ক্ষত্রিয়পাংসন ।৪
তস্যাস্ত্রং গাধিপুত্রস্য ঘোরমাগ্নেয়মুত্তমম্।
ব্রহ্মদণ্ডেন তচ্ছান্তমগ্নেরেগ ইবাম্ভসা ॥৫
বারুণং চৈব রৌদ্রঞ্চ ঐন্দ্রং পাশুপতং তথা।
ঐষীকং চাপি চিক্ষেপ কুপিতো গাধিনন্দনঃ ॥৬
মানবং মোহনং চৈব গান্ধর্বং স্বাপনং তথা।
জৃম্ভণং মোহনঞ্চৈব সন্তাপন-বিলাপনে ॥৭
শোষণং দারুণঞ্চৈব বজ্রমস্ত্রং সুদুর্জয়ম্।
ব্রহ্মপাশং কালপাশং বারুণং পাশমেব চ ॥৮
পিনাকমস্ত্রং দয়িতং শুষ্কার্দ্রে অশনী তথা।
দণ্ডাস্ত্রমথ পৈশাচং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ ॥৯

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

[বিশ্বামিত্রকর্তৃক বশিষ্ঠদেবের উপর নানাবিধ-দিব্য অস্ত্রসকলের প্রয়োগ, বশিষ্ঠকর্তৃক ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা প্রযুক্ত অস্ত্রসকলের দমন ও ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য বিশ্বামিত্রের তপস্যা করিবার অভিলাষ।]

বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পর মহাবলবান্ বিশ্বামিত্র আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' অর্থাৎ 'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন,—রে ক্ষত্রিয়াধম! এই আমি দাঁড়াইলাম, তোর যত যত শক্তি আছে প্রকাশ কর। আমি অদ্য তোর অস্ত্রের দর্প চূর্ণ করিব। ওরে ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! কোথায় তোর তুচ্ছ ক্ষত্রিয়শক্তি আর কোথায় আমার মহতী ব্রহ্মশক্তি! তুই আমার অলৌকিক ব্রহ্মশক্তি প্রত্যক্ষ কর।১-৪

জলের দ্বারা যেমন অগ্নি শান্ত হয়, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের অতিভয়ঙ্কর আগ্নেয় অস্ত্র বসিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা শান্ত হইয়া গেল। তখন গাধিতনয় অতি কুপিত হইয়া বারুণ, রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষীক, মানব, মোহনরূপ গান্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, মোহন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারুণ ও সুদুর্জয় বজ্রাস্ত্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, প্রিয় পিনাকাস্ত্র, শুষ্ক ও আর্দ্র বজ্রদ্বয়, দণ্ডাস্ত্র, পিশাচাস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, ধর্মচক্র, কালচক্র,

ধর্মচক্রং কালচক্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ।
বায়ব্যং মথনঞ্চৈব অস্ত্রং হয়শিরস্তথা ॥১০
শক্তিদ্বয়ঞ্চ চিক্ষেপ কঙ্কালং মুসলং তথা।
বৈতাধরং মহাস্ত্রঞ্চ কালাস্ত্রমথ দারুণম্ ॥১১
ত্রিশূলমস্ত্রং ঘোরঞ্চ কাপালমথ কঙ্কণম্।
এতান্যস্ত্রাণি চিক্ষেপ সর্বাণি রঘুনন্দন ॥১২
বসিষ্ঠে জপতাং শ্রেষ্ঠে তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তানি সর্বাণি দণ্ডেন গ্রসতে ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥১৩
তেষু শান্তেষু ব্রহ্মাস্ত্রং ক্ষিপ্তবান্ গাধিনন্দনঃ।
তদস্ত্রমুদ্যতং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥১৪
দেবর্ষয়শ্চ সম্ভ্রান্তা গন্ধর্বাঃ সমহোরগাঃ।
ত্রৈলোক্যমাসীৎ সম্ভ্রান্তং ব্রহ্মাস্ত্রে সমুদীরিতে ॥১৫
তদপ্যস্ত্রং মহাঘোরং ব্রাহ্মং ব্রাহ্মেণ তেজসা।
বসিষ্ঠো গ্রসতে সর্বং ব্রহ্মদণ্ডেন রাঘব ॥১৬
ব্রহ্মাস্ত্রং গ্রসমানস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যমোহনং রৌদ্রং রূপমাসীৎ সুদারুণম্ ॥১৭
রোমকূপেষু সর্বেষু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
মরীচ্য ইব নিষ্পেতুরগ্নের্ধূমাকুলার্চিষঃ ॥১৮
প্রাজ্বলদ্ ব্রহ্মদণ্ডশ্চ বসিষ্ঠস্য করোদ্যতঃ।
বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ড ইবাপরঃ ॥১৯
ততোঽস্তুবন্ মুনিগণা বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ (ক)।
অমোঘং তে বলং ব্রহ্মংস্তেজো ধারয় তেজসা ॥২০
নিগৃহীতস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
অমোঘং তে বলং শ্রেষ্ঠ লোকাঃ সন্তু গতব্যথাঃ ॥২১
এবমুক্তো মহাতেজাঃ শমং চক্রে মহাবলঃ।
বিশ্বামিত্রো বিনিকৃতো বিনিঃশ্বস্যেদমব্রবীৎ ॥২২
ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বাস্ত্রাণি হতানি মে ॥২৩
তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ।
তপো মহৎ সমাস্থাস্যে যদ্বৈ ব্রহ্মত্বকারণম্ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৬

বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য ও মথনাস্ত্র, হয়শীর্ষাস্ত্র, কঙ্কাল ও মুষলনামক শক্তিদ্বয়, বিদ্যাধর মহাস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র, অতি ভয়ানক ত্রিশূল, কাপাল ও কঙ্কণাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন! বসিষ্ঠের উপর ঐ সকল অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে পর একটি অদ্ভুত ব্যাপার হইল। ব্রহ্মপুত্র বসিষ্ঠ ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারাই ঐ সকল অস্ত্রকে নিবারণ করিয়া ফেলিলেন। সকল অস্ত্রের প্রয়োগ ব্যর্থ হইল দেখিয়া গাধিনন্দন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্রকে পতনোন্মুখ দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, দেবর্ষি, গন্ধর্ব ও নাগগণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করায় ত্রিলোকস্থিত সকলে অতিশয় ভীত হইয়া উঠিল।৫-১৩

রাঘব! বসিষ্ঠ ব্রাহ্মতেজের প্রভাবে ব্রহ্মদণ্ড দ্বারাই ঐ মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রকেও সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র গ্রাস করিবার সময় মহাত্মা বসিষ্ঠের মূর্তি ত্রিলোকের মোহজনক অতি দারুণ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মহাত্মা বসিষ্ঠের সমস্ত রোমকূপ হইতে ধূমযুক্ত অগ্নির জ্বালার ন্যায় স্ফুলিঙ্গসকল নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার হস্তস্থিত যমদণ্ডতুল্য ব্রহ্মদণ্ড ধূমশূন্য প্রলয়াগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তখন আশ্রমস্থিত মুনিগণ তপস্বিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠের স্তুতি করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার শক্তি অব্যর্থ; কিন্তু আপনি নিজ মহিমায় তেজ সম্বৃত করুন।১৬-২০

ব্রহ্মন্! মহাবলবান্ বিশ্বামিত্রও আপনার দ্বারা নিগৃহীত হইলেন! আপনার বল অব্যর্থ। কিন্তু এখন সকল লোক নিশ্চিন্ত হউক। ঋষিগণ এইরূপ বলিলে মহাবলবান্ বসিষ্ঠ শান্তভাব ধারণ করিলেন। পরাজিত বিশ্বামিত্র দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিজমনে বলিতে লাগিলেন—ক্ষত্রিয়ের শক্তিকে ধিক্কার দিই। ব্রাহ্মণের শক্তিই একমাত্র শক্তি, একটি মাত্র ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা আমার সকল অস্ত্র প্রতিহত হইয়া গেল। এইরূপ ঘটনা দেখিয়া আমি শুদ্ধমনে ইন্দ্রিয়জয়পূর্বক মহাতপস্যা করিব, যে তপস্যা আমার ব্রাহ্মণত্বলাভের কারণ হইবে।২১-২৪

পাঠান্তর :—(ক) —অয়তাং বরম্।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, সশরীরস্বর্গগমনায় যজ্ঞং কর্ত্তুং বসিষ্ঠসমীপে রাজত্রিশঙ্কোর্গমনম্, বসিষ্ঠেন প্রত্যাখ্যাতস্ত্রিশঙ্কোস্তৎপুত্রগণসমীপে গমনম্।]

ততঃ সন্তপ্তহৃদয়ঃ স্মরন্নিগ্রহমাত্মনঃ।
বিনিশ্বস্য বিনিশ্বস্য কৃতবৈরো মহাত্মনা ॥১
স দক্ষিণাং দিশং গত্বা মহিষ্যা সহ রাঘব।
ততাপ পরমং ঘোরং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥২
ফল-মূলাশনো দান্তশ্চচার পরমং তপঃ।
অথাস্য জজ্ঞিরে পুত্রাঃ সত্য-ধর্মপরায়ণাঃ ॥৩
হবিষ্যন্দো মধুষ্যন্দো দৃঢ়নেত্রো মহারথঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৪
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
জিতা রাজর্ষিলোকাংস্তে তপসা কুশিকাত্মজ ॥৫
অনেন তপসা ত্বাং হি রাজর্ষিরিতি বিদ্মহে।
এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম সহ দৈবতৈঃ ॥৬
ত্রিবিষ্টপং ব্রহ্মলোকং লোকানাং পরমেশ্বরঃ।
বিশ্বামিত্রোঽপি তচ্ছ্রুত্বা ব্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥৭
দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ সমন্যুরিদমব্রবীৎ।
তপশ্চ সুমহত্তপ্তং রাজর্ষিরিতি মাং বিদুঃ ॥৮
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে নাস্তি মন্যে তপঃফলম্।
এবং নিশ্চিত্য মনসা ভূয় এব মহাতপাঃ ॥৯
তপশ্চচার ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ পরমাত্মবান্।
এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১০
ত্রিশঙ্কুরিতি বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধনঃ।
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না সশরীরমিতি রাঘব ॥১১
গচ্ছেয়ং পশ্যতো লোকে দেবতানাং পরাং গতিম্।
বসিষ্ঠং স সমাহূয় কথয়ামাস চিন্তিতম্ ॥১২
তচ্চাকার্যমিতি চাপ্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন স যযৌ দক্ষিণাং দিশম্ ॥১৩
ততস্তৎকর্ম নিষ্কার্থং পুত্রাংস্তস্য গতো নৃপঃ।
বাসিষ্ঠা দীর্ঘতপসস্তপো দত্ত্বা হি তেঽপিরে ॥১৪

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

[বিশ্বামিত্রের তপস্যা, সশরীরে স্বর্গে গমনের জন্য যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে রাজা ত্রিশঙ্কুর বশিষ্ঠদেবের নিকট গমন এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার পুত্রগণের নিকট ত্রিশঙ্কুর গমন।]

মহাত্মা বশিষ্ঠের সহিত বৈরিতা করিয়া নিজ পরাজয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্রের হৃদয় অতি সন্তপ্ত হইল, তিনি বারংবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাঘব! মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র নিজ মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য ভক্ষ্য বর্জনপূর্বক কেবল ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় বিশ্বামিত্রের হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ নামক সত্য ও ধর্মপরায়ণ চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তপস্যা করিতে করিতে সহস্র বৎসর অতীত হইলে পর লোকপিতামহ ব্রহ্মা তপস্বী বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্য বলিলেন—কুশিকতনয়! তুমি তপস্যা দ্বারা রাজর্ষিলোক জয় করিয়াছ। এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলিয়া বুঝিলাম। এইরূপ বলিয়া তেজস্বী সকললোকপ্রভু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত দেবলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মার বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্র লজ্জায় কিঞ্চিৎ নতমুখ হইলেন এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন,—আমি এত সুকঠোর তপস্যা করিলাম, তাহাতেও দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে রাজর্ষিই মনে করিলেন। আমার মনে হয় তপস্যায় কোন ফল হয় নাই। মহাতপস্বী ধার্মিক জিতেন্দ্রিয়

ত্রিশঙ্কুস্তু মহাতেজাঃ শতং পরমভাস্বরম্।
বসিষ্ঠপুত্রান্ দদৃশে তপ্যমানান্মনস্বিনঃ ॥১৫
সোঽভিগম্য মহাত্মানঃ সর্বানেব গুরোঃ সুতান্।
অভিবাদ্যানুপূর্বেণ ব্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥১৬
অব্রবীৎ স মহাত্মানঃ সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ।
শরণং বঃ প্রপন্নোঽহং শরণ্যান্ শরণং গতঃ ॥১৭
প্রত্যাখ্যাতো হি ভদ্রং বো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
যষ্টুকামো মহাযজ্ঞং তদনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥১৮
গুরুপুত্রানহং সর্বানশ্রমমুপেত্য বৈ প্রসাদয়ে।
শিরসা প্রণতো যাচে ব্রাহ্মণাংস্তপসি স্থিতান্ ॥১৯
তে মাং ভবন্তঃ সিদ্ধ্যর্থং যাজয়ন্তু সমাহিতাঃ।
সশরীরো যথাহং বৈ দেবলোকমবাপ্নুয়াম্ ॥২০
প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন গতিমন্যাং তপোধনাঃ।
গুরুপুত্রানৃতে সর্বানহং পশ্যামি কাঞ্চন ॥২১
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।
তস্মাদনন্তরং সর্বে ভবন্তো দৈবতং মম ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

বিশ্বামিত্র নিজ মনে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই সময় ইক্ষ্বাকুবংশবর্ধন জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী ত্রিশঙ্কুনামে বিখ্যাত রাজার সঙ্কল্প হয়—"আমি এইরূপ যাগানুষ্ঠান করিব" যে যজ্ঞের দ্বারা সশরীরে দেবগণের স্থান স্বর্গলোকে গমন করিতে পারি"। অনন্তর বসিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা বসিষ্ঠ ত্রিশঙ্কুর অভিপ্রায় শুনিয়া বলিলেন যে, সশরীরে স্বর্গগমন অসম্ভব। বসিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। ত্রিশঙ্কু স্বকর্মসিদ্ধির জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে দীর্ঘতপা বসিষ্ঠ-পুত্রেরা তপস্যা করিতেছেন। মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কু অতিসমুজ্জ্বল, মনস্বী ও তপস্যারত শতসংখ্যক বসিষ্ঠ-পুত্রগণকে দেখিতে পাইলেন।১-১৫

মহাত্মা গুরুপুত্রগণের নিকট যাইয়া যথাক্রমে সকলকে যে অভিবাদন করিয়া লজ্জাবশতঃ কিঞ্চিৎ অবনত-মুখ হইলেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাত্মাদিগকে বলিলেন, আমি আপনাদের শরণাগত হইলাম, আপনারা আমার একমাত্র শরণ। সেইজন্য আপনাদের শরণ লইলাম। আপনাদের মঙ্গল হউক। আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহাত্মা বসিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, আপনারা আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। আপনারা আমার গুরুপুত্র। আপনাদের সকলকে নমস্কার করিয়া প্রসন্ন করিতেছি। আমি অবনতমস্তকে তপস্যারত আপনাদের মত ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—আমার ইষ্টসিদ্ধির জন্য আপনারা একাগ্র হইয়া যাগানুষ্ঠান করাইয়া দিন, যাহাতে আমি সশরীরে স্বর্গগমন করিতে পারি। তপোধনগণ বসিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া গুরুপুত্রগণকে ছাড়িয়া অন্যকোন উপায় দেখিতেছি না। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের পুরোহিতই একমাত্র আশ্রয়। তাহার পর আপনারা সকলে আমার প্রধান দেবতা।১৬-২২

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বশিষ্ঠপুত্রাণাং শাপেন ত্রিশঙ্কোশ্চাণ্ডালরূপধারণম্, তস্য বিশ্বামিত্রসমীপে গমনং স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপনঞ্চ।]

ততস্ত্রিশঙ্কোর্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধসমন্বিতম্।
ঋষিপুত্রশতং রাম রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১
প্রত্যাখ্যাতোঽসি দুর্মেধো গুরুণা সত্যবাদিনা।
তং কথং সমতিক্রম্য শাপান্তরমুপেয়িবান্ ॥২
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।
ন চাতিক্রমিতুং শক্যং বচনং সত্যবাদিনঃ ॥৩
অশক্যমিতি সোবাচ বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
তং বয়ং বৈ সমাহর্তুং ক্রতুং শক্তাঃ কথঞ্চ ন ॥৪
বালিশত্বং নরশ্রেষ্ঠ গম্যতাং স্বপুরং পুনঃ।
যাজনে ভগবান্ শক্তস্ত্রৈলোক্যস্যাপি পার্থিব ॥৫
অবমানং কথং কর্তুং তস্য শক্ষ্যামহে বয়ম্।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধপর্য্যাকুলাক্ষরম্ ॥৬

স রাজা পুনরেবৈতানিদং বচনমব্রবীৎ।
প্রত্যাখ্যাতো ভগবতা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ ॥৭
অন্যাং গতিং গমিষ্যামি হ্যস্তি যোঽস্য তপোধনাঃ।
ঋষিপুত্রাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্ ॥৮
শেপুঃ পরমসংক্রুদ্ধাশ্চণ্ডালত্বং গমিষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা তে মহাত্মানো বিবিশুঃ স্বং স্বমাশ্রমম্ ॥৯
অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং রাজা চণ্ডালতাং গতঃ।
নীলবস্ত্রধরো নীলঃ পরুষো ধ্বস্তমূর্ধজঃ ॥১০
চিতামাল্যানুলেপশ্চ আয়সাভরণোঽভবৎ।
তং দৃষ্ট্বা মন্ত্রিণঃ সর্বে হ্যন্যে চণ্ডালরূপিণম্ ॥১১
প্রাদ্রবন্ সহিতা রাম পৌরা যেঽস্যানুগামিনঃ।
একো হি রাজা কাকুৎস্থ জগাম পরমাতুরবান্ ॥১২

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

[বশিষ্ঠপুত্রগণের শাপে রাজা ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালরূপ ধারণ, বিশ্বামিত্রের নিকট ত্রিশঙ্কুর গমন ও স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন।]

রাম! বশিষ্ঠের একশত পুত্র ত্রিশঙ্কুরাজার এইরূপ বচন শুনিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন,—দুষ্টচিত্ত! সত্যনিষ্ঠ পিতৃদেব তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্যের আশ্রয় লইতে চাহিতেছ? ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের পুরোহিত বশিষ্ঠই একমাত্র আশ্রয়, ঐ সত্যবাদী বশিষ্ঠের বচন লঙ্ঘন করা কোনরূপেই উচিত নহে। ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠ যখন ইহা অসাধ্য বলিয়াছেন, তখন আমরা কোনরূপই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইব না। নরশ্রেষ্ঠ! তুমি এই বিষয়ে অজ্ঞ। তুমি নিজ পুরীমধ্যে প্রবেশ কর। রাজন্! ভগবান্ বশিষ্ঠ ত্রিলোকের সকল যজ্ঞ করাইতে সমর্থ। আমরা কিরূপে তাঁহার অবমাননা করিব? এইভাবে বশিষ্ঠের পুত্রগণ ক্রোধপূর্ণ বাক্য বলিলে পর রাজা ত্রিশঙ্কু তাঁহাদিগকে পুনর্বার বলিলেন,—আমি ভগবান্ বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এখন তাঁহার পুত্রগণকর্তৃকও প্রত্যাখ্যাত হইলাম। আপনাদের মঙ্গল হউক। তাপসগণ! আমি অন্য উপায় অনুসন্ধান করিব। ত্রিশঙ্কুর দুরভিপ্রায়সূচক এইরূপ বাক্য শুনিয়া বশিষ্ঠতনয়গণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 'তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে' এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর ঐ মহাত্মা ঋষিপুত্রগণ নিজ নিজ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি অতীত হইলে পর ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নীলবর্ণদেহ ও নীলবর্ণবস্ত্রধারণকারী হইলেন। তাঁহার কেশসমূহ রুক্ষ ও খর্ব হইল। চিতার মালা ও চিতাভস্মে শরীর ভূষিত হইল এবং লৌহনির্মিত অলঙ্কার শরীরের ভূষণ হইল। রাম! ত্রিশঙ্কুর মন্ত্রিগণ, অন্যান্য অনুচরগণ ও পুরবাসিগণ তাঁহাকে চণ্ডালরূপী দেখিয়া পরিত্যাগ করত পলায়ন করিলেন। কাকুৎস্থ! অতি ধৈর্য্যবান্ রাজা ত্রিশঙ্কু একাকী দুঃখে দগ্ধ হইয়া তপস্বী বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত ত্রিশঙ্কু রাজাকে দেখিয়া অতিশয় দয়ান্বিত

দহ্যমানো দিবারাত্রং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
বিশ্বামিত্রস্তু তং দৃষ্ট্বা রাজানং বিকলীকৃতম্ ॥১৩
চণ্ডালরূপিণং রাম মুনিঃ কারুণ্যমাগতঃ।
কারুণ্যাৎ স মহাতেজা বাক্যং পরমধার্মিকঃ ॥১৪
ইদং জগাদ ভদ্রন্তে রাজানং ঘোরদর্শনম্।
কিমাগমনকার্য্যং তে রাজপুত্র মহাবল ॥১৫
অযোধ্যাধিপতে বীর শাপাচ্চণ্ডালতাং গতঃ।
অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য রাজা চণ্ডালতাং গতঃ ॥১৬
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্।
প্রত্যাখ্যাতোঽস্মি গুরুণা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ ॥১৭
অনবাপ্যৈব তং কামং ময়া প্রাপ্তো বিপর্য্যয়ঃ।
সশরীরো দিবং যায়ামিতি মে সোম্যদর্শন ॥১৮
ময়া চেষ্টং ক্রতুশতং তচ্চ নাবাপ্যতে ফলম্।
অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন ॥১৯
কৃচ্ছ্রেষ্বপি গতঃ সৌম্য ক্ষত্রধর্ম্মেণ তে শপে।
যজ্ঞৈর্বহুবিধৈরিষ্টং প্রজা ধর্ম্মেণ পালিতাঃ ॥২০
গুরবশ্চ মহাত্মানঃ শীলবৃত্তেন তোষিতাঃ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য যজ্ঞং চাহর্তুমিচ্ছতঃ ॥২১
পরিতোষং ন গচ্ছন্তি গুরবো মুনিপুঙ্গব।
দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষং তু নিরর্থকম্ ॥২২
দৈবেনাক্রম্যতে সর্বং দৈবং হি পরমা গতিঃ।
তস্য মে পরমার্তস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতঃ ॥
কর্তুমর্হসি ভদ্রন্তে দৈবোপহতকর্ম্মণঃ ॥২৩
নান্যাং গতিং গমিষ্যামি নান্যচ্ছরণমস্তি মে।
দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্ত্তয়িতুমর্হসি ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডেঽষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

হইলেন। পরমধার্মিক মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র করুণাবশতঃ বিকটাকৃতি রাজাকে বলিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক। রাজনন্দন! তোমার এখানে আগমনের প্রয়োজন কি? মহাবলবান্ অযোধ্যাপতি তুমি শাপবশতঃ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত রাজা ত্রিশঙ্কু বাগ্মী বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—প্রিয়দর্শন! মুনিবর! আমি পুরোহিত বশিষ্ঠ ও তদীয় পুত্রগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। আমার প্রার্থিত বস্তু লাভ না করিয়া আমি এইরূপ বিপর্য্যয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, অথচ আমার ইচ্ছা ছিল "সশরীরে স্বর্গে যাইব"। আমি একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল পাইলাম না। আমি কখনও মিথ্যাকথা বলি নাই। বহু বিপদে বা কষ্টে পতিত হই না কেন, কখনই মিথ্যা বলিব না। সৌম্য! ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পালন করিয়াছি, মহাত্মা গুরুজনদিগকে সদ্‌গুণ ও সদাচারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছি, আমি ধর্ম্মরক্ষায় প্রযত্নশীল হইয়া বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু মুনিবর! আমার গুরু বশিষ্ঠ ও তদীয় পুত্রগণ সন্তুষ্ট হইতেছেন না। এখন আমি মনে করিতেছি—দৈবই প্রধান, পুরুষকার অকিঞ্চিৎকর।১-২২

দৈবই সকলকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। দৈবই একমাত্র গতি। দৈবের দ্বারা আমার সকল কর্ম বিফল হইয়াছে। আমি অতিশয় আর্তভাবে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনার মঙ্গল হউক। আমি অন্য উপায় অবলম্বন করিব না। আপনি ব্যতীত আমার আশ্রয় কেহ নাই। আপনি পুরুষকারপ্রভাবে দৈবশক্তি রোধ করিতে সমর্থ।২৩-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[ত্রিশঙ্কোর্যজ্ঞকরণায় বিশ্বামিত্রস্যাঙ্গীকারঃ, পুত্রাণাং শিষ্যাণাং যজ্ঞদ্রব্যসংগ্রহায় ব্রাহ্মণাদীনাং নিমন্ত্রণায় চ প্রেষণম্ , বসিষ্ঠপুত্রবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ক্রোধঃ, তেষাং নাশশ্চ ।]

উক্তবাক্যন্তু রাজানং কৃপয়া কুশিকাত্মজঃ ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং সান্ত্বাচ্চণ্ডালতাং গতম্ ॥১
ইক্ষ্বাকো স্বাগতং বৎস জানামি ত্বাং সুধার্মিকম্ ।
শরণং তে প্রদাস্যামি মা ভৈর্নীর্নৃপপুঙ্গব ॥২
অহমাময়ত্রয়ে সর্বান্মহর্ষীন্ পুণ্যকর্মণঃ ।
যজ্ঞদাঙ্কুরান্ রাজংস্ততো যক্ষ্যসি নির্বৃতঃ ॥৩
গুরুশাপকৃতং রূপং যদিদং ত্বয়ি বর্ততে ।
অনেন সহ রূপেণ সশরীরো গমিষ্যসি ॥৪
হস্তপ্রাপ্তমহং মন্যে স্বর্গং তব নরাধিপ ।
যস্ত্বং কৌশিকমাগম্য শরণ্যং শরণাগতঃ ॥৫
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুত্রান্ পরমধার্মিকান্ ।
ব্যাদিদেশ মহাপ্রাজ্ঞান্ যজ্ঞসম্ভারকারণাৎ ॥৬
সর্বান্ শিষ্যান্ সমাহূয় বাক্যমেতদুবাচ হ ।
সর্বানৃষীন্ সবাসিষ্ঠানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া ॥৭
সশিষ্যান্ সুহৃদশ্চৈব সহিতঃ স্বয়ন্তুবান্ ।
যদন্যো বচনং ক্রয়াদ্বাক্যবলচোদিতঃ ॥৮
তৎসর্বমখিলেনোক্তং মমাগ্যেয়মনাদৃতম্ ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শিষ্যা জগ্মুস্তমাজ্ঞয়া ॥৯
আজগ্মুরথ দেশেভ্যঃ সর্বেভ্যো ব্রহ্মবাদিনঃ ।
তে চ শিষ্যাঃ সমাগম্য মুনিং জ্বলিততেজসম্ ॥১০
উচুশ্চ বচনং সর্বং সর্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
শ্রুত্বা তে বচনং সর্বে সমাযান্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥১১
সর্বদেশেষু চাগচ্ছন্ বর্জয়িত্বা মহোদয়ম্ ।
বাসিষ্ঠং যজ্ঞতং সর্বং ক্রোধপর্যাকুলাক্ষরম্ ॥১২

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ করিতে বিশ্বামিত্রের স্বীকার, যজ্ঞদ্রব্য সংগ্রহ এবং ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিগ্‌গণকে নিমন্ত্রণের জন্য পুত্র এবং শিষ্যগণকে প্রেরণ, বশিষ্ঠপুত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রের ক্রোধ এবং তাহাদিগের বিনাশ ।]

ত্রিশঙ্কু এইরূপ বলিলে পর কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র করুণাবশতঃ চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত রাজাকে মধুরভাবে বলিলেন,—বৎস ! ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ! তোমার আগমন শুভ হউক, আমি তোমাকে পরমধার্মিক বলিয়া জানি। আমি তোমাকে আশ্রয়দান করিলাম,—নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি ভীত হইও না। রাজন্ ! আমি তোমার যজ্ঞের সাহায্য করিবার জন্য পুণ্যকর্মা মহর্ষিগণকে আমন্ত্রণ করিব। তুমি তাঁহাদের সাহায্যে নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারিবে। যদিও গুরুপুত্রগণের অভিশাপে তোমার শরীর বিরূপ হইয়াছে, তথাপি তুমি এই শরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে ।১-৪

নরাধিপ ! তুমি যখন শরণাগতবৎসল কৌশিকের শরণ লইয়াছ, তখন স্বর্গ তোমার হস্তগত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র রাজাকে এইরূপ বলিয়া পরমধার্মিক মহাপ্রাজ্ঞ পুত্রগণকে যজ্ঞের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা আমার আদেশে বশিষ্ঠপুত্রগণকে এবং শিষ্য ও বান্ধবসহিত অন্যান্য বহু শাস্ত্রজ্ঞ ঋত্বিগ্‌দিগকে আমন্ত্রণ কর। আমার আহ্বানে অনাদর করিয়া কেহ নিন্দাসূচক মন্তব্য করিলে, তাহা আমার নিকট অবিকল নিবেদন করিও। বিশ্বামিত্রের এইরূপ আদেশ শুনিয়া শিষ্যগণ আদেশমত নানাদিকে গমন করিলেন। অনন্তর নানাদেশ হইতে ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ আসিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রের

যথাহ বচনং সর্বং শৃণু ত্বং মুনিপুঙ্গব।
ক্ষত্রিয়ো যাজকো যস্য চণ্ডালস্য বিশেষতঃ ॥১৩
কথং সদসি ভোক্তারো হবিস্তস্য সুরর্ষয়ঃ।
ব্রাহ্মণা বা মহাত্মানো ভুক্ত্বা চাণ্ডালভোজনম্ ॥১৪
কথং স্বর্গং গমিষ্যন্তি বিশ্বামিত্রেণ পালিতাঃ
এতদ্ বচনমৈক্ষ্বর্য্যমুচুঃ সংরক্তলোচনাঃ ॥১৫
বাসিষ্ঠা মুনিশার্দূল সর্বে সহমহোদয়াঃ।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্বেষাং মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৬
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ সরোষমিদমব্রবীৎ।
যদ্ধ্যবস্যত্যুচ্ছৃষ্টং মাং তপ উগ্রং সমাস্থিতম্ ॥১৭
ভস্মীভূতা দুরাত্মানো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
অদ্য যে কালপাশেন নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥১৮
সপ্তজাতি শতান্যেব মৃতপাঃ সম্ভবন্তু তে।
স্বমাংসনিরতাহারা মুষ্টিকা নাম নির্ঘৃণাঃ ॥১৯
বিকৃতাশ্চ বিরূপাশ্চ লোকানসুচরন্ত্বিমান্।
মহোদয়শ্চ দুর্বুদ্ধির্মমদূষ্যং হ্যদূষয়ৎ ॥২০
দূষিতঃ সর্বলোকেষু নিষাদ ত্বং গমিষ্যতি।
প্রাণাতিপাতনিরতো নিরনুক্রোশতাং গতঃ ॥২১
দীর্ঘকালং মম ক্রোধাদ্দুর্গতিং বর্তয়িষ্যতি।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥
বিররাম মহাতেজা ঋষিমধ্যে মহামুনিঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শিষ্যগণও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ত্রিশঙ্কুসহ বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মবাদী মুনিগণের কথা জানাইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—আপনার আহ্বান শুনিয়াই সকলদেশের ব্রাহ্মণগণ আসিতেছেন, কেবল মহোদয়নামক মুনি ও বশিষ্ঠপুত্রগণ আসিতে চাহিলেন না। তাঁহারা সকলে ক্রোধান্বিত হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহা আপনি শ্রবণ করুন। যে যজ্ঞের যাজক ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ চণ্ডাল-যজমানের যজ্ঞস্থলে দেবতা ও ঋষিগণ কিরূপে যজ্ঞভাগ ভোজন করিবেন? মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই বা চণ্ডালের অন্নাদি ভোজন করিয়া বিশ্বামিত্রকর্তৃক পালিত হইলেও কিরূপে স্বর্গে গমন করিবেন? মুনিশ্রেষ্ঠ। মহোদয়সহিত বশিষ্ঠপুত্রগণ ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন। শিষ্যগণের বাক্য শুনিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র ক্রোধপূর্ণনেত্রে কঠোরভাবে বলিলেন,—আমি উগ্র তপস্যায় রত আছি, কোনও অন্যায় করি নাই, তথাপি যখন দুরাচার বশিষ্ঠপুত্রগণ আমাকে দূষিত করিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহারা ভস্মীভূত হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই। অদ্যই তাহারা কালপাশে বদ্ধ হইয়া যমলোকে গমন করিবে। সেখানে সাতশত জন্ম পর্য্যন্ত মুষ্টিক (ডোম) হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। কুক্কুরমাংসই উহাদের আহার্য্য হইবে। বিকৃতরূপ ও বিকৃত আচার প্রাপ্ত হইয়া অতি নির্দয়ভাবে শববস্ত্রাদি আহরণ করিবে। এইভাবে তাহারা যমলোকে কাল কাটাইবে। দুর্বুদ্ধি মহোদয়ও যেহেতু বিনা দোষে আমাকে দূষিত করিয়াছে, সেও এই সকললোকের নিকট দূষিত হইয়া ব্যাধত্ব প্রাপ্ত হইবে। অতি নিষ্ঠুরতা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণিগণের প্রাণনাশ করত আমার ক্রোধের জন্যই দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করিবে। এইরূপ বলিয়া মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র মৌনভাব ধারণ করিলেন।১৩-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সশরীরস্বর্গাভিলাষিণস্ত্রিশঙ্কোর্যজ্ঞকরণায় ঋষীন্ প্রতি বিশ্বামিত্রস্যানুরোধঃ, ঋষিভির্যজ্ঞারম্ভঃ, ত্রিশঙ্কোঃ সশরীরেণ স্বর্গগমনম্, ইন্দ্রেণ স স্বর্গাচ্যুতঃ, তেন ক্রোধাকুল-বিশ্বামিত্রস্যাপর-স্বর্গসর্জনম্, দেবানামনুরোধেন তস্যো বিরামশ্চ ।]

তপোবলহতান্ জ্ঞাত্বা বাসিষ্ঠান্ সমহোদয়ান্ ।
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১
অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ ।
ধর্মিষ্ঠশ্চ বদান্যশ্চ মা চৈব শরণং গতঃ ॥২
স্বেনানেন শরীরেণ দেবলোকজিগীষয়া ।
যথায়ং স্বশরীরেণ দেবলোকং গমিষ্যতি ॥৩
তথা প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞো ভবন্তিশ্চ ময়া সহ ।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ ॥৪
ঊচুঃ সমেতাঃ সহসা ধর্মজ্ঞা ধর্মসংহিতম্ ।
অয়ং কুশিকদায়াদো মুনিঃ পরমকোপনঃ ॥৫
যদাহ বচনং সম্যগেতৎ কার্য্যং ন সংশয়ঃ ।
অন্যথা হ্যগ্নিসদৃশো ভগবান্ শাপং দাস্যতি রোষতঃ ॥৬
তস্মাৎ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সশরীরো যথা দিবি ।
গচ্ছেদিক্ষ্বাকুদায়াদো বিশ্বামিত্রস্য তেজসা ॥৭
ততঃ প্রবর্ত্তাতাং যজ্ঞঃ সর্বে সমধিতিষ্ঠত ।
এবমুক্ত্বা চ ঋষয়ঃ (ক) সংভৃত্যাঃ ক্রিয়াস্তদা ॥৮
যাজকশ্চ মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভবৎ ক্রতৌ ।
ঋত্বিজশ্চানুপূর্ব্যেণ মন্ত্রবন্মন্ত্রকোবিদাঃ ॥৯
চক্রুঃ সর্বাণি কর্মাণি যথাকল্পং যথাবিধি ।
ততঃ কালেন মহতা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥১০
চকারাবাহনং তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ ।
নাভ্যাগমংস্তদা তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ ॥১১
ততঃ কোপসমাবিষ্টো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
স্রুবমুদ্যম্য সক্রোধস্ত্রিশঙ্কুমিদমব্রবীৎ ॥১২

ষষ্টিতম সর্গ

[সশরীরে স্বর্গগমনাভিলাষী ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ করিবার জন্য ঋষিগণের নিকট বিশ্বামিত্রের অনুরোধ, ঋষিগণ কর্তৃক যজ্ঞারম্ভ ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে গমন, ইন্দ্রকর্তৃক স্বর্গ হইতে ত্রিশঙ্কুর বিচ্যুতি. সেইহেতু ক্রোধাকুল বিশ্বামিত্রের অন্য একটি স্বর্গ সৃজন ও দেবগণের অনুরোধে তাহা হইতে বিরতি ।]

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহোদয়সহিত বশিষ্ঠপুত্রগণকে স্বীয় তপস্যাপ্রভাবে নিহত জানিয়া ঋষিগণসমক্ষে বলিলেন,—ত্রিশঙ্কুনামে বিখ্যাত এই রাজা ইক্ষ্বাকু-বংশজাত দাতা ও ধার্মিক। ইনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার ইচ্ছায় আমার শরণাগত হইয়াছেন। অতএব ইনি যাহাতে সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে পারেন, আপনারা আমার সহিত সেইরূপে যাগের অনুষ্ঠান করুন। বিশ্বামিত্রের এইরূপ বচন শুনিয়া ধর্মজ্ঞ মহর্ষিগণ সকলে মিলিত হইলেন এবং পরস্পর আলোচনা করিয়া ধর্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন,—কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র মুনি হইয়াও অতিক্রুদ্ধপ্রকৃতি। তিনি যাহা বলিয়াছেন, বিনা বিধায় তাহা করা আমাদের কর্তব্য। অন্যথা অগ্নিতুল্য ভগবান্ বিশ্বামিত্র আমাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিবেন ।১-৬

অতএব যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হউক। যাহাতে বিশ্বামিত্রের প্রভাবে ইক্ষ্বাকুবংশধর ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করেন, সেইরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হউক। সকলে নিজ নিজ কার্য্য করিতে উদ্যত হউন। এইরূপ আলোচনা করিয়া ঋষিগণ যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞে পুরোহিত (অধ্বর্যু) হইলেন। মন্ত্রবিৎ ঋত্বিক্‌সমূহ আনুপূর্বিক সম্পূর্ণরূপ উচ্চারণ করিয়া কল্পশাস্ত্রোক্ত বিধিমানুসারে বিধিমত সকল কর্ম করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠানে বহুসময় অতীত হইলে পর মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য দেবগণকে আবাহন করিলেন। কিন্তু দেবগণের মধ্যে কেহই ঐ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে আসিলেন না। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় কুপিত হইলেন এবং অতিক্রোধে স্রুব উত্তোলন করিয়া ত্রিশঙ্কুকে বলিলেন ।৭-১২

(ক) পাঠান্তর :—ঽ এবমুক্ত ঋষয়ঃ—

পশ্য মে তপসো বীর্য্যং রাজিতস্য নরেশ্বর।
এষ ত্বাং স্বশরীরেণ নয়ামি স্বর্গমোজসা ॥১৩
দুষ্প্রাপং স্বশরীরেণ স্বর্গং গচ্ছ নরেশ্বর।
স্বার্জিতং কিঞ্চিদপ্যস্তি মত্তো হি তপসঃ ফলম্ ॥১৪
রাজংস্ত্বং তেজসা তস্য সশরীরো দিবং ব্রজ।
উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ সশরীরো নরেশ্বরঃ ॥১৫
দিবং জগাম কাকুৎস্থ মুনীনাং পশ্যতাং তদা।
স্বর্গলোকং গতং দৃষ্ট্বা ত্রিশঙ্কুং পাকশাসনঃ ॥১৬
সহ সর্বৈঃ সুরগণৈরিদং বচনমব্রবীৎ।
ত্রিশঙ্কো গচ্ছ ভূয়স্ত্বং নাস্তি স্বর্গকৃতালয়ঃ ॥১৭
গুরুশাপহতো মূঢ় পত ভূমিমবাক্শিরাঃ ॥
এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ ত্রিশঙ্কুরপতৎ পুনঃ ॥১৮
বিক্রোশমানস্ত্রাহীতি বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ক্রোশমানস্য কৌশিকঃ ॥১৯
রোষমাহারয়ত্তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
ঋষিমধ্যে স তেজস্বী প্রজাপতিরিবাপরঃ ॥২০
সৃজন্ দক্ষিণমার্গস্থান্ সপ্তর্ষীনপরান্ পুনঃ।
নক্ষত্রবংশমপরমসৃজৎ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥২১
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় ঋষিমধ্যে মহাযশাঃ।
সৃষ্ট্বা নক্ষত্রবংশঞ্চ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ ॥২২
অন্যমিন্দ্রং করিষ্যামি লোকো বা স্যাদনিন্দ্রকঃ।
দৈবতান্যপি স ক্রোধাৎ স্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥২৩
ততঃ পরমসন্ত্রান্তাঃ সহিসঙ্ঘাঃ সুরাসুরাঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমূচুঃ সানুনয়ং বচঃ ॥২৪
অয়ং রাজা মহাভাগ গুরুশাপপরিক্ষতঃ।
সশরীরো দিবং যাতুং নার্হত্যেব তপোধন ॥২৫
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবানাং মুনিপুঙ্গবঃ।
অব্রবীৎ তমহং বাক্যং কৌশিকঃ সর্বদেবতাঃ ॥২৬

মহারাজ! তুমি আমার উপার্জিত তপস্যার শক্তি দেখ। এই আমি নিজশক্তিতে সশরীরে তোমাকে স্বর্গে লইতেছি। নরেশ্বর! সশরীরে স্বর্গগমন সম্ভব হয় না, তথাপি তুমি সশরীরে স্বর্গে গমন কর। আমার অনুষ্ঠিত তপস্যার যদি কিঞ্চিৎ ফল হইয়া থাকে, রাজন্! তুমি সেই তপস্যার ফলে সশরীরে স্বর্গে গমন কর। বিশ্বামিত্র এইরূপ বাক্য বলিলে পর ত্রিশঙ্কুরাজা সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। কাকুৎস্থ! সমবেত মুনিগণ ঐ দৃশ্য দর্শন করিলেন। ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে আগত দেখিয়া পাকশাসন ইন্দ্র দেবতাবৃন্দের সহিত তাঁহাকে বলিলেন,—ত্রিশঙ্কো! মূঢ়! তুমি পুনর্বার মর্ত্যলোকে গমন কর, তুমি স্বর্গে বাসযোগ্য নহ। তুমি গুরুর অভিশাপে পতিত হইয়াছ, সুতরাং অধোমস্তকে ভূতলে পতিত হও। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে ত্রিশঙ্কু পুনর্বার ভূতলে নিপতিত হইলেন, পতনকালে বিশ্বামিত্রমুনিকে উদ্দেশ করিয়া 'ত্রাহি ত্রাহি'—'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র আর্ত ত্রিশঙ্কুর করুণ শব্দ শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণমধ্যে অবস্থিত তেজস্বী বিশ্বামিত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্বক অন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন এবং সপ্তবিংশতিসংখ্যক নক্ষত্রমালাও সৃষ্টি করিলেন। নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়া যশস্বী বিশ্বামিত্র ক্রোধবশতঃ স্থির করিলেন—এই স্থানে অন্য ইন্দ্র সৃষ্টি করিব অথবা এইস্থান ইন্দ্রশূন্য থাকিবে। এইরূপ স্থির করিয়া দেবতাগণের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন।১৩-২৩

তখন ঋষি, দেবতা ও অসুরগণ অতিব্যাকুলভাবে মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া অনুনয়-বিনয় করত বলিলেন,—মহাভাগ! তপোধন! এই ত্রিশঙ্কু রাজা গুরুর শাপে ক্ষীণ হইয়াছে, সশরীরে স্বর্গে যাইবার যোগ্যতা ইহার নাই। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র দেবতাগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন,—আমি এই ত্রিশঙ্কুনরপতির সশরীরে স্বর্গে আরোহণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এই প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে ইচ্ছা করি না। আপনাদের মঙ্গল হউক। এখন এই ত্রিশঙ্কুর সশরীরে চিরকাল স্বর্গবাস হউক। আমার সৃষ্ট নক্ষত্রমণ্ডলও চিরকাল

সশরীরস্য ভদ্রং বস্ত্রিশঙ্কোরস্য ভূপতেঃ।
আরোহণং প্রতিজ্ঞাতং নানৃতং কর্তুমুৎসহে ॥২৭
স্বর্গোঽস্তু সশরীরস্য ত্রিশঙ্কোরস্য শাশ্বতঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি মামকানি ধ্রুবাণ্যথ ॥২৮
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ।
মৎ কৃতানি সুরাঃ সর্বে তদনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥২৯
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যূচুর্মুনিপুঙ্গবম্।
এবং ভবতু ভদ্রন্তে তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ ॥৩০
গগনে তান্যনেকানি বৈশ্বানরপথাদ্ বহিঃ।
নক্ষত্রাণি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষু জ্যোতিঃষু জাজ্বলন্ ॥৩১

অবাক্‌শিরাস্ত্রিশঙ্কুশ্চ তিষ্ঠত্বমরসন্নিভঃ।
অনুযান্ত্বন্তি চৈতানি জ্যোতীংষি নৃপসত্তমম্ ॥৩২
কৃতার্থং কীর্তিমন্তঞ্চ স্বর্গলোকগতং যথা।
বিশ্বামিত্রস্তু ধর্মাত্মা সর্বদেবৈরভিষ্টুতঃ ॥৩৩
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বাঢ়মিত্যেব দেবতাঃ।
ততো দেবা মহাত্মানঃ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥
জগ্মুর্যথাগতং সর্বে যজ্ঞস্যান্তে নরোত্তম ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬০

অবস্থিত থাকুক। যতদিন এই সংসার থাকিবে, ততদিন এই নক্ষত্রসমূহও থাকিবে। দেবগণ! আমি যাহা করিয়াছি, আপনারা তাহা অনুমোদন করুন।২৪-২৯

বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর দেবগণ মুনিবরকে বলিলেন,—তাহাই হউক। তোমার মঙ্গল হউক। তোমার সৃষ্ট নক্ষত্রসমূহ গগনে জ্যোতিশ্চক্রের গতির বহির্দেশে অবস্থিত থাকুক। মুনিবর! ঐ জ্যোতির্ময় নক্ষত্রমধ্যে উজ্জ্বল হইয়া ত্রিশঙ্কু অধোমস্তকে দেবতার ন্যায় অবস্থিতি করুক। এই নক্ষত্রসমূহ স্বর্গগত কীর্তিমান্ কৃতার্থ ত্রিশঙ্কুর অনুগমন করুক। এইরূপ বলিয়া দেবগণ ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রের স্তুতি করিলেন। তখন ঋষিগণমধ্যে অবস্থিত বিশ্বামিত্র "তথাস্তু" বলিয়া দেবতাগণের বাক্যে সম্মতি জানাইলেন। নরশ্রেষ্ঠ! রাম! অনন্তর দেবগণ ও তপস্বী মহাত্মা ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ণ হওয়ার পর যথাস্থানে গমন করিলেন।৩০-৩৪

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[পুষ্করতীর্থে বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, রাজর্ষিণাম্বরীষেণ ঋচীকস্য মধ্যমপুত্রস্য শুনঃশেফস্য যজ্ঞপশুরূপেণ ক্রয়পূর্বকমানয়নঞ্চ।]

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ প্রস্থিতান্ বীক্ষ্য তানৃষীন্।
অব্রবীন্নরশার্দূলঃ সর্বাংস্তান্ বনবাসিনঃ ॥১
মহাবিঘ্নঃ প্রবৃত্তোঽয়ং দক্ষিণামাশ্রিতো দিশম্।
দিশমন্যাং প্রপৎস্যামস্তত্র তপ্স্যামহে তপঃ ॥২
পশ্চিমায়াং বিশালায়াং পুষ্করেষু মহাত্মনঃ।
সুখং তপশ্চরিষ্যামঃ সুখং হ্যত্র তপোবনম্ ॥৩
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুষ্করেষু মহামুনিঃ।
তপ উগ্রং দুরাধর্ষং তেপে মূল-ফলাশনঃ ॥৪
এতস্মিন্নেব কালে তু অযোধ্যাধিপতির্মহান্।
অম্বরীষ ইতি খ্যাতো যষ্টুং সমুপচক্রমে ॥৫
তস্য বৈ যজমানস্য পশুমিন্দ্রো জহার হ।
প্রনষ্টে তু পশৌ বিপ্রো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৬
পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রনষ্টস্তব দুর্নয়াৎ।
অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর ॥৭
প্রায়শ্চিত্তং মহত্তোত্তমরং বা পুরুষর্ষভ।
আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম প্রবর্ততে ॥৮
উপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা স রাজা পুরুষর্ষভঃ।
অন্বিষেষ মহাবুদ্ধিঃ পশুং গোভিঃ সহস্রশঃ ॥৯
দেশান্ জনপদাংস্তাংস্তান্নগরাণি বনানি চ।
আশ্রমাণি চ পুণ্যানি মার্গমাণো মহীপতিঃ ॥১০
স পুত্রসহিতং তাত সভার্যং রঘুনন্দন।
ভৃগুতুঙ্গে মমাসাদ্য ঋচীকং সন্দদর্শ হ ॥১১
তমুবাচ মহাতেজাঃ প্রণম্যাভিপ্রসাদ্য চ
মহর্ষিং তপসা দীপ্তং রাজর্ষিরমিতপ্রভঃ ॥১২

একষষ্টি সর্গ

[পুষ্করতীর্থে বিশ্বামিত্রের তপস্যা এবং রাজর্ষি অম্বরীষ কর্তৃক ঋচীকের মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে যজ্ঞপশুরূপে ক্রয়পূর্বক আনয়ন।]

নরোত্তম! মহাতেজা বিশ্বামিত্র বনবাসী ঋষিগণকে নিজ নিজ স্থানে যাইতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—দক্ষিণদিকে অবস্থান করার জন্য তপস্যায় মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। এখন অন্যদিকে গমন করিব এবং সেইস্থানে তপস্যা করিব। মহাত্মগণ! বিশাল-তপোবনযুক্ত পশ্চিমদিকে পুষ্করক্ষেত্রে যাইয়া সুখে তপস্যা করিতে পারিব। ঐ তপোবন অতিসুখকর। মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণকে এইরূপ বলিয়া পুষ্করে গমন করিলেন এবং ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া অপরাজেয় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।১-৪

ঐ সময়ে অম্বরীষনামে খ্যাত অযোধ্যার মহারাজ যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যজমান রাজার যজ্ঞীয় অশ্বটিকে ইন্দ্র অপহরণ করিলেন। অশ্বটি অপহৃত হইলে পুরোহিত রাজাকে বলিলেন,—রাজন্! যে যজ্ঞীয় পশু আনীত হইয়াছিল, তাহা আপনার দুর্নীতির জন্যই অপহৃত হইল। নরাধিপ! যে রাজা রক্ষাকার্য্যে অসমর্থ হয়, প্রত্যবায়সমূহ তাহাকে বিনষ্ট করে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই দোষের জন্য একটি মহৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আপনার এই যজ্ঞানুষ্ঠান যতকাল প্রচলিত আছে, তাবৎকালের মধ্যে ঐ পশুর প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি মনুষ্য আনয়ন করুন।৫-৮

পুরোহিতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধি অম্বরীষ সহস্র সহস্র গোধনের বিনিময়ে নরপশুকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইজন্য মহীপতি নানাদেশ, জনপদ, নগর, অরণ্য ও বহু পুণ্য আশ্রমে ভ্রমণ করিলেন। বৎস! রঘুনন্দন! এইভাবে সর্বত্র অন্বেষণ করিতে করিতে ভৃগুতুঙ্গনামক পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত পত্নী-পুত্রসহিত ঋচীককে দেখিতে পাইলেন। তেজস্বী উজ্জ্বলকান্তি রাজর্ষি অম্বরীষ তপস্যাপ্রভাবে দীপ্তিমান্ ঋচীকের নিকট গমন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার প্রসন্নতাবিধান করিয়া কুশলজিজ্ঞাসার পর বলিলেন,—মুনিবর!

পৃষ্ট্বা সর্বত্র কুশলমৃচীকং তমিদং বচঃ।
গবাং শতসহস্রেণ বিক্রীণীষে সুতং যদি ॥১৩
পশোরর্থে মহাভাগ কৃতকৃত্যোঽস্মি ভার্গব।
সর্বে পরিগতা দেশা যজ্ঞিয়ং ন লভে পশুম্ ॥১৪
দাতুমর্হসি মূল্যেন সুতমেকমিতো মম।
এবমুক্তো মহাতেজা ঋচীকস্তত্রবীদ্ বচঃ ॥১৫
নাহং জ্যেষ্ঠং নরশ্রেষ্ঠ বিক্রীণীয়াং কথঞ্চন।
ঋচীকস্য বচঃ শ্রুত্বা তেষাং মাতা মহাত্মনাম্ ॥১৬
উবাচ নরশার্দূলমম্বরীষমিদং বচঃ।
অবিক্রেয়ং সুতং জ্যেষ্ঠং ভগবানাহ ভার্গবিঃ ॥১৭
মমাপি দয়িতং বিদ্ধি কনিষ্ঠং শুনকং প্রভো।
তস্মাৎ কনীয়সং পুত্রং ন দাস্যে তব পার্থিব ॥১৮
প্রায়েণ হি নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু বল্লভাঃ।
মাতৃণাঞ্চ কনীয়াংসস্তস্মাদ্ রক্ষ্যো কনীয়সম্ ॥১৯
উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ মুনিপত্ন্যাং তথৈব চ।
শুনঃশেফঃ স্বয়ং রাম মধ্যমো বাক্যমব্রবীৎ ॥২০
পিতা জ্যেষ্ঠমবিক্রেয়ং মাতা চাহ কনীয়সম্।
বিক্রেয়ং মধ্যমং মন্যে রাজপুত্র নয়স্ব মাম্ ॥২১
অথ রাজা মহাবাহো বাক্যান্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য কোটিভী রত্নরাশিভিঃ ॥২২
গবাং শতসহস্রেণ শুনঃশেফং নরেশ্বরঃ।
গৃহীত্বা পরমপ্রীতো জগাম রঘুনন্দন ॥২৩
অম্বরীষস্তু রাজর্ষী রথমারোপ্য সত্বরঃ।
শুনঃশেফং মহাতেজা জগামাশু মহাযশাঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

মহাভাগ! আমার যজ্ঞীয় পশু হইবার জন্য যদি আপনি শতসহস্র ধেনুর বিনিময়ে নিজপুত্রকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। ভৃগুনন্দন! আমি যজ্ঞীয় পশুর জন্য সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু যজ্ঞীয় পশু প্রাপ্ত হই নাই। এইজন্য মূল্যের পরিবর্তে একটি পুত্রকে প্রদান করুন। অম্বরীষ এইরূপ বলিলে পর মহাতেজা ঋচীক বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! আমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে কখনই বিক্রয় করিব না। ঋচীকের বচন শুনিয়া ঐ মহাত্মা পুত্রগণের জননী নরশ্রেষ্ঠ অম্বরীষকে বলিলেন,—ভগবান্ ভৃগুনন্দন বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠপুত্র বিক্রীত হইবে না।' রাজন্! এই কনিষ্ঠতনয় শুনক আমার অতিশয়স্নেহপাত্র, এইজন্য কনিষ্ঠকে আমি কিছুতেই দান করিতে পারিব না।১৯-১৮

নরশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠপুত্র প্রায়ই পিতার প্রীতিপাত্র হয় এবং কনিষ্ঠপুত্র মাতার প্রীতিপাত্র হয়, এইজন্য আমি কনিষ্ঠকে নিজের নিকটে রাখিতে চাই। রাম! ঋচীকমুনি ও তদীয় পত্নী ঐরূপ বলিলে শুনঃশেফ-নামক মধ্যমপুত্র নিজেই রাজাকে বলিলেন,—পিতা জ্যেষ্ঠকে ও মাতা কনিষ্ঠকে বিক্রয়যোগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন না। ইহাতে মনে হইতেছে যে মধ্যমপুত্রই বিক্রয়যোগ্য। রাজন্! আপনি আমাকে লইয়া চলুন। মহাবীর! রঘুনন্দন! ব্রহ্মবাদী শুনঃশেকের কথা শেষ হইলে পর নরপতি অম্বরীষ রত্নকোটি সুবর্ণরত্নসমূহ ও শতসহস্রধেনুর পরিবর্তে শুনঃশেফকে লইয়া গমন করিলেন। নিজ রথে শুনঃশেফকে লইয়া মহাতেজা যশস্বী রাজর্ষি অতিসত্বর গমন করিতে লাগিলেন।১৯-২৪

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শুনঃশেফস্য রক্ষণায় বিশ্বামিত্রস্যাম্বোষপ্রযত্নঃ, পুষ্করক্ষেত্রে পুনস্তপশ্চরণঞ্চ ।]

শুনঃশেফং নরশ্রেষ্ঠ গৃহীত্বা তু মহাযশাঃ ।
ব্যশ্রমৎ পুষ্করে রাজা মধ্যাহ্নে রঘুনন্দন ॥১
তস্য বিশ্রমমাণস্য শুনঃশেফো মহাযশাঃ ।
পুষ্করং জ্যেষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ ॥২
তপ্যন্তমৃষিভিঃ সার্ধং মাতুলং পরমাতুরঃ ।
বিষণ্ণবদনো দীনস্তৃষ্ণয়া চ শ্রমেণ চ ॥৩
পপাতাঙ্কে মুনে রাম বাক্যং চেদমুবাচ হ ।
ন মেঽস্তি মাতা ন পিতা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাঃ কুতঃ ॥৪
ত্রাতুমর্হসি মাং সৌম্য ধর্মেণ মুনিপুঙ্গব ।
ত্রাতা ত্বং হি নরশ্রেষ্ঠ সর্বেষাং হ্যং হি ভাবনঃ ॥৫
রাজা চ কৃতকার্য্যঃ স্যাদহং দীর্ঘায়ুরব্যয়ঃ ।
স্বর্গলোকমুপাস্নীয়াং তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্ ॥৬
স মে নাথো হ্যনাথস্য ভব ভব্যেন চেতসা ।
পিতেব পুত্রং ধর্মাত্মংস্ত্রাতুমর্হসি কিল্বিষাৎ ॥৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ।
সান্ত্বয়িত্বা বহুবিধং পুত্রানিদমুবাচ হ ॥৮
যৎকৃতে পিতরঃ পুত্রান্ জনয়ন্তি শুভার্থিনঃ ।
পরলোকহিতার্থায় তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥৯
অয়ং মুনিসুতো বালো মত্তঃ শরণমিচ্ছতি ।
অস্য জীবিতমাত্রেণ প্রিয়ং কুরুত পুত্রকাঃ ॥১০
সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ ।
পশুভূতা নরেন্দ্রস্য তৃপ্তিমগ্নেঃ প্রযচ্ছত ॥১১
নাথবাংশ্চ শুনঃশেফো মন্ত্রশ্চায়ং হ্যবিপ্লুতো ভবেৎ ।
দেবতাস্তর্পিতাশ্চ স্যুর্মম চাপি কৃতং বচঃ ॥১২

দ্বিষষ্টি সর্গ

[শুনঃশেফের রক্ষাবিধানার্থ বিশ্বামিত্রের সকল প্রসঙ্গ ও পুষ্করক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের পুনর্বার তপস্যা ।]

নরশ্রেষ্ঠ! রঘুনন্দন! মহাযশস্বী রাজা অম্বরীষ শুনঃশেফকে লইয়া যাইতে যাইতে মধ্যাহ্নকালে পুষ্করক্ষেত্রে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় যশস্বী শুনঃশেফ দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহার জ্যেষ্ঠমাতুল বিশ্বামিত্র পুষ্করতীর্থে আসিয়া ঋষিগণের সহিত তপস্যা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিপাসায় কাতর ও পরিশ্রমে বিষণ্ণবদন শুনঃশেফ তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,—আমার মাতা ও পিতা নাই, সুতরাং জ্ঞাতি ও বন্ধু কিরূপে থাকিবে? মুনিবর! সৌম্য! ধর্মানুসারে আমাকে রক্ষা করুন। নরশ্রেষ্ঠ! আপনিই আমার রক্ষাকর্তা। আপনি সকলের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমার অভিলাষ এই যে, রাজা অম্বরীষ কৃতকার্য্য হউন আর আমি দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইয়া উত্তম তপস্যার অনুষ্ঠান করত স্বর্গলোকে গমন করিতে পারি। অনাথ আমি, অতএব আপনি প্রসন্নচিত্তে আমার রক্ষক হউন। পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, ধর্মাত্মন্! আপনি, সেইরূপ আমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন ।১-৭

মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের এইরূপ কাতর বচন শুনিয়া তাহাকে বহুভাবে সান্ত্বনা দিলেন এবং নিজ পুত্রগণকে বলিলেন,—পুত্রগণ! শুভার্থী পিতৃগণ যে পরলোকের মঙ্গলের জন্য পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকেন, তোমাদের নিকট পরলোকে মঙ্গলসাধনের সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই ঋষিকুমার আমার শরণাগত হইয়াছে। তোমরা ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন কর। তোমরা সকলেই কৃতকর্মা ও ধর্মপরায়ণ। এক্ষণে রাজা অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তিবিধান কর। এইরূপ করিলে

মুনেস্তুবচনং শ্রুত্বা মধুচ্ছন্দাদয়ঃ সুতাঃ।
সাভিমানং নরশ্রেষ্ঠ মহালীলমিদমব্রুবন্ ॥১৩

কথমাত্মসুতান্ হিত্বা ত্রায়সেঽন্যসুতং বিভো।
অকার্য্যমিব পশ্যামঃ শ্বমাংসমিব ভোজনে ॥১৪

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং মুনিপুঙ্গবঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়নো ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥১৫

নিঃসাধ্বসমিদং প্রোক্তং ধর্মাদপি বিগর্হিতম্।
অতিক্রম্য তু মদ্বাক্যং দারুণং রোমহর্ষণম্ ॥১৬

শ্বমাংসভোজিনঃ সর্বে বাসিষ্ঠা ইব জাতিষু।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু পৃথিব্যামনুবৎস্যথ ॥১৭

কৃত্বা শাপসমাযুক্তান্ পুত্রান্মুনিবরস্তদা।
শুনঃশেফমুবাচার্ত্তং কৃত্বা রক্ষাং নিরাময়াম্ ॥১৮

পবিত্রপাশৈরাবদ্ধো রক্তমাল্যানুলেপনঃ।
বৈষ্ণবং যূপমাসাদ্য বাগ্ভিরগ্নিমুদাহর ॥১৯

ইমে চ গাথে দ্বে দিব্যে গায়েথা মুনিপুত্রক।
অম্বরীষস্য যজ্ঞেঽস্মিংস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥২০

শুনঃশেফো গৃহীত্বা তে দ্বে গাথে সুসমাহিতঃ।
ত্বরয়া রাজসিংহং তমম্বরীষমুবাচ হ ॥২১

রাজসিংহ মহাবুদ্ধে শীঘ্রং গচ্ছাবহে বয়ম্।
নির্বর্তয়স্ব রাজেন্দ্র দীক্ষাঞ্চ সমুপাহর ॥২২

তদ্বাক্যমৃষিপুত্রস্য শ্রুত্বা হর্ষসমন্বিতঃ।
জগাম নৃপতিঃ শীঘ্রং যজ্ঞবাটমতন্দ্রিতঃ ॥২৩

সদস্যানুমতে রাজা পবিত্রকৃতলক্ষণম্।
পশুং রক্তাম্বরং কৃত্বা যূপে তং সমবন্ধয়ৎ ॥২৪

শুনঃশেফ অনাথ হইবে না। রাজার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, দেবতারন্দ তৃপ্ত হইবেন এবং আমার কথাও রক্ষিত হইবে। নরশ্রেষ্ঠ! রাম! বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি পুত্রগণ অভিমান ও পরিহাসের সহিত বলিতে লাগিল,—বিভো! আপনি নিজপুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের পুত্রকে রক্ষা করিতেছেন কেন? উৎকৃষ্ট পায়সাদি প্রাপ্ত হইলেও যদি কেহ তাহা ত্যাগ করিয়া কুক্কুরমাংস ভোজন করে, তাহা যেমন অতি অকার্য্য, সেইরূপ গুণবান্ নিজপুত্রকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যের পুত্রকে রক্ষা করাও অকার্য্যই মনে করি। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র নিজপুত্রগণের এইরূপ বচন শুনিয়া ক্রোধে রক্তচক্ষু হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন ।৮-১৫

তোরা আমার বচন লঙ্ঘন করিয়া নির্ভয়ে ধর্মবিগর্হিত রোমহর্ষণকর এইরূপ বাক্য বলিয়াছিস্। এইজন্য তোরা সকলেই বশিষ্ঠপুত্রগণের ন্যায় মুষ্টিকজাতিতে জন্মগ্রহণপূর্বক কুক্কুরমাংসভোজী হইয়া সহস্রবৎসর যাবৎ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাক্। এইভাবে নিজ পুত্রগণকে অভিশপ্ত করিয়া বাধিত শুনঃশেফকে দুঃখনাশক-রক্ষাবিধানপূর্বক বলিলেন,—বৎস! তুমি রক্তমালা ও রক্তচন্দনাদির দ্বারা ভূষিত হইয়া রাজার যজ্ঞস্থলে যখন পবিত্রপাশে বদ্ধ হইবে এবং বৈষ্ণবযূপের নিকট নীত হইবে, সেই সময় আগ্নেয়মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির স্তুতি করিও। মুনিপুত্র! তুমি স্তুতিরূপে এই দুইটি দিব্য গাথাও গান করিও, তাহা হইলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শুনঃশেফ অবহিতভাবে দুইটি গাথা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাজশ্রেষ্ঠ অম্বরীষের নিকট সত্বর আসিয়া বলিলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ! মহাপ্রাজ্ঞ! এখন আমরা তাড়াতাড়ি গমন করি। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠানের দীক্ষা গ্রহণ করুন এবং সত্বর যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। ঋষিপুত্র শুনঃশেফের এইরূপ বাক্য শুনিয়া আনন্দিত নরপতি আলস্যত্যাগপূর্বক অতিসত্বর যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। অনন্তর অম্বরীষ সদস্যদিগের অনুমতিক্রমে পবিত্রপাশে বদ্ধ ও রক্তবস্ত্রপরিহিত শুনঃশেফকে পশুর মত যূপে বন্ধন করিলেন। তখন পাশবদ্ধ শুনঃশেফ প্রথমে অগ্নির স্তুতি করিয়া উৎকৃষ্ট ভাষায় ইন্দ্র ও ইন্দ্রানুজ বিষ্ণুর যথারীতি স্তুতি করিতে লাগিলেন ।১৬-২৫

স বজ্রো বাগ্‌ভিরগ্র্যাভিরভিতুষ্টাব বৈ সুরৌ।
ইন্দ্রমিন্দ্রানুজঞ্চৈব যথাবদ্মুনিপুত্রকঃ ॥২৫
ততঃ প্রীতঃ সহস্রাক্ষো বরদস্তুতিতোষিতঃ।
দীর্ঘমায়ুস্তদা প্রাদাচ্ছুনঃশেফায় বাসবঃ ॥২৬
স চ রাজা নরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞস্য চ সমাপ্তবান্।
ফলং বহুগুণং রাম সহস্রাক্ষপ্রসাদজম্ ॥২৭
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা ভূয়স্তেপে মহাতপাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষ শতানি চ ॥২৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

সহস্রপূর্ণ স্তুতিবাক্যে তুষ্ট ও প্রীত সহস্রলোচন ইন্দ্র শুনঃশেফকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! রাজা অম্বরীষও ইন্দ্রের প্রসন্নতার জন্য যজ্ঞের বহুগুণ ফললাভ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! মহাতপস্বী ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র পুনর্বার ঐ পুষ্করক্ষেত্রে সহস্রবৎসর তপস্যা করিলেন।২৬-২৮

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিষষ্টি সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য 'ঋষিঃ মহর্ষি'শেতি পদপ্রাপ্তিঃ, মেনকয়া তস্য তপোভঙ্গঃ, ব্রহ্মর্ষিপদলাভায় দুষ্করং তপশ্চরণঞ্চ।]

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রতস্নাতং মহামুনিম্।
অভ্যগচ্ছন্ সুরাঃ সর্বে তপঃফলচিকীর্ষবঃ ॥১
অব্রবীৎ সুমহাতেজা ব্রহ্মা গুরুতরং বচঃ।
ঋষিস্ত্বমসি ভদ্রং তে স্বার্জিতৈঃ সমভিঃ শুভৈঃ ॥২
তমেবমুক্ত্বা দেবেশস্ত্রিদিবং পুনরভ্যগাৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ভূয়স্তেপে মহত্তপঃ ॥৩
ততঃ কালেন মহতা মেনকা পরমাপ্সরাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ স্নাতুং সমুপচক্রমে ॥৪
তাং দদর্শ মহাতেজা মেনকাং কুশিকাত্মজঃ।
রূপেণাপ্রতিমাং তত্র বিদ্যুতং জলদে যথা ॥৫
কন্দর্পদর্পবশগো মুনিস্তামিদমব্রবীৎ।
অপ্সরঃ স্বাগতং তেঽস্তু বস চেহ মমাশ্রমে ॥৬
অনুগৃহ্ণীষ ভদ্রং তে মদনেন বিমোহিতম্।
ইত্যুক্ত্বা সা বরারোহা তত্র বাসমথাকরোৎ ॥৭
তপসো হি মহাবিঘ্নো বিশ্বামিত্রমুপাগমৎ।
তস্যাং বসন্ত্যাং বর্ষাণি পঞ্চ পঞ্চ চ রাঘব ॥৮

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের ঋষি ও মহর্ষি-পদপ্রাপ্তি, মেনকা কর্তৃক তাঁহার তপোভঙ্গ এবং ব্রহ্মর্ষি-পদলাভের জন্য বিশ্বামিত্রের দুষ্কর তপস্যা।]

সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে বিশ্বামিত্র ব্রতোদ্‌যাপনের স্নান করিলেন। তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ তপস্যার ফল প্রদান করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর অতিতেজস্বী ব্রহ্মা সুমধুর বচনে বলিলেন,—তুমি অনুষ্ঠিত শুভকর্মের দ্বারা ঋষিত্বলাভ করিয়াছ। তোমার মঙ্গল হউক। দেবপতি ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে এইরূপ বলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্রও পুনর্বার অতিকঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন সুন্দরী অপ্সরা মেনকা পুষ্করতীর্থে স্নান করিবার জন্য উদ্যত হইল। মহাতেজা কুশিকতনয় মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় অতুলনীয় রূপবতী মেনকাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র মুনি কামপীড়িত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—সুন্দরি! তোমার আগমন শুভ হউক। তুমি

বিশ্বামিত্রাশ্রমে সৌম্যে তপসে ব্যতিচক্রমুঃ।
অথ কালে গতে তস্মিন্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥৯
সব্রীড় ইব সংবৃত্তশ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ।
বুদ্ধির্মুনেঃ সমুৎপন্না সামর্ষা রঘুনন্দন ॥১০
সর্বং সুরাণাং কর্মৈতত্তপোঽপহরণং মহৎ।
অহোরাত্রোপদেশেন গতাঃ সংবৎসরা দশ ॥১১
কাম-মোহাভিভূতস্য বিঘ্নোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ।
স নিঃশ্বসন্মুনিবরঃ পশ্চাত্তাপেন দুঃখিতঃ ॥১২
ভীতামপ্সরসং দৃষ্ট্বা বেপন্তীং প্রাঞ্জলিং স্থিতাম্।
মেনকাং মধুরৈর্বাক্যৈর্বিসৃজ্য কুশিকাত্মজঃ ॥১৩
উত্তরং পর্বতং রাম বিশ্বামিত্রো জগাম হ।
স কৃত্বা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং জেতুকামো মহাদমাঃ ॥১৪
কৌশিকীতীরমাসাদ্য তপস্তেপে দুরাসদম্।
তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরং তপ উপাসতঃ ॥১৫
উত্তরে পর্বতে রাম দেবতানামভূদ্ভয়ম্।
আমন্ত্রয়ন্ সমাগম্য সর্বে সর্ষিগণাঃ সুরাঃ ॥১৬
মহর্ষিশব্দং লভতাং সাধ্বয়ং কুশিকাত্মজঃ।
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ ॥১৭
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
মহর্ষে স্বাগতং বৎস তপসোগ্রেণ তোষিতঃ ॥১৮
মহত্ত্বমৃষিমুখ্যত্বং দদামি তব কৌশিক।
ব্রহ্মণস্তু বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ ॥১৯
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা প্রত্যুবাচ পিতামহম্।
ব্রহ্মর্ষিশব্দমতুলং যদ্যহং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
যদি মে ভগবান্নাহ ততোঽহং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা ন তাবৎ ত্বং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২১

আমার এই আশ্রমে বাস কর এবং কামশরতপ্ত আমাকে অনুগৃহীত কর। তোমার মঙ্গল হউক। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে মেনকা সেইস্থানে বাস করিতে লাগিল ॥১-৭

রাঘব! এইভাবে বিশ্বামিত্রের তপস্যায় মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। তিনি রমণীয় নিজাশ্রমে অপ্সরাকে সঙ্গে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পরমসুখে দশবৎসরকাল অতীত হইয়া গেল। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যার কথা ভাবিয়া চিন্তিত ও শোকযুক্ত হওয়ায় নিজের নিকটই লজ্জিত হইলেন। রঘুনন্দন! তখন দেবগণের প্রতি বিশ্বামিত্রের ক্রোধপূর্ণ ভাব উদিত হইল। তিনি স্থির করিলেন—আমার তপস্যানাশকে মহৎকার্য্য মনে করিয়া দেবতাগণই এইরূপ করিয়াছে; এইজন্য দশবৎসরকাল অহোরাত্রের ন্যায় অতীত হইয়া গেল ॥৮-১১

কামমোহে অভিভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এইরূপ ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অনুতাপে ব্যথিত হইলেন। বিশ্বামিত্রের তাদৃশভাব দেখিয়া মেনকা ভীতা ও কম্পিতা হইল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কুশিকনন্দন তাহাকে ঐরূপ দেখিয়া মধুরবচনে বিদায় দিলেন এবং উত্তরপর্বতে গমন করিলেন। মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র কামজয় করিবার ইচ্ছায় অতিদৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন এবং কৌশিকীনদীর তীরে দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। রাম! উত্তরপর্বতে অতিঘোর তপস্যা করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের সহস্রবৎসর অতীত হইয়া গেল। এই তপস্যায় দেবতাগণের মহাভয় হইল। তখন তাঁহারা ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করত বলিলেন,—এই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র সঙ্গতভাবেই মহর্ষিত্ব লাভ করুন। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতাগণের বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন এবং তপস্বী বিশ্বামিত্রকে এই মধুর বাক্য বলিলেন,—বৎস! কৌশিক! আমি তোমার উগ্রতপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমাকে মহত্ত্ব ও ঋষি-শ্রেষ্ঠত্বপদ প্রদান করিলাম। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শুনিয়া তপস্বী বিশ্বামিত্র প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে পিতামহকে বলিলেন,—আমার অনুষ্ঠিত শুভ-

যতস্ব মুনিশার্দূল ইত্যুক্ত্বা ত্রিদিবং গতঃ।
বিপ্রস্থিতেষু দেবেষু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥২২
ঊর্ধ্ববাহুর্নিরালম্বো বায়ুভক্ষস্তপশ্চরন্।
ঘর্মে পঞ্চতপা ভূত্বা বর্ষাস্বাকাশসংশ্রয়ঃ ॥২৩
শিশিরে সলিলেশায়ী রাত্র্যহানি তপোধনঃ।
এবং বর্ষসহস্রং হি তপো ঘোরমুপাগমৎ ॥২৪

তস্মিন্ সন্তপ্যমানে তু বিশ্বামিত্রে মহামুনৌ।
সন্তাপঃ সুমহানাসীৎ সুরাণাং বাসবস্য চ ॥২৫
রম্ভামপ্সরসং শক্রঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্‌গণৈঃ।
উবাচাস্মহিতং বাক্যমহিতং কৌশিকস্য চ ॥২৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬৩

কর্মের দ্বারা প্রাপ্য দুর্লভ ব্রহ্মর্ষি-পদ আমাকে উদ্দেশ করিয়া আপনি প্রয়োগ করেন নাই, ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, আমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারি নাই। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হইতে পার নাই, এই বিষয়ে যত্ন কর। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা স্বর্গলোকে গমন করিলেন। দেবতাগণও প্রস্থান করিলে মহামুনি বিশ্বামিত্র ঊর্ধ্ববাহু, অবলম্বনহীন ও বায়ুমাত্রভোজন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিস্থাপনপূর্বক, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে থাকিয়া এবং শীতকালে বহু অহোরাত্র জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সহস্রবৎসর যাবৎ তপস্যা চলিতে থাকিল। বিশ্বামিত্রকে এইরূপ তপস্যা করিতে দেখিয়া দেবগণের ও দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণের সহিত মিলিতভাবে রম্ভানাম্নী অপ্সরার নিকট গমনপূর্বক নিজেদের হিতকর এবং বিশ্বামিত্রের অনিষ্টকর বাক্য বলিলেন।১২-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্যাভিশাপেন রম্ভায়াঃ প্রস্তরমূর্তিধারণম্, ব্রাহ্মণত্বলাভায় বিশ্বামিত্রস্য পুনর্দুষ্করং তপশ্চরণম্ ।]

সুরকার্য্যমিদং রম্ভে কর্ত্তব্যং সুমহত্ত্বয়া ।
লোভনং কৌশিকস্যেহ কামমোহসমন্বিতম্ ॥১
তথোক্তা সাপ্সরা রাম সহস্রাক্ষেণ ধীমতা ।
ব্রীড়িতা প্রাঞ্জলির্বাক্যং প্রত্যুবাচ সুরেশ্বরম্ ॥২
অয়ং সুরপতে ঘোরো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
ক্রোধমুৎসৃজতে ঘোরং ময়ি দেব ন সংশয়ঃ ॥৩
ততো হি মে ভয়ং দেব প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ।
এবমুক্তস্তদা রাম সভয়ং ভীতয়া তদা ॥৪
তামুবাচ সহস্রাক্ষো বেপমানাং কৃতাঞ্জলিম্ ।
মা ভৈষী রম্ভে ভদ্রং তে কুরুষ্ব মম শাসনম্ ॥৫
কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরদ্রুমে ।
অহং কন্দর্পসহিতঃ স্থাস্যামি তব পার্শ্বতঃ ॥৬
ত্বং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্ ।
তমগ্নিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্ ॥৭
সা শ্রুত্বা বচনং তস্য কৃত্বা রূপমনুত্তমম্ ।
লোভয়ামাস ললিতা বিশ্বামিত্রং শুচিস্মিতা ॥৮
কোকিলস্য তু শুশ্রাব বল্গু ব্যাহরতঃ স্বনম্ ।
সংপ্রহৃষ্টেন মনসা স চৈনামন্বৈক্ষত ॥৯
অথ তস্য চ শব্দেন গীতেনাপ্রতিমেন চ ।
দর্শনেন চ রম্ভায়া মুনিঃ সন্দেহমাগতঃ ॥১০

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভার পাষাণরূপে পরিণতি এবং ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য পুনরায় বিশ্বামিত্রের ঘোরতর তপশ্চরণের প্রতিজ্ঞা ।]

সুন্দরি ! তুমি অতিমহৎ দেবতাগণের হিতকর এই কার্য্যটি সাধন কর। কামজনিত মোহের সহিত বিশ্বামিত্রের লোভ উৎপন্ন কর। রাম ! বিভু সহস্রনেত্র ইন্দ্রকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রম্ভা সলজ্জভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিল,—দেবরাজ ! এই বিশ্বামিত্র মহর্ষি অতিভয়ঙ্কর। তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি আমার উপর অতিশয় ক্রোধ করিবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। দেব। এইজন্য আমার ভয় হইতেছে। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। রাম ! রম্ভা বিশ্বামিত্রের ভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্রকে এইরূপ বাক্য বলিল ।১-৪

তখন ইন্দ্র রম্ভাকে কৃতাঞ্জলি ও কম্পিতদেহে অবস্থান করিতে দেখিয়া বলিলেন,—রম্ভে ! তুমি ভয় করিও না। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি আমার আদেশ পালন কর। আমি সুশোভনবৃক্ষযুক্ত বসন্তকালে মনোহর কোকিল হইয়া কামের সহিত তোমার পার্শ্বে অবস্থান করিব। ভদ্রে ! তুমি স্বীয় সৌন্দর্য্য বহুগুণে বর্দ্ধিত ও অতিশয় উজ্জ্বল করিয়া তপস্যারত বিশ্বামিত্রের চিত্তকে চঞ্চল কর। রম্ভাসুন্দরী ইন্দ্রের এইরূপ বচন শুনিয়া অতিশয় সুন্দররূপ ধারণ করিল এবং বিশ্বামিত্রের নিকটে যাইয়া মনোহর হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টিত হইল। ঐ সময় কলকণ্ঠ কোকিলের কূজন বিশ্বামিত্রের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি অতিহৃষ্টচিত্তে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া রম্ভাকে দেখিতে পাইলেন ।৫-৯

অকস্মাৎ কোকিলকূজন ও তুলনারহিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া এবং রম্ভাকে দেখিয়া বিশ্বামিত্র সংশয় করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ কুশিকতনয় বুঝিতে পারিলেন যে, এই সব সহস্রলোচন দেবরাজের কার্য্য। ইহা বুঝিয়া তিনি কুপিত হইয়া রম্ভাকে অভিশাপ দিলেন —রম্ভে ! আমি কাম-ক্রোধ জয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।

সহস্রাক্ষস্তু তৎসর্বং বিজ্ঞায় মুনিপুঙ্গবঃ।
রম্ভাং ক্রোধসমাবিষ্টঃ শশাপ কুশিকাত্মজঃ ॥১১
যস্মাং লোভয়সে রম্ভে কাম-ক্রোধজয়ৈষিণম্।
দশবর্ষসহস্রাণি শৈলী স্থাস্যসি দুর্ভগে ॥১২
ব্রাহ্মণঃ সুমহাতেজাস্তপোবলসমন্বিতঃ।
উদ্ধরিষ্যতি রম্ভে ত্বাং মৎক্রোধকলুষীকৃতাম্ ॥১৩
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
অশক্নুবন্ ধারয়িতুং কোপং সন্তাপমাত্মনঃ ॥১৪
তস্য শাপেন মহতা রম্ভা শৈলী তদাভবৎ।
বচঃ শ্রুত্বা চ কন্দর্পো মহর্ষেঃ স চ নির্গতঃ ॥১৫
কোপেন চ মহাতেজাস্তপোঽপহরণে কৃতে।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতে রাম ন লেভে শান্তিমাত্মনঃ ॥১৬
বভূবাস্য মনশ্চিন্তা তপোঽপহরণে কৃতে।
নৈবং ক্রোধং গমিষ্যামি ন চ বক্ষ্যে কথঞ্চন ॥১৭
অথবা নোচ্ছ্বসিষ্যামি সংবৎসরশতান্যপি।
অহং হি শোষয়িষ্যামি আত্মানং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৮
তাবদ্ যাবদ্ধি মে প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং তপসার্জিতম্।
অনুচ্ছ্বসন্নভুঞ্জানস্তিষ্ঠেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥১৯
নহি মে তপ্যমানস্য ক্ষয়ং যাস্যন্তি মূর্তয়ঃ।
এবং বর্ষসহস্রস্য দীক্ষাং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥
চকারাপ্রতিমাং লোকে প্রতিজ্ঞাং রঘুনন্দন ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬৪

তুই আমাকে প্রলোভিত করিতে আসিয়াছিস্? ভাগ্যরহিতে! তুই দশসহস্রবৎসর পাষাণময়ী হইয়া অবস্থান কর্। আমার ক্রোধবশত তোর যে দুরবস্থা হইল, তাহা হইতে অতিতেজস্বী তপস্যাবলসম্পন্ন কোন ব্রাহ্মণ তোকে উদ্ধার করিবেন। মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধসংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া রম্ভাকে শাপ দিলেন, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হইলেন।১০-১৪

বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভা শিলাময়ী হইল। ইন্দ্র ও কন্দর্প বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। রাম! ক্রোধের দ্বারা তপস্যা-শক্তি বিনষ্ট হইলে পর বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয় জয় না হওয়ায় জন্য চিত্তে শান্তি পাইলেন না। তপস্যা-শক্তি নষ্ট হওয়ায় তাঁহার মনে চিন্তা হইল। তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—আর কখনই ক্রোধপ্রকাশ করিব না এবং কোনমতেই অভিশাপ-বাক্য বলিব না।১৫-১৭

কিংবা আমি শত শত বৎসর যাবৎ নিশ্বাস রোধ করিয়া থাকিব। আমি ইন্দ্রিয়সমূহকে পরাজিত করিয়া এই শরীরকে শোষণ করিব। যাবৎকাল পর্যন্ত আমি তপস্যার দ্বারা অর্জিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করিতে পারিতেছি, তাবৎকাল পর্যন্ত নিশ্বাস রোধ করিয়া এবং ভোজন না করিয়া থাকিব। এইরূপে তপস্যা করিতে থাকিলে আমার শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। রঘুনন্দন! বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিয়া সহস্রবৎসরব্যাপী তপশ্চরণের প্রতিজ্ঞা করিলেন। পৃথিবীতে এইরূপ প্রতিজ্ঞার তুলনা নাই।১৮-২০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য সুকঠোরং তপশ্চরণম্, ব্রাহ্মণত্বলাভঃ, বশিষ্ঠেন সহ সখ্যস্থাপনম্, রাজ্ঞা জনকেন তস্য প্রশংসনঞ্চ]

অথ হৈমবতীং রাম দিশং ত্যক্ত্বা মহামুনিঃ।
পূর্বাং দিশমনুপ্রাপ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥১
মৌনং বর্ষসহস্রস্য কৃত্বা ব্রতমনুত্তমম্।
চকারাপ্রতিমং রাম তপঃ পরমদুষ্করম্ ॥২
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু কাষ্ঠভূতং মহামুনিম্।
বিঘ্নৈর্বহুভিরাধূতং ক্রোধো নান্তরমাবিশৎ ॥৩
স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাম তপ আতিষ্ঠতাব্যয়ম্।
তস্য বর্ষসহস্রস্য ব্রতে পূর্ণে মহাব্রতঃ ॥৪
ভোক্তুমারব্ধবানন্নং তস্মিন্ কালে রঘূত্তম।
ইন্দ্রো দ্বিজাতিরভূত্বা তং সিদ্ধমন্নমযাচত ॥৫
তস্মৈ দত্ত্বা তদা সিদ্ধং সর্বং বিপ্রায় নিশ্চিতঃ।
নিঃশেষিতেঽন্নে ভগবানভুক্তৈব মহাতপাঃ ॥৬
ন কিঞ্চিদবদদ্ বিপ্রং মৌনব্রতমুপাস্থিতঃ।
তথৈবাসীৎ পুনর্মৌনমনুচ্ছ্বাসং চকার হ ॥৭
অথ বর্ষসহস্রঞ্চ নোচ্ছ্বসন্মুনিপুঙ্গবঃ।
তস্যানুচ্ছ্বসমানস্য মূর্ধ্নি ধূমো ব্যজায়ত ॥৮
ত্রৈলোক্যং যেন সম্ভ্রান্তমাতাপিতমিবাভবৎ।
ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বাঃ পন্নগোরগ-রাক্ষসাঃ ॥৯
মোহিতাস্তপসা তস্য তেজসা মন্দরশ্ময়ঃ।
কশ্মলোপহতাঃ সর্বে পিতামহমথাব্রুবন্ ॥১০
বহুভিঃ কারণৈর্দেব বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
লোভিতঃ ক্রোধিতশ্চৈব তপসা চাভিবর্ধতে ॥১১
নহ্যস্য বুদ্ধিনং কিঞ্চিদুপ্যতে সূক্ষ্মমপ্যুত।
ন দীয়তে যদি ত্বস্য মনসা যদভীপ্সিতম্ ॥১২

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের সুকঠোর তপস্যা, ব্রাহ্মণত্বলাভ, বশিষ্ঠের সহিত সখ্যতাস্থাপন এবং রাজা জনককর্তৃক বিশ্বামিত্রের প্রশংসা।]

শতানন্দ বলিলেন,—রাম! মহামুনি বিশ্বামিত্র উত্তর-দিক্ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বদিকে গমন করিলেন এবং সেখানে অতিকঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া অতি-দুঃসাধ্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে সহস্র-বৎসর অতীত হইলে বিশ্বামিত্র শুষ্ককাষ্ঠতুল্য হইয়া গেলেন। যদিও তিনি বহুপ্রকার বিঘ্নে উপদ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে ক্রোধের উদয় হয় নাই। রাম! বিশ্বামিত্র দৃঢ়সঙ্কল্পানুসারে এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী অক্ষয় তপস্যা করিলেন। সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলে পর মহাব্রতকারী মুনি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া অন্নভোজন করিতে উদ্যত হইলেন। রঘুনন্দন! সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন এবং সিদ্ধ অন্ন প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র বিনা বিধায় ঐ ব্রাহ্মণবেশধারীকে সমস্ত সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিলেন। মহাতপস্বী মুনিবর অন্ন নিঃশেষিত হওয়ায় অভুক্তই রহিলেন; কিন্তু মৌনব্রত অবলম্বনের জন্য ঐ ব্রাহ্মণকে কিছুই বলিলেন না, এবং পূর্বের মতই মৌনব্রতী হইয়া নিশ্বাসনিরোধপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। মুনিবর এইভাবে নিশ্বাস রোধ করিয়া সহস্রবৎসর থাকিলেন। অনন্তর নিশ্বাসরোধকারী বিশ্বামিত্রের মস্তক হইতে ধূমসহিত অগ্নি উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঐ অগ্নির তেজে ত্রিভুবন সন্তপ্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অনন্তর দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, পন্নগ, উরগ ও রাক্ষসগণ ঐ তেজে নিষ্প্রভ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যথিতচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্বক বলিলেন।১-১০

দেব! রম্ভাকে পাঠাইয়া বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ এবং

বিনাশয়তি ত্রৈলোক্যং তপসা সচরাচরম্ ।
ব্যাকুলাশ্চ দিশঃ সর্বা ন চ কিঞ্চিৎ প্রকাশতে ॥১৩
সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্বে বিশীর্যন্তে চ পর্বতাঃ ।
প্রকম্পতে চ বসুধা বায়ুর্বাতীহ সঙ্কুলঃ ॥১৪
ব্রহ্মন্ন প্রতিজানীমো নাস্তিকো জায়তে জনঃ ।
সংমূঢ়মিব ত্রৈলোক্যং সম্প্রক্ষুভিতমানসম্ ॥১৫
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহর্ষেস্তস্য তেজসা ।
বৃদ্ধিং ন কুরুতে যাবন্নাশে দেব মহামুনিঃ ॥১৬
তাবৎ প্রসাদো ভগবন্নগ্নিরূপো মহাদ্যুতিঃ ।
কালাগ্নিনা যথাপূর্বং ত্রৈলোক্যং দহ্যতেঽখিলম্ ॥১৭
দেবরাজ্যং চিকীর্ষেত দীয়তামস্য যন্মনঃ ।
ততঃ সুরগণাঃ সর্বে পিতামহপুরোগমাঃ ॥১৮
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং বাক্যং মধুরমব্রুবন্ ।
ব্রহ্মর্ষে স্বাগতং তেঽস্তু তপসা হ্যুতোষিতাঃ ॥১৯
ব্রাহ্মণ্যং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌশিক ।
দীর্ঘমায়ুশ্চ তে ব্রহ্মন্ দদামি সমরুদ্গণাঃ ॥২০
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্ ।
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥২১
কৃত্বা প্রণামং মুদিতো ব্যাজহার মহামুনিঃ ।
ব্রাহ্মণ্যং যদি মে প্রাপ্তং দীর্ঘমায়ুস্তথৈব চ ॥২২
ওঁকারোঽথ বষট্কারো বেদাশ্চ বরয়ন্তু মাম্ ।
ক্ষত্রবেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মবেদবিদামপি ॥২৩
ব্রহ্মপুত্রো বসিষ্ঠো মামেবং বদতু দেবতাঃ ।
যদ্যেবং পরমঃ কামঃ কৃতো যদ্যস্তু সুরর্ষভাঃ ॥২৪
ততঃ প্রসাদিতো দেবৈর্বসিষ্ঠো ভগবান্ বরঃ ।
সখ্যং চকার ব্রহ্মর্ষিরেবমস্ত্বিতি চাব্রবীৎ ॥২৫
ব্রহ্মর্ষিত্বং ন সন্দেহঃ সর্বং সম্পদ্যতে তব ।

অন্নপ্রার্থনাদির দ্বারা ক্রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার তপস্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতেছে। আমরা তাঁহার অতি অল্প পাপও দেখিতেছি না। তথাপি যদি আপনি তাঁহাকে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান না করেন, তাহা হইলে তপস্যাপ্রভাবে তিনি স্থাবর-জঙ্গমসহিত ত্রিভুবনকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভায় দিক্‌সমূহ অভিভূত হইয়াছে, কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। সমুদ্রসকল ক্ষোভিত ও পর্বতসমূহ বিশীর্ণ হইতেছে। বসুধা কম্পিত ও বায়ু বিক্ষুব্ধ হইতেছে। ব্রহ্মন্! আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সকল লোক নাস্তিক (দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়াও ফল পাওয়া যাইতেছে না। এইজন্য কেহই ঐরূপ তপস্যাকে সার্থক মনে করিতে পারিতেছে না) হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে ত্রিভুবন ক্ষুব্ধচিত্ত ও নিশ্চেষ্ট-প্রায় হইতেছে। মহর্ষির তেজে সূর্যও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। দেব! মহামুনির ত্রিভুবননাশের সঙ্কল্প করিবার পূর্বেই আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন এবং অগ্নিতুল্য মহাতেজা মুনিকে প্রসন্ন করুন। ভগবন্! পূর্বে কালাগ্নি যেমন সকল সংসারকে দগ্ধ করিয়াছিল, ঐরূপ হওয়ার পূর্বেই প্রতীকার করুন। তিনি যদি স্বর্গরাজ্য পাইতে ইচ্ছা করেন কিংবা অন্য কিছু প্রার্থনা করেন, আপনি তাহা প্রদান করুন। অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন এবং মধুর বাক্যে বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার তপস্যায় আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কুশিকনন্দন! উগ্র তপস্যা করিয়া তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছ। ব্রহ্মন্! আমরা সকলেই তোমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিতেছি।১১-২০

তুমি শান্তিলাভ কর। তোমার মঙ্গল হউক। সৌম্য! তুমি হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে গমন কর: বিশ্বামিত্র মহামুনি দেবগণসহিত পিতামহ ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন,—যদি আমি ব্রাহ্মণত্ব ও দীর্ঘজীবনই প্রাপ্ত হইলাম, তাহা হইলে ওঁকার, বষট্‌কার ও সমুদায় বেদ আমাকে বরণ করুক। ঋগ্বেদবিৎ ও চতুর্বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করুন। দেবগণ! যদি আপনারা আমার এইরূপ অভিলাষ পূর্ণ করেন, তাহা হইলে আপনারা স্বস্থানে গমন করিতে পারেন। তখন দেবতাগণ তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন

ইত্যুক্ত্বা দেবতাশ্চাপি সর্বা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥২৬
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা লব্ধ্বা ব্রাহ্মণ্যমুত্তমম্।
পূজয়ামাস ব্রহ্মর্ষিং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ ॥২৭
কৃতকামো মহীং সর্বাং চচার তপসি স্থিতঃ।
এবং স্বনেন ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তং রাম মহাত্মনা ॥২৮
এষ রাম মুনিশ্রেষ্ঠ এষ বিগ্রহবাংস্তপঃ।
এষ ধর্মঃ পরো নিত্যং বীর্য্যঞ্চৈষ পরায়ণম্ ॥২৯
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম দ্বিজোত্তমঃ।
শতানন্দবচঃ শ্রুত্বা রাম-লক্ষ্মণসন্নিধৌ ॥৩০
জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ কুশিকাত্মজম্।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব ॥৩১
যজ্ঞং কাকুৎস্থসহিতঃ প্রাপ্তবানসি কৌশিক।
পাবিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ দর্শনেন মহামুনে ॥৩২
গুণা বহুবিধাঃ প্রাপ্তাস্তব সন্দর্শনাত্ময়া।
বিস্তরেণ চ বৈ ব্রহ্মন্ কীর্ত্যমানং মহত্তপঃ ॥৩৩
শ্রুতং ময়া মহাতেজো রামেণ চ মহাত্মনা।
সদস্যৈঃ প্রাপ্য চ সদঃ শ্রুতাস্তে বহবো গুণাঃ ॥৩৪
অপ্রমেয়ং তপস্তুভ্যমপ্রমেয়ঞ্চ তে বলম্।
অপ্রমেয়া গুণাশ্চৈব নিত্যং তে কুশিকাত্মজ ॥৩৫
তৃপ্তিরাশ্চর্য্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে বিভো।
কর্মকালো মুনিশ্রেষ্ঠ লঙ্ঘতে রবিমণ্ডলম্ ॥৩৬
শ্বঃ প্রভাতে মহাতেজো দ্রষ্টুমর্হসি মাং পুনঃ।
স্বাগতং জপতাং শ্রেষ্ঠ মানয়ন্ত্যা ত্বমর্হসি ॥৩৭

এবং বলিলেন,—তাহাই হউক। তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ্যলাভে যাহা যাহা অপেক্ষিত, সেই সকল বস্তু তোমার অধিগত হইবে। বসিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পর দেবতাগণও ঐরূপ বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।২১-২৬

ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র এইভাবে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়া তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠের পূজা করিলেন এবং তপস্যার দ্বারা পূর্ণমনোরথ হইয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। শতানন্দ বলিলেন,—রাম! এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইভাবে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছেন। রামচন্দ্র! এই মুনিশ্রেষ্ঠ তপস্যার মূর্ত্তি। ইনি পরম-ধার্মিক ও পরাক্রমের একমাত্র আশ্রয়। এইভাবে বিশ্বামিত্রের কথা বলিয়া তেজস্বী দ্বিজবর শতানন্দ বিরত হইলেন। শতানন্দের বাক্য শুনিয়া জনকরাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সাক্ষাতেই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনিবর! আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমার যজ্ঞস্থলে রাম-লক্ষ্মণ-সহিত আপনি আগমন করিয়াছেন। ব্রহ্মন্! মুনিবর! আপনি দর্শনদান করিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন। আপনাকে দর্শন করিয়া আমি বহু পুণ্য ও সদ্‌গুণের অধিকারী হইলাম। তেজস্বিশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মন্! শতানন্দ আপনার কঠোর তপস্যার বিবরণ বিস্তৃতভাবে কীর্তন করিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিলাম, মহাত্মা রাম ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণও শুনিলেন। আপনার তপস্যা অপরিমেয়। কুশিকনন্দন! আপনার বল ও গুণসমূহ পৃথিবীতে সত্যই অতুলনীয়।২৭-৩৫

মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার বিস্ময়কর গুণকথা শুনিয়া উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইতেছে না। কিন্তু এখন রবিমণ্ডল অস্তাচলগামী হইয়াছেন। নিত্যক্রিয়ার সময় অতীত হইয়া যাইতেছে। তেজস্বিবর! আগামীকল্য প্রভাতে পুনর্বার সাক্ষাৎ হইবে। মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি সুখে বিশ্রাম করুন। আমাকেও অনুমতি দান করুন। এইরূপ কথা শুনিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ জনকের প্রশংসা করিলেন এবং প্রীতিপূর্ণচিত্তে তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন মিথিলাধিপতি জনক

এবমুক্তো মুনিবরঃ প্রশস্য পুরুষর্ষভম্।
বিসসর্জাথ জনকং প্রীতং প্রীতমনাস্তদা ॥৩৮
এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।
প্রদক্ষিণং চকারাথ সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ॥৩৯

বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা সহরামঃ সলক্ষ্মণঃ।
স্ববাসমভিচক্রাম পূজ্যমানো মহাত্মভিঃ ॥৪০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত বিশ্বামিত্রকে প্রদক্ষিণ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণের সহিত ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রও মহাত্মাদের দ্বারা পূজিত হইয়া নিজেদের আবাসগৃহে গমন করিলেন।৩৬-৪০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মহারাজেন জনকেন বিশ্বামিত্র-রাম-লক্ষ্মণানামর্চনম্, রক্ষিতধনুষ ইতিবৃত্তবর্ণনম্, ধনুষি গুণযোজন-সমর্থায় শ্রীরামায় অযোনিসম্ভবায়াঃ সীতাদেব্যাঃ সম্প্রদানবার্তাজ্ঞাপনঞ্চ।]

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতকর্মা নরাধিপঃ
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমাজুহাব সরাঘবম্ ॥১
তমর্চয়িত্বা ধর্মাত্মা শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।
রাঘবৌ চ মহাত্মানৌ তদা বাক্যমুবাচ হ ॥২
ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিং করোমি তবানঘ।
ভবানাজ্ঞাপয়তু মামাজ্ঞাপ্যো ভবতা হ্যহম্ ॥৩
এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা জনকেন মহাত্মনা।
প্রত্যুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥৪

পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ক্ষত্রিয়ৌ লোকবিশ্রুতৌ।
দ্রষ্টুকামৌ ধনুঃশ্রেষ্ঠং যদেতদ্বয়ি তিষ্ঠতি ॥৫
এতদর্থং ভবদ্ভং তে কৃতকামৌ নৃপাত্মজৌ।
দর্শনাদস্য ধনুষো যথেষ্টং প্রতিযাস্যতঃ (ক) ॥৬
এবমুক্তস্তু জনকঃ প্রত্যুবাচ মহামুনিম্।
শ্রূয়তামস্য ধনুষো যদর্থমিহ তিষ্ঠতি ॥৭
দেবরাত ইতি খ্যাতো নিমের্জ্যেষ্ঠো মহীপতিঃ।
ন্যাসোঽয়ং তস্য ভগবন্ হস্তে দত্তো মহাত্মনঃ ॥৮

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[মহারাজ জনক কর্তৃক বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণের অর্চনা, আপনার নিকট রক্ষিত ধনুর ইতিবৃত্তান্ত বর্ণন, ধনুতে গুণযোজনা করিতে পারিলে শ্রীরামের হস্তে স্বীয় অযোনিসম্ভবা কন্যা সীতার সম্প্রদানের কথা জ্ঞাপন।]

অনন্তর নির্মল প্রভাতকালে রাজা জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাম-লক্ষ্মণসহিত মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন। ধার্মিক রাজা শাস্ত্রবিধি অনুসারে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ও রাম-লক্ষ্মণের অর্চনা করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার আগমন শুভজনক হউক। পুণ্যাত্মন্! আমি আপনার অভিপ্রেত কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিব? আপনি আমাকে আদেশ করুন। আপনার আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য। মহাত্মা জনক এইরূপ বলিলে পর ধর্মাত্মা সুবক্তা মুনিবর প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—এই দুইটি ক্ষত্রিয়কুমার, মহারাজ দশরথের পুত্র ও সর্বলোকবিখ্যাত। আপনার নিকট যে শ্রেষ্ঠ ধনু আছে, তাহা দেখিবার জন্য ইঁহারা দুই-জনেই উৎসুক। আপনি ইঁহাদিগকে সেই ধনুটি প্রদর্শন করান। ইঁহারা ধনুটিকে দেখিয়া পূর্ণমনোরথে স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইবেন। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে রাজা জনক মুনিবরকে বলিলেন,—সে কারণে ঐ ধনু আমার নিকট রহিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন।১-৭

পাঠান্তর :—(ক)—প্রতিযাস্যতঃ।

দক্ষযজ্ঞবধে পূর্বং ধনুরায়ম্য বীর্য্যবান্।
বিধ্বংস্য ত্রিদশান্ রোষাৎ সলীলমিদমব্রবীৎ (ক) ॥৯

যস্মাদ্ভাগার্থিনো ভাগং নাকল্পয়ত মে সুরাঃ।
বরাঙ্গানি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বঃ ॥১০

ততো বিমনসঃ সর্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।
প্রসাদয়ন্ত দেবেশং তেষাং প্রীতোঽভবদ্ভবঃ ॥১১

প্রীতিযুক্তস্তু সর্বেষাং দদৌ তেষাং মহাত্মনাম্।
তদেতদ্দেবদেবস্য ধনুরত্নং মহাত্মনঃ ॥১২

ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্বজে বিভৌ।
অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ ॥১৩

ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা ॥১৪

বীর্য্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা।
ভূতলাদুত্থিতাং তাং তু বর্ধমানাং মমাত্মজাম্ ॥১৫

বরয়ামাসুরাগত্য রাজানো মুনিপুঙ্গব।
তেষাং বরয়তাং কন্যাং সর্বেষাং পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥১৬

বীর্য্যশুল্কেতি ভগবন্ ন দদামি সুতামহম্।
ততঃ সর্বে নৃপতয়ঃ সমেত্য মুনিপুঙ্গব ॥১৭

মিথিলামপ্যুপাগম্য বীর্য্যং জিজ্ঞাসবস্তদা।
তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধনুরুপাহৃতম্ ॥১৮

ন শেকুর্গ্রহণে তস্য ধনুষস্তোলনেঽপি বা।
তেষাং বীর্য্যবতাং বীর্য্যমল্পং জ্ঞাত্বা মহামুনে ॥১৯

প্রত্যাখ্যাতা নৃপতয়স্তন্নিবোধ তপোধন।
ততঃ পরমকোপেন রাজানো মুনিপুঙ্গব ॥২০

অরুদ্ধন্মিথিলাং সর্বে বীর্য্যসন্দেহমাগতাঃ।
আত্মানমবধূতং মে বিজ্ঞায় নৃপপুঙ্গবাঃ ॥২১

পুরাকালে নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত-নামে বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। ভগবন্! সেই মহাত্মার হস্তে এই ধনু ন্যাসস্বরূপে অর্পিত হইয়াছিল। পূর্বে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার সময় বীর্য্যবান্ মহাদেব এই ধনু আকর্ষণ করিয়া যজ্ঞনাশপূর্বক দেবতাগণকে ক্রোধের সহিত বলিয়াছিলেন,—দেবগণ! আমি বিধিমতে যজ্ঞভাগ পাইবার অধিকারী। তথাপি তোমরা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান কর নাই, এইজন্য এই ধনু দ্বারাই তোমাদের সর্বজনপূজ্য মস্তক ছেদন করিব। মুনিবর! তাহা শুনিয়া দেবগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দেবতাগণের প্রতি প্রীত হইলেন। প্রীতিযুক্ত হইয়া মহাদেব ঐ ধনু দেবতাগণকে দান করিলেন। মহাত্মা মহাদেবের সেই শ্রেষ্ঠ ধনুই আমার নিকট আছে। দেবতাগণ এই ধনুটি আমার পূর্বপুরুষ দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপে রাখিয়াছিলেন। একদা ক্ষেত্রকর্ষণ করিবার সময় আমার হলাগ্র হইতে একটি কন্যারত্ন উত্থিত হয়। ক্ষেত্রশোধন করিতে থাকা-কালে প্রাপ্ত হওয়ায় সেই কন্যা সীতা নামে পরিচিত হইয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিত হইলেও আমার কন্যারূপেই সে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এই অযোনিসম্ভবা আমার কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা (যিনি সমুচিত বল দেখাইবেন, তিনিই কন্যালাভ করিবেন—এইরূপ পণবদ্ধা) বলিয়া স্থির করিলাম। মুনিবর! ভূতলসম্ভূতা আমার কন্যা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহযোগ্য হইলে বহু নরপতি আসিয়া সীতাকে বরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভগবন্! আমার কন্যা বীর্য্যশুল্কা বলিয়া সমুচিত বল প্রদর্শন না করার জন্য উৎসুক-নরপতিগণের মধ্যে কাহাকেও কন্যা-দান করি নাই। মুনিবর! তখন সকল ভূপতি মিলিত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন এবং নিজ নিজ বীর্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য পণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ঐ সকল নরপতির নিকট শৈব ধনু উপস্থাপিত করিলাম। কিন্তু নরপতিগণ ঐ ধনুটিকে গ্রহণ ও উত্তোলন করিতে পারিলেন না। মুনিবর! ঐ নরপতিগণের বীর্য্য অল্প দেখিয়া আমি তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। এই প্রত্যাখ্যানের ফলে যাহা হইল, তাহা শ্রবণ করুন। মুনিশ্রেষ্ঠ! রাজন্যবর্গ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেদের বীর্য্যবিষয়ে সন্দেহান্বিত হইলেন এবং আমার মিথিলা-নগরী অবরোধ করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা

পাঠান্তরঃ —(ক) —সলীলমিদমব্রবীৎ

রোষেণ মহতাবিষ্টঃ পীড়য়ন্মিথিলাং পুরীম্।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ক্ষয়ং যাতানি সর্বশঃ ॥২২
সাধনানি মুনিশ্রেষ্ঠ ততোঽহং দুঃখদুঃখিতঃ।
ততো দেবগণান্ সর্বাংস্তপসাহং প্রসাদয়ম্ ॥২৩
দদুশ্চ পরমপ্রীতাশ্চতুরঙ্গবলং সুরাঃ।
ততো ভয়া নৃপতয়ো হন্যমানা দিশো যযুঃ ॥২৪
অবীর্য্যা বীর্য্যসন্দিগ্ধাঃ সামাত্যাঃ পাপকারিণঃ।
তদেতন্মুনিশার্দূল ধনুঃ পরমভাস্বরম্ ॥২৫
রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চাপি দর্শ য়িষ্যামি সুব্রত।
যস্যস্য ধনুষো রামঃ কুর্য্যাদারোপণং মুনে ॥
সুতামযোনিজাং সীতাং দদ্যাং দাশরথেরহম্ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়াছি—এইরূপ মনে করিয়া তাহারা অতিক্রোধে মিথিলাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। মুনিবর! সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার সকল যুদ্ধসাধন সৈন্যাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। এইজন্য আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। অনন্তর তপস্যা দ্বারা আমি দেবতাগণকে প্রসন্ন করিলাম। দেবতাগণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য প্রদান করিলেন। ঐ চতুরঙ্গ সৈন্যের দ্বারা পরাস্ত ও নিহতপ্রায় হইয়া বীর্যহীন ও সন্দিগ্ধবীর্য পাপিষ্ঠ নরপতিগণ নানাদিকে গমন করিল। মুনিশ্রেষ্ঠ! তপস্বিপ্রবর! পরম উজ্জ্বল সেই ধনু আমি রাম-লক্ষ্মণকে দেখাইতেছি। মুনিবর! যদি রাম ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ (গুণযোজনা) করিতে পারেন, তাহা হইলে এই দশরথনন্দনের হস্তে অযোনিজা কন্যা সীতাকে সম্প্রদান করিব ॥২৫-২৬

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
আদিকাণ্ডে ষট্ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ ধনুষো ভঙ্গঃ, বিশ্বামিত্রস্যানুজ্ঞয়া জনকেন অযোধ্যাধিপতি-দশরথস্য সমীপে মন্ত্রিণাং প্রেরণঞ্চ ।]

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
ধনুর্দর্শয় রামায় ইতি হোবাচ পার্থিবম্ ॥১
ততঃ স রাজা জনকঃ সচিবান্ ব্যাদিদেশ হ ।
ধনুরানীয়তাং দিব্যং গন্ধমাল্যানুলেপিতম্ ॥২
জনকেন সমাদিষ্টাঃ সচিবাঃ প্রাবিশন্ পুরম্ ।
তদ্ধনুঃ পুরতঃ কৃত্বা নির্জগ্মুরমিতৌজসঃ ॥৩
নৃণাং শতানি পঞ্চাশদ্ ব্যায়তানাং মহাত্মনাম্ ।
মঞ্জুষামষ্টচক্রাং তাং সমূহুস্তে তথক্ষম ॥৪
তামাদায় সুমঞ্জুষামায়সীং তে তদ্ধনুঃ ।
তুরোপমং তে জনকমূচুর্নৃপতিমন্ত্রিণঃ ॥৫
ইদং ধনুর্বরং রাজন্ পূজিতং সর্বরাজভিঃ ।
মিথিলাধিপ রাজেন্দ্র দর্শনীয়ং যদীচ্ছসি ॥৬

তেষাং নৃপো বচঃ শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৭
ইদং ধনুর্বরং ব্রহ্মন্ জনকৈরভিপূজিতম্ ।
রাজভিশ্চ মহাবীর্যৈরশক্তৈঃ পূরিতুং তদা (ক) ॥৮
নৈতৎসুরগণাঃ সর্বে সাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ ।
গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥৯
ক গতির্মানুষাণাঞ্চ ধনুষোঽস্য প্রপূরণে ।
আরোপণে সমাযোগে বেপনে তোলনে তথা ॥১০
তদেতদ্ধনুষাং শ্রেষ্ঠমানীতং মুনিপুঙ্গব ।
দর্শয়েতন্মহাভাগ জনয়ো রাজপুত্রয়োঃ ॥১১
বিশ্বামিত্রঃ সরামস্তু (খ) শ্রুত্বা জনকভাষিতম্ ।
বৎস রাম ধনুঃ পশ্য ইতি রাঘবমব্রবীৎ ॥১২

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরাম কর্তৃক ধনুর্ভঙ্গ এবং বিশ্বামিত্রের সম্মতিক্রমে জনক কর্তৃক অযোধ্যায় রাজা দশরথের নিকট মন্ত্রিগণের প্রেরণ ।]

মহামুনি বিশ্বামিত্র জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—আপনি রামকে সেই ধনু দর্শন করিতে দিন। অনন্তর রাজা জনক মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা মালা-চন্দনাদিভূষিত দিব্য ধনু আনয়ন কর। জনকের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরাক্রমশালী মন্ত্রিগণ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ধনুটিকে অগ্রে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অষ্টচক্রবিশিষ্ট মঞ্জুষার (সিন্দুকে) সুরক্ষিত ঐ ধনুটিকে পাঁচহাজার দীর্ঘকায় বলবান্ পুরুষ অতিকষ্টে বহন করিয়া আনয়ন করিল। দিব্য ধনুর আধার লৌহনির্মিত মঞ্জুষাটি জনকের সম্মুখে স্থাপন করিয়া মন্ত্রিগণ দেবতুল্য নরপতিকে বলিলেন ।১-৫

রাজন্! সর্বনরপতিপূজ্য এই ধনু আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি। মিথিলাধীশ্বর! মহারাজ! আপনার ইচ্ছা হইলে ইহাদিগকে দেখাইতে পারেন। মন্ত্রিগণের বাক্য শুনিয়া মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে মহাত্মা বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এই দিব্য ধনু জনকবংশজাত নরপতিগণের সম্পূজিত। যখন নানাদেশীয় রাজন্যবর্গ বীর্যবত্তা দেখাইবার জন্য আসিয়া এই ধনু উত্তোলন করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারাও এই ধনুর পূজা করিয়াছিলেন। দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর ও নাগগণের মধ্যে কেহই এই ধনুটিকে উত্তোলন, আকর্ষণ, সঞ্চালন, গুণযোজন বা শরযোজন করিতে পারেন নাই, মানুষের যে সামর্থ নাই তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মুনিবর! মহাভাগ! সেই অদ্ভুত শ্রেষ্ঠধনু আপনার সম্মুখে আনীত হইয়াছে। আপনি

পাঠান্তরঃ—(ক) —পূরিতং তদা (খ) বিশ্বামিত্রঃ সরামস্তু—।

মহর্ষের্বচনাদ্ রামো যত্র তিষ্ঠতি তদ্ধনুঃ।
মঞ্জূষাং তামপাবৃত্য দৃষ্ট্বা ধনুরথাব্রবীৎ ॥১৩
ইদং ধনুর্বরং দিব্যং সংস্পৃশামীহ পাণিনা।
যত্নবাংশ্চ ভবিষ্যামি তোলনে পূরণেঽপি বা ॥১৪
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ রাজা মুনিশ্চ সমভাষত।
লীলয়া স ধনুর্মধ্যে জগ্রাহ বচনান্মুনেঃ ॥১৫
পশ্যতাং নৃসহস্রাণাং বহূনাং রঘুনন্দনঃ।
আরোপয়ৎ স ধর্মাত্মা সলীলমিব তদ্ধনুঃ ॥১৬
আরোপয়িত্বা মৌর্বীঞ্চ পূরয়ামাস তদ্ধনুঃ।
তদ্বভঞ্জ ধনুর্মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ ॥১৭
তস্য শব্দো মহানাসীন্নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ।
ভূমিকম্পশ্চ সুমহান্ পর্বতস্যেব দীর্যতঃ ॥১৮
নিপেতুশ্চ নরাঃ সর্বে তেন শব্দেন মোহিতাঃ।
বর্জয়িত্বা মুনিবরং রাজানং তৌ চ রাঘবৌ ॥১৯
প্রত্যাশ্বস্তে জনে তস্মিন্ রাজা বিগতসাধ্বসঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো মুনিপুঙ্গবম্ ॥২০
ভগবন্ দৃষ্টবীর্য্যো মে রামো দশরথাত্মজঃ।
অত্যদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ অতর্কিতমিদং ময়া ॥২১
জনকানাং কুলে কীর্তিমাহরিষ্যতি মে সুতা।
সীতাভর্তারমাসাদ্য রামং দশরথাত্মজম্ ॥২২
মম সত্যা প্রতিজ্ঞা সা বীর্য্যশুল্কেতি কৌশিক।
সীতা প্রাণৈর্বহুমতা দেয়া রামায় মে সুতা ॥২৩
ভবতোঽনুমতে ব্রহ্মন্ শীঘ্রং গচ্ছন্তু মন্ত্রিণঃ
মম কৌশিক ভদ্রন্তে অযোধ্যাং ত্বরিতা রথৈঃ ॥২৪
রাজানং প্রস্থিতৈর্বাক্যৈরানয়ন্তু পুরং মম।
প্রদানং বীর্য্যশুল্কায়াঃ কথয়ন্তু চ সর্বশঃ ॥২৫

এই দুই রাজপুত্রকে ধনু দর্শন করিতে বলুন। রামের সহিত বিশ্বামিত্র জনকের বাক্য শুনিয়া রঘুনন্দন রামকে বলিলেন,—বৎস! রাম! তুমি এই ধনু দর্শন কর।১-১২

বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে রাম ধনুর আধারস্বরূপ ঐ লৌহনির্মিত মঞ্জুষা উদ্ঘাটিত করিয়া ধনুটিকে দর্শন করিলেন ও বলিলেন,—আমি দিব্য ধনুশ্রেষ্ঠকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিতেছি এবং এই ধনু উত্তোলন করিতে ও গুণযোজনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। রাজা জনক 'বাঢ়ম্' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন, বিশ্বামিত্রও তাহাই করিলেন। তখন রাম বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে অবলীলাক্রমে ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণ করিলেন এবং সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে অনায়াসেই ঐ ধনুতে গুণযোজনা করিলেন। গুণযোজনা করত ঐ ধনুতে শরসন্ধান করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়াই যশস্বী রাম ধনুর মধ্যস্থল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় বজ্রশব্দের ন্যায় ঘোর শব্দ হইল। পর্বত বিদীর্ণ হইলে যেরূপ ভূমিকম্প হয়, ধনুর্ভঙ্গকালে সেইরূপ ভূমিকম্প হইল। ঐ সময় রাজা জনক, বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ ভিন্ন সকল লোকই বিকট শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর সকল লোক আশ্বস্ত হইলে পর রাজা জনক নিশ্চিন্ত হইলেন এবং বাগ্মী নরপতি কৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন। ১৩-২০

ভগবন্! আমি দশরথনন্দন রামের শক্তি দর্শন করিলাম। এই অতিশয় অদ্ভুত চিন্তাতীত ব্যাপার রামের দ্বারা সম্পন্ন হইবে—ইহা আমি সম্ভাবনাও করিতে পারি নাই। আমার কন্যা সীতা দশরথতনয় রামকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া জনকবংশে কীর্তিবৃদ্ধি করিবে। কুশিকনন্দন! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—আমার কন্যা সীতা বীর্যশুল্কা। সেই প্রতিজ্ঞা অদ্য সত্য হইল। আমি প্রাণাধিকা কন্যাকে রামের হস্তে সম্প্রদান করিব। ব্রহ্মন্! আপনার অনুমতি হইলে আমার মন্ত্রিগণ অতিসত্বর অযোধ্যায় গমন করিতে পারে। মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি অনুমতি করুন, আমার মন্ত্রিগণ ত্বরান্বিত হইয়া বিনীত বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া মহারাজ দশরথকে রথের দ্বারা আনয়ন করিতে পারে। তাহারা অযোধ্যায় যাইয়া বীর্যশুল্কা সীতার সম্প্রদানবৃত্তান্ত ও বিশ্বামিত্রের দ্বারা

মুনিগুপ্তৌ চ কাকুৎস্থৌ কথয়ন্তু নৃপায় বৈ।
প্রীতিযুক্তং তু রাজানমানয়ন্তু তপোধনাঃ ॥২৬
কৌশিকস্তু তথেত্যাহ রাজা চাভাষ্য মন্ত্রিণঃ।
অযোধ্যাং প্রেষয়ামাস ধর্মাত্মা কৃতশাসনান্ ॥
যথাবৃত্তং সমাখ্যাতুমানেতুঞ্চ নৃপং তথা ॥২৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সুরক্ষিত রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ মহারাজকে নিবেদন করুক। অনন্তর অতিসত্বর প্রীত দশরথকে এখানে আনয়ন করুক। বিশ্বামিত্র 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জানাইলে পর জনক মন্ত্রিগণকে কর্তব্যকর্মের অনুশাসন করিয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে ও দশরথকে আনয়ন করিতে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।২১-২৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[জনকরাজেন প্রেষিতানাং মন্ত্রিণাং সমীপতো রাম-লক্ষ্মণয়োঃ সন্দেশং প্রাপ্য রাজ্ঞো দশরথস্য মিথিলাযাত্রোদ্যমঃ।]

জনকেন সমাদিষ্টা দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতা মার্গে তেঽযোধ্যাং প্রাবিশন্ পুরীম্ ॥১
তে রাজবচনাদ্ গত্বা রাজবেশ্ম প্রবেশিতাঃ।
দদৃশুর্বেদসঙ্কাশং বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ॥২
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্বে দূতা বিগতসাধ্বসাঃ।
রাজানং প্রশ্রিতং বাক্যমব্রুবন্ মধুরাক্ষরম্ ॥৩
মৈথিলো জনকো রাজা সাগ্নিহোত্রপুরস্কৃতঃ।
মুহুর্মুহুর্মধুরয়া স্নেহসংরক্তয়া গিরা ॥৪
কুশলং চাব্যয়ং চৈব সোপাধ্যায়পুরোহিতম্।
জনকস্ত্বাং মহারাজ পৃচ্ছতে সপুরঃসরম্ ॥৫
পৃষ্ট্বা কুশলমব্যগ্রং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।
কৌশিকানুমতে বাক্যং ভবন্তমিদমব্রবীৎ ॥৬
পূর্বং প্রতিজ্ঞা বিদিতা বীর্যশুল্কা মমাত্মজা।
রাজানশ্চ কৃতামর্ষা নির্বীর্যা বিমুখীকৃতাঃ ॥৭
সেয়ং মম সুতা রাজন্ বিশ্বামিত্রপুরস্কৃতৈঃ।
যদৃচ্ছয়াগতৈ রাজন্নিচ্ছতা তব পুত্রকৈঃ ॥৮
তচ্চ রত্নং ধনুর্দিব্যং মধ্যে ভগ্নং মহাত্মনা।
রামেণ হি মহাবাহো মহত্যাং জনসংসদি ॥৯
অস্মৈ দেয়া ময়া সীতা বীর্যশুল্কা মহাত্মনে।
প্রতিজ্ঞাং তর্তুমিচ্ছামি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১০

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

[জনকরাজ কর্তৃক প্রেরিত মন্ত্রিগণের মুখে রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ পাইয়া অযোধ্যাধিপতি দশরথের মিথিলা-যাত্রার উদ্যম।]

জনকের আদেশপ্রাপ্ত দূতগণ বাহনসমূহের ক্লান্তির জন্য পথে তিনরাত্রি অতিবাহিত করিয়া অযোধ্যা-পুরীতে প্রবেশ করিল। অনন্তর দ্বাররক্ষীর দ্বারা মহারাজ দশরথের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দূতগণ রাজভবনে আনীত হইল। সেখানে তাহারা দেবতুল্য বৃদ্ধ দশরথনরপতিকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই দূতগণ ভয়-সঙ্কোচশূন্য হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দশরথকে বিনীতভাবে মধুর বচন বলিলেন,—অযোধ্যাধিপ! মিথিলাপতি মহারাজ জনক অগ্নিহোত্র-কারী ঋত্বিক্‌সমূহের সহিত স্নেহপূর্ণবাক্যে বারংবার আপনার ও আপনার পুরোহিত, উপাধ্যায় ও ভৃত্যগণের অক্ষয়কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।১-৫

বিদেহরাজ জনক আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বিশ্বামিত্রের সম্মতিক্রমে আপনাকে বলিয়াছেন—'আমার কন্যা সীতা বীর্যশুল্কা অর্থাৎ উৎকর্ষপূর্ণ বীর্য-প্রদর্শনকারীই সীতাকে বিবাহ করিতে পারিবে'

সোপাধ্যায়ো মহারাজ পুরোহিতপুরস্কৃতঃ।
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রন্তে দ্রষ্টুমর্হসি রাঘবৌ ॥১১
প্রতিজ্ঞা মম রাজেন্দ্র নির্বর্তয়িতুমর্হসি।
পুত্রয়োরুভয়োরেব প্রীতিং জনয়পুত্রসে ॥১২
এবং বিদেহাধিপতির্মধুরং বাক্যমব্রবীৎ।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ শতানন্দমতে স্থিতঃ ॥১৩

দূতবাক্যন্তু তচ্ছ্রুত্বা রাজা পরমহর্ষিতঃ।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ মন্ত্রিণশ্চৈবমব্রবীৎ ॥১৪
গুপ্তঃ কুশিকপুত্রেণ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিদেহেষু বসত্যসৌ ॥১৫

দৃষ্টবীর্য্যস্তু কাকুৎস্থো জনকেন মহাত্মনা।
সম্প্রদানং সুতায়াস্তু রাঘবে কর্তুমিচ্ছতি ॥১৬
যদি বো রোচতে বৃত্তং জনকস্য মহাত্মনঃ।
পুরীং গচ্ছামহে শীঘ্রং মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ ॥১৭
মন্ত্রিণো বাঢ়মিত্যাহুঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
সুপ্রীতশ্চাব্রবীদ্ রাজা শ্বো যাত্রেতি চ মন্ত্রিণঃ ॥১৮
মন্ত্রিণস্তু সুরেন্দ্রস্য রাত্রিং পরমসৎকৃতাঃ।
ঊষুঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে গুণৈঃ সর্বৈঃ সমন্বিতাঃ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬৮

আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই ইহা অবগত আছেন। আমার ঐরূপ প্রতিজ্ঞার ফলে অনেক নরপতি বীর্য্যহীনতার জন্য প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। রাজন্! এক্ষণে বিশ্বামিত্রের অনুবর্তী হইয়া রাম স্বয়ম্বরক্রমে মিথিলায় আসিয়াছেন এবং আমার কন্যাকে জয় করিয়াছেন। মহাবীর! মহতী জনসভায় মহাত্মা রাম আমার গৃহস্থিত দিব্য শৈবধনুর মধ্যভাগ ভগ্ন করিয়াছেন। আমি মহাত্মা রামকে বীর্য্যশুল্কা কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করি। এই সময়ে আমার পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি অনুমতি প্রদান করুন।৬-১০

মহারাজ! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতগণকে সঙ্গে লইয়া অতিসত্বর মিথিলায় আগমন করুন এবং আপনার পুত্রদ্বয়কে দর্শন করুন। রাজেন্দ্র! আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার সুযোগ দান করুন। আপনি এখানে উভয়পুত্রেরই বিবাহমিলনে প্রীতিলাভ করিবেন। বিশ্বামিত্রের সম্মতিপ্রাপ্ত ও পুরোহিত শতানন্দের উপদেশপ্রাপ্ত মহারাজ জনক আপনাকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়াছেন। দূতগণের বাক্য শুনিয়া দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী রাম বিশ্বামিত্রকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বিদেহনগরে বাস করিতেছেন। সেখানে মহাত্মা জনক রামের বীর্য্যশক্তি দর্শন করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি রামকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি মহাত্মা জনকের এই প্রস্তাব আপনাদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই আমরা মিথিলায় গমন করি। কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই। সকল মহর্ষির সহিত মন্ত্রিগণ 'বাঢ়ম্' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন রাজা দশরথ আনন্দিত হইয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—আগামী কল্য যাত্রা করিব। অনন্তর মহারাজ জনকের সর্বগুণভূষিত মন্ত্রিগণ সুখপ্রদ দৌত্যকার্য্যের জন্য দশরথকর্তৃক সমাদৃত হইয়া আনন্দের সহিত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।১১-১৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠাদিমুনিভিঃ চতুরঙ্গসৈন্যৈশ্চ সহ প্রভূতধনসমন্বিতস্য সবান্ধবস্য রাজ্ঞো দশরথস্য মিথিলাগমনম্, তত্র রাজ্ঞা জনকেন তেষাং স্বাগতসৎকারশ্চ।]

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ ॥১
অদ্য সর্বে ধনাধ্যক্ষা ধনমাদায় পুষ্কলম্।
ব্রজন্ত্বগ্রে সুবিহিতা নানারত্নসমন্বিতাঃ ॥২
চতুরঙ্গবলঞ্চাপি শীঘ্রং নির্যাতু সর্বশঃ।
মমাজ্ঞাসমকালঞ্চ যানং যুগ্যমনুত্তমম্ ॥৩
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুর্ঋষিঃ কাত্যায়নস্তথা ॥৪
এতে দ্বিজাঃ প্রযান্ত্বগ্রে স্বলঙ্কৃতা যোজয়স্ব মে।
যথা কালাত্যয়ো ন স্যাদ্ ত্বরা হি ত্বরয়ন্তি মাম্ ॥৫
বচনাচ্ছ নরেন্দ্রস্য সেনা চ চতুরঙ্গিণী।
রাজানমৃষিভিঃ সার্ধং ব্রজন্তং পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ ॥৬
গত্বা চতুর্বহং মার্গে বিদেহানভ্যুপেয়িবান্।
রাজা চ জনকঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা পূজামকল্পয়ৎ ॥৭
ততো রাজানমাসাদ্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।
মুদিতো জনকো রাজা প্রহর্ষং পরমং যযৌ ॥৮
উবাচ বচনং শ্রেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠং নৃপান্বিতম্।
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব ॥৯
পুত্রয়োরুভয়োঃ প্রীতিং সম্প্রাপ্তো বীর্যনির্জিতাম্।
দিষ্ট্যা প্রাপ্তো মহাতেজা বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ॥১০
সহ সর্বৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠৈর্দেবৈরিব শতক্রতুঃ।
দিষ্ট্যা মে নির্জিতা বিঘ্না দিষ্ট্যা মে পূজিতং কুলম্ ॥১১
রাঘবৈঃ সহ সম্বন্ধান্ বীর্যশ্রেষ্ঠৈর্মহাবলৈঃ।
শ্বঃ প্রভাতে নরেন্দ্র ত্বং সংবর্তয়িতুমর্হসি ॥১২

একোনসপ্ততিতম সর্গ

[বশিষ্ঠাদি ঋষি, চতুরঙ্গ সৈন্য ও প্রচুর ধন-রত্নাদি লইয়া সবান্ধব রাজা দশরথের মিথিলা গমন এবং তথায় রাজা জনক কর্তৃক তাঁহাদের স্বাগত সৎকার।]

অনন্তর ঐ রাত্রি অতীত হইলে উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ সহিত মহারাজ দশরথ আনন্দিত হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—অদ্য কোষাধ্যক্ষগণ প্রচুর ধন ও নানাবিধ রত্নাদির সহিত সুরক্ষিতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করুক। অতিশীঘ্র চতুরঙ্গ সৈন্য নির্গত হউক। এখনই উৎকৃষ্ট শিবিকা, যোগ্য প্রভৃতিও নির্গত হউক। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, চিরজীবী মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি—এই সকল ব্রাহ্মণেরা অগ্রে গমন করুন। তুমি আমার রথ যোজনা কর। জনকরাজার দূতগণ আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। যাহাতে কালবিলম্ব না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা কর।১-৫

তখন দশরথের আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা ঋষিগণ-সহিত গমনকারী মহারাজকে অনুসরণ করিয়া চলিল। চারিদিনে পথ অতিক্রম করিয়া দশরথ বিদেহনগরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ জনক দশরথের আগমন-সংবাদ শুনিয়া অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধ দশরথ রাজার নিকট গমন করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। মহারাজ জনক অতিহৃষ্ট নরশ্রেষ্ঠ দশরথকে বলিলেন,—রঘুবংশজাত! নরাধিপ! আপনার শুভাগমন হউক। আমি সৌভাগ্যবশতঃ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি নিজপুত্রগণের শক্তির দ্বারা উপার্জিত প্রীতি লাভ করিবেন। দেবগণ-বেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র যেরূপ আগমন করেন, সেইরূপ মহাতেজস্বী ভগবান্ বশিষ্ঠ মহর্ষি ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণপরিবৃত হইয়া আমার সৌভাগ্যবশতই এখানে আগমন করিয়াছেন। এই পুণ্যবলে আমার সকল বিঘ্ন দূরীভূত হইল। ভাগ্যপ্রভাবে আমার কন্যার বিবাহসম্বন্ধ

যজ্ঞস্যান্তে নরশ্রেষ্ঠ বিবাহমৃষিসত্তমৈঃ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষিমধ্যে নরাধিপঃ ॥১৩
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।
প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্ময়া পুরা ॥১৪
যথা বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ তৎ করিষ্যামহে বয়ম্।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং যশস্যং বচনং সত্যবাদিনঃ ॥১৫
শ্রুত্বা বিদেহাধিপতিঃ পরং বিস্ময়মাগতঃ।
ততঃ সর্বে মুনিগণাঃ পরস্পরমাগমে ॥১৬
হর্ষেণ মহতা যুক্তাস্তাং রাত্রিমবসন্ সুখম্।

[অথ রামো মহাতেজা লক্ষ্মণেন সমং যযৌ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য পিতুঃ পাদাবুপস্পৃশন্ ॥]

রাজা চ রাঘবৌ পুত্রৌ নিশাম্য পরিহর্ষিতঃ ॥১৭
উবাস পরমপ্রীতো জনকেনাভিপূজিতঃ।
জনকোঽপি মহাতেজাঃ ক্রিয়াধর্মেণ তত্ত্ববিৎ ॥
যজ্ঞস্য চ সুতাভ্যাঞ্চ কৃত্বা রাত্রিমুবাস হ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥৬৯

মহাবলশালী মহাবীর রঘুবংশীয়গণের সহিত হওয়ায় আমার বংশ সম্মানিত হইবে। নরপতিশ্রেষ্ঠ! আগামী কল্য ঋষিগণের সহিত যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করুন। সুবক্তা অযোধ্যাপতি দশরথ মহারাজ জনকের এইরূপ বাক্য শুনিয়া ঋষিগণ-সমক্ষে বলিলেন,—বিদেহাধিপ! ধর্মজ্ঞ! আমি পূর্বে শুনিয়াছি যে, কোন বস্তুর প্রতিগ্রহ দাতারই অধীন। সুতরাং আপনি যেরূপ বলিলেন, আমরা সেইরূপই করিব। সত্যবাদী দশরথের এইরূপ ধর্মযুক্ত যশস্কর বচন শুনিয়া বিদেহপতি জনক অতিশয় বিস্ময়যুক্ত হইলেন। অনন্তর পরস্পর-মিলনে মুনিগণ পরমানন্দ-সমন্বিত হইয়া সুখে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মহাতেজস্বী রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া দশরথের পাদবন্দনা করিতে গমন করিলেন। রাজা দশরথ পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং জনককর্তৃক পূজিত হইয়া পরমপ্রীতিসহকারে রাত্রিযাপন করিলেন। মহাতেজস্বী তত্ত্বজ্ঞানবান্ জনক যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং কন্যাদ্বয়ের বিবাহে পূর্বদিবসে অনুষ্ঠানোচিত ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।৬-১৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[জনকস্যেচ্ছয়া সাঙ্কাশ্যানগরীতঃ স্বীয়ভ্রাতুঃ কুশধ্বজস্যানয়নম্, রাজ্ঞো দশরথস্যানুরোধেন বসিষ্ঠেন সূর্য্যবংশস্য পরিচয়দানম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্হস্তে জনককন্যায়াঃ সীতায়াঃ ঊর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে বসিষ্ঠস্যানুমোদনম্।]

ততঃ প্রভাতে জনকঃ কৃতকর্মা মহর্ষিভিঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ শতানন্দং পুরোহিতম্ ॥১
ভ্রাতা মম মহাতেজা বীর্য্যবানতিধার্মিকঃ।
কুশধ্বজ ইতি খ্যাতঃ পুরীমধ্যবসচ্ছুভাম্ ॥২
বার্য্যাফলকপর্যন্তাং পিবন্নিক্ষুমতীং নদীম্।
সাঙ্কাশ্যাং পুণ্যসঙ্কাশাং বিমানমিব পুষ্পকম্ ॥৩
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যজ্ঞগোপ্তা স মে ততঃ।
প্রীতিং সোঽপি মহাতেজা ইমাং ভোক্ষ্যতি ময়া সহ ॥৪
এবমুক্তে তু বচনে শতানন্দস্য সন্নিধৌ।
আগতাঃ কেচিদব্যগ্রা জনকস্তান্ সমাদিশৎ ॥৫

শাসনাত্তু নরেন্দ্রস্য প্রযযুঃ শীঘ্রবাজিভিঃ।
সমানেতুং নরব্যাঘ্রং বিষ্ণুমিন্দ্রাজ্ঞয়া যথা ॥৬
সাঙ্কাশ্যাং তে সমাগম্য দদৃশুশ্চ কুশধ্বজম্।
ন্যবেদয়ন্ যথাবৃত্তং জনকস্য চ চিন্তিতম্ ॥৭
তদ্বৃত্তং নৃপতিঃ শ্রুত্বা দূতশ্রেষ্ঠৈর্মহাজবৈঃ।
আজ্ঞয়া তু নরেন্দ্রস্য আজগাম কুশধ্বজঃ ॥৮
স দদর্শ মহাত্মানং জনকং ধর্মবৎসলম্।
সোঽভিবাদ্য শতানন্দং জনকং চাতিধার্মিকম্ ॥৯
রাজার্হং পরমং দিব্যমাসনং সোঽধ্যরোহত।
উপবিষ্টাবুভৌ তৌ তু ভ্রাতরাবমিতদ্যুতী ॥১০

সপ্ততিতম সর্গ

[জনকরাজার ইচ্ছায় স্বীয়ভ্রাতা কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যনগরী হইতে আনয়ন, দশরথ রাজার অনুরোধে বসিষ্ঠকর্তৃক সূর্য্যবংশের পরিচয় প্রদান এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের হস্তে জনককন্যা সীতা ও ঊর্মিলার সম্প্রদান-বিষয়ে বসিষ্ঠের সাদর অনুমোদন।]

অনন্তর প্রাতঃকালে বাগ্মী জনকরাজা মহর্ষিগণের সহিত প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে বলিলেন,—আমার ভ্রাতা কুশধ্বজ অতিধার্মিক, তেজস্বী ও মহাবলবান্। তিনি পুষ্পকবিমানের মত মনোহর কল্যাণময়ী সাঙ্কাশ্যনগরীতে বাস করিতেছেন। ঐ নগরীর প্রান্তদেশ পরিখারূপে ইক্ষুমতী নদীর দ্বারা বেষ্টিত। আমার ভ্রাতা ঐ নদীর জল পান করেন। ঐ কুশধ্বজ আমার যজ্ঞাদি কার্য্যের রক্ষাকর্তা। এই সময় আমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি এখানে আসিয়া আমার সহিত এই উৎসবে আনন্দলাভ করুন। শতানন্দের নিকট জনক এইরূপ বলিলে পর কয়েকজন কর্মপটু পুরুষ সেইস্থানে উপস্থিত হইল। মহারাজ জনক তাহাদিগকে আদেশ করিলেন।১-৫

ইন্দ্রের আদেশে দেবদূতগণ যেভাবে বিষ্ণুকে আনয়ন করিতে গমন করিয়াছিল, সেইভাবে জনকের আদেশানুসারে ঐ পুরুষগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে গমন করিল। তাহারা সাঙ্কাশ্যনগরীতে উপস্থিত হইয়া কুশধ্বজকে দর্শন করিল। অনন্তর মহারাজ জনকের মনোভাব যথাযথভাবে নিবেদন করিল। দ্রুতগামী দূতগণের নিকট জনকের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে কুশধ্বজ মিথিলায় আগমন করিলেন। আসিয়াই ধর্মপ্রিয় মহাত্মা জনককে দর্শন করিলেন এবং পরমধার্মিক শতানন্দকে ও জনককে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর কুশধ্বজ রাজোচিত দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। অতিশয় দীপ্তিমান্ দুই ভ্রাতা—জনক ও কুশধ্বজ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রিপ্রবর সুদামনকে আদেশ করিলেন,—মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ! তুমি শীঘ্র গমন কর। অপরিমিত-প্রভাবান্ অপরাজেয় ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজা দশরথকে পুত্র ও মন্ত্রিগণের সহিত এই স্থানে আনয়ন কর। মন্ত্রিপ্রবর সুদামন শিবিরে গমন করিয়া রঘুকুলবর্ধন দশরথকে দর্শন করিলেন এবং অবনতমস্তকে অভিবাদন করিয়া

প্রেষয়ামাসতুর্বীরৌ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠং সুদামনম্।
গচ্ছ মন্ত্রিপতে শীঘ্রমিক্ষ্বাকুমমিতপ্রভম্ ॥১১
আত্মবৈঃ সহ দুর্ধর্ষমানয়স্ব সমন্ত্রিণম্।
ঔপকার্য্যাং স গত্বা তু রঘূণাং কুলবর্দ্ধনম্ ॥১২
দদর্শ শিরসা চৈনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ।
অযোধ্যাধিপতে বীর বৈদেহো মিথিলাধিপঃ ॥১৩
স ত্বাং দ্রষ্টুং ব্যবসিতঃ সোপাধ্যায়-পুরোহিতম্।
মন্ত্রিশ্রেষ্ঠবচঃ শ্রুত্বা রাজা সর্ষিগণস্তদা ॥১৪
সবন্ধুরগমত্তত্র জনকো যত্র বর্ত্ততে।
রাজা চ মন্ত্রিসহিতঃ সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ॥১৫
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো বৈদেহমিদমব্রবীৎ।
বিদিতং তে মহারাজ ইক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্ ॥১৬
বক্তা সর্বেষু কৃত্যেষু বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ ॥১৭
এষ বক্ষ্যতি ধর্মাত্মা বসিষ্ঠো মে যথাক্রমম্।
তূষ্ণীম্ভূতে দশরথে বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ॥১৮
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো বৈদেহং সপুরোধসম্।
অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ ॥১৯
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ।
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ ॥২০
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুশ্চ মনোঃ সুতঃ।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্বকম্ ॥২১
ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
কুক্ষেরথাত্মজঃ শ্রীমান্ বিকুক্ষিরুদপদ্যত ॥২২
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্।
বাণস্য তু মহাতেজা অনরণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥২৩
অনরণ্যাৎ পৃথুর্জজ্ঞে ত্রিশঙ্কুস্তু পৃথোরপি।
ত্রিশঙ্কোরভবৎ পুত্রো ধুন্ধুমারো মহাবলঃ ॥২৪

বলিলেন,—অযোধ্যাধিপ! বীরবর! মিথিলাপতি জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনাকে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রাজা দশরথ ঋষিগণের সহিত বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। জনকরাজা যেখানে অবস্থিত আছেন, উপাধ্যায়, মন্ত্রী ও বন্ধুজনের সহিত সেইখানে উপস্থিত হইয়া সুবক্তা দশরথ জনককে বলিলেন,—মহারাজ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, মহর্ষি ভগবান্ বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুগণের কুলদেবতা। তিনি সকলকার্য্যেই আমার বক্তব্যবিষয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। এখন বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণের সম্মতি হইলে তিনি যথাক্রমে আমার বংশপরিচয় বর্ণন করিবেন। এইরূপ বলিয়া দশরথ মৌনভাব অবলম্বন করিলে পর ভগবান্ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ পুরোহিতসহিত জনককে বলিলেন,—মায়া-সমন্বিত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ ব্রহ্মা দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত থাকেন বলিয়া আমাদের অপেক্ষায় নিত্য ও অক্ষয়। ব্রহ্মা হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান্, বিবস্বান্ হইতে মনুনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ মনু প্রজাপতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। মনুর ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র হয়। ঐ ইক্ষ্বাকুকেই অযোধ্যাপুরীর প্রথম রাজা বলিয়া জানিবেন। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ "কুক্ষি" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র বাণ অতিশয় তেজস্বী ও প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার পুত্র অনরণ্যও মহাতেজা এবং প্রতাপবান্ ছিলেন। অনরণ্য হইতে পৃথু, পৃথু হইতে ত্রিশঙ্কু, ত্রিশঙ্কু হইতে মহাবলশালী ধুন্ধুমার, ধুন্ধুমার হইতে মহাবীর যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে মহীপতি মান্ধাতা, মান্ধাতা হইতে শ্রীমান্ সুসন্ধি জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর সুসন্ধি হইতে ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ নামে দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ধ্রুবসন্ধির পুত্র যশস্বী ভরত। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু আদি বীরগণ ভরতপুত্র অসিতের শত্রু হইয়াছিল। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অসিতরাজা সৈন্যের অল্পতার জন্য পরাজিত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত হিমালয়ে গমন করেন এবং সৈন্য না থাকায় রাজ্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করেন। শোনা

ধৃন্ধুমারাত্মহাতেজা যুবনাশ্বো মহারথঃ।
যুবনাশ্বসুতশ্চাসীন্মান্ধাতা পৃথিবীপতিঃ ॥২৫
মান্ধাতুস্তু সুতঃ শ্রীমান্ সুসন্ধিরদপদ্যত।
সুসন্ধেরপিপুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ ॥২৬
যজ্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো নাম নামতঃ।
ভরতাত্তু মহাতেজা অসিতো নাম জায়ত ॥২৭
যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ ॥২৮
তাংশ্চ সম্প্রতিযুধ্যন্ বৈ যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ।
হিমবন্তমুপাগম্য ভার্য্যাভ্যাং সহিতস্তদা ॥২৯
অসিতোঽল্পবলো রাজা কালধর্মমুপেয়িবান্।
দ্বে চাস্য ভার্য্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ ॥৩০
একা গর্ভবিনাশার্থং সপত্ন্যৈ সগরং দদৌ।
ততঃ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ ॥৩১
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ।
তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চসম্ ॥৩২
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষন্তী সুতমুত্তমম্।
তমৃষিঃ সাভ্যুপাগম্য কালিন্দী চাভ্যবাদয়ৎ ॥৩৩

স তামভ্যবদদ্ বিপ্রঃ পুত্রেপ্সুঃ পুত্রজন্মনি।
তব কুক্ষৌ মহাভাগে সুপুত্রঃ সুমহাবলঃ ॥৩৪
মহাবীর্য্যো মহাতেজা অচিরাৎ সংভবিষ্যতি।
গরেণ সহিতঃ শ্রীমান্ মা শুচঃ কমলেক্ষণে ॥৩৫
চ্যবনঞ্চ নমস্কৃত্য রাজপুত্রী পতিব্রতা।
পতিনা রহিতা তস্মাৎ (ক) পুত্রং দেবী
ব্যজায়ত ॥৩৬
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া।
সহ তেন গরেণৈব সঞ্জাতঃ সগরোঽভবৎ ॥৩৭
সগরস্যাসমঞ্জস্তু অসমঞ্জাদথাংশুমান্।
দিলীপোঽংশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ ॥৩৮
ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ ককুৎস্থাচ্চ রঘুস্তথা।
রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ ॥৩৯
কল্মাষপাদোঽপ্যভবত্তস্মাচ্ছঙ্খণস্তু শঙ্খণঃ।
সুদর্শনঃ শঙ্খণস্য অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ ॥৪০
শীঘ্রগস্তুগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগস্য মরুঃ সুতঃ।
মরোঃ প্রশুশ্রুকস্তাদৌদ্ধবীঃ প্রশুশ্রুকাৎ ॥৪১

যায় যে, ঐ সময় অসিতের দুই পত্নীই গর্ভবতী ছিলেন ।৬-৩০

তাহাদের মধ্যে একজন সপত্নীর গর্ভনাশ করিবার জন্য তাহাকে বিষপ্রদান করেন। সেই সময় ঐ রমণীয় হিমালয়পর্বতে ভৃগুপুত্র চ্যবন তপস্যারত ছিলেন। একদিন কমললোচনা ভাগ্যবতী কালিন্দী দেবতুল্য-তেজস্বী চ্যবনের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিল এবং উত্তমপুত্র কামনা করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তখন বিপ্রবর চ্যবন পুত্রার্থিনী কালিন্দীকে পুত্রজন্মসম্বন্ধে বলিলেন,—ভাগ্যবতি! তোমার গর্ভে মহাবলবান্ মহাতেজা মহাবীর উত্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। কমলনয়নে! তুমি শোক করিও না। তোমার পুত্র বিষের সহিত ভূমিষ্ঠ হইবে। এই কথা শুনিয়া পতিব্রতা পতিহীনা রাজপুত্রী কালিন্দী চ্যবনকে প্রণাম করিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কালিন্দী একটি পুত্র প্রসব করেন। সপত্নী কালিন্দীর গর্ভনাশ করিবার জন্য বিষপান করিয়াছিল। ঐ বিষের (গর) সহিত পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পুত্রটি 'সগর' নামে পরিচিত হইল ।৩১-৩৭

সগরের পুত্র অসমঞ্জ, অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, এইরূপ ভগীরথের ককুৎস্থ, ককুৎস্থের রঘু ও রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। এই প্রবৃদ্ধ শাপবশতঃ রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কল্মাষপাদ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খণ, শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের শীঘ্রগ পুত্র হয়। অনন্তর শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক,

(ক) পত্ন্যা বিষার্তা ইত্যাদি—।

অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষশ্চ মহীপতিঃ।
নহুষস্য যযাতিস্তু নাভাগস্তু যযাতিজঃ ॥৪২
নাভাগস্য বভূবাজঃ অজাদ্দশরথোঽভবৎ।
অস্মাদ্দশরথাজ্জাতৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪৩
আদিবংশবিশুদ্ধানাং রাজ্ঞাং পরমধর্মিণাম্।
ইক্ষ্বাকুকুলজাতানাং বীরাণাং সত্যবাদিনাম্ ॥৪৪
রাম-লক্ষ্মণয়োরর্থে ত্বৎসুতে বরয়ে নৃপ।
সদৃশাভ্যাং নরশ্রেষ্ঠ সদৃশে দাতুমর্হসি ॥৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

প্রভুপ্রকের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র নহুষরাজা, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। এই দশরথ হইতে রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নরনাথ! চিরকালবিশুদ্ধ পরমধার্মিক মহাবীর ও সত্যবাদী ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণের বংশে জাত রাম ও লক্ষ্মণের জন্য আপনার কন্যাদ্বয়কে প্রার্থনা করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ! উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদান করুন।৪৩-৪৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণে আদিকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রাজা জনকেন স্ববংশস্য কীর্তনম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্হস্তে সীতায়া ঊর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে প্রতিজ্ঞা।]

এবং ব্রুবাণং জনকঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীর্তিতম্ ॥১
প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলঃ নিরবশেষতঃ।
বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে ॥২
রাজা ভূৎ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ স্বেন কর্মণা।
নিমিঃ পরমধর্মাত্মা সর্বসত্ত্ববতাং বরঃ ॥৩
তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ।
প্রথমো জনকো রাজা জনকাদপ্যুদাবসুঃ ॥৪
উদাবসোস্তু ধর্মাত্মা জাতো বৈ নন্দিবর্ধনঃ।
নন্দিবর্ধনতঃ শূরঃ সুকেতুর্নাম নামতঃ ॥৫
সুকেতোরপি ধর্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ।
দেবরাতস্য রাজর্ষের্বৃহদ্রথ ইতি স্মৃতঃ ॥৬

একসপ্ততিতম সর্গ

[রাজা জনককর্তৃক নিজবংশপরিচয়কীর্তন এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের হস্তে যথাক্রমে সীতা ও ঊর্মিলাকে সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞা।]

দশরথের বংশপরিচয়প্রদানকারী বশিষ্ঠকে মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। আমি নিজবংশপরিচয় কীর্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! কন্যাদানকালে বংশপরিচয়কীর্তন করা সৎকুলজাত ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। সেইজন্য আমি বলিতেছি, আপনি অবহিত হউন। পুরাকালে নিমি-নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি পরমধার্মিক ও বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। স্বীয়কর্মপ্রভাবে তিনি ত্রিলোকে বিশেষভাবে খ্যাত হইয়াছিলেন। নিমির পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক। এই জনকই প্রথম জনকরাজনামে পরিচিত হন। তাঁহার নামানুসারে এই বংশের সকলেই জনকনামে খ্যাত হইয়া থাকেন। জনক হইতে উদাবসু, উদাবসু হইতে ধার্মিক নন্দিবর্ধন, নন্দিবর্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু, সুকেতুর পুত্র ধার্মিক ও মহাবলবান্ দেবরাত, দেবরাতের পুত্র রাজর্ষি বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র বলবান্

বৃহদ্রথস্য শূরোঽভূন্মহাবীরঃ প্রতাপবান্।
মহাবীরস্য ধৃতিমান্ সুধৃতিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥৭
সুধৃতেরপি ধর্মাত্মা ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্মিকঃ।
ধৃষ্টকেতোশ্চ রাজর্ষের্হর্যশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ ॥৮
হর্যশ্বস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রতীন্ধকঃ।
প্রতীন্ধকস্য ধর্মাত্মা রাজা কীর্তিরথঃ সুতঃ ॥৯
পুত্রঃ কীর্তিরথস্যাপি দেবমীঢ় ইতি স্মৃতঃ।
দেবমীঢ়স্য বিবুধো বিবুধস্য মহীধ্রকঃ ॥১০
মহীধ্রকসুতো রাজা কীর্তিরাতো মহাবলঃ।
কীর্তিরাতস্য রাজর্ষের্মহারোমা ব্যজায়ত ॥১১
মহারোমস্য ধর্মাত্মা স্বর্ণরোমা ব্যজায়ত।
স্বর্ণরোমস্য রাজর্ষের্হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত ॥১২
তস্য পুত্রদ্বয়ং রাজ্ঞো ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
জ্যেষ্ঠোঽহমনুজো ভ্রাতা মম বীরঃ কুশধ্বজঃ ॥১৩
মাস্তু জ্যেষ্ঠং পিতা রাজ্যে সোঽভিষিচ্য পিতা মম।
কুশধ্বজং সমাবেশ্য ভারং ময়ি বনং গতঃ ॥১৪

বৃদ্ধে পিতরি স্বর্গাতে ধর্মেণ ধুরমাবহন্।
ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং স্নেহাৎ পশ্যন্ কুশধ্বজম্ ॥১৫
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সাঙ্কাশ্যাদাগতঃ পুরাৎ।
সুধন্বা বীর্যবান্ রাজা মিথিলামবরোধকঃ ॥১৬
স চ মে প্রেষয়ামাস শৈবং ধনুরনুত্তমম্।
সীতা চ কন্যা পদ্মাক্ষী মহ্যং বৈ দীয়তামিতি ॥১৭
তস্যাপ্রদানান্মহর্ষে (ক) যুদ্ধমাসীন্মযা সহ।
স হতো বিমুখো (খ) রাজা সুধন্বা তু ময়া রণে ॥১৮
নিহত্য তং মুনিশ্রেষ্ঠ সুধন্বানং নরাধিপম্।
সাঙ্কাশ্যে ভ্রাতরং শূর (গ) মভ্যষিঞ্চং কুশধ্বজম্ ॥১৯
কনীয়ানেষ মে ভ্রাতা অহং জ্যেষ্ঠো মহামুনে।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব ॥২০
সীতাং রামায় ভদ্রং তে ঊর্মিলাং লক্ষ্মণায় বৈ।
বীর্যশুল্কাং মম সুতাং সীতাং ভুবমুপোপমাম্ ॥২১
দ্বিতীয়ামূর্মিলাং চৈব ত্রির্বদামি ন সংশয়ঃ।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব ॥২২

প্রতাপশালী মহাবীর নামে খ্যাত হন। মহাবীরের পুত্র ধৈর্যবান্ পরাক্রমী সুধৃতি, সুধৃতির পুত্র ধার্মিক ধৃষ্টকেতু, রাজর্ষি ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধকের পুত্র রাজা কীর্তিরথ, কীর্তিরথের পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহীধ্রক, মহীধ্রকের পুত্র কীর্তিরাত, রাজর্ষি কীর্তিরাতের পুত্র ছিলেন মহারোমা। মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা, স্বর্ণরোমার পুত্র হ্রস্বরোমা, হ্রস্বরোমার দুই পুত্র—আমি জ্যেষ্ঠ ও এই কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমি জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং কুশধ্বজের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া মদীয় পিতৃদেব বনে গমন করেন।১-১৪

বৃদ্ধপিতা স্বর্গগমন করিলে পর দেবসদৃশ ভ্রাতা কুশধ্বজকে স্নেহের সহিত পালন করিতে করিতে ধর্মানুসারে রাজ্যভার বহন করিতেছি। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলে একদা সাঙ্কাশ্যনগরী হইতে আসিয়া মহাবলবান্ সুধন্বানামক রাজা মিথিলা অবরোধ করেন। তিনি দূত পাঠাইয়া নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন—শ্রেষ্ঠ শৈবধনু ও কমললোচনা সীতাকে আমার হস্তে প্রদান কর। ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি তাঁহার প্রার্থিত বস্তু প্রদান না করায় আমার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে সুধন্বাকে বিমুখ করত নিহত করিয়াছিলাম। মুনিবর! সুধন্বাকে নিহত করিয়া কনিষ্ঠভ্রাতা মহাবীর কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যপুরীতে অভিষিক্ত করিলাম। এই আমার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ও আমি জ্যেষ্ঠ। মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি কন্যাদ্বয়কে রঘুবংশের বধূ করিবার জন্য প্রীতির সহিত দান করিতেছি। দেবকন্যাসদৃশী বীর্যশুল্কা আমার কন্যা সীতাকে রামের হস্তে এবং ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে সম্প্রদান করিতেছি। এই কথা তিনবার করিয়া

পাঠান্তরঃ—(ক) তস্যাপ্রদানাদ্ ব্রহ্মর্ষে—।
(খ) হতোঽভিমুখঃ—।　　(গ) —অভিষিক্তঃ

সুবর্ণশৃঙ্গাঃ সম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ।
গবাং শতসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভঃ ॥২৩
বিত্তমন্তঞ্চ সুবহু দ্বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ।
দদৌ গোদানমুদ্দিশ্য পুত্রাণাং পুত্রবৎসলঃ ॥২৪
স তুষ্টৈঃ কৃতগোদানৈর্বৃতঃ সন্ নৃপতিস্তদা।
লোকপালৈরিবাভাতি বৃতঃ সৌম্যঃ প্রজাপতিঃ ॥২৫
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে একলক্ষসংখ্যক ধেনু দান করিলেন। এইভাবে সুবর্ণশৃঙ্গবতী বৎস-সহিতা দুগ্ধবতী চারিলক্ষ ধেনু কাংস্যনির্মিত দোহনপাত্রসহিত দান করিলেন। পুত্রবৎসল অযোধ্যাপতি গোদান-ক্রিয়া উপলক্ষ্যে প্রচুরপরিমাণে ধন দান করিলেন। অনন্তর গোদানক্রিয়াকারী পুত্রগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহারাজ দশরথ লোকপালবেষ্টিত প্রজাপতির ন্যায় শোভিত হইলেন।১৬-২৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[যুধাজিতো দশরথসন্নিধাবাগমনম্, দশরথস্য জনকযজ্ঞভূমিগমনম্, বসিষ্ঠ-জনকয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী, জনক-বাক্যেন বসিষ্ঠস্য পৌরহিত্যকরণম্, রামাদীনাং বিবাহশ্চ।]

যস্মিংস্তু দিবসে রাজা চক্রে গোদানমুত্তমম্।
তস্মিংস্তু দিবসে বীরো যুধাজিৎ সমুপেয়িবান্ ॥১
পুত্রঃ কেকয়রাজস্য সাক্ষাদ্ ভরতমাতুলঃ।
দৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা চ কুশলং রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২
কেকয়াধিপতী রাজা স্নেহাৎ কুশলমব্রবীৎ।
যেষাং কুশলকামোঽসি তেষাং সম্প্রত্যনাময়ম্ ॥৩
শ্বশ্রূণাং মম রাজেন্দ্র দ্রষ্টুকামো মহীপতিঃ।
তদর্থমুপযাতোঽহমযোধ্যাং রঘুনন্দন ॥৪
শ্রুত্বা ত্বহমযোধ্যায়াং বিবাহার্থং তবাত্মজান্।
মিথিলামুপযাতাংস্তু ত্বয়া সহ মহীপতে ॥৫
ত্বরয়াভ্যুপযাতোঽহং দ্রষ্টুকামঃ সুতান্ স্বকান্।
অথ রাজা দশরথঃ প্রিয়াতিথিমুপস্থিতম্ ॥৬

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

[দশরথের সমীপে যুধাজিতের আগমন, জনকের যজ্ঞভূমিতে দশরথের গমন, বশিষ্ঠ এবং জনকের মধ্যে উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি, জনকের বাক্যানুসারে বশিষ্ঠের পৌরহিত্যকরণ ও রামাদির বিবাহ।]

যেদিন রাজা দশরথ গোদান-নামক শ্রেষ্ঠকার্য সম্পন্ন করিলেন, সেই দিন মহাবীর যুধাজিৎ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। এই যুধাজিৎ কেকয়রাজের পুত্র ও ভরতের মাতুল। তিনি দশরথকে দর্শন ও কুশল-জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—রাজন্! কেকয়রাজ স্নেহবশতঃ আপনার কুশলজিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং আপনি যাহাদের কুশল কামনা করেন, তাঁহাদের কুশলসংবাদ জানাইয়াছেন। রাজেন্দ্র কেকয়রাজ আমার ভাগিনেয় ভরতকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সেইজন্য আমি অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলাম। আপনার পুত্রদের বিবাহের জন্য মিথিলায় আপনার সহিত আসিয়াছেন—এই কথা অযোধ্যায় শুনিয়া আমি ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য সত্বর এখানে আসিয়াছি। তখন রাজা দশরথ সম্মাননীয় প্রিয় অতিথিকে যথোচিত উপচারে সম্মানিত করিলেন। অনন্তর মহাত্মা পুত্রগণের সহিত তিনি সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগপূর্বক প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া ক্রিয়ানিপুণ

দৃষ্ট্বা পরমসৎকারৈঃ পূজনার্হমপূজয়ৎ ।
ততস্তামুষিতো রাত্রিং সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ ॥৭
প্রভাতে পুনরুত্থায় কৃত্বা কর্মাণি তত্ত্ববিৎ ।
ঋষীংস্তদা পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ ॥৮
যুক্তে মুহূর্তে বিজয়ে সর্বাভরণভূষিতৈঃ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ॥৯
বসিষ্ঠং তু পুরস্কৃত্য মহর্ষীনপরানপি ।
বসিষ্ঠো ভগবানেত্য বৈদেহমিদমব্রবীৎ ॥১০
রাজা দশরথো রাজন্ কৃতকৌতুকমঙ্গলৈঃ !
পুত্রৈর্নরবরশ্রেষ্ঠো দাতারমভিকাঙ্ক্ষতে ॥১১
দাতৃ-প্রতিগ্রহীতৃভ্যাং সর্বার্থাঃ সম্ভবন্তি হি ।
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব কৃত্বা বৈবাহ্যমুত্তমম্ ॥১২
ইত্যুক্তঃ পরমোদারো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বাক্যং পরমধর্মবিৎ ॥১৩

কঃ স্থিতঃ প্রতিহারো মে কস্যাজ্ঞাং সংপ্রতীক্ষতে ।
স্বগৃহে কো বিচারোঽস্তি যথা রাজ্যমিদং তব ॥১৪
কৃতকৌতুকসর্বস্বা বেদিমূলমুপাগতাঃ ।
মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহ্নেরিবার্চিষঃ ॥১৫
সম্প্রোঽহং ত্বৎপ্রতীক্ষোঽস্মি বেদ্যামস্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ ।
অবিঘ্নং ক্রিয়তাং সর্বং কিমর্থং হি বিলম্ব্যতে ॥১৬
তদ্বাক্যং জনকেনোক্তং শ্রুত্বা দশরথস্তদা ।
প্রবেশয়ামাস সুতান্ সর্বানৃষিগণানপি ॥১৭
ততো রাজা বিদেহানাং বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ।
কারয়স্ব ঋষে সর্বানৃষিভিঃ সহ ধার্মিকঃ ॥১৮
রামস্য লোকরামস্য ক্রিয়াং বৈবাহিকীং প্রভো ।
তথেত্যুক্ত্বা তু জনকং বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ॥১৯
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দঞ্চ ধার্মিকম্ ।
প্রপামধ্যে তু বিধিবৎ বেদিং কৃত্বা মহাতপাঃ ॥২০

দশরথ ঋষিগণের সহিত যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। বিবাহের পূর্বে অনুষ্ঠেয় সূত্রবন্ধনাদি মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সর্বাভরণভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত শুভ লগ্নে বিজয়মুহূর্তে বসিষ্ঠ ও অন্যান্য মহর্ষিগণকে অগ্রবর্তী করিয়া রামও ঐ যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। তখন ভগবান্ বসিষ্ঠ বিদেহরাজ জনককে বলিলেন।১-১০

রাজন্ ! নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ মাঙ্গলিক আচারসম্পন্ন পুত্রগণের সহিত আসিয়া দাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উপস্থিত হইলে দানক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। অতএব এই উত্তম বিবাহকর্ম সম্পন্ন করিয়া আপনার দাতৃধর্ম রক্ষা করুন। মহাত্মা বসিষ্ঠ এইরূপ বলিলে উদারপ্রকৃতি পরমধার্মিক মহাতেজা জনক বলিলেন,—দ্বারদেশে দ্বাররক্ষক কে আছে—যে দশরথের আগমনে বাধা দিতেছে ? তিনি কাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন ? নিজগৃহে প্রবেশ করিতে দ্বিধা-ভাব কেন ? এই রাজ্য অযোধ্যা-রাজ্যের মত তাঁহারই। মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমার কন্যাগণ মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন করিয়া উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় বেদিমধ্যে অবস্থান করিতেছে। আমিও বেদিতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। তিনি নির্বিঘ্নে সকল কার্য্য সম্পন্ন করুন, বিলম্ব করিতেছেন কেন ? রাজা দশরথ জনকের বক্তব্য বসিষ্ঠের নিকট শুনিয়া ঋষিগণকে ও পুত্রগণকে সভাস্থলে আনয়ন করিলেন। তখন বিদেহরাজ বসিষ্ঠকে বলিলেন,—পরম-ধার্মিক ! মুনিবর ! আপনি ঋষিগণের সহিত জনপ্রিয় রামের বিবাহসম্বন্ধী কার্য্যসমূহ সম্পাদন করুন। ভগবান্ বসিষ্ঠ জনককে তথাস্তু বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং ধর্মজ্ঞ বিশ্বামিত্র ও শতানন্দকে সঙ্গে লইয়া বিবাহ-মণ্ডপে যথাবিধি বেদি নির্মাণ করিলেন। অনন্তর সেই বেদির চারিদিক্ গন্ধ, পুষ্প ও সুবর্ণনির্মিত পালিকার দ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন। পরে যথাস্থানে যথাবিধি অঙ্কুর সমন্বিত চিত্রিতকুম্ভ, অঙ্কুরযুক্ত শরাব, ধূপযুক্ত ধূপপাত্র, শঙ্খপাত্র, স্রুব, স্রুক্ প্রভৃতি অর্ঘ্যযুক্ত পাত্র, লাজ (খই) পূর্ণপাত্র, সংস্কারযুক্ত আতপতণ্ডুল ও কুশসমূহ স্থাপন করিলেন। অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা বসিষ্ঠ বিধি অনুসারে মন্ত্র উচ্চারণ করত ঐ বেদিতে অগ্নিস্থাপন করিলেন এবং শাস্ত্রবিধানানুসারে মন্ত্রের সহিত ঐ অগ্নিতে আহুতি দিলেন। এই কার্য্যটি সমাপ্ত

অলঙ্কৃতাং তাং বেদিং গন্ধ-পুষ্পৈঃ সমন্ততঃ।
সুবর্ণপালিকাভিশ্চ চিত্রকুম্ভৈশ্চ সাম্বুভিঃ ॥২১
অঙ্কুরাঢ্যৈঃ শরাবৈশ্চ ধূপপাত্রৈঃ সধূপকৈঃ।
শঙ্খপাত্রৈঃ স্রুবৈঃ স্রুগ্‌ভিঃ পাত্রৈরর্ঘ্যাদি
পূজিতৈঃ ॥২২
লাজপূর্ণৈশ্চ পাত্রীভিরক্ষতৈরপি সংস্কৃতৈঃ।
দর্ভৈঃ সমৈঃ সমাস্তার্য্য বিধিবন্মন্ত্রপূর্বকম্ ॥২৩
অগ্নিমাধায় তাং বেদ্যাং বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্।
জুহাবাগ্নৌ মহাতেজা বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥২৪
ততঃ সীতাং সমানীয় সর্বাভরণভূষিতাম্।
সমক্ষমগ্নেঃ সংস্থাপ্য রাঘবাভিমুখে তদা ॥২৫
অব্রবীজ্জনকো রাজা কৌসল্যানন্দবর্ধনম্।
ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব ॥২৬
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা প্রাক্ষিপদ্ রাজা মন্ত্রপূতং জলং তদা।
সাধু সাধ্বিতি দেবানামৃষীণাং বদতাং তদা ॥২৮
দেবদুন্দুভিনির্ঘোষঃ পুষ্পবর্ষো মহানভূৎ।
এবং দত্ত্বা সুতাং সীতাং মন্ত্রোদক পুরস্কৃতাম্ ॥২৯
অব্রবীজ্জনকো রাজা হর্ষেণাভি পরিপ্লুতঃ।
লক্ষ্মণাগচ্ছ ভদ্রং তে ঊর্মিলামুদ্বহস্ব মে ॥৩০
প্রতীচ্ছ পাণিং গৃহ্ণীষ্ব মা ভূৎকালস্য পর্য্যয়ঃ।
তমেবমুক্ত্বা জনকো ভরতং চাভ্যভাষত ॥৩১
গৃহাণ পাণিং মাণ্ডব্যাঃ পাণিনা রঘুনন্দন।
শত্রুঘ্নং চাপি ধর্মাত্মা অব্রবীন্মিথিলেশ্বরঃ ॥৩২
শ্রুতকীর্তের্মহাবাহো পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা।
সর্বে ভবন্তঃ সৌম্যাশ্চ সর্বে শুচিব্রতব্রতাঃ ॥৩৩
পত্নীভিঃ সন্তু কাকুৎস্থা মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ।
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা পাণীন্ পাণিভিরস্পৃশন্।
চত্বারস্তে চতস্রাণাং বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ।
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বেদিং রাজানমেব চ ॥৩৫
ঋষীংশ্চাপি মহাত্মানঃ সহভার্য্যা রঘূদ্বহাঃ।
যথোক্তেন ততশ্চক্রুর্বিবাহং বিধিপূর্বকম্ ॥৩৬
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥৩৭

হইলে জনকরাজা সকলাভরণভূষিতা সীতাকে আনয়ন করিলেন এবং অগ্নির সাক্ষাতে রামের অভিমুখে তাঁহাকে বসাইয়া কৌসল্যানন্দবর্ধন রামকে বলিলেন,—আমার কন্যা সীতা তোমার সহধর্মিণী হউক। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক। এখন তুমি নিজ হস্ত দ্বারা ইহার হস্ত ধারণ কর। এই সীতা পতিব্রতা হইয়া ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হইবে। এইরূপ বলিয়া রাজা জনক মন্ত্রপূত জল রামের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় দেবতা ও ঋষিগণ সাধু সাধু বলিয়া হর্ষপ্রকাশ করিলেন। দেবদুন্দুভির নিনাদ ও পুষ্প-বৃষ্টি হইল। এইভাবে মন্ত্রপূত জল দ্বারা কন্যা সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট জনক বলিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি এইস্থানে আগমন কর। তোমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যতা ঊর্মিলাকে তুমি গ্রহণ কর। ইহার হস্ত গ্রহণ কর, শুভ সময় অতীত না হইয়া যায়। লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া জনক ভরতকে বলিলেন।১১-৩১

রঘুনন্দন ভরত! তুমি নিজ হস্ত দ্বারা মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ কর। অনন্তর মিথিলাপতি ধার্মিক রাজা শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—মহাবীর! তুমিও নিজ হস্ত দ্বারা শ্রুতকীর্তির পাণিগ্রহণ কর। তোমরা চারিভ্রাতা সকলেই প্রিয়দর্শন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতপালনকারী। তোমরা এখন পত্নী গ্রহণ কর। বিলম্বের প্রয়োজন নাই। জনকের বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতা বশিষ্ঠের সম্মতি অনুসারে নিজহস্ত দ্বারা চারিটি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভার্য্যাদিগের সহিত অগ্নিবেদি জনকরাজা ও ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এইভাবে মহাত্মা রঘুকুলকুমারগণ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বিধিপূর্বক বিবাহ করিলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পসমূহের বর্ষণ হইতে লাগিল। দেবদুন্দুভি-

নৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ কলম্।
বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভুতমদৃশ্যত ॥৩৮
ঈদৃশে বর্তমানে তু তূর্য্যোদ্ঘুষ্টনিনাদিতে (ক)।
ত্রিরগ্নিং তে পরিক্রম্য উহুর্ভার্য্যা মহৌজসঃ ॥৩৯

শব্দ, সঙ্গীত ও বাদ্যশব্দের সহিত অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং গন্ধর্বগণ গান করিতে লাগিল। রঘুনন্দনগণের বিবাহকালে সকল ব্যাপারই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইল। তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনিতে মুখরিত ঐ সময়ে মহাবলবান্ ভ্রাতৃচতুষ্টয় অগ্নিকে

পাঠান্তরঃ—(ক) তূর্য্যোৎকৃষ্টে নিনাদিতে।

অথোপকার্য্যং কৃত্বৃস্তে সভার্য্যা রঘুনন্দনাঃ।
রাজাপ্যনুযযৌ পশ্যন্ সহিতঃ সর্ববান্ধবঃ ॥৪০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নীগণকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভার্য্যাগণের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। রাজা দশরথও ঋষিগণ ও বন্ধুগণের সহিত তাঁহাদিগকে দেখিতে দেখিতে অনুগমন করিলেন।৩২-৪০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য প্রস্থানম্, দশরথস্য অযোধ্যাগমনম্, দশরথসমীপে পরশুরামস্যাগমনম্, ঋষিদত্তার্ঘগ্রহণঞ্চ।]

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
আপৃষ্ট্বা তৌ চ রাজানৌ জগামোত্তরপর্বতম্ ॥১
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা বৈদেহং মিথিলাধিপম্।
আপৃষ্টৈব জগামাশু রাজা দশরথঃ পুরীম্ ॥২
[গচ্ছন্তং তং তু রাজানমন্বগচ্ছন্নরাধিপঃ]
অথ রাজা বিদেহানাং দদৌ কন্যাধনং বহু।
গবাং শতসহস্রাণি বহূনি মিথিলেশ্বরঃ ॥৩
কম্বলানাঞ্চ মুখ্যানাং কৌম্যান্ কোট্যম্বরাণি চ।
হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাতং বিবিধরূপং বলঙ্কৃতম্ ॥৪
দদৌ কন্যাশতং তাসাং দাসীদাসমনুত্তমম্।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিদ্রুমস্য চ ॥৫
দদৌ রাজা সুসংহৃষ্টঃ কন্যাধনমনুত্তমম্।
দত্ত্বা বহুবিধং রাজা সমনুজ্ঞাপ্য পার্থিবম্ ॥৬
প্রবিবেশ স্বনিলয়ং মিথিলাং মিথিলেশ্বরঃ।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান, দশরথের অযোধ্যাগমন ও তাঁহার সমীপে পরশুরামের আগমন, ঋষিপ্রদত্ত অর্ঘ গ্রহণ]

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথ ও মহারাজ জনকের নিকট বিদায় লইয়া উত্তরপর্বতে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে পর দশরথ বিদেহপতি জনকের নিকট বিদায় লইয়া অভিসত্বর অযোধ্যায় যাইতে আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিদেহরাজ জনক কন্যাদিগকে একলক্ষ ধেনু, বহু উৎকৃষ্ট কম্বল, অনেক কৌমবস্ত্র, কোটিসংখ্যক সাধারণ বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত সৈন্য, সুন্দরী এবং আভরণসহিতা শতসংখ্যক দাসী ও বহুভৃত্য, রজত, সুবর্ণ, মুক্তা ও প্রবালসমূহ এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার স্ত্রীধনরূপে প্রদান করিলেন। অনন্তর দশরথ গমন করিতে আরম্ভ করিলে মিথিলাধীশ্বর তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দশরথের অনুমতিক্রমে প্রত্যাবর্তন করত মিথিলায় নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। মহাত্মা পুত্রগণের সহিত অযোধ্যাপতি দশরথও সকল মহর্ষিকে অগ্রবর্তী করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যসমূহ অনুগমন

রাজাপ্যযোধ্যাধিপতিঃ সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ ॥৭
ঋষীন্ সর্বান্ পুরস্কৃত্য জগাম সবলানুগঃ।
গচ্ছন্তং তু নরব্যাঘ্রং সর্ষিসঙ্ঘং সরাঘবম্ ॥৮
ঘোরাস্তু পক্ষিণো বাচো ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ।
ভৌমাশ্চৈব মৃগাঃ সর্বে গচ্ছন্তি স্ম প্রদক্ষিণম্ ॥৯
তান্ দৃষ্ট্বা রাজশার্দূলো বসিষ্ঠং পর্য্যপৃচ্ছত।
অসৌম্যাঃ পক্ষিণো ঘোরা মৃগাশ্চাপি প্রদক্ষিণাঃ ॥১০
কিমিদং হৃদয়োৎকম্পি মনো মম বিসীদতি।
রাজ্ঞো দশরথস্যৈতচ্ছ্রুত্বা বাক্যং মহান্ ঋষিঃ ॥১১
উবাচ মধুরাং বাণীং শ্রূয়তামস্য সংফলম্।
উপস্থিতং ভয়ং ঘোরং দিব্যং পক্ষিমৃগাদ্ভুতম্ ॥১২
মৃগাঃ প্রশময়ন্ত্যেতে সন্তাপস্ত্যজ্যতাময়ম্।
তেষাং সংবদতাং তত্র বায়ুঃ প্রাদুর্বভূব হ ॥১৩

কম্পয়ন্ মেদিনীং সর্বাং পাতয়ংশ্চ মহাদ্রুমান্।
তমসা সংবৃতঃ সূর্য্যঃ সর্বে নাবেদিষুর্দিশঃ ॥১৪
ভস্মনা চাবৃতং সর্বং সংমূঢ়মিব তদ্বলম্।
বসিষ্ঠ প্রমুখাশ্চান্যে রাজা চ সমুতস্তদা ॥১৫
সসংজ্ঞা ইব তত্রাসন্ সর্বমন্যদ্ বিচেতনম্।
তস্মিংস্তমসি ঘোরে তু ভস্মচ্ছন্নেব সা চমূঃ ॥১৬
দদর্শ ভীমসঙ্কাশং জটামণ্ডলধারিণম্।
ভার্গবং জামদগ্ন্যং রাজা রাজবিমর্দনম্ ॥১৭
কৈলাসমিব দুর্ধর্ষং কালাগ্নিমিব দুঃসহম্।
জ্বলন্তমিব তেজোভির্দুর্নিরীক্ষ্যং পৃথগ্জনৈঃ ॥১৮
স্কন্ধে চাসজ্য পরশুং ধনুর্বিদ্যুদ্গণোপমম্।
প্রগৃহ্য শরমুগ্রঞ্চ ত্রিপুরঘ্নং যথা শিবম্ ॥১৯

করিতে লাগিল। এই সময়ে চারিদিকে পক্ষিসমূহ বিকট শব্দ ও ভূমিতে মৃগগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ বসিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অশুভসূচক পক্ষিগণ বিকট-শব্দ করিতেছে, মৃগগণ প্রদক্ষিণ করিতেছে, হৃৎকম্পজনক এইরূপ ঘটনা কেন হইতেছে? ইহা দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। দশরথের বাক্য শুনিয়া মহর্ষি মধুর বাক্য বলিলেন, এইরূপ ঘটনার ফল শ্রবণ কর। আমাদের সম্মুখে অতিভীষণ ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইতেছে, ইহাই পক্ষীদের বৃথাবিস্তৃত শব্দে জানা যাইতেছে। কিন্তু মৃগগণ প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহাতে ঐ ভয় প্রশমিত হইবে—ইহাও সূচিত হইতেছে। অতএব আপনি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। বায়ুর প্রভাবে পৃথিবী কম্পিত, বৃহৎ বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত হইল এবং সূর্য্য অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। কেহই দিঙ্নির্ণয় করিতে পারিতেছিল না। চতুর্দিক ভস্মে আচ্ছাদিত হইল, সৈন্যসমূহ অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল। বসিষ্ঠ, অন্যান্য ঋষিগণ ও পুত্রগণ সহিত দশরথ সচেতন রহিলেন, অন্যান্য সকলেই চৈতন্যহীন হইয়া পড়িল। ঐ নিবিড় অন্ধকারে সৈন্যগণ ভস্মাচ্ছাদিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় দশরথ ভীষণাকৃতি জটাধারী ভৃগুবংশজাত ক্ষত্রিয়নাশকারী জমদগ্নিপুত্র পরশুরামকে দেখিতে পাইলেন। ঐ পরশুরাম কৈলাসগিরির মত বিশালদেহসম্পন্ন, প্রলয়-কালের অগ্নির ন্যায় দুঃসহ, নিজপ্রভায় সমুজ্জ্বল এবং সাধারণজনের দৃষ্টি যাঁহার দর্শনে অসমর্থ। তিনি স্বীয় স্কন্ধদেশে পরশু (কুঠার), হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জসদৃশ ধনু ও ভীষণ বাণ ধারণ করিয়া ত্রিপুরনাশকারী মহাদেবের মত অতিভয়ঙ্কর হইয়াছেন।১-১৯

প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য ভীমমূর্তি পরশুরামকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া জপ-হোমকারী বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও মুনিগণ মিলিত হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন—পিতৃহত্যাজনিত ক্রোধের জন্য ইনি কি ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিবেন? পূর্বে ও ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিয়া ক্রোধমুক্ত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এখন কি পুনর্বার ইঁহার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিবার ইচ্ছা হইয়াছে? এইরূপ পরস্পর আলোচনা করিয়া মুনিগণ অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণপূর্বক তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলেন।

তং দৃষ্ট্বা ভীমসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
বসিষ্ঠপ্রমুখা বিপ্রা জপ-হোমপরায়ণাঃ ॥২০
সঙ্গতা মুনয়ঃ সর্বে সংজজল্পুরথো মিথঃ।
কচ্চিৎ পিতৃবধামর্ষী ক্ষত্রং নোৎসাদয়িষ্যতি ॥২১
পূর্বং ক্ষত্রবধং কৃত্বা গতমন্যুর্গতজ্বরঃ।
ক্ষত্রস্যোৎসাদনং ভূয়ো ন খল্বস্য চিকীর্ষিতম্ ॥২২

এবমুক্ত্বার্ঘ্যমাদায় ভার্গবং ভীমদর্শনম্।
ঋষয়ো রাম রামেতি মধুরং বাক্যমব্রুবন্ ॥২৩
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজামৃষিদত্তাং প্রতাপবান্।
রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যোঽভ্যভাষত ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি সমর্পণ করিয়া রাম! রাম! এই নামে সম্বোধন ও শান্ত করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী জামদগ্নিতনয় পরশুরাম ঋষিগণ কর্তৃক প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন এবং দশরথনন্দন রামকে বলিতে লাগিলেন।২০-২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[পরশুরামস্য রামং প্রত্যুক্তিঃ, তং প্রতি দশরথস্যানুনয়ঃ, তস্য দশরথবাক্যানাদরঃ, রামং প্রতি পুনরুক্তিশ্চ।]

রাম দাশরথে বীর বীর্য্যং তে শ্রুতবানহম্।
ধনুষো ভেদনং চৈব নিখিলেন ময়া শ্রুতম্ ॥১
তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ ভেদনং ধনুষস্তথা।
তচ্ছ্রুত্বাহমনুপ্রাপ্তো ধনুর্গৃহ্যাপরং শুভম্ ॥২
তদিদং ঘোরসঙ্কাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ।
পূরয়স্ব শরেণৈব স্ববলং দর্শয়স্ব চ ॥৩
তদহং তে বলং দৃষ্ট্বা ধনুষোঽস্যস্য পূরণে।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্য্যশ্লাঘ্যমহং তব ॥৪

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথস্তদা।
বিষণ্ণবদনো দীনঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৫
ক্ষত্ররোষাৎ প্রশান্তস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্চ মহাতপাঃ।
বালানাং মম পুত্রাণামভয়ং দাতুমর্হসি ॥৬
ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ স্বাধ্যায়-ব্রতশালিনাম্।
সহস্রাক্ষে প্রতিজ্ঞায় শস্ত্রং প্রক্ষিপ্তবানসি ॥৭
স ত্বং ধর্মপরো ভূত্বা কশ্যপায় বসুন্ধরাম্।
দত্ত্বা বনমুপাগম্য মহেন্দ্রকৃতকেতনঃ ॥৮

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

[রামের প্রতি পরশুরামের উক্তি, তাঁহার প্রতি দশরথের অনুনয়, পরশুরামের দশরথ বাক্যানাদর ও রামের প্রতি পুনরুক্তি]।

বীর! দশরথনন্দন! তোমার অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়াছি এবং শৈবধনু-ভঙ্গের কথাও সমস্তই শুনিয়াছি। ধনুর্ভঙ্গ অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ব্যাপার। আমি ঐ সংবাদ শুনিয়া অন্য একটি উত্তম ধনু লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। এই মহাধনু জমদগ্নির নিকট প্রাপ্ত ও অতিভীষণ। তুমি এই ধনুতে বাণযোজনা কর এবং নিজশক্তি প্রদর্শন কর। এই ধনুতে বাণযোজনা করিতে পারিলে আমি তোমার শক্তি বুঝিতে পারিব, তখন তোমার সহিত বীরজন-প্রশংসিত মল্লযুদ্ধ করিব। পরশুরামের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া রাজা দশরথ বিষণ্ণবদনে অতিদীনভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আপনি ত এখন ক্ষত্রিয়গণের প্রতি জাতক্রোধ ত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়াছেন। আপনি স্বয়ং মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ এবং বেদাধ্যয়ন ও তপস্যাদমন্বিত ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব আমার

মম সর্ববিনাশায় সংপ্রাপ্তস্ত্বং মহামুনে।
ন চৈকস্মিন্ হতে রামে সর্বে জীবামহে বয়ম্ ॥৯
ব্রুবত্যেবং দশরথে জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রামমেবাভ্যভাষত ॥১০
ইমে দ্বে ধনুষী শ্রেষ্ঠে দিব্যে লোকাভিপূজিতে।
দৃঢ়ে বলবতী মুখ্যে সুকৃতে বিশ্বকর্মণা ॥১১
অনুসৃষ্টং সুরৈরেকং ত্র্যম্বকায় যুযুৎসবে।
ত্রিপুরঘ্নং নরশ্রেষ্ঠ ভগ্নং কাকুৎস্থ যত্ত্বয়া ॥১২
ইদং দ্বিতীয়ং দুর্ধর্ষং বিষ্ণোর্দত্তং সুরোত্তমৈঃ।
তদিদং বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্ ॥১৩
সমানসারং কাকুৎস্থ রৌদ্রেণ ধনুষা দ্বিধম্।
তদা তু দেবতাঃ সর্বাঃ পৃচ্ছন্তি স্ম পিতামহম্ ॥১৪
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ বলাবলনিরীক্ষয়া।
অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় দেবতানাং পিতামহঃ ॥১৫
বিরোধং জনয়ামাস তয়োঃ সত্যবতাং বরঃ।
বিরোধে তু মহদ্‌যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্ ॥১৬
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ।
তদা তু জৃম্ভিতং শৈবং ধনুর্ভীমপরাক্রমম্ ॥১৭
হুংকারেণ মহাদেবঃ স্তম্ভিতোঽথ ত্রিলোচনঃ।
দেবৈস্তদা সমাগম্য সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সচারণৈঃ ॥১৮
যাচিতৌ প্রশমং তত্র জগ্মতুস্তৌ সুরোত্তমৌ।
জৃম্ভিতং তদ্ধনুর্দৃষ্ট্বা শৈবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ ॥১৯
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা।
ধনু রুদ্রস্তু সংক্রুদ্ধো বিদেহেষু মহাযশাঃ ॥২০
দেবরাতস্য রাজর্ষের্দত্তৌ হস্তে সসায়কম্।
ইদঞ্চ বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্ ॥২১
ঋচীকে ভার্গবে প্রাদাদ্ বিষ্ণুঃ স ন্যাসমুত্তমম্।
ঋচীকস্তু মহাতেজাঃ পুত্রস্যাপ্রতিকর্মণঃ ॥২২

বালক-পুত্রগণকে অভয়দান করুন। ইন্দ্রের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র-শস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন। এখন আপনি ত ধর্মপরায়ণ হইয়া কশ্যপকে পৃথিবীদানপূর্বক বনে গমন করিয়াছেন এবং মহেন্দ্রপর্বতে বাস করিতেছেন। মুনিবর! আপনি কি আমার সর্বনাশ করিবার জন্য আসিয়াছেন? এক রাম না থাকিলেই আমরা কেহই জীবিত থাকিব না। দশরথ এইরূপ কাতরভাবে বলিতে থাকিলেও প্রতাপশালী পরশুরাম তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করিয়াই রামকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্মা অতিযত্নসহকারে সুন্দরভাবে দুইটি ধনু নির্মাণ করিয়াছিল। দুইটি ধনুই উৎকৃষ্ট, সুদৃঢ়, শ্রেষ্ঠ ও সর্বলোকপূজ্য। কাকুৎস্থ! ঐ ধনু দুইটির মধ্যে একটি ধনু ত্রিপুরকে নাশ করিবার জন্য যুদ্ধোদ্যত শিবকে দেবগণ দান করিয়াছিলেন—যে ধনুটি তুমি ভগ্ন করিয়াছ। আমার হস্তস্থিত এই ধনুটি দ্বিতীয়, দেবগণ বিষ্ণুকে এই ধনু প্রদান করিয়াছিলেন। রাম! এই বৈষ্ণব ধনু শত্রুনগর-বিজয়ে সর্বথা সক্ষম।১-১৩

এই ধনু শৈবতেজঃ সমন্বিত এবং সেই ধনুর তুল্য সারযুক্ত। সেই সময় একদিন দেবগণ মহাদেব ও বিষ্ণুর বলাবল বুঝিবার জন্য ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন। পিতামহ দেবতাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া দেন। বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের উভয়ের রোমহর্ষণ দুদ্দল যুদ্ধ হয়। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে পরাজিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিষ্ণুর হুঙ্কারে ত্রিলোচন মহাদেব স্তম্ভিত হইয়া পড়েন এবং ভীমপরাক্রমে শৈবধনু শিথিল হইয়া পড়ে। সেই সময় দেবগণ ঋষি ও চারণ সমূহের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন এবং শান্ত হইতে প্রার্থনা জানাইলেন। তখন শিব ও বিষ্ণু শান্ত হইলেন। বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈবধনুটিকে শিথিল দেখিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ বিষ্ণুকেই অধিক শক্তিমান্ মনে করিলেন। মহাযশস্বী রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ সহিত ঐ ধনু বিদেহস্থিত রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে সমর্পণ করেন। রাম। শত্রুপুরজয়ী এই বৈষ্ণব ধনুটিকে ভগবান্ বিষ্ণু ভৃগুবংশীয় ঋচীককে ন্যাসরূপে দান করেন। মহাতেজা ঋচীক প্রতিশোধ-বাসনাশূন্য নিজপুত্র মহাত্মা জমদগ্নিকে ঐ ধনু দান করেন। আমার পিতা ঐ জমদগ্নি তপস্যাবলে বলীয়ান হওয়ায় শস্ত্র ত্যাগ করেন। এইজন্য

পিতুর্মম বধো দিব্যং জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।
স্তম্ভশস্ত্রে পিতরি মে তপোবলসমন্বিতে ॥২৩
অর্জুনো বিদধে মৃত্যুং প্রাকৃতাং বুদ্ধিমাস্থিতঃ।
বধমপ্রতিরূপন্তু পিতুঃ শ্রুত্বা সুদারুণম্ ॥
ক্ষত্রমুৎসাদয়ং রোষাজ্জাতং জাতমনেকশঃ ॥২৪
পৃথিবীং চাখিলাং প্রাপ্য কশ্যপায় মহাত্মনে।
যজ্ঞস্যান্তে দদৌ রামো দক্ষিণাং পুণ্যকর্মণে ॥২৫

দত্ত্বা মহেন্দ্রনিলয়স্তপোবলসমন্বিতঃ।
শ্রুত্বা তু ধনুষো ভেদং ততোঽহং ত্বরিতাগতঃ ॥২৬
তদেবং বৈষ্ণবং রাম পিতৃপৈতামহং মহৎ।
ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য গৃহাণ ধনুরুত্তমম্ ॥২৭
যোজয়স্ব ধনুঃশ্রেষ্ঠে শরং পরপুরঞ্জয়ম্।
যদি শক্তোঽসি কাকুৎস্থ দ্বন্দ্বং দাস্যামি তে ততঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥৭৫

কার্তবীর্য্য-অর্জুন নীচবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নিহত করে। তখন আমি অতিদারুণ ও বিসদৃশ পিতৃহত্যার সংবাদ শুনিয়া ক্রোধবশতঃ অনেকবার ক্ষত্রিয়জাতিকে নিহত করিয়াছি। অনন্তর সম্পূর্ণ পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করি এবং যজ্ঞশেষে পুণ্যকর্মা মহাত্মা কশ্যপকে দক্ষিণারূপে পৃথিবী দান করিয়াছি। অনন্তর মহেন্দ্রপর্বতে তপস্যাশক্তিসমন্বিত হইয়া বাস করিতেছি। এমন সময় শুনিলাম যে, তুমি হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ, শুনিয়াই আমি অতি দ্রুতগতিতে এখানে আসিয়াছি ।১৯-২৬

রাম! এই সেই বৈষ্ণব ধনু—আমি পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্ষত্রিয়ধর্মের গৌরব-রক্ষা করিয়া তুমি এই উত্তম ধনু গ্রহণ কর, এবং শত্রুপুরঞ্জয়ী বাণ এই শ্রেষ্ঠ ধনুতে যোজনা কর। কাকুৎস্থ! যদি তুমি ইহা করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবার সুযোগ দিব ।২৭-২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রামস্য পরশুরামং প্রতি বাক্যং, তেজোহরণং, তৎপ্রার্থনয়া তপস্যার্জিতলোকনাশঃ, পরশুরামস্য প্রস্থানং, দেবানাঞ্চ রামপ্রশংসা।]

শ্রুত্বা তু জামদগ্ন্যস্য বাক্যং দাশরথিস্তদা।
গৌরবাদ্ যন্ত্রিতকথঃ পিতুঃ রামমথাব্রবীৎ ॥১
কৃতবানসি যৎকর্ম কৃতবানস্মি ভার্গব (ক)।
অনুরুধ্যামহে ব্রহ্মন্ পিতুরানৃণ্যমাস্থিতঃ ॥২
বীর্য্যহীনমিবাশক্তং ক্ষত্রধর্মেণ ভার্গব।
অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্ ॥৩
ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধো ভার্গবস্য বরায়ুধম্।
শরঞ্চ প্রতিজগ্রাহ হস্তাল্লঘুপরাক্রমঃ ॥৪

ষট্ সপ্ততিতম সর্গ।

[পরশুরামের প্রতি রামের বাক্য, তাঁহার তেজ হরণ, পরশুরামের প্রার্থনায় তাঁহার তপস্যার্জিত লোক নাশ, পরশুরামের প্রস্থান ও দেবগণ কর্তৃক রামের প্রশংসা।]

জমদগ্নিপুত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া দশরথনন্দন পিতৃগৌরব-প্রদর্শনের জন্য বাক্‌সংযম করত তাঁহাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ভৃগুকুলজাত! আপনি পিতৃবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। আপনার ঐ কার্য্যকে উচিত বলিয়া অঙ্গীকারও করিতেছি। কিন্তু আপনি বীর্য্যহীনের ন্যায় ক্ষত্রিয়ধর্মপালনে অক্ষম মনে করিয়া আমাকেও অবজ্ঞা করিতেছেন। আপনি এখন আমার তেজ-পরাক্রম দর্শন করুন। এইরূপ বলিয়া শীঘ্রবিক্রম রাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পরশুরামের হস্ত হইতে ঐ শ্রেষ্ঠধনু ও শর গ্রহণ করিলেন ।১-৪

পাঠান্তর :—(ক) কৃতবানস্মি যৎ কর্ম কৃতবানস্মি ভার্গবি।

আরোপ্য স ধনু রামঃ শরং সজ্যং চকার হ ।
জামদগ্ন্যং ততো রামং রামঃ ক্রুদ্ধোঽভ্যভাষত ॥৫
ব্রাহ্মণোঽসীতি পূজ্যো মে বিশ্বামিত্রকৃতেন চ ।
তস্মাচ্ছক্তো ন তে রাম মোক্তুং প্রাণহরং শরম্ ॥৬
ইমাং বা ত্বদ্গতিং রাম তপোবলসমর্জিতাম্ ।
লোকানপ্রতিমান্ বাপি হনিষ্যামীতি মে মতিঃ ॥৭
ন হ্যয়ং বৈষ্ণবো দিব্যঃ শরঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
মোঘঃ পততি বীর্য্যেণ বলদর্পবিনাশনঃ ॥৮
বরায়ুধধরং রামং দ্রষ্টুং সদিগণাঃ সুরাঃ ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সমেতাস্তত্র সর্বশঃ ॥৯
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব সিদ্ধ-চারণ-কিন্নরাঃ ।
যক্ষ-রাক্ষস-নাগাশ্চ তদ্রষ্টুং মহদদ্ভুতম্ ॥১০
জড়ীকৃতে তদা লোকে রামে বরধনুর্ধরে ।
নির্বীর্য্যো জামদগ্ন্যোঽভূদ্ রামো রামমুদৈক্ষত ॥১১
তেজোভিগতবীর্য্যত্বাজ্জামদগ্ন্যো জড়ীকৃতঃ ।
রামং কমলপত্রাক্ষং মন্দং মন্দমুবাচ হ ॥১২
কাশ্যপায় ময়া দত্তা যদা পূর্বং বসুন্ধরা ।
বিষয়ে মে ন বস্তব্যমিতি মাং কাশ্যপোঽব্রবীৎ ॥১৩
সোঽহং গুরুবচঃ কুর্বন্ পৃথিব্যাং ন বসে নিশাম্ ।
তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ কৃতা মে কাশ্যপস্য হ ॥১৪
তামিমাং মদ্গতিং বীর হন্তুং নার্হসি রাঘব ।
মনোজবং গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥১৫
লোকাস্ত্বপ্রতিমা রাম নির্জিতাস্তপসা ময়া ।
জহি তাঞ্ছরমুখ্যেন মা ভূৎকালস্য পর্যয়ঃ ॥১৬
অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্ ।
ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ হতির্ভেঽস্তু পরন্তপ ॥১৭
এতে সুরগণাঃ সর্বে নিরীক্ষন্তে সমাগতাঃ ।
ত্বামপ্রতিমকর্মাণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥১৮
ন চেয়ং তব কাকুৎস্থ ব্রীড়া ভবিতুমর্হতি ।
ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ ॥১৯
শরমপ্রতিমং রাম মোক্তুমর্হসি সুব্রত ।
শরমোক্ষে গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥২০

ধনুতে গুণযোজনা করিয়া শরসন্ধান করিলেন এবং অতিক্রুদ্ধ হইয়া জমদগ্নিপুত্রকে বলিলেন,—রাম! আপনি ব্রাহ্মণ বলিয়াই আমার পূজ্য, বিশেষতঃ গুরু বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র হওয়ায় অবশ্য পূজ্য। সেইজন্য আপনার প্রাণবিনাশী বাণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। রাম! আমার ইচ্ছা হইতেছে যে—আমি এই বাণের দ্বারা আপনার এইরূপ উদ্ধত গতিশক্তি বিনাশ করি, যেহেতু নিজপ্রভাবে শত্রুপুরজয়ী দিব্য এই বৈষ্ণব শর কখনই নিষ্ফল হয় না। সেই সময় শ্রেষ্ঠধনুর্ধারী রামকে দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া ঋষিগণের সহিত দেবগণ, অপ্সরাগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, কিন্নরগণ, যক্ষ-রাক্ষস ও নাগগণ সেইস্থানে সমবেত হইলেন এবং অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী রামের মধ্যে পরশুরামের বৈষ্ণব তেজ লীন হওয়ায় তেজের অভাবে পরশুরাম জড়ের মত হইয়া গেলেন। তখন বীর্য্যহীন জমদগ্নিনন্দন কিছুক্ষণ যাবৎ রামকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুতেজ ও তপস্যাশক্তি-রহিত হওয়ায় জড়তুল্য জামদগ্ন্য কমলনয়ন রামকে মৃদুভাবে বলিলেন,—পূর্বে আমি যখন কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়াছিলাম, তখন কশ্যপ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'আমার রাজ্যে তুমি বাস করিও না।' যেদিন আমি কশ্যপকে পৃথিবীদান করিলাম, সেই দিন হইতে গুরু কশ্যপের বাক্যানুসারে একরাত্রিও পৃথিবীতে বাস করি না। রাঘব! বীর! তুমি আমার এই গতিশক্তি বিনষ্ট করিও না। আমি মনের মত অতিদ্রুতগতিতে শ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রপর্বতে গমন করিব। রাম! আমি তপস্যা দ্বারা যে সকল দিব্যলোক উপার্জন করিয়াছি, তুমি এই শ্রেষ্ঠবাণের দ্বারা ঐ লোকসমূহ বিনষ্ট কর। কালবিলম্ব যেন না হয়। তুমি যে দেবশ্রেষ্ঠ অবিনাশী মধুসূদন, তাহা এই বৈষ্ণবধনু আকর্ষণ করাতেই আমি জানিতে পারিয়াছি। শত্রুনাশন! তোমার মঙ্গল হউক।১৫-১৭

তুমি অদ্ভুতকর্মকারী ও যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই দেবগণ সমবেত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। কাকুৎস্থ! তুমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর। তুমি যে আমাকে বিমুখ

তথা ব্রুবতি রামে তু জামদগ্ন্যে প্রতাপবান্।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমাংশ্চিক্ষেপ শরমুত্তমম্ ॥২১
স হতান্ দৃশ্য রামেণ স্বাঁল্লোকাংস্তপসার্জিতান্।
জামদগ্ন্যো জগামাশু মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥২২
ততো বিতিমিরাঃ সর্বা দিশশ্চোপদিশস্তথা।
সুরাঃ সর্ষিগণা রামং প্রশশংসুরুদায়ুধম্ ॥২৩
রামং দাশরথিং রামো ভার্গবস্যঃ প্রপূজিতঃ।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য জগামাস্তমিতং প্রভুঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়াছ—ইহাতে আমার লজ্জা হইতে পারে না। সুব্রত রাম! তুমি এই অদ্ভুত শর ত্যাগ কর। শর পরিত্যাগ করিলে আমি মহেন্দ্রপর্বতে গমন করিব। জমদগ্নিতনয় পরশুরাম এইরূপ বলিতে থাকিলে প্রতাপশালী শ্রীমান্ দশরথনন্দন শ্রেষ্ঠ বাণটি নিক্ষেপ করিলেন।১৮-২১

তখন পরশুরাম তপস্যা দ্বারা উপার্জিত স্বীয় দিব্য লোকসমূহকে বিনষ্ট দেখিয়া মহেন্দ্রপর্বতে গমন করিলেন। পরশুরাম চলিয়া যাওয়ায় দিক্‌সমূহ অন্ধকারনাশের ফলে নির্মল হইল। ঋষিগণসহিত সকল দেবতা ধনুর্ধারী রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর পরশুরাম পূজিত হইয়া দশরথতনয় রামকে প্রদক্ষিণ করত স্বস্থানে গমন করিলেন।২২-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রামবাক্যেন দশরথস্যাযোধ্যাগমনম্, অন্তঃপুরপ্রবেশঃ, তৎপত্নীনাঞ্চ বধূবরণম্, ভরতস্য পিতৃনির্দেশেন মাতুলালয়গমনম্, রামস্য চ পিতৃশুশ্রূষাদি।]

গতে রামে প্রশান্তাত্মা রামো দাশরথির্ধৃতিমান্।
বরুণায়াপ্রমেয়ায় দদৌ হস্তে মহাযশাঃ ॥১
অভিবাদ্য ততো রামো বসিষ্ঠপ্রমুখান্ ঋষীন্।
পিতরং বিকলং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ ॥২
জামদগ্ন্যো গতো রামঃ প্রযাতু চতুরঙ্গিণী।
অযোধ্যাভিমুখী সেনা ত্বয়া নাথেন পালিতা ॥৩
রামস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথঃ সুতম্।
বাহুভ্যাং সংপরিষ্বজ্য মুদ্ধ্যুপাঘ্রায় রাঘবম্ ॥৪
গতো রাম ইতি শ্রুত্বা হৃষ্টঃ প্রমুদিতো নৃপঃ।
পুনর্জাতং তদা মেনে পুত্রমাত্মানমেব চ ॥৫
চোদয়ামাস তাং সেনাং জগামাশু ততঃ পুরীম্।
পতাকাধ্বজিনীং রম্যাং তূর্য্যোদ্ঘুষ্টনিনাদিতাম্ ॥৬

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

[রামের বাক্যানুসারে দশরথের অযোধ্যাগমন, অন্তঃপুরপ্রবেশ এবং তাঁহার (দশরথের) পত্নীগণের বধূ বরণ, পিতার আদেশে ভরতের মাতুলালয়গমন ও রামের পিতৃশুশ্রূষাদি।]

পরশুরাম গমন করিলে পর দাশরথি রাম শান্ত হইলেন এবং সমাগত দেবগণমধ্যে অবস্থিত অপরিমিত-শক্তি বরুণকে ঐ বৈষ্ণবধনু প্রদান করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণকে অভিবাদনপূর্বক দশরথকে বিহ্বল দেখিয়া রঘুনন্দন রাম বলিলেন,—জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম চলিয়া গিয়াছেন। এখন এই চতুরঙ্গিণী সেনা আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করুক। রাজা দশরথ রামের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। পরশুরাম চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত ও পুলকিত রাজা দশরথ নিজেকে ও পুত্র রামকে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত মনে করিলেন।১-৫

অনন্তর তিনি সৈন্যগণকে যাইতে আদেশ দিলেন

সিক্তরাজপথারম্যাং প্রকীর্ণকুসুমোৎকরাম্।
রাজপ্রবেশসুমুখৈঃ পৌরৈর্মঙ্গলপাণিভিঃ ॥৭

সম্পূর্ণাং প্রাবিশদ্ রাজা জনৌঘৈঃ সমলঙ্কৃতাম্।
পৌরৈঃ প্রত্যুদ্গতো দূরং দ্বিজৈশ্চ পুরবাসিভিঃ ॥৮

পুত্রৈরনুগতঃ শ্রীমান্ শ্রীমদ্ভিশ্চ মহাযশাঃ।
প্রবিবেশ গৃহং রাজা হিমবৎ সদৃশং প্রিয়ম্ ॥৯

ননন্দ স্বজনৈ রাজা গৃহে কামৈঃ সুপূজিতঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা ॥১০

বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তা যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ।
ততঃ সীতাং মহাভাগামুর্মিলাঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥১১

কুশধ্বজসুতে চোভে জগৃহুর্নৃপযোষিতঃ।
মঙ্গলালাপনৈর্হৃদ্যৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ ॥১২

দেবতায়তনান্যাশু সর্বাস্তাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ সর্বা রাজসুতাস্তদা ॥১৩

রেমিরে মুদিতাঃ সর্বা ভর্তৃভিঃ সহিতা রহঃ।
কৃতদারাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ (ক) সধনাঃ সসুহৃজ্জনাঃ ॥১৪

শুশ্রূষমাণাঃ পিতরং বর্তয়ন্তি নরর্ষভাঃ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা দশরথঃ সুতম্ ॥১৫

ভরতং কৈকয়ীপুত্রমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ।
অয়ং কৈকয়রাজস্য পুত্রো বসতি পুত্রক ॥১৬

ত্বাং নেতুমাগতো বীরো যুধাজিন্মাতুলস্তব।
শ্রুত্বা দশরথস্যৈতদ্ ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ॥১৭

গমনায়াভিচক্রাম শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।
আপৃচ্ছ্য পিতরং শূরো রামং চাক্লিষ্টকারিণম্ ॥১৮

মাতৃশ্চাপি নরশ্রেষ্ঠঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ।
যুধাজিৎপ্রাপ্য ভরতং সশত্রুঘ্নং প্রহর্ষিতঃ ॥১৯

এবং অতিসত্বর অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় অযোধ্যানগরী ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র পতাকাসমূহে রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। তূর্য আদি বাদ্যের ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছে। রাজপথসমূহ সিক্ত ও কুসুমরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে ধারণ করিয়া পুরবাসিগণ নরশ্রেষ্ঠের প্রবেশের জন্য প্রসন্নমুখে অপেক্ষা করিতেছে। রাজা অগণিত জনগণকর্তৃক পরিব্যাপ্ত অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। পৌরজন ও পুরবাসী ব্রাহ্মণগণ দূর হইতে রাজার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। মহাযশস্বী দশরথ শ্রীমান্ পুত্রগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া হিমালয়তুল্য নিজভবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে স্বজনগণ কর্তৃক বহু কাম্যবস্তু দ্বারা পূজিত হইয়া আনন্দিত হইলেন। এদিকে অন্তঃপুরে রাজমহিষী কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী বধূগণকে বরণপূর্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। অন্যান্য রাজমহিষীগণও সেই কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। অনন্তর রাজমহিষীগণ সৌভাগ্যবতী সীতাকে, যশস্বিনী ঊর্মিলাকে ও কুশধ্বজকন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে গ্রহণ করিলেন। বধূগণ সকলেই পট্টবস্ত্রধারিণী ও মাঙ্গলিক চন্দনাদি দ্বারা শোভিতা ছিলেন। রাজকন্যাগণ অন্তঃপুরে প্রণম্যগণকে প্রণাম করিয়া দেবমন্দিরে শীঘ্র গমন করত পূজাদি সম্পন্ন করিলেন ।৬-১৩

পরে একান্তে নিজ পতির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। বিবাহিত অস্ত্রবিৎ ধনবান্ সুহৃৎপরিবৃত রাজপুত্রগণ পিতার শুশ্রূষা করিতে করিতে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদিন অতীত হইলে রঘুনন্দন রাজা দশরথ কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে বলিলেন,—বৎস! কেকয়রাজের পুত্র তোমার মাতুল বীর যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। কৈকেয়ীতনয় ভরত দশরথের বাক্য শুনিয়া শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে যাইতে উদ্যত হইলেন। মহাবীর নরশ্রেষ্ঠ ভরত ও শত্রুঘ্ন পিতাকে, মাতৃগণকে ও অক্লিষ্টকারী রামকে আমন্ত্রণ করিয়া গমন করিলেন। যুধাজিৎ শত্রুঘ্নসহিত ভরতকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাহাদিগকে লইয়া তিনি স্বীয় নগরীতে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে তাঁহার

নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধটি প্রন্থবিশেষে ১৪ নং শ্লোকের পরে দেখা যায়—

কুমারাশ্চ মহাত্মানো বীর্যোৎসাহপ্রতিষ্ঠিতা দৃষ্টি ॥

পাঠান্তর :—(ক) কৃতদারাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ—।

স্বপুরং প্রাবিশদ্ বীরঃ পিতা তস্য তুতোষ হ ।
গতে চ ভরতে রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ॥২০

পিতরং দেবসঙ্কাশং পূজয়ামাসতুস্তদা ।
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য পৌরকার্য্যাণি সর্বশঃ ॥২১

চকার রামঃ সর্বাণি প্রিয়াণি চ হিতানি চ ।
মাতৃভ্যো মাতৃকার্য্যাণি কৃত্বা পরমমন্ত্রিতঃ ॥২২

গুরূণাং গুরুকার্য্যাণি কালে কালেঽন্ববৈক্ষত ।
এবং দশরথঃ প্রীতো ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তথা ॥২৩

রামস্য শীলবৃত্তেন সর্বে বিষয়বাসিনঃ ।
তেষামতিযশা লোকে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥২৪

স্বয়ম্ভুরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ ;
রামশ্চ সীতয়া সার্ধং বিজহার বহূন্ ঋতূন্ ॥২৫

মনস্বী তদ্গতমনাস্তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ ।
প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি ॥২৬

গুণাদ্ রূপ-গুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়োঽভিবর্ধতে ।
তস্যাশ্চ ভর্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ততে ॥২৭

অন্তর্গতমপি ব্যক্তমাখ্যাতি হৃদয়ং হৃদা ।
তস্য ভূয়ো বিশেষেণ মৈথিলী জনকাত্মজা ॥

দেবতাভিঃ সমা রূপে সীতা শ্রীরিব রূপিণী ॥২৮

তয়া স রাজসিংহোঽভিকাময়া
সমেয়িবানুত্তমরাজকন্যয়া ।
অতীব রামঃ শুশুভে মুদান্বিতো
বিভুঃ শ্রিয়া বিষ্ণুরিবামরেশ্বরঃ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

আদিকাণ্ডং সম্পূর্ণম্ ।

বালকাণ্ডে তু সর্গাণাং কথিতা সপ্তসপ্ততিঃ । শ্লোকানাং দ্বে সহস্রে চ পঞ্চাশচ্চ শতত্রয়ম্ ॥১
বালে বালেন কল্পেন কৃতা সংরক্ষণং ক্রতোঃ । সীতা অহং ইতা যেন স রামঃ পাতু নঃ সদা ॥২

পিতা কেকয়রাজ সন্তুষ্ট হইলেন। ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে মহাবলবান্ রাম ও লক্ষ্মণ দেবতুল্য পিতাকে পূজা করিতে লাগিলেন। পিতার আদেশ গ্রহণ করিয়া পুরবাসীদের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যসমূহ সর্বতোভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রবিধি-নিয়ন্ত্রিত হইয়া যথাসময়ে মাতৃগণের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান পূর্বক অন্যান্য গুরুজনের যথাবিহিত কর্তব্যকর্ম করিতে লাগিলেন। রামের স্বভাব ও আচরণে দশরথ অতীব প্রীত হইলেন। ব্রাহ্মণ হইতে বণিক্ পর্য্যন্ত রাজ্যবাসী সকল প্রজাই অতি প্রীত হইলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে রাম অধিক যশস্বী ও যথার্থ বিক্রমশালী। প্রাণীদের মধ্যে যেমন ব্রহ্মা সমধিক গুণবান্, ভ্রাতৃগণের মধ্যে রামও ঐরূপ অধিকগুণবান্। মনস্বী রাম সীতার হৃদয়ে বাস করত সীতাকে মন সমর্পণপূর্বক তাঁহার সহিত দ্বাদশবৎসর যাবৎ বিহার করিলেন। সীতা জনকরাজ-কর্তৃক প্রদত্তা পত্নী বলিয়াই রামের অতি প্রিয়া, তাহার উপর আবার রূপ ও গুণের আধিক্য থাকায় সীতার প্রতি রামের প্রীতি দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। মূর্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা দেবতাসদৃশরূপলাবণ্যবতী জনকতনয়া নিজহৃদয়ে রামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন বলিয়া মনে হইত যেন, তাঁহার হৃদয়ে পতি দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হইতেছেন। রাজর্ষি দশরথের পুত্র রাম মনোমুগ্ধকারিণী শ্রেষ্ঠরাজকন্যা সীতার সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। দেবশ্রেষ্ঠ বিভু বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ শোভিত হন, জানকীর সহিত মিলনে রামও সেইরূপ শোভিত হইলেন ।১৪-২৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ।

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ ।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সাতকড়িদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীভগবন্নামমহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ভগবন্নামতাৎপর্যকং বৃহন্নারদীয়ে—

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্বত্র বন্দিতাঃ ॥৬৪

যাঁহারা হে নারায়ণ! জগন্নাথ! বাসুদেব! জনার্দন! এই নামসকল নিত্য কীর্তন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সর্বত্র বন্দিত হন ॥৬৪

শ্রীগুরোক্তং গজেন্দ্রমোক্ষোপাখ্যানান্তে—

স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা।
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥৬৫

যাঁহারা নিদ্রাকালে, ভোজন সময়ে, যাইতে যাইতে, উঠিতে উঠিতে, বসিয়া থাকিতে থাকিতে ও কথা বলিতে বলিতে হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাঁহাদিগকে নিত্য পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৬৫

শ্রীনারদোক্তেঃ হরিবাসরে

স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধকাশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽহমপি নমো নমঃ ॥৬৬

যে সকল স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ অথবা অন্যান্য পাপযোনি সহজাতি এই ভক্তি সহকারে হরিকীর্তন করেন তাঁহাদিগকে নমস্কার নমস্কার ॥৬৬

ভগবদ্গীতাসূত্রঃ পাদ্মে বৃহৎসহস্রনাম—

পার্বত্যাং প্রতি ঈশ্বরবাক্যং কথারম্ভে।
অনলাগরলো মর্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জিতাঃ ॥৬৭
সর্বধর্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি বাস্মিকাঃ ॥৬৮

উপায়হীন, ভোগী, পড়পীড়ক, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বিহীন, ব্রহ্মচর্য্যাদি বিরহিত, সমস্ত ধর্মত্যাগী কেবলমাত্র বিষ্ণুনাম জপকারী—এরূপ মানবগণ সুখে যে গতি আশ্রয় অথবা লাভ করে, সমুদয় ধার্মিকগণও তাহা প্রাপ্ত হন না ॥৬৭-৭৮

দ্বিতীয় বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৭০] [নবম সংখ্যা—দোলযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্ত্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭৮, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রাপিত ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭০।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিশ্চয়ই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।

কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটি
৮৷৫৷৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুর দিগন্থই সাধনসমিতির সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ও পরমগুরুদেবের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার কামনায় প্রথম বৎসরের আর্য্যশাস্ত্রের বার্ষিক মূল্য ১৫'০০ টাকার স্থলে ১০'০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

অযোধ্যাকাণ্ডম্

প্রথমঃ সর্গঃ

[শত্রুঘ্নেন সহ ভরতস্য মাতুলালয়গমনম্, রামস্য জন্মহেতুকথনম্ তদ্‌গুণকীর্তনঞ্চ, রামস্যাভিষেকার্থং দশরথস্য চিন্তা, অমাত্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য যৌবরাজ্যাভিষেকে নিশ্চয়ঃ, মহীপালানামন্ত্রয়িতুম্ অমাত্যং প্রতি দশরথস্যাদেশঃ, দশরথসমীপে রাজ্ঞাং গমনঞ্চ]

গচ্ছতা মাতুলকুলং ভরতেন তদানঘঃ।
শত্রুঘ্নো নিত্যশত্রুঘ্নো নীতঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ ॥১
স তত্র ন্যবসদ্ ভ্রাত্রা সহ সৎকারসৎকৃতঃ।
মাতুলেনাশ্বপতিনা পুত্রস্নেহেন লালিতঃ ॥২
তত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্প্যমাণৌ চ কামতঃ।
ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ॥৩
রাজাপি তৌ মহাতেজাঃ সস্মার প্রোষিতৌ সুতৌ।
উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ মহেন্দ্র-বরুণোপমৌ ॥৪
সর্ব এব তু তস্যেষ্টাশ্চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ।
স্বশরীরাদ্ বিনির্বৃত্তাশ্চত্বার ইব বাহবঃ ॥৫
তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ।
স্বয়ম্ভুরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ ॥৬
স হি দেবৈরুদীর্ণস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ।
অর্থিতো মানুষে লোকে জজ্ঞে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥৭
কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা ॥৮
স হি রূপোপপন্নশ্চ বীর্যবানসূয়কঃ।
ভূমাবনুপমঃ সূনুর্গুণৈর্দশরথোপমঃ ॥৯
স চ নিত্যং প্রশান্তাত্মা দুষ্টপুংসশ্চ ভারত।
উচ্যমানোঽপি পুরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে ॥১০
কদাচিদুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি।
ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া ॥১১
শীলবৃত্তৈরসংভিন্নৈরলুব্ধৈরনৃশংসকৈঃ।
কথয়ন্নাস্ত বৈ নিত্যমনুযোধ্যান্তরেষ্বপি ॥১২

প্রথম সর্গ

[শত্রুঘ্নের সহিত ভরতের মাতুলালয় গমন, সেইস্থানে অবস্থান, রামের জন্মহেতু কথন ও তাঁহার গুণকীর্তন, রামের অভিষেকের জন্য দশরথের চিন্তা, অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য নিশ্চয়তা, মহীপালগণকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য অমাত্যের প্রতি দশরথের আদেশ এবং দশরথের নিকট রাজগণের গমন।]

ভরত মাতুলালয়ে গমন করিবার সময় কামক্রোধাদি সহজ শত্রুজয়কারী নিষ্পাপ শত্রুঘ্নকে প্রীতিবশতঃ সঙ্গে লইয়া গেলেন। মাতুলালয়ে ভরত ভ্রাতার সহিত নানাবিধ সৎকারে সৎকৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং মাতুল যুধাজিৎ পুত্রতুল্য স্নেহে তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে লালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীর ভরত ও শত্রুঘ্ন ইচ্ছানুরূপ ভোগ্যবস্তু পাইয়া তৃপ্ত হইলেও এবং বহুদূরে কেকয়দেশে বাস করিতে থাকিলেও বৃদ্ধ পিতা দশরথকে সর্বদা স্মরণ করিতেন। মহাতেজা রাজা দশরথও ইন্দ্র ও বরুণতুল্য বিশেষচিত দুইপুত্রকে স্মরণ করিতেন। মহারাজ দশরথের নরোত্তম চারিটী পুত্রই অতিশয় প্রিয় ছিলেন। চতুর্ভুজ পুরুষের চারিটী বাহু যেমন নিজ শরীর হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দশরথের শরীর হইতে চারিটি পুত্রই উৎপন্ন হইয়াছিলেন! কিন্তু সকল পুত্রের মধ্যে মহাতেজা রাম পিতা দশরথের অতিশয় সুখপ্রদ ছিলেন! যেহেতু প্রাণিগণের মধ্যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় রাম সর্বাপেক্ষা অধিক গুণভূষিত ছিলেন। রাম স্বয়ং সনাতন বিষ্ণু। উদ্ধত রাবণের সংহারেচ্ছু দেবগণের প্রার্থনায় তিনি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বুদ্ধিমান্ মধুরাভাষী পূর্বভাষী প্রিয়ংবদঃ।
বীর্য্যবান্ন চ বীর্য্যেণ মহতা স্বেন বিস্মিতঃ ॥১৩
ন চানৃতকথো বিদ্বান্ বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ।
অনুরক্তঃ প্রজাভিশ্চ প্রজাশ্চাপ্যনুরজ্যতে ॥১৪
সানুক্রোশো জিতক্রোধো ব্রাহ্মণপ্রতিপূজকঃ।
দীনানুকম্পী ধর্মজ্ঞো নিত্যং প্রগ্রহবাঙ্মুচিঃ ॥১৫
কুলোচিতমতিঃ ক্ষাত্রং স্বধর্মং বহু মন্যতে।
মন্যতে পরয়া কীর্ত্যা (ক) মহৎ স্বর্গফলং ততঃ ॥১৬
নাশ্রেয়সি রতো যশ্চ ন বিরুদ্ধকথারুচিঃ।
উত্তরোত্তরযুক্তীনাং বক্তা বাচস্পতির্যথা ॥১৭
অরোগস্তরুণো বাগ্মী বপুষ্মান্ দেশ-কালবিৎ।
লোকে পুরুষসারজ্ঞঃ সাধুরেকো বিনির্মিতঃ ॥১৮
স তু শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ।
বহিশ্চর ইব প্রাণো বভূব গুণতঃ প্রিয়ঃ ॥১৯

সর্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।
ইষ্বস্ত্রে চ পিতুঃ শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ ॥২০
কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনঃ সত্যবাগৃজুঃ।
বৃদ্ধৈরভিবিনীতশ্চ বিদ্বৈর্ধর্মার্থদর্শিভিঃ ॥২১
ধর্ম-কামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
লৌকিকে সমযাচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ ॥২২
নিভৃতঃ সংবৃতাকারো গুপ্তমন্ত্রঃ সহায়বান্।
অমোঘক্রোধ-হর্ষশ্চ ত্যাগ-সংযমকালবিৎ ॥২৩
দৃঢ়ভক্তিঃ স্থিরপ্রজ্ঞো নাসদ্গ্রাহী ন দুর্বচঃ।
নিতন্ত্রীরপ্রমত্তশ্চ স্বদোষ-পরদোষবিৎ ॥২৪
শাস্ত্রজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ পুরুষান্তরকোবিদঃ।
যঃ প্রগ্রহানুগ্রহয়োর্যথান্যায়ং বিচক্ষণঃ ॥২৫
সংসংগ্রহানুগ্রহণে স্থানবিনিগ্রহস্য চ।
আয়কর্মণ্যুপায়জ্ঞঃ সন্দৃষ্টব্যয়কর্মবিৎ ॥২৬

পাঠান্তরঃ—(ক) বহুতে পরয়া প্রীত্যা—।

সেমাতা আদিতি যেমন দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের দ্বারা শোভিত হইয়া থাকেন, অপরিমিততেজস্বী রামের দ্বারা কৌশল্যাও সেইরূপ শোভিত হইয়াছেন। মহাবীর রাম পরম সৌন্দর্য্যবান ও অসূয়াবিহীন ছিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার গুণের উপমা ছিলনা। তিনি সর্ববিষয়ে সমদর্শী ছিলেন, সর্বদা শান্তস্বভাব রাম মৃদুভাবে কথা বলিতেন। কেহ যদি তাঁহার প্রতি কটূবাক্য প্রয়োগ করিত, তিনি নিরুত্তর থাকিতেন।১-১০

কেহ যদি কখনও কিঞ্চিৎ উপকার করিত, তাহা হইলে ঐ একটি মাত্র উপকারের দ্বারাই চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু কেহ যদি শত শত অপকার করিত, তাহা হইলেও তিনি উদারতা-বশতঃ তার অপকারের কথা মনে রাখিতেন না। শ্রীমান্ রাম অস্ত্রবিদ্যাভ্যাসে রত থাকিলেও অবসর সময়ে সৎস্বভাবসম্পন্ন, জ্ঞানবৃদ্ধ ও সজ্জন বয়োবৃদ্ধব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া সর্বদা নানাবিষয় আলাপ করিতেন। বুদ্ধিমান্ রাম মধুরভাবে হিতকর বাক্য বলিতেন। সাধারণ ব্যক্তির সহিত ব্যবহারেও তিনি প্রথমেই কথা বলিতেন। তিনি মহাবীর ছিলেন, কিন্তু বীরত্বের জন্য গর্বিত ছিলেন না। বিদ্বান্ রাম কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। সর্বদা বয়োজ্যেষ্ঠগণের সম্মান করিতেন। তিনি প্রজাগণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, প্রজাগণও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। সকলের প্রতি সদয় থাকিলেও দীনজনের প্রতি সর্বদা তাঁহার কৃপাদৃষ্টি ছিল। পরমপবিত্র রাম ক্রোধশূন্য, ব্রাহ্মণপূজাকারী, ধর্মপরায়ণ ও অধর্মের নিগ্রহকারী ছিলেন। তিনি বংশানুরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং ঐ ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করিলেই শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও মহৎ স্বর্গফল লাভ হয়, ইহাও মনে করিতেন। তিনি অমঙ্গলজনক কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। ধর্ম বিরুদ্ধ আলাপে রুচিহীন ছিলেন। বিবাদ সময়ে তিনি বৃহস্পতির ন্যায় ক্রমশঃ বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। অপরূপদেহসম্পন্ন তরুণ রাম সর্বদা ব্যাধিশূন্য সুবক্তা দেশকালজ্ঞ ও পুরুষগণের বলাবলনির্বাচনে সমর্থ ছিলেন। তিনি এই সংসারে অদ্বিতীয় সাধুরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সর্বগুণভূষিত দাশরথি রাম প্রজাগণের বহিশ্চর প্রাণতুল্য ছিলেন ও নিজগুণপ্রভাবে প্রাণতুল্য প্রিয় হইয়াছিলেন। ভরতাগ্রজ শ্রীমান্ রাম যথারীতি

শ্রৈষ্ঠ্যং চাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রকেষু চ।
অর্থ-ধর্মৌ চ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ ॥২৭
বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ।
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণ-বাজিনাম্ ॥২৮
ধনুর্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেঽতিরথসম্মতঃ।
অভিযাতা প্রহর্তা চ সেনানয়বিশারদঃ ॥২৯
অপ্রধৃষ্যশ্চ সংগ্রামে ক্রুদ্ধৈরপি সুরাসুরৈঃ।
অনসূয়ো জিতক্রোধো ন দৃপ্তো ন চ মৎসরী ॥৩০
নাবজ্ঞেয়শ্চ ভূতানাং ন চ কালবশানুগঃ।
এবং শ্রেষ্ঠৈশ্চ গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ ॥৩১
সম্মতস্ত্রিষু লোকেষু বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্যে চাপি শচীপতেঃ ॥৩২
তথা সর্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতিসঞ্জননৈঃ পিতুঃ।
গুণৈর্বিরুরুচে রামো দীপ্তঃ সূর্য ইবাংশুভিঃ ॥৩৩
তমেবং বৃত্তসম্পন্নমপ্রধৃষ্যপরাক্রমম্।
লোকনাথোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী ॥৩৪
এতৈস্তু বহুভির্যুক্তং গুণৈরনুপমৈঃ সুতম্।
দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা চক্রে চিন্তাং পরন্তপঃ ॥৩৫
অপ রাজ্ঞো বভূবৈবং বৃত্তস্য চিরজীবিনঃ।
প্রীতিরেষাং কথং রামো রাজ্যং প্রাপ্য মহীপতিঃ ॥৩৬

বেদাঙ্গ সহিত সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সকল বিদ্যা গ্রহণের পর সমাবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধনুর্বিদ্যায় পিতা দশরথ হইতেও অধিক নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন ।১১-২০

কল্যাণের আকর, সাধুচরিত্র, সর্বদা দৈন্যরহিত, সত্যবাদী, সরল রাম ধর্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকর্তৃক বিশেষভাবে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম, কাম ও অর্থবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি লৌকিক ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে সুদক্ষ ছিলেন। সর্বত্রই তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। শ্রীমান্ রাম বিনীত হইলেও তাঁহার অভিপ্রায় অতিগূঢ় ছিল, তিনি মন্ত্রণাদিবিষয় গোপনে রাখিতে পারিতেন এবং বহু সহায়যুক্ত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ নিষ্ফল ছিল না। তিনি অর্থের ব্যয় ও উপার্জনের বিধি সম্যক্‌রূপে জানিতেন। গুরুজনের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ এবং দৃঢ়সঙ্কল্প রাম কখনও অসদ্‌বস্তু গ্রহণ করিতেন না এবং দুর্বাক্য বলিতেন না। তিনি সর্বদা আলস্যহীন ও প্রমাদ শূন্য থাকিতেন। নিজের ও অপরের দোষ জানিবার শক্তি তাঁহার ছিল ।২১-২৪

তিনি ছিলেন শাস্ত্রবিৎ, কৃতজ্ঞ ও অন্যের মনোভাব বুঝিতে সমর্থ। বিধান অনুসারে নিগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি সজ্জনগণের সংগ্রহে ও পালনে এবং দুষ্টগণের দমনে দেশ ও কালের অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। ভ্রমর যেমন পুষ্পকে পীড়িত না করিয়া মধু আহরণ করে, সেইরূপ রামও প্রজাগণকে পীড়িত না করিয়া রাজস্বগ্রহণ করিতে পটু ছিলেন। যেমন অর্থ উপার্জনের সকল উপায় জানিতেন, তেমনই নিয়মানুসারে অর্থ ব্যয় করিতেও জানিতেন। তাঁহার নানা শাস্ত্রে ও বিবিধভাষায় লিখিত নাটক প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠতা ছিল। বিলাসিতার জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ সঙ্গীতাদি শিল্পবিদ্যায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। হস্তী ও অশ্বের শিক্ষাদানে ও আরোহণে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। ধনুর্বেদনিপুণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া রাম সংসারে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সৈন্য পরিচালনায় অতিদক্ষরূপে শত্রুকে আক্রমণ ও প্রতিহত করিতে পারিতেন: যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতা অসুর প্রভৃতি কুপিত হইয়া ও তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত না। তিনি অসূয়াশূন্য ছিলেন এবং ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। দর্প ও মাৎসর্য্য তাঁহার ছিলনা। শ্রীমান্ রাম কাহারও অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন না, এবং কালের বশীভূত ছিলেন না। দশরথতনয় এই সকল শ্রেষ্ঠগুণে ভূষিত হওয়ায় প্রজাগণের অতিশয় প্রিয় ও ত্রিলোকপূজ্য হইয়াছিলেন। তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য ও বীরত্বে ইন্দ্রের তুল্য ছিলেন। ২৫-৩২

এষা হ্যস্য পরা প্রীতির্হৃদি সংপরিবর্ততে।
কদা নাম সুতং দ্রক্ষ্যাম্যভিষিক্তমহং প্রিয়ম্ ॥৩৭
বৃদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্বভূতানুকম্পকঃ।
মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥৩৮
যম-শক্রসমো বীর্য্যে বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহীধরসমো ধৃত্যাং মত্তশ্চ গুণবত্তরঃ ॥৩৯
মহীমহমিমাং কৃৎস্নামধিতিষ্ঠন্তমাত্মজম্।
অনেন বয়সা দৃষ্ট্বা যথা স্বর্গমবাপ্নুয়াম্ ॥৪০
ইত্যেবং বিবিধৈর্ভাবৈস্তৈরন্যপার্থিবদুর্লভৈঃ।
শিষ্টৈরপরিমেয়ৈশ্চ লোকে লোকোত্তমৈর্গুণৈঃ ॥৪১
তং সমীক্ষ্য তদা রাজা যুক্তং সমুদিতৈর্গুণৈঃ।
নিশ্চিত্য সচিবৈঃ সার্ধং যৌবরাজ্যমমন্যত ॥৪২
দিব্যন্তরিক্ষে ভূমৌ চ ঘোরমুৎপাতজং ভয়ম্।
সংচচক্ষেঽথ মেধাবী শরীরে চাত্মনো জরাম্ ॥৪৩
পূর্ণচন্দ্রাননস্যাথ শোকাপনুদমাত্মনঃ।
লোকে রামস্য বুবুধে সম্প্রিয়ত্বং মহাত্মনঃ ॥৪৪
আত্মনশ্চ প্রজানাঞ্চ শ্রেয়সে চ প্রিয়েণ চ।
প্রাপ্তে কালে স ধর্মাত্মা ভক্ত্যা ত্বরিতবান্নৃপঃ ॥৪৫
নানানগর-বাস্তব্যান্ পৃথগ্ জানপদানপি।
সমানিনায় মেদিন্যাং প্রধানান্ পৃথিবীপতিঃ ॥৪৬
তান্ বেশ্ম নানাভরণৈর্যথার্হং প্রতিপূজিতান্।
দদর্শালঙ্কতো রাজা প্রজাপতিরিব প্রজাঃ ॥৪৭
ন তু কৈকয়রাজানং জনকং বানরাধিপঃ।
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোত্যতঃ প্রিয়ম্ ॥৪৮
অথোপবিষ্টে নৃপতৌ তস্মিন্ পরপুরার্দনে।
ততঃ প্রবিবিশুঃ সেনা রাজানো লোকসম্মতাঃ ॥৪৯

প্রদীপ্ত সূর্য্য যেরূপ নিজ কিরণসমূহের দ্বারা শোভা ধারণ করে, পিতার প্রীতিপ্রদ, প্রজাগণের কাম্য, সদ্গুণ-সম্পন্ন ও অকুণ্ঠশক্তি লোকপাল-তুল্য হওয়ায় বসুন্ধরা ইঁহাকে অধিপতিরূপে কামনা করিয়াছিলেন। অনুপমনীয় গুণগুলির দ্বারা নিজপুত্রকে ভূষিত দেখিয়া শত্রুজয়ী রাজা দশরথ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি বহুকাল যাবৎ রাজ্য পালন করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি জীবিত থাকিতে রাম কিরূপে রাজা হইতে পারে এবং তাহার ফলে আমার যে আনন্দ হইবে, তাহারই বা উপায় কি? 'আমি প্রিয়পুত্র রামকে কবে অভিষিক্ত হইতে দেখিব' এই কথা ভাবিয়া আমার হৃদয়ে অতিশয় আনন্দ হইতেছে। সকললোকের উন্নতিকারী ও সর্বভূতে দয়াবান্ রাম বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় জনপ্রিয়তায় আমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। সে শক্তিতে যম ও ইন্দ্রের তুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, ধৈর্য্যে পর্বতসদৃশ এবং আমা অপেক্ষাও অধিক গুণসম্পন্ন হইয়াছে! আমি এই বৃদ্ধ বয়সে রামকে সমস্ত ভূমণ্ডল পালন করিতে দেখিয়া কি প্রকারে যথাসময়ে স্বর্গে গমন করিব। এইরূপ স্বগত চিন্তা করিয়া দশরথ রামের গুণের কথাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। অক্ষয়নরপতিতুল্য অতিশ্রেষ্ঠ বিবিধ সদ্গুণসমূহের দ্বারা রামকে ভূষিত দেখিয়া তিনি অবশেষে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন। বুদ্ধিমান্ রাজা মন্ত্রীদিগকে বলিলেন,—স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও ভূতলে নানা প্রকার উৎপাত দেখা যাইতেছে, সেইজন্য আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। আমার শরীরেও জরার আক্রমণ হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ শ্রীসম্পন্ন রামই তাঁহার শোক দূর করিতে সমর্থ, মহাত্মা রামই সকল প্রজারও অতিশয় প্রিয়, ইহাই দশরথ বুঝিলেন। অনন্তর তিনি উপযুক্ত সময়ে নিজের ও প্রজাগণের মঙ্গল ও প্রীতির জন্য হর্ষের সহিত রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিতে ত্বরান্বিত হইলেন। পৃথিবীপতি দশরথ নানা-নগরে বাসকারী ও গ্রামবাসী জনপদকে এবং পৃথিবীস্থিত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গকে ও প্রধান নাগরিকগণকে আমন্ত্রণ করিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণকে উত্তমগৃহ ও বিবিধ আভরণাদি উপহারের দ্বারা যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করাইলেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ প্রজাগণকে দর্শন করেন, সেইরূপ দশরথও শোভিত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন ॥৩৩-৪৯

অথ রাজবিতীর্ণেষু বিবিধেষ্বাসনেষু চ।
রাজানমেবাভিমুখা নিষেদুর্নিয়তা নৃপাঃ ॥৫০

উপোপবিষ্টৈর্নৃপতির্বৃতো বভৌ
সহস্রচক্ষুর্ভগবানিবামরৈঃ ॥৫১

স লক্ষমানৈর্বিনয়ান্বিতৈর্নৃপৈঃ
পুরালয়ৈর্জানপদৈশ্চ মানবৈঃ।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥১

কিন্তু অতিসত্বর অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া কেকয়রাজকে ও মিথিলাধিপতি জনককে আনয়ন করিলেন না, যেহেতু তাঁহারা উভয়ে রামের অভিষেক-সংবাদ পরে শ্রবণ করিতে পারিবেন। শত্রু-সৈন্যনাশী দশরথ উপবেশন করিয়াছেন এমন সময় সমাগত লোকমান্য নরপতিগণ সেখানে আগমন করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা দশরথপ্রদত্ত নানাবিধ আসনে সংযত-ভাবে দশরথকে সম্মুখে রাখিয়া উপবেশন করিলেন। সেই সময় দশরথ সম্মানিত ও বিনীত নরপতি, নগরবাসী, গ্রামবাসী ও নিকটে উপবিষ্ট মানবগণ কর্তৃক বেষ্টিত হওয়ায় দেবগণপরিবৃত ভগবান ইন্দ্রের মত অতিশয় শোভিত হইলেন।৪৮-৫১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা দশরথেন শ্রীরামচন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেকস্য প্রস্তাবোত্থাপনম্, যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বকং গুণকীর্তনকারি-সভাসদ্বর্গকৃতপ্রস্তাবস্য সর্বথা সমর্থনম্।]

ততঃ পরিষদং সর্বামামন্ত্র্য বসুধাধিপঃ।
হিতমুদ্বর্ষণং চৈবমুবাচ প্রথিতং বচঃ ॥১

দুন্দুভিস্বরকল্পেন গম্ভীরেণানুনাদিনা।
স্বরেণ মহতা রাজা জীমূত ইব নাদয়ন্ ॥২

রাজলক্ষণযুক্তেন কান্তেনানুপমেন চ।
উবাচ রূপযুক্তেন স্বরেণ নৃপতির্নৃপান্ ॥৩

বিদিতং ভবতামেতদ্ যথা মে রাজ্যমুত্তমম্।
পুত্রবৎ পরিপালিতম্ ॥৪

সোঽহমিক্ষ্বাকুভিঃ সর্বৈর্নরেন্দ্রৈঃ প্রতিপালিতম্।
শ্রেয়সা যোক্তুমিচ্ছামি সুখার্তমখিলং জগৎ ॥৫

ময়াপ্যাচরিতং পূর্বৈঃ পন্থানমনুগচ্ছতা।
প্রজা নিত্যমনিদ্রেণ যথাশক্তি যথাবলম্ ॥৬

ইদং শরীরং কৃৎস্নস্য লোকস্য চরতা হিতম্।
পাণ্ডুরস্যাতপত্রস্য ছায়ায়াং ভবিতং ময়া ॥৭

প্রাপ্য বর্ষসহস্রাণি বহূন্যায়ূংষি জীবিতঃ।
জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে ॥৮

দ্বিতীয় সর্গ।

[রাজা দশরথ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-প্রস্তাব উত্থাপন এবং শ্রীরামের গুণকীর্তনকারী সভাসদ্বর্গকর্তৃক যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক উক্ত প্রস্তাবের সর্বপ্রকারে সমর্থন।]

অনন্তর রাজা দশরথ দুন্দুভিশব্দের ন্যায় গম্ভীর প্রতিধ্বনিযুক্ত, রাজোচিত, অতুলনীয়, কমনীয় ও সরস স্বরে মেঘের মত দিক্‌সমূহ মুখরিত করিয়া সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করিলেন এবং হিতকর, প্রীতিজনক ও সকলের শ্রবণযোগ্য বাক্য বলিলেন,—সভাগণ! আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, আমার পূর্বপুরুষ নরপতিশ্রেষ্ঠগণ এই উত্তম রাজ্যকে পুত্রের মত পরিপালন করিয়াছেন। আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরেন্দ্রগণকর্তৃক প্রতিপালিত সাম্রাজ্যকে পরমমঙ্গলযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, ইহাতে সকল সংসার সুখান্বিত হইবে। আমিও পূর্বপুরুষগণের অনুসৃত পথ অবলম্বনপূর্বক আলস্য বর্জন করিয়া যথাশক্তি প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছি। সকল লোকের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হইয়া শুভ্ররাজচ্ছত্রের ছায়ায় আমি নিজ শরীর জীর্ণ করিয়াছি। বহুসহস্রবৎসর আয়ুলাভ করিয়া আমি জীবিত আছি। এক্ষণে শরীরের জরাজীর্ণতার জন্য বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি

রাজপ্রভাবজুষ্টাঙ্গ দুর্বহামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
পরিশ্রান্তোঽস্মি লোকস্য গুর্বীং ধর্মধুরং বহন্ ॥৯
সোঽহং বিশ্রামমিচ্ছামি পুত্রং কৃত্বা প্রজাহিতে।
সন্নিকৃষ্টানিমান্ সর্বানমুমাঞ্চ দ্বিজর্ষভান্ ॥১০
অনুজ্ঞাতো হি মাং সর্বৈস্তৈঃ শ্রেষ্ঠো মমাত্মজঃ।
পুরন্দরসমো বীর্য্যে রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১১
তং চন্দ্রমিব পুষ্যেণ যুক্তং ধর্মভৃতাং বরম্।
যৌবরাজ্যে নিযোক্তাস্মি প্রাতঃ পুরুষপুঙ্গবম্ ॥১২
অনুরূপঃ স বো নাথো লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ত্রৈলোক্যমপি নাথেন যেন স্যান্নাথবদ্ধরম্ ॥১৩
অনেন জ্যেষ্ঠয়া সদ্যঃ সংযোক্ষ্যেঽহমিমাং মহীম্।
গতক্লেশো ভবিষ্যামি হৃতে তস্মিন্নিবেশ্য বৈ ॥১৪
যদিদং মেঽনুরূপার্থং ময়া সাধু সুমন্ত্রিতম্।
ভবন্তো মেঽনুমন্যন্তাং কথং বা করবাণ্যহম্ ॥১৫
যদ্যপ্যেষা মম প্রীতির্হিতমন্যদ্ বিচিন্ত্যতাম্।
অন্যা মধ্যস্থচিন্তা তু বিমর্দাভ্যধিকোদয়া ॥১৬
ইতি ব্রুবন্তং মুদিতাঃ প্রত্যনন্দন্ নৃপা নৃপম্।
বৃষ্টিমন্তং মহামেঘং নর্দন্ত ইব বর্হিণঃ ॥১৭
স্নিগ্ধোঽনুনাদঃ সঞ্জজ্ঞে ততো হর্ষসমীরিতঃ।
জনৌঘোদ্ঘুষ্টসন্নাদো মেদিনীং কম্পয়ন্নিব ॥১৮
তস্য ধর্মার্থবিদুষো ভাবমাজ্ঞায় সর্বশঃ।
ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ পৌর-জানপদৈঃ সহ ॥১৯
সমেত্য তে মন্ত্রয়িতুং সমতাগতবুদ্ধয়ঃ।
উচুশ্চ মনসা জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ॥২০

শৌর্য্যবীর্য্য আদি রাজোচিত প্রভাবের দ্বারাই এই গুরুতর ভার বহন করা সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয়বশীভূত ব্যক্তিরা কখনই এইভার বহন করিতে পারেনা। আমি নিজশক্তিতে ধর্মানুসারে প্রজাপালনরূপ এই ভার দীর্ঘকাল বহন করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইজন্য এখানে উপস্থিত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অনুমতিগ্রহণপূর্বক নিজপুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিযুক্ত করিয়া বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।১-১০

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম আমার সকলগুণই প্রাপ্ত হইয়াছে। সে ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ও শত্রুনগরবিজয়ী। পুষ্যানক্ষত্র উদিত চন্দ্রের ন্যায় সর্বকার্য্যসাধনকুশল, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও নরোত্তম রামকে যুবরাজপদে আগামী প্রাতঃকালে অভিষিক্ত করিব।১১-১২

লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ রামই আপনাদের উপযুক্ত পালক। আমার মনে হয়—রামকে পালকরূপে পাইলে ত্রিভুবনই নিজপালকের জন্য গর্ববোধ করিবে। আমি অতিসত্বর এই পৃথিবীর সহিত রামের অভিষেকরূপ পরমমঙ্গলের সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা করি। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সকলক্লেশমুক্ত হইব। এক্ষণে আমার এই প্রস্তাব যদি আপনাদের অনুকূল ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আপনারা আমাকে অনুমোদন করুন, অন্যথা আমি কি করিব তাহা বলুন। এই প্রস্তাব যদি আমারই প্রীতিদায়ক মনে করেন, তাহা হইলে যাহাতে সকলের হিত হয়—এমন অন্য কিছু চিন্তা করুন। সাধারণতঃ মধ্যস্থব্যক্তিগণের চিন্তা পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উৎকৃষ্ট নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। বর্ষণরত মহামেঘকে দর্শন করিয়া ময়ূরসমূহ কেকাধ্বনি দ্বারা যেমন অভিনন্দিত করে, সেইরূপ রামের অভিষেকবার্তা-কীর্তনরত দশরথকে উপস্থিত নরপতিগণ আনন্দিত হইয়া অভিনন্দিত করিলেন। তখন ঐ সভায় স্নেহসূচক আনন্দময় কোলাহল উত্থিত হইল। জনগণের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত উচ্চশব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর ধর্মার্থতত্ত্ববিৎ দশরথের অভিপ্রায় বুঝিয়া ব্রাহ্মণগণ ও সেনাপতিগণ নগরবাসী ও গ্রামবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রত্যেকেই নিজমনে বুঝিতে পারিলেন যে রাজা দশরথ সত্যই বৃদ্ধ হইয়াছেন। অনন্তর সকলে একমত হইয়া দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনার বয়স বহুসহস্রবৎসর হইয়াছে, সত্যই আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। মহাবীর মহাবাহু রাম যুবরাজ হইয়া বিশালহস্তীতে আরোহণপূর্বক

অনেকবর্ষসাহস্রো বৃদ্ধস্ত্বমসি পার্থিব।
স রামং যুবরাজানমভিষিঞ্চস্ব পার্থিবম্ ॥২১
ইচ্ছামো হি মহাবাহুং রঘুবীরং মহাবলম্।
গজেন মহতা যান্তং রামং ছত্রাবৃতাননম্ ॥২২
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা তেষাং মনঃ প্রিয়ম্।
অজানন্নিব জিজ্ঞাসুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥২৩
শ্রুত্বৈতদ্ বচনং যস্মে রাঘবং পতিমিচ্ছতঃ।
রাজানঃ সংশয়োঽয়ং মে তদিদং ব্রূত তত্ত্বতঃ ॥২৪
কথং ন ময়ি ধর্মেণ পৃথিবীমনুশাসতি।
ভবন্তো দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি যুবরাজং মহাবলম্ ॥২৫
তে তমূচুর্মহাত্মানঃ পৌর-জানপদৈঃ সহ।
বহবো নৃপ কল্যাণগুণাঃ সন্তি সুতস্য তে ॥২৬
গুণান্ গুণবতো দেব দেবকল্পস্য ধীমতঃ।
প্রিয়ানানন্দনান্ কৃৎস্নান্ প্রবক্ষ্যামোঽদ্য তান্ শৃণু ॥২৭
দিব্যৈর্গুণৈঃ শক্রসমো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ইক্ষ্বাকুভ্যোঽপি সর্বেভ্যো হ্যতিরিক্তো বিশাম্পতে ॥২৮
রামঃ সৎপুরুষো লোকে সত্যঃ সত্যপরায়ণঃ।
সাক্ষাদ্ রামাদ্ বিনির্বৃত্তো ধর্মশ্চাপি শ্রিয়া সহ ॥২৯
প্রজাসুখত্বে চন্দ্রস্য বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্যে সাক্ষাচ্ছচীপতেঃ ॥৩০
ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ শীলবানন নূয়কঃ।
ক্ষান্তঃ সান্ত্বয়িতা শ্লক্ষ্ণঃ কৃতজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩১
মৃদুশ্চ স্থিরচিত্তশ্চ সদা ভব্যোঽনসূয়কঃ।
প্রিয়বাদী চ ভূতানাং সত্যবাদী চ রাঘবঃ ॥৩২

রাজচ্ছত্রে শোভিত হইয়া গমন করিতেছেন—এইরূপ দৃশ্য দেখিতে আমরা অভিলাষ করিতেছি। তখন দশরথ যুবরাজপদে রামের অভিষেক তাঁহাদের সকলের প্রিয় জানিয়াও যেন ঠিক জানিতে পারেন নাই—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন এবং স্পষ্টভাবে জানিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—নরপতিগণ! আপনারা আমার প্রস্তাব অনুসারে রামকে পালকরূপে পাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। ইহাতে আপনাদের মনোভাব যথার্থভাবে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। আপনারা নিজ মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করুন। আমি ত ধর্মানুসারে এই পৃথিবীকে পালন করিতেছি, তথাপি আপনারা কেন মহাবলবান্ রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন?১৩-২৫

দশরথ এইরূপ বলিলে পর নগরবাসী ও গ্রামবাসীদের সহিত নৃপতিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্রের অনেক মঙ্গলময় সদ্‌গুণ আছে। দেব! বহুগুণ-সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ দেবতুল্য রামের সর্বজনপ্রীতিদায়ক সর্বজনকাম্য গুণসমূহ আপনার নিকট অদ্য কীর্তন করিতেছি। শ্রীমান্ রাম নিজ দিব্যগুণসমূহের দ্বারা ইন্দ্রতুল্য, তাঁহার পরাক্রম কখনও বিফল হয় না। তিনি ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। পুরুষোত্তম রাম সংসারে সত্যনিষ্ঠ বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। ধর্ম ও অর্থ সাক্ষাৎভাবে রামের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রজাগণের আনন্দবিধানে তিনি চন্দ্রতুল্য ও ক্ষমাগুণে পৃথিবীসদৃশ। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য। বীর্যে তাঁহার ইন্দ্রের সহিতই তুলনা হয়। শ্রীমান রাম ধার্মিক, সত্যসঙ্কল্প সচ্চরিত্র, অসূয়াশূন্য, ক্ষমাশীল, সদ্বিবেচক, প্রিয়ভাষী, কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি কোমলস্বভাব, দৃঢ়চিত্ত ও মঙ্গলময় এবং সকল লোককে তিনি প্রিয় ও সত্যবাক্য বলিতে অভ্যস্ত। বহুশাস্ত্রদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষারত বলিয়া তাঁহার অনুপম কীর্তি, যশ ও তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তিনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যলোকের সকল অস্ত্রে পরম পটুতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাগ্রহণাদিরূপ ব্রতানুষ্ঠানের পর সমাবর্তন হইয়াছে। তিনি ষড়ঙ্গসহিত সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ভরতাগ্রজ রাম সঙ্গীতবিদ্যায় পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। মহামতি উদারচিত্ত সাধুস্বভাব রাম সকল মঙ্গলের আশ্রয়। তিনি ধর্মার্থনিপুণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন। তিনি যদি যুদ্ধের জন্য গ্রামে বা নগরে সৈন্যগণের সহিত গমন করেন, তবে শত্রুকে পরাজিত না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হন

বহুশ্রুতানাং বৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানামুপাসিতা।
তেনাস্যেহাতুলা কীর্তির্যশস্তেজশ্চ বর্ধতে ॥৩৩
দেবাসুর-মনুষ্যাণাং সর্বাস্ত্রেষু বিশারদঃ।
সম্যগ্‌বিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ ॥৩৪
গান্ধর্বে চ ভুবি শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ।
কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনাত্মা মহামতিঃ ॥৩৫
দ্বিজৈরভিবিনীতশ্চ শ্রেষ্ঠৈর্ধর্মার্থ নৈপুণৈঃ।
যদা ব্রজতি সংগ্রামং গ্রামার্থে নগরস্য বা ॥৩৬
গত্বা সৌমিত্রিসহিতো নাবিজিত্য নিবর্ততে।
সংগ্রামাৎ পুনরাগত্য কুশলেন রথেন বা ॥৩৭
পৌরান্ স্বজনবদ্বিত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি।
পুত্রেষগ্নিষু দারেষু প্রেষ্যশিষ্যগণেষু চ ॥৩৮
নিখিলেনানুপূর্ব্যা চ পিতা পুত্রানিবৌরসান্।
শুশ্রূষন্তে চ বঃ শিষ্যাঃ কচ্চিন্ বর্ম্ম নুশিষ্টাঃ ॥৩৯
ইতি বঃ পুরুষব্যাঘ্র সদা রামোঽভিভাষতে।
ব্যসনেষু মনুষ্যাণাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ ॥৪০
উৎসবেষু চ সর্বেষু পিতেব পরিতুষ্যতি।
সত্যবাদী মহেষ্বাসো বৃদ্ধসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪১
স্মিতপূর্বাভিভাষো চ ধর্মং সর্বাত্মনাশ্রিতঃ।
সম্যগ্ যোক্তা প্রেয়সশ্চ ন বিগৃহ্য কথারুচিঃ ॥৪২
উত্তরোত্তরযুক্তো চ বক্তা বাচস্পতির্যথা।
সুব্রহ্মণ্যস্ততাত্রাক্ষঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিব স্বয়ম্ ॥৪৩
রামো লোকাভিরামোঽয়ং শৌর্য্য-বীর্য্যপরাক্রমৈঃ।
প্রজাপালনসংযুক্তো ন রাগোপহতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৪
শক্তস্ত্রৈলোক্যমপ্যেষ ভোক্তুং কিং নু মহীমিমাম্।
নাস্য ক্রোধঃ প্রসাদশ্চ নিরর্থোঽস্তি কদাচন ॥৪৫
হন্ত্যেষ নিয়মাদ্ বধ্যানবধ্যেষু ন কুপ্যতি।
যুনক্ত্যর্থৈঃ প্রহৃষ্টশ্চ তমসো যত্র তুষ্যতি ॥৪৬

না। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রথে কিংবা হস্তীতে আরোহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন এবং স্বজনগণের মত সকল পুরবাসীকে কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রত্যেকের পুত্র, অগ্নি, স্ত্রী, শিষ্য ও ভৃত্যবর্গের সকল সংবাদ আনুপূর্বিক জিজ্ঞাসা করেন। পিতা যেমন নিজপুত্রগণের কুশলজিজ্ঞাসা করেন, সেইভাবে 'আপনাদের শিষ্যগণ একাগ্রচিত্তে আপনাদের শুশ্রূষা করে ত' এইরূপ বাক্যে নরোত্তম রাম সর্বদা প্রজাগণের সহিত কথা বলেন। মানুষের বিপদ্ উপস্থিত হইলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হন।২৬-৪০

মানুষের আনন্দ উপস্থিত হইলে তিনি পিতার মত সন্তোষলাভ করেন। তিনি ঈষদ্‌হাস্যযুক্ত মুখে সর্বদা কথা বলেন। তিনি সর্বতোভাবে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছেন। তিনি সকলের কল্যাণপ্রদাতা। কুতর্কে তাঁহার রুচি নাই, অথচ নিজমতস্থাপনে উত্তরোত্তর যুক্তিপ্রয়োগে তিনি বৃহস্পতিসদৃশ নিপুণ। বিশালনয়ন উত্তম-ব্রহ্মণ্যগুণসম্পন্ন লোকপ্রিয় রাম শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তুল্য। তিনি সর্বদা প্রজাপালনে রত। বিষয়ের আসক্তিতে তাঁহার ইন্দ্রিয় অভিভূত হয় নাই। পৃথিবী পালনের কি কথা, তিনি ত্রিভুবন পালন করিতে সমর্থ। তাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা কখনও বিফল হয় না। তিনি নিয়মানুসারে বধ্যগণকে নিহত করেন, কিন্তু অবধ্যগণের প্রতি কুপিত হন না। যাহার উপর সন্তুষ্ট হন, তাহাকে সানন্দে বহু অর্থ প্রদান করেন। সূর্য্য যেমন নিজরশ্মির দ্বারা প্রদীপ্ত হন, সেইরূপ নিজচিত্তরোধসমর্থ সর্বজন-কাম্য আনন্দপ্রদ গুণসমূহের দ্বারা শ্রীমান্ রাম প্রদীপ্ত হইয়াছেন। এই সকলগুণসমন্বিত সত্যপরাক্রম লোকপালতুল্য রামকে অধিপতিরূপে পাইতে পৃথিবীও কামনা করিতেছেন। আপনার পুত্র শ্রীমান্ রাম সৌভাগ্যবশতই আমাদের মঙ্গলসাধনে তৎপর হইয়াছেন। আপনারও ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, আপনার পুত্র মরীচিতনয় কশ্যপের মত পুত্রোচিত নিখিলগুণের আকর হইয়াছেন। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব ও নাগগণের মধ্যে সকলেই সর্বজনবিখ্যাত রামের বল, আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া থাকে। পুরবাসী, রাষ্ট্রবাসী, গ্রামবাসী, অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, স্ত্রী, বৃদ্ধ, যুবতি প্রভৃতি সকলেই প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মনস্বী রামের

দাস্তৈঃ সর্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতি সংজননৈর্নৃণাম্।
গুণৈর্বিরোচতে রামো দীপ্তঃ সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥৪৭
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্।
লোকপালোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী ॥৪৮
বৎসঃ শ্রেয়সি জাতস্তে দিষ্ট্যাসৌ তব রাঘবঃ।
দিষ্ট্যা পুত্রগুণৈর্যুক্তো মারীচ ইব কশ্যপঃ ॥৪৯
বলমারোগ্যমায়ুশ্চ রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
দেবাসুর-মনুষ্যেষু সগন্ধর্বোরগেষু চ ॥৫০
আশংসতে জনঃ সর্বে রাষ্ট্রে পুরবরে তথা।
আভ্যন্তরশ্চ বাহ্যশ্চ পৌরজানপদো জনঃ ॥৫১
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাস্তরুণ্যশ্চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ।
সর্বা দেবানমস্যন্তি রামস্যার্থে মনস্বিনঃ ॥৫২
তেষাং তদ্ যাচিতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমৃধ্যতাম্।
রামমিন্দিবরশ্যামং সর্বশত্রুনিবর্হণম্ ॥
পশ্যামো যৌবরাজ্যে ত্বং তব রাজেন্দ্রমাত্মজম্ ॥৫৩
তং দেবদেবো পরমাত্মজং তে
সর্বস্য লোকস্য হিতে নিবিষ্টম্।
হিতায় নঃ ক্ষিপ্রমুদারকল্পং
মুদাভিষেক্তুং বরদ ত্বমর্হসি ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥২

মঙ্গলের জন্য দেবতাগণকে একাগ্রচিত্তে প্রণাম করিয়া থাকে। মহারাজ! সকল লোকের রামাভিষেক-কামনা আপনার অনুকূলে সফল হউক ।৪১-৫২

নরপতিশ্রেষ্ঠ! নীলকমলকান্তি সর্বশত্রুনাশী রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। সকল লোকের হিতসম্পাদনরত উদার গুণমণ্ডিত আপনার পুত্র, শ্রীমান্ রাম ভগবান্ বিষ্ণুর সমান। আপনি আমাদের প্রতি বরদাতা হইয়া সানন্দে অতিসত্বর তাঁহাকে আমাদের হিতের জন্য যুবরাজপদে অভিষিক্ত করুন ।৫৩-৫৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞো দশরথস্য বসিষ্ঠসমীপে রামস্যাভিষেকায় প্রয়োজনীয়োপকরণং সংগ্রহীতুমাদেশপ্রার্থনম্, রাজসেবকান্ প্রতি বসিষ্ঠস্যানুমতিদানম্, রাজাজ্ঞয়া সুমন্ত্রেণানীতং পুত্রং রামং প্রতি দশরথস্যোপদেশবাক্যম্ ।]

তেষামঞ্জলিপদ্মানি প্রগৃহীতানি সর্বশঃ ।
প্রতিগৃহ্যাব্রবীদ্ রাজা তেভ্যঃ প্রিয়হিতং বচঃ ॥১
অহোঽস্মি পরমপ্রীতঃ প্রভাবশ্চাতুলো মম ।
যন্মে জ্যেষ্ঠং প্রিয়ং পুত্রং যৌবরাজ্যস্থমিচ্ছথ ॥২
ইতি প্রত্যর্চিতান্ রাজা ব্রাহ্মণানিদমব্রবীৎ ।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ তেষামেবোপশৃণ্বতাম্ ॥৩
চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ ।
যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্বমেবোপকল্প্যতাম্ ॥৪
রাজ্ঞস্তু বচনে তস্মিন্ জনঘোষো মহানভূৎ ।
শনৈস্তস্মিন্ প্রশান্তে চ জনঘোষে জনাধিপঃ ॥৫
বসিষ্ঠং মুনিশার্দূলং রাজা বচনমব্রবীৎ ।
অভিষেকায় রামস্য যৎ কর্ম সপরিচ্ছদম্ ॥৬
তদদ্য ভগবন্ সর্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি ।
তচ্ছ্রুত্বা ভূমিপালস্য বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥৭
আদিদেশাগ্রতো রাজ্ঞঃ স্থিতান্ যুক্তান্ কৃতাঞ্জলীন্ ।
সুবর্ণাদীনি রত্নানি বলীন্ সর্বৌষধীরপি ॥৮
শুক্লমাল্যানি লাজাংশ্চ পৃথক্ চ মধুসর্পিষী ।
অহতানি চ বাসাংসি রথং সর্বায়ুধান্যপি ॥৯
চতুরঙ্গবলং চৈব গজঞ্চ শুভলক্ষণম্ ।
চামরব্যজনে চোভে ধ্বজং ছত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্ ॥১০
শতঞ্চ শ্বেতকুম্ভানাং কুম্ভানামগ্নিবর্চসাম্ ।
হিরণ্যশৃঙ্গমৃষভং সমগ্রং ব্যাঘ্রচর্ম চ ॥১১
গচ্ছান্যৎ কিঞ্চিদেষ্টব্যং তৎ সর্বমুপকল্প্যতাম্ ।
উপস্থাপয়ত প্রাতরগ্ন্যাগারে মহীপতিঃ ॥১২

তৃতীয় সর্গ

[রাজা দশরথকর্তৃক বশিষ্ঠের নিকট রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের আদেশ প্রার্থনা, বশিষ্ঠকর্তৃক রাজসেবকগণকে তদনুরূপ আদেশ দান এবং রাজাজ্ঞায় সুমন্ত্রকর্তৃক আনীত পুত্র রামের প্রতি দশরথের উপদেশবাক্য ।]

সভাস্থিত সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলে দশরথ তাঁহাদের প্রত্যেক বিনয়গ্রহণপূর্বক হিতকর মধুর বাক্য বলিলেন। অহো! আমি অদ্য অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমি বুঝিলাম যে, আমার প্রভাব অতুলনীয়, যেহেতু আপনারা আমার অতিপ্রিয় জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্তরূপে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রাজা দশরথ এইভাবে সভাসদ্‌গণকে অভিনন্দিত করিয়া বশিষ্ঠ, বামদেব এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে সর্বজনসমক্ষে বলিলেন। অতিশোভাময় শুভচৈত্রমাস উপস্থিত। এই সময়ে সকল কাননই কুসুমিত হইয়াছে। এই মাসেই আপনারা রামের যুবরাজ-পদে অভিষেকের জন্য সকল সামগ্রী সংগ্রহ করুন। দশরথের বাক্য সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের আনন্দধ্বনিতে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। ক্রমশঃ ঐ কোলাহল শান্ত হইলে জননায়ক দশরথ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন,—ভগবন্! রামের অভিষেকের জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, অদ্যই আপনি ঐ সকলের সংগ্রহের জন্য আদেশ করুন। নরপতির বাক্য শুনিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ দশরথের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিত রাজকার্যে নিযুক্ত সচিবগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা সুবর্ণাদি রত্নসমূহ, প্রয়োজনীয় পূজাসামগ্রী, সর্বৌষধি, শুভ্রপুষ্পমালা, লাজ (খই), পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে মধু ও ঘৃত, দধি (পাড়) বিশিষ্ট নূতনবস্ত্র, রথ, সকলপ্রকার অস্ত্র, চতুরঙ্গ সৈন্য, শুভলক্ষণান্বিত হস্তী, দুইটি চামর-ব্যজন, পতাকা, শ্বেতছত্র, অগ্নির মত উজ্জ্বল একশত সুবর্ণকুম্ভ সুবর্ণনির্মিত-শৃঙ্গবচিত একটি বৃষভ, সমগ্র ব্যাঘ্রচর্ম এবং অন্যান্য

অন্তঃপুরস্য দ্বারাণি সর্বস্য নগরস্য চ।
চন্দন-স্রগ্ভিরর্চ্যন্তাং ধূপৈশ্চ ঘ্রাণহারিভিঃ ॥১৩
প্রশস্তমন্নং গুণবদ্দধি-ক্ষীরোপসেচনম্।
দ্বিজানাং শতসাহস্রং যৎপ্রকামমলং ভবেৎ ॥১৪
সংকৃত্য দ্বিজমুখ্যানাং শ্বঃ প্রভাতে প্রদীয়তাম্।
ঘৃতং দধি চ লাজাশ্চ দক্ষিণাশ্চাপি পুষ্কলাঃ ॥১৫
সূর্য্যেঽভ্যুদিতমাত্রে বো ভবিতা স্বস্তিবাচনম্।
ব্রাহ্মণাশ্চ নিমন্ত্র্যন্তাং কল্প্যন্তামাসনানি চ ॥১৬
আবধ্যন্তাং পতাকাশ্চ রাজমার্গশ্চ সিচ্যতাম্।
সর্বে চ তালাপচরা গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥১৭
কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ামাসাদ্য তিষ্ঠন্তু নৃপবেশ্মনঃ।
দেবায়তনচৈত্যেষু সান্নভক্ষ্যাঃ সদক্ষিণা ॥১৮
উপস্থাপয়িতব্যাঃ স্যুর্মাল্যযোগ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।
দীর্ঘাসিবদ্ধগোধাশ্চ সন্নদ্ধা মৃষ্টবাসসঃ ॥১৯
মহারাজাঙ্গনং শূরাঃ প্রবিশন্তু মহোদয়ম্।
এবং ব্যাদিশ্য বিপ্রৌ তৌ ক্রিয়াস্তত্র বিনিষ্ঠিতৌ ॥২০
চক্রতুশ্চৈব যচ্ছেষং পার্থিবায় নিবেদ্য চ।
কৃতমিত্যেব চাব্রূতামভিগম্য জগৎপতিম্ ॥২১
যথোক্তবচনং প্রাপ্তৌ হর্ষযুক্তৌ দ্বিজোত্তমৌ।
ততঃ সুমন্ত্রং দ্যুতিমান্ রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২২
রামং তত্রানয়াক্ষুক্রে রথেন রথিনাং বরম্।
অথ তত্র সহাসীনাস্তদা দশরথং নৃপম্ ॥২৩
রাম কৃতাস্ত্রা ভবতা শীঘ্রমানীয়তামিতি।
সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় সুমন্ত্রো রাজশাসনাৎ* ॥২৪

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ কর। অনন্তর মহারাজের অগ্নিহোত্রগৃহে আগামী প্রাতঃকালে ঐ সকল সংগৃহীত সামগ্রী উপস্থাপিত করিও। অন্তঃপুরের ও সমস্ত অযোধ্যানগরের দ্বারসমূহ চন্দন, মালা ও অতিসুগন্ধযুক্ত ধূপের দ্বারা সুশোভিত কর। উৎকৃষ্ট সুপক্ক বহু অন্ন দধি, ক্ষীর আদি উপকরণসহিত এত প্রচুর প্রস্তুত করিয়া রাখ, যাহা লক্ষ ব্রাহ্মণের পরিতৃপ্তি করিতে পারে। আগামীকল্য প্রভাতে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণকে সৎকারপূর্বক ঘৃত, দধি, লাজ (খই) ও প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিও। আগামী কল্য সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্তিবাচন হইবে। অদ্যই ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর এবং তাঁহাদের উপবেশনের জন্য আসনের ব্যবস্থা কর। প্রতিগৃহে পতাকা উত্তোলন করিতে নির্দেশ দাও, রাজপথসকল সিক্ত করার ব্যবস্থা কর। সঙ্গীতজীবী ও বেশ্যাগণ বিবিধভূষণে ভূষিত হইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষায় আসিয়া এখনই উপস্থিত হউক। সকল দেবালয়ে ও চতুষ্পথে অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, মাল্যাদি পূজা-সামগ্রী ও দক্ষিণা উপস্থাপিত কর। বীরগণ নিজ নিজ যোগ্য পরিচ্ছদ বস্ত্র পরিধানপূর্বক বৃহৎ অসি, চর্ম ও কবচ ধারণ করিয়া মহোৎসবযুক্ত রাজপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করুক। রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে বশিষ্ঠ এইরূপ নির্দেশ দিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ ও বামদেব অবশিষ্ট কর্তব্য-বিষয়ে দশরথকে নিবেদন করিয়া রাজগৃহে অবস্থানপূর্বক পুরোহিত-কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে পৃথিবীপতি দশরথের নিকট যাইয়া বলিলেন—আপনার কথা অনুসারে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর দ্যুতিমান্ দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন,—তুমি শুভাস্ত্র রামকে শীঘ্রই এই স্থানে আনয়ন কর। সুমন্ত্র তথাস্তু বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং মহারাজের নির্দেশমত মহারথ রামকে রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া আসিতে গমন করিলেন। সেই সময় ঐ স্থানে দশরথ-নৃপতির নিকটে উপবিষ্ট পূর্বদেশীয়, পশ্চিমদেশীয়, উত্তরদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয় নরপতিগণ, ম্লেচ্ছগণ, আর্য্যগণ, বনবাসী ও পর্বতবাসী ব্যক্তিগণ সকলে যেভাবে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের সেবা করেন। সেইভাবে দশরথের সেবা করিতেছিলেন, দেবগণ-মধ্যস্থিত ইন্দ্রের ন্যায় সমাগত-নরপতিগণের মধ্যে অবস্থিত মহারাজ দশরথ প্রাসাদে স্থিত হইয়া নিজপুত্র রামকে আসিতে দেখিলেন। শ্রীমান্ রাম গন্ধর্বরাজতুল্য, সংসারে তাঁহার বীরত্ব বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি আজানুলম্বিত-ভুজ, মহাবলবান্ ও মত্তহস্তীর মত বীরগতিশীল। চন্দ্রের মত কমনীয় তাঁহার বদন।

* কোন কোন গ্রন্থে ২৪ নং শ্লোকটি ২৩ নম্বরে এবং ২৩ নম্বর শ্লোকটি ২৪ নম্বরে দেখা যায়।

প্রাচ্যোদীচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ যে চান্যে বনশৈলান্তবাসিনঃ ॥২৫
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্বে তং দেবা বাসবং যথা।
তেষাং মধ্যে স রাজর্ষিরুত্তমামিব বাসবঃ ॥২৬
প্রসাদয়ো দশরথো দদর্শায়ান্তমাত্মজম্।
গন্ধর্বরাজপ্রতিমং লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্ ॥২৭
দীর্ঘবাহুং মহাসত্ত্বং মত্তমাতঙ্গগামিনম্।
চন্দ্রকান্তাননং রামমতীব প্রিয়দর্শনম্ ॥২৮
রূপৌদার্য্যগুণৈঃ পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহারিণম্।
ঘর্মাভিতপ্তাঃ পর্জন্যং হ্লাদয়ন্তমিব প্রজাঃ ॥২৯
ন তর্পয়তি সংহৃষ্টং পশ্যমানো নরাধিপঃ।
অবতার্য্য সুমন্ত্রস্তু রাঘবং স্যন্দনোত্তমাৎ ॥৩০
পিতুঃ সমীপং গচ্ছন্তং প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
স তং কৈলাসশৃঙ্গাভং প্রাসাদং রঘুনন্দনঃ ॥৩১
আরুরোহ নৃপং দ্রষ্টুং সহসা তেন রাঘবঃ।
স প্রাঞ্জলিরভিপ্রেত্য প্রণতঃ পিতুরন্তিকে ॥৩২
নাম স্বং শ্রাবয়ন্ রামো ববন্দে চরণৌ পিতুঃ।
তং দৃষ্ট্বা প্রণতং পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটং নৃপঃ ॥৩৩
গৃহ্যাঞ্জলৌ সমাকৃষ্য সস্বজে প্রিয়মাত্মজম্।
তস্মৈ চাচ্ছাদ্যতং সম্যঙ্ মণি-কাঞ্চনভূষিতম্ ॥৩৪
দিদেশ রাজা রুচিরং রামায় পরমাসনম্।
তদাসনবরং প্রাপ্য ব্যপদীপ্যত রাঘবঃ ॥৩৫
স্বয়ৈব প্রভয়া মেরুমুদয়ে বিমলো রবিঃ।
তেন বিভ্রাজিতা তত্র সা সভাপি ব্যরোচত ॥৩৬
বিমলগ্রহ-নক্ষত্রা শারদী দৌরিবেন্দুনা।
তং পশ্যমানো নৃপতিস্তোষমাহারয়ৎ পরম্ ॥৩৭
অনল্পতমিবাত্মানমাদর্শতলসংস্থিতম্।
স তং সুস্থিতমাভাষ্য পুত্রং পুত্রবতাং বরঃ ॥৩৮
উবাচেদং বচো রাজা দেবেন্দ্রমিব কশ্যপঃ।
জ্যেষ্ঠায়ামসি মে পত্ন্যাং সদৃশ্যাং সদৃশঃ সুতঃ ॥৩৯

অতিশয় সুন্দর দেহ-বিশিষ্ট তিনি সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্যাদি গুণের দ্বারা সকললোকের নয়ন ও মন হরণ করেন। গ্রীষ্মদগ্ধ প্রজাগণকে মেঘ যেমন আনন্দ দান করে, সেইরূপ তিনি সকল লোককে আনন্দদান করিয়া থাকেন। এইরূপ গুণসম্পন্ন রামকে আসিতে দেখিয়া দশরথের আশা মিটিতেছিল না। উত্তম রথ হইতে রামকে নামাইয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে পিতৃসমীপে গমনকারী রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন রাম পিতাকে দেখিবার জন্য কৈলাস-শিখরতুল্য প্রাসাদে সুমন্ত্রের সহিত অতিত্বরায় আরোহণ করিলেন। পিতার নিকটে যাইয়া রাম কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং নিজনাম উল্লেখ করিয়া পিতার চরণস্পর্শ করিলেন। প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান প্রিয়পুত্রকে দশরথ হস্তে ধারণ করিলেন এবং টানিয়া নিকটে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ মণিকাঞ্চন-ভূষিত উৎকৃষ্ট উন্নত আসনে বসিবার জন্য রামকে আদেশ করিলেন। ঐ উৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া রাম বিশেষ শোভান্বিত হইলেন এবং এমনভাবে আসনটিকে উজ্জ্বল করিলেন, যেমনভাবে উদয়কালে সূর্য্য নিজ-প্রভাদ্বারা মেরুপর্বতকে উজ্জ্বল করেন। নির্ম্মল গ্রহ-নক্ষত্র-পূর্ণ শরৎকালীন আকাশ চন্দ্রের দ্বারা যেমন শোভিত হয়, সেইরূপ রামের দ্বারা আলোকিত ঐ সভাও অতিশয় শোভিত হইল। মানুষ স্বীয় অলঙ্কৃতশরীরের প্রতিবিম্ব দর্পণে দর্শন করিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করে, প্রিয় তনয়কে দর্শন করিয়া দশরথও সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কশ্যপ যেরূপে ইন্দ্রকে বলিয়া থাকেন, সেইরূপে স্থিরভাবে উপবিষ্ট নিজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া সৎপুত্রবান্ দশরথ বলিলেন,—রাম! বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ও যোগ্যা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি আমার যোগ্যপুত্র ও সকলপুত্রের মধ্যে অতিশয়গুণান্বিত। তুমি আমার বিশেষ প্রিয় হইয়াছ। যেহেতু তুমি নিজগুণসমূহের দ্বারা প্রজাগণকে অনুরঞ্জিত করিয়াছ, সেইজন্য পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভ সময়ে যুবরাজপদ লাভ কর। তুমি স্বভাবতই অতিশয় গুণসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছ। গুণবান্ হইলেও তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি তোমাকে হিতকর বাক্য বলিতেছি। বৎস! যদিও তুমি

উৎপন্নত্বং গুণৈর্জ্যেষ্ঠো মম রামাত্মজঃ প্রিয়ঃ।
ত্বয়া যতঃ প্রজাশ্চেমাঃ সগুণৈরনুরঞ্জিতাঃ ॥৪০
তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি।
কামতস্ত্বং প্রকৃত্যৈব বিনীতো গুণবানিতি ॥৪১
গুণবত্যপি তু স্নেহাৎ পুত্র বক্ষ্যামি তে হিতম্।
ভূয়ো বিনযমাস্থায় ভব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪২
কাম-ক্রোধসমুত্থানি ত্যজস্ব ব্যসনানি চ।
পরোক্ষয়া বর্তমানো বৃত্ত্যা প্রত্যক্ষয়া তথা ॥৪৩
আমাত্য প্রভৃতীঃ সর্বাঃ প্রজাশ্চৈবানুরঞ্জয়।
কোষ্ঠাগারায়ুধাগারৈঃ কৃত্বা সন্নিচয়ান্ বহূন্ ॥৪৪
ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতির্যঃ পালয়তি মেদিনীম্।
তস্য নন্দন্তি মিত্রাণি লব্ধ্বামৃতমিবামরাঃ ॥৪৫

তস্মাৎ পুত্র ত্বমাত্মানং নিয়ম্যৈবং সমাচর।
তচ্ছ্রুত্বা হৃদ্যমস্তস্য রামস্য প্রিয়কারিণঃ ॥৪৬
ত্বরিতাঃ শীঘ্রমাগত্য কৌসল্যায়ৈ ন্যবেদয়ন্।
সা হিরণ্যঞ্চ গাশ্চৈব বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥৪৭
ব্যাদিদেশ প্রিয়াখ্যেভ্যঃ কৌসল্যা প্রমদোত্তমা।
অথাভিবাদ্য রাজানং রথমারুহ্য রাঘবঃ।
যযৌ স্বং দ্যুতিমদ্ বেশ্ম জনৌঘৈঃ প্রতিপূজিতঃ ॥৪৮
তে চাপি পৌরা নৃপতের্বচস্তদ-
শ্রুত্বা তদা লাভমিবেষ্টমাপ্তাঃ।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য গৃহাণি গত্বা
দেবান্ সমানর্চুরভিপ্রহৃষ্টাঃ ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

বিনীত, তথাপি আরও অধিক বিনয় অবলম্বন করিয়া সর্বদা জিতেন্দ্রিয় হইও। কাম ও ক্রোধ হইতে যে সকল ব্যসন উৎপন্ন হয়, তুমি তাহাদের ত্যাগ করিও। তুমি দূতমুখে পরোক্ষভাবে ও স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া অমাত্য প্রভৃতি প্রজাগণকে অনুরঞ্জিত কর। যে নরপতি বহুধনভাণ্ডার, অস্ত্রাগার প্রভৃতি পরিপূর্ণ করিয়া প্রজাগণকে প্রীত ও অনুরক্ত করত পৃথিবীপালন করেন, অমৃতলাভে দেবতাগণের ন্যায় তাঁহার মিত্রগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দলাভ করেন।৩৭-৪৫

বৎস! তুমি আত্মসংযম করিয়া কর্তব্য-কর্মের আচরণ কর। দশরথের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রামের হিতৈষী বন্ধুগণ সত্বর কৌশল্যার নিকট যাইয়া এই সংবাদ নিবেদন করিলেন। রাজমহিষী কৌশল্যা সুখকর-সংবাদ-দানকারীদিগকে সুবর্ণ, বিবিধরত্ন ও ধেনু প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম দশরথকে প্রণাম করিয়া রথে আরোহণ এবং জনগণকর্তৃক পূজিত হইয়া স্বকীয় সমুজ্জ্বল গৃহে গমন করিলেন। সভাস্থিত পৌরগণ দশরথের বাক্য শুনিয়া ইষ্টবস্তুপ্রাপ্তিস্বরূপ মনে করিলেন এবং অতিশয় হৃষ্টমনে দশরথের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্বক নিজ নিজগৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে রামের অভিষেক-কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার জন্য দেবতাগণের অর্চনা করিলেন।৪৬-৪৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ সর্গঃ

[দশরথস্য রামাভিষেকমন্ত্রণা, পিতৃসকাশাদ্ রামস্য স্বকীয়ান্তঃপুরগমনম্, কৌসল্যাসমীপে স্বীয়াভিষেক-বার্তাজ্ঞাপনম্, মাতুরাশীর্বাদলাভঃ, মাতৃ-ভ্রাতৃভ্যাং সহ কথোপকথনঞ্চ ।]

গতেষ্বথ নৃপো ভূয়ঃ পৌরেষু সহমন্ত্রিভিঃ ।
মন্ত্রয়িত্বা ততশ্চক্রে নিশ্চয়জ্ঞঃ স নিশ্চয়ম্ ॥১
স এব পুষ্যো ভবিতা শ্বোঽভিষেচ্যস্তু মে সুতঃ ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো যুবরাজ ইতি প্রভুঃ ॥২
অথান্তর্গৃহমাবিশ্য রাজা দশরথস্তদা ।
সূতমামন্ত্রয়ামাস রামং পুনরিহানয় ॥৩
প্রতিগৃহ্য তু তদ্বাক্যং সূতঃ পুনরুপাযযৌ ।
রামস্য ভবনং শীঘ্রং রামমানয়িতুং পুনঃ ॥৪
দ্বাঃস্থৈরাবেদিতং তস্য রামায়াগমনং পুনঃ ।
শ্রুত্বৈব চাপি রামস্তঃ প্রাপ্তং শঙ্কান্বিতোঽভবৎ ॥৫
প্রবেশ্য চৈনং ত্বরিতো রামো বচনমব্রবীৎ ।
যদাগমনকৃত্যং তে ভূয়স্তদ্ব্রূহ্যশেষতঃ ॥৬
তমুবাচ ততঃ সূতো রাজা ত্বং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ।
শ্রুত্বা প্রমাণং তত্র ত্বং গমনায়েতরায় বা ॥৭
ইতি সূতবচঃ শ্রুত্বা রামোঽপি ত্বরয়ান্বিতঃ ।
প্রযযৌ রাজভবনং পুনর্দ্রষ্টুং নরেশ্বরম্ ॥৮
তং শ্রুত্বা সমনুপ্রাপ্তং রামং দশরথো নৃপঃ ।
প্রবেশয়ামাস গৃহং বিবক্ষুঃ প্রিয়মুত্তমম্ ॥৯
প্রবিশন্নেব চ শ্রীমান্ রাঘবো ভবনং পিতুঃ ।
দদর্শ পিতরং দূরাৎ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥১০

চতুর্থ সর্গ

[রাজা দশরথের রামাভিষেক মন্ত্রণা, পিতার নিকট হইতে রামচন্দ্রের স্বীয় অন্তঃপুর গমন, কৌশল্যার নিকট স্বীয় অভিষেকবার্তা জ্ঞাপন, মাতার আশীর্বাদ লাভ এবং মাতা ও ভ্রাতার সহিত কথোপকথন ।]

পুরবাসীরা নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে পর দেশ-কাল-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দশরথ পুনর্বার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—আগামীকল্য পুষ্যানক্ষত্র হইবে, এইজন্য কল্যই আমার পুত্র অভিষিক্ত হইবে, কমললোচন রাম যুবরাজ হইবে। এইরূপ বলিয়া রাজা অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—রামকে পুনর্বার এইস্থানে আনয়ন কর। দশরথের আদেশ গ্রহণ করিয়া সুমন্ত্র রামকে আনয়ন করিবার জন্য সত্বর তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। দ্বারপালগণ সুমন্ত্রের আগমনবার্তা রামের নিকট জানাইল। সুমন্ত্র আসিয়াছেন শুনিয়াই রাম অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। দ্বারপালগণ অতিশীঘ্র সুমন্ত্রকে গৃহমধ্যে লইয়া আসিলে রাম ত্বরান্বিত হইয়া বলিলেন,—তোমার পুনর্বার আগমনের প্রয়োজন বিস্তৃতভাবে বিবৃত কর। সুমন্ত্র বলিলেন,—মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। যাওয়া উচিত কিংবা না যাওয়া উচিত, তাহা আপনিই স্থির করুন। সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রাম ত্বরান্বিত হইয়া পুনর্বার নরপতি দশরথকে দর্শন করিবার জন্য রাজভবনে গমন করিলেন। দৌবারিকের নিকট রামের আগমন-বার্তা শুনিয়া রাজা দশরথ অতিশয় প্রিয় বক্তব্য বলিবার জন্য রামকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিলেন। শ্রীমান্ রঘুনন্দন পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়াই দূর হইতেই পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন ।১-১০

ভূমিপতি দশরথ প্রণত পুত্রকে ভূমি হইতে উঠাইলেন এবং আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর উপবেশনের জন্য

প্রণমন্তং সমুত্থাপ্য সংপরিষ্বজ্য ভূমিপঃ।
প্রদিশ্য চাসনং চাস্মৈ রামঞ্চ পুনরব্রবীৎ ॥১১
রাম বৃদ্ধোঽস্মি দীর্ঘায়ুর্ভুক্তা ভোগা যথেপ্সিতাঃ।
অনুভূতিঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥১২
দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ ময়া পুরুষসত্তম ॥১৩
অনুভূতানি চেষ্টানি ময়া বীর তথাস্যপি।
দেবর্ষি-পিতৃ-বিপ্রাণামনৃণোঽস্মি তথাত্মনঃ ॥১৪
ন কিঞ্চিন্মম কর্তব্যং তবান্যত্রাভিষেচনাৎ।
অতো যত্ত্বামহং ব্রূয়াং তন্মে ত্বং কর্তুমর্হসি ॥১৫
অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্বাস্ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপম্।
অতস্ত্বাং যুবরাজানমভিষেক্ষ্যামি পুত্রক ॥১৬
অপি চাদ্যাশুভান্ রাম স্বপ্নান্ পশ্যামি রাঘব।
সনির্ঘাতা দিবোল্কাশ্চ পতন্তি হি মহাস্বনাঃ ॥১৭
অবষ্টব্ধঞ্চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণগ্রহৈঃ।
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্যাঙ্গারকরাহুভিঃ ॥১৮
প্রায়েণ চ নরা নিত্যমীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা হি মৃত্যুমাপ্নোতি ঘোরাং চাপদমৃচ্ছতি ॥১৯
তদ্‌যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব।
তদ্‌যাবদেবাভিষিঞ্চ চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ ॥২০
অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগমৎপুষ্যাৎ পূর্বং পুনর্বসুম্।
শ্বঃ পুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ ॥২১
তত্র পুষ্যেঽভিষিঞ্চস্ব মনস্ত্বরয়তীব মাম্।
শ্বস্ত্বাহমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপ ॥২২
তস্মাত্ত্বয়াদ্য প্রভৃতি নিশেয়ং নিয়তাত্মনা।
সহ বধ্বোপবস্তব্যা দর্ভপ্রস্তরশায়িনা ॥২৩

অনুমতি দিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস! রাম! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া বাঞ্ছিত বস্তুসকল ভোগ করিয়াছি। বহু অন্নময় প্রচুরদক্ষিণা-যুক্ত শত শত যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছি। পৃথিবীতে তুলনাহীন বরপ্রার্থিত তুমি আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমি প্রার্থীদিগকে অভীষ্ট বস্তু দান করিয়াছি। পুরুষোত্তম! বৎস! আমি সকল শাস্ত্রের অধ্যয়নও করিয়াছি। বীর! আমি সকল প্রকার অভীষ্ট সুখভোগ করিয়াছি। এখন আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ব্রাহ্মণঋণ ও আত্মঋণ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার অভিষেক ভিন্ন আমার অন্য কোন কর্তব্য অবশিষ্ট নাই। এইজন্য আমি তোমাকে যাহা বলিব, তাহা তোমার অবশ্যই করা উচিত।১১-১৫

এক্ষণে প্রজাবর্গ তোমাকে নরপতিরূপে পাইতে কামনা করিতেছে। বৎস! এইজন্য আমি তোমাকে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত করিব। রাম! আমি অদ্য অতি অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। আকাশ হইতে নিরবলম্বনী উল্কা পতিত হইতেছে এবং বজ্রপতন-শব্দ হইতেছে। বৎস! দৈবজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, আমার জন্মনক্ষত্র সূর্য, মঙ্গল ও রাহুনামক বিরুদ্ধগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপ অশুভলক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রায়শঃ রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হন কিংবা ঘোর বিপদে পতিত হন। রাঘব! এইজন্য যে পর্যন্ত আমার চিত্ত মোহপ্রাপ্ত না হয়, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি নিজেকে অভিষিক্ত কর, যেহেতু প্রাণীদিগের বুদ্ধি পরিবর্তিত হইয়া যায়।১৬-২০

দৈবজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, চন্দ্র অদ্য পুষ্যানক্ষত্রের পূর্ববর্তী পুনর্বসুনক্ষত্রে গমন করিয়াছেন, আগামী কল্য পুষ্যানক্ষত্রে অবশ্যই গমন করিবেন। ঐ পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কালে তুমি নিজেকে অভিষিক্ত কর। আমার মন আমাকে যেন অতিশয় ত্বরান্বিত করিতেছে। শত্রুনাশক! রাম! আমি আগামীকল্য যুবরাজপদে তোমাকে অভিষিক্ত করিব। অতএব অদ্য প্রদোষ-সময় হইতে তুমি সংযতচিত্তে কুশনির্মিত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া পত্নীর সহিত উপবাসের দ্বারা এই রাত্রি অতিবাহিত কর। তোমার বন্ধুবর্গ সাবধান হইয়া সর্বতোভাবে অদ্য তোমাকে রক্ষা করুক। এইরূপ কার্য বহুবিধ বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভরত অযোধ্যা হইতে দূরে

পাঠান্তর :—(ক)প্রায়েণ হৈ—

সুহৃদশ্চাপ্রমত্তাস্ত্বাং রক্ষন্ত্বস্য সমন্ততঃ।
ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্য্যাণ্যেবং বিধানি হি ॥২৪
বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তে কালো মতো মম ॥২৫
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী ধর্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৬
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।
সতঞ্চ ধর্মনিত্যানাং কৃতঘ্নেতি চ রাঘব ॥২৭
ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ শ্বোভাবিন্যভিষেচনে।
ব্রজেতি রামঃ পিতরমভিভাষ্যাভ্যবাদয়ৎ ॥২৮
প্রবিশ্য চাত্মনো বেশ্ম রাজ্যাদিষ্টেঽভিষেচনে।
তৎক্ষণাদেব নিক্রম্য মাতুরন্তঃপুরং যযৌ ॥২৯
তত্র তাং প্রবণামেব মাতরং কৌশবাসিনীম্।
বাগ্যতাং দেবতাগারে দদর্শাগতচেতাং শ্রিয়ম্ ॥৩০
প্রাগেব চাগতা তত্র সুমিত্রা লক্ষ্মণস্তথা।
সীতা চানয়িতা শ্রুত্বা প্রিয়ং রামাভিষেচনম্ ॥৩১
তস্মিন্ কালেঽপি কৌসল্যা তত্ত্বাবামীলিতেক্ষণা।
সুমিত্রয়ান্ বাস্যমানা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥৩২
শ্রুত্বা পুষ্যে চ পুত্রস্য যৌবরাজ্যেঽভিষেচনম্।
প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দনম্ ॥৩৩
তস্থা সনিয়মামেব দেহঽভিগম্যাভিবাদ্য চ।
উবাচ বচনং রামো হর্ষয়ংস্তামিদং বরম্ ॥৩৪
অস্ব পিত্রা নিযুক্তোঽস্মি প্রজাপালনকর্মণি।
ভবিতা শ্বোঽভিষেকো মে যথা মে শাসনং পিতুঃ ॥৩৫

বিদেশে মাতুলালয়ে আছে; এই সময়েই তোমার অভিষেক হওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করিয়াছি। যদিও তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত সর্বদা সদাচারত, ধর্মপরায়ণ, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয় ও তোমার অনুগত, তথাপি আমার মনে হয়, কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যচিত্তের মন বিকার-ভাব প্রাপ্ত হইয়াই থাকে। রাঘব! সর্বদা ধর্মপরায়ণ সজ্জনগণের মনও কখন কখন রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। দশরথ এইরূপ বলিলে পর রাম পিতার অভিপ্রায় অনুসারে আগামী দিবসে অনুষ্ঠেয় অভিষেকে সম্মতি দিলেন এবং "এক্ষণে গমন কর" এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্বক নিজভবনে গমন করিলেন। মহারাজ দশরথের আদেশযুক্ত অভিষেক-সংবাদ মাতাকে বলিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও নিজভবনে সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। সেইজন্য তৎক্ষণাৎ নিজভবন হইতে নির্গত হইয়া মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। শ্রীমান্ রাম সেখানে যাইয়া দেখিলেন—মাতা কৌশল্যা পট্টবস্ত্র ধারণ করিয়া দেবতার সম্মুখে ধ্যানরতা আছেন, তিনি মৌন অবলম্বন করিয়া নিজপুত্রের রাজশ্রী প্রার্থনা করিতেছেন।২১-৩০

লোকমুখে রামের অভিষেক হইবার সংবাদ শুনিয়া সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ পূর্বেই কৌশল্যার নিকটে আসিয়াছেন। কৌশল্যা সুখদায়ক রামাভিষেক-সংবাদ শুনিয়া সেই স্থানে সীতাকে আনয়ন করিয়াছেন। রামের মাতৃ-ভবনে প্রবেশসময়ে কৌশল্যা নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন এবং সুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। 'যুবরাজপদে নিজপুত্রের অভিষেক আগামীকল্য পুষ্যানক্ষত্রে হইবে' এই সংবাদ শুনিয়া তিনি প্রাণায়ামপূর্বক পরমপুরুষ জনার্দনের ধ্যান করিতেছিলেন। এইভাবে নিয়মপালনকারিণী নিজজননীর নিকট গমনপূর্বক রাম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শুভসংবাদপ্রদানে আনন্দিত করিয়া মধুরভাবে বলিলেন,—জননি! পিতা আমাকে প্রজা-পালনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আগামীকল্য আমার অভিষেক হইবে। পিতার যেরূপ আদেশ হইয়াছে, সেই অনুসারে আমার সহিত সীতাকেও এই রাত্রি উপবাসে অতিবাহিত করিতে হইবে। উপাধ্যায়গণ

* কৈকেয়ীর পুত্রই রাজা হইবে। এইরূপ প্রতিশ্রুতির দ্বারা কেকয়রাজকে সন্তুষ্ট করিয়া দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই কথা মনে করিয়াই ভরতকে আশঙ্কা করিতেছেন।

সীতয়াপ্যুপবস্তব্যা রজনীয়ং ময়া সহ।
এবমুক্তমুপাধ্যায়ৈঃ স হি মামুক্তবান্ পিতা ॥৩৬
যানি যান্যত্র যোগ্যানি ধ্রুবা ভাবিন্যভিপ্রেতে।
তানি মে মঙ্গলান্যদ্য বৈদেহ্যাশ্চৈব কারয় ॥৩৭
এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌসল্যা চিরকালাভিকাঙ্ক্ষিতম্।
হর্ষবাষ্পাকুলং বাক্যমিদং রামমভাষত ॥৩৮
বৎস রাম চিরং জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
জ্ঞাতীংস্ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয় ॥৩৯
কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোঽসি পুত্রক।
যেন ত্বয়া দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা ॥৪০
অমোঘং বত মে ক্ষান্তং পুরুষে পুষ্করেক্ষণে।
যেয়মিক্ষ্বাকুরাজশ্রীঃ পুত্রত্বং সংশ্রয়িষ্যতি ॥৪১
ইত্যেবমুক্তো মাত্রা তু রামো ভ্রাতরমব্রবীৎ।
প্রাঞ্জলিং প্রহ্বমাসীনমভিবীক্ষ্য স্ময়ন্নিব ॥৪২
লক্ষ্মণেমাং ময়া সার্ধং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাম্।
দ্বিতীয়ং মেঽন্তরাত্মানং রাজ্যং শ্রীরুপসেবিতা ॥৪৩
সৌমিত্রে ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাংস্ত্বমিষ্টান্ রাজ্যফলানি চ।
জীবিতং চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে ॥৪৪
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামো মাতরাবভিবাদ্য চ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য সীতাঞ্চ যযৌ স্বঞ্চ নিবেশনম্ ॥৪৫
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥৪

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া পিতা ঐরূপে থাকিতে বলিয়াছেন। ৩১-৩৬

আগামী দিবসের অভিষেক উপলক্ষে অদ্য যে সকল মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত, সেই সকল অনুষ্ঠান আমার ও সীতার জন্য পুরোহিতের দ্বারা সম্পাদন করুন। বরপূর্ব হইতেই আকাঙ্ক্ষিত রামের অভিষেক-সংবাদ শুনিয়া কৌসল্যা আনন্দাশ্রুসিক্তনয়নে রামকে বলিলেন,—বৎস! রাম! তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার বিরোধকারী ব্যক্তিরা নিহত হউক। তুমি রাজ্যশ্রী প্রাপ্ত হইয়া আমার ও সুমিত্রার বন্ধুগণকে আনন্দিত কর। বৎস! অতিশুভনক্ষত্রে আমি তোমাকে প্রসব করিয়াছি, কারণ তুমি নিজগুণসমূহের দ্বারা পিতাকে তুষ্ট করিয়াছ। আমি পদ্মপলাশলোচন, পুরুষোত্তম শ্রীহরির প্রসন্নতার জন্য যে সকল ব্রত উপবাস করিয়াছি, তাহা সার্থক হইয়াছে। বৎস! সেইজন্যই এই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করিতেছেন। জননী কৌসল্যা এইরূপ বলিলে পর রাম বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবিষ্ট কনিষ্ঠভ্রাতাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—ভ্রাতঃ! লক্ষ্মণ! তুমি আমার সহিত এই পৃথিবী শাসন কর। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা। এইজন্য তোমাকে রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিতেছেন। সুমিত্রানন্দন! তুমি অভিলষিত ভোগ্য-বস্তুসমূহ ভোগ কর এবং রাজ্যপালনের ফল ধর্ম্ম ও অর্থ প্রাপ্ত হও। আমি তোমারই জন্য জীবন ও রাজ্য প্রার্থনা করি। শ্রীমান্ রাম অনুজ লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া কৌসল্যা ও সুমিত্রা দুই জননীকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া সীতার সহিত নিজগৃহে গমন করিলেন।৩৭-৪৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠস্য রামসমীপে গমনং, রামস্যকাশাৎ দশরথসমীপে গমনঞ্চ।]

সন্দিশ্য রামং নৃপতিঃ সো ভাবিন্যভিষেচনে।
পুরোহিতং সমাহূয় বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥১
গচ্ছোপবাসং কাকুৎস্থং কারয়াদ্য তপোধন।
শ্রেয়সে রাজ্যলাভায় বধ্বা সহ যতব্রত ॥২
তথেতি চ স রাজানমুক্ত্বা বেদবিদাং বরঃ।
স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ যযৌ রামনিবেশনম্ ॥৩
উপবাসয়িতুং বীরং মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদম্।
ব্রাহ্মং রথবরং যুক্তমাস্থায় শুভ্রতত্রতঃ ॥৪
স রামভবনং প্রাপ্য পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রভম্।
তিস্রঃ কক্ষ্যা রথেনৈব বিবেশ মুনিসত্তমঃ ॥৫
তমাগতমৃষিং রামস্ত্বরন্নিব সসম্ভ্রমম্।
মানয়িষ্যন্ স মানার্হং নিশ্চক্রাম নিবেশনাৎ ॥৬
অভ্যেত্য ত্বরমাণোঽথ রথাভ্যাশং মনীষিণঃ।
ততোঽবতারয়ামাস পরিগৃহ্য রথাৎ স্বয়ম্ ॥৭
স চৈনং প্রশ্রিতং দৃষ্ট্বা সম্ভাষ্যাভিপ্রসাদ্য চ।
প্রিয়ার্হং হর্ষয়ন্ রামমিত্যুবাচ পুরোহিতঃ ॥৮
প্রসন্নস্তে পিতা রাম যত্নং রাজ্যমবাপ্স্যসি।
উপবাসং ভবানদ্য করোতু সহ সীতয়া ॥৯
প্রাতস্ত্বামভিষেক্তা হি যৌবরাজ্যে নরাধিপঃ।
পিতা দশরথঃ প্রীত্যা যযাতিং নহুষো যথা ॥১০

পঞ্চম সর্গ

[বসিষ্ঠের রামসমীপে গমন ও রামের নিকট হইতে দশরথসমীপে গমন।]

এদিকে রাজা দশরথ আগামী দিবসের অভিষেক-বিষয়ে কর্তব্য-সম্বন্ধে রামকে নির্দেশ দিয়া কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন,—তপোধন! আপনি রামের নিকট গমন করুন। আপনি স্বয়ং ব্রতাচরণরত। মঙ্গলজনক রাজ্যলাভের জন্য রামকে সীতার সহিত অদ্য উপবাস করিতে প্রবৃত্ত করুন। বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ 'তথাস্তু' বলিয়া দশরথের কথায় সম্মতি জানাইলেন এবং রামের ভবনে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণের আরোহণযোগ্য উত্তমরথে আরোহণ করিয়া মন্ত্রজ্ঞ ও ব্রতানুষ্ঠাননিপুণ বশিষ্ঠ মন্ত্রবিৎ বীরবর রামকে উপবাস করাইতে চলিলেন। তিনি শুভ্রমেঘের ন্যায় প্রভাময় রামভবনে উপস্থিত হইয়া রথের দ্বারাই তিনটি কক্ষা অতিক্রম করিলেন। মুনিবর বশিষ্ঠকে সমাগত দেখিয়া রাম অতিসম্ভ্রমের সহিত সত্বর সম্মাননীয় মহর্ষিকে সম্মানিত করিবার জন্য নিজগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। অতিশীঘ্রগতিতে মনীষী বশিষ্ঠের রথের নিকট আসিয়া স্বয়ং তাঁহার হস্তধারণ করত রথ হইতে নামাইলেন। অনন্তর পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রিয়কথাযোগ্য রামকে বিনীত দেখিয়া কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রশংসা-বাক্যে প্রসন্নতা ও হর্ষ-সম্পাদন করিয়া বলিলেন,—রাম! তোমার পিতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, যেহেতু তুমি আগামী কল্য রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে। তুমি সীতার সহিত অদ্য উপবাস কর। যেভাবে নহুষ নিজপুত্র যযাতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইভাবে নরপতি দশরথ আগামী প্রাতঃকালে তোমাকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন।।১০

এইরূপ বলিয়া নিয়মিতব্রতকারী শুদ্ধাত্মা বশিষ্ঠ সীতাসহিত রামকে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক উপবাসের সঙ্কল্প করাইলেন। অনন্তর রাজগুরু বশিষ্ঠ রামকর্তৃক যথাবিধি অর্চিত হইলেন এবং রামের নিকট বিদায় লইয়া রাম-ভবন হইতে গমন করিলেন। অনন্তর রাম প্রিয়ভাষী বন্ধুগণের সহিত কিছুক্ষণ থাকিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং নিজেও তাহাদের দ্বারা সমাবৃত হইয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। বিকসিতকমলপূর্ণ ও

ইত্যুক্ত্বা স তদা রামমুপবাসং যতব্রতঃ।
মন্ত্রবৎ কারয়ামাস বৈদেহ্যা সহিতং শুচিঃ ॥১১
ততো যথাবদ্ রামেণ স রাজ্ঞো গুরুরর্চিতঃ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য কাকুৎস্থং যযৌ রামনিবেশনাৎ ॥১২
সুহৃদ্ভিস্তত্র রামোঽপি সহাসীনঃ প্রিয়ংবদৈঃ।
সভাজিতো বিবেশাথ তাননুজ্ঞাপ্য সর্বশঃ ॥১৩
হৃষ্টনারীনরযুতং রামবেশ্ম তদা বভৌ।
যথা মত্তদ্বিজগণং প্রফুল্লনলিনং সরঃ ॥১৪
স রাজভবনপ্রখ্যাত্তস্মাদ্ রামনিবেশনাৎ।
নির্গত্য দদৃশে মার্গং বসিষ্ঠো জনসংবৃতম্ ॥১৫
বৃন্দবৃন্দৈরযোধ্যায়াং রাজমার্গাঃ সমন্ততঃ।
বভূবুরভিসংবাধাঃ কুতূহলজনৈর্বৃতাঃ ॥১৬
জনবৃন্দোর্মিসংঘর্ষহর্ষস্বনবতস্তদা।
বভূব রাজমার্গস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ ॥১৭
সিক্তসংমৃষ্টরথ্যা হি তথা চ বনমালিনী।
আসীদযোধ্যা তদ্দৃষ্টা সমুচ্ছ্রিত গৃহধ্বজা ॥১৮
তদা হ্যযোধ্যানিলয়ঃ সস্ত্রীবালাকুলো জনঃ।
রামাভিষেকমাকাঙ্ক্ষন্নাকাঙ্ক্ষন্নুদয়ং রবে ॥১৯
প্রজালঙ্কারভূতঞ্চ জনস্যানন্দবর্ধনম্।
উৎসুকোঽভূজ্জনো দ্রষ্টুং তমযোধ্যামহোৎসবম্ ॥২০
এবং তজ্জনসংবাধং রাজমার্গং পুরোহিতঃ।
ব্যূহন্নিব জনৌঘং তং শনৈ রাজকুলং যযৌ ॥২১
সিতাভ্রশিখরপ্রখ্যং প্রাসাদমধিরুহ্য চ।
সমীয়ায় নরেন্দ্রেণ শক্রেণেব বৃহস্পতিঃ ॥২২
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য হিত্বা রাজাসনং নৃপঃ।
পপ্রচ্ছ স্বয়মতস্তস্মৈ কৃতমিত্যভিবেদয়ৎ ॥২৩
তেন চৈব তদা তুল্যং সহাসীনাঃ সভাসদঃ।
আসনেভ্যঃ সমুত্তস্থুঃ পূজয়ন্তঃ পুরোহিতম্ ॥২৪

মন্তবিহঙ্গসুখরিত সরোবরের ন্যায় আনন্দিত-নরনারী-পূর্ণ রামের গৃহ অতিশয় শোভিত হইয়াছিল। এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজভবনসদৃশ রামভবন হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সকল পথই মানুষের দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। কুতূহল-সমন্বিত লোকেরা দলে দলে চারিদিক্ হইতে আসিয়া অযোধ্যার সকল রাজপথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।১১-১৬

তরঙ্গসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সমুদ্রে যেমন তুমুল কোলাহল হইয়া থাকে, সেইরূপ জনসমূহের হর্ষাতিশয্যের জন্য সংঘর্ষের ফলে রাজপথেও তুমুল কোলাহল হইতেছে। অযোধ্যার সকল পথই জলসিক্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। সকল গৃহের দ্বারদেশ বনমালায় ভূষিত হইয়াছে এবং প্রতিটি গৃহে পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছে। সেই সময় অযোধ্যাবাসী বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই রামের অভিষেক-কামনা করিয়া সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। অযোধ্যায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সর্বজনসুখবর্ধক মহামহোৎসব দর্শন করিতে অতিশয় উৎসুক হইয়াছে, যেহেতু এই মহোৎসব সমস্ত প্রজার হর্ষোল্লাস সম্পাদন করিবে। পুরোহিত বশিষ্ঠ এইরূপ জনগণের দ্বারা অবরুদ্ধ রাজপথে আসিলেন এবং জন-সমূহকে বিশিষ্ট-ভাবে ব্যবস্থিত করিয়া ত্বরান্বিতে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। হিমালয়শৃঙ্গতুল্য রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া বশিষ্ঠ ইন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির মিলিত হওয়ার ন্যায় নরপতির সহিত মিলিত হইলেন। দশরথ মহর্ষি বশিষ্ঠকে সমাগত দেখিয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রত্যুদ্গমন করিয়া অভিমতকার্য্য-সম্পাদনের কথা জানিতে চাহিলেন। বশিষ্ঠ জানাইলেন যে, সকল কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দশরথের আসন-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সকল সভাসদ্‌ই পুরোহিত বশিষ্ঠকে সম্মানিত করিবার জন্য নিজ নিজ আসন ত্যাগ করিয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর ভূপতি দশরথ বশিষ্ঠের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সভাসদ্‌গণকে বিদায় দিলেন এবং পর্বতগুহায় সিংহের প্রবেশের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তারাগণবেষ্টিত আকাশের

গুরুণা ত্বভ্যনুজ্ঞাতো মনুজৌঘং বিসৃজ্য তম্।
বিবেশান্তঃপুরং রাজা সিংহো গিরিগুহামিব ॥২৫
তদগ্র্যবেষপ্রমদাজনাকুলং
মহেন্দ্রবেশ্মপ্রতিমং নিবেশনম্।
ব্যদীপয়ংশ্চারু বিবেশ পার্থিবঃ
শশীব তারাগণসঙ্কুলং নভঃ ॥২৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ

মধ্যভাগে চন্দ্রমা যেমন প্রবেশ করেন, উত্তমবেশভূষায় সজ্জিত মহিলাগণের দ্বারা ব্যাপ্ত ইন্দ্রভুবনতুল্য সুন্দর অন্তঃপুর শোভিত করিয়া দশরথও সেইরূপ প্রবেশ করিলেন।১৭-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[রামস্য বিষ্ণুপাসনা, পৌরাণাং নগরশোভাকরণং পরস্পরং সহর্ষকথোপকথনঞ্চ।]

গতে পুরোহিতে রামঃ স্নাতো নিয়তমানসঃ।
সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগমৎ ॥১
প্রগৃহ্য শিরসা পাত্রীং হবিষো বিধিবত্ততঃ।
মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতানলে ॥২
শেষঞ্চ হবিষস্তস্য প্রাশ্যাশাস্যাত্মনঃ প্রিয়ম্।
ধ্যায়মানোনারায়ণং দৈবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে ॥৩
বাগ্‌যতঃ সহ বৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়তমানসঃ।
শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিশ্যে নরবরাত্মজঃ ॥৪
একযামাবশিষ্টায়াং রাত্র্যাং প্রতিবিবুধ্য সঃ।
অলঙ্কারবিধিং সম্যক্ কারয়ামাস বেশ্মনঃ ॥৫
তত্র শুশ্রূন্ সুখা বাচঃ সূত-মাগধ-বন্দিনাম্।
পূর্বাং সন্ধ্যামুপাসীনো জজাপ সুসমাহিতঃ ॥৬
তুষ্টাব প্রণতশ্চৈব শিরসা মধুসূদনম্।
বিমলক্ষৌমসংবীতো বাচয়ামাস স দ্বিজান্ ॥৭
তেষাং পুণ্যাহঘোষোঽথ গম্ভীরমধুরস্তথা।
অযোধ্যাং পূরয়ামাস তূর্যঘোষানুনাদিতঃ ॥৮

ষষ্ঠ সর্গ

[শ্রীরামের বিষ্ণুপাসনা, পুরবাসিগণকর্তৃক নগরের শোভাকরণ এবং আনন্দের সহিত পারস্পরিক কথোপকথন।]

পুরোহিত প্রস্থান করিলে পর শ্রীমান্ রাম স্নান করিলেন এবং বিশালনয়না সীতার সহিত একাগ্রচিত্তে নারায়ণের আরাধনা করিলেন। অনন্তর হুতপূর্ণ পাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া পরমদেবতা নারায়ণের উদ্দেশে প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিধি অনুসারে আহুতি প্রদান করিলেন। পরে হোমশেষ ঘৃত ভক্ষণ করিলেন এবং নিজমঙ্গল প্রার্থনা করিয়া ইষ্টদেব নারায়ণের ধ্যান করিতে করিতে ঐ সুন্দর বিষ্ণুমন্দিরে কুশের দ্বারা নিজেই শয্যা নির্মাণ করিলেন। অনন্তর মৌন হইয়া সংযতচিত্তে সীতার সহিত স্বনির্মিত কুশশয্যায় শয়ন করিলেন। একপ্রহর রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতেই শ্রীমান্ রাম জাগ্রত হইলেন। ভৃত্যাদির দ্বারা নিজগৃহ পরিষ্কৃত ও অলঙ্কৃত করাইলেন। ঐ সময়ে স্বকার্যরত সূত, মাগধ ও বন্দিগণের সুমধুর মাঙ্গলিক গান শুনিতে শুনিতে প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। জপ সমাপ্ত হইলে অবনত-মস্তকে মধুসূদনকে প্রণামপূর্বক স্তুতি করিলেন। অনন্তর

কৃতোপবাসস্তু তদা বৈদেহ্যা সহ রাঘবম্ ।
অযোধ্যানিলয়ঃ শ্রুত্বা সর্বঃ প্রমুদিতো জনঃ ॥৯
ততঃ পৌরজনঃ সর্বঃ শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্ ।
প্রভাতাং রজনীং দৃষ্ট্বা চক্রে শোভয়িতুং পুরীম্ ॥১০
সিতাভ্রশিখরাভেষু দেবতায়তনেষু চ ।
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চৈত্যোদ্বট্টালকেষু চ ॥১১
নানাপণ্যসমৃদ্ধেষু বণিজামাপণেষু চ ।
কুটুম্বিনাং সমৃদ্ধেষু শ্রীমৎসু ভবনেষু চ ॥১২
সভাসু চৈব সর্বাসু বৃক্ষেদ্বালঙ্কিতেষু চ ।
ধ্বজাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ সাধু পতাকাশ্চাভবংস্তথা ॥১৩
নট-নর্তকসঙ্ঘানাং গায়কানাঞ্চ গায়তাম্ ।
মনঃ-কর্ণসুখা বাচঃ শুশ্রাব জনতা ততঃ ॥১৪
রামাভিষেকযুক্তাশ্চ কথাশ্চক্রুর্মিথো জনাঃ ।
রামাভিষেকে সংপ্রাপ্তে চত্বরেষু গৃহেষু চ ॥১৫
বালা অপি ক্রীড়মানা গৃহদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ ।
রামাভিষবসংযুক্তাশ্চক্রুরেব কথা মিথঃ ॥১৬
কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধূপ-গন্ধাধিবাসিতঃ ।
রাজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরৈ রামাভিষেচনে ॥১৭
প্রকাশকরণার্থঞ্চ নিশাগমনশঙ্কয়া ।
দীপবৃক্ষাংস্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্বশঃ ॥১৮
অলঙ্কারং পুরস্যৈবং কৃত্বা তৎ পুরবাসিনঃ ।
আকাঙ্ক্ষমাণা রামস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্ ॥১৯
সমেত্য সঙ্ঘশঃ সর্বে চত্বরেষু সভাসু চ ।
কথয়ন্তো মিথস্তত্র প্রশশংসুর্জনাধিপম্ ॥২০

পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণকর্তৃক স্বস্তিবাচন করাইলেন। ব্রাহ্মণগণের গম্ভীর ও মধুর পুণ্যাহশব্দ তূর্য্যশব্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া অযোধ্যাকে মুখরিত করিল। বিদেহরাজকন্যা সীতার সহিত রাম উপবাস করিয়া রহিয়াছেন—এই সংবাদ শুনিয়া অযোধ্যাবাসী সকললোক অতিশয় আনন্দিত হইল। অনন্তর পুরবাসী সকলেই রামের অভিষেক আরম্ভ হইবে শুনিয়া এবং রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া অযোধ্যাপুরীকে সুশোভিত করিতে লাগিল।১-১০

হিমালয়শৃঙ্গতুল্য সমুন্নত দেবালয়, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অট্টালিকা, বহুবিধপণ্যদ্রব্যপূর্ণ বিপণি, সুসমৃদ্ধ সুশ্রী গৃহস্থ-গৃহ ও বণিগ্‌দের গৃহ, সভাগৃহ ও অত্যুন্নত বৃক্ষসমূহে নানাবিধচিহ্নযুক্ত ও চিহ্নরহিত পতাকাসমূহ উত্তোলিত হইল। অযোধ্যার জনগণ নট, নর্তক ও গায়কগণের মনোহর শ্রবণসুখকর গান শ্রবণ করিতে লাগিল। রামের অভিষেক-সময় উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া সকলেই চত্বরে ও গৃহে সর্বত্র রামাভিষেক-বিষয়ক কথা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল। ক্রীড়াপরায়ণ বালকগণ গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়া পরস্পর রামাভিষেক-বিষয়ে নানাচর্চা করিতে লাগিল। রামাভিষেকের উপলক্ষে পৌরগণ অযোধ্যার রাজপথ-সমূহকে পুষ্পভূষিত ও ধূপগন্ধের দ্বারা অধিবাসিত করিল। অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হইতে যদি রাত্রি হইয়া যায় এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহারা অযোধ্যাকে আলোকিত করিবার জন্য সকল পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষতুল্য দীপস্তম্ভ-সমূহ প্রস্তুত করিল। অযোধ্যাবাসী নাগরিকগণ এই ভাবে নগরীকে অলঙ্কৃত করিয়া রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক কামনা করিতে করিতে সভায় ও চত্বরে দলে দলে মিলিত হইতে লাগিলেন এবং পরস্পর নানা প্রকার আলাপ করিয়া জনাধিপ দশরথের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আহা! আমাদের মহারাজ ইক্ষ্বাকু-বংশের প্রদীপতুল্য। তিনি সত্যই মহাত্মা, যেহেতু নিজে বৃদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতেছেন।১১-২১

আমরা সকলে অতিশয় অনুগৃহীত হইয়াছি, যেহেতু রাম ভূপতি হইতেছেন। সকল লোকের দোষ-গুণ বুঝিতে সক্ষম রাম চিরকাল আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। শান্তপ্রকৃতি, বিদ্বান্, ধার্মিক ও ভ্রাতৃবৎসল রাম নিজ ভ্রাতৃগণের প্রতি যেরূপ স্নেহশীল, আমাদের প্রতিও সেইরূপ স্নেহশীল। যাঁহার অনুগ্রহে আমরা রামকে অভিষিক্ত দেখিব, সেই নিষ্পাপ ধর্মপরায়ণ মহারাজ দশরথ দীর্ঘজীবী হউন। এইভাবে পৌরগণ নানাকথা

অহো মহাত্মা রাজায়মিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং স্বমাত্মানং রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥২১
সর্বে অনুগৃহীতাঃ স্ম যত্রো রামো মহীপতিঃ।
চিরায় ভবিতা গোপ্তা দৃষ্টলোকপরাবরঃ ॥২২
অনুদ্ধতমনা বিদ্বান্ ধর্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসলঃ।
যথা চ ভ্রাতৃষু স্নিগ্ধস্তথাস্মাস্বপি রাঘবঃ ॥২৩
চিরং জীবতু ধর্মাত্মা রাজা দশরথোঽনঘঃ।
যৎপ্রসাদেনাভিষিক্তং রামং দ্রক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥২৪
এবংবিধং কথয়তাং পৌরাণাং শুশ্রুবুঃ পরে।
দিগ্ভ্যো বিশ্রুতবৃত্তান্তাঃ প্রাপ্তা জানপদা জনাঃ ॥২৫
তে তু দিগ্ভ্যঃ পুরীং প্রাপ্তা দ্রষ্টুং রামাভিষেচনম্।
রামস্য পূররামাসুঃ পুরীং জানপদা জনাঃ ॥৬
জনৌঘৈস্তৈর্বিসর্পদ্ভিঃ শুশ্রুবে তত্র নিঃস্বনঃ।
পর্বসূদীর্ণবেগস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ ॥২৭
ততস্তদিন্দ্রক্ষয়সন্নিভং পুরং
দিদৃক্ষুভির্জানপদৈরুপাহিতৈঃ।
সমন্ততঃ সম্বনমাকুলং বভৌ
সমুদ্রযাদোভিরিবার্ণবোদকম্ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ

আলোচনা করিতেছিল। সেই সময় রামের অভিষেক-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসী জনগণ নানাদিক হইতে উপস্থিত হইল এবং পৌরগণের আলাপ শ্রবণ করিতে লাগিল। গ্রামবাসী জনগণ রামের অভিষেক দেখিতে নানাদিক্ হইতে আসিয়া রামের অযোধ্যাকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। পূর্ণিমাদিবসে অতিবেগবান্ সমুদ্রের যেরূপ শব্দ শ্রুত হয়, অযোধ্যায় প্রবেশকারী জনসমূহেরও সেইরূপ শব্দ শ্রুত হইতেছিল। জলজন্তুসমূহের দ্বারা আলোড়িত সমুদ্রের জলরাশি শব্দায়মান হইয়া যেরূপ শোভা ধারণ করে, ইন্দ্রপুরীতুল্য অযোধ্যানগরীকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক সমাগতগ্রামবাসী জনসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও কোলাহলপূর্ণ অযোধ্যাও সেইরূপ শোভা ধারণ করিল।২২-২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ সর্গঃ

[অযোধ্যাশোভাং দৃষ্ট্বা রামধাত্রীং প্রতি মন্থরায়া জিজ্ঞাসা, মন্থরাং প্রতি ধাত্রীবাক্যং, তদ্বাক্যং শ্রুত্বা অমর্ষিতায়া মন্থরায়াঃ কৈকয়ীং প্রতি বাক্যম্, কৈকয্যাস্তাং প্রতি বিষাদকারণজিজ্ঞাসা, মন্থরাধাশ্চ তৎকথনম্, কৈকয্যা মন্থরায়ৈ পারিতোষিকদানম্, তাং প্রতি উক্তিশ্চ ।]

জ্ঞাতিদাসী যতো জাতা কৈকেয্যা তু সহোষিতা ।
প্রাসাদং চন্দ্রসঙ্কাশমারুরোহ যদৃচ্ছয়া ॥১

সিক্তরাজপথাং কৃৎস্নাং প্রকীর্ণকমলোৎপলাম্ ।
অযোধ্যাং মন্থরা তস্মাৎ প্রাসাদাদন্বৈক্ষত ॥২

পতাকাভির্বরার্হাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতাম্ ।
সিক্তাং চন্দনতোয়ৈশ্চ শিরঃস্নাতজনৈর্বৃতাম্ ॥৩

মাল্য-মোদকহস্তৈশ্চ দ্বিজৈস্তৈরভিনাদিতাম্ ।
শুক্লদেবগৃহদ্বারাং সর্ববাদিত্রনাদিতাম্ ॥৪

সংপ্রহৃষ্টজনাকীর্ণাং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতাম্ ।
প্রহৃষ্টবরহস্ত্যশ্বাং সংপ্রণর্দিতগোবৃষাম্ ॥৫

হৃষ্টপ্রমুদিতৈঃ পৌরৈরুচ্ছ্রিতধ্বজমালিনীম্ ।
অযোধ্যাং মন্থরা দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাগতা ॥৬

সা হর্ষোৎফুল্লনয়নাং পাণ্ডুরাংশোমবাদিনীম্ ।
অবিদূরে স্থিতাং দৃষ্ট্বা ধাত্রীং প্রপ্রচ্ছ মন্থরা ॥৭

উত্তমেনাভিসংযুক্তা হর্ষেণার্থপরা সতী ।
রামমাতা ধনং কিং নু জনেভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি ॥৮

অতিমাত্রং প্রহর্ষঃ কিং জনস্যাস্য চ শংস মে ।
কারয়িষ্যতি কিং বাপি সংপ্রহৃষ্টো মহীপতি ॥৯

বিদীর্য্যমাণা হর্ষেণ ধাত্রী তু পরয়া মুদা ।
আচচক্ষেঽথ কুব্জায়ৈ ভূমসীং রাঘবে শ্রিয়ম্ ॥১০

যঃ পুষ্যেণ জিতক্রোধং গৌরবাদ্ভ্রাতরং যবীয়ান্ ।
রাজা দশরথো রামমভিষেক্তা হি রাঘবম্ ॥১১

ধাত্র্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা কুব্জা ক্ষিপ্রমমর্ষিতা ।
কৈলাসশিখরাকারাৎ প্রাসাদাদবরোহত ॥১২

সা দহ্যমানা ক্রোধেন মন্থরা পাপদর্শিনী ।
শয্যানামেব কৈকেয্যাস্তিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৩

সপ্তম সর্গ

[অযোধ্যার শোভা দেখিয়া রামের ধাত্রীর প্রতি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা, মন্থরার প্রতি ধাত্রীর বাক্য, ধাত্রীর বাক্যশ্রবণে অমর্ষিতা মন্থরার কৈকেয়ীর প্রতি উক্তি, কৈকেয়ীর তাহার প্রতি বিষাদকারণ জিজ্ঞাসা, মন্থরাকর্তৃক বিষাদকারণবর্ণন, কৈকেয়ীকর্তৃক মন্থরাকে পারিতোষিক দান ও তাহার প্রতি উক্তি ।]

কৈকেয়ীর দ্বারা প্রতিপালিত মন্থরানাম্নী এক দাসী ছিল। সে কৈকেয়ীর পিতৃগৃহ হইতে সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহার গৃহ, বংশ ও স্বভাবের কোন পরিচয় কেহই জানিত না। রামের অভিষেকের পূর্বদিবসে ঐ মন্থরা ইচ্ছাক্রমে চন্দ্রতুল্যশুভ্র ও সুন্দর প্রাসাদে আরোহণ করিল। সেই প্রাসাদ হইতে মন্থরা দেখিল যে, অযোধ্যার রাজপথসমূহ ধৌত হইয়াছে। শুভ্রকমল ও নীলকমলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং চিহ্নযুক্ত ও চিহ্নরহিত পতাকায় সকল গৃহ অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং চন্দনমিশ্রিত জলের ধারা সিক্ত হইয়াছে। স্নানের দ্বারা শোভিত জনগণকে দেখা যাইতেছে। মালা-মোদকাদি দ্রব্য হস্তে লইয়া স্তুতি-পাঠকারী ব্রাহ্মণগণের ধ্বনিতে অযোধ্যা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দেবমন্দিরের দ্বারদেশ শুভ্র করা হইয়াছে। সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতেছে। আনন্দিত জনগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত অযোধ্যাপুরী বেদধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে। অতিশয় উত্তম হস্তী, অশ্ব, ক্ষেত্র ও বৃষগণ হৃষ্ট হইয়া আনন্দধ্বনি করিতেছে। অযোধ্যা-পুরবাসী সকলে আনন্দে পুলকিত হইয়া পতাকা ও মালার দ্বারা সম্পূর্ণ পুরীকে শোভিত করিয়াছে। অযোধ্যাপুরীকে এইরূপ শোভান্বিত দেখিয়া মন্থরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া গেল। অনন্তর ঐ মন্থরা অদূরে অবস্থিত রামধাত্রীকে দেখিতে পাইল। রামধাত্রীর নেত্রদ্বয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে এবং সে শুভ্রপট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মন্থরা জিজ্ঞাসা করিল,—অতিশয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া অর্থবতী রাম-মাতা কিজন্য লোকদিগকে দান করিতে-

উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ং ত্বামভিবর্ত্ততে।
উপপ্লুতমঘৌঘেন নাত্মানমববুধ্যসে ॥১৪
অনিষ্টে শুভগাকারে সৌভাগ্যেন বিকত্থসে।
চলং হি তব সৌভাগ্যং নদ্যাঃ স্রোত ইবোষ্ণগে ॥১৫
এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ক্রুষ্টয়া পরুষং বচঃ।
কুব্জয়া পাপদর্শিন্যা বিষাদমগমৎ পরম্ ॥১৬
কৈকেয়ী ত্বব্রবীৎ কুব্জাং কচ্চিৎ ক্ষেমং ন মন্থরে।
বিষণ্ণবদনাং হি ত্বাং লক্ষয়ে দুঃখিতাম্ ॥১৭
মন্থরা তু বচঃ শ্রুত্বা কৈকেয্যা মধুরাক্ষরম্।
উবাচ ক্রোধসংযুক্তা বাক্যং বাক্যবিশারদা ॥১৮
সা বিষণ্ণতরা ভূত্বা কুব্জা তস্যাং হিতৈষিণী।
বিষাদয়ন্তী প্রোবাচ ভেদয়ন্তী চ রাঘবম্ ॥১৯
অক্ষয়ং তুমহদ্দেবি প্রবৃত্তং ত্বদ্ বিনাশনম্।
রামং দশরথো রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥২০
সাম্প্যগাধে ভয়ে মগ্না দুঃখ-শোকসমন্বিতা।
দহ্যমানানলেনেব ত্বদ্ধিতার্থমিহাগতা ॥২১
তব দুঃখেন কৈকেয়ি মম দুঃখং মহদ্ভবেৎ।
ত্বদ্ বৃদ্ধৌ মম বৃদ্ধিশ্চ ভবেদিহ ন সংশয়ঃ ॥২২
নরাধিপকুলে জাতা মহিষী ত্বং মহীপতেঃ।
উগ্রত্বং রাজধর্মাণাং কথং দেবি ন বুধ্যসে ॥২৩
ধর্মবাদী শঠো ভর্তা ক্রূরবাদী চ দারুণঃ।
শুদ্ধভাবেন জানীষে তেনৈবমতিসন্ধিতা ॥২৪
উপস্থিতঃ প্রযুক্তানস্ত্বয়ি সান্ত্বমনর্থকম্।
অর্থেনৈবাস্য তে ভর্তা কৌসল্যাং যোজয়িষ্যতি ॥২৫

হেন? সকললোকের অতিশয় আনন্দেরই বা কারণ কি, তাহা আমাকে বল। ভূপতি দশরথ অতি হৃষ্ট হইয়া কোন কার্য্য করাইবেন না কি? মন্থরার প্রশ্ন শুনিয়া রামের ধাত্রী অতিশয় আনন্দে বিগলিত হইয়া রামের মহতী রাজলক্ষ্মী-লাভের কথা কুব্জা মন্থরাকে বলিল। ধাত্রী পুনর্বার বলিল,—মহারাজ দশরথ আগামীকল্য পুষ্যানক্ষত্রে নিষ্পাপ ও ক্লেশরহিত রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। ধাত্রীর বাক্য শুনিয়া মন্থরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং অতিদ্রুতগতিতে কৈলাসশৃঙ্গতুল্য উচ্চ প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল। পাপদর্শিনী মন্থরা অতিশয় ক্রোধে দগ্ধপ্রায় হইয়া শয়নগৃহে গমনপূর্ব্বক শয়ানা কৈকেয়ীকে বলিল,—মূঢ়ে! কৈকেয়ি! তুমি কিরূপে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তোমার সম্মুখে ভয় উপস্থিত হইতেছে। তুমি দুঃখরাশির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নিজেকে জানিতে পারিতেছ না। যেজন অন্তরে তোমার প্রতি প্রতিকূল অথচ বাহিরে তোমার প্রতি অনুকূল, সেই পতির জন্য তুমি নিজসৌভাগ্যের শ্লাঘা করিয়া থাক, কিন্তু গ্রীষ্মকালের স্রোতের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য অচিরে নাশপ্রাপ্ত হইবে। ক্রুদ্ধা পাপদর্শিনী কুব্জা মন্থরা এইরূপ রূঢ়বাক্য বলিলে পর কৈকেয়ী অতিশয় বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর কৈকেয়ী কুব্জাকে বলিলেন,—মন্থরে! তোমার কি কোন অমঙ্গল হইয়াছে? তোমাকে অতিশয় বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখিতেছি। কৈকেয়ীর মধুর বাক্য শুনিয়া বাক্যনিপুণা ক্রুদ্ধা মন্থরা বলিল। কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী মন্থরা নিজেকে অতিশয় বিষাদযুক্ত করিয়া কৈকেয়ীকেও বিষাদগ্রস্ত করিতে করিতে রামের প্রতি স্নেহ দূর করিবার ইচ্ছায় বলিতে লাগিল—দেবি! তোমার বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার প্রতীকার নাই। রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন। আমি দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া অগাধ ভয়ে নিমগ্ন হইয়াছি। অগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়াই তোমার হিতের জন্য এখানে আসিয়াছি। কৈকেয়ি! তোমার দুঃখে আমার অতিশয় দুঃখ হইবে। তোমার উন্নতি হইলে আমারও উন্নতি হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। তুমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং রাজার মহিষী হইয়াছ। দেবি! তুমি রাজধর্ম্মের উগ্রতা কেন বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার ভর্তা মুখে ধর্ম্মকথা বলেন, কিন্তু কার্য্যে তিনি অতি শঠ। তাঁহার মুখে মধুর বাক্য, কিন্তু হৃদয় অতি-ক্রূর। তুমি তাঁহাকে বিশুদ্ধস্বভাব বলিয়া মনে কর, সেইজন্য বঞ্চিত হইতেছ। তোমার স্বামী তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া কতকগুলী অনর্থক প্রিয়বাক্য বলেন। তিনিই অদ্য রাজ্যৈশ্বর্য্য কৌশল্যাকে প্রদান করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন।১-২৫

দুষ্টপ্রকৃতি নরপতি ভরতকে তোমার পিতৃগৃহে প্রবাসে পাঠাইয়া আগামীকল্য নিষ্কণ্টক রাজ্যে রামকে স্থাপন করিতেছেন। মুগ্ধে! মাতা যেরূপ পুত্রের মঙ্গল-

অপবাহ্য তু দুষ্টাত্মা ভরতং তব বন্ধুষু।
কালো স্থাপয়িতা রামং রাজ্যে নিহতকণ্টকে ॥২৬
শত্রুঃ পতিপ্রবাদেন মাত্রেব হিতকাম্যয়া।
আশীবিষ ইবাঙ্কেন বালে পরিধৃতস্ত্বয়া ॥২৭
যথা হি কুর্য্যাচ্ছত্রুর্বা সর্পো বা প্রত্যুপেক্ষিতঃ।
রাজ্ঞা দশরথেনাদ্য সপুত্রা ত্বং তথা কৃতা ॥২৮
পাপেনানৃতসান্ত্বেন বালে নিত্যং সুখোচিতা।
রামং স্থাপয়তা রাজ্যে সানুবন্ধা হতা হ্যসি ॥২৯
সা প্রাপ্তকালং কৈকেয়ি ক্ষিপ্রং কুরু হিতং তব।
ত্রায়স্ব পুত্রমাত্মানং মাঞ্চ বিপ্রসহ্যদর্শনে ॥৩০
মন্থরায়া বচঃ শ্রুত্বা শয়নাৎ সা শুভাননা।
উত্তস্থৌ হর্ষসম্পূর্ণা চন্দ্রলেখেব শারদী ॥৩১
অতীব সা তু সন্তুষ্টা কৈকয়ী বিস্ময়ান্বিতা।
দিব্যাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভম্ ॥৩২
দত্ত্বা ত্বাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রমদোত্তমা।
কৈকয়ী মন্থরাং হৃষ্টা পুনরেবাব্রবীদিদম্ ॥৩৩
ইদং তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্।
এতস্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে ॥৩৪
রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥৩৫
ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ
প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্।
তথা ব্রুবোচস্ত্বমতঃ প্রিয়োত্তরং
বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥৩

কামনা গোপন করেন, সেইরূপ মনস্কামনার সহিত তুমি সর্পের ন্যায় কুব্জাকে পতিবোধে অঙ্কে ধারণ করিয়াছ। শত্রু ও সর্প উপেক্ষিত হইলে যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে, অদ্য রাজা দশরথও তোমার পুত্রের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিতেছেন ।২৬-২৮

তুমি সর্বদা সুখভোগে অভ্যস্ত হইয়াছ, কিন্তু মূঢ়ে! পাপকার্য্যকারী মিথ্যা অথচ মধুরবাক্যের বক্তা দশরথ রামকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমাকে সপরিজনে নিহত করিতেছেন। কৈকেয়ি! এই সময় তোমার হিতসাধক কার্য্য অতিশীঘ্র সম্পন্ন কর। তোমাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি, যেহেতু এই দুঃসংবাদ শুনিয়াও তোমার আনন্দের চিহ্ন দেখিতেছি। কিন্তু তুমি নিজেকে, নিজপুত্রকে ও আমাকে রক্ষা কর। শুভমুখী কৈকেয়ী মন্থরার কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দে পূর্ণ হইলেন এবং শরৎকালীন চন্দ্রকলার ন্যায় প্রকাশমান হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। রামের অভিষেক-বার্ত্তা শুনিয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া ঐ কুব্জাকে দিব্য উত্তম আভরণ প্রদান করিলেন। কুব্জাকে আভরণ প্রদান করিয়া রমণীশ্রেষ্ঠা কৈকেয়ী আনন্দের সহিত পুনর্বার মন্থরাকে বলিলেন,—মন্থরে! তুমি আমাকে অতিসুখকর সংবাদ শুনাইলে! এই যে প্রিয়সংবাদ তুমি বলিলে, ইহার জন্য আমি তোমাকে আর কি দান করিব? আমি ত রামে ও ভরতে কোন পার্থক্য দেখিনা। যেহেতু রাজা দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন, সেইজন্য আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি। রামের অভিষেক-সংবাদ অপেক্ষা অধিকপ্রীতিকর সংবাদ আমার নিকট কিছুই হইতে পারে না। তুমি ঐ সংবাদ আমাকে বলিয়াছ, এইজন্য তুমি উত্তম প্রিয়বস্তু পাইবার যোগ্য। অতিসুখকর শ্রেষ্ঠসংবাদ তুমি বলিয়াছ, অতএব তোমাকে শ্রেষ্ঠবস্তু দান করিব, তুমি প্রার্থনা কর ।২৯-৩৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ সর্গঃ

[রামাভিষেকমধিকৃত্য কৈকয়ী-মন্থরয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী।]

মন্থরা ত্বভ্যসূয়্যৈনামুৎসৃজ্যাভরণং হি তৎ ॥
উবাচেদং ততো বাক্যং কোপ-দুঃখসমন্বিতা ॥১
হর্ষং কিমর্থমস্থানে কৃতবত্যসি বালিশে।
শোকসাগরমধ্যস্থং নাত্মানমববুধ্যসে ॥২
মনসা প্রসহামি ত্বাং দেবি দুঃখার্দিতা সতী।
যস্ত্বোচিতব্যে হৃষ্টাসি প্রাপ্য ত্বং ব্যসনং মহৎ ॥৩
শোচামি দুর্মতিং ত্বং তে কা হি প্রাজ্ঞা প্রহর্ষয়েৎ।
অরেঃ সপত্নীপুত্রস্য বৃদ্ধিং মৃত্যোরিবাগতাম্ ॥৪
ভরতাদেব রামস্য রাজ্যসাধারণাদ্ভয়ম্।
তদ্ বিচিন্ত্য বিনষ্টাস্মি ভয়ং ভীতাদ্ধি জায়তে ॥৫
লক্ষ্মণো হি মহাবাহু রামং সর্বাত্মনা গতঃ।
শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং কাকুৎস্থং লক্ষ্মণো যথা ॥৬
প্রত্যাদানক্রমেণাপি ভরতস্যৈব ভামিনি।
রাজ্যক্রমো বিসৃষ্টস্য তয়োস্তাবদ্ যবীয়সোঃ ॥৭
বিদুষঃ ক্ষত্রচারিত্রে প্রাজ্ঞস্য প্রাপ্তকারিণঃ।
ভয়াৎ প্রবেপে রামস্য চিন্তয়ন্তী তবাত্মজম্ ॥৮
সুভগা কিল কৌসল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে।
যৌবরাজ্যেন মহতা ঋণ পুষ্যেণ বিজোডুমৈঃ ॥৯
প্রাপ্তাং বসুমতীং প্রীতিং প্রতীতাং হতবিদ্বিষম্।
উপস্থাস্যসি কৌসল্যাং দাসীবদ্ধং কৃতাঞ্জলিঃ ॥১০
এবঞ্চ ত্বং মহাস্মাভিস্তস্যাঃ প্রেষ্যা ভবিষ্যসি।
পুত্রশ্চ তব রামস্য প্রেষ্যত্বং হি গমিষ্যতি ॥১১
হৃষ্টা খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অপ্রহৃষ্টা ভবিষ্যন্তি সুনাস্তে ভরতক্ষয়ে ॥১২

অষ্টম সর্গ

[রামাভিষেক-সম্বন্ধে কৈকেয়ী এবং মন্থরার উক্তি-প্রত্যুক্তি।]

ক্রোধে ও দুঃখে অভিভূত মন্থরা কৈকেয়ীপ্রদত্ত আভরণ ফেলিয়া দিয়া অসূয়াপ্রদর্শনপূর্বক বলিল,—বুদ্ধিরহিতে! তুমি দুঃখের সময়ে কিজন্য আনন্দ-প্রকাশ করিতেছ? তুমি শোকসাগরমধ্যে পতিত হইয়াও নিজে বুঝিতে পারিতেছ না। দেবি! তোমার দুঃখে মর্মাহত হইয়াও মনে মনে ত্রাস করিতেছি এই কারণে যে, তুমি ঘোরবিপদের সম্মুখীন হইয়াও শোকের পরিবর্তে হর্ষপ্রকাশ করিতেছ। তোমার দুর্মতির জন্য আমি অনুশোচনা করিতেছি। মৃত্যুতুল্য সপত্নীপুত্রের শ্রীবৃদ্ধিতে কোন্ বুদ্ধিমতী মহিলা আনন্দ লাভ করে? রাজ্য সকলভ্রাতার সাধারণভোগ্য। এই কারণে ভরত হইতেই রামের ভয় হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বিষণ্ণ হইয়াছি। কেননা ভীতব্যক্তি হইতে বেশী ভয় হইয়া থাকে (ভীতব্যক্তি ভয়দাতার প্রতি প্রতিরোধ করিতে সর্বদা চেষ্টা করে)। মহাবাহু লক্ষ্মণ সর্বতোভাবে রামের অনুগত। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত, শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের অনুগত। সুতরাং ঐ দুই ভ্রাতা হইতে রামের কোনরূপ ভয় নাই। ভামিনি! উৎপত্তিক্রমানুসারে ভরতের রাজ্য আক্রমণ করা সম্ভব। কনিষ্ঠ বলিয়া লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন হইতে এরূপ কোন আশঙ্কা নাই। রাম পরমবিদ্বান্ ও ক্ষত্রিয়োচিত কার্যসাধনে নিপুণ। তাঁহার নিকট হইতে তোমার পুত্রের প্রতি অবশ্যম্ভাবী অনর্থের কথা চিন্তা করিয়া আমি ভয়ে কম্পিত হইতেছি। যাহার পুত্র দুর্লভ যুবরাজ-পদে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকর্তৃক কল্য অভিষিক্ত হইবে, সেই কৌসল্যা সত্যই সৌভাগ্যবতী। কৌসল্যা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইবেন এবং তজ্জন্য পরমপ্রীতিলাভ করিবেন, তাঁহার শত্রু কেহ থাকিবে না। তুমি দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌসল্যার সেবা করিতে বাধ্য হইবে।১-১০

এইভাবে আমাদের সহিত তুমিও কৌসল্যার

তাং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাং ব্রুবন্তীং মন্থরাং ততঃ।
রামস্যৈব গুণান্ দেবী কৈকয়ী প্রশশংস হ ॥১৩
ধর্মজ্ঞো গুণবান্ দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাগ্ শুচিঃ।
রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যমতোঽর্হতি ॥১৪
ভ্রাতৄন্ ভৃত্যাংশ্চ দীর্ঘায়ুঃ পিতৃবৎ পালয়িষ্যতি।
সন্তপ্যসে কথং কুব্জে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্ ।১৫
ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবং বর্ষশতাৎ পরম্।
পিতৃ-পৈতামহং রাজ্যমবাপ্স্যতি নরর্ষভঃ ॥১৬
সা ত্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে দহ্যমানেব মন্থরে।
ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কিমিদং পরিতপ্যসে ॥১৭
যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌসল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু ॥১৮
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তদ্ধলা।
মন্যতে হি যথাত্মানং তথা ভ্রাতৄংস্তু রাঘবঃ ॥১৯
কৈকেয্যা বচনং শ্রুত্বা মন্থরা ভৃশদুঃখিতা।
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ।২০
অনর্থদর্শিনী মৌর্খ্যান্নাত্মানমববুধ্যসে।
শোক-ব্যসনবিস্তীর্ণে মজ্জন্তী দুঃখসাগরে ।২১
ভবিতা রাঘবো রাজা রাঘবস্য চ যঃ সুতঃ।
রাজবংশাত্তু ভরতঃ কৈকয়ি পরিহাস্যতে ॥২২
নহি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভামিনি।
স্থাপ্যমানেষু সর্বেষু মহানননয়ো ভবেৎ ॥২৩
তস্মাজ্জ্যেষ্ঠে হি কৈকয়ি রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ।
স্থাপয়ন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎসিতরেষ্বপি ॥২৪

পরিচারিকা হইবে এবং তোমার পুত্র ভরতও রামের দাসত্ব করিবে। রামের পত্নী সীতা সখীগণের সহিত অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইবেন এবং ভরতের বিপত্তিতে তোমার পুত্রবধূ সখীগণের সহিত দুঃখিত হইবেন। এইরূপ কটুভাষিণী মন্থরাকে রামের প্রতি বিদ্বেষভাবযুক্ত দেখিয়া দেবী কৈকেয়ী রামের সদ্গুণসমূহের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন,—মন্থরে! তুমি কি জান না যে, শ্রীমান্ রাম পরমধার্মিক, সর্বসদ্গুণ-সম্পন্ন, সুশিক্ষিত, কৃতজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ ও অতিপবিত্রচেতা। মহারাজের পুত্রগণের মধ্যে রামই জ্যেষ্ঠ। অতএব সে যৌবরাজ্য পাইবার যোগ্য। শ্রীমান্ রাম দীর্ঘজীবী হইয়া পিতার ন্যায় ভ্রাতৃগণকে ও ভৃত্যগণকে পালন করিতে থাকিবে। কুব্জে! রামের অভিষেক-সংবাদ শুনিয়া তুমি এত সন্তপ্ত হইতেছ কেন? রামের শতবর্ষ রাজ্যপালনের পর নরশ্রেষ্ঠ ভরতও পিতৃ-পিতামহপালিত রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। মন্থরে! ভবিষ্যৎকালের মঙ্গলের হেতু এই মহোৎসব সময়ে তুমি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার মত কেন পরিতাপ ভোগ করিতেছ? আমি যেরূপ ভরতের শুভাকাঙ্ক্ষিণী, সেইরূপ, অথবা তাহা হইতে অধিকতর রামের শুভাকাঙ্ক্ষিণী। শ্রীমান্ রাম নিজজননী কৌশল্যা অপেক্ষা আমাকে অধিকতর শ্রদ্ধা ও আদর করে। যদি রামের রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে ভরতেরও ত রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়াই গেল, যেহেতু রাম ভ্রাতাদিগকে নিজশরীরের মত মনে করে। কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া মন্থরা অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং তপ্তদীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে পুনর্বার বলিতে লাগিল,—কৈকেয়ি! তুমি মূর্খতাবশতঃ নিজস্বার্থ দেখিতেছ না, এইজন্য নিজের দুরবস্থা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। শোক-বিপৎপূর্ণ দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছ। এক্ষণে রাম রাজা হইতেছেন, ইহার পরে তাঁহার পুত্র রাজা হইবেন। এইরূপ হইলে অবশ্যই রাজবংশ হইতে ভরত অপসারিত হইবেন। ভামিনি! রাজার সকল পুত্রই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সকল পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে অতিশয় দুর্নীতি প্রকাশ পায়। সুন্দরি! কৈকেয়ি! এইজন্যই ভূপতিগণ অন্যান্য পুত্রেরা সদ্গুণ-সম্পন্ন হইলেও জ্যেষ্ঠপুত্রের উপরই রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া থাকেন। পুত্রবৎসলে! তোমার পুত্র অনাথ-বালকের মত সকল সুখ ও রাজবংশ হইতে অত্যন্ত বঞ্চিত হইবেন।১১-২৫

আমি তোমার স্বার্থেই এখানে আসিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিতেছ না। এইজন্য সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতেও তুমি আমাকে উত্তম পারিতোষিক দান

অসাবত্যন্তনির্ভগ্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
অনাথবৎ সুখেভ্যশ্চ রাজবংশাচ্চ বৎসলে ॥২৫

সাহং ত্বদর্থে সম্প্রাপ্তা ত্বং তু মাং নাববুধ্যসে।
সপত্নিবৃদ্ধৌ যা মে ত্বং প্রদ্বেষং দাতুমর্হসি ॥২৬

ধ্রুবং তু ভরতং রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
দেশান্তরং নায়য়িতা লোকান্তরমথাপি বা ॥২৭

বাল এব তু মাতুল্যং ভরতো নায়িতস্ত্বয়া।
সন্নিকর্ষাচ্চ সৌহার্দং জায়তে স্থাবরেষ্বিব ॥২৮

ভরতানুবশাৎ সোঽপি শত্রুঘ্নস্তৎসমং গতঃ।
লক্ষ্মণো হি যথা রামং তথায়ং ভরতং গতঃ ॥২৯

শ্রূয়তে হি দ্রুমঃ কশ্চিচ্ছেত্তব্যো বনজীবনৈঃ।
সন্নিকর্ষাদিষীকাভির্মোচিতঃ পরমাদ্ভয়াৎ ॥৩০

গোপ্তা হি রামঃ সৌমিত্রির্লক্ষ্মণং চাপি রাঘবঃ।
অশ্বিনোরিব সৌভ্রাত্রং তয়োর্লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৩১

তস্মান্ন লক্ষ্মণে রামঃ পাপং কিঞ্চিৎ করিষ্যতি।
রামস্তু ভরতে পাপং কুর্য্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥৩২

তস্মাদ্ রাজগৃহাদেব বনং গচ্ছতু রাঘবঃ।
এতদ্ বিরোচতে মহ্যং ভৃশং চাপি হিতং তব ॥৩৩

এবং তে জ্ঞাতিপক্ষস্য শ্রেয়শ্চৈব ভবিষ্যতি।
যদি চেদ্ ভরতো ধর্মাৎ পিত্র্যং রাজ্যমবাপ্স্যতি ॥৩৪

স তে সুখোচিতো বালো রামস্য সহজো রিপুঃ।
সমুদ্ধার্থস্য নষ্টার্থো জীবিষ্যতি কথং বশে ॥৩৫

অভিক্রুদ্ধমিবারণ্যে সিংহেন গজযূথপম্।
প্রচ্ছাদ্যমানং রামেণ ভরতং ত্রাতুমর্হসি ॥৩৬

দর্পান্নিরাকৃতা পূর্বং ত্বয়া সৌভাগ্যবত্তয়া।
রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন যাপয়েৎ ॥৩৭

যদা চ রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতে
প্রভূতরত্নাকরশৈলসংযুতাম্।

করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাম নিষ্কণ্টক-রাজ্যলাভ করিয়া ভরতকে নিশ্চয়ই দেশান্তরে নির্বাসিত কিংবা পরলোকে প্রেরিত করিবেন। তুমি ভরতকে বালক অবস্থা হইতে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়া রাখিয়াছ। ভরত যদি দশরথের নিকটে থাকিতেন, তাহা হইলে রামের ন্যায় তাঁহার প্রতিও দশরথের স্নেহভাব প্রকাশ পাইত। স্থাবরবস্তুও নিকটে থাকিলে লোকের তাহাতে মমতা হয়। ভরতের প্রতি আনুগত্য থাকায় শত্রুঘ্নও তাঁহার সহিত গিয়াছেন। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত, শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের অনুগত। লোকমুখে শোনা যায় যে—বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া জীবিকানির্বাহকারী ব্যক্তিগণ একটি বৃক্ষকে ছেদন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বল্লকণ্টকে বেষ্টিত থাকায় অতিশয় ভয়ে ঐ বৃক্ষকে ত্যাগ করিয়াছিল ॥২৬-৩০

সুমিত্রানন্দন রামকে রক্ষা করিবেন এবং রাম তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদের উভয়ের ভ্রাতৃপ্রেম লোকবিখ্যাত হইয়াছে। এইজন্য রাম লক্ষ্মণের প্রতি কোনরূপ পাপাচরণ করিবেন না, কিন্তু রাম ভরতের প্রতি পাপাচরণ করিবেনই—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন আমার নিকট ইহাই অতিপ্রেত মনে হইতেছে যে, রামের নিকট হইতে পাপাচরণ হইতে পারে বলিয়া রঘুনন্দন ভরত মাতুলগৃহ হইতেই বনে গমন করুন (*)। ইহাই তোমার পক্ষে বর্তমানে হিতকর। যদি ভরত পিতার অনুমতিক্রমে রাজ্যপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তোমার জ্ঞাতিগণের মঙ্গল হইবে। রাজসুখযোগ্য তোমার তনয় রামের সহজ-শত্রু। রাজ্যনাশ হইলে তিনি কিরূপে ঐশ্বর্যবান্ রামের অধীনে থাকিবেন? অরণ্যে সিংহের দ্বারা আক্রান্ত যূথপতি হস্তীর ন্যায় রামের দ্বারা আক্রান্ত ভরতকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। নিজসৌভাগ্যের জন্য তুমি সপত্নী রাম-মাতাকে গর্ববশতঃ পূর্বে অবজ্ঞা করিয়াছ। এখন তিনি বৈরিতার প্রতিশোধ লইবেন না কেন? ভামিনি! প্রচুররত্নপূর্ণ সমুদ্র ও পর্বতের দ্বারা বেষ্টিত পৃথিবীকে রাম যখন প্রাপ্ত হইবেন, তখন তুমি নিজপুত্রের সহিত অতিদীনভাবে অমঙ্গলজনক পরাজয়

* ৩৩ নং শ্লোকের ব্যাখ্যাতে কেহ কেহ 'রাঘব' পদের অর্থ 'শ্রীরামচন্দ্র' করিয়া তাঁহারই বনগমন—এইরূপ দেখাইয়াছেন। কিন্তু টীকাকার বলিয়াছেন—'রাজ্যাৎ' অর্থাৎ মহারাজ মাতুলগৃহ হইতে ভরতের বনগমন; কারণ, ঐরূপ আদেশ হইল—রাজেন্দ্র রাজা হইয়া ভরতকে প্রবাস করিবেন। চতুরা অপেক্ষা বনে রাখিয়া জীবনধারণ শ্রেয়। 'জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি'—ইহা শাস্ত্রবাক্য।

তদা গমিষ্যস্যশুভং পরাভবং
সহৈব দীনা ভরতেন ভামিনি ॥৩৮
যদা হি রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতে
ধ্রুবং প্রণষ্টো ভরতো ভবিষ্যতি।
অতো হি সংচিন্তয় রাজ্যমাশুতে
পরস্য চৈবাস্য বিবাসকারণম্ ॥৩৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

প্রাপ্ত হইবে। রাম যখন পৃথিবী প্রাপ্ত হইবেন, তখন ভরত নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। অতএব চিন্তা করিয়া স্থির কর, কিরূপে তোমার পুত্রের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত হয় এবং রামের নির্বাসন হয় ।৩৮-৩৯

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবমঃ সর্গঃ

[রামাভিষেকপ্রতিবন্ধকোপায়ং চিন্তয়িতুং মন্থরাং প্রতি কৈকয্যা আদেশঃ, মন্থরয়াশ্চ তদুপায়কথনম্, কৈকয্যা ক্রোধাগারং প্রবিশ্য মন্থরয়া সহ কথোপকথনং ভূমিশয়নঞ্চ।]

এবমুক্তা তু কৈকয়ী ক্রোধেন জ্বলিতাননা।
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য মন্থরামিদমব্রবীৎ ॥১
অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়াম্যহম্।
যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্রমদ্যাভিষেচয়ে ॥২
ইদং ত্বিদানীং সম্পশ্য কেনোপায়েন সাধ্যতে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন ॥৩
এবমুক্তা তু সা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী।
রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ॥৪
হন্তেদানীং প্রপশ্য ত্বং কৈকয়ি শ্রূয়তাং বচঃ।
যথা তে ভরতো রাজ্যং পুত্রঃ প্রাপ্স্যতি কেবলম্ ॥৫
কিং ন স্মরসি কৈকয়ি সুরণ্ডী বা নিগৃহসে।
যদুচ্যমানমাত্মার্থং মত্তস্ত্বং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৬
ময়োচ্যমানং যদি তে শ্রোতুং ছন্দো বিলাসিনি।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি শ্রুত্বা চৈতদ্ বিধীয়তাম্ ॥৭
শ্রুত্বৈবং বচনং তস্যা মন্থরায়াস্তু কৈকয়ী।
কিঞ্চিদুত্থায় শয়নাৎ স্বাস্তীর্ণাদিদমব্রবীৎ ॥৮
কথয়স্ব মমোপায়ং কেনোপায়েন মন্থরে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন ॥৯

নবম সর্গ

[রামের অভিষেক বন্ধ করিবার উপায় চিন্তা করিবার জন্য মন্থরার প্রতি কৈকেয়ীর আদেশ, মন্থরার তদুপায়কথন, ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া কৈকেয়ীর মন্থরার সহিত কথোপকথন ও ভূমিশয়ন।]

মন্থরা এইরূপ বলিলে পর কৈকেয়ী ক্রোধে আরক্তমুখী হইয়া তপ্তদীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মন্থরাকে বলিলেন,—আমি অদ্যই রামকে অযোধ্যা হইতে অরণ্যে সত্বর প্রেরণ করিব এবং অদ্যই ভরতকে যৌবরাজ্যে শীঘ্রই অভিষিক্ত করিব। কি উপায় অবলম্বন করিলে ভরত রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে এবং রাম কখনই পাইবে না, তুমি এখন সেই উপায় স্থির কর। কৈকেয়ী এইরূপ বলিলে পাপদর্শিনী মন্থরা রামের অভিষেকে বিঘ্ন করিবার জন্য কৈকেয়ীকে বলিল,—কৈকেয়ি! যে উপায়ে তোমার পুত্র ভরতই রাজ্যপ্রাপ্ত হয়, তাহা এখন আমি বলিতেছি। আমার কথা শ্রবণ কর এবং বিচার করিয়া দেখ। কৈকেয়ি! তুমি কি স্মরণ করিতে পারিতেছ না কিংবা স্মরণ করিয়াও গোপন করিতেছ, যেজন্য নিজহিতের প্রয়োজনে আমার নিকট হইতে উপায় শুনিতে চাহিতেছ? বিলাসিনি! আমার নিকট হইতে শুনিতেই যদি তোমার একান্ত ইচ্ছা, তবে আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং অনন্তর তদনুসারে কার্য্য কর। মন্থরার এইরূপ বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ী উত্তম শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—

এবমুক্তা তদা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী।
রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ॥১০
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে সহ রাজর্ষিভিঃ পতিঃ।
অগচ্ছস্ত্বামুপাদায় দেবরাজস্য সাহ্যকৃৎ ॥১১
দিশমাস্থায় কৈকয়ী দক্ষিণাং দণ্ডকান্ প্রতি।
বৈজয়ন্তমিতি খ্যাতং পুরং যত্র তিমিধ্বজঃ ॥১২
স শম্বর ইতি খ্যাতঃ শতমায়ো মহাসুরঃ।
দদৌ শক্রস্য সংগ্রামং দেবসঙ্ঘৈরনির্জিতঃ ॥১৩
তস্মিন্মহতি সংগ্রামে পুরুষান্ ক্ষতবিক্ষতান্।
রাত্রৌ প্রসুপ্তান্ ঘ্নন্তি স্ম তরসাপাস্য রাক্ষসাঃ ॥১৪
তত্রাকরোন্মহাযুদ্ধং রাজা দশরথস্তদা।
অসুরৈশ্চ মহাবাহুঃ শস্ত্রৈশ্চ শকলীকৃতঃ ॥১৫
অপবাহ্য ত্বয়া দেবি সংগ্রামান্নষ্টচেতনঃ।
তত্রাপি বিক্ষতঃ শস্ত্রৈঃ পতিস্তে রক্ষিতত্বয়া ॥১৬
তুষ্টেন তেন দত্তৌ তে দ্বৌ বরৌ শুভদর্শনে।
স ত্বয়োক্তঃ পতির্দেবি যদেচ্ছেয়ং তদা বরম্ ॥১৭
গৃহীষ্যাং ত্বহং তদা ভর্তস্তথেত্যুক্তং মহাত্মনা।
অনভিজ্ঞা ত্বহং দেবি ত্বয়ৈব কথিতং পুরা ॥১৮
কথৈষা তব তু স্নেহাত্মনসা ধার্য্যতে ময়া।
রামাভিষেকসম্ভারান্নিগৃহ্য বিনিবর্তয় ॥১৯
তৌ চ যাচস্ব ভর্তারং ভরতস্যাভিষেচনম্।
প্রব্রাজনঞ্চ রামস্য বর্ষাণি চ চতুর্দশ ॥২০
চতুর্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
প্রজাভাবগতস্নেহঃ স্থিরঃ পুত্রো ভবিষ্যতি ॥২১
ক্রোধাগারং প্রবিশ্যাশু ক্রুদ্ধেবাশ্বপতেঃ সুতে।
শেষ্বানন্তর্হিতায়াং ত্বং ভূমৌ মলিনবাসিনী ॥২২
মাস্মৈনং প্রত্যুদীক্ষেথা মা চৈনমভিভাষথাঃ।
রুদন্তী পার্থিবং দৃষ্ট্বা ভূমৌ শোকালসা ॥২৩

মন্থরে! তুমি আমাকে সেই উপায় বল, যে উপায় অবলম্বন করিলে ভরত রাজ্য পায় এবং রাম না পায়। কৈকেয়ী এরূপ বলিলে পাপদর্শিনী মন্থরা রামের অভিষেকে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে বলিল,—অনেকদিন পূর্বে দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তোমার পতি দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যকারী হইয়া রাজর্ষিগণের সহিত গমন করিয়াছিলেন। তিনি তোমাকেও লইয়া গিয়াছিলেন। কৈকেয়ি! দক্ষিণদিকে দণ্ডকনামক দেশে বৈজয়ন্তনামে বিখ্যাত নগর আছে। তিমিধ্বজনামক দৈত্য ঐ নগরের অধিপতি। ঐ দৈত্য অতিশয় মায়াবী ও বলবান্। সে শম্বরনামেও বিখ্যাত। ঐ শম্বর-দৈত্য দেবগণসহিত ইন্দ্রকে সংগ্রামে আহ্বান করিয়াছিল। শম্বরের সহিত মহাযুদ্ধ চলিতে থাকায় ক্ষতবিক্ষত সৈন্যগণ রাত্রিকালে সুপ্ত হইলে রাক্ষসগণ সত্বর আসিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করত তাহাদিগকে নিহত করিত। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাজ দশরথ তুমুলসংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে অসুরগণ শস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে। তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছিলে এবং সেখানে শস্ত্রের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত পতিকে রক্ষা করিয়াছিলে। দেবি! শুভদর্শনে! তোমার পতি ইহাতে অতিতুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন তুমি বলিয়াছিলে যে—যখন ইচ্ছা হইবে, তখন বরগ্রহণ করিব। ইহাতে তোমার মহাত্মা স্বামী 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি দিয়াছিলেন। অবশ্য আমি এই বিষয়ের কিছুই জানিতাম না, পূর্বে তুমিই আমাকে এই সব বলিয়াছিলে। তোমার প্রতি স্নেহবশত আমি এই সকল কথা মনে করিয়া রাখিয়াছি। এখন তুমি রামের অভিষেক হইতে মহারাজকে বলপূর্বক নিবৃত্ত কর। তুমি পতির নিকট সেই দুইটি বর প্রার্থনা কর, এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অন্য বরে চতুর্দশবৎসর যাবৎ রামের নির্বাসন।১-২০

চতুর্দশবৎসর যাবৎ রাম যদি বনে নির্বাসিত হয়, তাহা হইলে তোমার পুত্র প্রজাগণের প্রীতিভাজন হইয়া রাজ্যে অটল হইতে পারিবে। অশ্বপতিনন্দিনি! অদ্য তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ কর এবং মলিন-বস্ত্র ধারণ করিয়া শয্যাহীন-ভূমিতে শয়ন করিয়া থাক।

দয়িতা ত্বং সদা ভর্তুরত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।
ত্বৎকৃতে চ মহারাজো বিশেদপি হুতাশনম্ ॥২৪
ন ত্বাং ক্রোধয়িতুং শক্তো ন ক্রুদ্ধাং প্রত্যুদীক্ষিতুম্।
তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ ॥২৫
ন হ্যতিক্রমিতুং শক্তস্তব বাক্যং মহীপতিঃ।
মন্দস্বভাবে বুধ্যস্ব সৌভাগ্যবলমাত্মনঃ ॥২৬
মণি-মুক্তা-সুবর্ণানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
দদ্যাদ্ দশরথো রাজা মাস্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ ॥২৭
যৌ তৌ দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথো নদৌ।
তৌ স্মারয় মহাভাগে সোঽর্থো ন ত্বা ক্রমেদতি ॥২৮
যদা তু তে বরং দদ্যাৎ স্বয়মুত্থাপ্য রাঘবঃ।
ব্যবস্থাপ্য মহারাজং ত্বমিমং বৃণুয়া বরম্ ॥২৯
রামপ্রব্রজনং দূরং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।
ভরতঃ ক্রিয়তাং রাজা পৃথিব্যাং পার্থিবর্ষভ ॥৩০
চতুর্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
রূঢ়শ্চ কৃতমূলশ্চ শেষং স্থাস্যতি তে সুতঃ ॥৩১
রামপ্রব্রাজনং চৈব দেবি যাচস্ব তং বরম্।
এবং সেৎস্যন্তি পুত্রস্য সর্বার্থাস্তব কামিনি ॥৩২
এবং প্রব্রাজিতশ্চৈব রামোঽরামো ভবিষ্যতি।
ভরতশ্চ গতামিত্রস্তব রাজা ভবিষ্যতি ॥৩৩
যেন কালেন রামশ্চ বনাৎ প্রত্যাগমিষ্যতি।
অন্তর্বহিশ্চ পুত্রস্তে কৃতমূলো ভবিষ্যতি ॥৩৪
সংগৃহীতমনুষ্যশ্চ সুহৃদ্ভিঃ সাকমাত্মবান্।
প্রাপ্তকালং তু মন্যেঽহং রাজানং বীতসাধ্বসা ॥৩৫
রামাভিষেকসঙ্কল্পান্নিগৃহ্য বিনিবর্তয়।
অনর্থমর্থরূপেণ গ্রাহিতা সা তত্তয়া ॥৩৬
হৃষ্টা প্রতীতা কৈকেয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ।
সা হি বাক্যেন কুব্জায়াঃ কিশোরীবোৎপথং গতা ॥৩৭

দশরথকে সমাগত দেখিয়া শোকাবেগে রোদন করিও, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না এবং তাঁহার সঙ্গে কোন কথাও বলিও না। তুমি পতির প্রিয়তমা পত্নী—ইহাতে আমার সংশয় নাই। মহারাজ তোমার জন্য অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি তোমার ক্রোধ উৎপাদন করিতে পারেন না। তুমি ক্রুদ্ধ হইলে তিনি তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইবেন না। তোমার প্রীতির জন্য রাজা প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারেন। ভূপতি কখনই তোমার কথা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন না। কৈকেয়ি! তুমি অতিমন্দবুদ্ধি, সেইজন্য বলিতেছি যে, তুমি নিজের সৌভাগ্য-শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। রাজা দশরথ তোমাকে নানাবিধ মণি, মুক্তা, বস্ত্র ও সুবর্ণ দিতে চাহিবেন, কিন্তু তুমি ঐসব বস্তুতে অভিলাষ করিও না। মহাভাগ্যবতি! রাজা দশরথ দেবাসুরযুদ্ধকালে যে দুইটি বর দিয়াছিলেন, সেই দুইটি বরের কথা মহারাজকে স্মরণ করাইও। তুমি প্রার্থিতব্য বিষয় দুইটি ভুলিয়া যাইও না। রঘুনন্দন দশরথ যখন তোমাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া বর দিতে উদ্যত হইবেন, তখন তুমি মহারাজকে শপথ করাইয়া এই বর প্রার্থনা করিবে যে—রাজেন্দ্র! চতুর্দশবৎসর যাবৎ দুরন্বিত অরণ্যে রামকে নির্বাসিত করুন এবং পৃথিবীতে ভরতকে রাজা করুন।২১-৩০

রাম যদি চতুর্দশবৎসর বনে নির্বাসিত হন, তাহা হইলে তোমার পুত্র সকলকে বশীভূত করিয়া নিষ্কণ্টকে চিরকাল রাজ্য থাকিতে পারিবে। দেবি! তুমি রামের নির্বাসনরূপ ঐ বর প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তোমার পুত্রের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নির্বাসিত হইলে রাম কালক্রমে প্রজাগণের প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। তখন তোমার ভরত শত্রুহীন রাজা হইতে পারিবেন। চতুর্দশবর্ষ পরে রাম যে সময় বন হইতে ফিরিয়া আসিবেন, ততদিনে ভরত স্বাধীনসৈন্য ও সুহৃদ্গণের সহিত প্রজাগণের অন্তরে ও বাহিরে প্রভুশক্তি সমূলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। এইজন্য আমি উপযুক্ত সময়ে বলিতেছি যে, তুমি নির্ভয়ে রামের অভিষেক-সঙ্কল্প হইতে মহারাজকে বলপূর্বক নিবৃত্ত কর। এইভাবে অতিশয় অনর্থকে স্বার্থ বলিয়া বুঝাইয়া মন্থরা কৈকেয়ীকে তাহা গ্রহণ করাইল। কুব্জা মন্থরার বাক্যে কৈকেয়ী বিপথে প্রবৃত্ত হইলেন। শিশু অন্ধের

কৈকয়ী বিস্ময়ং প্রাপ্য পরং পরমদর্শনা।
প্রজ্ঞাং তে নাবজানামি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠাভিধায়িনি ॥৩৮
পৃথিব্যামপি কুব্জানামুত্তমা বুদ্ধিনিশ্চয়ে।
ত্বমেব তু মমার্থেষু নিত্যযুক্তা হিতৈষিণী ॥৩৯
নাহং সমববুধ্যেয়ং কুব্জে রাজ্ঞশ্চিকীর্ষিতম্।
সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জাঃ বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ ॥৪০
ত্বং পদ্মমিব বাতেন সন্নতা প্রিয়দর্শনা।
উন্নতেঽভিনিবিষ্টং বৈ যাবৎ স্কন্ধাৎ সমুন্নতম্ ॥৪১
অধস্তাচ্চোদরং শান্তং সুনাভমিব লম্বিতম্।
প্রতিপূর্ণঞ্চ জঘনং সুপীনৌ চ পয়োধরৌ ॥৪২
বিমলেন্দুসমং বক্ত্রমহো রাজসি মন্থরে!
জঘনং তব নিমু ষ্টং রশনা-দামভূষিতম্ ॥৪৩
জঙ্ঘে ত্বপীমুপন্যস্তে পাদৌ চ ব্যায়তাবুভৌ।
ত্বমায়তাভ্যাং সক্থিভ্যাং মন্থরে হংসগামিনি ॥৪৪

অগ্রতো মম গচ্ছন্তী রাজসেহস্তীব শোভনে।
আদদ্ যাঃ শম্বরে মায়াঃ সহস্রমনুরাধিপে ॥৪৫
হৃদয়ে তে নিবিষ্টাস্তা ভূয়শ্চান্যাঃ সহস্রশঃ।
তদেব স্বত্ত যদ্দীর্ঘং রথঘোণমিবায়তম্ ॥৪৬
মতয়ঃ ক্ষত্রবিদ্যাশ্চ মায়াশ্চাত্র বসন্তি তে।
অত্র তেঽহং প্রমোক্ষ্যামি মালাং কুব্জে হিরণ্ময়ীম্ ॥৪৭
অভিষিক্তে চ ভরতে রাঘবে চ বনং গতে।
জাত্যেন চ সুবর্ণেন তনিষ্টপ্তেন সুন্দরি ॥৪৮
লক্ষার্থা চ প্রতীতা চ সেপয়িষ্যামি তে স্বত্ত।
মুখে চ তিলকং চিত্রং জাতরূপময়ং শুভম্ ॥৪৯
কারয়িষ্যামি তে কুব্জে শুভান্যাভরণানি চ।
পরিধায় শুভে বস্ত্রে দেবতেব চরিষ্যসি ॥৫০
চন্দ্রমাদুষমানেন [ক] মুখেনাপ্রতিমাননা।
গমিষ্যসি গতিং মুখ্যাং গর্বয়ন্তী বিষজ্জনে ॥৫১

মাতা যেমন কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও পুত্রের জন্য বিপথে যায়, সেইরূপ কৈকেয়ীও নিজপুত্রের জন্য ধর্মপথ ত্যাগ করিয়া বিপথে গেলেন। পরমা সুন্দরী কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যে বিষাদ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া মন্থরাকে বলিলেন,—হিতভাষিণি! এতদিন পর্যন্ত তোমার এমন বুদ্ধি জানিতে পারি নাই। আমার মনে হয়, কর্তব্য-অকর্তব্য-নির্ণয়ে পৃথিবীস্থিত কুব্জাদিগের মধ্যে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমি হিতৈষিণী হইয়া আমার সমস্ত স্বার্থবিষয়ে সর্বদা অবহিত রহিয়াছ। কুব্জে! আমি ত রাজার দুরভিসন্ধি * বুঝিতেই পারি নাই। কুব্জে! আমার মনে হয়, পৃথিবীতে বিকলাঙ্গী পাপীয়সী অনেক কুব্জা আছে, কিন্তু তুমিই বায়ুবেগে অবনত পদ্মিনীর ন্যায় সর্বাপেক্ষা সুন্দরী। তোমার বক্ষঃস্থল স্কন্ধ হইতে উন্নত হইয়া কুব্জাকৃতি হইয়াছে। তোমার জঘন পরিপূর্ণ ও স্তনদ্বয় অতিস্থূল। তোমার বদন নির্মলচন্দ্রমার মত সুন্দর। মন্থরে! আহা! কিরূপ শোভিত হইয়াছ! তোমার জঘনদেশ বিস্তীর্ণ, নির্দোষ ও কাঞ্চীদামশোভিত। তোমার জঙ্ঘাদ্বয় অতিসুন্দর ও পদদ্বয় সুদীর্ঘ। যখন বিশালজঙ্ঘাবতী তুমি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আমার সম্মুখে গমন কর, তখন তোমার অতিশয় শোভাবৃদ্ধি হয়। অসুরাধিপতি শম্বরের সহস্রপ্রকারের মায়া এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র প্রকারেরও মায়া তোমার হৃদয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। তোমার শরীরে রথচক্রসদৃশ যে স্বত্তনামক (কুঁজ) বিরাট মাংসপিণ্ড আছে, তাহাতে বুদ্ধি, ক্ষত্রবিদ্যা ও মায়াসমূহ পরিবিষ্ট রহিয়াছে। ভরতের অভিষেক হইলে এবং রাম বনগমন করিলে আমি তোমার ঐ মাংসপিণ্ডে (কুঁজে) সুবর্ণনির্মিত মালা পরাইয়া দিব। অভিপ্রেতসিদ্ধি হইলে সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমার ঐ স্বত্ত (কুঁজ) উৎকৃষ্ট গলিতসুবর্ণের দ্বারা বাঁধাইয়া দিব। কুব্জে! আমি তোমার জন্য বহুবিধ উত্তম আভরণ ও মুখের শোভার জন্য রত্নখচিত উত্তম সুবর্ণনির্মিত তিলক প্রস্তুত করাইব। উত্তম বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া তুমি দেবতার ন্যায় বিচরণ করিবে।৩১-৫০

অতুলনীয় মুখের দ্বারা চন্দ্রের সহিত প্রতিস্পর্ধিতা

* রামের রাজ্যাভিষেক-সময়ে ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন না করা।

পাঠান্তর :—(ক) চন্দ্রমাদুষমানেন—।

তথাপি কুব্জাঃ কুব্জায়াঃ সর্বাভরণভূষিতা।
পাদৌ পরিচরিষ্যন্তি যথৈব ত্বং সদা মম ॥৫২
ইতি প্রশস্যমানা সা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ।
শয়ানাং শয়নে শুভ্রে বেদ্যামগ্নিশিখামিব ॥৫৩
গতোদকে সেতুবন্ধো ন কল্যাণি বিধীয়তে।
উত্তিষ্ঠ কুরু কল্যাণং রাজানমনুদর্শয় ॥৫৪
তথা প্রোৎসাহিতা দেবী গত্বা মন্থরয়া সহ।
ক্রোধাগারং বিশালাক্ষী সৌভাগ্যমদগর্বিতা ॥৫৫
অনেকশতসাহস্রং মুক্তাহারং বরাঙ্গনা।
অবমুচ্য বরার্হাণি শুভান্যাভরণানি চ ॥৫৬
তদা হেমোপমা তত্র কুব্জাবাক্যবশং গতা।
সংবিশ্য ভূমৌ কৈকয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ ॥৫৭
ইহ বা মাং মৃতাং কুব্জে নৃপায়াবেদয়িষ্যসি।
বনং তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতঃ প্রাপ্স্যতে ক্ষিতিম্ ॥৫৮
সুবর্ণেন ন মে হার্থো ন রত্নৈর্ন চ ভোজনৈঃ।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদভিষিচ্যতে ॥৫৯
অথো পুনস্তাং মহিষীং মহীক্ষিতো
বচোভিরত্যর্থমহাপরাক্রমৈঃ।
উবাচ কুব্জা ভরতস্য মাতরং
হিতং বচোরামমুপেত্য চাহিতম্ ॥৬০
প্রপৎস্যতে রাজ্যমিদং হি রাঘবো
যদি ধ্রুবং ত্বং সমুতা চ তপ্স্যসে।
ততো হি কল্যাণি মতস্য তত্তথা
যথা সুতস্তে ভরতোঽভিষেক্ষ্যতে ॥৬১
তথাতিবিদ্ধা মহিষীতি কুব্জয়া
সমাহতা বাগিষুভির্মুহুর্মুহুঃ।
বিধায় হস্তৌ হৃদয়েঽতিবিস্মিতা
শশংস কুব্জাং কুপিতা পুনঃ পুনঃ ॥৬২

করিয়া তুমি শত্রুজনের নিকট গর্বপ্রকাশ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করিবে। তুমি যেমন আমার পদসেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অনেক কুব্জা নানাভূষণে ভূষিত হইয়া তোমার পদসেবা করিবে। এইভাবে প্রশংসিত হইয়া মন্থরা বেদিমধ্যস্থিত অগ্নিশিখার ন্যায় শুভ্রশয্যাশায়িনী কৈকেয়ীকে বলিল,—কল্যাণি! জল নির্গত হইয়া গেলে সেতুবন্ধন করার প্রয়োজন থাকেনা। অতএব গাত্রোত্থান কর। নিজের কল্যাণসাধন কর। ক্রোধাগারে যাইয়া পূর্বোক্তরীতিতে নিজেকে রাজার নিকট উপস্থিত কর। এইভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া সৌভাগ্যগর্বিতা বিশালনেত্রা কৈকেয়ীদেবী মন্থরার সহিত ক্রোধাগারে গমন করিলেন। সেখানে বহুমূল্য মুক্তাহার ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আভরণসমূহ ত্যাগ করিয়া স্বর্ণবর্ণা সুন্দরী কৈকেয়ী মন্থরার কথানুসারে ভূমিতে শয়ন করিলেন এবং পরে মন্থরাকে বলিলেন,—'রাম বনে গমন করিবে এবং ভরত পৃথিবীলাভ করিবে' এই সংবাদ তুমি আমাকে জানাইবে, নতুবা আমার মৃত্যুসংবাদ মহারাজকে নিবেদন করিবে। সুবর্ণ, রত্ন ও ভোগ্যবস্তুতে আমার প্রয়োজন নাই। রাম যদি অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে এইভাবেই আমার জীবনের সমাপ্তি হইবে। অনন্তর মন্থরা রাজমহিষী ভরতমাতা কৈকেয়ীকে অতিশয় শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা ভরতের হিত ও রামের অহিতবিষয়ে বলিতে লাগিল,—যদি রাম এই রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে পুত্রের সহিত তুমি নিশ্চয়ই সন্তপ্ত হইবে। কল্যাণি! এইজন্য তুমি সেইরূপ চেষ্টা কর, যাহাতে তোমার পুত্র ভরত অভিষিক্ত হয়। এইভাবে মন্থরার বাক্যবাণে অতিশয় বিদ্ধ ও আহত হইয়া রাজমহিষী কৈকেয়ী হৃদয়ে হস্তস্থাপনপূর্বক বিস্ময়প্রকাশ করিলেন এবং মহারাজের প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া অতিক্রোধে মন্থরাকে বারংবার বলিতে লাগিলেন,—কুব্জে! দীর্ঘকালের জন্য রাম বনে গমন করিলে ভরতের মনোরথ পূর্ণ হইবে। সুতরাং আমি এইস্থান হইতে যমালয়ে গমন করিয়াছি—ইহা দেখিয়া মহারাজকে জানাইয়া দিবে। রাম যদি অযোধ্যা হইতে বনে গমন না করেন, তাহা হইলে আমি শয্যা, মালা, চন্দন, অঞ্জন, পানভোজন প্রভৃতি কিছুই ইচ্ছা করিনা, এমন কি বাঁচিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করিনা। কৈকেয়ী এইরূপ অতিদারুণ বচন বলিয়া ও সকল আভরণ ত্যাগ করিয়া শয্যাশূন্য ভূমিতে স্বর্গভ্রষ্ট

যদস্য বা মাং বিষয়ং গতামিতো
নিশম্য কুব্জে প্রতিবেৎস্যিষ্যসি।
বনং গতে বা হৃচিরায় রাঘবে
সমৃদ্ধকামো ভরতো ভবিষ্যতি ॥৬৩
অহং হি নৈবাস্তরণানি ন স্রজো
ন চন্দনং নাঞ্জনপানভোজনম্।
ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ন চেহ জীবনং
ন চেদিতো গচ্ছতি রাঘবো বনম্ ॥৬৪
অথৈবমুক্ত্বা বচনং সুদারুণং
নিধায় সর্বাভরণানি ভামিনী।
অসংস্কৃতামাস্তরণেন মেদিনীং
তদাধিশিশ্যে পতিতেব কিন্নরী ॥৬৫
উদীর্ণসংরম্ভতমোবৃতাননা
তদাবমুক্তোত্তমমাল্যভূষণা।
নরেন্দ্রপত্নী বিমলা বভূব সা
তমোবৃতা দ্যৌরিব মগ্নতারকা ॥৬৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ।

কিন্নরীর ন্যায় শয়ন করিলেন। উৎকট-ক্রোধান্ধকারে আবৃতবদনা উত্তমমাল্য ও ভূষণত্যাগকারিণী দশরথ-মহিষী অতিশয় বিমনা হইলেন। তারকাহীন অন্ধকারাবৃত আকাশের মত কৈকেয়ীর অবস্থা হইল ॥১-৬৬

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশমঃ সর্গঃ

[কুব্জাপরামর্শানুসারেণ কৃত্রিমরোষভরেণ কৈকেয্যাঃ ক্রোধাগারে গমনম্, নিরাভরণা সতী ভূতলে শয্যাগ্রহণঞ্চ, কৈকেয়ীভবনং গত্বা কৈকেয়ীমনবলোক্য চিন্তিতস্য বিস্মিতস্য চ রাজ্ঞো দশরথস্য ক্রোধাগারপ্রবেশঃ, ভূতলশায়িনীং কৈকেয়ীঞ্চ দৃষ্ট্বা দুঃখপ্রকাশঃ, নানাপ্রকারেণ তস্যৈ সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

বিদর্শিতা যদা দেবী কুব্জয়া পাপয়া ভৃশম্।
তদা শেতে স্ম সা ভূমৌ দিগ্ধবিদ্ধেব কিন্নরী ॥১
নিশ্চিত্য মনসা কৃত্যং সা সম্যগিতি ভামিনী।
মন্থরায়ৈ শনৈঃ সর্বমাচচক্ষে বিচক্ষণা ॥২
সা দীনা নিশ্চয়ং কৃত্বা মন্থরাবাক্যমোহিতা।
নাগকন্যেব নিঃশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ভামিনী ॥৩
মুহূর্তং চিন্তয়ামাস মার্গমাত্মসুখাবহম্।
সা মুহুশ্চার্থকামা চ তং নিশম্য বিনিশ্চয়ম্ ॥৪

দশম সর্গ

[কুব্জার পরামর্শ অনুসারে কৃত্রিমরোষভরে কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে গমন ও নিরাভরণা হইয়া ভূতলে শয্যাগ্রহণ, কৈকেয়ীভবনে যাইয়া কৈকেয়ীকে না দেখিয়া চিন্তিত ও বিস্মিত রাজা দশরথের ক্রোধাগারে প্রবেশ ও ভূতলশায়িনী কৈকেয়ীকে দর্শন করিয়া দুঃখপ্রকাশ এবং তাহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দান।]

যখন পাপীয়সী কুব্জা দৃঢ়ভাবে কৈকেয়ীকে বিপরীত কার্য করিতে বুঝাইয়া দিল, তখন তিনি বিষলিপ্ত বাণের দ্বারা আহত কিন্নরীর (কাম ও সৌন্দর্যপূর্ণ পার্বত্য-স্ত্রীর) ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিলেন। অতিনিপুণা কুব্জা কৈকেয়ী মনে মনে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে মন্থরাকে সব কথা বলিলেন। অনন্তর মন্থরা-বাক্যে মোহিত হইয়া স্বকর্তব্য-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়-করত কৈকেয়ী অতিদীনভাবে নাগকন্যার ন্যায় উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্তকাল নিজসুখকর উপায় চিন্তা করিলেন। কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী বান্ধবী মন্থরা তাঁহার দৃঢ়নিশ্চয়তা দেখিয়া

বভূব পরমপ্রীতা সিদ্ধিং প্রাপ্যেব মন্থরা।
অথ সা রুষিতা দেবী সম্যক্ কৃত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥৫
সংবিবেশাবলা ভূমৌ নিবেশ্য ভ্রুকুটিং মুখে।
ততশ্চিত্রাণি মাল্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ ॥৬
অপবিদ্ধানি কৈকেয্যা তানি ভূমিং প্রপেদিরে।
তয়া তান্যপবিদ্ধানি মাল্যান্যাভরণানি চ ॥৭
অশোভয়ন্ত বসুধাং নক্ষত্রাণি যথা নভঃ।
ক্রোধাগারে চ পতিতা সা বভৌ মলিনাম্বরা ॥৮
একবেণীং দৃঢ়াং বদ্ধ্বা গতসত্ত্বেব কিন্নরী।
আজ্ঞাপ্য তু মহারাজো রাঘবস্যাভিষেচনম্ ॥৯
উপস্থানমনুজ্ঞাপ্য প্রবিবেশ নিবেশনম্।
অদ্য রামাভিষেকো বৈ প্রসিদ্ধ ইতি চিন্তিবান্ ॥১০

প্রিয়ার্হং প্রিয়মাখ্যাতুং বিবেশান্তঃপুরং বশী।
স কৈকেয্যা গৃহং শ্রেষ্ঠং প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥১১
পাণ্ডুরাভ্রমিবাকাশং রাহুযুক্তং নিশাকরঃ।
শুক-বর্হিসমাযুক্তং ক্রৌঞ্চ-হংসরুতায়ুতম্ ॥১২
বাদিত্রবরসঙ্ঘুষ্টং কুব্জাবামনিকায়ুতম্।
লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোকশোভিতৈঃ ॥১৩
দান্ত-রাজত-সৌবর্ণবেদিকাভিঃ সমাযুতম্।
নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈরাপীভিরুপশোভিতম্ ॥১৪
দান্ত-রাজত-সৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ।
বিবিধৈরন্নপানৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥১৫
উপপন্নং মহার্হৈশ্চ ভূষণৈর্ভূষিতোপমম্।
স প্রবিশ্য মহারাজঃ দমন্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ ॥১৬

স্বীয়কামনা-পূর্তিজনিত আনন্দিত হওয়ার ন্যায় অতিশয় আনন্দিত হইল। অতিক্রুদ্ধা কৈকেয়ী দৃঢ়ভাবে নিশ্চয় করিয়া ভ্রুকুটিপূর্ণমুখে ভূমিতে শয়ন করিলেন। বিচিত্রমালা ও দিব্য আভরণসমূহ পরিত্যক্ত হইয়া ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল। নক্ষত্রসমূহ যেরূপ আকাশকে শোভিত করে, কৈকেয়ী-পরিত্যক্ত মাল্য ও আভরণসমূহও সেইরূপ ভূতলকে শোভিত করিল। মলিনবস্ত্রা কৈকেয়ী ক্রোধাগারে পতিত হইয়া মস্তকে একটিমাত্র বেণী দৃঢ়ভাবে বন্ধনপূর্বক অচেতনা কিন্নরীর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। এদিকে মহারাজ দশরথ রামের অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া সভাস্থিত ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন, অনন্তর স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রামের রাজ্যাভিষেক অদ্যই নিশ্চিত হইয়াছে (এখনও কৈকেয়ী এই সংবাদ জানেনা বোধ হয়) ইহা বুঝিয়া প্রীতিজনক সংবাদ জানাইবার জন্য জিতেন্দ্রিয় দশরথ কৈকেয়ীর অন্তঃপুরেই প্রবেশ করিলেন, যেহেতু কৈকেয়ী এই প্রীতিজনক সংবাদ শুনিবার অধিকারিণী। মহাযশস্বী রাজা অন্তঃপুরে যাইয়া কৈকেয়ীর বিশালগৃহে প্রবেশ করিলেন; ইহাতে মনে হইল যেন, শুভ্রমেঘযুক্ত রাহুগ্রস্তাক্রান্ত আকাশে চন্দ্রমা উপস্থিত হইলেন। কৈকেয়ীর অন্তঃপুর শুক ও ময়ূরপক্ষীর দ্বারা শোভিত, ক্রৌঞ্চ-হংসাদির শব্দে পূর্ণ, নানাবিধ-বাদ্যশব্দে মুখরিত এবং অনেক কুব্জা ও খর্বাকৃতি দাসী দ্বারা পরিব্যাপ্ত। চম্পক ও অশোকবৃক্ষের দ্বারা শোভিত লতাগৃহ ও বিচিত্র গৃহসমূহের দ্বারা ঐ অন্তঃপুর সমৃদ্ধ ছিল। গজদন্তনির্মিত, সুবর্ণনির্মিত ও রজতনির্মিত বেদীসকল অন্তঃপুরের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিল। সর্বদা পুষ্প-ফলসমন্বিত বৃক্ষ ও সরোবরসমূহবিশিষ্ট ঐ অন্তঃপুর গজদন্ত, সুবর্ণ ও রজতের দ্বারা নির্মিত অনেক আসনে পূর্ণ ছিল। নানাপ্রকারের অন্ন, পানীয় ও অন্যান্য রকমের বহু ভক্ষ্যদ্রব্য সেখানে সঞ্চিত ছিল। মহামূল্য অলঙ্কারসমূহে শোভিত স্বর্গতুল্য ও সমৃদ্ধিযুক্ত ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর গৃহে যাইয়া উত্তম শয্যায় প্রিয়তমা পত্নীকে দেখিতে পাইলেন না। কামবাণপীড়িত রমণার্থী নরপতি প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ীদেবী পূর্বে কখনই অন্যস্থানে থাকিয়া রাজার আগমন-সময় অতিক্রম করেন নাই। দশরথও কখনও শূন্যগৃহে প্রবেশ করেন নাই। অনন্তর গৃহস্থিত রাজা বিবেক-শূন্যা স্বার্থপরা কৈকেয়ী কোন স্থানে আছেন তাহা

ন দদর্শ স্ত্রিয়ং রাজা কৈকয়ীং শয়নোত্তমে।
স কামবলসংযুক্তো রত্যর্থী মনুজাধিপঃ ॥১৭
অপশ্যন্ দয়িতাং ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ বিষসাদ চ।
নহি তস্য পুরা দেবী তাং বেলামত্যবর্ত্তত ॥১৮
ন চ রাজা গৃহং শূন্যং প্রবিবেশ কদাচন।
ততো গৃহগতো রাজা কৈকয়ীং পর্য্যপৃচ্ছত ॥১৯
যথা পুরমবিজ্ঞায় স্বার্থলিপ্সুমপণ্ডিতাম্।
প্রতীহারী স্বয়োবাচ সন্ত্রস্তা তু কৃতাঞ্জলিঃ ॥২০
দেব দেবী ভৃশং ক্রুদ্ধা ক্রোধাগারমভিদ্রুতা।
প্রতীহার্য্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমদুর্ম্মনাঃ ॥২১
বিষসাদ পুনর্ভূয়ো লুলিত-ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
তত্র তাং পতিতাং ভূমৌ শয়ানামযথোচিতাম্ ॥২২
প্রতপ্ত ইব দুঃখেন সোঽপশ্যদ্ভৃশদুর্গতাং পতিঃ।
স বৃদ্ধতরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্ ॥২৩
অপাপঃ পাপসঙ্কল্পাং দদর্শ ধরণীতলে।
লতামিব বিনিচ্ছিন্নাং পতিতাং দেবতামিব ॥২৪
কিন্নরীমিব নির্ধূতাং চ্যুতামপ্সরসং যথা।
মায়ামিব পরিভ্রষ্টাং হরিণীমিব সংযতাম্ ॥২৫
করেণুমিব বিন্যস্তাং বিজ্ঞাং যূথযূথপৈ বনে।
মহাগজ ইবারণ্যে স্নেহাৎ পরমদুঃখিতাম্ ॥২৬
পরিমৃজ্য চ পাণিভ্যামভিসন্ত্রস্তচেতনঃ।
কামী কমলপত্রাক্ষীমুবাচ বনিতামিদম্ ॥২৭
ন তেঽহমভিজানামি ক্রোধমাত্মনি সংশ্রিতম্।
দেবি কেনাভিযুক্তাসি কেন বাসি বিমানিতা ॥২৮
যদিদং মম দুঃখায় শেষে কল্যাণি পাংশুষু।
ভূমৌ শেষে কিমর্থং ত্বং ময়ি কল্যাণচেতসি ॥২৯
ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাথিনি।
সন্তি মে কুশলা বৈদ্যাস্ত্বভিদুষ্টাশ্চ সর্বশঃ ॥৩০
সুখিতাং ত্বাং করিষ্যন্তি ব্যাধিমাচক্ষ ভামিনি।
কস্য বাপি প্রিয়ং কার্য্যং কেন বা বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥৩১
কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কো বা দুঃখমহদপ্রিয়ম্।
মা রৌৎসীর্মা চ কার্ষীস্ত্বং দেবি সংপরিশোষণম্ ॥৩২
অবধ্যো বধ্যতাং কো বা বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাম্।
দরিদ্রঃ কো ভবেদাঢ্যো দ্রব্যবান্ বাপ্যকিঞ্চনঃ ॥৩৩

জানিতে না পারিয়া দ্বাররক্ষিণীকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বাররক্ষিণী অতিভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল ।১-২০

দেব! কৈকেয়ীদেবী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুতগতিতে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বারপালিকার কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল ও ক্ষুব্ধ হইয়া অধিকতর বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন। পৃথিবীপতি দশরথ দুঃখে মৃতপ্রায় হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন এবং ভূতল যাহার যোগ্য শয্যা নয়, সেই কৈকেয়ীকে ভূতলে শয়ানাবস্থায় পতিত থাকিতে দেখিলেন। নিষ্পাপ বৃদ্ধ-নরপতি প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা পাপমতি তরুণী ভার্য্যাকে ভূতলে পতিত দেখিলেন; তাঁহার মনে হইল—একটি ছিন্নলতা, স্বর্গভ্রষ্টা দেবী, ভূপতিতা কিন্নরী, স্বর্গচ্যুতা অপ্সরা, দেবলোকভ্রষ্টা মায়া ও পাশবদ্ধা হরিণীর মত কৈকেয়ী শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। অরণ্যে ব্যাধকর্তৃক বিষলিপ্তবাণের দ্বারা বিদ্ধা হস্তিনীর মত পরমদুঃখিতা পত্নীকে মহাগজতুল্য নরপতি স্নেহবশতঃ স্বহস্তে মার্জন করিতে লাগিলেন। কামী দশরথ অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া কমলনয়না প্রিয়তমাকে বলিলেন,—দেবি! তোমার ক্রোধের কারণ আমি কিছুই জানি না। কে তোমাকে পরাভূত কিংবা তিরস্কৃত করিয়াছে? কল্যাণি! তুমি ধূলিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ, ইহাতে আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। আমি সর্বদা তোমার কল্যাণসাধনে কৃতসঙ্কল্প আছি, তথাপি তুমি কিজন্য ভূতলে শয়ন করিয়াছ? ভূতাবিষ্টার ন্যায় এইভাবে ধূলিধূসরিত হইয়া আমার চিত্তকে মথিত করিতেছ। ভামিনি! তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে, তাহা বল। মৎপক্ষীয় অভিজ্ঞ বহু চিকিৎসক আছেন। তাঁহারা তোমাকে সুস্থ করিবেন। কাহার প্রিয়কার্য্য করা তোমার অভিপ্রেত? কে তোমার অপ্রিয়কার্য্য করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি অভীষ্ট লাভ করিবে? কোন্ ব্যক্তিই

অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্বে তব বশানুগাঃ।
ন তে কঞ্চিদভিপ্রায়ং ব্যাহন্তুমহমুৎসহে ॥৩৪
আত্মনো জীবিতেনাপি ব্রূহি যন্মনসি স্থিতম্।
বলমাত্মনি জানন্তী ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি ॥৩৫
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে।
যাবদাবর্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা ॥৩৬
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ-মগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশি-কোসলাঃ ॥৩৭
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধন-ধান্যমজাবিকম্।
তত্তো দৃণীষ্ব কৈকেয়ি যদ্যদ্ধং মনসেচ্ছসি ॥৩৮
কিমায়াসেন তে ভীরু উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শোভনে।
তদ্ধং মে ব্রূহি কৈকেয়ি যত্তে হৃদ্যমাগতম্ ॥৩৯
তত্তে ব্যপনয়িষ্যামি নীহারমিব রশ্মিবান্।
তথোক্তা সা সমাশ্বস্তা বক্তুকামা তদপ্রিয়ম্।
পরিশঙ্কিতুং ভূয়ো ভর্তারমুপচক্রমে ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ।

বা অভিপ্রায় অনিষ্ট লাভ করিবে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। দেবি! তুমি রোদন করিও না। এইভাবে শরীর শোষণ করিও না। কোন্ অবধ্যব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে এবং কোন্ বধ্যকে মুক্তি দিতে হইবে? কোন্ দরিদ্রকে ধনবান্ এবং কোন্ ধনবান্‌কে দরিদ্র করিতে হইবে, তাহা তুমি বল। আমি ও আমার সকল পরিজন তোমার অধীন ও অনুগত। আমি তোমার কোন অভিপ্রায়কে ব্যাহত করিতে সাহস করি না। তোমার মনে যাহা আছে—প্রকাশ কর, আমি নিজপ্রাণ দিয়া তাহা সম্পাদন করিব। তুমি ত নিজসৌভাগ্যবল জান। এইজন্য আমার প্রতি আশঙ্কা করা উচিত নয়। আমি নিজপুণ্যরাশি স্মরণ করিয়া শপথ করিতেছি যে, অবশ্যই তোমার প্রীতিসাধন করিব। সূর্যমণ্ডল যতদূর পর্য্যন্ত প্রকাশিত করে, ততদূর পর্য্যন্ত আমার রাজ্য বিস্তৃত। দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী, কোশল প্রভৃতি সমৃদ্ধদেশসমূহ আমার অধীন। ঐ সকল দেশে ধন, ধান্য, ছাগ, মেষ প্রভৃতি বহুদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহাতেও আমারই অধিকার। কৈকেয়ি! তুমি যাহা যাহা কামনা কর, তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর। ভীরু! তোমার কষ্টভোগের প্রয়োজন কি? সুন্দরি! তুমি হইতে উত্থিত হও, গাত্রোত্থান কর। যে কারণে তোমার ভয় হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল সূর্য্য যেমন শিশির নষ্ট করিয়া থাকেন, আমি সেইরূপ তোমার ভয় নষ্ট করিব। দশরথ এইরূপ বলিলে পর কৈকেয়ী সমাশ্বস্ত হইলেন এবং সেই অপ্রিয়কথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়া পতিকে অধিকতর ব্যথিত করিবার জন্য উপক্রম করিলেন ।২১-৪০

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশঃ সর্গঃ

[কৈকয়ী-দশরথয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী, কৈকয্যা রামনির্বাসন-ভরতাভিষেচনরূপ-বরদ্বয়প্রার্থনঞ্চ ।]

তং মন্মথশরৈর্বিদ্ধং কামবেগবশানুগম্ ।
উবাচ পৃথিবীপালং কৈকয়ী দারুণং বচঃ ॥১
নাস্মি বিপ্রকৃতা দেব কেনচিন্নাবমানিতা ।
অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিত্তমিচ্ছামি ত্বয়া কৃতম্ ॥২
প্রতিজ্ঞাং প্রতিজানীষ্ব যদি ত্বং কর্তুমিচ্ছসি ।
অথ তে ব্যাহরিষ্যামি যথাভিপ্রার্থিতং ময়া ॥৩
তামুবাচ মহারাজঃ কৈকয়ীমীষদুৎস্ময়ঃ ।
কামী হৃষ্টেন সংগৃহ্য মূর্ধজেষু ভুবি স্থিতাম্ ॥৪
অবলিপ্তে ন জানাসি ত্বত্তঃ প্রিয়তরো মম ।
মনুজো মনুজব্যাঘ্রাদ্ রামাদন্যো ন বিদ্যতে ॥৫
তেনাজয্যেন মুখ্যেন রাঘবেণ মহাত্মনা ।
শপে তে জীবনার্থেন ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্ ॥৬
যং মুহূর্তমপশ্যংস্তু ন জীবেয়মহং ধ্রুবম্ ।
তেন রামেণ কৈকয়ী শপে তে বচনক্রিয়াম্ ॥৭
আত্মনা চাত্মভৈশ্চান্যৈর্ধনৈ র্যং মনুজর্ষভম্ ।
তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্ ॥৮
ভদ্রে হৃদয়মপ্যেতদনুমৃশ্যোদ্ধরস্ব মে ।
এতৎ সমীক্ষ্য কৈকেয়ি ব্রূহি যৎ সাধু মন্যসে ॥৯
বলমাত্মনি পশ্যন্তী ন বিশঙ্কিতুমর্হসি ।
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে ॥১০

একাদশ সর্গ

[কৈকেয়ী এবং দশরথের উক্তি-প্রত্যুক্তি, রামের নির্বাসন ও ভরতের রাজ্যাভিষেক—কৈকেয়ীর এই দুইটি বরপ্রার্থনা ।]

কন্দর্পবাণবিদ্ধ কামাতুর ভূপতিকে কৈকেয়ী এই নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মহারাজ ! কোন ব্যক্তি কর্তৃক আমি পরাজিত বা অপমানিত হই নাই। আমার একটি অভিপ্রায় আছে, তাহা আপনার দ্বারা পূর্ণ হউক, ইহাই আমি ইচ্ছা করি। যদি আপনি আমার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করুন। পরে আমার যাহা অভিপ্রেত তাহা আপনাকে বলিব। কামী মহারাজ দশরথ ঈষৎ হাস্য করিয়া ভূপতিতা কৈকেয়ীর কেশসমূহে হস্তসঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন,—সৌভাগ্যগর্বিতে ! তুমি কি জান না যে, নরোত্তম রাম ব্যতীত তোমা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার কেহ নাই। আমি প্রাণাধিক অপরাজিত মহাত্মা রামের শপথ করিতেছি। তোমার অভিলাষ প্রকাশ কর। কৈকেয়ি ! যাহাকে একমুহূর্ত না দেখিলে আমি নিশ্চয়ই বাঁচিতে পারিব না, আমি সেই রামের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব। আমি নিজদেহ, পুত্রগণ ও অন্যান্য বন্ধুগণের পরিবর্তে যে রামকে অঙ্গীকার করি, সেই রামের শপথ করিয়া বলিতেছি, কৈকেয়ি ! তোমার কথা রক্ষা করিব। ভদ্রে ! তুমি আমার বাক্য অনুসারে আমার হৃদয়কেও বিচার করিয়া দেখ এবং এই দুঃখ হইতে আমাকে উদ্ধার কর। কৈকেয়ি ! এই সব চিন্তা করিয়া যাহা ভাল মনে কর, তাহা আমার নিকট বল। তোমাতে আমার আসক্তি আছে জানিয়া কোনরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। আমি ধর্মের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অবশ্যই তোমার প্রীতিসাধন করিব ।১-১০

স্বার্থসাধনরতা কৈকেয়ী নিজ অভীষ্টসাধনে দশরথের আগ্রহ বুঝিয়া স্বীয়পুত্রের উপর পক্ষপাতবশতঃ আনন্দিতভাবে সর্বথা অবোগ্য কথা বলিতে উপক্রম করিলেন। তিনি দশরথের শপথবাক্যে অতিশয় আনন্দিত হইয়া সমাগত যমের ন্যায় প্রাণহর মহাঘোর স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন,—রাজন্ ! যেরূপ ক্রমানুসারে আপনি শপথ করিতেছেন এবং আমাকে বরদান করিতেছেন, তাহা ইন্দ্রাদি

সা তদর্থমনা দেবী তমভিপ্রায়মাগতম্।
নির্মাধ্যস্থ্যাচ্চ হর্ষাচ্চ বভাষে দুর্বচং বচঃ ॥১১
তেন বাক্যেন সংহৃষ্টা তমভিপ্রায়মাত্মনঃ।
ব্যাজহার মহাঘোরমভ্যাগতমিবান্তকম্ ॥১২
যথাক্রমেণ শপসে বরং মম দদাসি চ।
তস্মৃধ্যস্ত ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥১৩
চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহা রাত্র্যহনী দিশঃ।
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্বা সরাক্ষসা ॥১৪
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীর্ভাষিতং তব ॥১৫
সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
বরং মম দদাত্যেষ সর্বে শৃণ্বন্তু দৈবতাঃ ॥১৬
ইতি দেবী মহেষ্বাসং পরিগৃহ্যাভিশস্য চ।
ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্ ॥১৭
স্মর রাজন্ পুরা বৃত্তং তস্মিন্ দেবাসুরে রণে।
তত্র ত্বাং চ্যাবয়চ্ছত্রুস্তব জীবিতমন্তরা ॥১৮
তত্র চাপি ময়া দেব যত্নং সমভিরক্ষিতঃ।
আর্যয়া যতমানায়াস্ততো মে প্রদদৌ বরৌ ॥১৯
তৌ দত্তৌ চ বরৌ দেব নিক্ষেপৌ মৃগয়াম্যহম্।
তবৈব পৃথিবীপাল সকাশে রঘুনন্দন ॥২০
তৎ প্রতিশ্রুত্য ধর্মেণ ন চেদ্দাস্যসি মে বরম্।
অদ্যৈব হি প্রহাস্যামি জীবিতং ত্বদ্ বিমানিতা ॥২১
বাঙ্মাত্রেণ তদা রাজা কৈকেয্যা বশমেয়িবান্ কৃতঃ।
প্রচস্কন্দ বিনাশায় পাশং মৃগ ইবাত্মনঃ ॥২২
ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্।
বরৌ মে যৌ ত্বয়া দেব তদা দত্তৌ মহীপতে ॥২৩
তৌ তাবদহমদ্যৈব বক্ষ্যামি শৃণু মে বচঃ।
অভিষেকসমারম্ভো রাঘবস্যোপকল্পিতঃ ॥২৪

তেত্রিশদেবতা শ্রবণ করুন। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, গ্রহ, রাত্রি, দিবস, দিক্‌সমূহ, জগৎ, পৃথিবী, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নিশাচরপ্রাণী, গৃহস্থিত দেবতা ও অন্যান্য জীবগণ সকলে আপনার বাক্য অবগত হউন।১১-১৫

দেবতাগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাতেজস্বী ধার্মিক সত্যবাদী শুদ্ধস্বভাব মহারাজ দশরথ আমাকে বরপ্রদান করিতেছেন। রাজমহিষী কৈকেয়ী মহাধনুর্ধারী কামমোহিত বরদানকারী রাজাকে এইভাবে বিবশ ও প্রশংসা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন,—রাজন্! অনেকদিন পূর্বে দেবাসুরযুদ্ধে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করুন। সেই যুদ্ধে শম্বর নামক শত্রু আপনার প্রাণনাশ না করিয়া সর্বতোভাবে আপনাকে আহত করিয়াছিল। দেব! সেখানে আমি সাবধানে যত্নের সহিত আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। আপনি আমার সাবধানতা ও যত্নের জন্য দুইটি বর প্রদান করিয়াছিলেন। দেব! তখন আমি প্রাপ্তবর দুইটি আপনার নিকট নিক্ষেপ অর্থাৎ গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। রঘুকুলনন্দন! মহারাজ! এক্ষণে আমি সেই দুইটি বর প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ধর্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি এক্ষণে সেই বর দুইটি প্রদান না করেন, তাহা হইলে আপনার দ্বারা অপমানিত হইয়া আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব। হরিণ যেমন ব্যাধের অনুকরণ-শব্দে বশীভূত হইয়া আত্মবিনাশের জন্য পাশের (জাল) নিকট গমন করে, রাজা দশরথও কৈকেয়ীর বাক্য-মাত্রে বশীভূত হইয়া আত্মবিনাশের জন্য বরদান করিতে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর কৈকেয়ী কামমোহিত বরদানোদ্যত মহারাজকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি যে দুইটি বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যই দিতে হইবে। সেই দুইটি বর আমি চাহিতেছি। আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। মহারাজ! রামের অভিষেকের জন্য যে সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভরতকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করুন। দেব! আপনি প্রীত হইয়া সেই দেবাসুরযুদ্ধের সময় আমাকে যে দ্বিতীয় বর দিয়াছিলেন, ঐ দ্বিতীয় বরপ্রার্থনারও সময় উপস্থিত হইয়াছে। ধৈর্যবান্ রাম বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করিয়া চতুর্দশবৎসরকাল দণ্ডকারণ্যে বাস করতে তপস্বী হউক। ভরত অদ্যই

অনেনৈবাভিষেকেণ ভরতো মেঽভিষিচ্যতাম্।
যো দ্বিতীয়ো বরো দেব দত্তঃ প্রীতেন মে ত্বয়া ॥২৫
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে তস্য কালোঽয়মাগতঃ।
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ ॥২৬
চীরাজিনধরো ধীরো রামো ভবতু তাপসঃ।
ভরতো ভজতামদ্য যৌবরাজ্যমকণ্টকম্ ॥২৭
এষ মে পরমঃ কামো দত্তমেব বরং বৃণে।
অদ্য চৈব হি পশ্যেয়ং প্রয়ান্তং রাঘবং বনে ॥২৮
স রাজরাজো ভব সত্যসঙ্গরঃ
কুলঞ্চ শীলঞ্চ হি রক্ষ চাত্মনঃ।
পরত্র বাসে হি বদন্ত্যনুত্তমং
তপোধনাঃ সত্যবচো হিতং নৃণাম্ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

নিষ্কণ্টক যৌবরাজ্য লাভ করুক। আপনি বর দিয়াছিলেন বলিয়াই প্রার্থনা করিলাম। ইহাই আমার একমাত্র অভিলাষ। রাম বনে যাইতেছে—ইহা আমি অদ্যই দেখিতে ইচ্ছা করি। অতএব মহারাজ আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন। নিজ বংশ, স্বভাব ও জন্মপরিচয় রক্ষা করুন। তপস্বী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, মানবগণের সত্যবাক্য পরলোকে অতিশয় হিতকর হয়।১৬-২৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

কৈকেয়ীবাক্যশ্রবণকারিণো দশরথস্য বিলাপোক্তিঃ।

ততঃ শ্রুত্বা মহারাজঃ কৈকেয্যা দারুণং বচঃ।
চিন্তামভিসমাপেদে মুহূর্তং প্রতথাপ চ ॥১
কিন্নু মেঽহং দিবাদৃশ্যশ্চিত্তমোহোঽপি বা মম।
অনুভূতোপসর্গো বা মনসো বাপ্যুপদ্রবঃ ॥২
ইতি সঞ্চিন্ত্য তদ্ রাজা মাধ্যগচ্ছদ্ভৃশং মুহুঃ।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং কৈকেয়ীবাক্যতাপিতঃ ॥৩
ব্যথিতো বিক্লবশ্চৈব ব্যাঘ্রীং দৃষ্ট্বা যথা মৃগঃ।
অসংবৃতায়ামাসীনো জগত্যাং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্ ॥৪
মণ্ডলে পন্নগো রুদ্ধো মন্ত্রৈরিব মহাবিষঃ।
অহো ধিগিতি সামর্ষো বাচমুক্ত্বা নরাধিপঃ ॥৫
মোহমাপেদিবান্ ভূয়ঃ শোকোপহতচেতনঃ।
চিরেণ তু নৃপঃ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য দুঃখিতঃ ॥৬
কৈকেয়ীমব্রবীৎ ক্রুদ্ধো নির্দহন্নিব তেজসা।
নৃশংসে দুষ্টচারিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি ॥৭
কিং কৃতং তব রামেণ পাপে পাপং ময়াপি বা।
সদা তে জননীতুল্যাং বৃত্তিং বহতি রাঘবঃ ॥৮
তস্যৈবং ত্বমনর্থায় কিং নিমিত্তমিহোদ্যতা।
ত্বং ময়াস্ত্রবিনাশায় ভবনং স্বং নিবেশিতা ॥৯

দ্বাদশ সর্গ

[কৈকেয়ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথের বিলাপোক্তি।]

মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর এই প্রকার দারুণ বচন শুনিয়া একমুহূর্তকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে চিন্তা করিতে লাগিলেন—ইহা কি আমার দিবাস্বপ্ন অথবা চিত্তবিভ্রম কিংবা ভূতাবিষ্টতার জন্য মনের অস্বাভাবিকতা? দশরথ এইরূপ চিন্তা করিয়াও স্বস্তিলাভ করিতে না পারিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কৈকেয়ীবাক্যসন্তপ্ত রাজা অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং হরিণ যেমন ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া ব্যাকুল হয়, সেইরূপ কৈকেয়ীকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অনাবৃত ভূতলেই বসিয়া পড়িলেন। মন্ত্ররুদ্ধ গতীনধ্যে অবরুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় মহারাজের দশা হইল। অতিশয়ক্রুদ্ধ

অবিজ্ঞানাদ্ গৃহীতা ব্যালী তীক্ষ্ণবিষা যথা।
জীবলোকো যদা সর্বো রামস্যাহ গুণস্তবম্ ॥১০
অপরাধং কমুদ্দিশ্য ত্যক্ষ্যামীষ্টমহং সুতম্।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ত্যজেয়মপি বা শ্রিয়ম্ ॥১১
জীবিতং চাত্মনো রামং ন ত্বেব পিতৃবৎসলম্।
পরা ভবতি মে প্রীতির্দৃষ্ট্বা তনয়মগ্রজম্ ॥১২
অপশ্যতস্তু মে রামং নষ্টং ভবতি চেতনম্।
তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা ॥১৩
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্।
তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে ॥১৪
অপি তে চরণৌ মূর্দ্ধা স্পৃশাম্যেষ প্রসীদ মে।
কিমর্থং চিন্তিতং পাপে ত্বয়া পরমদারুণম্ ॥১৫
অথ জিজ্ঞাসসে মাং ত্বং ভরতস্য প্রিয়াপ্রিয়ে।
অত্র যত্তত্ত্বয়া পূর্বং ব্যাহৃতং রাঘবং প্রতি ॥১৬
স মে জ্যেষ্ঠসুতঃ শ্রীমান্ ধর্মজ্যেষ্ঠ ইতীব মে।
তত্ত্বয়া প্রিয়বাদিন্যা সেবার্থং কথিতং ভবেৎ ॥১৭
তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তা সন্তাপয়সি মাং ভৃশম্।
আবিষ্টাসি গৃহে শূন্যে সা ত্বং পরবশং গতা ॥১৮
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেবি সংপ্রাপ্তঃ সুমহানয়ম্।
অনয়ো নয়সম্পন্নে যত্র তে বিকৃতা মতিঃ ॥১৯
নহি কিঞ্চিদযুক্তং বা বিপ্রিয়ং বা পুরা মম।
অকরোস্ত্বং বিশালাক্ষি তেন ন শ্রদ্দধামি তে ॥২০
নমু তে রাঘবতুল্যো ভরতেন মহাত্মনা।
বহুশো হি স্ম বালে ত্বং কথাঃ কথয়সে মম ॥২১

নরপতি 'আমাকে ধিক্' 'আমাকে ধিক্' এইরূপ বলিয়া শোকবশতঃ চৈতন্যলোপে পাশ্বর্যাং পুনর্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ ভূপতি তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়াই যেন কৈকেয়ীকে বলিলেন,—কৈকেয়ি! তুমি অতিনৃশংস-প্রকৃতি, তুমি দুশ্চরিত্রা, তুমি এই রঘুবংশের বিনাশ-কারিণী। ওরে পাপীয়সি! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছে? আমিই বা তোমার কি অপকার করিয়াছি? রাম ত তোমার প্রতি নিজজননীতুল্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার অনিষ্টের জন্য তুমি কি কারণে উদ্যত হইয়াছ? আমি না জানিয়া আত্মবিনাশের জন্য তীক্ষ্ণবিষযুক্তা কালসর্পীর ন্যায় তোমাকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়াছি। সংসারের সকল লোকই যখন রামের গুণের প্রশংসা করিতেছে, তখন আমি এমন প্রিয়তম পুত্রকে কোন্ অপরাধে পরিত্যাগ করিব? আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং রাজলক্ষ্মীকে ত্যাগ করিতে পারি, এমন কি স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পারি, কিন্তু পিতৃবৎসল রামকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। জ্যেষ্ঠপুত্রকে দেখিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হয়। রামকে না দেখিলে আমার চৈতন্য লোপ পায়। হয়ত সূর্য্য না থাকিলেও সংসার থাকিতে পারে, হয়ত জল না থাকিলেও শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রামকে ছাড়িলে আমার দেহে প্রাণ কখনই থাকিবে না। অতএব পাপীয়সি! তুমি রাম-নির্বাসনরূপ নিশ্চয় অর্থাৎ দুরাগ্রহ পরিত্যাগ কর। আমি নিজমস্তক দ্বারা তোমার চরণস্পর্শ করিতেছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। পাপিষ্ঠে! তুমি কি জন্য এইরূপ অতিভয়ঙ্কর সঙ্কল্প করিয়াছ?১-১৫

ভরতের প্রতি আমার প্রীতি আছে কিংবা বিদ্বেষ আছে, ইহাই যদি তুমি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভরতের সম্বন্ধে যাহা তুমি প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হউক। পূর্বে তুমি আমার নিকট প্রায়ই বলিতে যে, 'শ্রীমান্ রাম ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, রামই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।' কিন্তু এখন আমার মনে হইতেছে যে, তুমি ঐরূপ প্রিয় বাক্য বলিতে কেবল নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য, যেহেতু রামের অভিষেক-বার্তা শুনিয়াই শোকান্বিত হইয়া পড়িলে এবং আমাকে অতিশয় সন্তাপ দিলে। আমার মনে হয়, শূন্যগৃহে থাকায় জন্য তুমি ভূতগ্রস্ত হইয়াছ এবং বিবশ হইয়া পড়িয়াছ। দেবি! তুমি ত নীতিশাস্ত্রে পারদর্শিনী। তোমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে, আর ইহাতেই মনে হয় ইক্ষ্বাকুবংশে অতিশয় অন্যায় প্রবেশ করিতেছে। বিশালনেত্রে! তুমি ত

তস্য ধর্মাত্মনো দেবি বনে বাসং যশস্বিনঃ।
কথং রোচয়সে ভীরু নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥২২
অত্যন্তসুকুমারস্য তস্য ধর্মে কৃতাত্মনঃ।
কথং রোচয়সে বাসমরণ্যে ভৃশদারুণে ॥২৩
রোচয়ন্তিরামস্য রামস্য শুভলোচনে।
তব শুশ্রূষমাণস্য কিমর্থং বিপ্রবাসনম্ ॥২৪
রামো হি ভরতাদ্ভূয়স্তব শুশ্রূষতে সদা।
বিশেষং ত্বয়ি তস্মাত্তু ভরতস্য ন লক্ষয়ে ॥২৫
শুশ্রূষাং গৌরবং চৈব প্রমাণং বচনক্রিয়াম্।
কস্ত ভূয়স্তরং কুর্য্যাদস্মত্র পুরুষর্ষভাৎ ॥২৬
বহূনাং স্ত্রীসহস্রাণাং বহূনাং চোপজীবিনাম্।
পরিবাদোঽপবাদো বা রাঘবে নোপপদ্যতে ॥২৭
সান্ত্বয়ন্ সর্বভূতানি রামঃ শুদ্ধেন চেতসা।
গৃহ্লাতি মনুজব্যাঘ্রঃ প্রিয়ৈর্বিষয়বাসিনঃ ॥২৮
সত্ত্বেন লোকান্ জয়তি দ্বিজান্ দানেন রাঘবঃ।
গুরূন্ শুশ্রূষয়া বীরো ধনুষা যুধি শাত্রবান্ ॥২৯
সত্যং দানং তপস্ত্যাগো মিত্রতা শৌচমার্জবম্।
বিদ্যা চ গুরুশুশ্রূষা ধ্রুবাণ্যেতানি রাঘবে ॥৩০
তস্মিন্নার্জবসম্পন্নে দেবি দেবোপমে কথম্।
পাপমাশংসসে রামে মহর্ষিসমতেজসি ॥৩১
ন স্মরাম্যপ্রিয়ং বাক্যং লোকস্য প্রিয়বাদিনঃ।
স কথং ত্বৎকৃতে রামং বক্ষ্যামি প্রিয়মপ্রিয়ম্ ॥৩২
ক্ষমা যস্মিংস্তপস্ত্যাগঃ সত্যং ধর্মঃ কৃতজ্ঞতা।
অপ্যহিংসা চ ভূতানাং তমৃতে কা গতির্মম ॥৩৩

পূর্বে কোনদিনই কোন অন্যায় বা আমার অপ্রীতিকর কার্য্য কর নাই। এইজন্য অত্ত অতিদুঃখপ্রদ নীতিদুষ্ট তোমার প্রার্থনায় আমি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছি না। কৈকেয়ি! তুমি ত আমার নিকট বহুবার এই কথা বলিয়াছ যে, তোমার নিকট মহাত্মা ভরত যেরূপ প্রিয়, রামও সেইরূপ প্রিয়। দেবি! ধর্মাত্মা বলস্বী সেই রামের চতুর্দশবৎসর যাবৎ বনে বাস তোমার রুচিকর হইল কিরূপে? ধর্মনিষ্ঠ অতিশয় কোমল রামের অতিভীষণ অরণ্যে বাস তুমি প্রার্থনা করিতেছ কিরূপে? শুভনেত্রে! রাম ত সর্বদা তোমার শুশ্রূষা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি কেন সর্বজনপ্রিয় রামের নির্বাসন প্রার্থনা করিতেছ? রাম তোমার ভরত অপেক্ষা সর্বদা অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকে। আমি তোমার প্রতি ভক্তিভাব-বিষয়ে রাম অপেক্ষা ভরতের কোন বৈশিষ্ট্য দেখি না।১৬-২৫

পুরুষোত্তম রাম ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি এত অধিক তোমার শুশ্রূষা, মর্য্যাদা, পূজা ও আদেশপালন করিয়া থাকে? আমার অন্তঃপুরে বহুসহস্র মহিলা ও ভৃত্যগণ আছে, কিন্তু তাহারা কেহই রামের সম্বন্ধে কোনরূপ অপবাদ করে না। নরোত্তম রাম সরলমনে সকল প্রাণীকে সান্ত্বনাদান করে এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা রাজ্যবাসী জনগণকে বশীভূত করিয়াছে। শ্রীমান্ রাম সত্ত্বগুণের দ্বারা সকল লোককে, ধনদানের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে এবং শুশ্রূষার দ্বারা গুরুজনকে জয় করিয়াছে। মহাবীর রাঘব যুদ্ধে ধনুর দ্বারা শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া থাকে। সত্য, দান, তপস্যা, নির্লোভতা, মিত্রতা, শুচিতা, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা—এই সকল গুণ সর্বদা শ্রীরামে বিদ্যমান। মহর্ষিতুল্যতেজস্বী সরলচিত্ত দেবসদৃশ শ্রীমান্ রামের সম্বন্ধে তুমি এইরূপ অনিষ্ট আচরণে ইচ্ছুক হইয়াছ কেন? সকল লোকের সহিত প্রিয়বাক্য বলিতে অভ্যস্ত রামের মুখে কখনও কোন অপ্রিয়বাক্য শুনিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। তবে তোমার জন্য এমন প্রিয়পুত্রকে আমি কিরূপে অপ্রিয়বাক্য বলিব? ক্ষমা, তপস্যা, নির্লোভতা, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম, কৃতজ্ঞতা ও সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাদি গুণ যে রামে সর্বদা বিরাজিত, সেই রাম না থাকিলে আমার কি গতি হইবে? কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অন্তিমকাল নিকটবর্তী হওয়ায় আমার শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। আমি দীনভাবে তোমার নিকটে বিলাপ করিতেছি, এক্ষণে আমার উপর করুণা প্রকাশ করা উচিত। সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীতে যে সকল বস্তু পাওয়া যায়,

মম বৃদ্ধস্য কৈকয়ি গত্যাস্যস্য তপস্বিনঃ।
দীনং লালপ্যমানস্য কারুণ্যং কর্তুমর্হসি ॥৩৪
পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যৎকিঞ্চিদধিগম্যতে।
তৎ সর্বং তব দাস্যামি মা চ ত্বং মৃত্যুমাবিশ (ক) ॥৩৫
অঞ্জলিং কুরু কৈকয়ি পাদৌ চাপি স্পৃশামি তে।
শরণং ভব রামস্য মাধর্মো মামিহ স্পৃশেৎ ॥৩৬
ইতি দুঃখাভিসন্তপ্তং বিলপন্তমচেতনম্।
ঘূর্ণমানং মহারাজং শোকেন সমভিপ্লুতম্ ॥৩৭
পারং শোকার্ণবস্যাশু প্রার্থয়ন্তং পুনঃ পুনঃ।
প্রত্যুবাচাথ কৈকয়ী রৌদ্রা রৌদ্রতরং বচঃ ॥৩৮
যদি দত্ত্বা বরৌ রাজন্ পুনঃ প্রত্যনুতপ্যসে।
ধার্মিকস্ত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি ॥৩৯
যদা সমেতো বহুভির্ভূয়া রাজর্ষিভিঃ সহ।
কথয়িষ্যন্তি ধর্মজ্ঞ তত্র কিং প্রতিবক্ষ্যসি ॥৪০
যস্যাঃ প্রসাদে জীবামি যা চ মামভ্যপালয়ৎ।
তস্যাঃ কৃতা ময়া মিথ্যা কৈকয্যা ইতি বক্ষ্যসি ॥৪১
কিন্বিদং ত্বং নরেন্দ্রাণাং করিষ্যসি নরাধিপ।
যো দত্ত্বা বরমস্যৈব পুনরন্যানি ভাষসে ॥৪২
শৈব্যঃ শ্যেন-কপোতীয়ে স্বমাংসং পক্ষিণে দদৌ।
অলর্কশ্চক্ষুষী দত্ত্বা জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥৪৩
সাগরঃ সময়ং কৃত্বা ন বেলামতিবর্ততে।
সময়ং মানৃতং কার্যাঃ পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্ ॥৪৪
স ত্বং ধর্মং পরিত্যজ্য রামং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
সহ কৌসল্যয়া নিত্যং হৃষ্টমিচ্ছসি দুর্মতে ॥৪৫

আমি সেই সকল বস্তু তোমাকে দান করিব, তুমি আমার মৃত্যুস্বরূপ এই অভিলাষ পরিত্যাগ কর ।২৬-৩৫

কৈকেয়ি! আমি কৃতাঞ্জলি হইতেছি, তোমার পাদদ্বয় স্পর্শ করিতেছি। তুমি রামকে রক্ষা কর, আমাকে যেন অধর্ম স্পর্শ না করে। এইভাবে অভিনব দুঃখে সন্তপ্ত মহারাজ দশরথ বিলাপ করিতেছেন, কখনও অচেতন হইয়া পড়িতেছেন, কখনও শোকে অভিভূত হইয়া অস্থির হইতেছেন, এবং শোকসমুদ্র পার হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ কৈকেয়ীকে নানাভাবে প্রার্থনা করিতেছেন। দশরথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিনিষ্ঠুরপ্রকৃতি কৈকেয়ী তাঁহাকে অতিভয়ঙ্কর কথা বলিতে লাগিলেন—রাজন্! যদি আপনি আমাকে বর দুইটি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এক্ষণে অনুতপ্ত হন, তাহা হইলে পৃথিবীতে নিজেকে ধার্মিকরূপে কিভাবে পরিচিত করিবেন? ধর্মজ্ঞ! যখন বহু রাজর্ষি আপনার সহিত মিলিত হইয়া আমার বরদানাদি বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাহিবেন, তখন আপনি কি উত্তর দিবেন? আপনি কি তখন এই কথা বলিবেন যে,—"যে কৈকেয়ীর অনুগ্রহে আমি বাঁচিয়া আছি, যে কৈকেয়ী আমাকে রক্ষা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সত্য করি নাই।" নরাধিপ! আপনি স্বয়ংই পূর্বতন নরপতিগণের কলঙ্কঘোষণা করিতেছেন, যেহেতু বরদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পরক্ষণেই পুনর্বার অন্যরূপ বলিতেছেন। শ্যেনপক্ষীর সহিত কপোতের বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা শৈব্য নিজ-প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য স্বীয়মাংস প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা অলর্ক প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য নিজ নেত্রদ্বয় অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দিব্যগতি লাভ করিয়াছিলেন। সমুদ্র দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করার জন্য কখনও তীরভূমি অতিক্রম করে না। রাজন্! এই সকল পুরাতন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিবেন না। মহারাজ! আপনার দুর্মতি হইয়াছে, সেইজন্য আপনি ধর্মত্যাগ করিয়া রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন। রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৌশল্যার সহিত সর্বদা বিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ।৩৬-৪৫

রামের নির্বাসন ও ভরতের অভিষেক ধর্মই হউক কিংবা অধর্মই হউক, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আপনি যখন প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন তাহার অন্যথা হইতে পারে না। রাম যদি অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে আমি এখনই আপনার সম্মুখেই প্রচুর-পরিমাণে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। আমি

পাঠান্তর :—(ক) মৃত্যুমাবিশ। (খ) ধ্রুবপদং পুনঃ পুনঃ।

ভবদ্ধর্ম্মো ধর্ম্মো বা সত্যং বা যদি বানৃতম্।
যত্ত্বয়া সংশ্রুতং মহ্যং তস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৪৬
অহং হি বিষমস্যৈব পীত্বা বহু তবাগ্রতঃ।
পশ্যতস্তে মরিষ্যামি রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥৪৭
একাহমপি পশ্যেয়ং যদ্যহং রামমাত্মজম্।
অঞ্জলিং প্রতিগৃহ্নন্তীং প্রেত্যো মম্ব মৃতির্মম ॥৪৮
ভরতেনাত্মনা চাহং শপে তে মনুজাধিপ।
যথা নান্যেন তুষ্যেয়মৃতে রামবিবাসনাৎ ॥৪৯
এতাবদুক্ত্বা বচনং কৈকয়ী বিররাম হ।
বিলপন্তঞ্চ রাজানং ন প্রতিব্যাজহার সা ॥৫০
শ্রুত্বা তু রাজা কৈকয্যা বাক্যং পরমশোভনম্।
রামস্য চ বনে বাসমৈশ্বর্য্যং ভরতস্য চ ॥৫১
নাভ্যভাষত কৈকয়ীং মুহূর্তং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
প্রৈক্ষতানিমিষো দেবীং প্রিয়ামপ্রিয়বাদিনীম্ ॥৫২
তাং হি বজ্রসমাং বাচমাকর্ণ্য হৃদয়াপ্রিয়াম্।
দুঃখশোকময়ীং শ্রুত্বা রাজা ন সুখিতোঽভবৎ ॥৫৩
স দেব্যা ব্যবসায়ঞ্চ ঘোরঞ্চ শপথং কৃতম্।
ধ্যাত্বা রামেতি নিঃশ্বস্য ছিন্নস্তরুরিবাপতৎ ॥৫৪
নষ্টচিত্তো যথোন্মত্তো বিপরীতো যথাতুরঃ।
হৃততেজা যথা সর্পো বভূব জগতীপতিঃ ॥৫৫
দীনয়াতুরয়া বাচা ইতি হোবাচ কৈকয়ীম্।
অনর্থমিমমর্থাভং কেন ত্বমুপদেশিতা ॥৫৬
ভূতোপহতচিত্তেব ব্রুবন্তী মাং ন লজ্জসে।
শীল-ব্যসনমেতত্তে নাভিজানাম্যহং পুরা ॥৫৭
বালায়াস্তদ্বিদানীং তে লক্ষয়ে বিপরীতবৎ।
কুতো বা তে ভয়ং জাতং যা ত্বমেবংবিধং বরম্ ॥৫৮
রাষ্ট্রে ভরতমাসীনং বৃণীষে রাঘবং বনে।
বিরমৈতেন ভাবেন ত্বমেতেনানৃতেন চ ॥৫৯
যদি ভর্তুঃ প্রিয়ং কার্য্যং লোকস্য ভরতস্য চ।
নৃশংসে পাপসঙ্কল্পে ক্ষুদ্রে দুষ্কৃতকারিণি ॥৬০
কিন্নু দুঃখমলীকং বা ময়ি রামে চ পশ্যসি।
ন কথঞ্চিদৃতে রামাদ্ভরতো রাজ্যমাবসেৎ ॥৬১

যদি রামমাতা কৌশল্যাকে রাজমাতা বলিয়া সাধারণ লোকের কৃতাঞ্জলি নমস্কার গ্রহণ করিতে একদিনও দেখি, তাহা হইলে আমার মরণই মঙ্গল। মহারাজ! আমি প্রাণস্বরূপ ভরতের শপথ করিয়া আপনার নিকট বলিতেছি যে, রামের বনবাস ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই আমি সুখী হইব না। এই সকল কথা বলিয়া কৈকেয়ী নীরব হইলেন। দশরথ কাতরভাবে বিলাপ করিতে থাকিলেও কোনরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন না। অনন্তর রাজা দশরথ রামের নির্বাসন ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রার্থনারূপ অতিশয় অশোভন বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ীকে কোন কথা বলিতে পারিলেন না, ক্ষুব্ধচিত্তে নির্নিমেষনেত্রে অপ্রিয়ভাষিণী পত্নীর দিকে মুহূর্তকাল তাকাইয়া রহিলেন। দুঃখ-শোকজনক বজ্রতুল্যভয়ঙ্কর অপ্রিয়বাক্য শুনিয়া রাজা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি রামের নির্বাসনে কৈকেয়ীর দৃঢ়নিশ্চয়ের কথা ও নিজের অতিভীষণ শপথের কথা চিন্তা করিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া গেলেন। তখন বিকৃতচিত্ত উন্মত্তের ন্যায়, বিকারপ্রাপ্ত রোগীর ন্যায় ও মন্ত্রের দ্বারা নিস্তেজ সর্পের ন্যায় মহারাজের অবস্থা হইল।৪৬-৫৫

কিছুক্ষণ পর তিনি দৈন্যযুক্ত আতুরবাক্যে বলিলেন,—কৈকেয়ি! এই অনর্থকর বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় বলিয়া কে তোমাকে বুঝাইয়াছে? ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় আমার নিকট এইরূপ অনর্থকর বাক্য বলিতে লজ্জিত হইতেছ না? আমি পূর্বে কখনও তোমার এইরূপ স্বভাব ও ব্যবহার জানিতে পারি নাই, যদিও তখন তোমার বয়স অল্প ছিল। কিন্তু এই প্রৌঢ়বয়সে তোমার স্বভাব ও ব্যবহার বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে। কি কারণে রাম হইতে তোমার ভয় উপস্থিত হইয়াছে, যেজন্য তুমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিতেছ,—ভরতকে রাজাসনে বসাইতে হইবে এবং রামকে বনে পাঠাইতে হইবে? কৈকেয়ি! পাপকারিণি! তোমার হৃদয় অতিমিষ্টুর, তোমার সঙ্কল্প পাপপূর্ণ। তুমি অতিক্ষুদ্রপ্রকৃতি। যদি তুমি নিজপতির, সকললোকের এবং ভরতের

রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্।
কথং বক্ষ্যসি রামস্য বনং গচ্ছেতি ভামিতে ॥৬২
মুখবর্ণং বিবর্ণং তু যথৈবেন্দুমুপপ্লুতম্।
তাং তু মে সুকৃতাং বুদ্ধিং সুহৃদ্ভিঃ সহ নিশ্চিতাম্ ॥৬৩
কথং দ্রক্ষ্যাম্যপাবৃত্তাং পরৈরিব হতাং চমূম্।
কিং মাং বক্ষ্যন্তি রাজানো নানাদিগ্ভ্যঃ
সমাগতাঃ ॥৬৪
বালো বতায়মৈক্ষ্বাকশ্চিরং রাজ্যমকারয়ৎ।
যদা হি বহবো বৃদ্ধা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ ॥৬৫
পরিপ্রক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি কিমিয়ং তদা (ক)।
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানেন পুত্রঃ প্রব্রাজিতো মম ॥৬৬
যদি সত্যং ব্রবীম্যেতদসত্যং ভবিষ্যতি।
কিং মাং বক্ষ্যতি কৌসল্যা রাঘবে বনমাস্থিতে ॥৬৭
কিমৈকৈনাং প্রতিবক্ষ্যামি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
মদা মদা চ কৌসল্যা দাসীব চ সখীব চ ॥৬৮
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি।
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা ॥৬৯
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব।
ইদানীং তপ্যতি মাং মন্যুনা সুকৃতং ত্বয়ি ॥৭০
অপথ্যব্যঞ্জনোপেতং ভুক্তমন্নমিবাতুরম্।
বিপ্রকারশ্চ রামস্য সংপ্রধার্যঃ বনস্য চ ॥৭১
সুমিত্রা প্রেক্ষ্য বৈ ভীতা কথং মে বিশ্বসিষ্যতি।
কৃপণং বত বৈদেহী শ্রোষ্যতি বয়মপ্রিয়ম্ ॥৭২
মাঞ্চ পঞ্চত্বমাপন্নং রামঞ্চ বনমাশ্রিতম্।
বৈদেহী বত মে প্রাণাংশ্চেষ্টী ক্ষপয়িষ্যতি ॥৭৩
হীনা হিমবতঃ পার্শ্বে কিন্নরেণেব কিন্নরী।
নহি রামমহং দৃষ্ট্বা প্রবসন্তং মহাবনে ॥৭৪

প্রীতিজনক কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভরতের অভিষেক ও রামের নির্বাসনরূপ মন্দ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হও ।৫৬-৬০

আমার মধ্যে তোমার দুঃখের কারণ বা অপরাধ কি দেখিয়াছ? রামের মধ্যেই বা তোমার দুঃখের কিংবা অপরাধের কি আচরণ দেখিয়াছ? রামকে ছাড়িয়া ভরত কখনই রাজ্যে রাজা হইয়া বসিবে না। আমি ভরতকে রাম অপেক্ষাও অধিক ধার্মিক বলিয়া মনে করি। "তুমি বনে গমন কর" এই কথা রামকে বলিব কিরূপে? এইরূপ বলিলে পর রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় বিবর্ণ রামের মুখ আমি কিরূপে দেখিব? আমি নিজে দৃঢ়ভাবে যে সঙ্কল্প করিয়াছি, বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহার নিশ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে শত্রুকর্তৃক পরাজিত সৈন্যের ন্যায় তোমার দ্বারা কিভাবে বিপর্য্যস্ত হইতে দেখিব? নানাদিক্ হইতে আগত নৃপতিগণ আমাকে কি বলিবেন? তাঁহারা হয়ত বলিবেন—ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ অতিশিশু। ইনি এতদিন কিভাবে রাজ্য-পালন করিলেন? যখন বহুশাস্ত্রদর্শী গুণবান্ বৃদ্ধগণ আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—কাকুৎস্থ শ্রীমান্ রাম কোথায় আছেন? তখন আমি তাঁহাদিগকে কি বলিব? যদি আমি সত্য কথাই বলি যে, কৈকেয়ীর পীড়নের জন্য আমি প্রিয়পুত্রকে নির্বাসিত করিয়াছি। আমার এই কথায় তাঁহাদের বিশ্বাস হইবে না। রাম বনে গমন করিলে কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন? এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া আমিই বা তাঁহাকে কি বলিব? যখন যেরূপ প্রয়োজন, সেই অনুসারে কৌশল্যা আমার সেবা করেন। তিনি দুঃখার্ত দাসীর ন্যায়, ক্রীড়া-সময়ে সখীর ন্যায়, ধর্মাচরণে পত্নীর ন্যায়, কল্যাণ-কামনায় ভগিনীর ন্যায় ও স্নেহপ্রদানে মাতার ন্যায় সর্বদা আমার প্রিয়কামনা করিয়া থাকেন; আমার অতিপ্রিয়পুত্রের জননী প্রিয়ভাষিণী কৌশল্যাদেবী সত্যই আমার সমাদর পাইবার অধিকারিণী, কিন্তু আমি তোমার জন্যই তাঁহার সমাদর করিতে পারি নাই। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অপথ্য-ব্যঞ্জনাদিসহ অন্নভোজন করিয়া যেরূপ কষ্ট পায়, আমি পূর্বে তোমার প্রতি যে সদ্ ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপ আমিও কষ্ট পাইতেছি। রামের অভিষেক-নিবৃত্তি ও বনগমন দেখিয়া সুমিত্রা অতীব ভয়প্রাপ্ত হইবেন এবং নিজের পুত্রের বিষয়ে আমাকে বিশ্বাস করিবেন না। আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি এবং রাম বনে গমন

পাঠান্তর :—(ক) বক্ষ্যামীহ কৃতং তদা।

চিরং জীবিতুমাশংসে রুদন্তীং চাপি মৈথিলীম্ ।
সা নূনং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি ॥৭৫
সতীং ত্বামহমত্যন্তং ব্যবস্যান্যসতীং সতীম্ ।
রূপিণীং বিষসংযুক্তাং পীত্বেব মদিরাং নরঃ ॥৭৬
অনৃতৈর্বত মাং সান্ত্বৈঃ সান্ত্বয়ন্তীব ভামসে (ক) ।
গীতশব্দেন সংরুধ্য লুব্ধো মৃগমিবাবধীঃ ॥৭৭
অনার্য্য ইতি মামার্য্যাঃ পুত্রবিক্রায়কং ধ্রুবম্ ।
বিকরিষ্যন্তি রথ্যাসু সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা ॥৭৮
অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রং যত্র বাচঃ ক্ষমে তব ।
দুঃখমেবংবিধং প্রাপ্তং পুরা কৃতমিবাশুভম্ ॥৭৯
চিরং খলু ময়া পাপে ত্বং পাপেনাভিরক্ষিতা ।
অজ্ঞানাদুপসম্পন্না রজ্জুরুদ্ধনী যথা ॥৮০
রমমাণস্ত্বয়া সার্ধং মৃত্যুং ত্বাং নাভিলক্ষয়ে ।
বালো রহসি হস্তেন কৃষ্ণসর্পমিবাস্পৃশম্ ॥৮১
তৎ তু মাং জীবলোকোঽয়ং নূনমাক্রোষ্টুমর্হতি ।
ময়া হ্যপিতৃকঃ পুত্রঃ স মহাত্মা দুরাত্মনা ॥৮২
বালিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশম্ ।
স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং পুত্রং বনং প্রস্থাপয়িষ্যতি ॥৮৩
বেদৈশ্চ ব্রহ্মচর্য্যৈশ্চ গুরুভিশ্চোপকর্শিতঃ ।
ভোগকালে মহৎ কৃচ্ছ্রং পুনরেব প্রপৎস্যতে ॥৮৪
নালং দ্বিতীয়ং বচনং পুত্রো মাং প্রতিভাষিতুম্ ।
স বনং প্রব্রজেত্যুক্তো বাঢ়মিত্যেব বক্ষ্যতি ॥৮৫
যদি মে রাঘবঃ কুর্য্যাদ্ বনং গচ্ছেতি চোদিতঃ ।
প্রতিকূলং প্রিয়ং মে স্যান্নতু বৎসঃ করিষ্যতি ॥৮৬

করিয়াছেন—এই দুইটি অপ্রিয় সংবাদ জানকী অতিকষ্টে শ্রবণ করিবেন। ইহা ভাবিয়াই আমি লজ্জিত হইতেছি। হিমালয়ের পার্শ্বদেশে কিন্নরবিহীনা কিন্নরীর ন্যায় শোক করিতে করিতে আমার আদরণীয়া পুত্রবধূ বৈদেহী নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। রামকে বনবাসী ও সীতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বেশীক্ষণ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। তুমি বিধবা হইয়া সপুত্রের সহিত অবশ্যই রাজ্যপালন করিবে। কোন ব্যক্তি বিষযুক্ত সুন্দর মদ্য পান করিয়া পরে শরীর-বিকার উপস্থিত হইলে যেমন উহাকে বিষ বলিয়া বুঝিতে পারে, সেইরূপ আমি এতকাল তোমার প্রকৃত স্বভাব বুঝিতে পারি নাই। এতকাল তোমাকে সতী মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন ব্যবহারের দ্বারা তোমাকে অসতী বলিতে বিধা নাই। এতদিন যাবৎ মিথ্যা সান্ত্বনাবাক্যে আমাকে প্রীত করিয়াছ। ব্যাধ যেমন গীতশব্দের দ্বারা হরিণকে আকৃষ্ট করিয়া বধ করে, তুমিও সেইরূপ প্রিয়বাক্যে আমাকে আকৃষ্ট করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি যদি পুত্রের পরিবর্তে তোমার প্রীতি-সাধন করি, তাহা হইলে আর্য্যগণ যেমন মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে অনার্য্য বলিয়া নিন্দা করেন, সেইরূপ আমাকেও পথে গমন করিতে দেখিলে অনার্য্য বলিয়া নিন্দা করিবেন। হায়, আমার কি দুঃখ! কি কষ্ট! যে, তোমার এইরূপ অসঙ্গত বাক্যেও আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি! মনে হয়—আমার পূর্বজন্মে অতিশয় অশুভ কর্ম করা হইয়াছিল, সেইজন্য এইরূপ মর্মান্তিক দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। পাপীয়সি! আমি অতিশয় মূঢ়। সেইজন্য কণ্ঠসংলগ্ন মৃত্যু-রজ্জুর ন্যায় তোমাকে অজ্ঞানবশতঃ এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছি।৬১-৮০

আমি তোমার সহিত বিহার করিয়াছি, কিন্তু তুমি যে আমার মৃত্যুরূপিণী ইহা বুঝিতে পারি নাই। বালক যেমন নির্জনস্থানে হস্তের দ্বারা মৃত্যুস্বরূপ কৃষ্ণসর্পকে স্পর্শ করে, আমিও সেইরূপেই তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি। আমি অতীব দুরাত্মা বলিয়াই নিজের জীবিতাবস্থাতেই মহাত্মা রামকে পিতৃহীন করিলাম। ইহাতে সকল মনুষ্য অবশ্যই আমার নিন্দা করিয়া বলিবে যে "রাজা দশরথ বুদ্ধিহীন ও অতিশয় কামুক। এইজন্যই তিনি স্ত্রীর কথায় প্রিয়তম পুত্রকে বনে প্রেরণ করিলেন।" বাল্যকাল হইতে রাম বহু ক্লেশ সহন করিয়াছে। বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরনিয়মপালন ও গুরুশুশ্রূষার দ্বারা সে কৃশ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার সুখভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু পুনর্বার তাহাকে অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হইবে। আমি যদি

পাঠান্তর :—(ক)—সান্ত্বয়ন্তী ন ভাবসে।

রাঘবে হি বনং প্রাপ্তে সর্বলোকস্য ধিক্কৃতম্।
মৃত্যুরক্ষমণীয়ং মাং নয়িষ্যতি যমক্ষয়ম্ ॥৮৭
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুঙ্গবে।
ইষ্টে মম জনে শেষে কিং পাপং প্রতিপৎস্যসে ॥৮৮
কৌসল্যা মাঞ্চ রামঞ্চ পুত্রৌ চ যদি হাস্যতি।
দুঃখার্তসহতী দেবী মামেবানুগমিষ্যতি ॥৮৯
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ মাঞ্চ পুত্রৈস্ত্রিভিঃ সহ।
প্রক্ষিপ্য নরকে সা ত্বং কৈকয়ী সুখিতা ভব ॥৯০
ময়া রামেণ চ ত্যক্তং শাশ্বতং সৎকৃতং গুণৈঃ।
ইক্ষ্বাকুকুলমক্ষোভ্যমাকুলং পালয়িষ্যসি ॥৯১
প্রিয়ং চেদ্ভরতস্যৈতদ্ রামপ্রব্রাজনং ভবেৎ।
মা স্ম মে ভরতঃ কার্ষীৎ প্রেতকৃত্যং গতায়ুষঃ ॥৯২

মৃতে ময়ি গতে রামে বনং পুরুষপুঙ্গবে।
সেদানীং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি ॥৯৩
ত্বং রাজপুত্রি দৈবেন শ্বশ্রূসো মম বেশ্মনি।
অকীর্তিশ্চাতুলা লোকে ধ্রুবং পরিভবশ্চ মে ॥
সর্বভূতেষু চাবজ্ঞা যথা পাপকৃতস্তথা ॥৯৪
কথং রথৈর্বিভূষার্হা গজাশ্বৈশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
পদ্ভ্যাং রামো মহারণ্যে বৎসো মে বিচরিষ্যতি ॥৯৫
যস্য চাহারসময়ে সূদাঃ কুণ্ডলধারিণঃ।
অহম্পূর্বাঃ পচন্তি স্ম প্রসন্নাঃ পানভোজনম্ ॥৯৬
স কথং নু কষায়াণি তিক্তানি কটুকানি চ।
ভক্ষয়ন্ বন্যমাহারং সুতো মে বর্তয়িষ্যতি ॥৯৭
মহার্হবস্ত্রসংবীতো ভূত্বা চিরসুখোচিতঃ।
কাষায়পরিধানস্তু কথং ভূমৌ নিবৎস্যতি (ক) ॥৯৮

বলি যে, 'রাম! তুমি বনে গমন কর', তাহা হইলে শ্রীমান্ রাম কখনই আমাকে প্রতিকূল বাক্য বলিবে না, কোন প্রতিবাদ করিবে না; বরং সে "বাঢ়ম্" বলিয়া বনে গমন করিতে সম্মতিই জানাইবে। 'রাম! তুমি বনে গমন কর' এইরূপ বাক্যে প্রেরিত হইয়া রাম যদি আমার প্রতিকূল কার্য্য করে, তাহা হইলে আমার খুব ভাল হয়। কিন্তু রাম ত সেরূপ কার্য্য কখনই করিবে না। রাম বনে গমন করিলে সকল লোক আমাকে ধিক্কার দিবে, কেহই আমাকে ক্ষমা করিবে না। তখন মৃত্যু আমাকে যমলোকে লইয়া যাইবে। আমি মৃত হইলে এবং পুরুষোত্তম রাম বনে গমন করিলে তুমি আমার অবশিষ্ট প্রিয়জনের সম্বন্ধে কি পাপানুষ্ঠান করিবে? কৌশল্যা যদি আমাকে ও রামকে প্রাপ্ত না হন এবং সুমিত্রা যদি আমাকে ও পুত্রদ্বয়কে প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহারা উভয়েই আমার অনুগমন করিবেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত আমাকে নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া অসহ্য দুঃখ প্রদান করত তুমি সুখভোগ কর। এই ইক্ষ্বাকুবংশ চিরকাল বহুগুণভূষিত ছিল, কেহ কোনদিন ইহাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু আমি ও রাম এই বংশকে ত্যাগ করিলে ইহা আকুল হইয়া পড়িবে। কৈকেয়ি! তখন তুমিই এই বংশকে রক্ষা করিবে। যদি রামের নির্বাসন ভরতের প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর ভরত যেন অগ্নিসংস্কার, শ্রাদ্ধাদি প্রেতকার্য্য না করে। আমার মৃত্যু ও নরশ্রেষ্ঠ রামের বনগমন হইলে তুমি বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজ্যপালন করিবে। রাজপুত্রি! তুমি আমার গৃহে বাস করিতেছ, ইহা আমারই দুর্দৈব। তোমার জন্যই পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় আমাকে এই পৃথিবীতে চিরশোক, চিরস্থায়ী ধিক্কার ও সকললোকের অবজ্ঞাভাজন হইতে হইবে। সর্বশক্তিমান্ প্রিয়তম আমার রাম সর্বদা রথে, হস্তীতে এবং অশ্বেতে আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছে। কিন্তু এখন কিরূপে সে পদব্রজে মহারণ্যে ভ্রমণ করিবে? যে রামের আহার-সময়ে কুণ্ডলধারী পাচকগণ পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, 'আমি অগ্রে পাক করিব' বলিয়া প্রসন্নচিত্তে পেয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, আমার অতিপ্রিয় তনয় সেই রাম কষায়, তিক্ত ও কটু বন্যফল-মূল ভক্ষণ করিয়া কিভাবে দিন

গ্রন্থবিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ৮৬নং শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়—

ওদকস্যো হি ভাবং মে ন তু জানাতি রাঘবঃ।
বনং প্রস্থাপকস্যাকো বাঢ়মিত্যেব বক্ষ্যতি ॥

পাঠান্তরঃ—(ক)—কথং রাঘবে ভবিষ্যতি।

কস্তেদং দারুণং বাক্যমেবংবিধমপীরিতম্।
রামস্যারণ্যগমনং ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥৯৯
ধিগস্তু খলু তো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ।
ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্বা ভরতস্যৈব মাতরম্ ॥১০০
অনর্থভাবেঽর্থপরে নৃশংসে
মমানুতাপায় নিবেশিতাসি।
কিমপ্রিয়ং পশ্যসি মন্নিমিত্তং
হিতানুকারিণ্যথবাপি রামে ॥১০১
পরিত্যজেয়ুঃ পিতরোঽপি পুত্রান্
ভার্য্যাঃ পতীংশ্চাপি কৃতানুরাগাঃ।
কৃৎস্নং হি সর্বং কুপিতং জগৎ স্যাদ্
দৃষ্ট্বৈব রামং ব্যসনে নিমগ্নম্ ॥১০২
অহং পুনর্দেবকুমারকল্প-
মলঙ্কৃতং তং শুভমাব্রজন্তম্।
নন্দামি পশ্যন্নিব দর্শনেন
ভবামি দৃষ্ট্বৈব পুনর্যুবেব ॥১০৩
বিনা হি সূর্য্যেণ ভবেৎ প্রবৃত্তি-
রবর্ষতা বজ্রধরেণ বাপি।
রামং তু গচ্ছন্তমিতঃ সমীক্ষ্য
জীবেন্ন কশ্চিদ্ভরতস্য চেতনা মে ॥১০৪
বিনাশকামামহিতামমিত্রা-
মাবাসয়ং মৃত্যুমিবাত্মনস্ত্বাম্।
চিরং বতাঙ্কেন ধৃতাসি সর্পী
মহাবিষা তেন হতোঽস্মি মোহাৎ ॥১০৫
ময়া চ রামেণ সলক্ষ্মণেন
প্রশাস্তু হীনো ভরতস্তয়া সহ।
পুরঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ নিহত্য বান্ধবান্
মমাহিতানাঞ্চ ভবাভিতাপিনী (ক) ॥১০৬

অতিবাহিত করিবে? মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যে রাম চিরদিন সুখে কাটাইয়াছে, সেই রাম কিরূপে কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিবে? রামের বনে গমন ও ভরতের অভিষেক-প্রার্থনারূপ এই দারুণ কথা কে বলিল? বুঝিলাম, স্ত্রীজাতি অতিশয় স্বার্থপরায়ণ ও শঠ-প্রকৃতি; তাহাদিগকে শতবার ধিক্কার। অবশ্য আমি সকল স্ত্রীলোককে এইরূপ বলিতেছি না, কেবল ভরতের মাতাকেই বলিতেছি ।৮১-১০০

ওরে কৈকেয়ি! তোমার প্রকৃতি অতিহিংস্র। তুমি অতিশয় স্বার্থপর। আমার অনুতাপের জন্যই তোমার এই অনর্থময় অভিপ্রায়ে অভিনিবেশ হইয়াছে। আমার জন্য তোমার কি অপ্রিয় হইতে দেখিতেছ? সর্বলোক-হিতকারী রামেতেই বা কি অপ্রিয় কার্য্য দেখিয়াছ? আমি তোমাকে বলিতেছি যে, রামকে এইভাবে বিপদে মগ্ন দেখিয়া পিতারা পুত্রদিগকে ত্যাগ করিবে, অনুরক্তা পত্নীরা নিজ নিজ পতিকে ত্যাগ করিবে এবং সংসারে সকল জীবই অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবে। দেবকুমারসদৃশ সৌন্দর্য্যবান্ অলঙ্কৃত রামকে আমার অভিমুখে আগমনকারী শুনিয়াই সাক্ষাদ্দর্শনের মত আনন্দলাভ করি। যখন তাহাকে দর্শন করি, তখন যেন পুনরায় যুবক হইয়া যাই। সূর্য্য উদিত না হইলেও হয়ত সংসারের জীবনযাত্রানির্বাহ হইতে পারে, বজ্রধর ইন্দ্র বর্ষণ না করিলেও জীবনধারণ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু অযোধ্যা হইতে রামকে বনে যাইতে দেখিলে কেহই জীবনধারণ করিতে পারিবে না—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কৈকেয়ি! তুমি আমার অহিতকর কার্য্যের দ্বারা আমাকে বিনাশ করিতে কামনা করিতেছ, এইজন্য তুমি আমার বিষসদৃশ। আমি নিজের মৃত্যুরূপিণী তোমাকে নিজগৃহে বাস করিতে দিয়াছি। আমি মোহবশতঃ তীব্রবিষময়ী সর্পীকে নিজকোড়ে ধারণ করিয়াছি, সেই জন্যই অদ্য নিহত হইতেছি। রাম, লক্ষ্মণ ও আমি থাকিব না—এইরূপ অবস্থায় ভরত তোমার সহিত রাজ্যশাসন করুক। তুমি পুরবাসী ও আমার প্রিয়জনগণকে বিনষ্ট করিয়া শত্রুপক্ষের সহিত সদ্ভাব কর। কৈকেয়ি! তোমার আচরণ অতিশয় ক্রূর। তুমি এইরূপ বিপদ সৃষ্টি করিয়া আমাকে প্রহার করিতেছ এবং পতি-পত্নীর সম্বন্ধের কথা তুলিয়া যেরূপ কথা বলিতেছ, তাহাতেও তোমার দন্তসমূহ সহস্রভাগে বিদীর্ণ হইয়া মুখ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছে না কেন? রাম ত তোমাকে কোনরূপ অহিতকর অপ্রিয়বাক্য বলে নাই। রাম যে কঠোর-বাক্য বলিতে জানে না। তুমি সর্বগুণসমন্বিত প্রিয়ভাষী

পাঠান্তর :—(ক)—ভবাভিতাপিনি।

নৃশংসবৃত্তে ব্যসনপ্রহারিণি
প্রসহ্য বাক্যং যদিহাদ্য ভাষসে।
ন নাম তে কেন (ক) মুখাৎ পতন্ত্যধো
বিশীর্য্যমাণা দশনাঃ সহস্রধা ॥১০৭
ন কিঞ্চিদাহাহিতমপ্রিয়ং বচো
ন বেত্তি রামঃ পরুষাণি ভাষিতুম্।
কথং তু রামে হ্যভিরামবাদিনি
ব্রবীষি দোষান্ গুণনিত্যসম্মতে ॥১০৮
প্রতাম্য বা প্রজ্বল বা প্রণশ্য বা
সহস্রশো বা স্ফুটিতাং মহীং ব্রজ।
ন তে করিষ্যামি বচঃ সুদারুণং
মমাহিতং কেকয়রাজপাংসনে ॥১০৯
ক্ষুরোপমাং নিত্যমদৎ প্রিয়ংবদাং
প্রদুষ্টভাবাং স্বকুলোপঘাতিনীম্।
ন জীবিতুং ত্বাং বিষহেঽমনোরমাং
দিধক্ষমাণাং হৃদয়ং সবন্ধনম্ ॥১১০
ন জীবিতাং মেঽস্তি কুতঃ পুনঃ সুখং
বিনাত্মজেনাত্মবতাং কুতো রতিঃ।
মমাহিতং দেবি ন কর্তুমর্হসি
স্পৃশামি পাদাবপি তে প্রসীদ মে ॥১১১
স ভূমিপালো বিলপন্নাথবৎ
স্ত্রিয়া গৃহীতো হৃদয়েঽতিমাত্রয়া।
পপাত দেব্যাশ্চরণৌ প্রসারিতা-
বৃভাবসং প্রাপ্য যথাতুরস্তথা ॥১১২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥১২

রামের দোষের কথা কিরূপে বলিতেছ? কেকয়কুল-কলঙ্কিনি! কৈকেয়ি! তুমি গ্লানিতে মগ্নই হও কিংবা অগ্নিতে প্রজ্বলিতই হও, অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হও কিংবা সহস্রধায় নিজশরীরে আঘাত করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হও, তথাপি তোমার অতিদারুণ বাক্যানুসারে কার্য্য করিব না, যেহেতু তাহা আমার অতীব অহিতকর। তুমি শাণিতক্ষুরের ন্যায় আমার হৃদয়চ্ছেদন করিতে উদ্যত। অনর্থকর প্রিয়বাক্য বলাই তোমার স্বভাব। তুমি দুষ্টপ্রকৃতি ও স্ববংশঘাতিনী। রূপলাবণ্যে মনোহারিণী হইয়া আমার প্রাণ ও হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছ, এইজন্য আমি তোমার জীবিত থাকা সহ্য করিতে পারিতেছি না। রাম ব্যতীত আমার জীবনই থাকিবে না, সুখেরও সম্ভাবনাই নাই। আত্মবান্ ব্যক্তিদের আত্মজ ব্যতীত কিরূপে সুখ হইবে? দেবি! আমার অহিত করা তোমার উচিত নয়, আমি তোমার চরণস্পর্শ করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। মর্য্যাদালঙ্ঘন-কারিণী কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া ভূপতি দশরথ অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার প্রসারিত চরণদ্বয় স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু চরণদ্বয় স্পর্শ করিতে না পারিয়া আতুরের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।১০১-১২

পাঠান্তরঃ—(ক) ন নাম কেন—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

[মহারাজ-দশরথস্য বিলাপোক্তিঃ, কৈকেয্যা অনমনীয়-মনোভাবশ্চ ।]

অভদর্হং মহারাজং শয়ানমতথোচিতম্ ।
যযাতিমিব পুণ্যান্তে দেবলোকাৎ পরিচ্যুতম্ ॥১
অনর্থরূপার্থসিদ্ধার্থা হ্রীতা ভয়দর্শিনী ।
পুনরাকারয়ামাস তমেব বরমঙ্গনা ॥২
ত্বং কথলে মহারাজ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ ।
মম চেদং বরং কস্মাদ্ বিধারয়িতুমিচ্ছসি ॥৩
এবমুক্তস্তু কৈকেয্যা রাজা দশরথস্তদা ।
প্রত্যুবাচ ততঃ ক্রুদ্ধো মুহূর্তং বিহ্বলন্নিব ॥৪
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুঙ্গবে ।
হস্তানার্য্যে মমামিত্রে সকামা সুখিনী ভব ॥৫
স্বর্গেঽপি খলু রামস্য কুশলং দৈবতৈরহম্ ।
প্রত্যাদেশাদভিহিতং ধারয়িষ্যে কথং বত ॥৬
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামেন রামঃ প্রব্রাজিতো বনম্ ।
যদি সত্যং ব্রবীম্যেতদসত্যং ভবিষ্যতি ॥৭
অপুত্রেণ ময়া পুত্রঃ শ্রমেণ মহতা মহান্ ।
রামো লব্ধো মহাতেজাঃ স কথং ত্যজ্যতে ময়া ॥৮
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ জিতক্রোধঃ ক্ষমাপরঃ ।
কথং কমলপত্রাক্ষো ময়া রামো বিবাস্যতে ॥৯
কথমিন্দীবরশ্যামং দীর্ঘবাহুং মহাবলম্ ।
অভিরামমহং রামং স্থাপয়িষ্যামি দণ্ডকান্ ॥১০

ত্রয়োদশ সর্গ

[মহারাজ দশরথের বিলাপোক্তি ও কৈকেয়ীর অনমনীয় মনোভাব ।]

মহারাজ দশরথ অনুপযুক্ত ভূতলে শায়িত। তাঁহার এইভাবে শোকান্বিত হইয়া থাকার সময় নয়। তথাপি ঐ অবস্থায় মুহ্যমান দশরথকে পুণ্যনাশহেতু স্বর্গলোকভ্রষ্ট যযাতির মত মনে হইতেছিল। তখন ইক্ষ্বাকুবংশের অনর্থকারিণী কৈকেয়ী লোকনিন্দার ভয় ত্যাগ করিয়া দশরথকে সম্বোধনপূর্বক বরদান বিষয়ে নিজ অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে বলিলেন। যেহেতু কৈকেয়ীর মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই, সেইজন্য দশরথকে নানাভাবে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। মহারাজ! আপনি সত্যবাদী ও দৃঢ়সঙ্কল্প বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকেন। তবে আমাকে বরপ্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এখন তাহার অন্যথা করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন কেন? কৈকেয়ী এইরূপ বলিলে পর রাজা দশরথ মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, অনন্তর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—ওরে শত্রুরূপিণি! কৈকেয়ি! সত্যই তুমি অনার্য্যপ্রকৃতি। আমি মৃত হইলে এবং নরোত্তম রাম বনে গমন করিলে তুমি সুখে থাকিবে, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। মৃত্যুর পর আমি স্বর্গে গমন করিলে দেবগণ রামের কুশল-জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন আমি যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া তাঁহারা যাহা মন্তব্য করিবেন, তাহা আমি কিরূপে সহ্য করিব? 'কৈকেয়ীর প্রীতিসম্পাদনের জন্য রামকে বনে নির্বাসিত করিয়াছি' এইরূপ সত্যকথাই যদি বলি, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস হইবে না। আমি বহুকাল যাবৎ পুত্রহীন ছিলাম। বহু পরিশ্রমসাধ্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা মহাতেজস্বী মহাত্মা রামকে পুত্ররূপে পাইয়াছি। তাহাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব? মহাবীর বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাশীল কমললোচন রামকে কিরূপে নির্বাসিত করিব? ইন্দীবরশ্যামল, আজানুলম্বিতবাহু, মহাবলশালী ও সর্বলোকপ্রিয় রামকে আমি কিরূপে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইব?১-১০

সুখানামুচিতস্যৈব দুঃখৈরনুচিতস্য চ।
দুঃখং নামানুপস্যেয়ং কথং রামস্য ধীমতঃ ॥১১
যদি দুঃখমকৃত্বা তু মম সংক্রমণং ভবেৎ।
অদুঃখার্হস্য রামস্য ততঃ সুখমবাপ্নুয়াম্ ॥১২
নৃশংসে পাপসঙ্কল্পে রামং সত্যপরাক্রমম্।
কিং বিপ্রিয়েণ কৈকেয়ি প্রিয়ং সোজয়সে মম ॥১৩
অকীর্তিরতুলা লোকে ধ্রুবং পরিভবিষ্যতি।
তথা বিলপতস্তস্য পরিভ্রমিতচেতসঃ ॥১৪
অস্তমভ্যাগমৎ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্ত্ততঃ।
সা ত্রিযামা তদার্তস্য চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিতা ॥১৫
রাজ্ঞো বিলপমানস্য ন ব্যভাসত শর্ব্বরী।
তদৈবোক্তং বিনিঃশ্বস্য বৃদ্ধো দশরথো নৃপঃ ॥১৬

বিললাপার্ত্তবদ্ দুঃখং গগনাসক্তলোচনঃ।
ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে ॥১৭
ক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে ময়াতং রচিতোঽঞ্জলিঃ
অথবা গম্যতাং শীঘ্রং নাহমিচ্ছামি নির্ঘৃণাম্ ॥১৮
নৃশংসাং কৈকয়ীং দ্রষ্টুং যৎকৃতে ব্যসনং মম।
এবমুক্ত্বা ততো রাজা কৈকয়ীং সংযতাঞ্জলিঃ ॥১৯
প্রসাদয়ামাস পুনঃ কৈকয়ীং রাজধর্ম্মবিৎ।
সাধুবৃত্তস্য দীনস্য ত্বদ্গতস্য গতায়ুষঃ ॥২০
প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ভদ্রে দেবি! রাজ্ঞো বিশেষতঃ।
শূন্যেন খলু সুশ্রোণি ময়েদং সমুদাহৃতম্ ॥২১
কুরু সাধু প্রসাদং মে বাসে সহৃদয়া হ্যসি।
প্রসীদ দেবি রামো মে ত্বদ্ধতং রাজ্যমব্যয়ম্ ॥২২

যে সর্ব্বদা সুখভোগের অধিকারী, যাহার অল্পমাত্রও দুঃখভোগ করা উচিত নয়, সেই ধীমান্ রামের বনবাস-দুঃখ কিরূপে দেখিব? রামের দুঃখ হওয়া কখনই উচিত নয়। যদি তাহার দুঃখের কারণ না হইয়া আমি স্বর্গে গমন করি, তাহা হইলে সত্যই সুখলাভ করিব। ওরে কৈকেয়ি! তুমি অতি হিংস্রপ্রকৃতি। তোমার সঙ্কল্প অতীব পাপপূর্ণ। সত্যপরাক্রম অতিপ্রিয় আমার রামকে বনবাসরূপ অপ্রিয়কার্য্যে নিয়োগ করিতেছ কেন? ইহাতে আমার অতিনয় অপযশ হইবে এবং তাহাতে চিরকালের কীর্ত্তি ম্লান হইয়া যাইবে। এইভাবে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে রাজা দশরথ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে সূর্য্য অস্তগমন করিলেন; রাত্রি সমাগত হইল। কিন্তু ঐ রাত্রি চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়াও বিলাপরত অতিদুঃখিত নরপতিকে আনন্দদান করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ রাজা দশরথ বারংবার উষ্ণ শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আকাশে দৃষ্টি স্থাপন করত অতিদুঃখিত ব্যক্তির মত কষ্টের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি রাত্রিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—নক্ষত্রশোভাধারিণি! রজনি! "তোমার প্রভাত হউক" ইহা আমি কামনা করি না। মঙ্গলময়ি! আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতেছি। তুমি আমার প্রতি সদয় হও। অথবা তুমি সত্বর অতীত হও। যাহার জন্য আমার এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ক্রূরপ্রকৃতি নির্ঘৃণা কৈকেয়ীকে দেখিতে ইচ্ছা করি না। রাত্রিকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলার পর কৈকেয়ীর প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজধর্ম্মবিৎ দশরথ পুনর্বার তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিলেন,—কল্যাণময়ি! কৈকেয়ি! তোমার প্রতি আমার ব্যবহার সর্বদা সাধুতাপূর্ণ। আমি অতিদীন ও সর্বতোভাবে তোমার অনুগত। আমার আয়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ আমি রাজা। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্নভাব প্রকাশ কর। সুন্দরি! আমি কোন নির্জনস্থানে রামের অভিষেক সিদ্ধান্ত করি নাই, পরন্তু সভাসদ্‌গণের সম্মুখে করিয়াছি। এখন বিপরীত কার্য্য করিলে সভাসদ্‌গণ উপহাস করিবে। কৈকেয়ি! তুমি সত্যই সহৃদয়া। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। দেবি! সুশ্রোণি! প্রসন্ন হও। তোমার প্রদত্ত অক্ষয় রাজ্য শ্রীমান্ রাম প্রাপ্ত হউক। তুমি অক্ষয়কীর্ত্তিলাভ করিবে। সুন্দরি! চারুবদনে! চারুনেত্রে! রামের রাজ্যলাভ আমার, রামের, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনের, ভরতের ও সকললোকের প্রীতিকর হইবে। এইভাবে

লভতামসিতাপাঙ্গে যশঃ পরমবাপ্নুহি।
মম রামস্য লোকস্য গুরূণাং ভরতস্য চ।
প্রিয়মেতদ্ গুরুশ্রোণি কুরু চারুমুখে ক্ষণে ॥২৩

বিশুদ্ধভাবস্য হি দুষ্টভাবা
দীনস্য তাম্রাস্রকলস্য রাজ্ঞঃ।
শ্রুত্বা বিচিত্রং করুণং বিলাপং
ভর্তুর্নৃশংসা ন চকার বাক্যম্ ॥২৪

অতঃ স রাজা পুনরেব মূর্চ্ছিতঃ
প্রিয়ামদুষ্টাং প্রতিকূলভাষিণীম্।
সমীক্ষ্য পুত্রস্য বিবাসনং প্রতি
ক্ষিতৌ বিসংজ্ঞো নিপপাত দুঃখিতঃ ॥২৫

ইতীব রাজ্ঞো ব্যথিতস্য সা নিশা
জগাম ঘোরং ঘসতো মনস্বিনঃ।
বিবোধ্যমানঃ প্রতিবোধনং তদা
নিবারয়ামাস স রাজসত্তমঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

বিলাপ করিতে থাকায় বিশুদ্ধস্বভাব দশরথের নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল এবং দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি ক্রূরপ্রকৃতি কৈকেয়ী অতিনৈষ্ঠুর্যযুক্ত স্বীয়পতির করুণ ও বিচিত্র বিলাপ শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন না। দশরথ নিজ পত্নীকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না, বরং তাহাকে নিজপুত্রের নির্বাসন-বিষয়ে প্রতিকূলভাষিণী হইতে দেখিলেন। ইহাতে দুঃখিত হইয়া দশরথ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মনস্বী মহারাজ অতিশয় ব্যথিত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইভাবেই সেই রাত্রি অতীত হইল। বৈতালিকগণ সঙ্গীত ও স্তুতির দ্বারা প্রতিবোধিত করিতে উদ্যত হইলে রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।১১-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

[দৃঢ়প্রতিজ্ঞো ভবিতুং মহারাজং প্রতি কৈকেয্যাঃ প্ররোচনাদানম্, প্রার্থিতবরলাভায় তস্যা দুরাগ্রহপ্রকাশঃ, অন্তঃপুরস্য দ্বারদেশে মহর্ষি-বসিষ্ঠস্যাগমনম্, তদনুজ্ঞয়া মহারাজসমীপে সুমন্ত্রস্য গমনম্, ততো রাজাজ্ঞয়া রামমাহ্বয়িতুং তৎসমীপে সুমন্ত্রস্য গমনঞ্চ]

পুত্রশোকার্দিতং পাপা বিসংজ্ঞং পতিতং ভুবি।
বিচেষ্টমানমুৎপ্রেক্ষ্য ঐক্ষ্বাকুমিদমব্রবীৎ ॥১
পাপং কৃত্বেব কিমিদং মম সংশ্রুত্য সংশ্রবম্।
শেষে ক্ষিতিতলে সন্নঃ স্থিত্যাং স্থাতুং ত্বমর্হসি ॥২
আহুঃ সত্যং হি পরমং ধর্মং ধর্মবিদো জনাঃ।
সত্যমাশ্রিত্য চ ময়া ত্বং ধর্মং প্রতিচোদিতঃ ॥৩
সংশ্রুত্য শৈব্যঃ শ্যেনায় স্বাং তনুং জগতীপতিঃ।
প্রদায় পক্ষিণে রাজা জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥৪
তথা ত্বমসি কাকুৎস্থ সত্যবাগনৃজুব্রতঃ।
সত্যং মামনুবর্তস্ব যদি ধর্মে ধৃতা মতিঃ।
স বরঃ সফলো মেঽস্তু বরদে ত্বয়ি সত্তম ॥৮

চতুর্দ্দশ সর্গ

[দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার জন্য মহারাজের প্রতি কৈকেয়ীর প্ররোচনা দান, প্রার্থিত বরপূরণের জন্য জন্য কৈকেয়ীর দুরাগ্রহ প্রকাশ, অন্তঃপুরের দ্বারদেশে মহর্ষি বসিষ্ঠের আগমন, বশিষ্ঠের আজ্ঞায় মহারাজের নিকট সুমন্ত্রের গমন ও অতঃপর রাজাদেশে রামকে ডাকিয়া আনিবার জন্য সুমন্ত্রের গমন]।

অনন্তর পুত্রশোকাতুর অচেতনরূপে ভূতলে পতিত ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথকে চেষ্টাযুক্ত দেখিয়া পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী বলিলেন,—মহারাজ! আপনি আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এখন মনে করিতেছেন যে, যেন পাপ করিয়াছেন। এখন অবসন্ন হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন কেন? সত্যপালনরূপ কুলমর্য্যাদা পালন করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। ধর্মজ্ঞব্যক্তিগণ সত্যপালনকেই পরমধর্ম বলিয়া থাকেন। আমি সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকেও সত্যপালনরূপ ধর্মানুষ্ঠানের প্রেরণা দিতেছি। শৈব্যনামক ভূপতি প্রতিশ্রুতি দান করিয়া নিজশরীর শ্যেনপক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পরমগতিলাভ করিয়াছিলেন। অতিতেজস্বী রাজা অলর্ক বেদবিদ্-ব্রাহ্মণপ্রার্থীকে নিজনয়নযুগল উৎপাটিত করিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রদান করিয়াছিলেন। 'সীমালঙ্ঘন করিব না' বলিয়া প্রতিশ্রুত সমুদ্র সত্যরক্ষার অনুরোধেই পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্বসময়েও অতিশয় সামান্য তীরভূমিও অতিক্রম করেন না। সত্যই প্রণবস্বরূপ ব্রহ্ম। ধর্ম সত্যেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যই অক্ষরবেদস্বরূপ। সত্যের আশ্রয়ে পরমপদপ্রাপ্তি হয়। রাজন্! যদি ধর্মে আপনার আস্থা থাকে, তাহা হইলে সত্যের অনুবর্তন করুন। আপনি যখন আমার প্রতি বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন আপনার দ্বারা আমার ঐ বরপ্রার্থনা সফল হউক। নিজের ধর্মবুদ্ধির জন্য ও আমার প্রার্থনাপূরণের জন্য আপনি নিজপুত্র রামকে নির্বাসিত করুন—এই কথা আমি তিনবার বলিতেছি*। আর্য্য! যদি আপনি প্রতিজ্ঞাত কার্য্য সম্পন্ন না করেন,

---

* 'রামকে নির্বাসিত করুন, রামকে নির্বাসিত করুন, রামকে নির্বাসিত করুন' ইহাই দৃঢ়সঙ্কল্প। কোন মতেই রামকে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

ধর্মস্তৈবাভিকামার্থং মম চৈবাভিচোদনাৎ।
প্রব্রাজয় সুতং রামং ত্রিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যহম্ ॥৯

সমরক্ষ মমার্য্যেমং যদি ত্বং ন করিষ্যসি।
অগ্রতস্তে পরিত্যক্তা পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥১০

এবং প্রচোদিতো রাজা কৈকেয্যা নিরপত্রপয়া।
নাশকৎ পাশমুন্মোক্তুং বলিরিন্দ্রকৃতং যথা ॥১১

উদভ্রান্তহৃদয়শ্চাপি বিবর্ণবদনোঽভবৎ।
স ধুর্য্যো বৈ পরিস্পন্দন্ যুগচক্রান্তরং যথা ॥১২

বিকলাভ্যাঞ্চ নেত্রাভ্যামপশ্যন্নিব ভূমিপঃ।
কৃচ্ছ্রাদ্ধৈর্য্যেণ সংস্তভ্য কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥১৩

যত্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিরগ্নৌ পাপে ময়া ধৃতঃ।
সংত্যজামি ধ্রুবঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া ॥১৪

প্রযাতা রজনী দেবী সূর্য্যোদ্যায়নং প্রতি।
অভিষেকায় হি জনস্ত্বরয়িষ্যতি মাং ধ্রুবম্ ॥১৫

রামাভিষেকসম্ভারৈস্ত্বদর্থমুপকল্পিতৈঃ।
রামঃ কারয়িতব্যো মে মৃতস্য সলিলক্রিয়াম্ ॥১৬

সপুত্রয়া ত্বয়া নৈব কর্তব্যা সলিলক্রিয়া।
ব্যাহন্তাস্যশুভাচারে যদি রামাভিষেচনম্ ॥১৭

ন শক্তোঽস্যাস্মাহং দ্রষ্টুং দৃষ্ট্বা পূর্বং তথামুখম্।
হতহর্ষং তথানন্দং পুনর্জনমবাঙ্মুখম্ ॥১৮

তাং তথা ব্রুবতস্তস্য ভূমিপস্য মহাত্মনঃ।
প্রভাতা শর্বরী পুণ্যা চন্দ্র-নক্ষত্রমালিনী ॥১৯

ততঃ পাপসমাচারা কৈকয়ী পার্থিবং পুনঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং বাক্যজ্ঞা রোষমূর্চ্ছিতা ॥২০

কিমিদং ভাষসে রাজন্ বাক্যং গরলসংপ্লবম্।
আনায়য়িতুমক্লিষ্টং পুত্রং রামমিহার্হসি ॥২১

তাহা হইলে আমি আপনার উপেক্ষা বা অপমানের জন্য আপনার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।১-১০

কৈকেয়ী শঙ্কাশূন্য হইয়া এইভাবে দশরথকে প্রেরণা দিলেন। ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত বামনদেবের পাশে বদ্ধ বলি রাজা যেমন পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, মহারাজ দশরথও সত্যপাশে বদ্ধ হওয়ায় কৈকেয়ীর নিকট মুক্ত হইতে পারিলেন না। তিনি বায়মান চক্রদ্বয়ের মধ্যে স্থিত বৃষের মত উদ্‌ভ্রান্ত ও বিষণ্ণমুখ হইলেন। দীর্ঘকাল রোদন করায় রাজা অতিবিহ্বল নেত্রদ্বয়ের দ্বারা যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। বহু কষ্টে ধৈর্য্যের দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন,—পাপীয়সি! আমি অগ্নির সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তোমার যে হস্ত ধারণ করিয়াছিলাম, তাহা পরিত্যাগ করিলাম এবং আমার ঔরস-জাত তোমার পুত্রকে তোমার সহিত পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, এখন সূর্য্যোদয় দেখিলেই সকল লোক রামের অভিষেকের জন্য নিশ্চয়ই আমাকে ত্বরান্বিত করিবে। রামের অভিষেকের জন্য সংগৃহীত এই সকল সামগ্রী যদি তোমার বাধার জন্য রামের অভিষেকে না লাগে, তাহা হইলে ঐ সকল সামগ্রী দ্বারাই রাম যেন আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। অশুভাচারিণি! যদি রামের অভিষেকে তুমি ব্যাঘাত সৃষ্টি কর, তাহা হইলে তুমি নিজপুত্রের সহিত আমার তর্পণাদি ক্রিয়া করিও না। রামের অভিষেক-সংবাদশ্রবণে সকল লোককে যেরূপ আনন্দিত দেখিয়াছি, এক্ষণে ঐ কার্য্যের ব্যাঘাতে নিরানন্দ উৎসাহহীন অধোবদন ঐ সকল লোককে আমি পুনর্বার কিরূপে দর্শন করিব? এইভাবে বহু কথা মহারাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিলেন। এদিকে চন্দ্র-তারকাময়ী রাত্রি প্রভাত হইল। অনন্তর পাপ-চারিণী বাক্যনিপুণা কৈকেয়ী ক্রোধে বিবেচনাশূন্য হইয়া দশরথকে অতি কর্কশ বাক্যে বলিলেন।১১-২০

রাজন্! বিষ ও শূলরোগসদৃশ মর্মভেদী এই সকল বাক্য কেন বলিতেছেন? এক্ষণে আপনার বিনাক্লেশে রামকে এখানে আনয়ন করা উচিত। আমার পুত্রকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া এবং রামকে বনে পাঠাইয়া আমাকে শল্যশূন্য করুন, তাহা হইলে আপনার সত্য প্রতিপালন হইবে। কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া দশরথ তীক্ষ্ণ কশার (চাবুক) দ্বারা আহত উত্তম অশ্বের ন্যায় মর্মাহত হইলেন এবং কৈকেয়ীর দ্বারা বারংবার

স্থাপ্য রাজ্যে মম সুতং কৃত্বা রামং বনেচরম্।
নিঃসপত্নাঞ্চ মাং কৃত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥২২
স তুদ্য ইব তীক্ষ্ণেন প্রতোদেন হয়োত্তমঃ।
রাজা প্রচোদিতোঽভীক্ষ্ণং কৈকেয্যা বাক্যমব্রবীৎ ॥২৩
ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি নষ্টা চ মম চেতনা।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ধার্মিকম্ ।২৪
ততঃ প্রভাতাং রজনীমুদিতে চ দিবাকরে।
পুণ্যে নক্ষত্রযোগে চ মুহূর্তে চ সমাগতে ॥২৫
বসিষ্ঠো গুণসম্পন্নঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তথা।
উপাগৃহ্যাশু সম্ভারান্ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥২৬
সিক্তসম্মার্জিতপথাং পতাকোত্তমভূষিতাম্।
সংহৃষ্টমনুজোপেতাং সমৃদ্ধবিপণাপণাম্ ॥২৭
মহোৎসবসমাযুক্তাং রাঘবার্থে সমুৎসুকাম্।
চন্দনাগুরুধূপৈশ্চ সর্বতঃ পরিধূপিতাম্ ।২৮

প্রেরিত হইয়া বলিলেন,—আমি সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়াছি। আমার চেতনা লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে জ্যেষ্ঠতনয় অতিপ্রিয় ধার্মিক রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি। এদিকে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। পুণ্যনক্ষত্রযুক্ত শুভমুহূর্ত হইয়াছে। তখন শিষ্যগণপরিবৃত গুণবান্ বসিষ্ঠ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ লইয়া সত্বর অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। সেই সময়েই অযোধ্যার পথসমূহ সিক্ত ও সম্মার্জিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ পতাকার দ্বারা প্রতিগৃহ সুশোভিত হইয়াছে। সেখানে সকলমানুষই আনন্দিত ও সকল বিপণিই নানাদ্রব্যে সমৃদ্ধ। সর্বত্র নানাবিধ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। সকলেই রামের অভিষেকের জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। সকলস্থানই চন্দন, অগুরু ও ধূপের দ্বারা সুবাসিত হইয়াছে। ইন্দ্রপুরীসদৃশ অযোধ্যাপুরী অতিক্রম করিয়া বসিষ্ঠ নানাবিধ ধ্বজ-পতাকাশোভিত অন্তঃপুরের নিকটে আসিলেন। সেখানে আসিয়া

তাং পুরীং সমতিক্রম্য পুরন্দরপুরোপমাম্।
দদর্শান্তঃপুরং শ্রীমান্ নানাধ্বজগণায়ুতম্ ॥২৯
পৌর-জানপদাকীর্ণং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্।
যষ্টিভির্দ্ভিঃ সুসম্পূর্ণং সদস্যৈঃ পরমার্চিতৈঃ ॥৩০
তদন্তঃপুরমাসাদ্য বাতিচক্রাম তং জনম্।
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতঃ পরমর্ষিভিরাবৃতঃ ॥৩১
স ত্বপশ্যদ্ বিনিষ্ক্রান্তং সুমন্ত্রং নাম সারথিম্।
দ্বারে মনুজসিংহস্য সচিবং প্রিয়দর্শনম্ ॥৩২
তমুবাচ মহাতেজাঃ সূতপুত্রং বিশারদম্।
বসিষ্ঠঃ ক্ষিপ্রমাচক্ষ্ব নৃপতের্মামিহাগতম্ ॥৩৩
ইমে গঙ্গোদকঘটাঃ সাগরেভ্যশ্চ কাঞ্চনাঃ।
ঔডুম্বরং ভদ্রপীঠমভিষেকার্থমঙ্গজম্ ॥৩৪
সর্ববীজানি গন্ধাশ্চ রত্নানি বিবিধানি চ।
ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ ॥৩৫
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ।
চতুরশ্বো রথঃ শ্রীমান্ নিস্ত্রিংশো ধনুরুত্তমম্ ॥৩৬

দেখিলেন যে, পুরবাসী ও গ্রামবাসী লোকগণ সমবেত হইয়াছেন। পরমপূজিত সদস্যগণ ও দণ্ডধারী ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্থানটি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সকললোককে অতিক্রমপূর্বক শ্রেষ্ঠ-ঋষিগণপরিবৃত বসিষ্ঠ আনন্দিতচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেখানে মানবশ্রেষ্ঠ দশরথের সারথি প্রিয়-সচিব সুমন্ত্রকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিতে দেখিলেন। তখন মহাতেজা বসিষ্ঠ কার্য্যপটু সারথিকে বলিলেন,—তুমি শীঘ্রই রাজার নিকট সংবাদ দাও যে, আমি এখানে আসিয়াছি ।২১-৩৩

রামের অভিষেকের জন্য গঙ্গাজলপূর্ণ ঘট, সমুদ্র-জলপূর্ণ সুবর্ণ ঘট, উডুম্বরকাষ্ঠনির্মিত উত্তম উন্নত আসন, সর্বপ্রকার বীজ, গন্ধদ্রব্য, বিবিধরত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ (খই), কুশ, পুষ্প, দুগ্ধ, আটটি সুন্দরী কন্যা, মদমত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়যোজিত রথ, সুন্দর খড়্গ, উত্তমধনু,

কোন কোন গ্রন্থে ২৭ নং শ্লোকে নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধটি অধিক দেখা যায়,—
"বিচিত্রকুসুমাকীর্ণং নানাতূর্যনিনাদিতাম্।

বাহনং নরসংযুক্তং ছত্রঞ্চ শশিসন্নিভম্।
শ্বেতে চ বালব্যজনে ভৃঙ্গারঞ্চ হিরণ্ময়ম্ ॥৩৭
হেমদামপিনদ্ধশ্চ কক্ষ্যান্ পাণ্ডুরো বৃষঃ।
কেসরী চ চতুর্দংষ্ট্রো হরিশ্রেষ্ঠো মহাবলঃ ॥৩৮
সিংহাসনং ব্যাঘ্রতনুঃ সমিধশ্চ হুতাশনঃ।
সর্বে বাদিত্রসঙ্ঘাশ্চ বেশ্যাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৩৯
আচার্য্যা ব্রাহ্মণা গাবঃ পুণ্যাশ্চ মৃগ-পক্ষিণঃ।
পৌর-জানপদশ্রেষ্ঠা নৈগমাশ্চ গণৈঃ সহ ॥৪০
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রীয়মাণাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
অভিষেকায় রামস্য সহ তিষ্ঠন্তি পার্থিবৈঃ ॥৪১
ত্বরয়স্ব মহারাজং যথা সমুদিতেঽহনি।
পুষ্যে নক্ষত্রযোগে চ রামো রাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥৪২
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সূতপুত্রো মহাবলঃ।
স্ত্রবদ্ভূপতিশার্দূলং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥৪৩
তং তু পূর্বোদিতং বৃদ্ধং বারয়ন্তো বাচসম্মতাঃ।
ন শেকুরভিসংরোদ্ধুং রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥৪৪
স সমীপস্থিতো রাজ্ঞস্তামবস্থামজিজ্ঞপৎ।
বাগ্ভিঃ পরমতুষ্টাভিরভিষ্টোতুং প্রচক্রমে ॥৪৫
ততঃ সূতো যথাপূর্বং পার্থিবস্য নিবেশনে।
সুমন্ত্রঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তুষ্টাব জগতীপতিম্ ॥৪৬
যথা নন্দতি তেজস্বী সাগরো ভাস্করোদয়ে।
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তথা নন্দয় নস্ততঃ ॥৪৭
ইন্দ্রমস্যাং তু বেলায়ামভিতুষ্টাব মাতলিঃ।
সোঽজয়দ্দানবান্ সর্বাংস্তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥৪৮
বেদাঃ সাঙ্গা বিদ্যাশ্চ যথা ত্বাঽঽত্মভুবং প্রভুম্।
ব্রাহ্মণং বোধয়ন্ত্যস্য তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥৪৯
আদিত্যঃ সহ চন্দ্রেণ যথা ভূতধরাঃ শুভাম্।
বোধয়ত্যস্য পৃথিবীং তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥৫০
উত্তিষ্ঠ সুমহারাজ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।
বিরাজমানো বপুষা মেরোরিব দিবাকরঃ ॥৫১
সোম-সূর্য্যৌ চ কাকুৎস্থ শিব-বৈশ্রবণাবপি।
বরুণশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ং প্রদিশন্তু তে ॥৫২

অগ্নি, সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কৃত বেশ্যাগণ ও সধবা স্ত্রীগণ সমানীত হইয়াছে। আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ধেনু, শুভ-সূচক পশু-পক্ষী, নগরবাসী ও গ্রামবাসী মুখ্যব্যক্তিগণ বণিক্‌সমূহের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। এইভাবে আরও অন্যান্য হিতৈষী বহুলোক নরপতিগণের সহিত রামের অভিষেকের জন্য আনন্দে পূর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুমন্ত্র! তুমি মহারাজকে ত্বরান্বিত কর, যাহাতে অদ্য শুভদিনে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত সময়ে রাম রাজ্য-লাভ করেন। মহাবলবান্ সুমন্ত্র বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া নরপতিশ্রেষ্ঠ দশরথের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজার অনুমতি বহুপূর্ব হইতেই প্রদত্ত ছিল বলিয়া বৃদ্ধ সুমন্ত্রকে রাজ-নিযুক্ত রাজহিতৈষী দ্বারপালগণ বাধা দিতে পারিল না। সুমন্ত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া দশরথের সমীপবর্তী হইলেন এবং রাজার তৎকালিক অবস্থা জানিতে না পারিয়া সন্তোষজনক বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন।৩৪-৪৫

সুমন্ত্র পূর্বে যেভাবে রাজার স্তব করিতেন, সেই ভাবে অদ্যও কৃতাঞ্জলি হইয়া দশরথের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। রাজন্! সূর্য্যের উদয়ে যেরূপ সমুদ্র সূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া দর্শকগণের আনন্দবৃদ্ধি করেন, সেইরূপ আপনিও প্রীতচিত্তে আমাদিগের আনন্দ বৃদ্ধি করুন। ইন্দ্রের সারথি মাতলি সূর্য্যোদয়কালে যেভাবে ইন্দ্রকে স্তুতির দ্বারা প্রবোধিত করিয়া থাকেন, যাহার ফলে ইন্দ্র দানবগণকে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইভাবে আপনাকে স্তুতির দ্বারা প্রবোধিত করিতেছি। বেদ, বেদাঙ্গ, ও অন্যান্য বিদ্যা যেভাবে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে প্রবোধিত করেন, অদ্য আমি সেইভাবে আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। চন্দ্রের সহিত সূর্য্য যেভাবে পৃথিবীর সকল লোককে প্রবোধিত করেন, আমি সেইভাবে আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। মহারাজ! সুমেরুপর্বত হইতে সূর্য্যের উত্থানের ন্যায় আপনি শয্যা হইতে উত্থিত হউন। রামাভিষেকের জন্য মাঙ্গলিক বস্ত্রালঙ্কার ধারণ করিয়া শোভিত হউন। কাকুৎস্থনন্দন! চন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্র আপনাকে বিজয়ী করুন। মঙ্গলময়ী রাত্রি অতীত হইয়াছে। আপনার

গতা ভগবতী রাত্রিঃ কৃতং কৃত্যমিদং তব।
বুধ্যস্ব নৃপশার্দূল কুরু কার্য্যমনন্তরম্ ॥৫৩
উদতিষ্ঠতঃ রামস্য সমগ্রমভিষেচনম্।
পৌর-জানপদাশ্চাপি নৈগমশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫৪
স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ তিষ্ঠতি।
ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপ্যতাং রাজন্! রাঘবস্যাভিষেচনম্ ॥৫৫
যথা হ্যপালাঃ পশবো যথা সেনা হ্যনায়কাঃ।
যথা চন্দ্রং বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্ ॥৫৬
এবং হি ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রাজা ন দৃশ্যতে।
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা সান্ত্বপূর্বমিবার্থবৎ ॥৫৭
অভ্যাকীর্য্যত শোকেন ভূয় এব মহীপতিঃ।
ততস্তু রাজা তং সূতং পদ্মহর্ষঃ সুতং প্রতি ॥৫৮
শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুবাক্যোবাচ ধার্মিকঃ।
বাক্যৈস্তু খলু মর্মাণি মম ভূয়ো নিকৃন্তসি ॥৫৯

সুমন্ত্রঃ করুণং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা দীনঞ্চ পার্থিবম্।
প্রগৃহীতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিত্তস্মাদ্দেশাদপাক্রমৎ ॥৬০
যদা বক্তুং স্বয়ং দৈন্যান্ন শশাক মহীপতিঃ।
তদা সুমন্ত্রং মন্ত্রজ্ঞা কৈকেয়ী প্রত্যুবাচ হ ॥৬১
সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ।
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ ॥৬২
তদ্ গচ্ছ ত্বরিতং সূত রাজপুত্রং যশস্বিনম্।
রামমানয় ভদ্রং তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৬৩
অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি।
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজা মন্ত্রিণমব্রবীৎ ॥৬৪
সুমন্ত্র রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরম্।
স মন্যমানঃ কল্যাণং হৃদয়েন ননন্দ চ ॥৬৫
নির্জগাম চ সম্প্রীত্যা ত্বরিতো রাজশাসনাৎ।
সুমন্ত্রশ্চিন্তয়ামাস ত্বরিতং চোদিতস্তয়া ॥৬৬

আদিষ্ট কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি নিদ্রাত্যাগ করুন এবং পরবর্তী কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। রামের অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে। পুরবাসী, গ্রামবাসী ও বণিকসমূহ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজন্! অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি সত্বর রামের অভিষেকের আদেশ প্রদান করুন। যেমন পালকহীন পশু, নায়কহীন সৈন্য, চন্দ্রহীন রাত্রি ও বৃষহীন গোযূথের দুরবস্থা হয়, সেইরূপ রাজা না থাকিলে রাষ্ট্রের দুরবস্থা হইয়া থাকে। অতএব আপনি অতিশীঘ্র শয্যা ত্যাগ করুন। ভূপতি দশরথ সারথির সান্ত্বনাপূর্ণ অর্থযুক্ত বাক্য শুনিয়া পুনর্বার শোকে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর ধার্মিক নরপতি শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করায় রক্তনেত্রে সারথির দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক দুঃখের সহিত বলিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি স্তুতিবাক্য দ্বারা আমার আরও মর্মচ্ছেদ করিতেছ। রাজার এইরূপ কাতরবাক্য শুনিয়া এবং তাঁহাকে দৈন্যযুক্ত দেখিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। মহীপতি এই ভাবে বিফল হওয়ায় নিজে সুমন্ত্রকে যখন কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন মন্ত্রজ্ঞা কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ।৪৬-৬১

সুমন্ত্র! মহারাজ রামের অভিষেকের আনন্দে অতিশয় উৎসুক হওয়ায় রাত্রিজাগরণ করিয়াছেন, এখন পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সত্বর গমন কর, যশস্বী রাজপুত্র রামকে এইস্থানে আনয়ন কর। তোমার মঙ্গল হউক। এখন রামকে আনয়ন করা উচিত কি না, তাহা তোমার বিচার করার প্রয়োজন নাই। কৈকেয়ীর বাক্য শুনিয়া সুমন্ত্র বলিলেন,—ভামিনি! আমি মহারাজের আদেশ না পাইলে কিরূপে যাইব? সুমন্ত্র-মন্ত্রীর বাক্য শুনিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! আমি রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার সুন্দর রামকে আনয়ন কর। দশরথের বাক্যে কল্যাণলাভ হইবে মনে করিয়া সুমন্ত্র অন্তরে আনন্দিত হইলেন এবং রাজার আদেশমত সত্বর সানন্দে বাহিরে আসিলেন। কৈকেয়ী রামকে আনিবার জন্য বিশেষভাবে প্রেরণা দেওয়ায় সুমন্ত্র চিন্তা করিলেন যে, নিশ্চয়ই ধর্মরাজ দশরথ রামের অভিষেকের জন্য অতিশয় প্রয়াসী হইয়াছেন। সুমন্ত্র এইরূপ নিশ্চয়

ব্যক্তং রামাভিষেকার্থে ইহায়ন্তি ধর্মরাট্।
ইতি সূতো মতিং কৃত্বা হর্ষেণ মহতা পুনঃ ॥৬৭
নির্জগাম মহাতেজা রাঘবস্য দিদৃক্ষয়া।
সাগরত্রুদসঙ্কাশাৎ সুমন্ত্রোঽন্তঃপুরাচ্ছুভাৎ।
নিষ্ক্রম্য জনসম্বাধং দদর্শ দ্বারমগ্রতঃ ॥৬৮
ততঃ পুরস্তাৎ সহসা বিনিঃসৃতো
মহীপতের্দ্বারগতান্ বিলোকয়ন্।
দদর্শ পৌরান্ বিবিধান্ মহাজনান্
উপস্থিতান্ দ্বারমুপেত্য বিষ্ঠিতান্ ॥৬৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

করিয়া অতিশয় আনন্দে রামকে দর্শন করিবার জন্য নির্গত হইলেন। সাগরমধ্যবর্তী হ্রদের ন্যায় শুভ অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুমন্ত্র দ্বারদেশে বিশালজনতাকে দেখিলেন। অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া দ্বারদেশে দ্বারপালগণকে দেখিলেন। অনন্তর দ্বারদেশে সমবেত পুরবাসী ও অন্যান্য ধনবান্ ব্যক্তিগণকে দেখিলেন ।৬২-৬৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[রাজ্যাভিষেকায় সমানীতানাং বিবিধানাং দ্রব্যাণাং বর্ণনম্, মহারাজ-দশরথস্যানুপস্থিতৌ সর্বেষাং জিজ্ঞাসা, সন্দেশং জ্ঞাতুং সুমন্ত্রস্য গমনম্, সুমন্ত্রং প্রতি দশরথস্যানুযোগঃ, রামমাহ্বয়িতুং রাজ্ঞ আদেশঃ, বিচিত্রশোভাময়রামভবনে সুমন্ত্রস্যাগমনঞ্চ।]

তে তু তাং রজনীমুষ্য ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
উপতস্থুরুপস্থানং সহ রাজপুরোহিতাঃ ॥১
অমাত্যা বলমুখ্যাশ্চ মুখ্যা যে নিগমস্য চ।
রাঘবস্যাভিষেকার্থং প্রীয়মাণাঃ সুসঙ্গতাঃ ॥২
উদিতে বিমলে সূর্যে পুষ্যে চাভ্যাগতেঽহনি।
লগ্নে কর্কটকে প্রাপ্তে জন্ম রামস্য চ ক্ষিতে ॥৩
অভিষেকায় রামস্য দ্বিজেন্দ্রৈরুপকল্পিতম্।
কাঞ্চনা জলকুম্ভাশ্চ ভদ্রপীঠং স্বলঙ্কৃতম্ ॥৪
রথশ্চ সমাগাস্তীর্ণো ভাস্বতা ব্যাঘ্রচর্মণা।
গঙ্গা-যমুনয়োঃ পুণ্যাৎ সঙ্গমাদাহৃতং জলম্ ॥৫
যাশ্চান্যাঃ সরিতঃ পুণ্যা হ্রদাঃ কূপাঃ সরাংসি চ।
প্রাগ্‌বহাশ্চোর্ধ্ববাহাশ্চ তির্যগ্‌বাহাশ্চ ক্ষীরিণঃ ॥৬

পঞ্চদশ সর্গ

[রাজ্যাভিষেকের জন্য সমানীত বিবিধ দ্রব্যের বর্ণনা, মহারাজ দশরথের অনুপস্থিতিতে সকলের জিজ্ঞাসা, সংবাদ জানিবার জন্য সুমন্ত্রের গমন, সুমন্ত্রের প্রতি দশরথের অনুযোগ ও সত্বর রামকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ এবং বিচিত্র শোভাময় রামভবনে সুমন্ত্রের আগমন]।

এদিকে দশরথের আদেশে বেদপারগামী ব্রাহ্মণেরা রাত্রি অতিবাহিত করিয়া রাজপুরোহিতগণের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। অমাত্যগণ, সেনাপতিগণ এবং বণিগ্‌গণও রামের অভিষেক দর্শন করিবার জন্য সানন্দে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। নির্মল সূর্য উদিত হইয়াছে এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ও কর্কটলগ্নসমন্বিত রামের জন্মসময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ রামের অভিষেকের জন্য সামগ্রী আনয়ন করিয়াছেন। সুবর্ণনির্মিত জলকুম্ভ, অলঙ্কৃত ভদ্রপীঠ, ব্যাঘ্রচর্মের আস্তরণ-সমাচ্ছাদিত রথ, অতিপবিত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে আনীত জল, অন্যান্য পবিত্র নদী, হ্রদ, কূপ, সরোবর, পূর্ববাহিনী, ঊর্ধ্ববাহিনী ও বক্রগামিনী জলপূর্ণা নদী হইতে এবং সমুদ্র হইতে আনীত জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, দুগ্ধ, আটটি সুন্দরী কন্যা, মদমত্ত হস্তী,

তাভ্যশ্চৈবাহৃতং তোয়ং সমুদ্রেভ্যশ্চ সর্বশঃ।
ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ ॥৭
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মতশ্চ বরবারণঃ।
সজলাঃ ক্ষীরিভিশ্ছন্না ঘটাঃ কাঞ্চন-রাজতাঃ ॥৮
পদ্মোৎপলযুতা ভান্তি পূর্ণাঃ পরমবারিণা।
চন্দ্রাংশুবিকচপ্রখ্যং পাণ্ডুরং বস্ত্রভূষিতম্ ॥৯
সজ্জং তিষ্ঠতি রামস্য বালব্যজনমুত্তমম্।
চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশমাতপত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্ ॥১০
সজ্জং দ্যুতিকরং শ্রীমদভিষেকপুরঃসরম্।
পাণ্ডুরশ্চ বৃষঃ সজ্জঃ পাণ্ডুরাশ্বশ্চ সংস্থিতঃ ॥১১
বাদিত্রাণি চ সর্বাণি বন্দিনশ্চ তথাপরে।
ইক্ষ্বাকূণাং যথা রাজ্যে সংভ্রিয়েতাভিষেচনম্ ॥১২
তথাজাতীয়মাদায় রাজপুত্রাভিষেচনম্।
তে রাজবচনাত্তত্র সমবেতা মহীপতিম্ ॥১৩
অপশ্যন্তোঽব্রুবন্ কো নু রাজ্ঞো নঃ প্রতিবেদয়েৎ।
ন পশ্যামশ্চ রাজানমুদিতশ্চ দিবাকরঃ ॥১৪
যৌবরাজ্যাভিষেকশ্চ সজ্জো রামস্য ধীমতঃ।
ইতি তেষু ব্রুবাণেষু সর্বাংস্তাংশ্চ মহীপতিম্ ॥১৫
অব্রবীত্তানিদং বাক্যং সুমন্ত্রো রাজসংকৃতঃ।
রামং রাজ্ঞো নিয়োগেন ত্বরয়া প্রস্থিতো হ্যহম্ ॥১৬
পূজ্যা রাজ্ঞো ভবন্তশ্চ রামস্য তু বিশেষতঃ।
অয়ং পৃচ্ছামি বচনাৎ সুখমাযুষ্মতামহম্ ॥১৭

ক্ষীরিবৃক্ষপল্লবাচ্ছাদিত জলপূর্ণ রজত ও কাঞ্চনের দ্বারা নির্মিত ঘট, সুগন্ধিজলপূর্ণ ঘটে স্থাপিত নানাবিধ পদ্ম, চন্দ্রকিরণতুল্যশুভ্রবস্ত্রভূষিত রামের জন্য নির্মিত চামর, চন্দ্রমণ্ডলতুল্যশুভ্র ও উজ্জ্বল অতিসুন্দর একটি ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত অশ্ব, সকলরকম বাদ্যযন্ত্র এবং বন্দী প্রভৃতি স্তুতিগীতকারী ব্যক্তিগণ সমানীত হইয়াছে। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের রাজ্যাভিষেকে যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সেই সকল সামগ্রী লইয়া রাজপুত্র রামের অভিষেকের জন্য সকলে দশরথের নির্দেশমত আসিয়াছেন, কিন্তু আসিয়া দশরথকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—আমাদের আগমন-সংবাদ মহারাজকে কে নিবেদন করিবে? সূর্য্য উদিত হইয়াছেন, অথচ মহারাজকে দেখিতেছি না। যৌবরাজ্যে রামের রাজ্যাভিষেক-সামগ্রী ও সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বারস্থিত নৃপতিগণ ও অন্যান্য সকলে যখন এইভাবে কথা বলিতেছিলেন, তখন রাজপ্রেরিত সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি মহারাজের আদেশে রামকে আনিবার জন্য অতিসত্বর গমন করিতেছি। আপনারা মহারাজের এবং বিশেষভাবে রামের পূজনীয়, সেইজন্য আপনাদের আদেশানুসারে আমিই মহারাজের কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া আসি এবং তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া কেন এখানে আসিতেছেন না, তাহাও জানিয়া আসি। অতিবৃদ্ধ সুমন্ত্র দ্বারস্থ ব্যক্তিগণকে এইরূপ বলিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিলেন। সেখানে দ্বারপাল না থাকায় তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহারাজের বংশের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া রাজসমীপে গমন করত যবনিকার (পর্দা, চিক্) অন্তরালে দাঁড়াইলেন এবং গুণযুক্ত আশীর্বচনের দ্বারা এইরূপে স্তুতি করিতে লাগিলেন—চন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্র আপনাকে জয়লক্ষ্মী প্রদান করুন। ভগবতী রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। মঙ্গলময় দিন উপস্থিত হইয়াছে। নৃপতিশ্রেষ্ঠ! আপনি নিদ্রাত্যাগ করুন, আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করুন। ব্রাহ্মণগণ, সেনাপতিগণ ও বণিগ্‌গণ সকলেই দ্বারদেশে সমবেত হইয়াছেন। সকলেই আপনার দর্শনে অভিলাষী। অতএব আপনি জাগ্রত হউন। এইভাবে মঙ্গজ্ঞ সুমন্ত্র সারথিকে স্তুতি করিতে দেখিয়া রাজা জাগ্রত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—রামকে আনয়ন করিবার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু কিজন্য তুমি আমার আদেশ পালন করিলে না? আমি এখন নিদ্রিত নহি। তুমি সত্বর এখানে রামকে

*গ্রন্থবিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ১১ নং শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়,—
প্রসূতশ্চ গজঃ শ্রীমন্নৌদগাহঃ প্রতীক্ষতে।
অষ্টৌ চ কন্যা মাঙ্গল্যাঃ সর্বাভরণভূষিতা।

রাজ্ঞঃ সংপ্রতিবুদ্ধস্য চানাগমনকারণম্।
ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরদ্বারমাজগাম পুরাণবিৎ ॥১৮
সদাসক্তঞ্চ তদ্বেশ্ম সুমন্ত্রঃ প্রবিবেশ হ।
তুষ্টাবাস্য তদা বংশং প্রবিশ্য স বিশাম্পতে ॥১৯
শরনীয়ং নরেন্দ্রস্য তদাসাদ্য ব্যতিষ্ঠতঃ।
সোঽত্যাসাদ্য তু তদ্বেশ্ম তিরস্করণিমন্তরা ॥২০
আশীর্ভির্গুণযুক্তাভিরভিতুষ্টাব রাঘবম্।
সোম-সূর্যৌ চ কাকুৎস্থ শিব-বৈশ্রবণাবপি ॥২১
বরুণশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ং প্রদিশন্তু তে।
গতা ভগবতী রাত্রিরহঃ শিবমুপস্থিতম্ ॥২২
বুধ্যস্ব রাজশার্দূল কুরু কার্য্যমনন্তরম্।
ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ নৈগমাশ্চাগতাস্ত্বিহ ॥২৩
দর্শনং তেঽভিকাঙ্ক্ষন্তে প্রতিবুধ্যস্ব রাঘব।
স্তবন্তং তং তদা সূতং সুমন্ত্রং মন্ত্রকোবিদম্ ॥২৪
প্রতিবুধ্য ততো রাজা ইদং বচনমব্রবীৎ।
রামমানয় সূতেতি যদস্যাভিহিতো ময়া ॥২৫

কিমিদং কারণং যেন মমাজ্ঞা প্রতিহন্যতে (ক)।
ন চৈব সংপ্রসুপ্তোঽহমানয়েহাশু রাঘবম্ ॥২৬
ইতি রাজা দশরথঃ সূতং তত্রাগতং পুনঃ।
স রাজবচনং শ্রুত্বা শিরসা প্রতিপূজ্য তম্ ॥২৭
নির্জগাম নৃপাবাসাৎ ত্বরমাণঃ প্রিয়ং মহৎ।
প্রপন্নো রাজমার্গঞ্চ পতাকা-ধ্বজশোভিতম্ ॥২৮
হৃষ্টঃ প্রমুদিতঃ সূতো জগামাশু বিলোকয়ন্।
স সূতস্তত্র শুশ্রাব রামাধিকরণাঃ কথাঃ ॥২৯
অভিষেচনসংযুক্তাঃ সর্বলোকস্য হৃষ্টবৎ।
ততো দদর্শ রুচিরং কৈলাসসদৃশপ্রভম্ ॥৩০
রামবেশ্ম সুমন্ত্রস্তু শক্রবেশ্মসমপ্রভম্।
মহাকপাটপিহিতং বিতর্দিশতশোভিতম্ ॥৩১
কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্রং মণি-বিদ্রুমতোরণম্।
শারদাভ্রঘনপ্রখ্যং দীপ্তং মেরুগুহাসময় ॥৩২
মণিভির্বরমাল্যানাং সুমহদ্ভিরলঙ্কৃতম্।
মুক্তামণিভিরাকীর্ণং চন্দনাগুরুভূষিতম্ ॥৩৩

আনয়ন কর। রাজা দশরথ এইভাবে পুনর্বার সুমন্ত্রকে আদেশ দিলেন। সুমন্ত্র রাজার বাক্য শুনিয়া নতমস্তকে আদেশগ্রহণপূর্বক অতিশয়কৌতূহলাক্রান্ত মনে করিতে করিতে রাজগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর সুমন্ত্র পতাকা-ধ্বজশোভিত রাজপথে উপস্থিত হইলেন। পুলকিত ও আনন্দিত সুমন্ত্র চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যাইতে যাইতে রামের অভিষেক-বিষয়ক নানা আলোচনা সকললোকের মুখেই সানন্দে শুনিতে পাইলেন। অনন্তর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কৈলাসতুল্যশোভাময় রামভবন দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রভবনসদৃশ ঐ ভবনের দ্বারদেশ বৃহৎকপাটের দ্বারা অবরুদ্ধ। ইতস্ততঃ শত শত বেদিকা তাহার শোভাবৃদ্ধি করিতেছে। সেখানে বহু কাঞ্চনমির্মিত প্রতিমা রহিয়াছে। ঐ ভবনের বহির্দ্বার মণি ও বিদ্রুমের দ্বারা খচিত। শরৎকালের মেঘের মত সুন্দর, সুমেরুপর্বতের গুহার ন্যায় উজ্জ্বল, উত্তমমণি-সমূহের দ্বারা গ্রথিত মালার দ্বারা অলঙ্কৃত, মণিমুক্তার দ্বারা সমাকীর্ণ এবং চন্দন ও অগুরুর দ্বারা সুবাসিত। মনোহর ও গন্ধপূর্ণ হওয়ায় চন্দনগিরির শিখরতুল্য ঐ ভবন সারস, ময়ূর প্রভৃতি কূজনকারী পক্ষিসমূহের দ্বারা সুশোভিত। ভবনের অভ্যন্তরে কোনস্থানে স্বর্ণমির্মিত ব্যাঘ্র বিরাজিত, কোন কোন স্থান কাষ্ঠশিল্পিগণের কৃত সূক্ষ্মচিত্রকার্য্যযুক্ত কাষ্ঠফলকে সুশোভিত। চন্দ্র-সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল ঐ ভবন স্বীয় প্রভাদ্বারা প্রাণিগণের মন ও চক্ষুকে আকর্ষণ করে। কুবের-ভবনতুল্য রামের প্রাসাদটি নানাবিধ পক্ষীর দ্বারা পূর্ণ। ইন্দ্রসদৃশতুল্য কিংবা সুমেরুশৃঙ্গতুল্য ঐ ভবনকে সারথি সুমন্ত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ভবনের দ্বারদেশে যাইয়া দেখিলেন—রামের অভিষেকের জন্য উন্মুখ জনগণ নানাবিধ উপহার লইয়া সমাগত হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতীক্ষা করিতেছেন। হৃষ্টমনা লোকগণের সমাগমে ঐ স্থান বিশেষশোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে। মহামেঘতুল্য উন্নত, সুশোভিত ও নানা মণিরত্নপূর্ণ ভবন কৃতজ্ঞভৃত্যগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ১-৩৯

পাঠান্তর :—(ক) —প্রতিবাহতে।

গন্ধান্মনোজ্ঞান্ বিসৃজদ্দ্বারুং শিখরং যথা।
সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনর্দদ্ভির্বিরাজিতম্ ॥৩৩
সুকৃতৈর্হাম্যগাকীর্ণং সুৎকীর্ণং ভক্তিভিস্তথা।
মনশ্চক্ষুশ্চ ভূতানামাদদদ্ভির্মহাত্মভিঃ ॥৩৫
চন্দ্র-ভাস্করসঙ্কাশং কুবেরভবনোপমম্।
মহেন্দ্রধামপ্রতিমং নানাপক্ষিসমাকুলম্ ॥৩৬
মেরুশৃঙ্গসমং সূতো রাঘবেশ্ম দদর্শ হ।
উপস্থিতৈঃ সমাকীর্ণং জনৈরঞ্জলিকারিভিঃ ॥৩৭
উপাদায় সমাক্রান্তৈস্তদা জানপদৈর্জনৈঃ।
রামাভিষেকসুমুখৈরুন্মুখৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৩৮
মহামেঘনিভপ্রখ্যমুদগ্রং সুবিরাজিতম্।
নানারত্নসমাকীর্ণং কুঞ্জরৈরপি চাবৃতম্ ॥৩৯
স বাজিযুক্তেন রথেন সারথিঃ
সমাকুলং রাজকুলং বিরাজয়ন্।
বরূথিনা রাজগৃহাভিপাতিনা
পুরস্য সর্বস্য মনাংসি হর্ষয়ন্ ॥৪০
ততঃ সমাদাদ্য মহাধনং মহৎ
প্রহৃষ্টরোমা স বভূব সারথিঃ।
মৃগৈর্মযূরৈশ্চ সমাকুলোদ্ধতং
গৃহং বরার্হস্য শচীপতেরিব ॥৪১
স তত্র কৈলাসনিভাঃ সুলঙ্কৃতাঃ
প্রবিশ্য কক্ষ্যাস্ত্রিদশালয়োপমাঃ।
প্রিয়ান্নরান্ রামমতে স্থিতান্ বহূন্
ব্যপোহ্য শুদ্ধান্তমুপস্থিতো রথী ॥৪২

সারথি সুমন্ত্র অশ্বযুক্ত, রক্ষকবেষ্টিত ও রাজভবন-গমনাভিমুখী রথের দ্বারা জনতাপূর্ণ রাজভবন শোভিত করিয়া এবং সেখানে উপস্থিত সকলের চিত্তকে আনন্দিত করিয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি ইন্দ্রালয়তুল্য সুন্দর মৃগ-ময়ূরশোভিত ও নানাধনসমৃদ্ধ ভবনে প্রবেশ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। রথের দ্বারাই কৈলাসপর্বততুল্য শোভাময় এবং স্বর্গতুল্য সুন্দর ও অলঙ্কৃত কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন এবং সেখানে রামের মতানুবর্তী ও প্রিয় শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণকেও অতিক্রম করিলেন। অনন্তর সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সেখানে সমবেত জনগণের মুখে রাজনন্দন রামের মঙ্গলকামনাময় আনন্দপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিলেন। মৃগ-পক্ষিসমন্বিত ইন্দ্রগৃহতুল্য রামের গৃহটিকে সুমন্ত্র সুমেরু-শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত ও উজ্জ্বলপ্রভাময় দেখিলেন ।৪০-৪৪

স তত্র শুশ্রাব চ হর্ষযুক্তা
রামাভিষেকার্থকৃতাং জনানাম্।
নরেন্দ্রসূনোরভিমঙ্গলার্থাঃ
সর্বস্য লোকস্য গিরঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥৪৩
মহেন্দ্রসদ্মপ্রতিমঞ্চ বেশ্ম রামস্য রম্যং মৃগপক্ষিজুষ্টম্।
দদর্শ মেরোরিব শৃঙ্গমুচ্চং
বিরাজমানং প্রভয়া সুমন্ত্রঃ ॥৪৪
উপস্থিতৈরঞ্জলিকারিভিশ্চ
সোপায়নৈর্জানপদৈর্জনৈশ্চ।
কোট্যাপরার্ধৈশ্চ বিমুক্তযানৈঃ
সমাকুলং দ্বারপদং দদর্শ ॥৪৫
ততো মহামেঘমহীধরাভং প্রভিন্নমত্যঙ্কুশমত্যসহ্যম্।
রামোপবাহ্যং রুচিরং দদর্শ
শত্রুঞ্জয়ং নাগমনুত্তমাগ্র্যম্ ॥৪৬
সুলঙ্কৃতান্ সাধুরথান্ সকুঞ্জরান্
অমাত্যমুখ্যাংশ্চ দদর্শ বল্লভান্।
ব্যপোহ্য সূতঃ সহিতান্ সমন্ততঃ
সমুত্তমস্তঃপুরমাবিবেশ হ ॥৪৭
ততোঽদ্রিকূটাচলমেঘসন্নিভং
মহাবিমানোপমবেশ্মসংযুতম্।
অবার্যমাণঃ প্রবিবেশ সারথিঃ
প্রভূতরত্নং মকরো যথার্ণবম্ ॥৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

রামগৃহের দ্বারদেশে অসংখ্য মনুষ্য স্ব স্ব বাহনাদি পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ উপহারসহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের উপস্থিতিতে দ্বারদেশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দ্বারদেশে রামের বাহনযোগ্য বিশালমেঘবর্ণপর্বতের তুল্য অসহ্যপরাক্রমশালী ও বিশাল-দেহবিশিষ্ট মদমত্ত নিরঙ্কুশ হস্তীকে দেখিলেন। অপর-দিকে অলঙ্কৃত অশ্বসহিত রথ, হস্তী ও প্রিয় অমাত্য-শ্রেষ্ঠগণকেও দেখিলেন। অনন্তর তাহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া সমৃদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। অগ্রসর হইয়া প্রচুররত্নসমন্বিত সমুদ্রে মকর যেমন প্রবেশ করে, সেইরূপ পর্বতশৃঙ্গ ও অচলমেঘের তুল্য এবং বিশালবিমানতুল্যগৃহসমন্বিত অন্তঃপুরে অবারিতভাবে সুমন্ত্র প্রবেশ করিলেন ।৭৫-৪৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ সর্গঃ

[সীতয়া সহ সমাসীনঃ রামসমীপে সুমন্ত্রেণ জ্যেষ্ঠপুত্রদর্শনাভিলাষি-মহারাজদশরথস্য মহিষ্যা কৈকেয্যা সহাবস্থানকথায়া জ্ঞাপনম্, রামেণ স্বীয়রাজ্যাভিষেকস্যানুমানম্, সীতাদেব্যা আনন্দপ্রকাশঃ, মাঙ্গল্যাচরণম্, লক্ষ্মণেন সহ রামস্য রথেন যাত্রা, জনতায়া আনন্দকোলাহলঃ, গবাক্ষস্থানে সম্মিলিতানাং স্ত্রীণাং পরস্পরং সীতায়াঃ সৌভাগ্যমধিকৃত্যালাপঃ, ভাবিশাসক-রামংপ্রতি প্রজানাং সম্মতিপূর্ণবাক্যব্যবহারশ্চ ।]

স তদন্তঃপুরদ্বারং সমতীত্য জনাকুলম্ ।
প্রবিবিক্ষাংস্ততঃ কক্ষ্যামাসসাদ পুরাণবিৎ ॥১

প্রাসকার্মুকবিভ্রদ্ভির্যুবভির্মৃষ্টকুণ্ডলৈঃ ।
অপ্রমাদিভিরেকাগ্রৈঃ স্বানুরক্তৈরধিষ্ঠিতাম্ ॥২

তত্র কাষায়িণো বৃদ্ধান্ বেত্রপাণীন্ স্থলঙ্কৃতান্ ।
দদর্শ বিষ্ঠিতান্ দ্বারি স্ত্রীধ্যক্ষান্ সুসমাহিতান্ ॥৩

তে সমীক্ষ্য সমায়ান্তং রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ ।
সহসোৎপতিতাঃ সর্বে হ্যাসনেভ্যঃ সসংভ্রমাঃ ॥৪

তানুবাচ বিনীতাত্মা সূতপুত্রঃ প্রদক্ষিণঃ ।
ক্ষিপ্রমাখ্যাত রামায় সুমন্ত্রো দ্বারি তিষ্ঠতি ॥৫

তে রামমুপসঙ্গম্য ভর্তুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ।
সভার্য্যায় চ রামায় ক্ষিপ্রমেবাচচক্ষিরে ॥৬

প্রতিবেদিতমাজ্ঞায় সূতমভ্যন্তরং পিতুঃ ।
তত্রৈবানায়য়ামাস রাঘবঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥৭

তং বৈশ্রবণসঙ্কাশমুপবিষ্টং স্বলঙ্কৃতম্ ।
দদর্শ সূতঃ পর্য্যঙ্কে সৌবর্ণে সোত্তরচ্ছদে ॥৮

বরাহরুধিরাভেণ শুচিনা চ সুগন্ধিনা ।
অনুলিপ্তং পরার্ধ্যেন চন্দনেন পরন্তপম্ ॥৯

স্থিতয়া পার্শ্বতশ্চাপি বালব্যজনহস্তয়া ।
উপেতং সীতয়া ভূয়শ্চিত্রয়া শশিনং যথা ॥১০

তং তপন্তমিবাদিত্যমুপপন্নং স্বতেজসা ।
ববন্দে বরদং বন্দী বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ ॥১১

প্রাঞ্জলিঃ সুমুখং দৃষ্ট্বা বিহার-শয়নাসনে ।
রাজপুত্রমুবাচেদং সুমন্ত্রো রাজসৎকৃতঃ ॥১২

ষোড়শ সর্গ

[সীতাসহ সমাসীন রামসমীপে সুমন্ত্র কর্তৃক জ্যেষ্ঠপুত্রদর্শনাভিলাষী মহারাজ দশরথের মহিষী কৈকেয়ীসহ অবস্থানের কথা জ্ঞাপন, রাম কর্তৃক স্বীয় রাজ্যাভিষেকের অনুমান, সীতাদেবীর আনন্দপ্রকাশ ও মাঙ্গলিক আচরণ, লক্ষ্মণসহ রামের রথে করিয়া যাত্রা, জনতার আনন্দকোলাহল, গবাক্ষস্থানে সম্মিলিতা স্ত্রীগণের পরস্পর সীতার সৌভাগ্য-সম্বন্ধে আলাপ ও ভাবী শাসনকর্তা রামের প্রতি প্রজাবৃন্দের আশাপূর্ণ বাক্য-ব্যবহার ।]

অতিবৃদ্ধ সুমন্ত্র জনতাপূর্ণ অন্তঃপুরদ্বার অতিক্রম করিয়া কোলাহলশূন্য রামের প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। প্রাস ও কার্মুকধারী সমুজ্জ্বলকুণ্ডলশোভিত প্রমাদশূন্য অনুরক্ত বিনম্র যুবকগণ রক্ষকরূপে সেইস্থানে উপস্থিত রহিয়াছে। ঐ প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে কুসুম্ভাদি রক্তদ্রব্যে রঞ্জিতবস্ত্রধারী, অলঙ্কৃত, সাবধান ও স্ত্রীজন-রক্ষক বৃদ্ধগণ বেত্রযষ্টিহস্তে অবস্থান করিতেছে। সুমন্ত্র রামের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে আসিয়া এইরূপ দেখিলেন। রামের হিতাকাঙ্ক্ষী দ্বারস্থব্যক্তিগণ সুমন্ত্রকে আসিতে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত সত্বর আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। সর্বকার্য্যনিপুণ অতিবিনীত সুমন্ত্র তাহাদিগকে বলিলেন, —সত্বর রামকে নিবেদন কর যে, সুমন্ত্র দ্বারদেশে উপস্থিত। রামের প্রিয়কারী ব্যক্তিগণ রামের নিকট যাইয়া সীতাসহিত রামকে সত্বর ঐ সংবাদ জানাইল। ঐ সংবাদ পাইয়াই সুমন্ত্রের প্রীতির জন্য রাম পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু সারথিকে নিজগৃহেই আনয়ন করাইলেন। সেখানে প্রবেশ করিয়া সুমন্ত্র উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত সুবর্ণপর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট বিবিধভূষণে ভূষিত কুবেরতুল্য রামকে দর্শন করিলেন। তাঁহার অঙ্গ বরাহরক্তের ন্যায় অতিলোহিত এবং সুগন্ধি ও পবিত্র উৎকৃষ্টচন্দনে অনুলিপ্ত। রাম চামরধারিণী ও বামপার্শ্বে উপবিষ্টা সীতার দ্বারা শোভিত, মনে হয় যেন চিত্রানক্ষত্রের দ্বারা চন্দ্র শোভিত হইয়াছেন ।১-১০

নীতিজ্ঞ সারথি সুমন্ত্র আদিত্যের ন্যায় স্বীয়তেজে উদ্ভাসিত বরদ রামকে বিনীতভাবে বন্দনা করিলেন। তাঁহাকে বিহারশয্যায় উপবিষ্ট ও প্রসন্ন দেখিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে রাজনন্দনকে বলিলেন,—রাম! আপনাকে

কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পিতা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
মহিষ্যাপি হি কৈকেয্যা গম্যতাং তত্র মা চিরম্ ॥১৩
এবমুক্তস্তু সংহৃষ্টো নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ।
ততঃ সংমানয়ামাস সীতামিদমুবাচ হ ॥১৪
দেবি দেবশ্চ দেবী চ সমাগম্য মদন্তরে।
মন্ত্রয়েতে ধ্রুবং কিঞ্চিদভিষেচনসংহিতম্ ॥১৫
লক্ষয়িত্বা হ্যভিপ্রায়ং প্রিয়কামা সুদক্ষিণা।
সকোদয়তি রাজানং মদর্থমসিতেক্ষণা ॥১৬
সা প্রহৃষ্টা মহারাজং হিতকামানুবর্তিনী।
জননী চার্থকামা মে কৈকয়াধিপতেঃ সুতা ॥১৭
দিষ্ট্যা খলু মহারাজো মহিষ্যা প্রিয়য়া সহ।
সুমন্ত্রং প্রাহিণোদ্দূতমর্থ-কামকরং মম ॥১৮
যাদৃশী পরিষত্তত্র তাদৃশো দূত আগতঃ।
ধ্রুবমদ্যৈব মাং রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥১৯
হন্ত শীঘ্রমিতো গত্বা দ্রক্ষ্যামি চ মহীপতিম্।
সহ ত্বং পরিবারেণ সুখমাস্ব বসন্ধরে চ ॥২০
পতিসম্মানিতা সীতা ভর্তারমসিতেক্ষণা।
আ দ্বারমনুবব্রাজ মঙ্গলান্যভিদধ্যুষী ॥২১
রাজ্ঞাং বিজ্ঞাতিভির্জুষ্টং রাজসূয়াভিষেচনম্।
কর্তুমর্হতি তে রাজা বাসবস্যেব লোককৃৎ ॥২২
দীক্ষিতং ব্রতসম্পন্নং বরাজিনধরং শুচিম্।
কুরঙ্গশৃঙ্গপাণিঞ্চ পশ্যন্তী ত্বাং ভজাম্যহম্ ॥২৩
পূর্বাং দিশং বজ্রধরো দক্ষিণাং পাতু তে যমঃ।
বরুণঃ পশ্চিমামাশাং ধনেশস্তূত্তরাং দিশাম্ ॥২৪
অথ সীতামনুজ্ঞাপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।
নিশ্চক্রাম সুমন্ত্রেণ সহ রামো নিবেশনাৎ ॥২৫
পর্বতাদিব নিষ্ক্রম্য সিংহো গিরিগুহাশয়ঃ।
লক্ষ্মণং দ্বারি সোঽপশ্যৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটং স্থিতম্ ॥২৬

পুত্ররূপে পাইয়া কৌশল্যা সংপুত্রবতী। আপনার পিতা দশরথ মহিষী কৈকেয়ীর সহিত আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি অবিলম্বে সেখানে গমন করুন। অতিদ্যুতিমান্ নরোত্তম রাম সুমন্ত্রের বাক্য শুনিয়া তাহাকে স্বীকৃতি জানাইলেন এবং সীতাকে বলিলেন,—দেবি! পিতৃদেব ও মাতৃদেবী আমার জন্য মিলিত হইয়া অভিষেকের সম্বন্ধে কোনরূপ পরামর্শ করিতেছেন বোধ হয়। সীতে! আমার মনে হইতেছে যে, হিতৈষিণী অতিমিপুণা স্নিগ্ধদৃষ্টি জননী কৈকেয়ী মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমার জন্য তাঁহাকে প্রেরণা দিতেছেন। কেকয়রাজনন্দিনী মহারাজ দশরথের অনুবর্তিনী, আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী জননী নিশ্চয়ই অভিষেকসংবাদশ্রবণে আনন্দিত হইয়াছেন এবং মহারাজের নিকট আমার জন্য কিছু প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহা আমার সৌভাগ্য যে, মহারাজ প্রিয়মহিষীর সহিত আমার স্বার্থসাধনকারী সুমন্ত্রকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। অন্তঃপুরে যেভাবে সকলে সমবেত হইয়াছেন এবং যেরূপ দূত আগমন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, নিশ্চয় অদ্যই মহারাজ আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। দেবি! সীতে! আমি অতিসত্বর এই স্থান হইতে যাইয়া মহারাজকে দর্শন করি। তুমি পরিজনের সহিত সুখে থাক এবং আরাম কর।১১-২০

এইরূপ বলিয়া রাম যাইতে উদ্যত হইলে পতি-সমাদৃতা সুন্দরী সীতা যাত্রাকালে উচ্চারণযোগ্য মাঙ্গলিক বচন বলিতে বলিতে দ্বারদেশ পর্যন্ত রামের অনুগমন করিলেন। সীতা বলিতে লাগিলেন—প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপে ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপে মহারাজ দশরথ ব্রাহ্মণসেবিত-রাজ্যে তোমাকে রাজসূয়-যোগ্য আয়োজনের সহিত অভিষিক্ত করুন। আমি তোমাকে দীক্ষিত, ব্রতসম্পন্ন, মৃগচর্মধারী, পবিত্র ও কুরঙ্গশৃঙ্গধারী দেখিয়া ভজনা করিব। গমনকালে বজ্রধর ইন্দ্র তোমার পূর্বদিক্ রক্ষা করুন। যম দক্ষিণদিক্, বরুণ পশ্চিমদিক্ ও কুবের উত্তরদিক্ রক্ষা করুন। এইভাবে মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন হইলে সীতার অনুমতি লইয়া রাম সুমন্ত্রের সহিত নিজগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। গিরিগুহাশায়ী সিংহ যেমন পর্বত হইতে বহির্গত হয়, সেইভাবে রাম বহির্গত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত লক্ষ্মণকে দ্বারদেশে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর

অথ মধ্যমকক্ষ্যায়াং সমাগচ্ছৎ সুহৃজ্জনৈঃ।
স সর্বানথিনো দৃষ্ট্বা সমেত্য প্রতিনন্দ্য চ ॥২৭
ততঃ পাবকসঙ্কাশমারুরোহ রথোত্তমম্।
বৈয়াঘ্রং পুরুষব্যাঘ্রো রাজিতং রাজনন্দন ॥২৮
মেঘনাদমসংবাধং মণি-হেমবিভূষিতম্।
মুক্তস্তমিব চক্ষূংসি প্রভয়া মেরুবর্চসম্ ॥২৯
করেণুশিশুকল্পৈশ্চ যুক্তং পরমবাজিভিঃ।
হরিযুক্তং সহস্রাক্ষো রথমিন্দ্র ইবাশুগম্ ॥৩০
প্রযযৌ তূর্ণমাস্থায় রাঘবো জ্বলিতঃ শ্রিয়া।
স পর্জন্য ইবাকাশে স্বনবানভিনাদয়ন্ ॥৩১
নিকেতাদ্বির্যযৌ শ্রীমান্মহাভ্রাদিব চন্দ্রমাঃ।
চিত্রচামরপাণিস্তু লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ ॥৩২
জুগোপ ভ্রাতরং ভ্রাতা রথমাস্থায় পৃষ্ঠতঃ।
ততো হলহলাশব্দস্তুমুলঃ সমজায়ত ॥৩৩
তস্য নিষ্ক্রমমাণস্য জনৌঘস্য সমন্ততঃ।
তত্রো হয়বরা মুখ্যা নাগাশ্চ গিরিসন্নিভাঃ ॥৩৪
অনুজগ্মুস্তথা রামং শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অগ্রতশ্চাস্য সন্নদ্ধাশ্চন্দনাগুরুভূষিতাঃ ॥৩৫
খড়্গ-চাপধরাঃ শূরা জগ্মুরাশংসবো জনাঃ।
ততো বাদিত্রশব্দাশ্চ স্তুতিশব্দাশ্চ বন্দিনাম্ ॥৩৬
সিংহনাদাশ্চ শূরাণাং ততঃ শুশ্রুবিরে পথি।
হর্ম্য-বাতায়নস্থাভির্ভূষিতাভিঃ সমন্ততঃ ॥৩৭
কীর্য্যমাণঃ সুপুষ্পৌঘৈর্যযৌ স্ত্রীভিরভিন্দমঃ।
রামং সর্বানবদ্যাঙ্গ্যো রামপিপ্রীষয়া ততঃ ॥৩৮
বচোভিরগ্র্যৈর্হর্ম্যস্থাঃ কীর্তিস্থাশ্চ ববন্দিরে।
নূনং নন্দতি তে মাতা কৌসল্যা মাতৃনন্দন ॥৩৯
পশ্যন্তী সিদ্ধযাত্রং ত্বাং পিত্র্যং রাজ্যমুপস্থিতম্।
সর্বসীমন্তিনীভ্যশ্চ সীতাং সীমন্তিনীং বরাম্ ॥৪০

মধ্যমপ্রকোষ্ঠে যাহারা দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, সেই সকল সুহৃৎ ও দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন। রাজপুত্র রাম সকলের সহিত সময়োচিত ব্যবহার করিয়া অগ্নিসদৃশ দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। সেই রথটি রজতের দ্বারা নির্মিত এবং ব্যাঘ্রচর্মে সমাবৃত, তাহার শব্দ মেঘের মত। স্বর্ণমণিখচিত, অবাধগতি, সুমেরুতুল্য উজ্জ্বল রথটি নিজপ্রভায় সকলের চক্ষুকে প্রতিহত করে। হস্তিশাবকসদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্ব-সংযোজিত রথটি ইন্দ্রের রথের ন্যায়। ইন্দ্র যেমন ত্বরিতগামী দিব্য অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন, সেইরূপ রামও তাদৃশ রথে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন। শ্রীমান্ রাঘব নিজ প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া আকাশে মেঘের মত সর্বদিক্ মুখরিত করিয়া সত্বর অগ্রসর হইলেন। মহামেঘের অভ্যন্তর হইতে চন্দ্রের ন্যায় রাম নিজভবন হইতে নির্গত হইলেন। রামানুজ লক্ষ্মণ বিচিত্রচামর হস্তে লইয়া রথোপরি রামের পশ্চাদ্ভাগে উপবেশনপূর্বক অগ্রজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাম যখন এইভাবে ভবন হইতে নির্গত হইতেছিলেন, তখন সেখানে অপেক্ষারত জনতার তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। রামের পশ্চাতে শত শত উৎকৃষ্ট অশ্ব সহস্রসংখ্যক পর্বতসদৃশ হস্তী গমন করিতে লাগিল এবং চন্দন ও অগুরুভূষিত, খড়্গ ও চাপধারী কবচপরিহিত রামহিতৈষী বীরগণ অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সেই সময় পথে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি, বন্দীদিগের স্তুতিশব্দ এবং বীরগণের সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছিল। চতুর্দিকে হর্ম্যগবাক্ষস্থিত অলঙ্কৃত স্ত্রীলোকগণ রামের উপর পুষ্পনিক্ষেপ করিতে লাগিল। রামকে প্রীত করিবার জন্য ভূতলস্থিত ও হর্ম্যস্থিত সৌন্দর্যমণ্ডিত ভদ্রমহিলাগণ উত্তমবাক্যে রামের বন্দনা করিতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিল—কৌশল্যা-সুখবর্ধন! রাম! তোমার যাত্রা সফল হউক। তুমি পৈতৃক রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে তোমার জননী কৌশল্যা অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। অনন্তর ঐ মহিলাগণ মনে করিলেন যে, রামের প্রিয়া সীতা পৃথিবীস্থিত সকল রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠরমণী। সীতাদেবী পূর্বে নিশ্চয়ই অতিশয় তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইজন্যই চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় তিনি রামের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

অমন্যন্ত হি তা নার্য্যো রামস্য হৃদয়প্রিয়াম্ ।
তয়া সুচরিতং দেব্যা পুরা নূনং মহত্তপঃ ॥৪১
রোহিণীব শশাঙ্কেন রামসংযোগমাপ যা ।
ইতি প্রাসাদশৃঙ্গেষু প্রমদাভির্নরোত্তমঃ ।
শুশ্রাব রাজমার্গস্থঃ প্রিয়া বাচ উদাহৃতাঃ ॥৪২
স রাঘবস্তত্র তদাপ্রলাপান্
শুশ্রাব লোকস্য সমাগতস্য ।
আত্মাধিকারা বিবিধাশ্চ বাচঃ
প্রহৃষ্টরূপস্য পুরে জনস্য ॥৪৩
এষ শ্রিয়ং গচ্ছতি রাঘবোঽস্য
রাজপ্রসাদাদ্ বিপুলাং গমিষ্যন্ ।
এতে বয়ং সর্বসমৃদ্ধকামা
যেষাময়ং নো ভবিতা প্রশাস্তা ॥৪৪

রাজমার্গে যাইবার সময় রাম প্রাসাদ, গবাক্ষ প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত স্ত্রীজনের প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিলেন। ২১-৪২

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সমাগত অতিশয় আনন্দিত পুরবাসী ব্যক্তিগণের মুখে নিজের বিষয়ে বিবিধ আলাপ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিতেছিল—এই রঘুনন্দন রাম রাজা দশরথের প্রসাদে বিপুল-রাজ্যশ্রী লাভ করিবার জন্য গমন করিতেছেন। ইনি আমাদের সকলের শাসনকর্তা হইবেন, তাহাতে আমাদের সকল মনোরথ সর্বথা সফল হইবে। এই রাম চিরকালের জন্য রাজ্যলাভ করিতেছেন, ইহাতে আমাদের সকলের পরম লাভ হইবে। ইনি সকল মনুষ্যের পালক হইলে কেহ কখনই অপ্রিয় ও দুঃখপ্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ আলাপ শুনিতে শুনিতে রাম শব্দায়মান অশ্ব, হস্তী, অগ্রগামী বীরগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া এবং সূত, মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ কর্তৃক স্তূত হইয়া কুবেরের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তী, হস্তিনী, রথ ও অশ্বে পরিপূর্ণ, বিপুলজনতার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, নানাবিধ প্রচুর রত্ন ও বহুবিধ পণ্যদ্রব্যপূর্ণ নির্মল রাজপথ দেখিতে পাইলেন। ৪২-৪৭

লাভো জনস্যাস্য যদেষ সর্বং
প্রপৎস্যতে রাষ্ট্রমিদং চিরায় ।
ন হ্যপ্রিয়ং কিঞ্চন জাতু কশ্চিৎ
পশ্যেন্ন দুঃখ মনুজাধিপেঽস্মিন্ ॥৪৫
স ঘোষবদ্ভিশ্চ হয়ৈঃ সুনাগৈঃ
পুরঃসরৈঃ স্বস্তিক-সূত-মাগধৈঃ ।
মহীয়মানঃ প্রবরৈশ্চ বাদিকৈ-
রভিষ্টুতো বৈশ্রবণো যথা যযৌ ॥৪৬
করেণু-মাতঙ্গ-রথাশ্বসঙ্কুলং
মহাজনৌঘৈঃ পরিপূর্ণচত্বরম্ ।
প্রভূতরত্নং বহুপণ্যসঞ্চয়ং
দদর্শ রামো বিমলং মহাপথম্ ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[রাজপথস্য শোভাং পরিপশ্যতঃ সজ্জনানাং বাক্যালাপং শৃণ্বতো রামস্য পিতৃভবনে প্রবেশঃ।]

স রামো রথমাস্থায় সংপ্রহৃষ্ট-সুহৃজ্জনঃ।
পতাকা-ধ্বজসম্পন্নং মহার্হাগুরুধূপিতম্ ॥১
অপশ্যদ্নগরং শ্রীমান্নানাজনসমন্বিতম্ (ক)।
স গৃহৈরভ্রসঙ্কাশৈঃ পাণ্ডুরৈরুপশোভিতম্ ॥২
রাজমার্গং যযৌ রামো মধ্যেনাগুরুধূপিতম্।
চন্দনানাঞ্চ মুখ্যানামগুরূণাঞ্চ সঙ্করৈঃ ॥৩
উত্তমানাঞ্চ গন্ধানাং ক্ষৌম-কৌশাম্বরস্য চ।
আবিদ্ধাভিশ্চ মুক্তাভিরুত্তমৈঃ স্ফাটিকৈরপি ॥৪
শোভমানমসংবাধং তং রাজপথমুত্তমম্।
সংবৃতং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ভক্ষ্যৈরুচ্চাবচৈরপি ॥৫
দদর্শ তং রাজপথং দিবি দেবপতির্যথা।
দধ্যক্ষত-হবির্লাজৈর্ধূপৈরগুরুচন্দনৈঃ ॥৬
নানাবাল্যোপগন্ধৈশ্চ সদাভ্যর্চিতচত্বরম্।
আশীর্বাদান্ বহূন্ শৃণ্বন্ সুহৃদ্ভিঃ সমুদীরিতান্ ॥৭
যথার্হঞ্চাপি সম্পূজ্য সর্বানেব নরান্ যযৌ।
পিতামহৈরাচরিতং তথৈব প্রপিতামহৈঃ ॥৮
অস্ত্বোপাদায় তং মার্গমভিদিক্তোঽনুপালয়।
যথা স্ম পোষিতাঃ পিত্রা যথা সর্বৈঃ পিতামহৈঃ।
ততঃ সুখতরং সর্বে রামে বৎস্যাম রাজনি ॥৯
অলমদ্য হি ভুক্তেন পরমার্থৈরলঞ্চ নঃ।
যথা পশ্যাম নির্যান্তং রামং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১০
ততো হি নঃ প্রিয়তরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি।
যথাভিষেকো রামস্য রাজ্যেনামিততেজসঃ ॥১১
এতাশ্চান্যাশ্চ সুহৃদামুদাসীনঃ শুভাঃ কথাঃ।
আত্মসম্পূজনীঃ শৃণ্বন্ যযৌ রামো মহাপথম্ ॥১২

পাঠান্তর :—(ক) সমাকুলম্।

সপ্তদশ সর্গ

[রাজপথের শোভাদর্শন করিতে করিতে ও সজ্জন-বৃন্দের বাক্যালাপ শুনিতে শুনিতে শ্রীরামের পিতৃভবনে প্রবেশ।]

শ্রীমান্ রাম সুহৃদ্বর্গকে আনন্দিত করিয়া রথারোহণ-পূর্বক অযোধ্যানগরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, প্রতিটি গৃহে ধ্বজ পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে। মহামূল্য অগুরু ও ধূপের দ্বারা সুবাসিত হইয়াছে। বহুজনাকীর্ণ মেঘতুল্য উন্নত ও শুভ্র গৃহ-সমূহের দ্বারা শোভিত হইয়াছে। অযোধ্যানগর দর্শন করিতে করিতে রাজপথে উপস্থিত হইলেন। ঐ রাজপথ অগুরু ও ধূপের গন্ধে সুবাসিত, উৎকৃষ্ট চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা আমোদিত, স্থানে স্থানে পট্ট প্রভৃতি বস্ত্রের দ্বারা সুশোভিত, মধ্যে মধ্যে মুক্তাস্তবক ও স্ফটিকমালা বিরাজিত, নানাবিধ পুষ্প ও ভক্ষ্যদ্রব্যপরিবৃত। এই সকল উপকরণ ঐ রাজপথের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে যেমন সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ দর্শন করেন, রামও সেইরূপ ঐ রাজপথটিকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ রাজপথের চত্বরসমূহ সর্বদা দধি, অক্ষত, ঘৃত, লাজ, ধূপ, অগুরু, চন্দন, নানাপ্রকার মাল্য ও গন্ধদ্রব্যে সুশোভিত ছিল। রাজপথে যাইতে যাইতে বহুজনের বহুবিধ আশীর্বাদবাক্য শুনিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে যথাযোগ্যভাবে সম্মান করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজপথস্থিত জনগণ রামকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—রাম! আপনার প্রপিতামহ ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছেন, আপনি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে পালন করুন। অনন্তর তাহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল—রামের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি আমাদিগকে যেরূপ প্রতিপালন করিয়া সুখী করিয়াছেন, রাম রাজা হইলে আমরা তদপেক্ষা অধিক সুখে থাকিব। যদি রাজ্যে

ন হি তস্মান্মনঃ কশ্চিচ্চক্ষুর্বা নরোত্তমাৎ।
নরঃ শক্নোত্যপাক্রষ্টুমতিক্রান্তেঽপি রাঘবে ॥১৩
যশ্চ রামং ন পশ্যেত্তু যঞ্চ রামো ন পশ্যতি।
নিন্দিতঃ সর্বলোকেষু স্বাত্মাপ্যেনং বিগর্হতে ॥১৪
সর্বেষাং স হি ধর্মাত্মা বর্ণানাং কুরুতে দয়াম্।
চতুর্ণাং হি বয়ঃস্থানাং তেন তে তমনুব্রতাঃ ॥১৫
চতুষ্পথান্ দেবপথাংশ্চৈত্যাংশ্চায়তনানি চ।
প্রদক্ষিণং পরিহরন্ জগাম নৃপতেঃ সুতঃ ॥১৬
স রাজকুলমাসাদ্য মেঘসংঘোপমৈঃ শুভৈঃ।
প্রাসাদশৃঙ্গৈর্বিবিধৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ ॥১৭
আবারয়দ্ভির্গগনং বিমানৈরিব পাণ্ডুরৈঃ।
বর্ধমানসুবৈশ্চাপি রত্নজালপরিষ্কৃতৈঃ ॥১৮
তৎপৃথিব্যাং গৃহবরং মহেন্দ্রসদনোপমম্।
রাজপুত্রঃ পিতুর্বেশ্ম প্রবিবেশ শ্রিয়া জ্বলন্ ॥১৯
স কক্ষ্যা ধনুর্ভির্গুপ্তাস্তিস্রোঽতিক্রম্য বাজিভিঃ।
পদাতিরপরে কক্ষ্যে দ্বে জগাম নরোত্তমঃ ॥২০
স সর্বাঃ সমতিক্রম্য কক্ষ্যা দশরথাত্মজঃ।
সন্নিবর্ত্য জনং সর্বং শুদ্ধান্তঃপুরমত্যগাৎ ॥২১
তস্মিন্ প্রবিষ্টে পিতুরন্তিকং তদা
জনঃ স সর্বো মুদিতো নৃপাত্মজে।
প্রতীক্ষতে তস্য পুনঃ স্ম নির্গমং
যথোদয়ং চন্দ্রমসঃ সরিৎপতিঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

অভিষিক্ত হওয়ার পর রাজভবন হইতে রামকে বহির্গত হইতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে অন্য আমাদের ভোজনের প্রয়োজন নাই, অন্য কোন পরমার্থেও প্রয়োজন নাই। অপরিমিততেজঃসম্পন্ন রামের রাজ্যাভিষেক যেরূপ প্রীতিকর হইবে, তদপেক্ষা অধিক প্রীতিকর আর কিছুই হইতে পারে না। এইভাবে রাজপথস্থিত বন্ধুব্যক্তিগণের মুখে স্বীয়প্রশংসা ও শুভ-কথা উদাসীনভাবে শুনিতে শুনিতে রাম রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন।১-১২

তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া চলিলেও কেহই ঐ নরোত্তম হইতে মন বা দৃষ্টি অপসারিত করিতে পারে নাই। সেই সময় যে ব্যক্তি রামকে দর্শন করিতে পারে নাই এবং যে ব্যক্তি রামের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, সে সকললোকের নিকট নিন্দিত হইয়াছিল, নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করিয়াছিল। ধার্মিক রাম ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-নির্বিশেষে সকলের প্রতি যথাযোগ্য দয়া করেন, সেইজন্য সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল। নৃপতিতনয় রাম চতুষ্পথ, দেবালয়, চৈত্য ও সভাগৃহসকল দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে রাজভবনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ রাজভবন মেঘসঙ্ঘতুল্য মনোরম, কৈলাস-শিখরসদৃশ উন্নত ও বহু প্রাসাদশোভিত এবং গগনস্পর্শী বিমানসদৃশ শুভ্র ও রত্নখচিত ক্রীড়াগৃহসমন্বিত। রাজকুমার রাম নিজতেজে প্রদীপ্ত হইয়া পৃথিবীতে ইন্দ্রালয়তুল্য অত্যুত্তম পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ধনুর্ধারী বীরগণকর্তৃক রক্ষিত তিনটি প্রকোষ্ঠ অশ্বযোজিত রথের দ্বারা অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তম রাম পদব্রজে অপর দুইটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন। দশরথতনয় এইভাবে সকল প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করত অনুগামী লোকদিগকে গমনে নিবৃত্ত করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমার পিতার নিকট গমন করিলে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইল। সমুদ্র যেমন চন্দ্রের উদয়ের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ সকললোক রামের বহির্গমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।১৩-২২

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

[চিন্তিতং পিতরং দৃষ্ট্বা তৎকারণং কৈকেয্যাঃ সমীপে রামস্য জিজ্ঞাসা, কঠিনহৃদয়-কৈকেয্যা স্বীয়-প্রার্থিতবরবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্, বনং গন্তুং শ্রীরামায় প্রেরণাদানঞ্চ।]

স দদর্শাসনে রামো নিষণ্ণং পিতরং শুভে।
কৈকেয্যা সহিতং দীনং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥১
স পিতুশ্চরণৌ পূর্বমভিবাদ্য বিনীতবৎ।
ততো ববন্দে চরণৌ কৈকেয্যাঃ সুসমাহিতঃ ॥২
রামেত্যুক্ত্বা তু বচনং বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
শশাক নৃপতির্দীনো নেক্ষিতুং নাভিভাষিতুম্ ॥৩
তদপূর্বং নরপতের্দৃষ্ট্বা রূপং ভয়াবহম্।
রামোঽপি ভয়মাপন্নঃ পদা স্পৃষ্ট্বেব পন্নগম্ ॥৪
ইন্দ্রিয়ৈরপ্রহৃষ্টৈস্তং শোকসন্তাপকর্শিতম্।
নিঃশ্বসন্তং মহারাজং ব্যথিতাকুলচেতসম্ ॥৫
ঊর্মিমালিনমক্ষোভ্যং ক্ষুভ্যন্তমিব সাগরম্।
উপপ্লুতমিবাদিত্যমুল্কানুগতমম্বরম্ যথা ॥৬
অচিন্ত্যকল্পং নৃপতেস্তং শোকমুপধারয়ন্।
বভূব সংরব্ধতরঃ সমুদ্র ইব পর্বণি ॥৭
চিন্তয়ামাস চতুরো রামঃ পিতৃহিতে রতঃ।
কিংস্বিদদ্যৈব নৃপতির্ন মাং প্রত্যভিনন্দতি ॥৮
অন্যদা মাং পিতা দৃষ্ট্বা কুপিতোঽপি প্রসীদতি।
তস্য মামদ্য সংপ্রেক্ষ্য কিমায়াসঃ প্রবর্ততে ॥৯
স দীন ইব শোকার্তো বিষণ্ণবদনদ্যুতিঃ।
কৈকেয়ীমভিবাদ্যৈব রামো বচনমব্রবীৎ ॥১০

অষ্টাদশ সর্গ

[পিতাকে চিন্তিত দেখিয়া তৎকারণ সম্বন্ধে কৈকেয়ীর নিকট রামের জিজ্ঞাসা, কঠিনহৃদয়া কৈকেয়ী কর্তৃক স্বীয় প্রার্থিত বরের বৃত্তান্ত বর্ণন ও বনগমনের জন্য শ্রীরামকে প্রেরণাদান।]

অনন্তর রাম রাজা দশরথকে দীনভাবে শুষ্ক বিষণ্ণ-বদনে কৈকেয়ীর সহিত উৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। তিনি প্রথমে অতিবিনীতভাবে পিতার চরণবন্দনা করিলেন, পরে একাগ্রচিত্তে কৈকেয়ীর চরণ-বন্দনা করিলেন। দৈন্যযুক্ত মহারাজ "রাম" এই কথা বলিয়া আর কোন কথা বলিতে পাইলেন না এবং নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় রামকে দেখিতে পারিলেন না। মহারাজের এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া পদাহত সর্পকে দর্শন করার মত রাম অতিশয় ভীত হইলেন। মহারাজ দশরথের সকল ইন্দ্রিয়ই অপ্রসন্ন হইয়াছে। তিনি শোকে তাপে ব্যথিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। মর্মস্পর্শী ব্যথায় তাঁহার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল। ক্ষোভহীন সমুদ্রের ক্ষুব্ধ হওয়ার মত তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। রাহুগ্রস্ত সূর্যের মত এবং মিথ্যাভাষণে হতপ্রভ ঋষির মত তাঁহার সমস্ত তেজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় পতিত পিতাকে দেখিয়া রাম তাঁহার অচিন্তনীয় শোকের কারণ চিন্তা করিতে করিতে পর্বকালীন সমুদ্রের মত উদ্বেলিত হইলেন। পিতৃহিতৈষী বুদ্ধিমান্ রাম ভাবিতে লাগিলেন—মহারাজ অদ্যই আমাকে অভিনন্দিত করিতেছেন না কেন? অন্যদিন তিনি ক্রুদ্ধ থাকিলেও আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হন, কিন্তু অদ্য আমাকে দেখিয়া তিনি খেদপ্রাপ্ত হইলেন কেন? এইরূপ মনে ভাবিয়া শোকার্ত ম্লানমুখকান্তি রাম অনাথের মত অসহায়-ভাবে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন,—আমি অজ্ঞানভাবশত পিতার নিকট কোন অপরাধ করি নাই ত? সে অপরাধের জন্য তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা আপনি জানিলে আমাকে বলুন এবং পিতাকে প্রসন্ন করুন। তিনি সর্বদা আমার প্রতি বাৎসল্যপরায়ণ, তিনি অদ্য আমার প্রতি অপ্রসন্নচিত্ত কেন? তিনি আমাকে দেখিলে সব সময় সন্তাষণ

কচ্চিন্ময়া নাপরাদ্ধমজ্ঞানাদ্ যেন মে পিতা।
কুপিতস্তন্মমাচক্ষ্ব ত্বমেবৈনং প্রসাদয় ॥১১
অপ্রসন্নমনাঃ কিং নু সদা মাং প্রতি বৎসলঃ।
বিষণ্ণবদনো দীনঃ নহি মাং প্রতি ভাসতে ॥১২
শারীরো মানসো বাপি কচ্চিদেনং ন বাধতে।
সন্তাপো বাভিতাপো বা দুর্লভং হি সদা সুখম্ ॥১৩
কচ্চিন্ন কিঞ্চিদ্বরতে কুমারে প্রিয়দর্শনে।
শত্রুঘ্নে বা মহাসত্ত্বে মাতৃণাং বা মমাশুভম্ ॥১৪
অতোমগ্নমহারাজমকুর্বন্ বা পিতুর্বচঃ।
মুহূর্তমপি নেচ্ছেয়ং জীবিতুং কুপিতে নৃপে ॥১৫
যতো মূলং নরঃ পশ্যেৎ প্রাদুর্ভাবমিহাত্মনঃ।
কথং তস্মিন্ন বর্তেত প্রত্যক্ষে সতি দৈবতে ॥১৬
কচ্চিত্তে পরুষং কিঞ্চিদভিমানাৎ পিতা মম।
উক্তো ভবত্যা রোষেণ যেনাস্য দূষিতং মনঃ ॥১৭
এতদাচক্ষ্ব মে দেবি তত্ত্বেন পরিপৃচ্ছতঃ।
কিং নিমিত্তমপূর্বোঽয়ং বিকারো মনুজাধিপে ॥১৮

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী রাঘবেণ মহাত্মনা।
উবাচেদং সুনির্লজ্জা ধৃষ্টমাত্মহিতং বচঃ ॥১৯
ন রাজা কুপিতো রাম ব্যসনং নাস্য কিঞ্চন।
কিঞ্চিন্মনোগতং ত্বস্য ত্বদ্ভয়ান্নানুভাষতে ॥২০
প্রিয়ং ত্বামপ্রিয়ং বক্তুং বাণী নাস্য প্রবর্ততে।
তদবশ্যং ত্বয়া কার্য্যং যদনেন প্রচোদিতং মম ॥২১
এষ মহ্যং বরং দত্ত্বা পুরা মামভিপূজ্য চ।
স পশ্চাৎ তপ্যতে রাজা যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা ॥২২
অতিসৃজ্য দদামীতি কো বরং মম বিপাপ্মতিঃ।
স নিরর্থং গতজলে সেতুং বন্ধিতুমিচ্ছতি ॥২৩
ধর্মমূলমিদং রাম বিদিতঞ্চ সতামপি।
তৎসত্যং ন ত্যজেদ্ রাজা কুপিতস্তৎকৃতে যথা ॥২৪
যদি ত্বয্যক্ষমতে রাজা শুভং বা যদি বাঽশুভম্।
করিষ্যসি ততঃ সর্বমাখ্যাস্যামি পুনস্ত্বহম্ ॥২৫
যদি ত্বভিহিতং রাজ্ঞা তন্ন বিপৎস্যতে।
ততোঽহমভিধাস্যামি ন ক্রোদ্ধা হি বক্ষ্যতি ॥২৬

করিয়া থাকেন, তিনি এক্ষণে বিষণ্ণবদনে দীনভাবে রহিয়াছেন কেন ?১-১২

শরীরে কোন ব্যাধি কিংবা মনে কোন শোক প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছে না ত ? মানবের সর্বদা সুখ দুর্লভ। প্রিয়দর্শন কুমার ভরত, মহাবলবান্ শত্রুঘ্ন কিংবা আমার মাতৃগণের কোনরূপ অশুভ হয় নাই ত ? আমি পিতাকে অসন্তুষ্ট করিয়া কিংবা তাঁহার বাক্যপালন না করিয়া এক মুহূর্তও বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। যদি তিনি আমার প্রতি কোন কারণবশত ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলেও আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। যাঁহা হইতে মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, যিনি প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার বাধ্য হইয়া না থাকে ? দেবি! আপনি অভিমানিনী হইয়া ক্রোধবশত পিতার প্রতি কোনরূপ কটুবাক্য বলেন নাই ত, যাহার জন্য ইহার মন অবসন্ন হইয়াছে ? জননি! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি যথার্থরূপে প্রকাশ করুন। মহারাজের এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব চিত্ত-বিকারের কারণ কি ? মহাত্মা রাম এইরূপ বলিলে পর নির্লজ্জা কৈকেয়ী নিজহিতকর ধৃষ্টবাক্য বলিলেন—রাম! মহারাজ কুপিত হন নাই। ইঁহার কোনরূপ দুঃখও হয় নাই। তবে ইঁহার মনোগত কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে কিন্তু তাহা তোমার ভয়ে বলিতে পারিতেছেন না।১৩-২০

তুমি অতিশয় প্রিয়, এইজন্য তোমাকে অপ্রিয়বাক্য বলিতে ইঁহার রসনা প্রবৃত্ত হইতেছে না। কিন্তু ইনি আমার নিকটে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা পালন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এই মহারাজ পূর্বে প্রশংসাপূর্বক আমাকে বরদান করিয়াছেন, কিন্তু এখন সাধারণলোকের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। 'বরদান করিব' এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া মহারাজ জলনির্গমনের পর সেতুবন্ধনের ন্যায় বৃথা অনুতাপ করিতেছেন। রাম! সত্যই ধর্মের মূল—এই কথা সজ্জনেরা অবশ্যই

পাঠান্তর :—(ক) অস্তি শঙ্কা মনস্যেতি—।

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা কৈকয্যা সমুদাহৃতম্।
উবাচ ব্যথিতো রামস্তাং দেবীং নৃপসন্নিধৌ ॥২৭
অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ্ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে ॥২৮
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে।
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ ॥২৯
তদ্ব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে ॥৩০
তমার্জবসমাযুক্তমনার্য্যা সত্যবাদিনম্।
উবাচ রামং কৈকয়ী বচনং ভৃশদারুণম্ ॥৩১
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে পিত্রা তে মম রাঘব।
রক্ষিতেন বরৌ দত্তৌ সশল্যেন মহারণে ॥৩২
তত্র মে যাচিতো রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্।
গমনং দণ্ডকারণ্যে তব চৈবাদ্য রাঘব ॥৩৩
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞং ত্বং পিতরং কর্তুমিচ্ছসি।
আত্মানঞ্চ নরশ্রেষ্ঠ মম বাক্যমিদং শৃণু ॥৩৪
সন্নিদেশে পিতুস্তিষ্ঠ যথানেন প্রতিশ্রুতম্।
ত্বয়ারণ্যং প্রবেষ্টব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥৩৫
ভরতশ্চাভিষিচ্যেত যদেতদভিষেচনম্।
ত্বদর্থে বিহিতং রাজ্ঞা তেন সর্বেণ রাঘব ॥৩৬
সপ্ত সপ্ত চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
অভিষেকমিদং ত্যক্ত্বা জটাচীরধরো ভব ॥৩৭
ভরতঃ কোসলপুরে (ক) প্রশাস্তু বসুধামিমাম্।
নানারত্নসমাকীর্ণাং সবাজি-রথ-সঙ্কুলাম্ (খ) ॥৩৮
এতেন ত্বাং নরেন্দ্রোঽয়ং কারুণ্যেন সমাপ্লুতঃ।
শোকৈঃ সংক্লিষ্টবদনো ন শক্নোতি নিরীক্ষিতুম্ ॥৩৯

জানেন। অতএব এক্ষণে তোমার জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা যেন সত্য পরিত্যাগ না করেন। মহারাজ যাহা বলিবেন, তাহা শুভই হউক অথবা অশুভই হউক, যদি তুমি তাহা অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে আমি সমস্তই বলিতে পারি। মহারাজের যাহা বক্তব্য, তাহা যদি বৃথা না হয়, তাহা হইলে তোমাকে আমিই বলিব। ইনি তোমাকে কিছুই বলিতে পারিবেন না। কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া ব্যথিত রাম মহারাজের সম্মুখেই কৈকেয়ীকে বলিলেন,—অহো! আমাকে ধিক্। দেবি! আপনার আমাকে এইরূপ সন্দেহসূচক বাক্য বলা উচিত নয়। মহারাজের আদেশে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারি, তীক্ষ্ণ বিষ ভক্ষণ করিতে পারি, সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারি। মহারাজ আমার পিতা, গুরু ও হিতৈষী। তাঁহার নিয়োগে আমি সবই করিতে পারি। দেবি! মহারাজের যাহা অভিলষিত, তাহা আপনি আমাকে বলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিব। আপনি বিশ্বাস করুন যে, রাম কখনও দুইপ্রকার কথা বলে না।২১-৩০

তখন অনার্য্যা কৈকেয়ী সরলস্বভাব সত্যবাদী রামকে অতিশয় নিষ্ঠুর বাক্য বলিলেন—রাঘব! পূর্বে দেবতা ও অসুরের মহাযুদ্ধে তোমার পিতা শল্যদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিলেন, আমা-কর্তৃক রক্ষিত হওয়ায় তখন আমাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। অদ্য আমি সেই বর দুইটি প্রার্থনা করিয়াছি। একটি বর—ভরতের রাজ্যে অভিষেক এবং অপরটি—অদ্যই তোমার দণ্ডকারণ্যে গমন। নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি পিতাকে ও নিজেকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পিতা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তুমি পালন কর। চতুর্দশবৎসরকাল তোমাকে অরণ্যে থাকিতে হইবে। রাঘব! মহারাজ তোমার অভিষেকের জন্য যে সকল আয়োজন করিয়াছেন, ঐ সকল আয়োজনের দ্বারা ভরত অভিষিক্ত হইবে। তুমি এই সকল অভিষেক-সম্ভার ত্যাগ করিয়া চতুর্দশবৎসর যাবৎ জটা-চীরধারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে বাস কর। নানাবিধরত্নপূর্ণ অশ্ব-রথসমন্বিত এই রাজ্যকে ভরত শাসন করুক। রাজা এইরূপ বরপ্রদান করায় তোমার প্রতি কারুণ্যপূর্ণ হইয়াছেন এবং

পাঠান্তরঃ—(ক) ভরতঃ কোসলপতেঃ—।
(খ)—সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্।

এতৎ কুরু নরেন্দ্রস্য বচনং রঘুনন্দন।
সত্যেন মহতা রাম তারয়স্ব নরেশ্বরম্ ॥৪০
ইতীব তস্যাং পরুষং বদন্ত্যাং
ন চৈব রামঃ প্রবিবেশ শোকম্।
প্রবিব্যথে চাপি মহাপ্রভাবো (ক)
রাজা চ পুত্রব্যসনাভিতপ্তঃ ॥৪১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥২

শোকে শুষ্কবদন হইয়া তোমাকে দেখিতে পারিতেছেন না। রঘুনন্দন! তুমি মহারাজের অভিপ্রেত কার্য্য কর। এই মহাসত্য পালন করিয়া তাঁহাকে পরিত্রাণ কর।

কৈকেয়ী এইভাবে নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে থাকিলেও রামের অল্পও শোক বা ব্যথা হইল না। কিন্তু মহানুভব দশরথ অচিরভাবী পুত্রবিরহে অতিশয় ব্যথিত হইলেন ।৩১-৪১

পাঠান্তর :—(ক) প্রবিব্যথে চাপি মহানুভাবো

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

[রাম-কৈকেয্যোরুক্তি-প্রত্যুক্তী, দশরথান্তঃপুরান্নিষ্ক্রম্য রামস্য সুহৃজ্জনদর্শনং, লক্ষ্মণস্যাপি তদনুগমনং, রামস্য মাতৃসমীপে গমনঞ্চ।]

তদপ্রিয়মনিষ্টাভো বচনং মরণোপমম্।
শ্রুত্বা ন বিব্যথে রামঃ কৈকেয়ীং চেদমব্রবীৎ ॥১
এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং স্থিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥২
ইদন্তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি কিমর্থং মাং মহীপতিঃ।
নাভিনন্দতি দুর্ধর্ষো যথাপূর্বমরিন্দমঃ ॥৩
মন্যুর্ন চ ত্বয়া কার্য্যো দেবি ব্রূমি তবাগ্রতঃ।
যাস্যামি ভব সুপ্রীতা বনং চীরজটাধরঃ ॥৪
স্থিতেন গুরুণা পিত্রা কৃতজ্ঞেন নৃপেণ চ।
নিযুজ্যমানো বিশ্রব্ধঃ কিং ন কুর্য্যামহং প্রিয়ম্ ॥৫
অলীকং মানসং ত্বেকং হৃদয়ং দহতীব মে (ক)।
স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥৬
অহং হি সীতাং রাজ্যঞ্চ প্রাণানিষ্টান্ ধনানি চ।
হৃষ্টো ভ্রাত্রে স্বয়ং দদ্যাং ভরতায় প্রচোদিতঃ ॥৭
কিং পুনর্মনুজেন্দ্রেণ স্বয়ং পিত্রা প্রচোদিতঃ।
তব চ প্রিয়কামার্থং প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥৮

ঊনবিংশ সর্গ

[রাম এবং কৈকেয়ীর উক্তি-প্রত্যুক্তি, দশরথের অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীরামের সুহৃজ্জন পরিদর্শন, লক্ষ্মণেরও রামের অনুগমন এবং শ্রীরামের মাতৃসমীপে গমন।]

শত্রুহন্তা রাম মৃত্যুতুল্যাকষ্টদায়ক এই অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া ব্যথিত হইলেন না। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন,—এইরূপই হউক। আমি মহারাজের প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য জটা-বল্কল ধারণ করিয়া বনে বাস করিতে এইস্থান হইতে গমন করিতেছি। কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে, অপরাজেয় শত্রুহন্তা মহারাজ আমাকে পূর্বের ন্যায় অভিনন্দিত করিতেছেন না কেন? দেবি! আপনি রুষ্ট হইবেন না। আপনি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার সম্মুখে বলিতেছি যে, জটা-বল্কলধারী হইয়া অবশ্যই বনে গমন করিব। রাজা দশরথ আমার পিতা, গুরু, হিতৈষী ও কৃতজ্ঞ। আমি তাঁহার নিয়োগে বিশ্বস্তচিত্তে কোন্ প্রিয়কার্য্য না করিতে পারি? কিন্তু এই মনোদুঃখে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে যে, মহারাজ স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিলেন না। ভরতও আমার ভ্রাতা। আমি আপনার প্রীতির জন্যই ভরতকে রাজ্য, প্রাণ, অন্যান্য প্রার্থিত বস্তু, ঐশ্বর্য্য এমন কি সীতাকেও

পাঠান্তর :—(ক) দহতে মম।

তদাশ্বাসয় শ্রীমন্তং কিং ত্বিদং যন্মহীপতিঃ।
বসুধাসক্তনয়নো মন্দমশ্রূণি মুঞ্চতি ॥৯
গচ্ছন্তু চৈবানয়িতুং ভূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদদ্যৈব নৃপশাসনাৎ ॥১০
দণ্ডকারণ্যমেবোঽহং গমিষ্যামীব হি সত্বরঃ।
অবিচার্য্য পিতুর্বাক্যং সমাবস্তং চতুর্দশ ॥১১
সা হৃষ্টা তস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রামস্য কৈকয়ী।
প্রস্থানং শ্রদ্দধানা সা ত্বরয়ামাস রাঘবম্ ॥১২
এবং ভবতু যাস্যন্তি দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদিহাবর্ত্তয়িতুং নরাঃ ॥১৩
তব ত্বহং ক্ষমং মন্যে মোহস্যৈতস্য বিলম্বনম্।
রাম তস্মাদিতঃ শীঘ্রং বনং ত্বং গন্তুমর্হসি ॥১৪
ব্রীড়ান্বিতঃ স্বয়ং যচ্চ নৃপস্ত্বাং নাভিভাষতে।
নৈতৎকিঞ্চিন্নরশ্রেষ্ঠ মন্যুরেষোঽপনীয়তাম্ ॥১৫

যাবন্ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতিত্বরম্।
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেঽপি বা ॥১৬
ধিঙ্কষ্টমিতি নিঃশ্বস্য রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
মূর্চ্ছিতো ন্যপতত্তস্মিন্ পর্য্যঙ্কে হেমভূষিতে ॥১৭
রামোঽপ্যুত্থাপ্য রাজানং কৈকয্যাভিপ্রচোদিতঃ।
কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তুং কৃতত্বরঃ ॥১৮
তদপ্রিয়মনার্য্যায়া বচনং দারুণোদয়ম্।
শ্রুত্বা গতব্যথো রামঃ কৈকয়ীং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৯
নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।
বিদ্ধি মামৃষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্মমাস্থিতম্ ॥২০
যত্তত্রভবতঃ কিঞ্চিজ্জল্প্যং কর্তুং প্রিয়ং ময়া।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য সর্বথা কৃতমেব তৎ ॥২১
ন হ্যতো ধর্মচরণং কিঞ্চিদস্তি মহত্তরম্।
যথা পিতরি শুশ্রূষা তস্য বা বচনক্রিয়া ॥২২

দান করিতে পারি, ইহাতে আমার আনন্দই হইবে। মহারাজ দশরথ আমার পিতা, তাঁহার নিয়োগে তদীয় প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য এই সব বস্তু ভরতকে আমি স্বচ্ছন্দে দান করিতে পারি। আপনি মহারাজকে আশ্বস্ত করুন। ইনি লজ্জিত হইয়া ভূতলে দৃষ্টিপাত করত কিজন্য অল্প অল্প অশ্রুমোচন করিতেছেন? মহারাজের আদেশে মাতুলগৃহ হইতে ভরতকে আনয়ন করিবার জন্য দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া অদ্যই গমন করুক।১-১০

এই আমি পিতার বাক্য নির্বিচারে স্বীকার করিয়া চতুর্দশবৎসরকাল বাস করিবার জন্য অতিদুষ্কর দণ্ডকারণ্যে যাইতেছি। রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ী আনন্দিত হইলেন। রামের বনগমনে বিশ্বাস করিয়াও তাঁহাকে ত্বরা দিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন—রাম। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হউক। মাতুলালয় হইতে ভরতকে আনিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্বের দ্বারা দূতগণ গমন করিবে। কিন্তু তুমি যখন বনগমনে উৎসুক হইয়াছ, তখন তোমার বিলম্ব করা আমি উচিত বলিয়া মনে করি না। অতএব রাম! শীঘ্রই তোমার এখান হইতে বনে যাওয়া উচিত। নরশ্রেষ্ঠ! মহারাজ লজ্জিত হইয়াছেন বলিয়াই নিজে তোমাকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। ইহা অতি সামান্য ব্যাপার, দুর্ভব্যই নয়। তুমি এইজন্য মনঃক্ষোভ দূর কর। তুমি ত্বরান্বিত হইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই পুরী হইতে বনে গমন না কর, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নানও করিবেন না, ভোজনও করিবেন না। কৈকেয়ীর এইরূপ কথা শুনিয়া শোকার্ত্ত দশরথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে "উঃ কি কষ্ট! আমাকে ধিক্!" এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ-পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাম মহারাজকে উত্থাপিত করিলেন, কিন্তু সেই সময় পুনর্বার কৈকেয়ীর তাদৃশ বাক্য শুনিয়া কশাদ্বারা আহত অশ্বের ন্যায় বনে গমন করিতে বিলম্ব করিলেন না। অনার্য্য কৈকেয়ীর এইরূপ অপ্রিয় নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া ব্যথাহীন রাম কৈকেয়ীকে বলিলেন—দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া এই সংসারে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। আপনি আমাকে ঋষিতুল্য মনে করুন। আমি ঋষিগণের মত শুদ্ধ ধর্মকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়াছি। আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও যদি

অনুক্রোশাত্ত্বয়াপ্যুক্তমহমার্যে তথেত্যুত।
বনে বৎস্যামি বিজনে বর্ষাণীহ চতুর্দশ ॥২৩
ন মূনং ময়ি কৈকেয়ি কিঞ্চিদার্যসমে গুণম্ (ক)।
যদ্ রাজানমযোচস্ত্বং মমেশ্বরতরা সতী ॥২৪
যাবন্মাতরমাপৃচ্ছে সীতাং চানুনয়াম্যহম্।
ততোঽদ্যৈব গমিষ্যামি দণ্ডকানাং মহদ্বনম্ ॥২৫
ভরতঃ পালয়েদ্ রাজ্যং শুশ্রূষেচ্চ পিতুর্যথা।
তথা ভবত্যা কর্তব্যং স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥২৬
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ভৃশং দুঃখগতঃ পিতা।
শোকাদশক্নুবন্ বক্তুং প্রারুরোদ মহাস্বনম্ ॥২৭
বন্দিত্বা চরণৌ রাজ্ঞো বিসংজ্ঞস্য পিতুস্তদা।
ককৈয্যাশ্চাপ্যনার্য্যা যা নিষ্পপাত মহাদ্যুতিঃ ॥২৮

স রামঃ পিতরং কৃত্বা কৈকয়ীঞ্চ প্রদক্ষিণম্।
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাত্তস্মাৎ স্বং দদর্শ সুহৃজ্জনম্ ॥২৯
তং বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ।
লক্ষ্মণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥৩০
অভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বা রামঃ প্রদক্ষিণম্।
শনৈর্জগাম সাপেক্ষো দৃষ্টিং তত্রাবিচালয়ন্ ॥৩১
ন চাস্য মহতীং লক্ষ্মীং রাজ্যনাশোঽপকর্ষতি।
লোককান্তস্য কান্তত্বাচ্ছীতরশ্মেরিব ক্ষয়ঃ ॥৩২
ন বনং গন্তুকামস্য ত্যজতশ্চ বসুন্ধরাম্।
সর্বলোকাতিগস্যেব লক্ষ্যতে চিত্তবিক্রিয়া ॥৩৩
প্রতিষিধ্য শুভং ছত্রং ব্যজনে চ স্বলঙ্কৃতে।
বিসর্জয়িত্বা স্বজনং রথং পৌরাংস্তথা জনান্ ॥৩৪

পূজনীয় কোন প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে তাহা করাই হইয়াছে মনে করিবেন। পিতার শুশ্রূষা কিংবা তাঁহার আদেশপালন মহত্তম ধর্মাচরণ। ইহা অপেক্ষা অন্য কোন প্রধান ধর্মাচরণ নাই। পিতৃদেব না বলিলেও আমি আপনার কথা অনুসারেই চতুর্দশবৎসর নির্জনবনে বাস করিব। কৈকেয়ি! মাতঃ! আপনি কি আমাতে কোন গুণই দেখিতে পান নাই, যার জন্য আমার উপর আপনার পূর্ণ আধিপত্য থাকিলেও এইরূপ কার্য্যের জন্য মহারাজকে বলিয়াছেন, আমাকে বলিতে ইচ্ছা করেন নাই? যাহাই হউক, আমি মাতার নিকট বিদায়গ্রহণ করি এবং সীতাকে অনুনয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করি। পরে অদ্যই দণ্ডকনামক মহারণ্যে গমন করিব।১১-২৫

আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে ভরত রাজ্যপালন করে এবং পিতার শুশ্রূষা করে, যেহেতু ইহাই হইল আমাদের সনাতন ধর্ম। রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া পিতা দশরথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন, শোকের তীব্রতায় কিছু বলিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন দ্যুতিমান্ রাম সংজ্ঞাহীন পিতার ও অনার্য্যা কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করিয়া এবং উভয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া নিজ সুহৃদ্গণকে দর্শন করিলেন। সুমিত্রানন্দবর্ধন লক্ষ্মণ * অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে রামের অনুগমন করিতে লাগিলেন। বনগমনে উদ্যত রাম অভিষেকের জন্য সংগৃহীত ভদ্রাসনস্থাকে প্রদক্ষিণ করত সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের ক্ষয়ের ন্যায় রাজ্যের অপ্রাপ্তি রামের অনুপম শোভার বিন্দুমাত্র অপকর্ষ করিতে পারে নাই, যেহেতু রাম সর্বলোকাভিরাম এবং অতি কমনীয়। তিনি বসুন্ধরাকে ত্যাগ করিতেছেন এবং বনে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু জীবন্মুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার কোনরূপ চিত্তবিকার দেখা যায় নাই। রাম শুভ ছত্র ও অলঙ্কৃত চামরদ্বয়ের ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া সমস্ত স্বজন পুরবাসী ও রথকে বিসর্জন দিলেন এবং অন্তরে দুঃখবেগ ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক অপ্রিয় সংবাদ বলিবার জন্য জননী কৌশল্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।২৬-৩৫

উৎসব-সময়ে সমাগত সুসজ্জিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই সত্যবাদী শ্রীমান্ রামের মুখে কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারে নাই। শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রমা

পাঠান্তর :—(ক)—গুণান্

* লক্ষ্মণ নিকটে থাকিয়া সকল ব্যাপার জানিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি সর্বদা রামের সহচর

ধারয়ন্মনসা দুঃখমিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য চ।
প্রবিবেশাত্মবান্ বেশ্ম মাতুরপ্রিয়শংসিবান্ ॥৩৫
সর্বোঽপ্যভিজনঃ শ্রীমান্ হ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ।
নালক্ষয়ত রামস্য কিঞ্চিদাকারমাননে ॥৩৬
উচিতঞ্চ মহাবাহুর্ন জহৌ হর্ষমাত্মবান্।
শারদঃ সমুদীর্ণাংশুশ্চন্দ্রস্তেজ ইবাত্মজম্ ॥৩৭
বাচা মধুরয়া রামঃ সর্বং সম্মানয়ন্নিব।
মাতুঃ সমীপং ধর্মাত্মা প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥৩৮

তং গুণৈঃ সমতাং প্রাপ্তো ভ্রাতা বিপুলবিক্রমঃ।
সৌমিত্রিরনুবব্রাজ ধারয়ন্ দুঃখমাত্মজম্ ॥৩৯
প্রবিশ্য বেশ্মাতিভৃশং মুদাযুতং
সমীক্ষ্য তাং চার্থবিপত্তিমাগতম্।
ন চৈব রামোঽত্র জগাম বিক্রিয়াং
সুহৃজ্জনস্যাত্মবিপত্তিশঙ্কয়া ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে
ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

যেমন নিজের স্বাভাবিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেইরূপ মহাবাহু শুদ্ধাত্মা রাম স্বকীয় স্বাভাবিক হর্ষ ত্যাগ করেন নাই। ধর্মাত্মা যশস্বী রাম মধুর বাক্যে সমাগত সকল ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়া মাতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। গুণের দ্বারা রামের সমতাপ্রাপ্ত বিপুলবিক্রম সুমিত্রানন্দন নিজদুঃখ অন্তরে ধারণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। রাম অতিশয় আনন্দপূর্ণ মাতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। নিজের বিপদ্ আগতপ্রায় জানিয়া ও স্বজনগণের প্রাণনাশের আশঙ্কায় তিনি বিন্দুমাত্র বিকার প্রাপ্ত হইলেন না।৩৫-৪০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশঃ সর্গঃ

[দশরথান্তঃপুরিকাণাং বিলাপঃ, আশীর্বাদতৎপরায়াং কৌসল্যাং প্রতি রামস্য আত্মনো বনগমনবৃত্তান্তকথনম্, তচ্ছ্রুত্বা কৌসল্যায়া ভূতলে পতনং বিলাপশ্চ।]

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্ক্রামতি কৃতাঞ্জলৌ।
আর্তশব্দো মহাঞ্জজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে তদা ॥১
কৃত্যেষ্বচোদিতঃ পিত্রা সর্বস্যান্তঃপুরস্য চ।
গতির্যঃ শরণং চাসীৎ স রামোঽদ্য প্রবৎস্যতি ॥২
কৌসল্যায়াং যথাযুক্তো জনন্যাং বর্ততে সদা।
তথৈব বর্ততেঽস্মাসু জন্ম প্রভৃতি রাঘবঃ ॥৩
ন ক্রুধ্যত্যভিশপ্তোঽপি ক্রোধনীয়ানি বর্জয়ন্।
ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্বান্ স হতোঽদ্য প্রবৎস্যতি ॥৪
অবুদ্ধিবত নো রাজা জীবলোকং চরত্যয়ম্।
যো গতিং সর্বভূতানাং পরিত্যক্ষ্যতি রাঘবম্ ॥৫
ইতি সর্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ।
পতিমাচুক্রুশুশ্চাপি সদনং চাপি চুক্রুশুঃ ॥৬
স হি চান্তঃপুরে ঘোরমার্তশব্দং মহীপতিঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা ব্যালীয়তাসনে ॥৭
রামস্তু ভূশমায়ত্তো নিঃশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ।
জগাম সহিতো ভ্রাতা মাতুরন্তঃপুরং বশী ॥৮
সোঽপশ্যৎ পুরুষং তত্র বৃদ্ধং পরমপূজিতম্।
উপবিষ্টং গৃহদ্বারি তিষ্ঠতশ্চাপরান্ বহূন্ ॥৯
দৃষ্ট্বৈব তু তদা রামং তে সর্বে সমুপস্থিতাঃ।
জয়েন জয়তাং শ্রেষ্ঠং বর্ধয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ॥১০
প্রবিশ্য প্রথমাং কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ বৃদ্ধান্ রাজ্ঞাভিসৎকৃতান্ ॥১১
প্রণম্য রামস্তান্ বৃদ্ধাংস্তৃতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ দ্বাররক্ষণতৎপরাঃ ॥১২

বিংশ সর্গ

[দশরথান্তঃপুরস্ত্রীগণের বিলাপ, আশীর্বাদকারিণী কৌশল্যার প্রতি শ্রীরামের স্বীয় বন গমনবৃত্তান্ত বর্ণন, তৎকথা শ্রবণে কৌশল্যার ভূতলে পতন ও বিলাপ।]

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া যখন কৈকেয়ীর অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিলেন, তখন সেখানে দশরথের অন্যান্য মহিষীগণের অতিশয় আর্তনাদ সমুত্থিত হইল। "যে রাম পিতার আদেশ না পাইলেও আমাদের সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন, যিনি আমাদের অভিভাবক ও আশ্রয়, হায়! হায়! সেই রাম অদ্য বনে গমন করিবেন। শ্রীমান্ রাম নিজজননী কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার সর্বদা করেন, আমাদের প্রতিও জন্মাবধি সেইরূপ ব্যবহারই করিয়া আসিতেছেন। যিনি অভিশপ্ত হইলেও ক্রোধপ্রকাশ করেন না, ক্রোধের হেতুভূত কটুকথা মনে না রাখিয়া ক্রুদ্ধব্যক্তিগণকে প্রসন্ন করেন, তিনি অযোধ্যা হইতে চলিয়া যাইবেন? হায়! মহারাজ দশরথ সত্যই বুদ্ধিহীন। তিনি সকল লোককে বিনাশ করিতেছেন, যেহেতু সর্বলোকপতি শ্রীমান্ রামকে পরিত্যাগ করিতেছেন।" রাজমহিষীগণ বৎসবিহীনা ধেনুর ন্যায় এইরূপ বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং পতির নিন্দা করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে এই প্রকার ঘোর আর্তনাদ শুনিয়া দশরথ পুত্রশোকে অতিশয় অভিভূত হইলেন এবং দুঃখ ও লজ্জার জন্য বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া শয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে জিতেন্দ্রিয় রাম আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে খিন্ন হইয়া হস্তীর ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে উপবিষ্ট অতিশয়সৎকারপ্রাপ্ত বৃদ্ধদ্বারাধ্যক্ষকে ও অন্যান্য অনেককে দেখিতে পাইলেন। তাহারা সকলেই রামকে দেখিয়াই তাঁহার নিকটে গমন করিল এবং বিজয়ি-শ্রেষ্ঠকে সংবর্ধনা জানাইল।১-১০

বর্ধয়িত্বা প্রহৃষ্টাস্তাঃ প্রবিশ্য চ গৃহং স্ত্রিয়ঃ।
শ্রাবয়ন্ত্যস্তু ত্বরিতং রামমাতুঃ প্রিয়ং তদা ॥১৩
কৌসল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্নিত্বা সমাহিতা।
প্রভাতে স্বকরোৎ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্রহিতৈষিণী ॥১৪
সা ক্ষৌমবসনা হৃষ্টা নিত্যং ব্রতপরায়ণা।
অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা ॥১৫
প্রবিশ্য তু তদা রামো মাতুরন্তঃপুরং শুভম্।
দদর্শ মাতরং তত্র হাবয়ন্তীং হুতাশনম্ ॥১৬
দেবকার্য্যনিমিত্তঞ্চ তত্রাপশ্যৎ সমুদ্যতম্।
দধ্যক্ষত-ঘৃতং চৈব মোদকান্ হবিষস্তথা ॥১৭
লাজাম্মাল্যানি শুক্লানি পায়সং কৃসরং তথা।
সমিধঃ পূর্ণকুম্ভাংশ্চ দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥১৮
তাং শুক্ল-ক্ষৌমসংবীতাং ব্রতযোগেন কর্শিতাম্।
তর্পয়ন্তীং দদর্শাস্ত্রির্দেবতাং বরবর্ণিনীম্ ॥১৯
সা চিরস্যাত্মজং দৃষ্ট্বা মাতৃনন্দনমাগতম্।
অভিচক্রাম সংহৃষ্টা কিশোরং বড়বা যথা ॥২০
স মাতরমুপক্রান্তামুপসংগৃহ্য রাঘবঃ।
পরিষ্বজ্য চ বাহুভ্যামবঘ্রাতশ্চ মূর্ধনি ॥২১
তমুবাচ দুরাধর্ষং রাঘবং সুতমাত্মনঃ।
কৌসল্যা পুত্রবাৎসল্যাদিদং প্রিয়হিতং বচঃ ॥২২
বৃদ্ধানাং ধর্মশীলানাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্।
প্রাপ্নুহ্যায়ুশ্চ কীর্তিঞ্চ ধর্মং চাপ্যুচিতং কুলে ॥২৩
সত্যপ্রতিজ্ঞং পিতরং রাজানং পশ্য রাঘব।
অদ্যৈব ত্বাং স ধর্মাত্মা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥২৪
দত্তমাসনমাদায় ভোজনেন নিমন্ত্রিতঃ।
মাতরং রাঘবঃ কিঞ্চিৎপ্রসার্যাঞ্জলিমব্রবীৎ ॥২৫
স স্বভাববিনীতশ্চ গৌরবাচ্চ তদানতঃ।
প্রস্থিতো দণ্ডকারণ্যমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে ॥২৬

অনন্তর রাম প্রথম প্রকোষ্ঠ পার হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে রাজাকর্তৃক সমাদৃত বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধাগণকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত দেখিলেন। সেই সকল মহিলারা রামকে সংবর্ধিত করিয়া সত্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং রাম-মাতাকে প্রিয়-সংবাদ জানাইল। পুত্রকল্যাণকামা জননী কৌশল্যাদেবী সংযতভাবে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে বিষ্ণুপূজা করিতেছিলেন। সর্বদা ব্রতাচরণ-রতা পট্টবস্ত্রধারিণী সানন্দে মাঙ্গলিক আচার সমাপন করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইতে-ছিলেন। এমন সময় রাম মাতার শুভ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মাতাকে হবিষ্যগণ দ্বারা হবন করিতে দেখিলেন। তিনি সেখানে দেখিলেন যে, দৈব কার্য্যের জন্য দধি, অক্ষত (আতপতণ্ডুল), ঘৃত, মোদক, হবনদ্রব্য, লাজ, শুক্লপুষ্পমালা, পায়স, কৃসর (তিল, মুদ্গ ও তণ্ডুলের মিশ্রণে পাক করা দ্রব্য), সমিধ্ প্রভৃতি আনীত হইয়াছে, অপরদিকে অনেকগুলি পূর্ণকুম্ভও দেখিতে পাইলেন। অনন্তর জননীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, শ্বেতপট্টবস্ত্রধারিণী উপবাসকৃশাঙ্গী গৌরাঙ্গী কৌশল্যা অলঙ্কারে দেবতাতর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌশল্যা বহুক্ষণ পরে আনন্দদায়ক তনয়কে দেখিয়া নিজশাবকের প্রতি ধাবিত ঘোটকীর ন্যায় সানন্দে তাঁহার নিকট দ্রুতগমন করিলেন। শ্রীমান্ রাম নিকটে আগত জননীর চরণবন্দনা করিলেন, জননীও পুত্রকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর কৌশল্যা পুত্রবাৎসল্যবশতঃ অপরাজেয় নিজপুত্র রামকে প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিলেন,—বৎস! তুমি ধার্মিক মহাত্মা বৃদ্ধরাজর্ষিগণের তুল্য দীর্ঘ আয়ু, কীর্তি ও কুলোচিত ধর্ম লাভ কর। রাম! লক্ষ্য কর—তোমার পিতা মহারাজ দশরথ কিরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞ। ধর্মাত্মা মহারাজ অদ্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এইরূপ বলিয়া মাতা নিজ প্রিয়তমপুত্রকে বসিবার জন্য আসন দিলেন এবং কিঞ্চিৎ ভোজনের জন্য বলিলেন। স্বভাববিনীত রাম মাতার প্রতি গৌরবরক্ষার্থে আসনটি স্পর্শ করিলেন, অনন্তর অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডকারণ্যগমনের অনুমতি

দেবি নূনং ন জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
ইদং তব চ দুঃখায় বৈদেহ্যা লক্ষ্মণস্য চ ॥২৭
গমিষ্যে দণ্ডকারণ্যং কিমনেনাসনেন মে।
বিষ্টরাসনযোগ্যো হি কালোঽয়ং মামুপস্থিতঃ ॥২৮
চতুর্দশ হি বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।
কন্দ-মূল-ফলৈর্জীবন্ হিত্বা মুনিবদামিষম্ ॥২৯
ভরতায় মহারাজো যৌবরাজ্যং প্রদাস্যতি।
মাং পুনর্দণ্ডকারণ্যং বিবাসয়তি তাপসম্ ॥৩০
স ষড়ষ্টৌ চ বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।
আসেবমানো বন্যানি ফল-মূলৈশ্চ বর্তয়ন্ ॥৩১
সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা ॥৩২
তামদুঃখোচিতাং দৃষ্ট্বা পতিতাং কদলীমিব।
রামস্তূত্থাপয়ামাস মাতরং গতচেতসম্ ॥৩৩

উপায়ত্যোত্থিতাং দীনাং বড়বামিব বাহিতাম্।
পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিমমর্শ চ পাণিনা ॥৩৪
সা রাঘবমুপাসীনমঙ্কমাত্মার্তা স্বয়োচিতা।
উবাচ পুরুষব্যাঘ্রমুপশৃণ্বতি লক্ষ্মণে ॥৩৫
যদি পুত্র ন জায়েথা মম শোকায় রাঘব।
ন স্ম দুঃখমতো ভূয়ঃ পশ্যেয়মহমপ্রজাঃ ॥৩৬
এক এব হি বন্ধ্যায়াঃ শোকো ভবতি মানদঃ।
অপ্রজাস্ত্রীতি সন্তাপো ন হ্যন্যঃ পুত্র বিদ্যতে ॥৩৭
ন দৃষ্টপূর্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে।
অপি পুত্রে বিপশ্যেয়মিতি রামার্দ্বিতং ময়া ॥৩৮
সা বহুন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্।
অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামবরাণাং পরা সতী ॥৩৯
অতো দুঃখতরং কিন্নু প্রমদানাং ভবিষ্যতি।
মম শোকো বিলাপশ্চ যদ্বেশেঽহমনন্তকঃ ॥৪০

পইতে উপক্রম করিলেন, এবং সেইজন্য মাতাকে বলিলেন,—জননি! নিশ্চয়ই আপনি জানেন না যে, আপনার, সীতার ও লক্ষ্মণের দুঃখজনক ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। আমার এই আসনের প্রয়োজন নাই। আমি ত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছি। কুশনির্মিত আসনে উপবেশনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমিষত্যাগ করিয়া মুনিগণের মত কন্দফল-মূল দ্বারা জীবনধারণপূর্বক নির্জনবনে চতুর্দশবৎসরকাল বাস করিব। মহারাজ ভরতকে যৌবরাজ্য দান করিতেছেন, এবং আমাকে তপস্বীর বেশে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত করিতেছেন।১১-৩০

আমি জটা-বল্কলধারী হইয়া ফল-মূলে আহারনির্বাহপূর্বক চতুর্দশবৎসর নির্জনবনে বাস করিব। বনে কুঠার দ্বারা মূল ছিন্ন হইলে পর শালতরু যেমন পতিত হয়, রামের বাক্যে দেবী কৌশল্যাও সেইভাবে অকস্মাৎ ভূপতিত হইলেন। মনে হইল, যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবতা পতিত হইলেন। যাঁহার কখনই দুঃখ হওয়া উচিত নয়, সেই কৌশল্যা মহাদুঃখে কদলীর ন্যায় পতিত হইলেন দেখিয়া রাম চৈতন্যহীনা মাতাকে ধরিয়া উঠাইলেন। ভারবহনে ক্লান্ত ঘোটকী যেমন ভূমিতে লুণ্ঠিত ও সর্বাঙ্গে ধূলিধূসরিত হয়, কৌশল্যাও সেইরূপ ভূমিলুণ্ঠনে সর্বাঙ্গে ধূলিধূসরিত হইয়াছেন। রাম জননীকে উঠাইয়া নিজহস্তের দ্বারা তাঁহার ধূলি ঘুচাইতে লাগিলেন। সর্বদা সুখভোগযোগ্যা কৌশল্যা অতিদুঃখে ব্যথিত হইয়া নিকটে উপবিষ্ট পুরুষোত্তম রামকে লক্ষ্মণের সমক্ষেই বলিলেন,—বৎস! রাম! ওরে! তুই যদি আমাকে এইরূপ দুঃখ দিবার জন্য আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিতিস, তাহা হইলে আমি বন্ধ্যা থাকিতাম, কিন্তু এত দুঃসহ দুঃখ পাইতাম না। বন্ধ্যানারীর মনে একটিমাত্র দুঃখ থাকে যে, সে পুত্রহীনা। ইহা ছাড়া অন্য কোন দুঃখ তাহার থাকে না। আমি পতির অনুরাগ পাইয়া সুখ ও ঐশ্বর্য্য কখনও দেখিতে পাই নাই। আশা করিয়াছিলাম যে, পুত্রের দ্বারা তাহা দেখিতে পাইব। রাম! এইজন্যই এতদিন জীবনধারণ করিতেছি। কিন্তু এখন জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী হইয়াও কনিষ্ঠসপত্নীগণের বহু কর্কশবাক্য শ্রবণ করিতে বাধ্য হইব, যেহেতু তাহারা আমার হৃদয়বিদারক আচরণে সর্বদা অভ্যস্ত। সপত্নীগণের মর্মস্পর্শী কঠোর বাক্য

পাঠান্তর :—(ক) ষট্ চাষ্টৌ চ বর্ষাণি—।

ত্বয়ি সন্নিহিতেঽপ্যেবমহমাসং নিরাকৃতা।
কিং পুনঃ প্রোষিতে তাত ধ্রুবং মরণমেব মে ॥৪১

অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুর্নিত্যমসম্মতা।
পরিবারেণ কৈকেয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা ॥৪২

যো হি মাং সেবতে কশ্চিদপি বাপ্যনুবর্ততে।
কৈকেয্যাঃ পুত্রমন্বীক্ষ্য স জনো নাভিভাষতে ॥৪৩

নিত্যক্রোধবতয়া তস্যাঃ কথং নু খলবাদিনম্ (ক)।
কৈকেয্যা বদনং দ্রষ্টুং পুত্র শক্ষ্যামি দুর্গতা ॥৪৪

দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব।
অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখপরিক্ষয়ম্ ॥৪৫

তদেতন্মে মহদ্দুঃখং নোৎসহে সহিতুং চিরাৎ।
বিপ্রকারং সপত্নীনামেবং ভীর্ণাপি রাঘব ॥৪৬

অপশ্যন্তী তব মুখং পরিপূর্ণ-শশিপ্রভম্।
কৃপণা বর্তয়িষ্যামি কথং কৃপণজীবিকা ॥৪৭

উপবাসৈশ্চ যোগৈশ্চ বহুভিশ্চ পরিশ্রমৈঃ।
দুঃখসংবর্ধিতো মোঘং ত্বং হি দুর্গতয়া ময়া ॥৪৮

স্থিরং নু হৃদয়ং মন্যে মমেদং যন্ন দীর্যতে।
প্রাবৃষীব মহানদ্যাঃ স্পৃষ্টং কূলং নবাম্ভসা ॥৪৯

মমৈব নূনং মরণং ন বিদ্যতে
ন চাবকাশোঽস্তি যমক্ষয়ে মম।
যদন্তকোঽদ্যৈব ন মাং জিহীর্ষতি
প্রসহ্য সিংহঃ ক্রন্দতীং মৃগীমিব ॥৫০

স্থিরং হি নূনং হৃদয়ং মমায়সং
ন ভিদ্যতে যদ্ধুবি নো বিদীর্যতে।

শ্রবণ অপেক্ষা মহিলাগণের অধিকতর দুঃখ কি হইতে পারে? আমার শোক ও বিলাপ বলার অযোগ্য। কোনদিনই ইহার শেষ হইবে না। বাবা! তুই আমার নিকটে আছিস্, তথাপি আমি উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া আছি। তুই বনে চলিয়া গেলে আমার কি হইবে? নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হইবে। পতির আনুকূল্য না পাইয়া আমি অতিশয় নিগ্রহভোগ করিয়াছি, আমি কৈকেয়ীর পরিচারিকার তুল্য কিংবা তদপেক্ষাও হীন হইয়া রহিয়াছি। যে আমার সেবা করে কিংবা আমাকে মানিয়া চলে, সে কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিলে আমার সহিত কথা বলে না। বৎস! কৈকেয়ী সর্বদাই ক্রুদ্ধ থাকিয়া কর্কশবাক্য বলে। আমি এই দুরবস্থায় পড়িয়া কিরূপে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব? রাম! তোমার উপনয়নের পর সপ্তদশবর্ষ অতীত হইল, আমি নিজদুঃখের অবসান কামনা করিয়া এতদিন অতিবাহিত করিলাম। রাম! এখন আমি জরাজীর্ণ হইয়াছি, আমি অসীম দুঃসহ দুঃখ ও সপত্নীগণের দুর্ব্যবহার বেশীদিন সহ্য করিতে পারিব না। বৎস! আমি তোমার পূর্ণচন্দ্রতুল্য মুখখানি না দেখিয়া কিরূপে দীনভাবে এই শোচনীয় জীবন ধারণ করিব? বাবা! আমি হতভাগিনী, বহু উপবাস, বহু দেবার্চনা ও বহু পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কষ্টে তোকে পালিত ও বর্ধিত করিয়াছি, কিন্তু আমার সবই বৃথা হইল। বর্ষাকালে মহানদীর নূতন জলপ্রবাহে যেমন তীর বিদীর্ণ হয়, তোর বনবাসের কথায় যে আমার হৃদয় সেইরূপ বিদীর্ণ হইল না, তাহাতে মনে হয়, নিশ্চয়ই আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। হায়! নিশ্চয়ই আমার মরণ নাই এবং যমালয়ে আমার জন্য অল্পও স্থান নাই। সিংহ যেমন ক্রন্দনরতা হরিণীকে বলপূর্বক লইয়া যায়, সেইরূপ যম আমাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতেছে না কেন? নিশ্চয়ই আমার এই কঠিন হৃদয় লৌহনির্মিত, যেহেতু এই দুঃখেও আমার হৃদয় ভিন্ন হইতেছে না, ভূপতিত হইলেও তাহা বিদীর্ণ হইতেছে না। এইরূপ কঠোর দুঃখেও যখন দেহ পতন হইল না, তখন নিশ্চয়ই মনে হয়, অকালে কখনই মৃত্যু হয় না। আমি পুত্রের উদ্দেশে যে সকল ব্রত, দান, সংযম ও তপস্যা করিয়াছি, উষরভূমিতে নিক্ষিপ্তবীজের ন্যায় সে সকল ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল, ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর দুঃখে ব্যথিত হইয়া অকালেও স্বেচ্ছায় মরিতে পারিত, তাহা হইলে আমি বৎসহীনা ধেনুর ন্যায় তোর অভাবে অদ্যই যমালয়ে গমন করিতাম। চন্দ্রবদন! রাম! তোর অভাবে এখন

পাঠান্তর :—(ক) খরবাদিনম্ তব

অনেন দুঃখেন চ দেহমর্পিতং
ধ্রুবং হ্যকালে মরণং ন বিদ্যতে ॥৫১
ইদং তু দুঃখং যদনর্থকানি মে
ব্রতানি দানানি চ সংযমাশ্চ হি।
তপশ্চ তপ্তং যদপত্যকাম্যয়া
হ্যনিষ্ফলং বীজমিবোপ্তমূষরে ॥৫২
যদি হ্যকালে মরণং যদৃচ্ছয়া
লভেত কশ্চিদ্ গুরুদুঃখকর্ষিতঃ।
গতাহমদ্যৈব পরেতসংসদং
বিনা ত্বয়া ধেনুরিবাত্মজেন বৈ ॥৫৩
অথাপি কিং জীবিতমদ্য মে বৃথা
ত্বয়া বিনা চন্দ্রনিভাননপ্রভম্।
অনুব্রজিষ্যামি বনং ত্বয়ৈব গৌঃ
সুদুর্বলা বৎসমিবাভিকাঙ্ক্ষয়া ॥৫৪
কৃশমসুখমমর্ষিতা যদা বহু
বিললাপ সমীক্ষ্য রাঘবম্।
ব্যসনমুপনিশাম্য সা মহৎ
সুতমিব বৃত্রমবেক্ষ্য কিন্নরী ॥৫৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥২০

আমার জীবনই বৃথা। ধেনু যেমন অত্যন্ত দুর্বল হইয়াও বৎসের অনুগমন করে, সেইরূপ সামর্থ্য না থাকিলেও আমি বনে তোর অনুগমন করিব। কৌশল্যা মহাবিপদের কথা শুনিয়া তজ্জনিত দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সত্যপাশবদ্ধ পুত্রকে দর্শন করিয়া বহুভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন, যেন কিন্নরী নিজপুত্রের জন্য বিলাপ করিতেছে ॥৪৫-৫৫

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশঃ সর্গঃ

[কৌসল্যাসন্তাপং দৃষ্ট্বা রাজাদীনুদ্দিশ্য লক্ষ্মণস্য ক্রোধোক্তিঃ, কৌসল্যায়া রামং প্রতি বনগমননিষেধশ্চ]।

তথা তু বিলপন্তীং তাং কৌসল্যাং রামমাতরম্।
উবাচ লক্ষ্মণো দীনস্তৎকালসদৃশং বচঃ ॥১
ন রোচতে মমাপ্যেতদার্যে যদ্ রাঘবো বনম্।
ত্যক্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ো বাক্যবশঙ্গতঃ ॥২
বিপরীতশ্চ বৃদ্ধশ্চ বিষয়ৈশ্চ প্রধর্ষিতঃ।
নৃপঃ কিমিব ন ব্রূয়াচ্ছোচ্যমানঃ সমন্মথঃ ॥৩
নাস্যাপরাধং পশ্যামি নাপি দোষং তথাবিধম্।
যেন নির্বাস্যতে রাষ্ট্রাদ্ বনবাসায় রাঘবঃ ॥৪
ন তং পশ্যাম্যহং লোকে পরোক্ষমপি যো নরঃ।
স্বমিত্রোঽপি নিরস্তোঽপি দোষমস্য
দোষমুদাহরেৎ ॥৫

দেবকল্পমৃজুং দান্তং বিপুণামপি বৎসলম্।
অবেক্ষমাণঃ কো ধর্মং ত্যজেৎ পুত্রমকারণাৎ ॥৬
তদিদং বচনং রাজ্ঞঃ পুনর্বাল্যমুপেয়ুষঃ।
পুত্রঃ কো হৃদয়ে কুর্য্যাদ্ রাজবৃত্তমনুস্মরন্ ॥৭
যাবদেব ন জানাতি কশ্চিদর্থমিমং নরঃ।
তাবদেব ময়া সার্ধমাত্মস্থং কুরু শাসনম্ ॥৮
ময়া পার্শ্বে সধনুষা তব গুপ্তস্য রাঘব।
কঃ সমর্থোঽধিকং কর্তুং কৃতান্তস্যেব তিষ্ঠতঃ ॥৯
নির্মনুষ্যামিমাং সর্বামযোধ্যাং মনুজর্ষভ।
করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্যদি স্যান্তি বিপ্রিয়ে ॥১০

একবিংশ সর্গ

[কৌশল্যার সন্তাপ দেখিয়া রাজা প্রভৃতির উদ্দেশে লক্ষ্মণের ক্রোধোক্তি, এবং কৌশল্যার রামের প্রতি বনগমননিষেধ]।

অনন্তর দীন লক্ষ্মণ বিলাপকারিণী রামমাতা কৌশল্যাকে সময়োচিত বাক্য বলিলেন,—জননি! ইহা আমারও রুচিকর হইতেছে না যে, রাম স্ত্রীলোকের কথায় বাধ্য হইয়া রাজ্যশ্রী পরিত্যাগপূর্বক বনে যাইবেন। রাজা বৃদ্ধ হওয়ায় বিপরীতবুদ্ধি হইয়াছেন, বিষয়ের প্রতি তাঁহার আসক্তি বাড়িয়াছে। কামবশবর্তী হইয়া স্ত্রীর অনুগত ও নির্দেশপালনকারী হওয়ায় তিনি কি না বলিতে পারেন? আমি রঘুনন্দন রামের কোন অপরাধ কিংবা সেইরূপ কোন দোষ দেখিতেছি না, যাহার জন্য রাজ্য হইতে বনবাসের নিমিত্ত তাঁহাকে নির্বাসিত করা হইতেছে। সংসারে এমন কোন লোক দেখিনা, যে অসাক্ষাতেও রামের দোষকীর্তন করে। অন্যের কথা কি, শত্রুও পরাজিত বা তিরস্কৃত হইয়া তাঁহার দোষকীর্তন করে না। ধর্মে আস্থাবান্ কোন্ ব্যক্তি বিনা কারণে দেবতুল্যসরলস্বভাব, জিতেন্দ্রিয় ও শত্রুর প্রতিও স্নেহপরায়ণ পুত্রকে পরিত্যাগ করে? সুতরাং মনে হয়, মহারাজ পুনর্বার বালকের মত বিচার-শক্তি হারাইয়াছেন। সেইজন্য এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু পূর্ববর্তী নরপতিগণের আচরণ স্মরণ করিয়া কোন্ পুত্র তাঁহার এই আদেশ হৃদয়ে গ্রহণ করিবে? রাম! যাবৎপর্য্যন্ত এই ব্যাপারটি কেহ জানিতে না পারে, তাহার পূর্বেই আপনি আমার সাহায্যে রাজ্যশাসন নিজের অধীনে আনয়ন করুন। আমি সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ধনুর্ধারণপূর্বক পার্শ্বে থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিলে কোন্ ব্যক্তি (বাড়াবাড়ি) আধিক্য দেখাইতে সমর্থ হইবে? যদি অযোধ্যাবাসী মানুষ আপনার প্রতিকূলতা করে, তাহা হইলে আমি তীক্ষ্ণবাণসমূহ দ্বারা সম্পূর্ণ অযোধ্যাকে মনুষ্যশূন্য করিব। নরশ্রেষ্ঠ! আপনি জানেন যে, মৃদুব্যক্তিকে সকলেই পরাভূত করিয়া থাকে, সেইজন্য আমি বলিতেছি—যে যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষাবলম্বী, কিংবা যে যে ভরতের হিতকামনা করে, তাহাদের সকলকে আমি বধ করিব। আর পিতা দশরথ যদি কৈকেয়ী কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া সন্তুষ্টমনে আমাদের

ভরতস্যাথ পক্ষো বা যো বাস্য হিতমিচ্ছতি।
সর্বাংস্তাংশ্চ বধিষ্যামি মৃদুহি পরিভূয়তে ॥১১
প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকেয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃসঙ্গং বধ্যতাং বধ্যতামপি ॥১২
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্য্যং ভবতি শাসনম্ ॥১৩
বলমেষ কিমাশ্রিত্য হেতুং বা পুরুষোত্তম।
দাতুমিচ্ছতি কৈকেয্যা উপস্থিতমিদং তব ॥১৪
ত্বয়া চৈব ময়া চৈব কৃত্বা বৈদেমনুত্তমম্।
কাস্য শক্তিঃ শ্রিয়ং দাতুং ভরতায়ারিশাসন ॥১৫
অনুরক্তোঽস্মি ভাবেন ভ্রাতরং দেবি তত্ত্বতঃ।
সত্যেন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে ॥১৬
দীপ্তমগ্নিমরণ্যং বা যদি রামঃ প্রবেক্ষ্যতি।
প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবি ত্বং পূর্বমবধারয় ॥১৭
হরামি বীর্য্যাদ্ দুঃখং তে তমঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ।
দেবী পশ্যতু মে বীর্য্যং রাঘবশ্চৈব পশ্যতু ॥১৮
হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।
কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্ ॥১৯
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ রামং কৌসল্যা রুদতী শোকলালসা ॥২০
ভ্রাতুস্তে বদতঃ পুত্র লক্ষ্মণস্য শ্রুতং ত্বয়া।
যদত্রানন্তরং তত্ত্বং কুরুষ্ব যদি রোচতে ॥২১
ন চাধর্ম্যং বচঃ শ্রুত্বা সপত্ন্যা মম ভাষিতম্।
বিহায় শোকসন্তপ্তাং গন্তুমর্হসি মামিতঃ ॥২২
ধর্মজ্ঞ ইতি ধর্মিষ্ঠ ধর্মং চরিতুমিচ্ছসি।
শুশ্রূষ মামিহস্থস্ত্বং চর ধর্মমনুত্তমম্ ॥২৩
শুশ্রূষুর্জননীং পুত্র স্বগৃহে নিয়তো বসন্।
পরেণ তপসা যুক্তঃ কাশ্যপস্ত্রিদিবং গতঃ ॥২৪

শত্রু হইয়া যান, তবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁহাকে বধ করিব কিংবা বন্ধন করিব।১-১২

যেহেতু গুরুও যদি গর্বিত হন, কার্য্য ও অকার্য্য সম্বন্ধে যদি তাঁহার জ্ঞান না থাকে এবং তিনি যদি বিপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে শাসন করা উচিত। নরোত্তম! মহারাজ কোন্ যুক্তিবলে আপনার ন্যায্যপ্রাপ্য অধিকার কৈকেয়ীকে প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? শত্রুনাশক! রাম! আপনার সহিত ও আমার সহিত প্রবল শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া ভরতকে রাজ্যশ্রী প্রদান করিবার কি শক্তি তাঁহার আছে? অনন্তর লক্ষ্মণ কৌসল্যাকে বলিলেন,—দেবি! আমি সর্বান্তঃকরণে অকপটভাবে রামের প্রতি অনুরক্ত। আমি সত্য, ধনু, দানাদি সৎকর্ম ও অভীষ্টবস্তুর শপথ করিয়া এই কথা বলিতেছি। মাতঃ! যদি অগ্রজ রাম প্রজ্বলিত অগ্নি কিংবা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে আপনি বিশ্বাস করুন যে, আমি রামের প্রবেশের পূর্বেই সেখানে প্রবেশ করিয়াছি। সূর্য্য যেমন উদিত হইয়া অন্ধকার নাশ করেন, আমিও সেইরূপ নিজ শক্তিতে আপনার দুঃখনাশ করিব। আপনি এবং অগ্রজ আমার শক্তি দর্শন করুন। আমি বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করিব, যেহেতু তিনি কৈকেয়ীতে অতিশয় আসক্ত এবং আমাদের প্রতি উদাসীন বা নির্দয়। অতিবার্ধক্যের জন্য তিনি শিশুর মত হইয়া গর্হিত কার্য্য করিতেছেন।১৩-১৯

মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া শোকাকুলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে কৌসল্যা রামকে বলিলেন—বৎস! তোমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাহা বলিতেছে, তাহা শুনিতেছ ত? যদি ইহা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে যাহা করণীয়, তাহা কর। আমার সপত্নীর উচ্চারিত অধর্মপূর্ণ বাক্য শুনিয়া শোকদগ্ধ মাতাকে পরিত্যাগপূর্বক এখান হইতে গমন করা কখনই উচিত নয়। ধর্মনিষ্ঠ বৎস! তুমি ধর্মের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিয়াছ বলিয়া যদি ধর্মাচরণ করিতেই ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এইখানে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা কর, ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দেখ, বৎস! কাশ্যপ স্বগৃহে থাকিয়া নিয়মপূর্বক মাতৃশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, এবং এই পরম তপস্যার দ্বারাই তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।২০-২৪

যথৈব রাজা পূজ্যস্তে গৌরবেণ তথা ত্বয়ি।
ত্বাং নাহং বাসয়ানামি ন গন্তব্যমিতো বনম্ ॥২৫
ত্বদ্ বিয়োগান্ন মে কার্য্যং জীবিতেন সুখেন চ।
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়স্তৃণানামপি ভক্ষণম্ ॥২৬
যদি ত্বং যাস্যসি বনং ত্যক্ত্বা মাং শোকলালসাম্।
অহং প্রায়মিহাসিষ্যে ন চ শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥২৭
ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে পুত্র নিরয়ং লোকবিশ্রুতম্।
ব্রহ্মহত্যামিবাধর্ম্মাৎ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥২৮
বিলপন্তীং তথা দীনাং কৌসল্যাং জননীং ততঃ।
উবাচ রামো ধর্ম্মাত্মা বচনং ধর্ম্মসংহিতম্ ॥২৯
নাস্তি শক্তিঃ পিতুর্বাক্যং সমতিক্রমিতুং মম।
প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা গন্তুমিচ্ছাম্যহং বনম্ ॥৩০
ঋষিণা চ পিতুর্বাক্যং কুর্বতা বনচারিণা।
গৌর্হতা জানতাধর্ম্মং কণ্ডুনা চ বিপশ্চিতা ॥৩১
অস্মাকং তু কুলে পূর্বং সাগরস্যাজ্ঞয়া পিতুঃ।
খনদ্ভিঃ সাগরৈর্ভূমিমবাপ্তঃ সুমহান্ বধঃ ॥৩২
জামদগ্ন্যেন রামেণ রেণুকা জননী স্বয়ম্।
কৃতা পরশুনাহরণ্যে পিতুর্বচনকারণাৎ ॥৩৩
এতৈরন্যৈশ্চ বহুভির্দেবি দেবসমৈঃ কৃতম্।
পিতুর্বচনমক্লীবং করিষ্যামি পিতুর্হিতম্ ॥৩৪
ন খল্বেতন্মমৈকেন ক্রিয়তে পিতৃশাসনম্।
এতৈরপি কৃতং দেবি যে ময়া পরিকীর্তিতাঃ ॥৩৫
নাহং ধর্ম্মপূর্বং তে প্রতিকূলং প্রবর্তয়ে।
পূর্বৈরয়মভিপ্রেতো গতো মার্গোঽনুগম্যতে ॥৩৬
তদেতত্তু ময়া কার্য্যং ক্রিয়তে ভুবি নান্যথা।
পিতুর্হি বচনং কুর্বন্ কশ্চিন্নাম হীয়তে ॥৩৭
তামেবমুক্ত্বা জননীং লক্ষ্মণং পুনরব্রবীৎ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥৩৮

পিতা দশরথ তোমার যেরূপ পূজনীয়, আমিও মাতৃরূপে সেইরূপই পূজা পাইবার যোগ্য। আমি তোমাকে বনে যাইতে অনুমতি দিতেছি না, অতএব তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়। তোমার বিয়োগে আমার সুখেরও প্রয়োজন নাই, জীবনেরও প্রয়োজন নাই। তোমার সহিত থাকিয়া তৃণভক্ষণ করাও আমার শ্রেয়স্কর। তথাপি যদি তুমি আমাকে শোকব্যাকুল অবস্থায় ত্যাগ করিয়া বনে গমন কর, তাহা হইলে আমি অনশন-ব্রত করিব, কিছুতেই জীবনধারণ করিতে পারিব না। নদীপতি সমুদ্র মাতৃদুঃখজনক অধর্মাচরণ করিয়া যেরূপ ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুমিও মাতার মৃত্যুর কারণ হইয়া সর্বলোকপ্রসিদ্ধ নরক-দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।২৫-২৮

এইভাবে অতিশয় দৈন্যের সহিত জননী কৌসল্যা বিলাপ করিতে থাকিলে ধর্মপ্রাণ রাম তাঁহাকে ধর্মসঙ্গত বাক্যে বলিলেন,—জননি! পিতার বাক্য লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি বনে যাইতে ইচ্ছা করি এবং ভক্তিনম্র মস্তকে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। বনবাসী তপস্বিতপ্ত কণ্ডু ঋষি ধর্মজ্ঞ হইয়াও পিতার বাক্যপালন করিবার জন্য গোহত্যা করিয়াছিলেন। পূর্বকালে আমাদের বংশেই পিতা সগরের আদেশে তদীয় পুত্রগণ পৃথিবীখনন করিয়া অদ্ভুতভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জমদগ্নিতনয় রাম পিতার আদেশের জন্য আশ্রমে কুঠার দ্বারা নিজমাতাকে ছেদন করিয়াছিলেন। ইঁহারা এবং অন্যান্য দেবতুল্য বহুব্যক্তি বিনা দ্বিধায় পিতার আদেশ পালন করিয়াছিলেন। অতএব আমি পিতার আদেশপালনের দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন করিব। জননি! আমিই যে কেবল পিতার আদেশ পালন করিতেছি—তাহা নয়, যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিলাম, তাঁহারাও করিয়াছেন। দেবি! আমি আপনার দুঃখজনক কোন অপূর্বধর্মের প্রবর্তন করিতেছি না। আমি যাহা করিতেছি, তাহা পূর্বতন মহাপুরুষগণের অনুমোদিত ও আচরিত। আমি তাঁহাদের অনুসৃত মার্গে অনুগমন করিতেছি মাত্র।২৯-৩৬

এই সংসারে যাহা সকলের কর্তব্য, আমি তাহাই করিতেছি, বিপরীত কিছুই করিতেছি না। পিতৃবাক্য পালন করিলে কেহই হীন হয় না। শ্রীমান্ রাম বাগ্মিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ধনুর্ধারীদের মধ্যে প্রধান।

তব লক্ষ্মণ জানামি ময়ি স্নেহমনুত্তমম্।
বিক্রমং চৈব সত্ত্বঞ্চ তেজশ্চ দুষ্প্রসহম্ ॥৩৯
মম মাতুর্মহদ্ দুঃখমতুলং শুভলক্ষণ।
অভিপ্রায়ং ন বিজ্ঞায় সত্যস্য চ শমস্য চ ॥৪০
ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্মসংশ্রিতমপ্যেতৎ পিতুর্বচনমুত্তমম্ ॥৪১
সংশ্রুত্য চ পিতুর্বাক্যং মাতুর্বা ব্রাহ্মণস্য বা।
ন কর্তব্যং বৃথা বীর ধর্মমাশ্রিত্য তিষ্ঠতা ॥৪২
সোঽহং ন শক্ষ্যামি পুনর্নিয়োগমতিবর্তিতুম্।
পিতুর্হি বচনাদ্ বীর কৈকেয্যাহং প্রচোদিতঃ ॥৪৩
তদেতাং বিসৃজানার্য্যাং ক্ষত্রধর্মাশ্রিতাং মতিম্।
ধর্মমাশ্রয় মা তৈক্ষ্ণ্যং মদ্বুদ্ধিরনুগম্যতাম্ ॥৪৪
তমেবমুক্ত্বা সৌহার্দাদ্ ভ্রাতরং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
উবাচ ভূয়ঃ কৌসল্যাং প্রাঞ্জলিঃ শিরসা নতঃ ॥৪৫

তিনি নিজজননী কৌশল্যাকে এইরূপ বলিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! আমাতে যে তোমার প্রগাঢ় প্রীতি আছে, তাহা আমি জানি। তোমার যে বল, বিক্রম ও দুর্ধর্ষ তেজ আছে, তাহাও আমি জানি। শুভলক্ষ্মণ! ভ্রাতঃ! আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় মাতা বুঝিতে পারেন নাই, এইজন্য তাঁহার অতুলনীয় গভীর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে।৩৭-৪০

দেখ, লক্ষ্মণ! এই সংসারে ধর্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। ধর্মেতেই সত্যের প্রতিষ্ঠা। পিতৃদেবের আদেশ প্রকৃতধর্মানুমোদিত। বীর! প্রতিজ্ঞা করার পর পিতার, মাতার কিংবা ব্রাহ্মণের বাক্য লঙ্ঘন করা ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তির কর্তব্য নয়। ভ্রাতঃ! আমি পিতার আদেশেই কৈকেয়ীকর্তৃক বনে বাস করিতে প্রবর্তিত হইয়াছি। অতএব পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে কোনরূপেই সমর্থ হইব না। লক্ষ্মণ! তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্মানুমত অনার্য্য-বুদ্ধি ত্যাগ কর, প্রকৃত ধর্মকে আশ্রয় কর এবং উগ্রতা পরিহার কর। আমার বুদ্ধির অনুগামী হও।৪১-৪৪

লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সৌহার্দবশতঃ অনুজ লক্ষ্মণকে

অনুমন্যস্ব মাং দেবি গমিষ্যন্তমিতো বনম্।
শাপিতাসি মম প্রাণৈঃ কুরু স্বস্ত্যয়নানি মে ॥৪৬
তীর্ণপ্রতিজ্ঞশ্চ বনাৎ পুনরেষ্যাম্যহং পুরীম্।
যযাতিরিব রাজর্ষিঃ পুত্রা হিত্বা পুনর্দিবম্ ॥৪৭
শোকঃ সম্ভার্য্যতাং মাতর্হৃদয়ে সাধু মা শুচঃ।
বনবাসাদিহেষ্যামি পুনঃ কৃত্বা পিতুর্বচঃ ॥৪৮
ত্বয়া ময়া চ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সুমিত্রয়া।
পিতুর্নিয়োগে স্থাতব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৪৯
অস্য সংহৃত্য সম্ভারান্ দুঃখং হৃদি নিগৃহ্য চ।
বনবাসকৃতা বুদ্ধির্মম ধর্ম্যানুবর্ত্যতাম্ ॥৫০
এতদ্ বচস্তস্য নিশম্য মাতা

সুধর্ম্যমব্যগ্রমবিক্লবঞ্চ।
মূর্ছেব সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য দেবী

সমীক্ষ্য রামং পুনরিত্যুবাচ ॥৫১

এইরূপ বলিয়া অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে কৌশল্যা দেবীকে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন,—দেবি! আমি অযোধ্যা হইতে বনে যাইতেছি। আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন। আমার প্রাণের শপথ (দিব্য) দিতেছি। আপনি আমার বনগমনের সময়ে করণীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করুন। পূর্বকালে রাজর্ষি যযাতি যেমন স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুনর্বার স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপে আমিও প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া বন হইতে পুনর্বার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিব। মাতঃ! আপনি শোক করিবেন না। মনোমধ্যে শোক সংবরণ করুন। বনবাস করিয়া পিতার আদেশপালনপূর্বক পুনর্বার এখানে ফিরিয়া আসিব। আপনার, আমার, সীতার, লক্ষ্মণের ও সুমিত্রার অবশ্যই পিতার আদেশ পালন করা কর্তব্য। ইহাই আমাদের সনাতনধর্ম। আমার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন পরিহার করুন। হৃদয়েই দুঃখনিগ্রহ করুন এবং ধর্মানুমোদিত আমার বনবাসের প্রবৃত্তির অনুবর্তিনী হউন।৪১-৫০

রামের এইরূপ ধর্মযুক্ত ধৈর্য্যপূর্ণ কাতরতাশূন্য বাক্য শুনিয়া মাতা কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ

যথৈব তে পুত্র পিতা তথাহং
গুরুঃ স্বধর্মেণ সুহৃত্তয়া চ।
ন ত্বানুজানামি ন মাং বিহায়
দুঃখিতামর্হসি গন্তুমেব (ক) ॥৫২
কিং জীবিতেনেহ বিনা ত্বয়া মে
লোকেন বা কিং স্বধয়ামৃতেন।
শ্রেয়ো মুহূর্তং তব সন্নিধানং
মমৈব কৃৎস্নাদপি জীবলোকাৎ ॥৫৩
নরৈরিবোদ্ধাভিরপোহ্যমানো
মহাগজো ধ্বান্তমভিপ্রবিষ্টঃ।
ভূয়ঃ প্রজজ্বাল বিলাপমেবং
নিশম্য রামঃ করুণং জনন্যাঃ ॥৫৪
স মাতরং চৈব বিসংজ্ঞকল্পা-
মার্তঞ্চ সৌমিত্রিমভিপ্রতপ্তম্।
ধর্মে স্থিতো ধর্ম্যমুবাচ বাক্যং
যথা স এবার্হতি তত্র বক্তুম্ ॥৫৫
অহং হি তে লক্ষ্মণ নিত্যমেব
জানামি ভক্তিঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
মম ত্বভিপ্রায়মসংনিরীক্ষ্য
মাত্রা সহাভ্যর্দসি মা সুদুঃখম্ ॥৫৬

ধর্মার্থ-কামাঃ পুরু জীবলোকে
সমীক্ষিতা ধর্মফলোদয়েষু।
সে তত্র সর্বে স্যুরসংশয়ং মে
ভার্যেব বশ্যাভিমতা সপুত্রা ॥৫৭
যস্মিংস্তু সর্বে স্যুরসন্নিবিষ্টা
ধর্মো যতঃ স্যাত্তদুপক্রমেত।
দ্বেষ্যো ভবত্যর্থপরো হি লোকে
কামাত্মতা খল্বপি ন প্রশস্তা ॥৫৮
গুরুশ্চ রাজা চ পিতা চ বৃদ্ধঃ
ক্রোধাৎ প্রহর্ষাদথবাপি কামাৎ।
যদ্ ব্যাদিশেৎ কার্যমবেক্ষ্য ধর্মং
কর্তুং ন কুর্য্যাদনৃশংসবৃত্তিঃ ॥৫৯
ন তেন শক্নোমি পিতুঃ প্রতিজ্ঞা-
মিমাং ন কর্তুং সকলাং যথাবৎ।
স ত্বাবয়োস্তাত গুরুনিয়োগে
দেব্যাশ্চ ভর্তা স গতিশ্চ ধর্মঃ ॥৬০
তস্মিন্ পুনর্ভাবতি ধর্মরাজে
বিশেষতঃ স্বে পথি বর্তমানে।
দেবী ময়া সার্ধমিতোঽভিগচ্ছেৎ
কথং ত্বিদন্যা বিধবেব নারী ॥৬১

পর সংজ্ঞালাভ করিয়া রামকে অবলোকন করিতে করিতে বলিলেন—বৎস! তোমার পিতা যেমন তোমার গুরু, তোমাকে স্নেহের সহিত পালন করিয়াছি বলিয়া আমিও তোমার সেইরূপ গুরু। আমি তোমাকে বনগমনে অনুমতি দিতেছি না। পুত্র! আমি অতিশয় দুঃখভাগিনী। আমাকে ত্যাগ করিয়া বনে যাওয়া তোমার উচিত হইবে না। তুমি আমার নিকটে না থাকিলে আমার জীবনের কি প্রয়োজন? অন্যান্য স্বজন, দেবতা ও পিতৃগণের পূজা এবং অমৃতেরই বা কি প্রয়োজন? সকল লোকের সান্নিধ্য অপেক্ষা মুহূর্তকাল তোমার সান্নিধ্য আমার মঙ্গলের কারণ। মনুষ্যগণ কর্তৃক উদ্যত দ্বারা বিতাড়িত হইয়া অন্ধকারে প্রবিষ্ট মহাহস্তী যেরূপ প্রজ্বলিত হয়, জননীর সকরুণ বিলাপ শুনিয়া রামও সেইরূপ প্রজ্বলিত হইলেন। ধর্মপথে স্থিত শ্রীমান্ রাম এইভাবে শোকমূর্চ্ছিত মাতাকে এবং দুঃখিত ও ক্রোধসন্তপ্ত লক্ষ্মণকে ধর্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন। এইরূপ অবস্থায় রামই ঐরূপ বলিতে পারেন। শ্রীমান্ রাম বলিলেন—লক্ষ্মণ! তোমার অদ্ভুত পরাক্রম ও আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি আছে, তাহা আমি জানি। কিন্তু অদ্য তুমি জননীর মতই আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়াই আমাকে অতিশয় ব্যথিত করিতেছ। ভ্রাতঃ! এই সংসারে পূর্বকৃত ধর্মাচরণের ফলস্বরূপই ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেরূপ আচরণ করিলে ধর্ম, অর্থ ও কাম পাওয়া যায়, তাহা অবশ্যই করণীয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। ভার্যা যেমন

পাঠান্তরঃ—(ক) দুঃখিতামর্হসি পুত্র গন্তুম্।

সা মামুমন্যস্ব বনং ব্রজন্তং
কুরুষ্ব নঃ স্বস্ত্যয়নানি দেবি।
যথা সমাপ্তে পুনরাব্রজেয়ং
যথা হি সত্যেন পুনর্যযাতিঃ ॥৬২

যশো হ্যহং কেবলরাজ্যকারণা-
ন্ন পৃষ্ঠতঃ কর্তুমলং মহোদয়ম্।
অদীর্ঘকালেন তু দেবি জীবিতে
রণেশ্বরাণাং মহীমবর্মতঃ ॥৬৩

প্রসাদয়ন্নরবৃষভঃ স মাতরং
পরাক্রমাজ্জিগমিষুরেব দণ্ডকান্।
অথানুজং ভূশমনুশাস্য দর্শনং
চকার তাং হৃদি জননীং প্রদক্ষিণম্ ॥৬৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ।

বশীভূত হইয়া ধর্ম, সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা অভিমত হইয়া কাম এবং পুত্রের জননী হইয়া অর্থ উৎপাদন করে, সেইরূপ এতাদৃশ আচরণ ধর্ম, অর্থ ও কাম উৎপাদন করিয়া থাকে। যে কার্য্যে ধর্ম, অর্থ ও কামের কোন সম্বন্ধ নাই, তাদৃশ কার্য্য করিবে না। অন্ততঃ যাহাতে ধর্ম আছে—তাহাই করিবে। ধর্মশূন্য কাম ও অর্থযুক্ত কার্য্য করিবে না, যেহেতু যে কার্য্যে কেবল অর্থের সম্বন্ধ আছে, তাহা করিলে লোকের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়, এবং যে কার্য্যে কেবল কামের সম্বন্ধ আছে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে লোকের প্রশংসা পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ! মহারাজ দশরথ আমার পিতা। তিনি গুরুজন। এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি ক্রোধবশতঃ কিংবা হর্ষবশতঃ যেরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, কোন্ ভদ্রসন্তান ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার অনুষ্ঠান না করিবে? অতএব আমি পিতার এই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে পালন না করিয়া থাকিতে পারিব না। তিনি আমাদের উভয়ের প্রতি সকলপ্রকার আদেশ দিতে পারেন। জননী কৌশল্যার তিনি পতি, একমাত্র আশ্রয় ও ধর্ম। সেই ধর্মরাজ মহারাজ দশরথ জীবিত আছেন, বিশেষতঃ তিনি ধর্মপথেই বর্তমান আছেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মাতা সাধারণ বিধবা রমণীর মত আমার সহিত কিভাবে এইস্থান হইতে গমন করিবেন? অতএব জননি! বনগমনে প্রবৃত্ত পুত্রকে অনুমতি প্রদান করুন। যযাতি যেমন সত্যের দ্বারা পুনর্বার স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও সত্যরক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া যেন পুনর্বার ফিরিয়া আসিতে পারি, আপনি তাদৃশ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করুন। কেবল রাজ্যের জন্য আমি অতিশয় উৎকৃষ্ট যশে উপেক্ষা করিতে পারি না। এই জীবন দীর্ঘকাল থাকিবে না। এই অবস্থায় অধর্মানুসারে তুচ্ছ রাজ্য প্রার্থনা করি না। নরশ্রেষ্ঠ রাম নিজশক্তিতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া নিজজননীকে এইভাবে প্রসন্ন করিলেন এবং অনুজ লক্ষ্মণকে বহুভাবে ধর্মবিষয়ক উপদেশ দান করিয়া মনে মনে কৌশল্যাকে প্রদক্ষিণ করিলেন ।৫১-৬৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[রামস্য কৌসল্যা-লক্ষ্মণাভ্যাং ধর্মোপদেশদানম্ ।]

অথ তং ব্যথয়া দীনং সবিশেষমমর্ষিতম্ ।
সরোষমিব নাগেন্দ্রং রোষবিস্ফারিতেক্ষণম্ ॥১
আশাস্য রামঃ সৌমিত্রিং সুহৃদং ভ্রাতরং প্রিয়ম্ ।
উবাচেদং স ধৈর্য্যেণ ধারয়ন্ স্বয়মাত্মবান্ ॥২
নিগৃহ্য রোষং শোকঞ্চ ধৈর্য্যমাশ্রিত্য কেবলম্ ।
অবমানং নিরস্যেমং হৃদয়াদ্ধ হর্ষমুত্তমম্ ॥৩
উপকল্পং যদেতস্মে অভিষেকার্থমুত্তমম্ ।
সর্বং নিবর্ত্তয় ক্ষিপ্রং কুরু কার্য্যং নিরব্যয়ম্ ॥৪
সৌমিত্রে যোঽভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ ।
অভিষেকনিবৃত্ত্যর্থে সোঽস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ ॥৫
যস্যা মদভিষেকার্থে মানসং পরিতপ্যতে ।
মাতা নঃ সা যথা ন স্যাৎ সবিশঙ্কা তথা কুরু ॥৬
তস্যাঃ শঙ্কাময়ং দুঃখং মুহূর্তমপি নোৎসহে ।
মনসি প্রতিসঞ্জাতং সৌমিত্রেঽহমুপেক্ষিতুম্ ॥৭
ন বুদ্ধিপূর্বং নাবুদ্ধং স্মরামীহ কদাচন ।
মাতৃণাং বা পিতুর্বাহং কৃতমল্পঞ্চ বিপ্রিয়ম্ ॥৮
সত্যঃ সত্যাভিসন্ধশ্চ নিত্যঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
পরলোকভয়াদ্ভীতো নির্ভয়োঽস্তু পিতা মম ॥৯
তস্যাপি হি ভবেদস্মিন্ কর্মণ্যপ্রতিসংহৃতে ।
সত্যং নেতি মনস্তাপস্তস্য তাপস্তপেচ্চ মাম্ ॥১০

দ্বাবিংশ সর্গ

[রামের কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে ধর্মোপদেশদান ।]

রাম বনগমনে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ অতিশয় কষ্টে কাতর হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য সকলের অপেক্ষা তিনিই বিশেষ অসন্তোষ করিতে লাগিলেন। অতিশয় ক্রোধে তাঁহার নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, তিনি কুপিত মহাগজের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিলেন। তখন জিতেন্দ্রিয় রাম ধৈর্য্যের দ্বারা চিত্তসংযম করিয়া প্রিয়ভ্রাতা সুমিত্রাতনয়কে বন্ধুর মত সম্বোধনপূর্বক বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি ক্রোধ ও শোকসংবরণ কর। সর্বদা ধৈর্য্যধারণ কর। এই অপমানকে হৃদয়ে স্থান দিও না। আমার অভিষেকের জন্য যে যে উত্তম আয়োজন হইয়াছে, অতিশয় আনন্দের সহিত সেই সকল বর্জন কর এবং আমার বনগমনের উদ্যোগ বিধানে সত্বর সকল কর। সুমিত্রানন্দন! আমার অভিষেকের জন্য দ্রব্যসংগ্রহে তোমাদের যে প্রচেষ্টা, তাহা এখন আমার অভিষেক-নিবৃত্তিতে প্রয়োগ কর।১-৫

আমার অভিষেকের জন্য যাঁহার অন্তর অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে, আমাদের মাতা সেই কৈকেয়ী আমার বনগমনে যাহাতে কোনরূপ আশঙ্কা না করেন, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর। বনগমনে আশঙ্কার ফলে তাঁহার যে দুঃখ হইবে, তাহা আমি একমুহূর্তও দেখিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার মনোদুঃখ উপেক্ষা করা চলে না। ভ্রাতঃ! আমার মনে হয় না যে, আমি বুদ্ধিপূর্বক কিংবা অজ্ঞানবশতঃ মাতৃগণের অথবা পিতার অপ্রীতিকর কোন কার্য্য অল্পও করিয়াছি। সত্যবাদী, সর্বদা সত্যবাক্য, অব্যর্থপরাক্রম ও পরলোকভীত পিতা এক্ষণে ভয়শূন্য হউন। আমার অভিষেকের এই আয়োজন নিবৃত্ত না হইলে "আমার বাক্য সত্য হইল না" এইরূপ ভাবিয়া পিতা মনস্তাপ পাইবেন। তাঁহার মনস্তাপ আমাকে অতিশয় কষ্টদান করিবে।৬-১০

লক্ষ্মণ! এইজন্যই আমি অভিষেক-বিধানের নিবৃত্তি করিয়া অতিসত্বর এখান হইতে বনে যাইতে ইচ্ছা করি।

অভিষেকবিধানস্তু তস্যাং সংহৃত্য লক্ষ্মণ।
অপ্রগেবাহমিচ্ছামি বনং গন্তুমিতঃ পুরঃ ॥১১
মম প্রব্রাজনাদস্য কৃতকৃত্যা নৃপাত্মজা।
সুতং ভরতমব্যগ্রমভিষেচয়তাং ততঃ ॥১২
ময়ি চীরাজিনধরে জটামণ্ডলধারিণি।
গতেঽরণ্যঞ্চ কৈকেয্যা ভবিষ্যতি মনঃসুখম্ ॥১৩
বুদ্ধিঃ প্রণীতা যেনেয়ং মনশ্চ সুসমাহিতম্।
তস্য নার্হামি সংরোদ্ধুং প্রব্রজিষ্যামি মা চিরম্ ॥১৪
কৃতান্ত এব সৌমিত্রে দ্রষ্টব্যো মৎপ্রবাসনে।
রাজ্যস্য চ বিতীর্ণস্য পুনরেব নিবর্তনে ॥১৫
কৈকেয্যাঃ প্রতিপত্তিহি কথং স্যান্মম বেদনে।
যদি ত্বয়া ন ভাবোঽয়ং কৃতান্তবিহিতো ভবেৎ ॥১৬
জানামি হি যথা সৌম্য ন মাতৃষু মমান্তরম্।
ভূতপূর্বং বিশেষো বা তস্যা ময়ি সুতেঽপি বা ॥১৭
সোঽভিষেকনিবৃত্ত্যর্থৈঃ প্রবাসার্থৈশ্চ দুর্বচৈঃ।
উগ্রৈর্বাক্যৈরহং তস্যা নাস্তদ্ভৈবাৎ সমর্থয়ে ॥১৮
কথং প্রকৃতিসম্পন্না রাজপুত্রী তথাগুণা।
ব্রূয়াৎ সা প্রাকৃতেব স্ত্রী মৎপীড়াং ভর্তৃসন্নিধৌ ॥১৯
যদচিন্ত্যং তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে।
ব্যক্তং ময়ি চ তস্যাঞ্চ পতিতো হি বিপর্যয়ঃ ॥২০
কশ্চ দৈবেন সৌমিত্রে যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান্।
যস্য ন গ্রহণং কিঞ্চিৎ কর্মণোঽন্যত্র দৃশ্যতে ॥২১
সুখ-দুঃখে ভয়-ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যস্য কিঞ্চিত্তথাভূতং মন্যে দৈবস্য কর্ম তৎ ॥২২

আমার বনগমনে রাজনন্দিনী কৈকেয়ী কৃতকার্য্যা হইবেন এবং নিঃশঙ্কভাবে নিজপুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন। আমি বল্কল ও জটা ধারণ করিয়া বনে গমন করিলে কৈকেয়ীর অন্তরে আনন্দ হইবে। পরমেশ্বরের প্রেরণায় কৈকেয়ীর এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে এবং মনও নিজকরণীয় বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে। তাঁহাকে কষ্ট দিতে আমি পারি না। অতএব অচিরেই বনগমন করিব। ভ্রাতঃ! আমার প্রাপ্তপ্রায় রাজ্যের নিবৃত্তিতে ও নির্বাসনে দৈবকেই কারণ বলিয়া মনে কর।১১-১৫

যদি কৈকেয়ীর এতাদৃশ মনোভাব দৈবকৃত না হইত, তাহা হইলে আমাকে বাধা দিতে তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প কিরূপে হইত? সৌম্য! তুমি ত জান যে, মাতৃগণের প্রতি আমার ব্যবহারের তারতম্য কোন দিনই হয় নাই। কৈকেয়ীরও আমাতে ও নিজপুত্র ভরতে কোন পার্থক্য-বোধ ছিল না। এই অবস্থায় আমার অভিষেক-নিবৃত্তির জন্য এবং আমাকে নির্বাসিত করিবার জন্য তিনি যে সকল কটু ও কঠোর দুর্বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে দৈব-ভিন্ন অন্য কাহাকেও কারণ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ভ্রাতঃ! দৈব যদি কারণ না হইত, তাহা হইলে সৎস্বভাববতী স্নেহাদিগুণশালিনী রাজনন্দিনী কিরূপে স্বামীর সাক্ষাতে সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় আমার পীড়াজনক বাক্য বলিতে পারেন? যাহা চিন্তার অগোচর এবং যাহার প্রভাব কোন প্রাণীতেই প্রতিহত হয় না, তাহাই দৈব। এই দৈবের জন্যই আমাতে ও কৈকেয়ীতে এইরূপ বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে।১৬-২০

সুমিত্রানন্দন! ভ্রাতঃ! দৈবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কোন্ ব্যক্তি সাহসী হইবে? কারণ কর্মফল পাইবার পূর্বে দৈবকে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। সুখ-দুঃখ, ভয়-ক্রোধ, লাভ-ক্ষতি, উৎপত্তি-বিনাশ প্রভৃতি বিষয়ে যে দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার হয়, তাহা দৈবের কার্য্য। অতিকঠোর তপস্যারত ঋষিগণও দৈবপ্রেরিত হইয়া কঠোর ব্রতনিয়ম পরিত্যাগপূর্বক কাম-ক্রোধাদির দ্বারা ভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হন। আরব্ধকার্য্য প্রতিহত করিয়া অকস্মাৎ অকল্পিত কোন কার্য্য যদি প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা দৈবেরই কার্য্য বলিতে হইবে। ভ্রাতঃ! আমি এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা করিয়াছি। সেইজন্য অভিষেক ব্যাহত হইলেও আমার পরিতাপ হইতেছে না। অতএব তুমিও এক্ষণে পরিতাপশূন্য হইয়া আমার মতের অনুসরণ কর। অতি সত্বর আমার অভিষেকের আয়োজন-ক্রিয়ার নিবৃত্তি কর। লক্ষ্মণ! আমার অভিষেকের জন্য যে সকল

ঋষয়োঽপ্যুগ্রতপসো দৈবেনাভিপ্রচোদিতাঃ।
উৎসৃজ্য নিয়মাংস্তীব্রান্ ভ্রশ্যন্তে কাম-মন্যুভিঃ ॥২৩
অসঙ্কল্পিতমেবেহং যদকস্মাৎ প্রবর্ততে।
নিবর্ত্যারব্ধমারম্ভৈর্নহু দৈবস্য কর্ম তৎ ॥২৪
এতয়া তত্ত্বয়া বুদ্ধ্যা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
ব্যাহতেঽপ্যভিষেকে মে পরিতাপো ন বিদ্যতে ॥২৫
তস্মাদপরিতাপঃ সন্ ত্বমপ্যস্মদ্বিধায় মাম্।
প্রতিসংহারয় ক্ষিপ্রমাভিষেচনিকীং ক্রিয়াম্ ॥২৬
এভিরেব ঘটৈঃ সর্বৈরভিষেচনসম্ভৃতৈঃ।
মম লক্ষ্মণ তাপস্যে ব্রতস্নানং ভবিষ্যতি ॥২৭

অথবা কিং ময়ৈতেন রাজ্যদ্রব্যময়েন তু।
উদ্ধৃতং মে স্বয়ং তোয়ং ব্রতাদেশং করিষ্যতি ॥২৮
মা চ লক্ষ্মণ সন্তাপং কার্যৈলক্ষ্ম্যা বিপর্যয়ে।
রাজ্যং বা বনবাসো বা বসবাসী মহোদয়ঃ ॥২৯
ন লক্ষ্মণাস্মিন্ মম রাজ্যবিঘ্নে
মাতা যবীয়স্যভিশঙ্কিতব্যা।
দৈবাভিপন্না ন পিতা কথঞ্চি-
জ্জানাদি দৈবং হি তথা প্রভাবম্ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥২২

জলপূর্ণ ঘট আনীত হইয়াছে, সেই সকল ঘটের জলের দ্বারা আমার তাপসব্রতের স্নান সম্পন্ন হইবে। অথবা রাজ্যাভিষেক-সামগ্রীতে আমার কি প্রয়োজন? স্বহস্তে উদ্ধৃত জলই আমার ব্রতস্নান সম্পন্ন করিবে। লক্ষ্মণ! আমার রাজলক্ষ্মীলাভে বিপরীত হওয়ায় দুঃখ করিও না। রাজ্যলাভ ও বনবাস এই দুইটির মধ্যে বনবাসই আমার মহাফলপ্রদ। ভ্রাতঃ! আমার রাজ্যলাভে এইরূপ বিঘ্ন হওয়ায় কনিষ্ঠা মাতা * কৈকেয়ী ও পিতা দশরথকে দোষী বলিয়া আশঙ্কা করিও না। যেহেতু তাঁহারা উভয়েই দৈবপ্রেরিত হইয়া এই কার্য করিয়াছেন। তুমি ত জানিতে পারিয়াছ যে, দৈব কিরূপ অপ্রতিহতপ্রভাবসম্পন্ন ॥২১-৩০॥

* কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর মধ্যে কৈকেয়ী কনিষ্ঠা। কোনস্থলে অন্যান্য মাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া মধ্যমা মাতা বলা হইয়াছে।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[রামসমীপে ভরতাদীনুদ্দিশ্য লক্ষ্মণস্য সক্রোধবাক্যম্ ।]

ইতি ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণোঽবাক্‌শিরা ইব ।
ধ্যাত্বা মধ্যং জগামাশু মনসা দৈন্য-হর্ষয়োঃ ॥১
তথা তু বদ্ধা ভ্রূকুটীং ভ্রুবোর্মধ্যে নরর্ষভঃ ।
নিশশ্বাস মহাসর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ ॥২
তস্য দুষ্প্রতিবীক্ষ্যং তদ্ভ্রূকুটীসহিতং তদা ।
বভৌ ক্রুদ্ধস্য সিংহস্য মুখস্য সদৃশং মুখম্ ॥৩
অগ্রহস্তং বিধুন্বংস্তু হস্তী হস্তমিবাত্মনঃ ।
তির্য্যগূর্দ্ধ্বং শরীরে চ পাতয়িত্বা শিরোধরাম্ ॥৪
অগ্রাক্ষ্ণা বীক্ষমাণস্তু তির্য্যগ্‌ভ্রাতরমব্রবীৎ ।
অস্থানে সম্ভ্রমো যস্য জ্ঞাতো বৈ তমহানয়ম্ ॥৫
ধর্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকস্যানভিশঙ্কয়া ।
কথং হ্যেতদসম্ভ্রান্তস্ত্বদ্বিধো বক্তুমর্হতি ॥৬
যথা হ্যেবমশৌণ্ডীরং (ক) শৌণ্ডীরঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
কিং নাম কৃপণং দৈবমশক্তমভিশংসসি ॥৭
পাপয়োস্তে কথং নাম তয়োঃ শঙ্কা ন বিদ্যতে ।
সন্তি ধর্মোপধাসক্তা ধর্মজ্ঞন্ কিং ন বুধ্যসে ॥৮
তয়োঃ সুচরিতং স্বার্থং শাঠ্যাৎ পরিজিহীর্ষতোঃ ।
যদি নৈবং ব্যবসিতং স্যাত্তি প্রাগেব রাঘব ।
তয়োঃ প্রাগেব দত্তশ্চ স্যাদ্বরঃ প্রকৃতশ্চ সঃ ॥৯
লোকবিশ্বিষ্টমারব্ধং ত্বদন্যস্যাভিষেচনম্ ।
নোৎসহে সহিতুং বীর তত্র মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥১০
সৌম্যেবমাগতা বৈধং তব বুদ্ধির্ন শাম্যতে ।
সোঽহমপি ধনো মম দ্বেষ্যো যৎপ্রসঙ্গান্ বিমুহ্যসি ॥১১

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[ভরত প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া রামের নিকট লক্ষ্মণের সক্রোধ বাক্য ।]

শ্রীমান্ রাম এই সকল কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ অবনতমস্তকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দুঃখ ও হর্ষের মধ্যবর্তী অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর নরোত্তম লক্ষ্মণ ভ্রূকুটী করিয়া গর্ভস্থিত ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ভ্রূকুটীযুক্ত দুর্দর্শনীয়-মুখ ক্রুদ্ধসিংহের মুখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। হস্তী যেমন নিজ শুণ্ডটিকে নানাভাবে সঞ্চালিত করে, লক্ষ্মণও সেইরূপ নিজ দক্ষিণহস্তকে নানাভাবে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন, এবং সর্বাঙ্গে গ্রীবাভঙ্গী করিয়া কটাক্ষ দ্বারা বক্রভাবে রামকে অবলোকনপূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আর্য্য! ধর্মহানি-সম্ভাবনায় এবং পিতৃবাক্যপালন না করিয়া লোকমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোকেরা সৎপথভ্রষ্ট হইবে—এই আশঙ্কায় আপনার বনগমনে যে নিতান্ত ব্যগ্রতা হইয়াছে, তাহা সত্যই অসঙ্গত। আপনার মত বীর নির্ভীক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কিরূপে এই সকল কথা বলিতেছেন? কেনই বা দুর্বল অকিঞ্চিৎকর দৈবের এত প্রশংসা করিতেছেন? মহারাজ দশরথ ও তদীয় পত্নী কৈকেয়ী অতিশয় পাপকার্য্য করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতি আপনার আশঙ্কা হইতেছে না কেন? ধর্মজ্ঞ! আপনি একথা কেন বুঝিতেছেন না যে, সংসারে অনেকে ধর্মাচরণের ছলনা বা ভান করিয়া থাকে। আমার মনে হয়, তাঁহারা স্বার্থের জন্য শঠতা করিয়া বিনা দোষে আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। রঘুনন্দন! যদি তাঁহাদের এইরূপ অভিপ্রায় পূর্ব হইতেই না থাকিত, তাহা হইলে কৈকেয়ীর প্রতি বরদান বহু পূর্বেই হইতে পারিত, এবং তাহাই সঙ্গত হইত। বীর! এক্ষণে আপনার অভিষেক না হইয়া যদি অন্যের অভিষেক হয়, তাহাতে সকল

পাঠান্তর :—(ক) যথা হ্যেবমশৌণ্ডীরঃ—।

কথং ত্বং কর্মণা শক্তঃ কৈকয়ীবশবর্তিনঃ।
করিষ্যসি পিতুর্বাক্যমধর্মিষ্ঠং বিগর্হিতম্ ॥১২
যদয়ং কিল্বিষাদ্ভেদঃ কৃতোঽপ্যেবং ন গৃহ্যতে।
জায়তে তত্র মে দুঃখং ধর্মসঙ্গশ্চ গর্হিতঃ ॥১৩
তবায়ং ধর্মসংযোগো লোকস্যাস্য বিগর্হিতঃ।
মনসাপি কথং কামং কুর্য্যাৎ ত্বাং কামবৃত্তয়োঃ।
তয়োস্তু হিতয়োর্নিত্যং শত্রোঃ পিত্রভিধানয়োঃ ॥১৪
যদ্যপি প্রতিপত্তিস্তে দৈবী চাপি তয়োর্মতম্।
তথাপ্যুপেক্ষণীয়ং তে ন মে তদপি রোচতে ॥১৫
বিক্লবো বীর্য্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ত্ততে।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্য্যুপাসতে ॥১৬
দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি ॥১৭
দ্রক্ষ্যন্তি ত্বদ্য দৈবস্য পৌরুষং পুরুষস্য চ।
দৈব-মানুষয়োরদ্য ব্যক্তাব্যক্তির্ভবিষ্যতি ॥১৮
অদ্য মৎপৌরুষহতং (ক) দৈবং দ্রক্ষ্যন্তি বৈ জনাঃ।
যৈর্দৈবাদাহৃতং তেহদ্য হৃষ্টং রাজ্যাভিষেচনম্ ॥১৯
অত্যঙ্কুশমিবোদ্দামং গজং মদজলোদ্ধতম্।
প্রধাবিতমহং দৈবং পৌরুষেণ নিবর্তয়ে ॥২০
লোকপালাঃ সমস্তাস্তে নাস্য রামাভিষেচনম্।
ন চ কৃৎস্না ত্রয়ো লোকা বিহন্যুঃ কিং পুনঃ পিতা ॥২১
যৈর্বিবাসস্তবারণ্যে মিথো রাজন্ সমর্থিতঃ।
অরণ্যে তে বিবৎস্যন্তি চতুর্দশ সমাস্তথা ॥২২
অহং তদাশান্ ধক্ষ্যামি পিতুস্তস্যাশ্চ যা তব।
অভিষেকবিঘাতেন পুত্ররাজ্যায় বর্ত্ততে ॥২৩

লোকের বিদ্বেষ উৎপন্ন হইবে। আমি ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না, সেইজন্য আমাকে ক্ষমা করা উচিত।১-১০

আপনি সত্যই তীক্ষ্ণবুদ্ধি। তথাপি আমি বলিতেছি যে, যে ধর্মের দ্বারা আপনার বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইয়াছে, যাহার দ্বারা আপনার মোহাবেশ হইয়াছে, আমি সেই ধর্মকে বিদ্বেষ করি। আপনি কার্য্যসাধনে সক্ষম, তথাপি কৈকেয়ীর বশীভূত নরপতির অধর্মপূর্ণ লোক-নিন্দিত আদেশ কিরূপে পালন করিবেন? আপনার রাজ্যাভিষেকে কপটতার দ্বারা ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা আপনি বুঝিতেছেন না, অপরন্তু ঐ গর্হিত কার্য্যকে ধর্ম বলিয়া বুঝিতেছেন—ইহাই আমার দুঃখ। আপনার এইরূপ কার্য্যে ধর্মভাব আরোপ করা সর্বলোকনিন্দিত। রাজা দশরথ ও কৈকেয়ী নামেই পিতা-মাতা, বস্তুতঃ তাঁহারা আপনার বৈরী ও অহিতকারী। আপনি ভিন্ন এমন কে আছে, যে এইরূপ যদৃচ্ছাচারী ব্যক্তিদের কথা মনেও স্থান দেয়? পিতা-মাতার এতাদৃশী বুদ্ধি দৈবের দ্বারাই হইয়াছে, ইহাই যদি আপনার ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বলিতেছি যে, আপনার ঐ ধারণার প্রতি উপেক্ষা করা উচিত, যেহেতু আমি দৈবকে পছন্দ করি না। যে ব্যক্তি অতিশয় কাতর ও দুর্বল, সেই ব্যক্তিই দৈবের অনুগমন করে। যাহারা বীর ও সংসারে পুরুষ বলিয়া সম্মানিত, তাহারা কখনও দৈবের উপাসনা করেন না। যিনি নিজ পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে বাধিত করিতে সমর্থ, তিনি দৈবের জন্য কদাচিৎ হতাশ হইলেও অবসন্ন হন না। অদ্য সকলেই দৈব ও পুরুষের পৌরুষ দুইটিকেই দেখিতে পাইবে। অদ্যই দৈব ও মানুষের শক্তির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরীক্ষিত হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়াকে যে দৈবের প্রভাবে প্রতিহত হইতে দেখিয়াছে, অদ্য তাহারা সকলেই আমার পৌরুষের দ্বারা সেই দৈবকে প্রতিহত হইতে দেখিবে। আমি নিজপৌরুষের দ্বারা নিরঙ্কুশ উচ্ছৃঙ্খল মদমত্ত হস্তীর ন্যায় দুর্বারগতি দৈবকে নিয়ন্ত্রিত করিব।১১-২০

অগ্রজ! পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সকল লোকপাল এবং ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণও আপনার অভিষেকে বাধা দিতে পারিবে না। রাজন্! যাহারা পরস্পর আলোচনার দ্বারা আপনার বনবাস সমর্থন করিয়াছে, তাহারাই চতুর্দশবৎসর যাবৎ বনবাস করিতে

পাঠান্তর :—(ক) অদ্য যে পৌরুষহতং—।

মদ্‌বলেন বিরুদ্ধায় ন স্যাদ্দৈববলং তথা।
প্রভবিষ্যতি দুঃখায় যথোগ্রং পৌরুষং মম ॥২৪
ঊর্ধ্বং বর্ষসহস্রান্তে প্রজাপাল্যমনন্তরম্।
আর্য্যপুত্রাঃ করিষ্যন্তি বনবাসং গতে ত্বয়ি ॥২৫
পূর্বরাজর্ষিবৃত্ত্যা হি বনবাসো বিধীয়তে।
প্রজা নিক্ষিপ্য পুত্রেষু পুত্রবৎ পরিপালনে ॥২৬
স চেদ্ রাজন্যনেকাগ্রে রাজ্যবিভ্রমশঙ্কয়া।
নৈবমিচ্ছসি ধর্মাত্মন্ রাজ্যং রাম ত্বমাত্মনি ॥২৭
প্রতিজ্ঞানে চ তে বীর মা ভূবং বীরলোকভাক্।
রাজ্যঞ্চ তব রক্ষেয়মহং বেলেব সাগরম্ ॥২৮
মঙ্গলৈরভিষিঞ্চস্ব তত্র ত্বং ব্যাপৃতো ভব।
অহমেকো মহীপালানলং বারয়িতুং বলাৎ ॥২৯
ন শোভার্থাবিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে।
নাসিরাবন্ধনার্থায় ন শরাঃ তূণহেতবঃ ॥৩০
অমিত্রমথনার্থং মে সর্বমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
ন চাহং কাময়েহত্যর্থং গঃ স্যাচ্চক্রমতো মম ॥৩১
অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসা।
প্রগৃহীতেন বৈ শক্রং বজ্রিনং বা ন কল্পয়ে ॥৩২
খড়্গনিষ্পেষনিষ্পিষ্টৈর্গহনা দুশ্চরা চ মে।
হস্ত্যশ্ব-রথি-হস্তোরু-শিরোভির্ভবিতা মহী ॥৩৩
খড়্গধারাহতা মেঽদ্য দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ।
পতিষ্যন্তি দ্বিষো ভূমৌ মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥৩৪
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণে প্রগৃহীতশরাসনে।
কথং পুরুষমানী স্যাৎ পুরুষাণাং ময়ি স্থিতে ॥৩৫
বহুভিশ্চৈকমত্যস্যন্নেকেন চ বহূন্ জনান্।
বিনিঘ্নেক্ষ্যাম্যহং বাণাগ্র-পাতি-গজ-মর্মসু ॥৩৬
অস্য মেঽস্ত্রপ্রভাবস্য প্রভাবঃ প্রভবিষ্যতি।
রাজন্চাপ্রভুতাং কর্তুং প্রভুত্বঞ্চ তব প্রভো ॥৩৭

বাধা হইবে। যে কৈকেয়ী আপনার অভিষেকে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া নিজপুত্রকে রাজ্য দিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার ও পিতার ঐ আশা আমি বিফল করিব। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, আমার উগ্র পৌরুষ তাহাকে যেরূপ দুঃখ প্রদান করিবে, দৈববল তাহাকে সেইরূপ দুঃখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আর্য্য! আপনি প্রজাপালন করিয়া সহস্রবৎসর পরে যখন বনগমন করিবেন, তখন আপনার পুত্রগণ প্রজাপালন করিতে থাকিবে।২১-২৪

পুত্রগণের উপর পুত্রোচিতভাবে পালনের জন্য প্রজাগণকে সমর্পণ করিয়া পূর্বপুরুষ রাজর্ষিগণের প্রথানুসারে বনগমনই আপনার কর্তব্য। ধর্মজ্ঞ! অগ্রজ! মহারাজ দশরথ অস্থিরচিত্ত। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া আপনি যদি নিজের উপর রাজ্যভার লইতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তীরভূমি যেরূপ সমুদ্রকে রক্ষা করে, আমি সেইরূপ আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। যদি তাহা না করি, তাহা হইলে আমার বীরলোকে যেন গমন না হয়। আপনি সংগৃহীত মাঙ্গলিকদ্রব্যের দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত করুন। ঐ কার্যে সত্বর ব্যাপৃত হউন। আমি একাকীই নিজশক্তিতে সকল নরপতিকে নিবারণ করিতে সমর্থ। আমার বাহুদ্বয় শোভাবৃদ্ধির জন্য নহে, আমার এই ধনু অলঙ্কাররূপে ধারণ করা হয় নাই, কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই এই খড়্গ নহে এবং শরসমূহ শুধু তূণে স্থাপন করিবার জন্যই নহে।২৫-৩০

আমার বাহু, ধনু, খড়্গ ও শর এই চারিটি বস্তু শত্রুনাশের জন্যই রহিয়াছে। যে আমার তুল্য শক্তিশালী শত্রু, তাহাকেও বিনষ্ট করিতে আমি অধিক কামনা করি না। বিদ্যুতের মত প্রদীপ্ত তীক্ষ্ণধার অসি গ্রহণ করিলে আমি কোন শত্রুকে এমন কি ইন্দ্রকে গ্রাহ্য করি না। আমার খড়্গের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হস্তী, অশ্ব ও রথারোহিগণের হস্ত, উরু ও মস্তকের দ্বারা এই পৃথিবী সমাকৃত হইয়া যাইবে, তাহার ফলে পৃথিবীতে বিচরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। অগ্নিতুল্যতেজস্বী শত্রুগণ অদ্য আমার খড়্গরূপ বৃষ্টিধারার দ্বারা আহত হইয়া বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের ন্যায় ভূতলে পতিত হইবে। আমি গোধানামক অঙ্গুলিরক্ষাকারী কবচ ধারণ করিয়া দিবা-

অস্য চন্দনসারস্য কেয়ূরাম্মোক্ষণস্য চ।
বসূনাঞ্চ বিমোক্ষস্য সুহৃদাং পালনস্য চ ॥৩৮
অনুরূপাবিমৌ বাহূ রাম কর্ম্ম করিষ্যতঃ।
অভিষেচনবিঘ্নস্য কর্ত্তৃণাং তে নিবারণে ॥৩৯
ব্রবীহি কোঽদ্যৈব ময়া বিযুজ্যতাং
তবাহৃৎ-প্রাণযশঃ-সুহৃজ্জনৈঃ।
যথা ভবেৎ বসুধা বশা ভবেৎ
তথৈব মাং শাধি তবাস্মি কিঙ্করঃ ॥৪০

বিসৃজ্য বাষ্পং পরিসান্ত্ব্য চাসকৃৎ
স লক্ষ্মণং রাঘববংশবর্দ্ধনঃ।
উবাচ পিত্রোর্বচনে ব্যবস্থিতং
নিবোধ মামেষ হি সৌম্য সৎপথঃ ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥

ধনুর্ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে পৃথিবীস্থিত পুরুষগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি নিজেকে পৌরুষবান্ বলিয়া কিরূপে মনে করিবে ?৩১-৩৫

আমি বহুবাণের দ্বারা একজনকে এবং একমাত্র বাণের দ্বারা বহুজনকে পরাজিত করিয়া মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণের মর্ম্মস্থানে বাণসমূহ নিক্ষেপ করিব। প্রভো! অদ্য রাজা দশরথের প্রভুত্বলোপের জন্য এবং আপনার প্রভুত্বস্থাপনের জন্য আমার অস্ত্রশক্তির প্রতাপ প্রকাশিত হইবে। আমার বাহুদ্বয় এতদিন চন্দনলেপন, কেয়ূরধারণ, ধনবিতরণ ও সুহৃদ্গণের পালনের উপযুক্ত ছিল। অগ্রজ! আমার এই বাহুদ্বয় আপনার অভিষেকে ব্যাঘাতকারীদিগের নিবারণে সমুচিত কার্য্য করিবে। আপনি আদেশ করুন, অদ্য আমি আপনার কোন্ শত্রুকে প্রাণ, যশ ও বন্ধুগণ হইতে বিযুক্ত করিব? সম্পূর্ণ পৃথিবী যাহাতে আপনার আয়ত্তে আসে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করুন। আমি আপনার ভৃত্য। লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া রঘুকুলবর্দ্ধন শ্রীমান্ রাম প্রিয় অনুজের অশ্রুমার্জ্জন করত বারংবার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং পরে বলিলেন,—সৌম্য! ভ্রাতঃ! তুমি জানিও যে, আমি পিতা-মাতার বাক্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প, আমি পিতৃবাক্যপালনকেই সমীচীন পথ বলিয়া মনে করি।

* পিতার জীবিতকালে আদেশানুবর্ত্তী হওয়া, দেহত্যাগের পর প্রতিবৎসর ভূরিভোজন করান, গয়ায় পিণ্ডদান—এই তিনটির দ্বারা পুত্রের সার্থক জীবন।

"জীবতো বাক্যকরণাৎ প্রত্যব্দং ভূরিভোজনাৎ।
গয়ায়াং পিণ্ডদানাচ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্য পুত্রতা॥"

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

[বনগমনেচ্ছুনা রামেণ সহ গন্তুং বিলাপরতায়াঃ কৌসল্যায়া অভিলাষপ্রকাশঃ, 'পতিসেবৈব নারীধর্মঃ' এবং বোধয়িত্বা রামেণ সা প্রতিনিবৃত্তা, মাতুঃ সমীপাৎ স্বীয়বনগমনস্যানুমতিলাভশ্চ।]

তং সমীক্ষ্য ব্যবসিতং পিতুর্নির্দেশপালনে।
কৌসল্যা বাষ্পসংরুদ্ধা বচো ধর্মিষ্ঠমব্রবীৎ ॥১
অদৃষ্টদুঃখো ধর্মাত্মা সর্বভূতপ্রিয়ংবদঃ।
ময়ি জাতো দশরথাৎ কথমুঞ্ছেন বর্তয়েৎ ॥২
যস্য ভৃত্যাশ্চ দাসাশ্চ মৃষ্টান্যন্নানি ভুঞ্জতে।
কথং স ভোক্ষ্যতে রামো বনে মূল-ফলাশনম্ ॥৩
ক এতচ্ছ্রদ্দধেচ্ছ্রুত্বা কস্য বা ন ভবেদ্ভয়ম্।
গুণবান্ দয়িতো রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থো যদ্ বিবাস্যতে ॥৪
নূনং তু বলবাঁল্লোকে কৃতান্তঃ সর্বমাদিশন্।
লোকে রামাভিরামস্ত্বং বনং যত্র গমিষ্যসি ॥৫
অয়ং তু মামাত্মভবস্তুবাদর্শনমাগতঃ।
বিলাপ-দুঃখসমিধো রুদিতাশ্রুহুতাহুতিঃ ॥৬
চিন্তাবাষ্পমহাধূমস্তবাগমনচিন্তজঃ।
কর্শয়িত্বাধিকং পুত্র (ক) নিঃশ্বাসায়াসসম্ভবঃ ॥৭
ত্বয়া বিহীনামিহ মাং শোকাগ্নিরতুলো মহান্।
প্রধক্ষ্যতি যথা কক্ষ্যং চিত্রভানুর্হিমাত্যয়ে ॥৮
কথং হি ধেনুঃ স্বং বৎসং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অহং ত্বামনুগমিষ্যামি যত্র বৎস গমিষ্যসি ॥৯
যথা নিগদিতং মাত্রা তদ্বাক্যং পুরুষর্ষভঃ।
শ্রুত্বা রামোঽব্রবীদ্ বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্ ॥১০
কৈকেয্যা বঞ্চিতো রাজা যদি চারণ্যমাশ্রিতে।
ভরতায় চ পরিত্যক্তো ন নূনং বর্তয়িষ্যতি ॥১১
ভর্তুঃ পুনঃ পরিত্যাগো দুঃসহঃ কেবলং স্ত্রিয়াঃ।
স ভবত্যা ন কর্তব্যো মনসাপি বিগর্হিতঃ ॥১২

চতুর্বিংশ সর্গ

[বনগমনোদ্যত রামের সঙ্গে যাইবার জন্য বিলাপরতা কৌশল্যার আগ্রহপ্রকাশ, 'পতির সেবাই নারীর ধর্ম' এইরূপ বুঝাইয়া রামকর্তৃক মাতাকে নিবৃত্তকরণ এবং মাতার নিকট হইতে স্বীয় বনগমনের অনুমতি লাভ।]

সেই সময় কৌশল্যা ধর্মাত্মা রামকে পিতৃবাক্য-পালনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—যে রাম মহারাজ দশরথের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কখনও সামান্য দুঃখও পায় নাই, যে রাম পরমধার্মিক ও সকললোকের সহিত সর্বদা প্রিয়ভাষী, সেই রাম কিরূপে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবে? যে রামের ভৃত্য ও পরিচারকগণ উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করে, সেই রাম বনে কিরূপে ফলমূল ভোজন করিবে। রাজার প্রিয়পুত্র গুণনিধি রাম নির্বাসিত হইতেছেন—এই সংবাদ শুনিয়া কে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস করিলেও কাহার না ভয় হইবে? বৎস! রাম! এই সংসারে সর্বনিয়ন্তা দৈবই বলবান্, যেহেতু তুমি সংসারে সর্বজনপ্রিয় হইয়াও বনে গমন করিতেছ। বৎস! গ্রীষ্মকালে দাবানল যেমন বনস্থিত-তৃণগুল্মকে দগ্ধ করে, সেইরূপ তোমার বিরহজাত তুলনারহিত ভয়ঙ্কর শোকানল আমাকে দগ্ধ করিবে। তোমার অদর্শনই বায়ু এবং বিলাপ ও দুঃখ কাষ্ঠ হইয়া ঐ শোকাগ্নিকে প্রজ্বালিত করিবে। আমার অশ্রুবারি ঘৃতাহুতির মত ঐ অগ্নিকে বাড়াইয়া দিবে। বৎস! তুমি কবে ফিরিয়া আসিবে—এই চিন্তা ও তজ্জন্য দীর্ঘশ্বাস ধূমের মত ঐ অগ্নিকে ব্যাপ্ত করিবে। এই শোকাগ্নি প্রথমে আমাকে শোষণ করিবে, অনন্তর দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ধেনু যেমন অগ্রগামী বৎসের অনুগমন করে, বৎস! সেইরূপ তুমি যেখানে যাইবে,

পাঠান্তর :—(ক) কর্শয়িত্বা দৃঢং পুত্র—।

যাবজ্জীবতি কাকুৎস্থঃ পিতা মে ভগবতী পতিঃ।
শুশ্রূষা ক্রিয়তাং তাবৎ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥১৩
এবমুক্তা তু রামেণ কৌসল্যা শুভদর্শনা।
তথেত্যুবাচ সুপ্রীতা রামমক্লিষ্টকারিণম্ ॥১৪
এবমুক্তস্তু বচনং রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
ভূয়স্তামব্রবীদ্ বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্ ॥১৫
ময়া চৈব ভবত্যা চ কর্তব্যং বচনং পিতুঃ।
রাজা ভর্তা গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বেষামীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥১৬
ইমানি তু মহারণ্যে বিহৃত্য নব পঞ্চ চ।
বর্ষাণি পরমপ্রীত্যা স্থাস্যামি বচনে তব ॥১৭
এবমুক্তা প্রিয়ং পুত্রং বাষ্পপূর্ণাননা তদা।
উবাচ পরমার্তা তু কৌসল্যা সুতবৎসলা ॥১৮
অসাং রাম সপত্নীনাং মধ্যে বস্তুং ন মে ক্ষমম্।
নয় মামপি কাকুৎস্থ বনং বন্যা মৃগীমিব ॥১৯
যদি তে গমনে বুদ্ধিঃ কৃতা পিতুরপেক্ষয়া।
তাং তথা রুদতীং রামো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥২০
জীবন্ত্যা হি স্ত্রিয়া ভর্তা দৈবতং প্রভুরেব চ।
ভবত্যা মম চৈবাদ্য রাজা প্রভবতি প্রভুঃ ॥২১
ন হ্যনাথা বয়ং রাজ্ঞা লোকনাথেন ধীমতা।
ভরতশ্চাপি ধর্মাত্মা সর্বভূতপ্রিয়ংবদঃ ॥২২
ভবতীমনুবর্তেত স হি ধর্মরতঃ সদা।
যথা ময়ি তু নিষ্ক্রান্তে পুত্রশোকেন পার্থিবঃ ॥২৩
ভ্রমং নাবাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদপ্রমত্তা তথা কুরু।
দারুণশ্চাপ্যয়ং শোকো নৈথেনং ন বিনাশয়েৎ ॥২৪
রাজ্ঞো বৃত্তস্য সততং হিতং চর সমাহিতা।
ব্রতোপবাসনিরতা যা নারী পরমোত্তমা ॥২৫
ভর্তারং নানুবর্তেত সা চ পাপগতির্ভবেৎ।
ভর্তুঃ শুশ্রূষয়া নারী লভতে স্বর্গমুত্তমম্ ॥২৬

আমিও সেইখানেই তোমার অনুগমন করিব। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম এই সকল বাক্য শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতা জননীকে বলিলেন।১-১০

মাতঃ! কৈকেয়ী মহারাজকে রক্ষিত করিয়াছেন। আমি অরণ্যে গমন করিতেছি, আপনিও যদি তাঁহাকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবেন না। স্বামীকে পরিত্যাগ করা স্ত্রীলোকের অতিশয় নিষ্ঠুর কার্য্য। যে কার্য্য মনে করাও নিন্দিত, তাহা আপনি কখনই করিবেন না। পৃথিবীপতি পিতা দশরথ যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহার শুশ্রূষা করুন, ইহাই সনাতন ধর্ম। শ্রীমান্ রাম এইরূপ বলিলে পর শুভদর্শনা কৌশল্যা প্রীতমনে শুভকর্মকারী নিজপুত্রকে বলিলেন—বৎস! 'তথাস্তু' তোমার কথানুসারেই কার্য্য হইবে। ধার্মিকপ্রবর রাম এইরূপ বাক্য শুনিয়া অত্যন্তদুঃখিতা মাতাকে পুনর্বার বলিলেন।১১-১৫

জননি! সর্বলোকশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি। বিশেষতঃ তিনি আপনার পতি এবং আমার পিতা, সুতরাং উভয়েরই গুরু। অতএব তাঁহার আদেশ পালন করা আমাদের কর্তব্য। আমি অভিশয় আনন্দে চতুর্দশবৎসর মহারণ্যে বাস করিয়া প্রত্যাগমন-পূর্বক আপনার নির্দেশ অনুসারে চলিব। পুত্রবাৎসল্য-বতী অতিদুঃখিতা কৌশল্যা প্রিয়পুত্রের কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন,—রাম! পিতার ইচ্ছানুসারে যদি তোমার বনগমনই নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে আমাকে বন্যা হরিণীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া চল। আমি এই সকল সপত্নীদিগের মধ্যে বাস করিতে পারিব না। রামকে এইরূপ বলিয়া কৌশল্যা রোদন করিতে থাকিলে রাম নিজমতে দৃঢ় থাকিয়াই তাঁহাকে বলিলেন। ১৬-২০

জননি! জীবিত স্ত্রীলোকের পতিই গুরু ও দেবতা। মহারাজ দশরথ বর্তমান সময়ে আপনার ও আমার প্রভুরূপে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন। সর্বলোকপতি বুদ্ধিমান্ মহারাজ থাকিতে আমরা অনাথ হইব না। সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী ধর্মাত্মা ভরতও আপনার আজ্ঞাবহ হইবে, যেহেতু সে সর্বদা ধর্মাচরণে নিরত থাকে। আমি বনে গমন করিলে যাহাতে পুত্রশোকে মহারাজ সামান্যও কষ্ট প্রাপ্ত না হন,

অপি যা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ।
শুশ্রূষামেব কুর্বীত ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা ॥২৭
এষ ধর্মঃ স্ত্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ।
অগ্নিকার্য্যেষু চ সদা সুমনোভিশ্চ দেবতাঃ ॥২৮
পূজ্যাস্তে মৎকৃতে দেবি ব্রাহ্মণাশ্চৈব সৎকৃতাঃ।
এবং কালং প্রতীক্ষস্ব মমাগমনকাঙ্ক্ষিণী ॥২৯
নিয়তা নিয়তাহারা ভর্তুঃ শুশ্রূষণে রতা।
প্রাপ্স্যসে পরমং কাম্যং ময়ি প্রত্যাগতে সতি ॥৩০
যদি ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ধারয়িষ্যতি জীবিতম্।
এবমুক্তা তু রামেণ বাষ্প-পর্য্যাকুলেক্ষণা ॥৩১
কৌশল্যা পুত্রশোকার্তা রামং বচনমব্রবীৎ।
গমনে দুষ্কৃতাং বুদ্ধিং ন তে শংসামি পুত্রক ॥৩২
বিনিবর্ত্তয়িতুং বীর নূনং কালো দুরত্যয়ঃ।
গচ্ছ পুত্র যমেকাগ্রো ভদ্রং তেঽস্তু সদা বিভো ॥৩৩

পুনস্ত্বয়ি নিবৃত্তে তু ভবিষ্যামি গতক্লমা।
প্রত্যাগতে মহাভাগে কৃতার্থে চরিতব্রতে।
পিতুরানৃণ্যতাং প্রাপ্তে স্বপিষ্যে পরমং সুখম্ ॥৩৪
কৃতান্তস্য গতিঃ পুত্র দুর্বিভাব্যা সদা ভুবি।
যস্ত্বাং সংচোদয়তি মে বচ আবিশ্য রাঘব ॥৩৫
গচ্ছেদানীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ।
নন্দয়িষ্যসি মাং পুত্র সাধ্বা শ্লক্ষ্ণেন চারুণা ॥৩৬
অদ্যেদানীং স কালঃ স্যাদ্বনাৎ প্রত্যাগতং পুনঃ।
ত্বাং পুত্রক পশ্যেয়ং জটাবল্কলধারিণম্ ॥৩৭
তথাহি রামং বনবাসনিশ্চিতং
দদর্শ দেবী পরমেণ চেতসা।
উবাচ রামং শুভলক্ষণং বচো
বভূব চ স্বস্ত্যয়নাভিকাঙ্ক্ষিণী ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

আপনি প্রমাদ না করিয়া সেইরূপ কার্য্য করুন, যেন নিদারুণ পুত্রশোক তাঁহাকে বিনষ্ট না করে। আপনি সমাহিতচিত্তে কুলনরপতির সর্ব্বদা হিতাচরণ করুন। যে নারী ব্রত-উপবাসকারিণী ও উৎকৃষ্টগুণবতী হইয়াও পতির অনুবর্ত্তন করে না, সেই নারী পাপকারীদের তুল্য গতি লাভ করে। যে নারী দেবতাকে নমস্কার করে না, দেবপূজা হইতেও নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই নারী পতির শুশ্রূষার দ্বারাই উত্তমফললাভ করে। "পতির প্রিয় ও হিতসাধনে রত থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার শুশ্রূষা করিবে" ইহাই বেদাদি শাস্ত্র ও লোকাচারসম্মত স্ত্রীলোকের নিত্যধর্ম্ম। আপনি এই ধর্ম্মপালনপূর্ব্বক আমার মঙ্গলের জন্য অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানে পুষ্পের দ্বারা দেবতাগণের অর্চনা করুন। এইভাবে সংযতচিত্তে আহার সংযমপূর্ব্বক পতির শুশ্রূষায় রত থাকুন এবং আমার প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করুন। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দশরথ যদি জীবিত থাকেন, তবে আমি ফিরিয়া আসিলে আপনি পরম অভীষ্ট লাভ করিবেন। রাম এইরূপ বলিলে পুত্রশোক-কাতরা কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন—পুত্র! তোমার বনগমনে সুদৃঢ় সঙ্কল্পের নিবৃত্তি করিতে আমি পারিলাম না, ইহাতে মনে হয় যে, দৈবকে অতিক্রম করা অতি কঠিন বৎস! তুমি বনগমনে দৃঢ়চিত্ত, অতএব গমন কর। শক্তিধর! রাম! তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল হউক। তুমি ফিরিয়া আসিলেই আমার কষ্ট দূর হইবে। মহাভাগ্যবান্ তুমি পিতৃসত্যপালনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া পিতাকে ঋণী করত ফিরিয়া আসিলে তখনই আমি সুখে নিদ্রিত হইতে পারিব।২১-৩৪

বৎস! এই সংসারে দৈবের গতি চিরকালই অচিন্তনীয়। আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া ঐ দৈবই তোমাকে বনগমনে প্রেরণা দিতেছে। মহাবীর! তুমি গমন কর। মঙ্গলের সহিত পুনর্ব্বার এখানে প্রত্যাবর্ত্তন কর। বৎস! প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধুর কোমলবাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক আমাকে আশ্বস্ত করিও। যে সময় তুমি জটা-বল্কলধারণপূর্ব্বক বন হইতে ফিরিয়া আসিবে এবং আমি তোমাকে দেখিতে পাইব, সেই সময়টি এখনই উপস্থিত হউক। রামকে বনগমনে দৃঢ়-সংকল্প দেখিয়া কৌশল্যা সাধ্বীচিত্তে এই সকল কথা বলিলেন, কিছুক্ষণ যাবৎ শুভলক্ষণ পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন, অনন্তর তাঁহার মঙ্গলের জন্য মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক হইলেন।৩৫-৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য বনযাত্রায়াং মঙ্গলকামিন্যা কৌসল্যায়াঃ স্বস্তিবাচনসম্পাদনম্, মাতরং প্রণম্য সহধর্মিণ্যা সীতয়া সহ দ্রষ্টুকামস্য রামস্য গমনঞ্চ।]

সা বিনীয় তমায়াসমুপস্পৃশ্য জলং শুচি।
চকার মাতা রামস্য মঙ্গলানি মনস্বিনী ॥১
ন শক্যসে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘূত্তম।
শীঘ্রঞ্চ বিনিবর্তস্ব বর্তস্ব চ সতাং ক্রমে ॥২
যং পালয়সি ধর্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দূল ধর্মস্ত্বামভিরক্ষতু ॥৩
যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেভ্যশ্চতনেষু চ।
তে চ ত্বামভিরক্ষন্তু বনে সহ মহর্ষিভিঃ ॥৪
যানি দত্তানি তেঽস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তানি ত্বামভিরক্ষন্তু গুণৈঃ সন্মর্দিতং সদা ॥৫
পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ ॥৬
সমিৎ-কুশ-পবিত্রাণি বেদাশ্চায়তনানি চ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষাঃ ক্ষুপাদ্রুদাঃ ॥
পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম ॥৭
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ।
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পূষা ভগোঽর্য্যমা ॥৮
লোকপালাশ্চ তে সর্বে বাসবপ্রমুখাস্তথা।
ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্তাশ্চ স্বস্তি কুর্বন্তু তে সদা ॥৯

পঞ্চবিংশ সর্গ

[শ্রীরামের বনযাত্রার মঙ্গলকামনা করিয়া মাতা কৌশল্যার স্বস্তিবাচন সম্পাদন এবং মাতাকে প্রণাম করিয়া সহধর্মিণী সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রামের গমন।]

মনস্বিনী রামমাতা পুত্রবিরহের দুঃখ ত্যাগ করিয়া পবিত্রজলে আচমনপূর্বক রামের উদ্দেশে বহুবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—রাঘবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নিবারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি এক্ষণে বনে গমন কর, এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিও। বৎস! সাধুসঙ্গের অবলম্বিত পথে অবস্থান কর। তুমি প্রীতিমনে নিয়মপূর্বক যে ধর্মকে রক্ষা করিতেছ, রাঘবশ্রেষ্ঠ। সেই ধর্মই তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি দেবমন্দিরে যে সকল দেবতাকে প্রণাম করিয়া থাক, তাঁহারা ঋষিগণসহিত তোমার বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র যে সকল অস্ত্র তোমাকে প্রদান করিয়াছেন, গুণাকর! রাম! ঐ সকল অস্ত্র তোমাকে রক্ষা করুন। পিতৃশুশ্রূষা, মাতৃশুশ্রূষা ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা রক্ষিত হইয়া তুমি চিরজীবী হও। পুরুষোত্তম। প্রিয়পুত্র! সমিধ, কুশ, পবিত্র, বেদী, দেবালয়, ব্রাহ্মণগণের স্থণ্ডিল (অর্চনাস্থান), পর্বত, মহাবৃক্ষ, ক্ষুদ্রশাখাযুক্তবৃক্ষ, হ্রদ, পক্ষী, সর্প ও সিংহগণ তোমাকে রক্ষা করুক। সাধ্য, বিশ্বদেব, দেবতা, মহর্ষি, ধাতা, বিধাতা, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, ইন্দ্রাদি লোকপাল, ষট্‌ঋতু, দ্বাদশমাস, সংবৎসর, রাত্রি, দিন ও মুহূর্ত এবং এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সর্বদা তোমার মঙ্গলসাধন করুন। শ্রুতি, স্মৃতি ও ধর্ম সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করুন। ভগবান্ স্কন্দদেব, চন্দ্র, বৃহস্পতি, নারদ ও সপ্তর্ষিগণ ইঁহারা সকলে সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করুন। দিক্‌পতিগণসহিত প্রসিদ্ধদিক্‌সমূহ আমার স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া সর্বদা বনে তোমাকে রক্ষা

শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্মশ্চ পাতু ত্বাং পুত্র সর্বতঃ ॥১০
স্কন্দশ্চ ভগবান্ দেবঃ সোমশ্চ সবৃহস্পতিঃ।
সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষন্তু সর্বতঃ ॥১১
তে চাপি সর্বতঃ সিদ্ধা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
স্তুতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ ॥১২
শৈলাঃ সর্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ।
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ ॥১৩
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ।
অহোরাত্রে তথা সন্ধ্যে পান্তু ত্বাং বনমাশ্রিতম্ ॥১৪
ঋতবশ্চাপি ষট্ চান্যে মাসাঃ সংবৎসরাস্তথা।
কলাশ্চ কাষ্ঠাশ্চ তথা তব শর্ম দিশন্তু তে ॥১৫
মহাবাহোঽপি চরতো মুনিবেষস্য ধীমতঃ।
তথা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ ভবন্তু সুখদাঃ সদা ॥১৬
রাক্ষসানাং পিশাচানাং রৌদ্রাণাং ক্রূরকর্মণাম্।
ক্রব্যাদানাঞ্চ সর্বেষাং মা ভূৎ পুত্রক তে ভয়ম্ ॥১৭
প্লবগা বৃশ্চিকা দংশা মশকাশ্চৈব কাননে।
সরীসৃপাশ্চ কীটাশ্চ মা ভূবন্ গহনে তব ॥১৮
মহাহিপাশ্চ সিংহাশ্চ ব্যাঘ্রা ঋক্ষাশ্চ দংষ্ট্রিণঃ।
মাহিষাঃ শৃঙ্গিণো রৌদ্রা ন তে ক্রুদ্ধস্তু পুত্রক ॥১৯
নৃমাংসভোজনা রৌদ্রা যে চান্যে সর্বজাতয়ঃ।
মা চ ত্বাং হিংসিষুঃ পুত্র ময়া সংপূজিতাস্ত্বিহ ॥২০
আগমাস্তে শিবাঃ সন্তু সিধ্যন্তু চ পরাক্রমাঃ।
সর্বসম্পদ্ভয়ো রাম স্বস্তিমান্ গচ্ছ পুত্রক ॥২১
স্বস্তি তেঽস্ত্বন্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ পুনঃ পুনঃ।
সর্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো যে চ তে পরিপন্থিনঃ ॥২২
শুক্রঃ সোমশ্চ সূর্যশ্চ ধনদোঽথ যমস্তথা।
পান্তু ত্বামর্চিতা রাম দণ্ডকারণ্যবাসিনম্ ॥২৩
অগ্নির্বায়ুস্তথা ধূমো মন্ত্রাশ্চর্ষিমুখোচ্চারিতাঃ।
উপস্পর্শনকালে তু পান্তু ত্বাং রঘুনন্দন ॥২৪

করুন। পর্বত, সমুদ্র, সমুদ্রপতি বরুণ, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, স্থাবর, জঙ্গম, নক্ষত্র, দেবগণসহিত গ্রহগণ, অহোরাত্র ও সন্ধ্যাকাল বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন। ষট্‌ঋতু, দ্বাদশ মাস, সংবৎসর, কলা-কাষ্ঠাদি মুহূর্ত তোমার মঙ্গল বিধান করুন।১-১৫

বুদ্ধিমান্ তুমি যখন মুনির মত বেশধারণ করিয়া মহারণ্যে বিচরণ করিবে, তখন দেবগণ ও দৈত্যগণ তোমার সুখপ্রদ হউন। নিষ্ঠুর রাক্ষস, পিশাচ, অতি-ভীষণ ক্রব্যাদ (মাংসভোজী) প্রভৃতি হইতে যেন তোমার কোনরূপ ভয় না হয়। বানর, বৃশ্চিক, মশক, বনমক্ষিকা (বোলতা), সর্প প্রভৃতি সরীসৃপ ও কীটসমূহ যেন গহনবনে তোমার হিংসাকারী না হয়। বন্যহস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, বিশালদন্তবিশিষ্ট ও বিশাল-শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণিগণ যেন তোমার প্রতি দ্রোহ না করে: আরও যে সকল অতিভীষণ নরমাংসভোজী হিংস্রজন্তু আছে, আমি তাহাদের পূজা করিতে থাকিব, তাহার ফলে তাহারা যেন তোমার হিংসা না করে।১৬-২০

বৎস! তোমার গমনপথ মঙ্গলময় হউক, তোমার পরাক্রম সফল হউক এবং বনবাসে প্রয়োজনীয় ফল-মূলাদি সুলভ হউক, পুত্র! এক্ষণে তুমি নির্বিঘ্নে বনগমন কর। অন্তরীক্ষচারী ও পৃথিবীচারী প্রাণী, সমস্ত দেবতা এবং তোমার বিরোধী প্রাণিগণ হইতে সর্বদা তোমার মঙ্গল হউক। শুক্র, চন্দ্র, সূর্য, কুবের ও যমকে পূজা করিলাম, বৎস! তুমি দণ্ডকারণ্যবাসী হইলে ইঁহারা তোমাকে রক্ষা করুন। রঘুনন্দন! অগ্নি, বায়ু, ধূম ও মহর্ষিগণ কর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্রসমূহ অস্পৃশ্যবস্তুর স্পর্শকালে তোমাকে রক্ষা করুন। সর্বলোকপতি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, ঋষিগণ এবং অন্যান্য দেবগণ বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন। এইভাবে আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া যশস্বিনী বিশালনেত্রা কৌশল্যা মাল্য, গন্ধ ও যথাযোগ্য স্তুতির দ্বারা দেবতাগণের অর্চনা করিলেন। অনন্তর রামের মঙ্গলের জন্য মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অগ্নি আহরণ করিয়া হোম করাইলেন। হোমের জন্য ঘৃত, শ্বেতপুষ্পমালা, সমিৎ ও শ্বেতসর্ষপ কৌশল্যাদেবী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় রামের বিঘ্নাভাব ও শান্তির উদ্দেশে বিধিপূর্বক হবন করিয়া হুতাবশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা বহির্দেশে লোকপালগণকে বলি (ভোজ্য উপহার)

সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা ভূতকর্তা তথর্ষয়ঃ।
যে চ শেষাঃ সুরাস্তে তু রক্ষন্তু বনবাসিনম্ ॥২৫
ইতি মাল্যৈঃ সুরগণান্ গন্ধৈশ্চাপি যশস্বিনী।
স্তুতিভিশ্চানুরূপাভিরানর্চাগ্রতলোচনা ॥২৬
স্বলনং সমুপাদায় ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা।
হাবয়ামাস বিধিনা রামমঙ্গলকারণাৎ ॥২৭
ঘৃতং শ্বেতানি মাল্যানি সমিধঃ শ্বেতসর্ষপান্ (ক)।
উপসম্পাদয়ামাস কৌসল্যা পরমাঙ্গনা ॥২৮
উপাধ্যায়ঃ স বিধিনা হুত্বা শান্তিমনাময়ম্।
হুত-হব্যাবশেষেণ বাহ্যং বলিমকল্পয়ৎ ॥২৯
মধু-দধ্যক্ষত-ঘৃতৈঃ স্বস্তিবাচ্য দ্বিজাংস্ততঃ।
বাচয়ামাস রামস্য বনে স্বস্ত্যয়নক্রিয়াম্ ॥৩০
ততস্তস্মৈ দ্বিজেন্দ্রায় রামমাতা যশস্বিনী।
দক্ষিণাং প্রদদৌ কাম্যাং রাঘবং চেদমব্রবীৎ ॥৩১

যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩২
যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পয়ৎ পুরা।
অমৃতং প্রার্থয়ানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩৩
অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান্ হতো বজ্রধরস্য যৎ।
অদিতির্মঙ্গলং প্রাদাত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩৪
ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
যদাসীন্মঙ্গলং রাম তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩৫
ঋষয়ঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তাঃ।
মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু শুভমঙ্গলম্ ॥৩৬
ইতি পুত্রস্য শেষাংশ্চ কৃত্বা শিরসি ভামিনী।
গন্ধৈশ্চাপি সমালভ্য রামমায়তলোচনা ॥৩৭
ঔষধীশ্চ প্রসিদ্ধার্থাং বিশল্যকরণীং শুভাম্।
চকার রক্ষাং কৌসল্যা মন্ত্রৈরভিজজাপ চ ॥৩৮

পাঠান্তর :—(ক) সমিদশ্চৈব সর্বপান্।

দান করিলেন। অনন্তর তিনি মধু, দধি, ঘৃত ও অক্ষত (আতপতণ্ডুল) ব্রাহ্মণগণের হস্তে প্রদান করিয়া স্বস্তিবাচন ও রামের মঙ্গলপ্রার্থনা করাইলেন।২১-৩০

অনন্তর যশস্বিনী রাম-মাতা দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই উপাধ্যায়কে ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা দান করিলেন এবং রামকে বলিলেন,—বৎস! ইন্দ্রাসুরের বিনাশ-সময়ে সর্বদেববন্দিত সহস্রলোচন দেবরাজের যেরূপ মঙ্গল হইয়াছিল, তোমার সেইরূপ মঙ্গল হউক। পূর্বে অমৃতের আহরণকারী গরুড়ের উদ্দেশে তদীয়মাতা বিনতা যে মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল তোমার হউক। অমৃতপ্রাপ্তিসময়ে দৈত্যগণহন্তা বজ্রধর ইন্দ্রের উদ্দেশে অদিতি যেরূপ মঙ্গল প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ মঙ্গল তোমার হউক। বৎস! ত্রিপদদ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণকারী অতিতেজস্বী বামনরূপী বিষ্ণুর যে মঙ্গল হইয়াছিল, তোমার সেইরূপ মঙ্গল হউক। মহাবীর! ঋষিগণ, সমুদ্রসমূহ, দ্বীপসকল, বেদসমূহ, লোকগণ ও দিক্‌সমূহ তোমার মঙ্গলবিধান করুন।৩১-৩৬

এইরূপ বলিয়া বিশালনেত্রা কৌসল্যা পুত্রের মস্তকে অক্ষত প্রদান করিলেন এবং অঙ্গে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন। তাহার পর তাঁহার হস্তে প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ ঔষধি ও শুচকরী বিশল্যকরণীর রক্ষাবন্ধন করিলেন এবং এই সকল অনুষ্ঠানের সময় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃখবশবর্তিনী রামজননী নিজদুঃখ অন্তরে রাখিয়া বাহিরে আনন্দপ্রকাশপূর্বক গদগদ স্বরে রামকে বলিলেন। তিনি কথা বলিবার পূর্বে রামের মস্তক অবনত করত আঘ্রাণ করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি পরে বলিলেন,—বৎস! তুমি সুখী হইয়া গমন কর, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তুমি সুস্থদেহে সকলকার্য্যসাধন করিয়া পুনর্বার অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবে এবং রাজকার্য্যে মনোযোগ করিবে। তখন আমি তোমাকে দেখিয়া সুখ পাইব। তুমি বন হইতে ফিরিয়া আসিলে তোমার পূর্ণচন্দ্রতুল্য বদন দর্শন করিব। তখন আমার সকল দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর হইবে এবং আনন্দে আমার মুখ প্রফুল্ল হইবে। বৎস! পিতৃবাক্যপালন করিয়া বনবাস হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অযোধ্যায় তুমি আগত হইয়াছ, ইহাই

উবাচাপি প্রহৃষ্টেব সা দুঃখবশবর্তিনী।
বাষ্পমাত্রেণ ন ভাবেন বাচা সংসজ্জমানয়া ॥৩৯
আনম্য মূর্ধ্নি চাঘ্রায় পরিষজ্য যশস্বিনী।
অবদৎ পুত্রমিষ্টার্থো গচ্ছ রাম যথাসুখম্ ॥৪০
অরোগং সর্বসিদ্ধার্থমযোধ্যাং পুনরাগতম্।
পশ্যামি ত্বাং সুখং বৎস সন্ধিতং রাজবর্ত্মসু ॥৪১
প্রণষ্টদুঃখসঙ্কল্পা হর্ষবিদ্যোতিতাননা।
দ্রক্ষ্যামি ত্বাং বনাৎ প্রাপ্তং পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্ ॥৪২
ভদ্রাসনগতং রাম বনবাসাদিহাগতম্।
দ্রক্ষ্যামি চ পুনস্ত্বাং তু তীর্ণবন্তং পিতুর্বচঃ ॥৪৩
মঙ্গলৈরুপসম্পন্নো বনবাসাদিহাগতঃ।
বন্ধাশ্চ মম নিত্যং ত্বং কামান্ সংবর্ধয়াহি নঃ ॥৪৪
মযার্চিতা দেবগণাঃ শিবাদয়ো
মহর্ষযো ভূতগণাঃ সুরোরগাঃ।
অভিপ্রযাতস্য বনং চিরায় তে
হিতানি কাঙ্ক্ষন্তু দিশশ্চ রাঘব ॥৪৫
অতীব চাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনা
সমাপ্য চ স্বস্ত্যযনং যথাবিধি।
প্রদক্ষিণং চাপি চকার রাঘবং
পুনঃ পুনশ্চাপি নিরীক্ষ্য সস্বজে ॥৪৬
তযা হি দেব্যা চ কৃতপ্রদক্ষিণো
নিপীড্য মাতুশ্চরণৌ পুনঃ পুনঃ।
জগাম সীতানিলযং মহাযশাঃ
স রাঘবঃ প্রজ্বলিতস্তযা শ্রিযা ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামাযণে বাল্মীকীযে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। পুত্র! তুমি গমন কর, সত্বর বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজোচিত বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত হও এবং বধূমাতা জানকীর অভিলাষ সতত পূরণ কর।৩৭-৪৪

আমি শিব প্রভৃতি দেবতা, দিক্, মহর্ষি, ভূত ও দেবনাগগণের অর্চনা করিয়াছি; তোমার দীর্ঘকালব্যাপী বনবাস-সময়ে তাঁহারা হিতকামনা করুন। কৌশল্যাদেবী অশ্রুপরিপূর্ণনয়নে রামের স্বস্ত্যযন অনুষ্ঠান যথাবিধানে সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে বারংবার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা রামকে প্রদক্ষিণ করিলে পর শ্রীমান্ রাম মাতার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। অনন্তর মহাযশস্বী রঘুপতি মাঙ্গল্যব্যাপারজনিত শোভায় উজ্জ্বল হইয়া সীতার ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।৪৫-৪৭

পাঠান্তর :—(ক) ভদ্রং ভদ্রাসনগতং।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

[চিন্তাক্রান্তং রামং দৃষ্ট্বা সীতায়াস্তৎকারণজিজ্ঞাসা, বৃদ্ধ-শ্বশ্বূৌ সেবমানা সর্বেষাং প্রীতিবিলয়া সতী গৃহে অবস্থাতুং সীতাং প্রতি স্বীয়বনযাত্রায়াঃ পূর্ববৃত্তান্তবর্ণনাকারিণো রামস্য হিতোপদেশঃ।]

অভিবাদ্য তু কৌসল্যাং রামঃ সংপ্রস্থিতো বনম্।
কৃতস্বস্ত্যয়নো মাত্রা ধর্মিষ্ঠে বর্ত্মনি স্থিতঃ ॥১
বিরাজয়ন্ রাজসুতো রাজমার্গং নরৈর্বৃতম্।
হৃদয়ান্যামমন্বেব জনস্য গুণবত্তয়া ॥২
বৈদেহী চাপি তৎসর্বং ন শুশ্রাব তপস্বিনী।
তদেব হৃদি তস্যাশ্চ যৌবরাজ্যাভিষেচনম্ ॥৩
দেবকার্য্যং স্ম সা কৃত্বা কৃতজ্ঞা হৃষ্টচেতনা।
অভিজ্ঞা রাজধর্মাণাং রাজপুত্রী প্রতীক্ষতি ॥৪
প্রবিবেশাথ রামস্তু সংবেশং সুবিভূষিতম্।
প্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং স্ত্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ

অথ সীতা সমুৎপত্য বেপমানা চ তং পতিম্।
অপশ্যচ্ছোকসন্তপ্তং চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৬
তাং দৃষ্ট্বা স হি ধর্মাত্মা ন শশাক মনোগতম্।
তং শোকং রাঘবঃ সোঢ়ুং ততো বিবৃততাং গতঃ ॥৭
বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা তং প্রস্থিন্নমমর্ষণম্।
আহ দুঃখাভিসন্তপ্তা কিমিদানীমিদং প্রভো ॥৮
অদ্য বাঈস্পত্যঃ শ্রীমান্যুক্ত পুষ্যেণ রাঘব।
প্রোচ্যতে ব্রাহ্মণৈঃ প্রাজ্ঞৈঃ কেন ত্বমসি দুর্মনাঃ ॥৯
ন তে শতশলাকেন জলফেননিভেন চ।
অবৃতং বদনং বক্ত্র ছত্রেণাভিবিরাজতে ॥১০

ষড়্‌বিংশ সর্গ

[শ্রীরামকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া সীতাকর্তৃক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা এবং বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিয়া ও সকলের প্রীতিভাজন হইয়া গৃহে অবস্থান করিবার জন্য সীতার প্রতি স্বীয় বনযাত্রার পূর্ববৃত্তান্তবর্ণনকারী রামের হিতোপদেশ।]

ধর্মপরায়ণ রাম কৌশল্যাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রের উদ্দেশে স্নেহময়ী জননীর স্বস্ত্যয়ন করা সমাপ্ত হইলে রাম বনগমনে উদ্যত হইলেন। জনসমাকীর্ণ রাজপথ আলোকিত করিয়া গমন করিবার সময় রাম নিজের গুণপ্রভাবে সকলের হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। এদিকে তপস্বিনী সীতা এখন পর্য্যন্ত রামের বনগমন-বিষয়ে কোন কথাই শ্রবণ করেন নাই। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে—এই বিষয়টিই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। রাজধর্ম-নিপুণা রাজনন্দিনী প্রসন্নচিত্তে কৃতজ্ঞতার সহিত দেবার্চনা করিয়া রামের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় রাম লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া আনন্দিতজনগণে পূর্ণ সুশোভিত নিজভবনে প্রবেশ করিলেন।১-৫

রামকে সমাগত দেখিয়া সীতা সত্বর তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং নিজপতিকে শোকসন্তপ্ত ও চিন্তা-বিমূঢ় দেখিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ধর্মাত্মা রাম সীতাকে দেখিয়া মনোগত শোক গোপন করিতে পারিলেন না, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। (রাজ্যত্যাগ বা বনবাসজন্য শোক নয়, কিন্তু সীতার মর্মস্পর্শী দুঃখ হইবে এইজন্য) রামের বদন বিবর্ণ হইয়াছে, কলেবর ঘর্মাক্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় পতিকে ব্যাকুল দেখিয়া সীতা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো! এই সময়ে আপনার এইরূপ অবস্থার কারণ কি? অদ্য বৃহস্পতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত পুষ্যানক্ষত্রের সহিত চন্দ্র মিলিত হইয়াছেন, বিজ্ঞব্রাহ্মণগণ এই

ব্যজনাভ্যাঞ্চ মুখ্যাভ্যাং শতপত্রনিভেক্ষণম্ ।
চন্দ্রহংসপ্রকাশাভ্যাং বীজ্যতে ন তবাননম্ ॥১১
বাগ্মিনো বন্দিনশ্চাপি প্রহৃষ্টাস্ত্বাং নরর্ষভ ।
স্তবন্তো নাদ্য দৃশ্যন্তে মঙ্গলৈঃ সূত-মাগধাঃ ॥১২
ন তে ক্ষৌদ্রঞ্চ দধি চ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
মূর্দ্ধি মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য দদতি স্ম বিধানতঃ ॥১৩
ন ত্বাং প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ শ্রেণীমুখ্যাশ্চ ভূষিতাঃ ।
অনুব্রজিতুমিচ্ছন্তি পৌরজানপদাস্তথা ।১৪
চতুর্ভির্বেগসম্পন্নৈর্হরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ ।
মুখ্যঃ পুষ্পরথো যুক্তঃ কিং ন গচ্ছতি তেঽগ্রতঃ ॥১৫
ন হস্তী চাগ্রতঃ শ্রীমান্ সর্বলক্ষণপূজিতঃ ।
প্রয়াণে লক্ষ্যতে বীর কৃষ্ণমেঘগিরিপ্রভঃ ॥১৬
ন চ কাঞ্চনচিত্রং তে পশ্যামি প্রিয়দর্শন ।
ভদ্রাসনং পুরস্কৃত্য যান্তং বীর পুরঃসরম্ ॥১৭
অভিষেকো যদা সজ্জঃ কিমিদানীমিদং তব ।
অপূর্বো মুখবর্ণশ্চ ন প্রহর্ষশ্চ লক্ষ্যতে ॥১৮
ইতীব বিলপন্তীং তাং প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ ।
সীতে তত্র ভবাংস্তাতঃ প্রব্রাজয়তি মাং বনম্ ॥১৯
কুলে মহতি সম্ভূতে ধর্মজ্ঞে ধর্মচারিণি ।
শৃণু জানকি যেনেদং ক্রমেণাভ্যাগতং মম ॥২০
রাজ্ঞা সত্যপ্রতিজ্ঞেন পিত্রা দশরথেন বৈ ।
কৈকেয্যৈ মম মাত্রে তু পুরা দত্তৌ মহাবরৌ ॥২১
তস্যাস্য মম সম্ভারৈরভিষেকে নৃপোদ্যতে ।
প্রচোদিতঃ স সময়ো ধর্মেণ প্রতিনির্জিতঃ ॥২২
চতুর্দশ হি বর্ষাণি বস্তব্যং দণ্ডকে ময়া ।
পিত্রা মে ভরতশ্চাপি যৌবরাজ্যে নিয়োজিতঃ ॥২৩
সোঽহং ত্বামাগতো দ্রষ্টুং প্রস্থিতো বিজনং বনম্ ।
ভরতস্য সমীপে তে নাহং কথ্যঃ কদাচন ॥২৪

সময়কে শুভকার্যে প্রশস্ত বলিয়াছেন। তবে তুমি কিজন্য বিষণ্ণ হইয়াছ? শতশলাকারচিত জলফেন-তুল্য শ্বেতচ্ছত্রে তোমার কমনীয় মুখমণ্ডল কেন সুশোভিত হইতেছে না ?৬-১০

চন্দ্রহংসসদৃশদ্যুতিযুক্ত উৎকৃষ্ট চামরদ্বয়ে পদ্ম-পত্রতুল্য নয়নসমন্বিত তোমার বদনে ব্যজন করা হইতেছে না কেন? নরোত্তম! বাক্যনিপুণ বন্দী, সূত ও মাগধগণকে আনন্দিতমনে তোমার মঙ্গলপূর্ণ স্তুতি করিতে দেখিতেছি না কেন? বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তোমার মস্তকে যথাবিধি মধু ও দধি প্রদান করিতেছেন না কেন? মুখ্য মুখ্য সামাজিক ব্যক্তিগণ, পৌরগণ, জনপদবাসী জনগণ ও প্রজাবর্গ তোমার অনুগমন করিতেছেন না কেন? বেগবান্ সুবর্ণ ভূষণ-ভূষিত চারিটি অশ্বের দ্বারা বাহিত শ্রেষ্ঠ পুষ্পরথ তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইতেছে না কেন? বীর! কৃষ্ণ-বর্ণমেঘ ও পর্বতের তুল্য সর্বশুভলক্ষণবিশিষ্ট শোভাবান্ হস্তী তোমার অগ্রে যাইতেছে না কেন? প্রিয়দর্শন! কাঞ্চননির্মিত ভদ্রাসন গ্রহণপূর্বক কোন ভৃত্যকে তোমার অগ্রে যাইতে দেখিতেছি না কেন? যখন তোমার অভিষেকের সমস্ত সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তখন তোমার অভূতপূর্ব মুখ-বিবর্ণতা দেখিতেছি কেন? কেন তোমার আনন্দ লক্ষ্য করিতেছি না? এইভাবে বিলাপ-কারিণী জনকনন্দিনীকে রঘুনন্দন বলিলেন,—সীতে! পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমাকে বনে নির্বাসিত করিতেছেন। জানকি! তুমি মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি ধর্মের রহস্য জান এবং ধর্মাচরণ করিয়া থাক। যেভাবে আমার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর ।১১-২০

পূর্বে কোন সময় সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেব মহারাজ আমার বিমাতা কৈকেয়ীকে দুইটি অবার্থ বরপ্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাজের উদ্যোগে আমার অভিষেকের সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইলে কৈকেয়ী মাতা সেই দুইটি বরের কথা স্মরণ করাইয়া পিতৃদেবকে বশীভূত করিয়াছেন। আমি চতুর্দশবৎসরকাল দণ্ডকারণ্যে বাস করিব, পিতৃদেব আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া ভরতকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন। অতএব আমি বনগমনে উদ্যত হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি ভরতের নিকট কখনও আমার প্রশংসা করিও না। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা অন্যের

ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্ ।
তস্মান্ন তে গুণাঃ কথ্যা ভরতস্যাগ্রতো মম ॥২৫
অহং তে নানুবক্তব্যো বিশেষেণ কদাচন ।
অনুকূলতয়া শক্যং সমীপে তস্য বর্তিতুম্ ॥২৬
তস্মৈ দত্তং নৃপতিনা যৌবরাজ্যং সনাতনম্ ।
স প্রদাস্যত্যয়া সীতে নৃপতিশ্চ বিশেষতঃ ॥২৭
অহং চাপি প্রতিজ্ঞাং তাং গুরোঃ সমনুপালয়ন্ ।
বনমদ্যৈব যাস্যামি স্থিরীভব মনস্বিনি ॥২৮
যাতে চ ময়ি কল্যাণি বনং মুনিনিষেবিতম্ ।
ব্রতোপবাসপরয়া ভবিতব্যং ত্বয়ানঘে ॥২৯
কল্যমুত্থায় দেবানাং কৃত্বা পূজাং যথাবিধি ।
বন্দিতব্যো দশরথঃ পিতা মম জনেশ্বরঃ ॥৩০
মাতা চ মম কৌসল্যা বৃদ্ধা সন্তাপকর্শিতা ।
ধর্মমেবাগ্রতঃ কৃত্বা ত্বয়া সম্মানমর্হতি ॥৩১
বন্দিতব্যাস্ত্বয়া নিত্যং কৌসল্যাঃ শেষা মম মাতরঃ ।
স্নেহপ্রণয়সম্ভোগৈঃ সমা হি মম মাতরঃ ॥৩২
ভ্রাতৃপুত্রসমৌ চাপি দ্রষ্টব্যৌ চ বিশেষতঃ ।
উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ (খ) প্রাণৈঃ প্রিয়তরৌ মম ॥৩৩
বিপ্রিয়ঞ্চ ন কর্তব্যং ভরতস্য কদাচন ।
স হি রাজা চ বৈদেহি দেশস্য চ কুলস্য চ ॥৩৪
আরাধিতা হি শীলেন প্রযত্নৈশ্চোপসেবিতাঃ ।
রাজানঃ সংপ্রদীদন্তি প্রকুপ্যন্তি বিপর্যয়ে ॥৩৫
ঔরসানপি পুত্রান্ হি ত্যজন্ত্যহিতকারিণঃ ।
সমর্থান্ প্রতিগৃহ্নন্তি জনানপি নরাধিপাঃ ॥৩৬
সা ত্বং বসেহ কল্যাণি রাজ্ঞঃ সমনুবর্তিনী ।
ভরতস্য রতা ধর্মে সত্যব্রতপরায়ণা ॥৩৭
অহং গমিষ্যামি মহাবনং প্রিয়ে
ত্বয়া হি বক্তব্যমিহৈব ভামিনি ।
যথা বালীকং কুরুষে ন কস্যচিৎ
তথা ত্বয়া কার্য্যমিদং বচো মম ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ॥২৬

প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য ভরতের সম্মুখে আমার গুণকীর্তন করিও না ।২১-২৫

তুমি কখনই বিশেষভাবে আমার কথাও বলিও না। ভরতের অনুকূল আচরণ করিয়াই তাহার নিকট তোমাকে থাকিতে হইবে। রাজা দশরথ ভরতকে যুবরাজপদ প্রদান করিয়াছেন। ভরতই এখন রাজা। অতএব সীতে! তাহাকে প্রসন্ন করা তোমার কর্তব্য। আমি পিতার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য অদ্যই বনে গমন করিব। মনস্বিনি! তুমি স্থির হও। কল্যাণি! তুমি সর্ব্বথা পাপশূন্যা। আমি মুনিগণসেবিত বনে গমন করিলে পর তুমি সর্বদা ব্রত উপবাস অনুষ্ঠানে কালাতিপাত করিও। তুমি প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া যথাবিধি দেবতাগণের পূজা করিও এবং পূজার পর নরাধিপতি মদীয় পিতৃদেব দশরথের বন্দনা করিও। আমার জননী কৌশল্যা বৃদ্ধা। তিনি আমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি ধর্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার সম্মান অবশ্য করিও। আমার অন্যান্য মাতৃগণকেও তুমি বন্দনা করিও। তাঁহারা স্নেহ, প্রীতি ও প্রতিপালন করায় আমার নিকট সকলেই সমান। ভরত ও শত্রুঘ্ন আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম। তুমি তাহাদের উভয়কে বিশেষভাবে ভ্রাতা ও পুত্রের মত দেখিবে। তুমি কখনও ভরতের অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। বৈদেহি! এক্ষণে ভরতই ত আমাদের বংশের ও দেশের রাজা হইয়াছেন। সৎস্বভাব ও প্রযত্নের দ্বারা সেবিত হইলে নরপতিগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহার অন্যথা হইলে কুপিত হইয়া থাকেন। নরপতিগণ নিজ ঔরসজাত পুত্রগণকেও অহিতকারী দেখিলে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং সম্পর্কহীন ব্যক্তিগণকেও হিতকারী দেখিলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কল্যাণি! এই জন্যই তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি ধর্ম ও সত্যব্রতপালনরতা হইয়া রাজা ভরতের অনুবর্তিনী হও এবং এইভাবেই এইস্থানে বাস কর। আমার প্রিয়ে! আমি মহারণ্যে গমন করিতেছি, তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। আমার বক্তব্য এই যে, যে কার্য্য করিলে কাহারও অনিষ্ট হয় না, সেইরূপ কার্য্যই করিও ।২৬-৩৮

পাঠান্তর :—(ক) বন্দিতব্যাস্ত তে নিত্যং—।

(খ) ত্বয়া ভরত-শত্রুঘ্নৌ—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামচন্দ্রস্য বনবাসসঙ্গিনী ভবিতুং সীতাদেব্যা প্রার্থনম্ ।]

এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রিয়ার্হা প্রিয়বাদিনী ।
প্রণয়াদেব সংক্রুদ্ধা ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
কিমিদং ভাষসে রাম বাক্যং লঘুতয়া ধ্রুবম্ ।
ত্বয়া যদপহাস্যং যে শ্রুত্বা নরবরোত্তম ॥২
বীরাণাং রাজপুত্রাণাং শস্ত্রাস্ত্রবিদুষাং নৃপ ।
অনর্হমযশস্যঞ্চ ন শ্রোতব্যং ত্বয়েরিতম্ ॥৩
আর্য্যপুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা স্নুষা ।
স্বানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বং স্বং ভাগ্যমুপাসতে ॥৪
ভর্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি ॥৫

সপ্তবিংশ সর্গ

[শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের সঙ্গিনী হইবার জন্য সীতাদেবীর প্রার্থনা ।]

শ্রীমান্ রাম এইরূপ বলিলে পর প্রিয়বাক্যশ্রবণে যোগ্যা প্রিয়ভাষিণী বৈদেহী প্রণয়-কোপ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—সর্বমানবশ্রেষ্ঠ! রাজপুত্র! তুমি এইরূপ লঘু ও অসার কথা বলিতেছ কেন? তোমার কথা শুনিয়া আমার হাস্যসংবরণ করা সম্ভব হইতেছে না। এমন কথা তুমি বলিলে, যাহা শাস্ত্র ও অস্ত্রে নিপুণ বীর্য্যবান্ রাজপুত্রগণের পক্ষে সর্বথা অযোগ্য ও অকীর্তিকর। অতএব তাহা শুনিবার যোগ্যই নয়। আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, পুত্রবধূ—ইঁহারা সকলে নিজ নিজ ভাগ্যানুসারে পাপ-পুণ্যময় কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। নরশ্রেষ্ঠ! নারীই একমাত্র নিজপতির ভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তোমার বনবাসের আদেশে আমিও বনবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমাকেও বনে বাস করিতে হইবে ।১-৫

ন পিতা নাত্মজো বাস্ত্রা ন মাতা ন সখীজনঃ ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা ॥৬
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব ।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্ ॥৭
ঈর্ষ্যাং রোষং (ক) তথা হিত্বা ভুক্তশেষমিবোদকম্ ।
নয় মাং বীর বিস্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে ॥৮
প্রাসাদাগ্রে বিমানৈর্বা বৈহায়সগতেন বা ।
সর্বাবস্থাতীতা (খ) ভর্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে ॥৯
অনুশিষ্টাস্মি মাত্রা চ পিত্রা চ বিবিধাশ্রয়ম্ ।
নাস্মি সংপ্রতিবক্তব্যা বসতিব্যং যথা ময়া ॥১০

পিতা, মাতা, পুত্র, সখীজন এমন কি আত্মাও স্ত্রীলোকের সদ্গতি বিধানে সমর্থ নহে। একমাত্র পতিই ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা স্ত্রীলোকের সদ্গতিবিধানে সমর্থ। রঘুনন্দন! যদি তুমি অদ্যই দুর্গম অরণ্যে গমন কর, তাহা হইলে পথস্থিত কুশ-কণ্টক দলন করিতে করিতে আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। মহাবীর! স্ত্রীলোকের বন-গমনের সাহস দেখিয়া ঈর্ষা করিও না এবং তোমার কথা শুনিতেছি না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিক যেমন জলপান করার পর অবশিষ্ট জল সঙ্গে লইয়া যায়, সেইরূপ তুমিও ঈর্ষা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, আমাতে কোনপ্রকার পাপ নাই। প্রাসাদশিখরে অবস্থান ও বিমানে করিয়া আকাশভ্রমণ অপেক্ষা সকল অবস্থায় পতির পদচ্ছায়াই স্ত্রীলোকের একমাত্র শ্রেষ্ঠকাম্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমার পিতা-মাতা নানাবিষয়ে স্ত্রীর কর্তব্য-সম্বন্ধে আমাকে বহু উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আমাকে কিভাবে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তাহা বলিতে হইবে না ।৬-১০

পাঠান্তর :—(ক) ঈর্ষা-রোষৌ— (খ) সর্বাবস্থাগতা— ।

অহং দুর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জিতম্ ।
নানামৃগগণাকীর্ণং শার্দূলগণসেবিতম্ ॥১১
সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ ।
অচিন্তয়ন্তী ত্রীংল্লোকাংশ্চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্ ॥১২
শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ।
সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু ॥১৩
ত্বং হি কর্তুং বনে শক্তো রাম সংপরিপালনম্ ।
অন্যস্যাপি জনস্যেহ কিং পুনর্মম মানদ ॥১৪
সাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ ।
নাহং শক্যা মহাভাগ নিবর্তয়িতুমুদ্যতা ॥১৫
ফল-মূলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।
ন তে দুঃখং করিষ্যামি বিবসন্তী ত্বয়া সহ ॥১৬
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি ।
ইচ্ছামি সরিতঃ শৈলান্ পল্বলানি সরাংসি চ ॥১৭
দ্রষ্টুং সর্বত্র নির্ভীতা ত্বয়া নাথেন ধীমতা !
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণাঃ পদ্মিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ ॥১৮
ইচ্ছেয়ং সুখিনী দ্রষ্টুং ত্বয়া বীরেণ সঙ্গতা ।
অভিষেকং করিষ্যামি তাসু নিত্যমনুব্রতা ॥১৯
সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ রংস্যে পরমনন্দিনী ।
এবং বর্ষসহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ ॥২০
ব্যতিক্রমং ন যেৎস্যামি স্বর্গোঽপি হি ন যে মতঃ ।
স্বর্গেঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব ।
ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে ॥২১
অহং গমিষ্যামি বনং দুর্গমং
মৃগায়ুতং বানর-বারণৈশ্চ ।
বনে নিবৎস্যামি যথা পিতুর্গৃহে
তবৈব পাদাবুপগৃহ্য সম্মতা ॥২২

প্রিয় ! আমি মনুষ্যবর্জিত নানাবিধপশুপূর্ণ ব্যাঘ্র-বিশিষ্ট দুর্গমবনে গমন করিব। ত্রিভুবনের সকল ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়াও পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের কথা ভাবিয়া অতিসুখে বনে বাস করিব। পূর্ব্বে শৈশবে পিতৃগৃহে যেমন সুখে ছিলাম, বনেও সেইরূপই থাকিব। আমি সর্ব্বদা তোমার শুশ্রূষা করিব, তোমার মত নিয়মপালনপূর্ব্বক তপস্যা করিব এবং মধুগন্ধ-সুবাসিত বনে তোমার সহিত বিহার করিব। প্রিয় ! তুমি ঐ বনে অন্যান্য সকল লোকেরই পরিপালনে সম্পূর্ণ সমর্থ, আমাকে প্রতিপালন করিতে যে তুমি সমর্থ, তাহাতে সন্দেহ কি ? আমি অদ্য তোমার সহিত বনে গমন করিব—ইহাতে কোন সংশয় নাই। মহাভাগ ! আমি যখন বনগমনে উদ্যতা হইয়াছি, তখন তুমি আমাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।১১-১৫

তুমি আমার বিষয়ে কোনরূপ আশঙ্কা করিও না, আমি প্রত্যহ ফল-মূল ভক্ষণ করিয়াই থাকিব। তোমার সহিত বনবাসিনী হইয়াও তোমাকে কোন কষ্ট দিব না। আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব এবং তোমার ভোজন করা হইলে পর ভোজন করিব। আমি তোমাকে নিজপ্রভুরূপে নিকটে পাইলে সর্ব্বথা ভয়শূন্য থাকি, সুতরাং ঐ বনে চারিদিকে পর্ব্বত, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জলাশয় এবং নদীসমূহ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তোমার সহিত মিলিত হইয়া অতিসুখে হংস-কারণ্ডব (জলকুক্কুট) পক্ষিগণপূর্ণ প্রস্ফুটিতপুষ্পবিশিষ্ট পদ্মিনীসমূহকে দেখিতে ইচ্ছা করি। বিশালনয়ন ! ঐ সকল জলাশয়ে তোমার অনুগামিনী হইয়া প্রত্যহ স্নান করিব এবং অতিশয় আনন্দিতভাবে তোমার সহিত বিহার করিব। আমি এইরূপে তোমার সহিত শতবৎসর বা সহস্রবৎসর যাবৎ বনবাস করিলেও সামান্যও কষ্টবোধ করিব না। রঘুনন্দন ! তোমা-ব্যতিরেকে স্বর্গও আমার কাম্য নয়। নরোত্তম ! তোমাকে ছাড়িয়া যদি আমাকে স্বর্গে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ স্বর্গ আমি কখনই প্রার্থনা করিব না। অতএব আমি দুষ্ট-বানর-হস্তিপূর্ণ অতিদুর্গম অরণ্যে গমন করিব। তোমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া, তোমার পদসেবা করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিবার মতই আনন্দে বনে বাস করিব। আমি অন্যকোন বিষয়ে আসক্ত নহি, আমার চিত্ত তোমাতেই অনুরক্ত। আমি তোমা-

অনন্যভাবামনুরক্তচেতসং
ত্বয়া বিযুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাম্।
নয়স্ব মাং সাধু কুরুষ্ব যাচনাং
নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি ॥২৩
তথা ব্রুবাণামপি ধর্মবৎসলাং
ন চ স্ম সীতাং নৃবরো নিনীষতি।

ইবাচ চৈনাং বহু সন্নিবর্তনে
বনে নিবাসস্য চ দুঃখিতাং প্রতি ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে মৃত্যুবরণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিব, অতএব তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমার প্রার্থনা সফল কর। এই অনুগামিনীর দ্বারা তোমার ভার বাড়িবে না, কষ্টও হইবে না। সীতা এইরূপে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু পুরুষোত্তম রাম ধর্মপ্রিয়া সীতাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বনে বাস করার দুঃখসমূহ বিস্তৃতভাবে বলিতে লাগিলেন।১৬ ২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ বনবাসস্য সম্ভাবিতক্লেশসমূহানাং বর্ণনম্, বনগমনে স্বামিসঙ্গাভিলাষি-সীতাদেবীং নিবর্তিতুং রামচন্দ্রস্য প্রয়াসশ্চ।

স এবং ব্রুবতীং সীতাং ধর্মজ্ঞাং ধর্মবৎসলঃ।
ন নেতুং কুরুতে বুদ্ধিং বনে দুঃখানি চিন্তয়ন্ ॥১
সান্ত্বয়িত্বা ততস্তাং তু বাষ্পদূষিতলোচনাম্।
নিবর্তনার্থে ধর্মাত্মা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥২
সীতে মহাকুলীনাসি ধর্মে নিরতা সদা।
ইহাচরস্ব ধর্মং ত্বং যথা মে মনসঃ সুখম্ ॥৩
সীতে যথা ত্বাং বক্ষ্যামি তথা কার্যং ত্বয়াঽবলে।
বনে দোষা হি বহবো বসতস্তান্নিবোধ মে ॥৪
সীতে বিমুচ্যতামেষা বনবাসকৃতা মতিঃ।
বহুদোষং হি কান্তারং বনমিত্যভিধীয়তে ॥৫
হিতবুদ্ধ্যা খলু বচো ময়ৈতদভিধীয়তে।
সদা সুখং ন জানামি দুঃখমেব সদা বনম্ ॥৬

অষ্টাবিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক বনবাসের সম্ভাবিত ক্লেশসমূহের বর্ণন ও বনগমনে স্বামিসঙ্গাভিলাষিণী সীতাদেবীকে নিবৃত্ত করিবার জন্য রামচন্দ্রের প্রয়াস।]

ধর্মপ্রিয় শ্রীমান্ রাম সীতার এইরূপ বাক্য শুনিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধর্মপরায়ণা বলিয়া বুঝিলেও বনবাসের দুঃখসমূহের কথা ভাবিয়া সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন না। এই অবস্থায় সীতার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া ধর্মাত্মা রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অনন্তর বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন,—সীতে! তুমি শ্রেষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং সর্বদা ধর্মাচরণে রত হইয়া রহিয়াছ। তুমি এইখানে থাকিয়াই ধর্মাচরণ কর, ইহাতে আমার মনে সুখ হইবে। সীতে! প্রিয়ে! আমি তোমাকে যেরূপ বলিতেছি, তোমার সেইরূপ কার্য করাই কর্তব্য। বনে বাসকারীর বহু দোষ উপস্থিত হয়, আমি সেই সকল দোষের কথা বলিতেছি,

গিরিনির্ঝরসম্ভূতা গিরিনির্দরিবাসিনাম্।
সিংহানাং নিনদা দুঃখাঃ শ্রোতুং দুঃখমতো বনম্ ॥৭
ক্রীড়মানাশ্চ বিস্রব্ধা মত্তাঃ শূন্যে তথা মৃগাঃ।
দৃষ্ট্বা সমভিবর্তন্তে সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥৮
সগ্রাহাঃ সরিতশ্চৈব পঙ্কবত্যঃ সুদুস্তরাঃ (ক)।
মত্তৈরপি গজৈর্নিত্যমতো দুঃখতরং বনম্ ॥৯
লতা-কণ্টকসংকীর্ণাঃ কৃকবাকূপনাদিতাঃ।
নিরপাশ্চ সুদুঃখাশ্চ মার্গা দুঃখমতো বনম্ ॥১০
সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু স্বয়ং ভগ্নাসু ভূতলে।
রাত্রিষু শ্রমখিন্নেন তস্মাদ্দুঃখতরং বনম্ ॥১১
অহোরাত্রঞ্চ সন্তোষঃ কর্তব্যো নিয়তাত্মনা।
ফলৈর্বৃক্ষাবপতিতৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥১২
উপবাসশ্চ কর্তব্যো যথা প্রাণেন মৈথিলি।
জটাভারশ্চ কর্তব্যো বল্কলাম্বরধারণম্ ॥১৩
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ কর্তব্যং বিধিপূর্বকম্।
প্রাপ্তানামতিথীনাঞ্চ নিত্যশঃ প্রতিপূজনম্ ॥১৪
কার্যস্ত্রিরভিষেকশ্চ কালে কালে চ নিত্যশঃ।
চরতাং নিয়মেনৈব তস্মাদ্দুঃখতরং বনম্ ॥১৫
উপহারশ্চ কর্তব্যঃ কুসুমৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ।
আর্ষেণ বিধিনা বেদ্যাং সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥১৬
যথা লব্ধেন কর্তব্যঃ সন্তোষস্তেন মৈথিলি।
যথাহারৈর্বনচরৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥১৭
অতীব বাতস্তিমিরং বুভুক্ষা চাত্র নিত্যশঃ।
ভয়ানি চ মহান্ত্যত্র অতো দুঃখতরং বনম্ ॥১৮

শ্রবণ কর। প্রিয়ে! তুমি বনবাস করিবার এই বাসনা বিসর্জন দাও। অভিজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন—গহনবন বহু-দোষের আকর। তোমাকে রক্ষা করিতে আমার কষ্ট হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আমি এই কথা বলিতেছি না, কিন্তু তোমার হিতকামনা করিয়াই বলিতেছি যে, বন কোনকালেই সুখকর হয় না, তাহা চিরকালই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। প্রিয়ে! পর্বতস্থিত জলধারার পতন-শব্দের দ্বারা দ্বিগুণীকৃত পর্বতগুহাস্থিত-সিংহগণের গর্জন-শ্রবণে অতিশয় দুঃখ হইয়া থাকে, এই জন্য বন দুঃখের কারণ। নির্জনবনে হিংস্রপশুগণ নিঃশঙ্ক হইয়া উন্মত্ত-ভাবে ক্রীড়া করিতে থাকে, তাহারা মনুষ্য দেখিলেই আক্রমণ করিতে থাকিত হয়, এইজন্য বন দুঃখের কারণ। সেখানে নদীসমূহ মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্রজলজন্তু-দ্বারা পরিপূর্ণ এবং পঙ্কময়, মত্তহস্তীরাও ঐ নদীসমূহে অতিকষ্টে অবতীর্ণ হইতে পারে। এইজন্য বন অতীব দুঃখের কারণ। বনের পথসমূহ লতা ও কণ্টকে পরিব্যাপ্ত, কুক্কুটকূট-শব্দে প্রতিধ্বনিত এবং জলশূন্য। ঐ সকল পথে ভ্রমণ করা অতিশয় কষ্টকর। এইজন্য বন দুঃখের কারণ।১-১০

সমস্ত দিন ভ্রমণের পরিশ্রমে কাতর হইয়া আপনা হইতে পতিত পত্রের দ্বারা নির্মিত শয্যায় রাত্রিকালে শয়ন করিতে হয়, এইজন্য বন দুঃখের কারণ। জানকি! বনে অন্যান্যবিষয়ে লোভ ত্যাগ করত বৃক্ষচ্যুত ফলের দ্বারাই দিবসে ও রাত্রিতে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, এইজন্যই বন দুঃখের কারণ। মৈথিলি! বনবাস-কালে সামর্থ্যানুসারে উপবাস করিতে হয়। মস্তকে জটাভার ও শরীরে বল্কল ধারণ করিতে হয়, সেখানে দেবতা ও পিতৃগণের বিধিপূর্বক পূজা করা অবশ্য কর্তব্য, সমাগত অতিথিগণেরও প্রত্যহই অর্চনা করিতে হয়। বনে প্রত্যহ ত্রিবারসময়ে তিনবার স্নান করা কর্তব্য। এই সকল নিয়ম পালন করিয়াই বনে বাস কর্তব্য বলিয়া বন অতিশয় দুঃখের কারণ।১১-১৫

স্বহস্তে চয়ন করা পুষ্পের দ্বারা ঋষিগণ-কথিত নিয়মে বেদিতে উপহার দিতে হয়। মিথিলারাজ-নন্দিনি! যাহারা বনে বিচরণ করিবে, তাহাদিগকে যথালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল প্রভৃতির দ্বারা আহারনির্বাহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সেখানে প্রবলবেগে বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হয়। প্রায় সকল সময়ই নিবিড় অন্ধকারে সেইস্থান আবৃত থাকে। অরণ্যে ক্ষুধাও তীব্র-ভাবে হইয়া থাকে। আরও অন্যান্য মহাভয়সমূহ ত আছেই। এইজন্য বন অতীব দুঃখের কারণ। প্রিয়ে! বনমধ্যে বহুরূপী বহু সরীসৃপ (সর্প প্রভৃতি) সদর্পে পথে পথে বিচরণ করে। সেখানে নদীর ন্যায় বক্রগতি নদী-

পাঠান্তর :—(ক)—পঙ্কবত্যস্ত দুস্তরাঃ।

সরীসৃপাশ্চ বহবো বহুরূপাশ্চ ভামিনি।
চরন্তি পথি তে দর্পাত্ততো দুঃখতরং বনম্ ॥১৯
নদীনিলয়নাঃ সর্পা নদীকুটিলগামিনঃ।
তিষ্ঠন্ত্যাবৃত্য পন্থানমতো দুঃখতরং বনম্ ॥২০
পতঙ্গা বৃশ্চিকাঃ কীটা দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ।
বাধন্তে নিত্যমবলে সর্বং দুঃখমতো বনম্ ॥২১
দ্রুমাঃ কণ্টকিনশ্চৈব কুশাঃ কাশাশ্চ ভামিনি।
বনে ব্যাকুলশাখাগ্রাস্তেন দুঃখমতো বনম্ ॥২২
কায়ক্লেশাশ্চ বহবো ভয়ানি বিবিধানি চ।
অরণ্যবাসে বসতো দুঃখমেব সদা বনম্ ॥২৩
ক্রোধ-লোভৌ বিমোক্তব্যৌ কর্তব্যা তপসে মতিঃ।
ন ভেতব্যঞ্চ ভেতব্যে দুঃখং নিত্যমতো বনম্ ॥২৪
তদলং তে বনং গত্বা ক্ষেমং নহি বনং তব।
বিদূষণমিব পশ্যামি বহুদোষকরং বনম্ ॥২৫
বনং তু নেতুং ন কৃতা মতির্যদা
বভূব রামেণ তদা মহাত্মনা।
ন তস্য সীতাবচনং চকার তৎ
ততোঽব্রবীদ্ রামমিদং সুদুঃখিতা ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥

মধ্যবর্তী জলচর সর্পগণ গমনপথ অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করে। এইজন্য বন অতীব দুঃখের কারণ।১৬-২০

সীতে! পতঙ্গ, বৃশ্চিক, কীট, দংশ (বনমক্ষিকা) ও মশকসমূহ বনবাসীকে সর্বদা যন্ত্রণা প্রদান করে। অরণ্যে সকল বৃক্ষই কণ্টকাকীর্ণ। বনভূমির সর্বত্র কুশ ও কাশের প্রাচুর্য। কণ্টকময় বৃক্ষ, কুশ ও কাশের শাখা ও অগ্রভাগ এমনভাবে আন্দোলিত হয়, তাহার জন্য বন অতিশয় দুঃখজনক হয়। এতদ্ভিন্ন আরও বহু অসুবিধা আছে। অরণ্যবাসীর শারীরিক কষ্ট যথেষ্টভাবে হইয়া থাকে। বহুবিধ ভয়ও উপস্থিত হয়। এইজন্য বন সর্বদা দুঃখের কারণ। বনে বাস করিতে হইলে ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিতে হয়, তপস্যাতেই মনস্থির করিতে হয় এবং ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও ভীতিশূন্য থাকিতে হয়, এই সকল কারণে বন সর্বদা দুঃখজনক। প্রিয়ে! এইজন্যই তোমাকে বলিতেছি, তুমি বনে যাইও না। বনবাস তোমার মঙ্গলদায়ক হইবে না। আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াই বলিতেছি যে, বন বহুদোষের কারণ। এইরূপ বলিয়া মহাত্মা রাম সীতাকে বনে লইয়া যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সীতা রামের বচন অঙ্গীকার করিলেন না। তখন তিনি অতিশয় দুঃখে রামকে বলিতে লাগিলেন।২১-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[সীতয়া স্ত্রীয়ঃ স্বাধিকার-প্রশ্নস্যোত্থাপনম্, পত্যুর্বনগমনে স্ত্রিয়াস্তদনুসরণস্যৌচিত্যপ্রদর্শনম্।]

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সীতা রামস্য দুঃখিতা।
প্রসক্তাশ্রুমুখী মন্দমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
যে ত্বয়া কীর্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি।
গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুরস্কৃতা ॥২
মৃগাঃ সিংহা গজাশ্চৈব শার্দূলাঃ শরভাস্তথা।
চমরাঃ সৃমরাশ্চৈব যে চান্যে বনচারিণঃ ।৩
অদৃষ্টপূর্বরূপত্বাৎ সর্বে তে তব রাঘব।
রূপং দৃষ্ট্বাঽপসর্পেয়ুস্তব সর্বে হি বিভ্যতি ॥৪
ত্বয়া চ সহ গন্তব্যং ময়া গুরুজনাজ্ঞয়া।
ত্বদ্ বিয়োগেন মে রাম ত্যক্তব্যমিহ জীবিতম্ ॥৫
নহি মাং ত্বৎসমীপস্থামপি শক্রোঽপি রাঘব।
সুরাণামীশ্বরঃ শক্রঃ প্রধর্ষয়িতুমোজসা ॥৬
পতিহীনা তু যা নারী সা ন শক্ষ্যতি জীবিতুম্।
কামমেবংবিধং রাম ত্বয়া মম নিদর্শিতম্ ॥৭
অথাপি চ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণানাং ময়া শ্রুতম্।
পুরা পিতৃগৃহে সত্যং বস্তব্যং কিল মে বনে ॥৮
লাক্ষণেভ্যো (ক) দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রুত্বাহং বচনং গৃহে।
বনবাসকৃতোৎসাহা নিত্যমেব মহাবল ॥৯
আদেশো বনবাসস্য প্রাপ্তব্যঃ স ময়া কিল।
সা ত্বয়া সহ ভর্ত্রাহং যাস্যামি প্রিয় নান্যথা ॥১০

ঊনত্রিংশ সর্গ

[সীতা কর্তৃক স্ত্রীর স্বাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন ও পতির বনগমনে স্ত্রীর তদনুসরণের ঔচিত্য প্রদর্শন।]

জনকনন্দিনী রামের বচন শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অশ্রুধারায় তাঁহার বদন প্লাবিত হইল। এই অবস্থায় মৃদুস্বরে তিনি রামকে বলিলেন,—আর্যপুত্র! বনবাস-সম্বন্ধে যে সকল দোষের কথা তুমি বলিতেছ, আমার পক্ষে সেই সকল দোষকে তুমি গুণ বলিয়া মনে করিতে পার, যেহেতু আমি তব স্নেহপক্ষা। (যে তোমার স্নেহ পায়, তাহার নিকট দোষ বলিয়া কিছু থাকে না, সব কিছুই গুণ হইয়া যায়।) বনে যে সকল মৃগ, সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, শরভ (অষ্টসংখ্যকপদযুক্ত হিংস্রজন্তু), চমর ও সৃমর এবং অন্যান্য বন্যজন্তু আছে। রঘুনন্দন! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব রূপ দর্শন করিয়া তাহারা পলায়ন করিবে, যেহেতু সকল প্রাণীই তোমাকে ভয় করিয়া থাকে। আমি গুরুজনের অনুমতিক্রমে তোমার সহিত অবশ্যই যাইব। প্রিয়! তোমার বিরহে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।১-৫

রঘুনন্দন! আমি যদি তোমার নিকটে অবস্থান করি, তাহা হইলে দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রও আমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। প্রিয়! তুমিই ত আমাকে এইরূপ বহু উপদেশ দিয়াছ যে, যে নারী পতিহীনা হয়, সে কখনও জীবিত থাকিতে পারে না। মহাপ্রাজ্ঞ! বনবাস বহুদোষযুক্ত হইলেও আমাকে নিশ্চয়ই বনে বাস করিতে হইবে—এই কথা পূর্বে পিতৃগৃহে থাকার সময় আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট শুনিয়াছি। মহাবীর! হস্তরেখা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিয়া সেই সময় হইতেই সর্বদা বনে বাস করিতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণগণ যখন বলিয়াছেন যে, আমাকে বনবাস করিতেই হইবে, তখন তাহা অবশ্যই কর্তব্য। প্রিয়! আমি তোমার সহিত যাইব, ইহার অন্যথা হইতে পারে না।৬-১০

আমি ব্রাহ্মণগণের বাক্য পালন করিব, সেইজন্য তোমার সহিত বনে গমন করিব। এক্ষণে আমার বনগমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ

পাঠান্তর :—(ক) লক্ষণেভ্যো—।

কৃতাদেশা ভবিষ্যামি গমিষ্যামি ত্বয়া সহ।
কালশ্চায়ং সমুৎপন্নঃ সত্যবাগ্ ভবতু দ্বিজঃ ॥১১
বনবাসে হি জানামি দুঃখানি বহুধা কিল।
প্রাপ্যন্তে নিয়তং বীর পুরুষৈরকৃতাত্মভিঃ ॥১২
কন্যয়া চ পিতুর্গেহে বনবাসঃ শ্রুতো ময়া।
ভিক্ষিণ্যাঃ শমবৃত্তায়া মম মাতুরিহাগ্রতঃ ॥১৩
প্রসাদিতশ্চ বৈ পূর্বং ময়া বহুবিধং প্রভো (ক)
গমনং বনবাসস্য কাঙ্ক্ষিতং হি সহ ত্বয়া ॥১৪
কৃতক্ষণাহং ভদ্রং তে গমনং প্রতি রাঘব।
বনবাসস্য শূরস্য মম চর্য্যা হি রোচতে ॥১৫
শুদ্ধাত্মন্ প্রেমভাবাচ্চ ভবিষ্যামি বিকল্মষা।
ভর্তারমনুগচ্ছন্তী ভর্তা হি মমদৈবতম্ (খ) ॥১৬
প্রেত্যভাবে হি কল্যাণঃ সঙ্গমো মে সদা ত্বয়া।
শ্রুতিহি শ্রূয়তে পুণ্যা ব্রাহ্মণানাং যশস্বিনাম্ ॥১৭
ইহ লোকে চ পিতৃর্ভির্যা স্ত্রী দত্তা মহাবল।
অস্মিংস্তস্যা স্বধর্মেণ প্রেত্যভাবেঽপি তস্য সা ॥১৮
এবমস্মাৎ স্বকাৎ নারীং সুবৃত্তাং হি পতিব্রতাম্।
নাভিরোচয়সে নেতুং ত্বং মাং কেনেহ হেতুনা ॥১৯
ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখ-দুঃখয়োঃ।
নেতুমর্হসি কাকুৎস্থ সমানসুখ-দুঃখিনীম্ ॥২০
যদি মাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি।
বিষমগ্নিং জলং বাঽস্থাস্যে মৃত্যুকারণাৎ ॥২১

সত্যবাদী হউন। বনবাসে বহুপ্রকারের দুঃখসমূহ উপস্থিত হয়, তাহা আমি জানি। মহাবীর! অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা ঐ সকল দুঃখ ভোগ করে। আমার কন্যাবস্থায় পিতৃগৃহে থাকা-কালে আমার মাতার নিকট সদাচার-সম্পন্না তপস্বিনী এক মহিলা বনবাসের কথা বলিয়াছিলেন। আমি সেই সময় সেই কথা শুনিয়াছিলাম। প্রভো! আমি তোমাকে অনেকবার প্রসন্ন করিয়াছি। তোমার সহিত বনবাসে গমন আমার অতীব প্রার্থনার বিষয়। রঘুনন্দন! আমি বনে গমন করিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমাকে গমনে অনুমতি দাও। পিতৃসত্য-পালনে বনবাসী তুমি মহাবীর। তোমার পরিচর্য্যা আমার অতিশয় আনন্দের কারণ।১১-১৫

প্রিয়! তুমি বিশুদ্ধাত্মা ও আমার পতি, আমি প্রীতিবশত তোমার অনুগামিনী হইলে অতিশয় শুচি হইব, যেহেতু ভর্তাই স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা। আমি তোমার অনুগামিনী হইলে পরলোকেও তোমার মঙ্গলময় সঙ্গ লাভ করিতে পারিব। আমি যশস্বী ব্রাহ্মণগণের মুখে উত্তম শাস্ত্রবাক্য শুনিয়াছি যে—ইহলোকে পিতামাতা প্রভৃতি সুজনবর্গ স্ব স্ব ধর্মানুসারে সম্প্রদানের দ্বারা যে কন্যাকে যাহার নিকট প্রদান করেন, সেই কন্যা ইহলোকে সেই পুরুষের স্ত্রী এবং পরলোকেও তাঁহারই স্ত্রী। আমি তোমার পত্নী। আমি সচ্চরিত্রা ও পতিব্রতা। তথাপি কি কারণে তুমি আমাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছুক হইতেছ না? কাকুৎস্থ! আমি পতিব্রতা ও তোমার সেবিকা। তোমার বিরহে আমার দৈন্যের সীমা থাকিবে না। আমি সুখে ও দুঃখে একরূপই থাকি এবং তোমার সুখকে সুখ ও তোমার দুঃখকেই দুঃখ মনে করি। অতএব আমাকে সঙ্গে লওয়া তোমার কর্তব্য।১৬-২০

আমাকে এইরূপ দুঃখিত দেখিয়াও যদি বনে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে মৃত্যুর জন্য বিষপান করিব কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করিব অথবা জলে নিমজ্জিত হইব। সীতাদেবী এইরূপে বহুভাবে রামের নিকট বনগমনের প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু মহাবাহু রাম নির্জনবনে তাঁহাকে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। রামের অসম্মতিসূচক বাক্য শুনিয়া সীতা অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি তাঁহার নয়ন হইতে বিগলিত

পাঠান্তর :—(ক)—ত্বয়া যে বহুশিঃ প্রভো।
(খ)—ভর্তা হি পরমো দেবতম্

এবং বহুবিধং তং সা যাচতে গমনং প্রতি।
নানুমেনে মহাবাহুস্তাং নেতুং বিজনং বনম্ ॥২২
এবমুক্তা তু সা চিন্তাং মৈথিলী সমুপাগতা।
স্রাপয়ন্তীব গাত্রাণি বাষ্পার্দ্রৈরশ্রুবিন্দুভিঃ ॥২৩

চিন্তয়ন্তীং তদা তাং তু নিবর্ত্তয়িতুমাত্মবান্।
ক্রোধাবিষ্টাস্তু বৈদেহীং কাকুৎস্থো বহু সান্ত্বয়ন্(ক) ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ।

উক্ত অশ্রুধারায় পৃথিবীকে যেন সিক্ত করিতে লাগিলেন। চিন্তাপরায়ণা ও কুপিতা সীতাকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ধৈর্য্যবান্ রাম যত্নভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ॥২১-২৪

পাঠান্তর :—(ক)—বহুধাত্মবৎ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশঃ সর্গঃ

সীতয়া সহ বনগমনে রামস্য সম্মতিঃ।]

সান্ত্ব্যমানা তু রামেণ মৈথিলী জনকাত্মজা।
বনবাসনিমিত্তার্থং ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
সা তমুত্তমসংবিগ্না সীতা বিপুলবক্ষসম্।
প্রণয়াচ্চাভিমানাচ্চ পরিচিক্ষেপ রাঘবম্ ॥২
কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্ ॥৩
অনৃতং বত লোকোঽয়মজ্ঞানাদ্ যদি বক্ষ্যতি।
তেজো নাস্তি পরং রামে তপ্তীব দিবাকরে ॥৪

কিং হি কৃত্বা বিষণ্ণস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে।
যৎ পরিত্যক্তুকামস্ত্বং মামনন্যপরায়ণাম্ ॥৫
দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্ত্তিনীম্ ॥৬
ন ত্বহং মনসা ত্বন্যং দ্রষ্টাস্মি ত্বদৃতেঽনঘ।
ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যা কুলপাংসনী ॥৭
স্বয়ং তু ভার্য্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্।
শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি ॥৮

ত্রিংশ সর্গ

[সীতার সহিত বনগমনে রামের সম্মতি।]

রাম এইভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকিলে মিথিলারাজপুত্রী জানকী বনবাসের অনুমতিলাভের জন্য স্বামীকে বলিলেন। সেই সময় তিনি অতিশয় উদ্বেগযুক্ত হইয়া প্রণয় ও অভিমানের বশে বিশালবক্ষঃস্থলবিশিষ্ট রামকে নিরূপ করিতে লাগিলেন। সীতা বলিলেন,—সুন্দর! তুমি পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক, ইহা জানিয়াই কি আমার পিতৃদেব মিথিলাপতি জনক তোমাকে জামাতা হইবার যোগ্য মনে করিয়াছিলেন? দেখ, তুমি যদি আমাকে সঙ্গে না লইয়া যাও, তাহা হইলে সাধারণলোক প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া তোমার সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাইবে। সাধারণলোক বলিবে যে—রাম দীপ্তদিবাকরতুল্য হইলেও বস্তুতঃ তাঁহার সামান্য তেজও নাই। রাজপুত্র! তুমি কি চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ হইতেছ? তোমার ভয়ের কারণ কি?—যাহার জন্য একমাত্র তোমাতেই অনুরাগবতী পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছ? ১-৫

দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র বীর্য্যবান্ সত্যবানের অনুগামিনী সাবিত্রীর মত তুমি আমাকে স্বদীয় বশীভূতা ও অনুগামিনী বলিয়া জানিও। নিষ্পাপ! প্রিয়!

যস্য পথ্যঞ্চ রামাস্য যস্য চার্ষেঽবরুধ্যসে।
ত্বং তস্য ভব বশ্যশ্চ বিধেয়শ্চ সদানঘ ॥৯
স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি।
তপো বা যদি বাঽরণ্যং স্বর্গো বা স্যাদ্বয়া সহ ॥১০
ন চ মে ভবিতা তত্র কশ্চিৎ পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব ॥১১
কুশ-কাশ-শরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তূলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া ॥১২
মহাবাতসমুদ্ধূতং ধর্ষ্যমাণমবকরিষ্যতি।
রজো রমণ তন্মন্যে পরার্ধ্যমিব চন্দনম্ ॥১৩
শাদ্বলেষু যদা শিশ্যে বনান্তরনগোচরা।
কুথাস্তরণযুক্তেষু কিং স্যাৎ সুখতরং ততঃ ॥১৪
পত্রং মূলং ফলং যদ্ধু অল্পং বা যদি বা বহু।
দাস্যসে স্বয়মাহৃত্য তন্মেঽমৃতরসোপমম্ ॥১৫
ন মাতুর্ন পিতুস্তত্র স্মরিষ্যামি ন বেশ্মনঃ।
আর্তবান্যুপভুঞ্জানা পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥১৬
ন চ তত্র ততঃ কিঞ্চিদ্দ্রষ্টুমর্হসি বিপ্রিয়ম্।
মৎকৃতে ন চ তে শোকো ন ভবিষ্যামি দুর্ভরা ॥১৭
যত্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যত্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ ॥১৮
অথ মামেবমব্যগ্র্যাং বনং নৈব নয়িষ্যসে।
বিষমদ্যৈব পাস্যামি মা বশং দ্বিষতাং গমম্ ॥১৯
পশ্চাদপি হি দুঃখেন মম নৈবাস্তি জীবিতম্।
উজ্ঝিতায়াস্ত্বয়া নাথ তদৈব মরণং বরম্ ॥২০
ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে।
কিং পুনর্দশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকঞ্চ দুঃখিতা ॥২১

আমি কুলটা নারীর মত মনেও তোমা ভিন্ন অন্যপুরুষকে কখনও দর্শন করিনা। অতএব আমি তোমার সহিত গমন করিব। আমি কুমারী অবস্থাতেই তোমার ভার্য্যা হইয়াছি। পতিব্রতা হইয়া বহুদিন তোমার নিকট বাস করিতেছি। কিন্তু অদ্য তুমি ইহা কি করিতেছ? যাহারা নিজপত্নীকে অন্যের নিকট রাখিয়া জীবিকানির্বাহ করে, তাহাদের ন্যায় তুমি আমাকে অপরের নিকট রাখিতে চাহিতেছ? পাপমুক্ত! রঘুনন্দন! যে ভরতের অনুকূল আচরণ করিতে তুমি আমাকে নির্দেশ দিলে, যাহার জন্য তোমার অভিষেক স্থগিত হইয়াছে, তুমিই তাহার বশবর্ত্তী ও হিতকারী হও। আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, আমাকে সঙ্গে না লইয়া তুমি কখনই বনে যাইতে পারিবে না। তপস্যা, অরণ্যবাস কিংবা স্বর্গলাভ, যাহাই আমার হউক না কেন, তাহা তোমার সহিতই হইবে, তোমাকে ছাড়িয়া নহে।৬-১০

তোমার পশ্চাতে গমন করিতে থাকিলে বনপথে আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হইবে না, বরং বিহারশয্যায় গমনের ন্যায় সুখকরই হইবে। তোমার সহিত গমন করিলে পথিস্থিত কুশ, কাশ, শর, ঈষীকা ও অন্যান্য কণ্টকময় বৃক্ষসমূহ আমার নিকট তূলা ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ হইবে। প্রিয়! প্রবলবায়ুর প্রবাহে উত্থিত ধূলিসমূহ যখন আমাকে আচ্ছাদিত করিবে, তখন আমি মনে করিব যে, ঐ ধূলিসমূহ উৎকৃষ্ট চন্দনের অনুলেপন। বনে গমন করিয়া যখন বনমধ্যে দূর্বাদি-তৃণপূর্ণ ভূমিতে তোমার সহিত শয়ন করিব, তখন আমার যে সুখ হইবে, তুমি কি মনে কর যে, বিচিত্রকম্বল ও আস্তরণযুক্ত শয্যায় শয়ন করিলে তদপেক্ষা অধিক সুখ হয়? তুমি নিজে সংগ্রহ করিয়া পত্র, মূল, ফল যাহা দিবে, তাহা অল্পই হউক আর অধিকই হউক, আমার নিকট তাহা অমৃত-তুল্য মধুর হইবে।১১-১৫

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাবিধ পুষ্প ও ফল উপভোগ করিতে করিতে মাতা, পিতা ও গৃহের কথাও স্মরণ করিব না। আমি তোমার সঙ্গে গেলে আমার জন্য তোমাকে কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হইবে না, আমার জন্য শোকও পাইতে হইবে না। আমার ভরণপোষণে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। প্রিয়! তোমার সহিত থাকাই আমার স্বর্গ, তোমার বিরহই আমার নরক। তুমি আমার এইরূপ দৃঢ় প্রণয় জানিয়া আমার সহিতই গমন কর। বনে যাইতে আমার কিছুমাত্র উদ্বেগ বা ভয় নাই, তথাপি যদি তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি অদ্যই বিষপান করিব, কিছুতেই শত্রুজনের বশে যাইব না। নাথ! তুমি এখানে আমাকে

ইতি । শোকসন্তপ্তা বিলপ্য করুণং বহু ।
চুক্রোশ পতিমাসাদ্য ভূশমার্নিস্য সম্ভ্রমম্ ॥২২
সা বিদ্ধা বহুভির্বাক্যৈর্দিগ্ধৈরিব গজাঙ্গনা ।
চিরসন্নিয়তং বাষ্পং মুমোচাগ্নিমিবারণিঃ ॥২৩
তস্যাঃ স্ফটিকসঙ্কাশং বারি সন্তাপসম্ভবম্ ।
নেত্রাভ্যাং পরিসুস্রাব পঙ্কজাভ্যামিবোদকম্ ॥২৪
তৎসিতামলচন্দ্রাভং মুখমায়তলোচনম্ ।
পর্য্যশুষ্যত বাষ্পেণ জলোদ্ধূতমিবাম্বুজম্ ॥২৫
তাং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং বিসংজ্ঞামিব দুঃখিতাম্ ।
উবাচ বচনং রামঃ পরিবিশ্বাসয়ংস্তদা ॥২৬
ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে ।
নহি মেঽস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ স্বয়ম্ভোরিব সর্বতঃ ॥২৭
তব সর্বমভিপ্রায়মবিজ্ঞায় শুভাননে ।
বাসং ন রোচয়েঽরণ্যে শক্তিমানপি রক্ষণে ॥২৮
যৎ সৃষ্টাসি ময়া সার্ধং বনবাসায় মৈথিলি ।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা প্রীতিরাত্মবতা যথা ॥২৯
ধর্মস্তু গজনাসোরু সদ্ভিরাচরিতঃ পুরা ।
তং চাহমনুবর্তিষ্যে যথা সূর্য্যং সুবর্চলা ॥৩০
ন খল্বহং ন গচ্ছেয়ং বনং জনকনন্দিনি ।
বচনং তন্ত্বরতি মাং পিতুঃ সত্যোপবৃংহিতম্ ॥৩১
এষ ধর্মশ্চ সুশ্রোণি পিতুর্মাতুশ্চ বশ্যতা ।
আজ্ঞাং চাহং ব্যতিক্রম্য নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৩২
অস্বাধীনং কথং দৈবং প্রকারৈরভিরাধ্যতে ।
স্বাধীনং সমতিক্রম্য মাতরং পিতরং গুরুম্ ॥৩৩

রাখিয়া বনগমন করিলে পরবর্তী কালে তোমার বিরহ-দুঃখে আমার মরণ যখন সুনিশ্চিতই, তখন তোমার বনগমন-সময়ে তোমার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেষ্ঠ মনে করি ।১৬-২০

অধিক কি বলিব, চতুর্দশবৎসরের কথা দূরে থাকুক, দুঃখিনী আমি তোমার বিরহের শোক একমুহূর্তও সহ্য করিতে পারিব না। শোকসন্তপ্তা সীতাদেবী অতিশয় খেদে এইভাবে বহুপ্রকারে করুণ বিলাপ করিয়া নিজপ্রিয়তমকে দৃঢ়তার সহিত আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বনগমন-নিবর্তক বহুতর বাক্যবাণে আহত হইয়া বিষলিপ্তবাণের দ্বারা বিদ্ধ হস্তিনীর ন্যায় কাতর হইয়া পড়িলেন। অরণিকাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গিরণ করে, সেইরূপ তিনি বহুক্ষণ যাবৎ নিরুদ্ধ অশ্রুধারা মোচন করিলেন। জল হইতে উদ্ভূত পদ্মদ্বয় হইতে যেমন জলবিন্দু নিঃসৃত হয়, রামপ্রিয়ার নয়নদ্বয় হইতে সেইরূপ স্ফটিকতুল্য শুভ্র সন্তাপজাত অশ্রুবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল। নির্মলপূর্ণচন্দ্র-তুল্য বিশালনয়নসমন্বিত তাঁহার মুখমণ্ডল বহুক্ষণ পূর্বে জল হইতে উদ্ভূত পদ্মের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল ।২১-২৫

তখন প্রায়সংজ্ঞাহীনা অতিদুঃখিতা প্রিয়াকে দুই বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া রাম তাঁহাকে সঙ্গিনী করিবেন বলিয়া বিশ্বাস উৎপাদনপূর্বক বলিলেন,—দেবি! তোমাকে দুঃখ দিয়া আমি স্বর্গও কামনা করি না। তুমি জানিও যে, স্বয়ম্ভুরক্ষার ন্যায় কাহারও নিকট হইতে আমার সামান্যও ভয় হয় না। অরণ্যে তোমার রক্ষণে আমি সর্বথা সমর্থ। সুবুদ্ধি! তথাপি তোমার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে না জানিয়া তোমাকে বনবাসে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করি নাই। মৈথিলি! আমার সহিত বনবাস করিবার জন্যই বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেমন সর্বভূতে দয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হস্তিশুণ্ডতুল্য উরুদ্বয়বতি! সুন্দরি! পূর্বকালে সজ্জন রাজর্ষিগণ বনমধ্যে সপত্নীক হইয়া যে ধর্মের আচরণ করিয়াছিলেন, আমিও সপত্নীক হইয়া সেই ধর্মের অনুষ্ঠান করিব। সুবর্চলার সূর্য্যের অনুগমনের ন্যায় তুমি আমার অনুগমন কর ।২৬-৩০

জনকনন্দিনি! আমি বনে যাইব না—ইহা ত কিছুতেই সম্ভব নয়, পিতার প্রতিজ্ঞারূপ বাক্যই আমাকে বনে লইয়া যাইতেছে। নিতম্বিনি! পিতামাতার বাধ্য হওয়া পুত্রের প্রধান ধর্ম। তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিনা। পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ গুরু। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মানুষ অপ্রত্যক্ষ দৈবের বহুভাবে

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIV

শ্রীশ্রীভগবন্নাম-মহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদা সর্ব্বত্র সেব্যতং বিষ্ণুধর্ম্মে—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নামি লুব্ধক ॥৬৯

হে লুব্ধক! শ্রীহরির নামকীর্ত্তনে দেশকালের কোন নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্ট আদিতেও কোন নিষেধ নাই ॥৬৯

স্কান্দে বৈশাখমাহাত্ম্যে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ ॥৭০

চক্রধারীর নামসকল সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিবে, তাঁহার কীর্ত্তনে অশৌচ নাই, যেহেতু তিনি পবিত্রকারী ॥৭০

পুনঃ স্কান্দে

ন দেশ-কালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রনামৈতদ্রাম কামিতকামদম্ ॥৭১

এই নাম দেশ, কাল, অবস্থা, শুদ্ধাদির অপেক্ষা করেন না। কিন্তু স্বতন্ত্র নাম কামিগণের কাম্য প্রদান করিয়া থাকেন ॥৭১

বেঙ্কটেশ-সংহিতায়াম্

ন দেশ-কালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
সর্ব্বদা সর্ব্বত্রনামের রাম রামেতি মুচ্যতে ॥৭২

হে রাজন্! রাম রাম এই নাম শ্রেষ্ঠ সঙ্কীর্ত্তন বলিয়া কথিত হয়। ইহাতে দেশ, কাল, শৌচ, অশৌচের নিয়ম নাই ॥৭২

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যম্—

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে ॥৭৩

কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সর্ব্বদা।
বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥৭৪

হে রাজন্! বিষ্ণুর নামকীর্ত্তনে অযোধ্যা, বৃন্দাবন আদি পবিত্র দেশ কিম্বা চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ আদি পবিত্রকালের নিয়ম নাই; ইহাতে সন্দেহ করিবে না। দানে, যজ্ঞে, স্নানে, জপে কালের নিয়ম আছে কিন্তু বিষ্ণুর নামসঙ্কীর্ত্তনে এ জগতে কোন কালের ব্যবস্থা নাই ॥৭৩-৭৪

দ্বিতীয় বর্ষ, চৈত্র, ১৩৭০] [দশম সংখ্যা—মদনভঞ্জিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্ত্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা। [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জগদ্গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী শাস্ত্রাচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, গুরিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রাধাবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই চৈত্র, ১৩৭০।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রমূলক মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা সত্বরই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। এই আর্য্যশাস্ত্রের প্রথমবর্ষে মন্বাদি বিংশতি সংহিতা ও অন্যান্য দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার-কামনায় তাহার বার্ষিক মূল্য ১৫'০০ টাকার স্থলে ১০'০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ওরতপুর-কুণ্ড
সোঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রপ্রেমী মহাপ্রাণ গ্রাহকবর্গের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, পরমপূজ্য শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথমহারাজের নির্দেশানুযায়ী পূর্বে বিঘোষিত আর্য্যশাস্ত্রের প্রতিসংখ্যা ১৮ ফরমা স্থলে প্রকাশন-সৌকর্য্যের জন্য বর্তমানে কোন মাসে সাড়ে ১৪ ফরমা, কোন মাসে ২১ ফরমা ও কোন মাসে তদপেক্ষা ন্যূন ফরমার প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের এই অপরিহার্য্য নীতিপরিবর্তনের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও সহৃদয় গ্রাহকবর্গের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি।

যত্র ত্রয়ং ত্রয়ো লোকাঃ পবিত্রং তৎসমং ভুবি।
নান্যদস্তি শুভাপাঙ্গে তেনেদমভিরাধ্যতে ॥৩৪
ন সত্যং দান-মানৌ বা যজ্ঞো বাপ্যাপ্তদক্ষিণাঃ।
তথা বলকরাঃ সীতে যথা সেবা পিতুর্মতা ॥৩৫
স্বর্গো ধনং বা ধান্যং বা বিদ্যাঃ পুত্রাঃ সুখানি চ।
গুরুবৃত্ত্যনুরোধেন ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্ ॥৩৬
দেব-গন্ধর্ব-গোলোকান্ ব্রহ্মলোকাংস্তথাপরান্।
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতাপিতৃপরায়ণাঃ ॥৩৭
স মাং পিতা যথা শাস্তি সত্যধর্মপথে স্থিতঃ।
তথা বর্তিতুমিচ্ছামি স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৩৮
মম সন্নাহমতিঃ সীতে নেতুং ত্বাং দণ্ডকাবনম্।
বসিষ্যামীতি যা ত্বং মামনুগন্তুং সুনিশ্চিতা ॥৩৯
সা হি দিষ্টানবদ্যাঙ্গি বনায় মদিরেক্ষণে।
অনুগচ্ছস্ব মাং ভীরু সহধর্মচরী ভব ॥৪০
সর্বথা সদৃশং সীতে মম স্বস্য কুলস্য চ।
ব্যবসায়মনুক্রান্তা কান্তে ত্বমতিশোভনম্ ॥৪১
আরভস্ব শুভশ্রোণি বনবাসক্ষমাঃ ক্রিয়াঃ।
নেদানীং ত্বদৃতে সীতে স্বর্গোঽপি মম রোচতে ॥৪২
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ রত্নানি ভিক্ষুকেভ্যশ্চ ভোজনম্।
দেহি চাশংসমানেভ্যঃ সংহরস্ব চ মা চিরম্ ॥৪৩
ভূষণাদি মহার্হাণি বরবস্ত্রাণি যানি চ।
রমণীয়াশ্চ যে কেচিৎ ক্রীড়ার্থাশ্চাপ্যুপস্করাঃ ॥৪৪
শয়নীয়ানি যানানি মম চাত্মনি যানি চ।
দেহি স্বভৃত্যবর্গস্য ব্রাহ্মণানামনন্তরম্ ॥৪৫

ও অনুগামিনী বলিয়া জানিও। নিষ্পাপ! প্রিয়! আরাধনা করে কেন? সুনয়নে! পিতামাতার আরাধনায় ধর্ম, অর্থ ও কাম পাওয়া যায়, তাহাতেই ত ত্রিলোক লাভ হয়। পিতামাতার আরাধনাতুল্য পবিত্রকার্য্য সংসারে আর নাই। এইজন্য আমি তাঁহাদের আরাধনা করিতেছি। প্রিয়ে! পিতৃসেবা যেরূপ পারলৌকিক সুখদান করে, সত্য, দান, মান ও বহুদক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞও ঐরূপ পারলৌকিক সুখদান করিতে পারে না।৩১-৩৪

পিতামাতার অভিপ্রায় অনুসারে চলিলে স্বর্গ, ধন, ধান্য, বিদ্যা, পুত্র ও সুখ কিংবা অন্য কিছুই দুর্লভ হয় না। মাতাপিতার সেবাপরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তিগণ দেবলোক, গন্ধর্বলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক ও অন্যান্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সত্যনিষ্ঠ ধর্মপথে স্থিত পিতৃদেব আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি সেইরূপই করিতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার নিকট সনাতন-ধর্ম। প্রেয়সি! "আমি বনবাস করিব" এই বলিয়া তুমি যখন আমার অনুগমনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ, তখন তোমাকে দণ্ডকারণ্যে লইতে আমার অনিচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। শুভাঙ্গি! সুলোচনে! আমি বনে যাইতে তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি আমার অনুগমন কর এবং সহধর্মচারিণী হও।৩৫-৩৯

প্রিয়ে! সীতে! তুমি যে আমার অনুগমন করিতে নিশ্চয় করিয়াছ, ইহা আমার ও তোমার বংশের উপযুক্তই হইয়াছে। ইহা অতিশয় সুন্দর কার্য্য। সুন্দরি! তুমি এক্ষণে বনবাসের পূর্বে করণীয়-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ কর। তোমাকে ছাড়িয়া এক্ষণে আমার স্বর্গে স্পৃহা নাই। তুমি ব্রাহ্মণগণকে রত্ন প্রভৃতি এবং প্রার্থী ভিক্ষুকগণকে ভোজ্যদ্রব্য প্রদান কর। সকল কার্য্যই সত্বর সম্পন্ন কর, বিলম্ব করিও না। তোমার ও আমার যে সকল মহামূল্য অলঙ্কার, উত্তম উত্তম বস্ত্র, রমণীয় স্বর্ণাদিনির্মিত ক্রীড়া-সামগ্রী, শয্যা, যান এবং অন্যান্য ব্যবহার্য্য যে সকল বস্তু আছে, সেই সকল বস্তু ব্রাহ্মণগণকে দান করার পর নিজভৃত্যগণকেও প্রদান কর। তখন সীতাদেবী নিজের বনগমন পতির অনুকূল হইয়াছে জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সত্বর দানাদিকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনুকূলং তু সা ভর্তুর্জ্ঞাত্বা গমনমাত্মনঃ।
ক্ষিপ্রং প্রমুদিতা দেবী দাতুমেব প্রচক্রমে ॥৪৬
ততঃ প্রহৃষ্টা প্রতিপূর্ণমানসা
যশস্বিনী ভর্তুরবেক্ষ্য ভাষিতম্।
ধনানি রত্নানি চ দাতুমঙ্গনা
প্রচক্রমে ধর্মভৃতাং মনস্বিনী ॥৪৭*

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ।

যশস্বিনী জানকী পতির বাক্য শুনিয়া হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল। মনস্বিনী রামপ্রিয়া বিলম্ব না করিয়া ধার্মিকগণকে ধন ও রত্নসমূহ দান করিতে উপক্রম করিলেন ॥৪০-৪৬

* কোন কোন গ্রন্থে ৪৭ নং শ্লোকটি অতিরিক্ত দেখা যায়।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ সর্গঃ

[রামং প্রতি বনগমনাকাঙ্ক্ষি-লক্ষ্মণস্যোক্তিঃ, রামস্য লক্ষ্মণং প্রতি বনগমন-নিবারণার্থমুপদেশঃ, তয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী চ।]

এবং শ্রুত্বা স সংবাদং লক্ষ্মণঃ পূর্বমাগতঃ।
বাষ্পপর্য্যাকুলমুখঃ শোকং সোঢ়ুমশক্নুবন্ ॥১
স ভ্রাতুশ্চরণৌ গাঢ়ং নিপীড্য রঘুনন্দনঃ।
সীতামুবাচাতিদুঃখাং রাঘবঞ্চ মহাব্রতম্ ॥২
যদি গন্তুং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগ-গজায়ুতম্।
অহং ত্বামুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ ॥৩
মৃগ্না দমেতোহরণ্যানি রম্যাণি বিচরিষ্যসি।
পক্ষিভির্ভৃঙ্গযূথৈশ্চ (ক) সংঘুষ্টানি সমন্ততঃ ॥৪
ন দেবলোকাক্রমণং নামরত্বমহং বৃণে।
ঐশ্বর্য্যং চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা ॥৫
এবং ব্রুবাণঃ সৌমিত্রির্বনবাসায় নিশ্চিতঃ।
রামেণ বহুভিঃ সান্ত্বৈর্নিষিদ্ধঃ পুনরব্রবীৎ ॥৬
অনুজ্ঞাতস্ত্ব ভবতা পূর্বমেব যদস্ম্যহম্।
কিমিদানীং পুনরপি ক্রিয়তে মে নিবারণম্ ॥৭

একত্রিংশ সর্গ

[রামের প্রতি বনগমনাভিলাষি-লক্ষ্মণের উক্তি, লক্ষ্মণের প্রতি বনগমন-নিবারণার্থ রামের উপদেশ ও তাঁহাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি।]

লক্ষ্মণ পূর্বেই সেইস্থানে আসিয়া রাম ও সীতার কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। তাহাতে অশ্রুজলে তাঁহার মুখমণ্ডল প্লাবিত হইয়া গেল। রঘুনন্দন লক্ষ্মণ রামের বিরহজাত শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্রজের চরণদ্বয় দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন এবং অগ্রজকে ও বশস্বিনী জানকীকে বলিলেন,—যদি আপনারা মৃগ-হস্তী আদি পশুপরিপূর্ণ বনে যাইতেই নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি ধনুর্ধারী হইয়া আপনাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিব। অগ্রজ! আপনি আমার সহিত পক্ষীদের কূজনে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত রমণীয় অরণ্যে বিচরণ করিবেন। আমি আপনাকে ছাড়িয়া দেবলোকে গমন বা দেবত্ব কামনা করি না। আপনার সান্নিধ্য না পাইলে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যও আমার কামনা-বিষয় হইতে পারে না ॥১-৫

রামের সহিত বনবাস করিতে নিশ্চয় করিয়া সুমিত্রা-

পাঠান্তর :—(ক) পক্ষিভির্ভৃঙ্গযূথৈশ্চ—।

যদর্থং প্রতিষেধো মে ক্রিয়তে গন্তুমিচ্ছতঃ।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং সংশয়ো হি মমানঘ ॥৮
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রামো লক্ষ্মণমগ্রতঃ।
স্থিতং প্রাগ্‌গামিনং ধীরং যাচমানং কৃতাঞ্জলিম্ ॥৯
স্নিগ্ধো ধর্মরতো ধীরঃ সততং সৎপথে স্থিতঃ।
প্রিয়ঃ প্রাণসমো বশ্যো বিজেয়শ্চ সখা চ মে ॥১০
ময়াদ্য সহ সৌমিত্রে ত্বয়ি গচ্ছতি তদ্বনম্।
কোঽভিষিঞ্চতি কৌসল্যাং সুমিত্রাং বা যশস্বিনীম্ ॥১১
অভিবর্ষতি কামৈর্যঃ পর্জন্যঃ পৃথিবীমিব।
স কামপাশপর্যস্তো মহাতেজা মহীপতিঃ ॥১২
সা হি রাজ্যমিদং প্রাপ্য নৃপস্যাশ্বপতেঃ সুতা।
দুঃখিতানাং সপত্নীনাং ন করিষ্যতি শোভনম্ ॥১৩
ন ভরিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাঞ্চ দুঃখিতাম্।
ভরতো রাজ্যমাসাদ্য কৈকেয্যাং পর্য্যবস্থিতঃ ॥১৪
তামার্য্যাং স্বয়মেবেহ রাজানুগ্রহণেন বা।
সৌমিত্রে ভর কৌসল্যামুক্তমর্থমবাপ্নুহি ॥১৫
এবং ময়ি চ তে ভক্তির্ভবিষ্যতি সুদর্শিতা।
ধর্মজ্ঞ গুরুপূজায়াং ধর্মশ্চাপ্যতুলো মহান্ ॥১৬
এবং কুরুষ্ব সৌমিত্রে মৎকৃতে রঘুনন্দন।
অস্মাভির্বিপ্রহীণায়া মাতুর্নো ন ভবেৎ সুখম্ ॥১৭
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ শুভয়া গিরা।
প্রত্যুবাচ তদা রামং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্।
তবৈব তেজসা বীর ভরতঃ পূজয়িষ্যতি।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ প্রয়তো নাস্তি সংশয়ঃ ॥১৯

নন্দন এইরূপ বলিলে পর শ্রীমান্ রাম বহুবিধ সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া নিষেধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ পুনর্বার বলিলেন,—অগ্রজ! আপনি পূর্বেই বলিয়াছেন যে, আমি যেন সকল সময় আপনার অনুগামী হই। তাহা হইলে এক্ষণে কেন আমাকে অনুগামী হইতে নিষেধ করিতেছেন? নিষ্পাপ! আমি গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তথাপি আপনি যে কারণে আমাকে নিষেধ করিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। পূর্বে আপনার অনুমতি এবং এক্ষণে অসম্মতি হওয়ায় সন্দেহ হইতেছে। এইরূপ বলিয়া লক্ষ্মণ রামের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিলেন এবং পূর্ব হইতেই গমনোদ্যত হইয়া ধীরভাবে তিনি অগ্রজের অনুমতিপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মহাতেজা রাম তাঁহাকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আমি জানি, তুমি আমার প্রতি স্নেহবান্। তুমি ধৈর্য্যবান্ ও ধার্মিক। তুমি যে সর্বদা সৎপথে অবস্থিত আছ, তাহাও আমি জানি। এইজন্যই তুমি আমার প্রাণসমান প্রিয়। তুমি যে আমার অধীন ও আমার বাধ্য, তাহাতে আমি তোমাকে সখার মতই মনে করি।৬-১০

কিন্তু সুমিত্রানন্দন! ভ্রাতঃ! আমার সহিত তুমি অদ্য বনে গমন করিলে পর কৌশল্যা ও সুমিত্রা এই যশস্বিনী মাতৃদ্বয়ের সেবা কে করিবে? মেঘ যেমন পৃথিবীকে জলদান করে, সেইরূপ মহারাজ দশরথ এতদিন পর্য্যন্ত সকলের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে ঐ মহাতেজস্বী ভূপতি কামাধীন হইয়া কৈকেয়ীর অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তিনি এক্ষণে আমাদের মাতৃদ্বয়ের পালনে পরাঙ্মুখ। আর, অশ্বপতিকন্যা কৈকেয়ী এই সাম্রাজ্য পাইয়া দুঃখিনী সপত্নীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করিবেন না। ভরতও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৈকেয়ীর বাধ্য থাকিবে, তখন সে দুঃখিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ভরণপোষণ করিবে না। সুমিত্রানন্দন! তুমি এখানে থাকিয়া স্বয়ং কিংবা তাঁহাদের প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ সম্পাদন করিয়া মাতৃদ্বয়কে পালন কর। আমি যাহা বলিলাম, তাহাই কর। তাহা করিলেই আমার প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। ধর্মজ্ঞ! গুরুজনের পূজা বা শুশ্রূষা করিলে তুলনারহিত শ্রেষ্ঠধর্ম লাভ হইবে। রঘুনন্দন! ভ্রাতঃ! তুমি আমার জন্য এই কার্য্য কর। আমাদের বিরহপ্রাপ্ত হইলে মাতৃগণের সুখের লেশ থাকিবে না। বাগ্মী রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে পর বক্তৃতাপটু লক্ষ্মণ মনোহর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন,—মহাবীর! আপনার প্রভাবেই জন্যই ভরত

যদি দুঃস্থো ন রক্ষেত ভরতো রাজ্যমুত্তমম্।
প্রাপ্য দুর্মনসা বীর গর্বেণ চ বিশেষতঃ ॥২০
তমহং দুর্মতিং ক্রূরং বধিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
তৎপক্ষানপি তান্ সর্বাংস্ত্রৈলোক্যমপি কিন্তু সা ॥২১
কৌসল্যা বিভৃয়াদার্য্যা সহস্রং মদ্বিধানপি।
যস্যাঃ সহস্রং গ্রামাণাং সংপ্রাপ্তমুপজীবিনাম্ ॥২২
তদাত্মভরণে চৈব মম মাতুস্তথৈব চ।
পর্য্যাপ্তা মদ্বিধানাঞ্চ ভরণায় মনস্বিনী ॥২৩
কুরুষ্ব মামনুচরং বৈধর্ম্যং নেহ বিদ্যতে।
কৃতার্থোঽহং ভবিষ্যামি তব চার্থঃ প্রকল্প্যতে ॥২৪
ধনুরাদায় সগুণং খনিত্র-পিটকাধরঃ।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি পন্থানং তব দর্শয়ন্ ॥২৫
আহরিষ্যামি তে নিত্যং মূলানি চ ফলানি চ।
বন্যানি চ তথান্যানি স্বাহার্হাণি তপস্বিনাম্ ॥২৬
ভবাংস্তু সহ বৈদেহ্যা গিরিসানুষু রংস্যতে।
অহং সর্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে ॥২৭
রামস্তুনেন বাক্যেন সুপ্রীতঃ প্রত্যুবাচ তম্।
ব্রজাপৃচ্ছস্ব সৌমিত্রে সর্বমেব সুহৃজ্জনম্ ॥২৮
যে চ রাজ্ঞো দদৌ দিব্যৌ মহাত্মা বরুণঃ স্বয়ম্।
জনকস্য মহাযজ্ঞে ধনুষী রৌদ্রদর্শনে ॥২৯
অভেদ্যে কবচে দিব্যে তূণী চাক্ষয্য-সায়কৌ।
আদিত্যবিমলাভৌ দ্বৌ খড়্গৌ হেমপরিষ্কৃতৌ ॥৩০
সংকৃত্য নিহিতং সর্বমেতদাচার্য্যসন্নিধৌ।
সর্বমায়ুধমাদায় ক্ষিপ্রমাব্রজ লক্ষ্মণ ॥৩১

নিয়মিতভাবেই কৌশল্যা ও সুমিত্রার পূজা করিবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। এই উভয় রাজ্য লাভ করিয়া ভরত যদি মন্দপথে পরিচালিত হন, যদি বিশেষভাবে গর্বিত হইয়া কৈকেয়ীর পরামর্শে নীচমনে আমাদের মাতৃগণের রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, তাহা হইলে ঐ দুষ্টবুদ্ধি নিষ্ঠুর ভরতকে নিহত করিব। যদি ত্রিলোকের সকল ব্যক্তি ভরতের পক্ষ অবলম্বন করে, তাহা হইলেও আমি তাহাদের সকলকেই নিহত করিব। কিন্তু অগ্রজ! এই সকল চিন্তার প্রয়োজন নাই। পূজনীয়া কৌশল্যা-মাতা আমাদের মত সহস্রব্যক্তির ভরণপোষণ করিতে পারেন। তিনি নিজভৃত্য ও আশ্রিতজনের প্রতিপালনের জন্য সহস্রগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং মনস্বিনী কৌশল্যাদেবী নিজের, আমার জননীর ও আমাদের মত সহস্রব্যক্তির ভরণপোষণে সমর্থা। অতএব সে-বিষয়ে চিন্তা না করিয়া আপনি আমাকে নিজ অনুচর করুন। ইহাতে আপনার কোন অধর্ম হইবে না। ইহাতে আমি কৃতার্থ হইব এবং আপনারও ফল-মূলাদি সংগ্রহের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবে। আর্য্য! আমি খনিত্র (খুন্তী, কোদাল) ও পিটক (ফলসংগ্রহের জন্য বাঁশের ঝুড়ি) লইয়া গুণযোজিত ধনুক ধারণপূর্বক আপনার প্রদর্শকরূপে অগ্রে অগ্রে যাইব। আমি প্রত্যহ আপনার পথ জন্য মূল, ফল ও তপস্বীদের হোমযোগ্য অন্যান্য বন্যবস্তু আহরণ করিব। আপনি সীতাদেবীর সহিত পর্বতসমূহের শিখরদেশে বিহার করিবেন। আপনার জাগরণ-সময়ে ও নিদ্রিতাবস্থায় সকল সময়ে আপনার সকলকার্য্য সম্পাদন করিব।১১-২৭

লক্ষ্মণের এই বাক্যে রাম অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন! প্রিয়! আমার সহিত চল, কিন্তু তাহার পূর্বে সকল বন্ধুজনের সম্মতি গ্রহণ কর। ভ্রাতঃ! মহাত্মা বরুণদেব রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে আসিয়া তাঁহাকে যে দুইটি অতিভয়ানক দিব্য-ধনু, দিব্য ও অভেদ্যকবচদ্বয়, অক্ষয়বাণ-সমন্বিত দুইটি তূণীর ও সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল সুবর্ণখচিত খড়্গদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ সকল অস্ত্রাদি যৌতুকরূপে আমরা পাইয়াছিলাম। আমি ঐ সকল অস্ত্রের অর্চনা করিয়া আচার্য্যের গৃহে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি। তুমি ঐ সকল অস্ত্র লইয়া সত্বর আগমন কর। বনবাস করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প লক্ষ্মণ নিজবন্ধুবর্গের সম্মতি লইলেন এবং ইক্ষ্বাকু-কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ মাল্যভূষিত পূজিত দিব্য অস্ত্রসমূহ লইয়া রামকে দেখাইলেন। বিশুদ্ধাত্মা রাম সমাগত প্রিয় অনুজকে বলিলেন—

স সুহৃজ্জনমামন্ত্র্য বনবাসায় নিশ্চিতঃ।
ইক্ষ্বাকুগুরুমাগম্য জগ্রাহায়ুধমুত্তমম্ ॥৩২
তদ্দিব্যং রাজশার্দূলঃ সৎকৃতং মাল্যভূষিতম্।
রামায় দর্শয়ামাস সৌমিত্রিঃ সর্বমায়ুধম্ ॥৩৩
তমুবাচাত্মবান্ রামঃ প্রীত্যা লক্ষ্মণমাগতম্।
কালে ত্বমাগতঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতে মম লক্ষ্মণ ॥৩৪
অহং প্রদাতুমিচ্ছামি যদিদং মামকং ধনম্।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তপস্বিভ্যস্ত্বয়া সহ পরন্তপ ॥৩৫
বসন্তীহ দৃঢ়ং ভক্ত্যা গুরুষু দ্বিজসত্তমাঃ।
তেষামপি চ মে ভূয়ঃ সর্বেষাং চোপজীবিনাম্ ॥৩৬
বশিষ্ঠপুত্রং তু সুযজ্ঞমার্যং
ত্বমানয়াশু প্রবরং দ্বিজানাম্।
অপি প্রয়াস্যামি বনং সমস্তান্
অভ্যর্চ্য শিষ্টানপরান্ দ্বিজাতীন্ ॥৩৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

সৌম্য! ভ্রাতঃ! আমার অভিলষিত সময়েই তুমি আমার নিকট আসিয়াছ। শত্রুনাশক! আমার যে সকল ধনরত্নাদি আছে, সেই সকল আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া তপস্বী ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। গুরুজনে দৃঢ়ভাবে ভক্তিপরায়ণ শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণ আমার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগকে অর্থাদি প্রদান করিব, অনন্তর অনুজীবীদিগকেও প্রদান করিব। ভ্রাতঃ! তুমি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠপুত্র আর্য সুযজ্ঞকে সত্বর এখানে আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে ও অন্যান্য শিষ্ট দ্বিজাতিগণকে সম্যক্ পূজিত করিয়া বনে গমন করিব।২৮-৩৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[বশিষ্ঠপুত্র-সুযজ্ঞায়, ব্রহ্মণেভ্যঃ, ব্রহ্মচারিভ্যঃ, সেবকেভ্যঃ, ত্রিজটনামক-দরিদ্র-ব্রাহ্মণায় বন্ধুবর্গেভ্যশ্চ শ্রীরামেণ ধন-রত্ন-ধেনু-ভূষণপ্রভৃতীনাং প্রদানম্ ।]

ততঃ শাসনমাজ্ঞায় ভ্রাতুঃ প্রিয়কৃৎ হিতম্ ।
গত্বা স প্রবিবেশাশু সুযজ্ঞস্য নিবেশনম্ ॥১
তং বিপ্রমগ্ন্যাগারস্থং বন্দিত্বা লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ ।
সখেঽত্যাগচ্ছ পশ্য ত্বং বেশ্ম দুষ্করকারিণঃ ॥২
ততঃ সন্ধ্যামুপাস্যায় গত্বা সৌমিত্রিণা সহ ।
অন্তঃ স প্রাবিশল্লক্ষ্ম্যা রম্যং রামনিবেশনম্ ॥৩
তমাগতং বেদবিদং প্রাঞ্জলিঃ সীতয়া সহ ।
সুযজ্ঞমভিচক্রাম রাঘবোঽগ্নিমিবার্চিতম্ ॥৪
জাতরূপময়ৈর্মুখ্যৈরঙ্গদৈঃ কুণ্ডলৈঃ শুভৈঃ ।
সহেমসূত্রৈর্মণিভিঃ কেয়ূরৈর্বলয়ৈরপি ॥৫
অন্যৈশ্চ রত্নৈর্বহুভিঃ কাকুৎস্থঃ প্রত্যপূজয়ৎ ।
সুযজ্ঞং স তদোবাচ রামঃ সীতাপ্রচোদিতঃ ॥৬
হারঞ্চ হেমসূত্রঞ্চ ভার্য্যায়ৈ সৌম্য হারয় ।
রশনাং চাথ সা সীতা দাতুমিচ্ছতি তে সখী ॥৭
অঙ্গদানি চ চিত্রাণি কেয়ূরাণি শুভানি চ ।
প্রযচ্ছতি সখী তুভ্যং ভার্য্যায়ৈ গচ্ছতী বনম্ ॥৮
পর্য্যঙ্কমগ্র্যাস্তরণং নানারত্নবিভূষিতম্ ।
তমপীচ্ছতি বৈদেহী প্রতিষ্ঠাপয়িতুং ত্বয়ি ॥৯
নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম মাতুলো মং দদৌ মম ।
তং তে নিষ্কসহস্রেণ দদামি দ্বিজপুঙ্গব ॥১০
ইত্যুক্তঃ স তু রামেণ সুযজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্য তৎ ।
রাম-লক্ষ্মণ-সীতানাং প্রযুযোজাশিষঃ শিবাঃ ॥১১
অথ ভ্রাতরমব্যগ্রং প্রিয়ং রামঃ প্রিয়ংবদম্ ।
সৌমিত্রিং তমুবাচেদং ব্রহ্মেব ত্রিদশেশ্বরম্ ॥১২

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞ, বহু ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, সেবক, ত্রিজটনামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও বন্ধুবর্গদিগের মধ্যে শ্রীরাম কর্তৃক ধন, রত্ন, ভূষণ, ধেনু প্রভৃতি বিতরণ ।]

অনন্তর লক্ষ্মণ অগ্রজের প্রীতিকর ও হিতকর আদেশ শুনিয়া সত্বর গমন করত সুযজ্ঞের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি অগ্নিহোত্রগৃহে উপবিষ্ট দ্বিজবর সুযজ্ঞের চরণবন্দনা করিয়া বলিলেন,—সখে! রাজ্যত্যাগ ও বনবাসরূপ দুষ্করকার্য্যকারী মদীয় অগ্রজের গৃহে আপনি আগমন করুন এবং তাঁহাকে দর্শন করুন। লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সুযজ্ঞ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া লক্ষ্মণের সহিত গমন করিলেন এবং ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধ রমণীয় রামভবনে প্রবেশ করিলেন। আহুতিদানকালে অগ্নির অভ্যর্থনার ন্যায় রাম সীতার সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া সমাগত বেদজ্ঞ সুযজ্ঞের অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর সুযজ্ঞকে সুবর্ণনির্মিত উৎকৃষ্ট অঙ্গদ (অনন্ত), সুন্দর কুণ্ডল (মাকরী), সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত মণিমালা, কেয়ূর (বাজু), বলয় (বালা) ও অন্যান্য বহুরত্নের দ্বারা পূজা করিলেন। পরে সীতার প্রেরণানুসারে রাম সুযজ্ঞকে বলিলেন,—সৌম্য! আপনার সখী সীতাদেবী আমার সহিত বনগমন করিতেছেন, এইজন্য আপনার ভার্য্যাকে হার, হেমসূত্র (তাগা), কাঞ্চী (কটিভূষণ), বিচিত্র অঙ্গদ, সুন্দর কেয়ূর ও নানারত্নবিভূষিত শ্রেষ্ঠ আস্তরণযুক্ত পর্য্যঙ্ক (পালঙ্ক) প্রদান করিতেছেন। আপনি ভৃত্যের দ্বারা এই সকল দ্রব্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করুন। এই সকল দ্রব্য সীতা আপনাকে সমর্পণ করিতেছেন। দ্বিজবর! আমার মাতুল আমাকে যে শত্রুঞ্জয়নামক হস্তীটি প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সহস্রসুবর্ণমুদ্রার সহিত ঐ হস্তী আপনাকে প্রদান করিতেছি ।১-১০

রাম এইরূপ বলিলে পর সুযজ্ঞ সেই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে

অগস্ত্যং কৌশিকং চৈব তাবুভৌ ব্রাহ্মণোত্তমৌ।
অর্চয়াহুয় সৌমিত্রে রত্নৈঃ শস্তমিবাম্বুভিঃ ॥১৩
তর্পয়স্ব মহাবাহো গোসহস্রেণ রাঘব।
সুবর্ণ-রজতৈশ্চৈব মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ ॥১৪
কৌসল্যাঞ্চ য আশীর্ভির্ভক্তঃ পর্য্যুপতিষ্ঠতি।
আচার্য্যস্তৈত্তিরীয়াণামভিরূপশ্চ বেদবিৎ ॥১৫
তস্য যানঞ্চ দাসীশ্চ সৌমিত্রে সংপ্রদাপয়।
কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি যাবদ্ভূষ্যতি স দ্বিজঃ ॥১৬
সূতশ্চিত্ররথশ্চার্য্যঃ সচিবঃ সুচিরোষিতঃ।
তোষয়ৈনং মহার্হৈশ্চ রত্নৈর্বস্ত্রৈর্ধনৈস্তথা ॥১৭
পশুকাভিশ্চ সর্বাভির্গবাং দশশতেন চ।
যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ ॥১৮
নিত্যস্বাধ্যায়শীলত্বান্নান্যৎ কুর্বন্তি কিঞ্চন।
অলসাঃ স্বাদুকামাশ্চ মহতাং চাপি সম্মতাঃ ॥১৯
তেষামশীতিনামানি রত্নপূর্ণানি দাপয়।
শালিবাহসহস্রঞ্চ দ্বে শতে ভদ্রকাংস্তথা ॥২০
ব্যঞ্জনার্থঞ্চ সৌমিত্রে গোসহস্রমুপাকুরু।
মেখলানাং মহাসঙ্ঘঃ কৌসল্যাং সমুপস্থিতঃ ॥২১
তেষাং সহস্রং সৌমিত্রে প্রত্যেকং সংপ্রদাপয়।
অম্বা যথা নো নন্দেচ্চ কৌসল্যা মম দক্ষিণাম্ ॥২২
তথা দ্বিজাতীংস্তান্ সর্বাংল্লক্ষ্মণার্চয় সর্বশঃ।
ততঃ পুরুষশার্দূলস্তথেতি লক্ষ্মণঃ স্বয়ম্ ॥২৩
যথোক্তং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণামদদাত্তদনো যথা।
অথাব্রবীদ্ বাষ্পগলাংস্তিষ্ঠতশ্চোপজীবিনঃ ॥২৪
স প্রদায় বহুদ্রব্যমেকৈকস্যোপজীবনম্।
লক্ষ্মণস্য চ যদ্বেশ্ম গৃহঞ্চ যদিদং মম ॥২৫
অশূন্যং কার্য্যমেকৈকং যাবদাগমনং মম।

শুভাশীর্বাদ করিলেন। পরে ব্রহ্মা যেরূপে দেবরাজকে বলিয়াছেন, সেইরূপে রাম নিজভক্ত প্রিয়ভাষী বীর লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! অগস্ত্য ও কৌশিক ইঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। তুমি ইঁহাদের উভয়কে আহ্বান কর এবং জলধারার দ্বারা শস্যের তৃপ্তির মত রত্নাদির দ্বারা অর্চনা করত সহস্র ধেনু, সুবর্ণ, রজত ও মহামূল্য মণিসমূহের প্রদানে ইঁহাদের তৃপ্তিবিধান কর। অনন্তর তৈত্তিরীয় শাখার আচার্য্য বেদবিৎ মনস্বী যে ব্রাহ্মণ কৌশল্যাদেবীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদের দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, সেই ব্রাহ্মণ যত যান, দাসী ও পট্টবস্ত্র পাইলে তুষ্ট হন, তাঁহাকে তত যান, দাসী ও পট্টবস্ত্র প্রদান কর। আর্য্য চিত্ররথ আমাদের সারথি ও সচিব। তিনি বহুকাল আমাদের নিকট রহিয়াছেন। মহামূল্য রত্ন, বস্ত্র, ধন, দশসহস্র ধেনু ও ছাগ প্রভৃতি বহু পশু প্রদান করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট কর। আমার আশ্রিত কঠশাখাধ্যয়নরত উপনয়নকাল হইতেই দণ্ডধারী যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা সর্বদাই বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া অন্য কোন কার্য্য করেন না। তাঁহারা অলস ও স্বাদুদ্রব্যভোজনলালস হইলেও মহাত্মাদিগের অনুমোদিত। তুমি তাঁহাদিগকে রত্নভারপূর্ণ অশীতি (৮০) সংখ্যক উষ্ট্র, ধান্যবাহী সহস্রসংখ্যক বৃষ, ভদ্রক (ছোলা), মুদ্গ (মুগ) প্রভৃতি উপকরণ ও দধি-দুগ্ধের জন্য সহস্রসংখ্যক ধেনু প্রদান কর। লক্ষ্মণ! যে সকল মেখলাধারী ব্রহ্মচারী জননী কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদের বিবাহের জন্য প্রত্যেককে সহস্রসংখ্যক মুদ্রা প্রদান কর। আমার জননী কৌশল্যাদেবী যাহাতে সন্তোষলাভ করেন, সেইরূপ প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিয়া সকল ব্রাহ্মণের অর্চনা কর। রাম এইরূপ বলিলে পর পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ স্বয়ং সেই সকল ধন কুবেরের ন্যায় রামের নির্দেশানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অবস্থিত ভৃত্যগণকে প্রত্যেকের জীবিকানির্বাহের উপযোগী বহু দ্রব্য প্রদান করিয়া বলিলেন,—যতদিন পর্য্যন্ত আমরা বন হইতে ফিরিয়া না আসি, ততদিন পর্য্যন্ত তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের গৃহে সর্বদা অবস্থান করিও। রামের বিরহে দুঃখিত ভৃত্যবর্গকে এইরূপ বলিয়া রাম ধনাধ্যক্ষকে বলিলেন,—আমার ধনসমূহ আনয়ন কর। অনন্তর

ইত্যুক্ত্বা দুঃখিতং সর্বং জনং তমুপজীবিনম্ ॥২৬
উবাচেদং ধনাধ্যক্ষং ধনমানীয়তাং মম।
ততোঽস্য ধনমাজহ্রুঃ সর্ব এবোপজীবিনঃ ॥২৭
স রাশিঃ সুমহাংস্তত্র দর্শনীয়ো ব্যদৃশ্যত।
ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রস্তজ্জনং সহলক্ষ্মণঃ।
দ্বিজেভ্যো বাল-বৃদ্ধেভ্যঃ কৃপণেভ্যো ব্যদাপয়ৎ ॥২৮
তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ।
কৃতবৃত্তির্বনে নিত্যং কাল-কুদ্দাল-লাঙ্গলী ॥২৯
তং বৃদ্ধং তরুণী ভার্য্যা বালানাদায় দারকান্।
অব্রবীদ্ ব্রাহ্মণং বাক্যং স্ত্রীণাং ভর্তা হি দেবতা ॥৩০
অপাস্যকালং কুদ্দালং কুরুষ্ব বচনং মম।
রামং দর্শয় ধর্মজ্ঞং যদি কিঞ্চিদবাপ্স্যসি ॥৩১

ভৃত্যগণ রামের সকল ধন সেইস্থানে আনয়ন করিল। বিরাট্ স্তূপাকার ধনরাশি সকলের দর্শনযোগ্যরূপে পরিদৃশ্যমান হইল। পরে নরশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ ধনরাশি ব্রাহ্মণ, বালক, বৃদ্ধ আদি দীন-দুঃখীদিগকে দান করিলেন ।১১-২৮

সেই সময় অযোধ্যার নিকটস্থিত বনপ্রদেশে পিঙ্গলবর্ণ গর্গগোত্রীয় ত্রিজটনামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মৃত্তিকা-খননের দ্বারা লব্ধ কন্দমূল প্রভৃতির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। সেইজন্য সর্বদা কুঠার, কুদ্দাল ও লাঙ্গলাকৃতি দণ্ড লইয়া থাকিতেন। লোকমুখে রামের দানের কথা শুনিয়া ঐ ত্রিজট-ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্য্যা শিশুপুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া ত্রিজটের নিকট গমন করিলেন। যেহেতু স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, সেইজন্য তিনি দারিদ্র্যদুঃখনাশের নিমিত্ত তাঁহাকেই বলিলেন,—এই কাল ও কুদ্দাল পরিত্যাগ করিয়া আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি ধর্মজ্ঞ রামের নিকট যাইয়া নিজের অবস্থা নিবেদন কর, হয়ত কিছু লাভ করিতে পারিবে। পত্নীর বাক্য শুনিয়া ত্রিজট পরিধানের অযোগ্য জীর্ণ ও ছিদ্রবিশিষ্ট শাটীর (শাড়ীর) দ্বারা কোনপ্রকারে শরীর আচ্ছাদন করিলেন এবং রামগৃহে যাইবার পথ ধরিয়া চলিলেন।

স ভার্য্যায়া বচঃ শ্রুত্বা শাটীমাচ্ছাদ্য দুশ্ছদাম্।
স প্রাতিষ্ঠত পন্থানং যত্র রামনিবেশনম্ ॥৩২
ভৃগ্বঙ্গিরঃ সমং দীপ্ত্যা ত্রিজটং জনসংসদি।
আপকক্ষাদ্বারঃ কক্ষ্যাস্থা নৈনং কশ্চিদবারয়ৎ ॥৩৩
স রামমাসাদ্য তদা ত্রিজটো বাক্যমব্রবীৎ।
নির্ধনো বহুপুত্রোঽস্মি রাজপুত্র মহাবল ॥৩৪
কৃতবৃত্তির্বনে নিত্যং প্রত্যবেক্ষস্ব মামিতি।
তমুবাচ ততো রামঃ পরিহাসসমন্বিতম্ ॥৩৫
গবাং সহস্রমপ্যেকং ন চ বিভ্রাণিতং ময়া।
পরিক্ষিপসি দণ্ডেন যাবত্তাবদবাপ্যসে ॥৩৬
স শাটীং পরিতঃ কট্যাং সম্ভ্রান্তঃ পরিবেষ্ট্যতাম্।
আবিধ্য দণ্ডং চিক্ষেপ সর্বপ্রাণেন বেগতঃ ॥৩৭

ঐ ত্রিজট জনসভায় গেলে ভৃগু ও অঙ্গিরার মত দীপ্তিমান্ হইতেন। এইজন্য তিনি রামভবনের পাঁচটি কক্ষা পার হইয়া গেলেন, কেহই তাঁহাকে বারণ করিল না। অনন্তর ত্রিজট রামের নিকট যাইয়া বলিলেন,—রাজপুত্র! মহাবীর! আমি অতিদরিদ্র, কিন্তু বহুপুত্রের পিতা। আমি মৃত্তিকাখনন করিয়া প্রাপ্ত কন্দমূলাদির দ্বারাই সর্বদা জীবিকানির্বাহ করি। আপনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া রাম পরিহাসের সহিত বলিলেন,—আমার বহুসহস্র ধেনু আছে, তাহাদের মধ্যে একসহস্র আমি এখনও দান করি নাই। আপনি এই দণ্ড নিক্ষেপ করিয়া যতগুলি ধেনুকে অতিক্রম করিতে পারিবেন, ততগুলি ধেনুই প্রাপ্ত হইবেন। রামের বাক্যে সম্ভ্রান্ত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণ কটিদেশে শাটীবেষ্টন করিলেন এবং দণ্ডটিকে ঘূর্ণিত করিয়া প্রাণপণে অতিবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিজটের হস্তচ্যুত দণ্ড সরযূর পরপারে বহুসহস্রধেনু অতিক্রম করিয়া বৃষগণের আবাসগোষ্ঠে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া রাম ত্রিজটকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর ধর্মাত্মা রঘুনন্দন সরযূতীর হইতে ধেনুসমূহকে ত্রিজটের আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন এবং গর্গগোত্রীয় ঐ বিপ্রকে সান্ত্বনাদানপূর্বক বলিলেন,—আপনি ক্রুদ্ধ

স তীর্ত্বা সরযূপারং দত্তস্তস্য করাঞ্জলিঃ।
গোব্রজে বহুসাহস্রে পপাতোক্ষণ সন্নিধৌ ॥৩৮
তং পরিষ্বজ্য ধর্মাত্মা আ তস্মাৎ সরযূতটাৎ।
আনয়ামাস তা গাবস্ত্রিজটস্যাশ্রমং প্রতি ॥৩৯
উবাচ চ তদা রামস্তং গার্গ্যমভিসান্ত্বয়ন্।
মন্যুর্ন খলু কর্তব্যঃ পরিহাসো হ্যয়ং মম ॥৪০
ইদং হি তেজস্তব যদ্ধনুরত্যুগ্রং
তদেব জিজ্ঞাসিতুমিচ্ছতা ময়া।
ইমং ভবানর্থমভিপ্রচোদিতো
বৃণীষ্ব কিঞ্চেদপরং ব্যবস্যসি ॥৪১
ব্রবীমি সত্যেন ন তেঽস্তি সন্ত্রণাৎ (ক)
ধনং হি যদ্যন্মম বিপ্রকারণাৎ।
ভবৎসু সম্যক্ প্রতিপাদনেন
মদ্যাক্তিতং চৈব যশস্করং ভবেৎ ॥৪২

ততঃ সভার্য্যস্ত্রিজটো মহামুনি-
র্গবামনীকং প্রতিগৃহ্য মোদিতঃ।
যশো-বল-প্রীতি-সুখোপবৃংহিণী-
স্তদাশিষঃ প্রত্যবদন্মহাত্মনঃ ॥৪৩
স চাপি রামঃ প্রতিপূর্ণপৌরুষো
মহদ্ধনং ধর্মবলৈরুপার্জিতম্।
নিরোজয়ামাস সুহৃজ্জনেঽচিরাদ্
যথার্হসম্মানবচঃ প্রচোদিতঃ ॥৪৪
দ্বিজঃ সুহৃদ্ভৃত্যজনোঽথবা তদা
দরিদ্রভিক্ষাচরণশ্চ যো ভবেৎ।
ন তত্র কশ্চিন্ন বভূব তর্পিতো
যথার্হসম্মাননদানসংভ্রমৈঃ ॥৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩২

হইবেন না, আমি আপনার সহিত পরিহাস করিয়াছি। ব্রাহ্মণ! আপনার এই দূরদেশপর্য্যন্ত দণ্ডনিক্ষেপ-শক্তি বস্তুতই আছে কিনা তাহা জানিবার জন্যই আপনাকে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলাম। যদি আপনার অন্য কোন প্রার্থনীয় থাকে, তাহাও বলুন, সঙ্কোচ করিবেন না। আমি সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার যে ধন আছে, তাহা ব্রাহ্মণের জন্য ব্যবহৃত হইবে। আমি যাহা উপার্জন করিব, তাহা আপনাদিগকে প্রদান করিলে আমার যশোবৃদ্ধি হইবে। ৩৮-৪২

তখন ত্রিজটনামক মহর্ষি ভার্য্যার সহিত রামের নিকট সহস্রসংখ্যক গো গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং যশ, বল, প্রীতি ও সুখবৃদ্ধির জন্য বহু আশীর্বাদবাক্য মহাত্মা রামের উদ্দেশে বলিলেন। ত্রিজট গমন করিলে পর প্রবলপৌরুষ-পূর্ণ রাম ধর্মানুসারে স্বশক্তিতে উপার্জিত মহাধন ধনরাশি বন্ধুবর্গকে প্রদান করিলেন এবং বন্ধুবর্গ কর্তৃক যথাযোগ্য সম্মান-বাক্য দ্বারা আপ্যায়িত হইলেন। সেই সময় সেইস্থানে যে সকল ব্রাহ্মণ, সুহৃদ্, ভৃত্য, দরিদ্র ও ভিক্ষুক ছিলেন, তাহারা সকলেই যথাযোগ্য সম্মান, দান ও সমাদরের দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।২৯-৪৫

পাঠান্তর :—(ক) ব্রবীমি সত্যেন ন তে ঽস্ত্য সন্ত্রণাৎ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[দুঃখিতপুরবাসিনাং নানা বাক্যালাপং শৃণ্বতঃ পিতরং দ্রষ্টুকামস্য সীতা-লক্ষ্মণাভ্যাং সহ শ্রীরামস্য কৈকয়ীভবনগমনম্ ।]

দত্ত্বা তু সহ বৈদেহ্যা ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু ।
জগ্মতুঃ পিতরং দ্রষ্টুং সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥১
ততো গৃহীতে প্রেষ্যাভ্যামশোভেতাং তদায়ুধে ।
মালাদামভিরাসক্তে সীতয়া সমলঙ্কৃতে ॥২
ততঃ প্রাসাদ-হর্ম্যাণি বিমানশিখরাণি চ ।
অভিরুহ্য জনঃ শ্রীমানুদাসীনো ব্যলোকয়ৎ ॥৩
ন হি রথ্যাঃ সুশক্যন্তে গন্তুং বহুজনাকুলাঃ ।
আরুহ্য তস্মাৎ প্রাসাদানীনাঃ পশ্যন্তি রাঘবম্ ॥৪
পদাতিং সানুজং দৃষ্ট্বা সসীতঞ্চ জনাস্তদা ।
উচুর্বহুজনা বাচঃ শোকোপহতচেতসঃ ॥৫
যং যান্তমনুযাতি স্ম চতুরঙ্গবলং মহৎ ।
তমেকং সীতয়া সার্ধমনুযাতি স্ম লক্ষ্মণঃ ॥৬
ঐশ্বর্য্যস্য রসজ্ঞঃ সন্ কামানাং চাকরো মহান্ ।
নেচ্ছত্যেবানৃতং কর্তুং বচনং ধর্মগৌরবাৎ ॥৭
যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি ।
তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ ॥৮
অঙ্গরাগোচিতাং সীতাং রক্তচন্দনসেবিনীম্ ।
ঘর্মমুষ্ণঞ্চ শীতঞ্চ নেষ্যত্যাশু বিবর্ণতাম্ ॥৯
অস্য নূনং দশরথঃ সত্ত্বমাবিশ্য ভাষতে ।
ন হি রাজা প্রিয়ং পুত্রং বিবাসয়িতুমর্হতি ॥১০
নিগৃহীতস্যাপি পুত্রস্য কথং স্যাদ্ বিনিবাসনম্ ।
কিং পুনর্নিত্য লোকেঽয়ং জিতো বৃত্তেন কেবলম্ ॥১১
আনৃশংস্যমনুক্রোশঃ শ্রুতং শীলং দমঃ শমঃ ।
রাঘবং শোভয়ন্ত্যেতে ষড় গুণাঃ পুরুষর্ষভম্ ॥১২

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[দুঃখিত পুরবাসীদিগের বিভিন্ন বাক্যালাপ শুনিতে শুনিতে পিতাকে দর্শন করিবার জন্য সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের কৈকেয়ী-ভবনে গমন ।]

রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত ব্রাহ্মণগণকে বহু ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতা দশরথকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন। যে সকল অস্ত্রকে সীতাদেবী স্বহস্তে মালা-চন্দনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্রসমূহকে লইয়া রাম-লক্ষ্মণের ভৃত্যদ্বয় চলিতেছিল। সেই সময় অস্ত্রসমূহ অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছিল। তখন অযোধ্যাবাসীরা প্রাসাদ (দেবালয় ও রাজগৃহ), হর্ম্য (ধনীদের গৃহ) ও বিমানের (সপ্ততল গৃহ) শিখরে আরোহণ করিয়া উদাসমনে ঐ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সেই সময় পথসমূহ জনপরিপূর্ণ হওয়ায় দুর্গম হইয়া পড়িল। সকলে নিজ নিজ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দীনভাবে রামকে দেখিতে লাগিল। রামকে অনুজ লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতার সহিত পদব্রজে যাইতে দেখিয়া অনেকে শোকাভিভূত হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল—যাঁহার গমনকালে চতুরঙ্গ সৈন্য অনুগমন করিত, অদ্য সীতার সহিত লক্ষ্মণ সেই রামের অনুগমন করিতেছেন। শ্রীমান্ রাম রাজৈশ্বর্য্য-ভোগের সুখ অবগত আছেন। তিনি প্রজাগণের কাম্য-বস্তু প্রদান করেন। তথাপি অদ্য ধর্মগৌরববশতঃ পিতার বাক্যের অন্যথাচরণ করিতে পারিলেন না। আকাশগামী প্রাণীরাও পূর্বে কখনও যে সীতাকে দেখিতে পায় নাই, অদ্য রাজপথস্থিত সকল লোকই সেই সীতাকে দেখিতেছে। হায়! যে সীতা নানাবিধ অঙ্গরাগ-ব্যবহারের যোগ্যা, যিনি রক্তচন্দনের অনুলেপন করিয়া থাকেন, সেই সীতাকে বর্ষার জল-ধারা, গ্রীষ্মের উত্তাপ ও শীতের শীতলতা বিবর্ণ করিয়া ফেলিবে। আমাদের মনে হয়, নিশ্চয়ই রাজা দশরথ ভূতাক্রান্ত হইয়া এইরূপ বলিতেছেন। তাহা না হইলে

তস্মাত্তস্যোপঘাতেন প্রজাঃ পরমপীড়িতাঃ।
ঔদকানীব সত্ত্বানি গ্রীষ্মে সলিলসংক্ষয়াৎ ॥১৩
পীড়য়া পীড়িতং সর্বং জগদস্য জগৎপতেঃ।
মূলস্যেবোপঘাতেন বৃক্ষঃ পুষ্পফলোপগঃ ॥১৪
মূলং হ্যেষ মনুষ্যাণাং ধর্মসারো মহাদ্যুতিঃ।
পুষ্পং ফলঞ্চ পত্রঞ্চ শাখাশ্চাস্যেতরে জনাঃ ॥১৫
তে লক্ষ্মণ ইব ক্ষিপ্রং সপত্ন্যাঃ সহবান্ধবাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যেন গচ্ছতি রাঘবঃ ॥১৬
উদ্যানানি পরিত্যজ্য ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ।
একদুঃখসুখা রামমনুগচ্ছাম ধার্মিকম্ ॥১৭
সমুদ্ধৃতনিধানানি পরিধ্বস্তাজিরাণি চ।
উপাত্তধনধান্যানি হৃতসারাণি সর্বশঃ ॥১৮
রত্নভাভবকীর্ণানি পরিত্যক্তানি দৈবতৈঃ।
মূষকৈঃ পরিধাবদ্ভিরুদ্বিলৈরাবৃতানি চ ॥১৯
অপেতোদকধূমানি হীনসম্মার্জনানি চ।
প্রণষ্টবলিকর্মেজ্যামন্ত্র-হোম-জপানি চ ॥২০
দুষ্কালেনেব ভগ্নানি ভিন্নভাজনবন্তি চ।
অস্মত্ত্যক্তানি বেশ্মানি কৈকয়ী প্রতিপদ্যতাম্ ॥২১
বনং নগরমেবাস্তু যেন গচ্ছতি রাঘবঃ।
অস্মাভিশ্চ পরিত্যক্তং পুরং সম্পদ্যতাং বনম্ ॥২২
বিলানি দংষ্ট্রিণঃ সর্বে সানূনি মৃগপক্ষিণঃ।
ত্যজন্ত্বস্মদ্ভয়াদ্ভীতা গঙ্গাঃ সিংহা বনাদপি ॥২৩
অস্মত্ত্যক্তং প্রপদ্যন্তু সেব্যমানং ত্যজন্তু চ।
তৃণ-মাংস-ফলাদানং দেশং ব্যালমৃগদ্বিজম্ ॥২৪

তিনি এইরূপ প্রিয়পুত্রকে নির্বাসিত করিতে পারিতেন না।১-১০

যিনি নিজ সদাচরণের দ্বারা সকললোককে বশীভূত করিয়াছেন, সেই রামকে নির্বাসিত করা দূরে থাকুক, কোন্ পিতা নির্গুণ পুত্রকেই বা কিরূপে নির্বাসিত করিতে পারেন? অহিংসা, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, সুশীলতা, ইন্দ্রিয়-সংযম ও শান্তি এই ছয়টি গুণ পুরুষোত্তম রামকে শোভিত করিতেছে। গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে জলজন্তু যেরূপ ভীষণ পীড়িত হয়, অদ্য রামের অভিষেকে বিঘ্ন হওয়ায় সকলপ্রজাই সেইরূপ পীড়িত হইতেছে। এই জগৎপতি রামের পীড়াতে সকল জগৎ পীড়িত হইয়াছে। বৃক্ষের মূলের আঘাতে যেমন পুষ্প-ফলসমন্বিত বৃক্ষেরই আঘাত হয়, সেইরূপ রামের দুঃখে সকলের দুঃখ হয়, যেহেতু ধর্মাত্মা মহাদ্যুতি রাম সকলমানবের মূলস্বরূপ। অন্যান্য মনুষ্যসকল ইঁহার পুষ্প, ফল, পত্র ও শাখাস্বরূপ। ১১-১৫

অতএব রঘুনন্দন রাম যে পথে গমন করিবেন, আমরা সকলে পত্নী ও বান্ধবগণের সহিত লক্ষ্মণের ন্যায় সত্বর সেইপথে বনগমনকারী রামের অনুগমন করিব। আমরা রামের সুখেই সুখ ও রামের দুঃখেই দুঃখ জ্ঞান করিয়া উদ্যান, ক্ষেত্র ও গৃহসমূহ পরিত্যাগপূর্বক ধার্মিক রামের অনুগমন করিব। আমরা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে গৃহাভ্যন্তরে ভূগর্ভে প্রোথিত ধন-রত্নাদি অন্যলোকের দ্বারা উদ্ধৃত ও গৃহীত হইবে। গৃহের প্রাঙ্গণসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। গৃহের সকল ধন-ধান্য লোকেরা গ্রহণ করিবে। সকল সারবস্তু (দেবু প্রভৃতি) অপহৃত হইবে। গৃহসমূহ ধূলিসমাকীর্ণ ও দেবতাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইবে। গৃহের চতুর্দিকে মূষিকসমূহ ধাবমান হইবে এবং মূষিকের গর্তে সকল গৃহই পরিব্যাপ্ত হইবে। সেখানে জল থাকিবে না এবং রন্ধন না হওয়ায় ধূম দেখা যাইবে না। সকল গৃহই অসম্মার্জিত থাকিবে। কোন গৃহেই বলিকর্ম, দেবপূজা, মন্ত্রময় হোম, জপাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে না। রাষ্ট্রবিপ্লব বা ভূকম্পাদি হইলে যেমন সকলগৃহ ও গৃহস্থিত সকল পাত্রাদি দ্রব্য ভগ্ন হয়, আমাদের পরিত্যাগে আমাদের গৃহসমূহও সেইরূপ হইবে। তখন আমাদের পরিত্যক্ত গৃহসমূহ কৈকেয়ী যেন গ্রহণ করেন।১৬-২১

রঘুনন্দন রাম যে বনে গমন করিবেন, তাহাই নগর হইবে এবং আমরা ত্যাগ করিলে এই নগরী অরণ্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমাদের ভয়ে ভীত হইয়া সর্পগণ গর্ত ত্যাগ করিবে, ব্যাঘ্র ও পক্ষিগণ পর্বতশিখর ত্যাগ

প্রপদ্যতাং হি কৈকয়ী সপুত্রা সহ বান্ধবৈঃ।
রাঘবেণ বয়ং সর্বে বনে বৎস্যাম নির্বৃতাঃ ॥২৫
ইত্যেবং বিবিধা বাচো নানালক্ষণসমীরিতাঃ।
শুশ্রাব রাঘবঃ শ্রুত্বা ন বিচক্রেঽস্য মানসম্ ॥২৬
স তু বেশ্ম পুনর্মাতুঃ (ক) কৈলাসশিখরপ্রভম্।
অভিচক্রাম ধর্মাত্মা মত্তমাতঙ্গবিক্রমঃ ॥২৭
বিনীতবীরপুরুষং প্রবিশ্য তু নৃপালয়ম্।
দদর্শাবস্থিতং দীনং সুমন্ত্রমবিদূরতঃ ॥২৮
প্রতীক্ষমাণোঽভিজনং তদার্ত-
মনার্তরূপঃ প্রহসন্নিবাথ।
জগাম রামঃ পিতরং দিদৃক্ষুঃ
পিতুর্নিদেশং বিধিবচ্চিকীর্ষুঃ ॥২৯
তৎপূর্বমৈক্ষ্বাকসুতো মহাত্মা
রামো গমিষ্যন্নুপমার্তরূপম্।
ব্যতিষ্ঠত প্রেক্ষ্য তদা সুমন্ত্রং
পিতুর্মহাত্মা প্রতিহারণার্থম্ ॥৩০
পিতুর্নিদেশেন তু ধর্মবৎসলো
বনপ্রবেশে কৃতবুদ্ধিনিশ্চয়ঃ।
স রাঘবঃ প্রেক্ষ্য সুমন্ত্রমব্রবী-
ন্নিবেদয়স্বাগমনং নৃপায় মে ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

করিবে এবং হস্তী, সিংহ প্রভৃতি বনভূমি ত্যাগ করিবে। তাহারা আমাদের সেবিত বনস্থলী ত্যাগ করিয়া এই পরিত্যক্ত গৃহসমূহে আগমন করুক। তাহা হইলে এইদেশ তৃণভোজী মৃগ প্রভৃতি, মাংসভোজী ব্যাঘ্র প্রভৃতি ও ফলভোজী পক্ষী, বানর প্রভৃতির নিবাস-স্থল হইবে। সর্প, পশু ও পক্ষীতে পরিপূর্ণ হইবে। তখন পুত্রের সহিত ও বান্ধবগণের সহিত কৈকেয়ী এই দেশ লাভ করুন। আমরা অতিশয় আনন্দে রামের সহিত বনে বাস করিব। শ্রীমান্ রাম পিতৃভবনে যাইতে যাইতে অনেক লোকের মুখে এইরূপ নানাপ্রকার কথা শুনিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিত্তে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইল না। মত্তহস্তীর মত বীরগতি ধর্মাত্মা রাম কৈকেয়ীর কৈলাসশিখরসদৃশ গৃহের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যেখানে বীরপুরুষগণ সকলেই বিনীত, সেই রাজভবনে প্রবেশ করিয়া অদূরে অতিদীনভাবে উপবিষ্ট সুমন্ত্রকে দেখিতে পাইলেন।২২-২৮

সেখানে উপস্থিত সকললোককে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়াও রাম দুঃখিত হইলেন না। পিতার আদেশ নিয়মিতভাবে পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া পিতৃদর্শন-কামনায় প্রসন্নমনে তিনি তাঁহার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু অতিদুঃখিত পিতার নিকট গমন করিবার পূর্বে ইক্ষ্বাকুনন্দন মহাত্মা রাম তাঁহার নিকট সংবাদপ্রেরণের জন্য সুমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ধর্মপ্রিয় রাম পিতার আদেশে বনবাসের দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া সুমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন,—নরপতির নিকট আমার আগমন-সংবাদ নিবেদন করুন।২৯-৩১

পাঠান্তর :—(ক) স তু নির্বৃতবৎ—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[মহিষীগণপরিবৃতস্য রাজ্ঞো দশরথস্য সমীপে সহ সীতা-লক্ষ্মণাভ্যাং রামচন্দ্রস্য বনগমনপ্রার্থনম্, রাজ্ঞঃ শোকঃ বিসংজ্ঞত্বং চ, রামেণ প্রবোধিতস্য মহারাজস্য প্রিয়পুত্রায়ালিঙ্গনদানম্, পুনর্বিসংজ্ঞত্বং চ।]

ততঃ কমলপত্রাক্ষঃ শ্যামো নিরুপমো মহান্।
উবাচ রামস্তং সূতং পিতুরাখ্যাহি মামিতি ॥১
স রামপ্রেষিতঃ ক্ষিপ্রং সন্তাপ-কলুষেন্দ্রিয়ম্।
প্রবিশ্য নৃপতিং সূতো নিঃশ্বসন্তং দদর্শ হ ॥২
উপরক্তমিবাদিত্যং ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্।
তটাকমিব নিস্তোয়মপশ্যজ্জগতীপতিম্ ॥৩
আবোধ্য চ মহাপ্রাজ্ঞঃ পরমাকুলচেতনম্।
রামমেবানুশোচন্তং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥৪
তং বর্ধয়িত্বা রাজানং পূর্বং সূতো জয়াশিষা।
ভয়বিক্লবয়া বাচা মন্দয়া শ্লক্ষ্ণয়াব্রবীৎ ॥৫
অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রো দ্বারি তিষ্ঠতি তে সুতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা সর্বং চৈবোপজীবিনাম্ ॥৬
স ত্বাং পশ্যতু ভদ্রং তে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
সর্বান্ সুহৃদ আপৃচ্ছ্য ত্বাং হীদানীং দিদৃক্ষতে ॥৭
গমিষ্যতি মহারণ্যং তং পশ্য জগতীপতে।
বৃতং রাজগুণৈঃ সর্বৈরাদিত্যমিব রশ্মিভিঃ ॥৮
স সত্যবাক্যো ধর্মাত্মা গাম্ভীর্য্যাৎ সাগরোপমঃ।
আকাশ ইব নিষ্পঙ্কো নরেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ তম্ ॥৯
সুমন্ত্রানয় মে দারান্ যে কেচিদিহ মামকাঃ
দারৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈর্দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবম্ ॥১০
সোঽন্তঃপুরমতীত্যৈব স্ত্রিয়স্তা বাক্যমব্রবীৎ।
আর্য্যো হ্বয়তি বো রাজা গম্যতাং তত্র মা চিরম্ ॥১১
এবমুক্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ সুমন্ত্রেণ নৃপাজ্ঞয়া।
প্রচক্রমুস্তদ্ভবনং ভর্তুর্ভক্ত্যা প্রণোদিতাঃ ॥১২

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[মহিষীগণ-পরিবৃত রাজা দশরথের নিকট সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামের বনগমননিমিত্ত বিদায়প্রার্থনা, রাজার শোক ও মূর্ছা, রামকর্তৃক প্রবোধিত মহারাজের প্রিয়পুত্রকে আলিঙ্গনদান ও পুনরায় মূর্ছা।]

অনন্তর কমললোচন পূর্ণচন্দ্রশ্যামল অতুলনীয় মহাত্মা রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"আমি আসিয়াছি" এই সংবাদ পিতৃদেবকে বলুন। তখন এইভাবে রামকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সুমন্ত্র সত্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দেখিলেন যে, মহারাজ দশরথ সন্তাপে আকুলচিত্ত হইয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। ভূপতি দশরথ রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের মত, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত ও জলশূন্য সরোবরের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অতিব্যাকুলচিত্তে রামের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন। মহারাজকে এইরূপ অবস্থায় দর্শন করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। সুমন্ত্র প্রথমে জয়সূচক আশীর্বাদবাক্যে প্রোৎসাহিত করিয়া ভয়বিহ্বলবাক্যে ধীরে ধীরে বলিলেন।১-৫

মহারাজ! আপনার পুত্র নরোত্তম রাম ব্রাহ্মণগণকে ও অনুজীবিগণকে সকল ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আপনাকে দর্শন করুন—আপনার মঙ্গল হউক। শ্রীমান্ সত্যপরাক্রম রাম সকল সুহৃদ্‌বর্গের নিকট বিদায় লইয়া আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। মহারাজ! কিরণসমন্বিত সূর্য্যের ন্যায় সকল রাজগুণসমন্বিত রাম মহারণ্যে গমন করিবেন। এই সময়ে আপনি তাঁহাকে একবার দর্শন করুন। সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া সত্যবাদী, ধার্মিক, সমুদ্রতুল্যগাম্ভীর্য্যসম্পন্ন ও আকাশসদৃশ নির্মল নরপতি

অর্ধসপ্তশতাস্তত্র প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ।
কৌসল্যাং পরিবার্যাথ শনৈর্জগ্মুর্ধৃতব্রতাঃ ॥১২
আগতেষু চ দারেষু সমবেক্ষ্য মহীপতিঃ।
উবাচ রাজা তং সূতং সুমন্ত্রানয় মে সুতম্ ॥১৪
স সূতো রামমাদায় লক্ষ্মণং মৈথিলীং তথা।
জগামাভিমুখস্তূর্ণং সকাশং জগতীপতেঃ ॥১৫
স রাজা পুত্রমায়ান্তং দৃষ্ট্বা দূরাৎ কৃতাঞ্জলিম্ (ক)।
উৎপপাতাসনাদ্‌ধীমাংস্ত্রীজনসংবৃতঃ ॥১৬
সোঽভিদুদ্রাব বেগেন রামং দৃষ্ট্বা বিশাম্পতিঃ।
তমসং প্রাপ্য দুঃখার্তঃ পপাত ভুবি মূর্ছিতঃ ॥১৭
তং রামোঽভ্যপতৎ ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
বিসংজ্ঞমিব দুঃখেন সশোকং নৃপতিং তথা ॥১৮
স্ত্রীসহস্রনিনাদশ্চ সংজজ্ঞে রাজবেশ্মনি।
হা হা রামেতি সহসা ভূষণধ্বনিমিশ্রিতঃ ॥১৯
তং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
পর্যঙ্কে সীতয়া সার্ধং কৃপন্তঃ সমবেশয়ন্ ॥২০
অথ রামো মুহূর্তস্থ লব্ধসংজ্ঞং মহীপতিম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাষ্পশোকার্ণবপরিপ্লুতম্ ॥২১
আপৃচ্ছে ত্বাং মহারাজ সর্বেষামীশ্বরোঽসি নঃ।
প্রস্থিতং দণ্ডকারণ্যং পশ্য ত্বং কুশলেন মাম্ ॥২২
লক্ষ্মণং চানুজানীহি সীতা চাপ্যেতু মাং বনম্ ॥
কারণৈর্বহুভিস্তথ্যৈর্বার্যমাণৌ ন চেচ্ছতঃ ॥২৩
অনুজানীহি সর্বান্নঃ শোকমুৎসৃজ্য মানদ।
লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ প্রজাপতিরিবাত্মজান্ ॥২৪
প্রতীক্ষমাণমব্যগ্রমনুজ্ঞাং জগতীপতেঃ।
উবাচ রাজা সংপ্রেক্ষ্য বনবাসায় রাঘবম্ ॥২৫
অহং রাঘব কৈকেয্যা বরদানেন মোহিতঃ।
অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদ্য ভব রাজা নিগৃহ্য মাম্ ॥২৬

দশরথ তাঁহাকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! এই ভবনে আমার যে সকল পত্নী রহিয়াছেন, প্রথমে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর। আমি পত্নীগণপরিবৃত হইয়া রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তখন সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজমহিষীগণকে বলিলেন,—মাননীয় মহারাজ আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আপনারা সেখানে গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না। সুমন্ত্র এইরূপ বলিলে পর রাজমহিষীগণ সকলেই মহারাজের আদেশ স্বীকার করিয়া সেই ভবনে যাইতে লাগিলেন। রামের জন্য রোদন করায় আরক্তচক্ষু ব্রতচারিণী সার্ধত্রিশত (সাড়ে তিন শত) সংখ্যক রাজমহিষীগণ কৌশল্যাকে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে দশরথের নিকট গমন করিলেন। পত্নীগণকে আগত দেখিয়া ভূপতি দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! আমার পুত্রকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র অতিসত্বর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে লইয়া দশরথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।৮-১৫

স্ত্রীগণপরিবৃত দশরথ পুত্রকে দূর হইতে কৃতাঞ্জলিপুটে আসিতে দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে অতিসত্বর আসন হইতে উঠিলেন। প্রজাপালক মহারাজ রামকে দেখিয়া অতিবেগে ধাবিত হইলেন। অতিদুঃখিত রাজা রামের নিকট পর্যন্ত না যাইয়াই মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অতিদুঃখে সংজ্ঞাহীন শোকাচ্ছন্ন ভূপতিত নরপতির নিকট সত্বর গমন করিলেন। ঐ সময় রাজভবনে সহসা অলঙ্কার-শব্দসহিত সকল মহিলাগণের 'হা রাম! হা রাম!' ধ্বনি উত্থিত হইল। সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে রাজাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনজনেই কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে পর্যঙ্কে (পালঙ্কে) শয়ন করাইলেন।১৬-২০

মুহূর্তকাল পরে মহারাজের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া শোকাশ্রুধারা-প্লাবিত মহারাজকে বলিলেন,—মহারাজ! আমি বনে যাইতে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমাদের সকলের প্রভু। আমি দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিতেছি। আপনি শুভদৃষ্টিতে আমাকে একবার অবলোকন করুন। আপনি লক্ষ্মণকে অনুমতিপ্রদান করুন। সীতাও আমার অনুগমন করুন—ইহাতেও আপনি সম্মতি প্রদান করুন। নানাপ্রকার সঙ্গত কারণ দেখাইয়া

পাঠান্তর :—(ক)—দৃষ্ট্বা তাবাং কৃতাঞ্জলিম্।

এবমুক্তো নৃপতিনা রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
প্রত্যুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা পিতরং বাক্যকোবিদঃ ॥২৭
ভবান্ বর্ষসহস্রায়ুঃ পৃথিব্যা নৃপতে পতিঃ।
অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি ন মে রাজ্যস্য কাঙ্ক্ষিতা ॥২৮
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি বনবাসে বিহৃত্য তে।
পুনঃ পাদৌ গ্রহীষ্যামি প্রতিজ্ঞান্তে নরাধিপ ॥২৯
রুদন্নার্তঃ প্রিয়ং পুত্রং সত্যপাশেন সংযুতঃ।
কৈকেয্যা চোদ্যমানস্তু মিথো রাজা তমব্রবীৎ ॥৩০
শ্রেয়সে বৃদ্ধয়ে তাত পুনরাগমনায় চ।
গচ্ছস্বারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্ ॥৩১
ন হি সত্যাত্মনস্তাত ধর্মাভিমনসস্তব।
সন্নিবর্তয়িতুং বুদ্ধিঃ শক্যতে রঘুনন্দন ॥৩২

অদ্য ত্বিদানীং রজনীং পুত্র মা গচ্ছ সর্বথা।
একাহং দর্শনেনাপি সাধু তাবচ্চরাম্যহম্ ॥৩৩
মাতরং মাঞ্চ সংপশ্যন্ বসেমামদ্য শর্বরীম্।
তর্পিতঃ সর্বকামৈস্ত্বং শ্বঃ কালে সাধয়িষ্যসি ॥৩৪
দুষ্করং ক্রিয়তে পুত্র সর্বথা রাঘব প্রিয়।
ত্বয়া হি মৎপ্রিয়ার্থং তু বনমেবমুপাশ্রিতম্ ॥৩৫
ন চৈতন্মে প্রিয়ং পুত্র যদহং সত্যেন রাঘব।
ছদ্মনা চলিতস্ত্বদ্য ক্রিয়া ভস্মাগ্নিকল্পয়া ॥৩৬
বঞ্চনা যা তু লব্ধা মে তাং ত্বং নির্হর্তুমিচ্ছসি।
অনয়া বৃত্তসাদিন্যা কৈকেয্যাভিপ্রচোদিতঃ ॥৩৭
ন চৈতদাশ্চর্যতমং যত্ত্বং জ্যেষ্ঠঃ সুতো মম।
অপানৃতকথং পুত্র পিতরং কর্তুমিচ্ছসি ॥৩৮

আমি ইঁহাদের দুইজনকেই নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু ইঁহারা এখানে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সনক, সনৎকুমার প্রভৃতি নিজপুত্রগণকে বনে যাইতে (তপস্যার জন্য) অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনিও শোকত্যাগ করিয়া সেইভাবে আমাদের তিন-জনকে বনে যাইতে অনুমতি দান করুন, যেহেতু আপনি সকলেরই মর্যাদাদানকারী। বনবাসে গমনোদ্যত শান্তপ্রকৃতি প্রিয়পুত্রকে অনুমতিপ্রার্থনা করিতে দেখিয়া ভূপতি দশরথ বলিলেন।২১-২৫

বৎস। রঘুনন্দন! আমি কৈকেয়ীর বরদান-বিষয়ে অতিশয় মোহগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়া নিজেই এই অযোধ্যার রাজা হও। নৃপতি এই-রূপ বলিলে পর ধার্মিকশ্রেষ্ঠ বাগ্মী রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনি সহস্র-বৎসর আয়ু লাভ করিয়া পৃথিবীর পতি হইয়া থাকুন। আমি অরণ্যেই বাস করিব। আমার রাজ্যের প্রতি স্পৃহা নাই। চতুর্দশবৎসর বনে বাস করিয়া প্রতিজ্ঞা পালনের পর পুনর্বার আপনার চরণস্পর্শ করিব। সত্যপাশবদ্ধ মহারাজ দশরথ রামের বাক্য শুনিয়া আর্তভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময় রামকে সত্বর বনগমনের অনুমতিপ্রদানের জন্য কৈকেয়ী অন্যের অলক্ষ্যে দশরথকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। ঐ ইঙ্গিতের ফলে দশরথ বিবশ হইয়া প্রিয়তম পুত্রকে বলিলেন।২৬-৩০

তাত! তুমি ধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ তোমার বুদ্ধিকে পরিবর্তিত করিবার সাধ্য আমার নাই। অতএব তুমি ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গললাভের জন্য বনে গমন কর। তুমি সত্বর পুনরাগমনের জন্য ভয়শূন্য পথে মঙ্গলের সহিত গমন কর। বৎস! কিন্তু অদ্য তুমি গমন করিও না। এই রাত্রিটি তুমি এইখানেই অবস্থান কর। কারণ, তোমাকে দেখিয়া একটি দিনও সুখে থাকিতে পারিব। তুমি আমাকে ও তোমার জননীকে দেখিয়া এই রাত্রি এইখানেই অতিবাহিত কর। আমি সমস্ত কাম্যবস্তুর দ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করিব। তুমি কল্য প্রাতে নিজের অভিপ্রেত কার্য করিও। প্রিয়পুত্র! তুমি অত্যন্ত দুষ্কর কার্যসাধনে উদ্যত হইয়াছ, আমার প্রীতি-সম্পাদনের জন্য নির্জন অরণ্যে গমন করিতেছ। কিন্তু তোমার এই বনগমন আমার অভিপ্রেত নহে। আমি সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি গুপ্তভাবে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিসদৃশী কৈকেয়ী কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যে বঞ্চনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি বংশমর্যাদাবাদিনী কৈকেয়ীর সেই বঞ্চনার নিষ্কৃতি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ।

অথ রামস্তদা শ্রুত্বা পিতুরার্ত্তস্য ভাষিতম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা দীনো বচনমব্রবীৎ ॥৩৯
প্রাপ্স্যামি যানহং গুণান্ কো মে স্থাস্যান্ প্রদাস্যতি।
অপক্রমণমেবাতঃ সর্বকামৈরহং বৃণে ॥৪০
ইয়ং সরাষ্ট্রা সজনা ধন-ধান্যসমাকুলা।
ময়া বিসৃষ্টা বসুধা ভরতায় প্রদীয়তাম্ ॥৪১
বনবাসকৃতা বুদ্ধির্ন চ মেঽস্য চলিষ্যতি।
যস্ত যুদ্ধে বরো দত্তঃ কৈকেয্যৈ বরদ ত্বয়া ॥৪২
দীয়তাং নিখিলেনৈব সত্যবাংস্তু ভব পার্থিব।
অহং নিদেশং ভবতো যথোক্তমনুপালয়ন্ ॥৪৩
চতুর্দশ সমা বৎস্যে বনে বনচরৈঃ সহ।
মা বিমর্শো বসুমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্ ॥৪৪

নহি মে কাঙ্ক্ষিতং রাজ্যং সুখমাত্মনি বা প্রিয়ম্।
যথা নিদেশং কর্তুং বৈ তবৈব রঘুনন্দন ॥৪৫
অপগচ্ছতু তে দুঃখং মা ভূর্বাষ্পপরিপ্লুতঃ।
ন হি ক্ষুভ্যতি দুর্ধর্ষঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥৪৬
নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্।
নৈব সর্বানিমান্ কামান্ন স্বর্গং ন চ জীবিতুম্ ॥৪৭
ত্বামহং সত্যমিচ্ছামি নানৃতং পুরুষর্ষভ।
প্রত্যক্ষং তব সত্যেন সুকৃতেন চ তে শপে ॥৪৮
ন চ শক্যং ময়া তাত স্থাতুং ক্ষণমপি প্রভো।
স শোকং ধারয়স্বেমং নহি মেঽস্তি বিপর্য্যয়ঃ ॥৪৯
অর্থিতো হ্যস্মি কৈকেয্যা বনং গচ্ছেতি রাঘব।
ময়া চোক্তং ব্রজাম্যেতি তৎ সত্যমনুপালয়ে ॥৫০

বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ তনয়, তুমি যে আমাকে সত্যবাদী করিতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা আশ্চর্য্য নহে। শ্রীমান্ রাম দুঃখার্ত্ত পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুজ লক্ষ্মণের সহিত অতিদীনভাবে বলিলেন,—পিতঃ! অদ্য আমি যে সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করিব, আগামীকল্য তাহা আমাকে কে দিবে? অতএব আমি এখান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। মহারাজ! আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম। ধন-ধান্যপূর্ণ প্রজাবাসসমন্বিত এই রাজ্য আপনি ভরতকে প্রদান করুন। আমার বনগমনের সঙ্কল্প কখনই অন্যরূপ হইবে না। আপনি বাঞ্ছিতপ্রদ; পূর্বে কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়া আপনি সত্যবাদী হউন। আমি আপনার আদেশ সর্বতোভাবে পালন করিতে চতুর্দশবৎসর যাবৎ বনচরগণের সহিত বনে বাস করিব। আপনি চিন্তাশূন্য হইয়া ভরতকে রাজ্য প্রদান করুন। মহারাজ! আমি নিজের সুখের জন্য অথবা স্বজনের প্রীতিসম্পাদনের জন্য রাজ্যকামনা করি নাই। আমি যে রাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম, তাহা কেবল আপনার আদেশ পালন করিবার জন্যই। পিতঃ! আপনার দুঃখ দূর হউক, আপনি অশ্রুধারায় প্লাবিত হইবেন না। অপরাজেয় নদ-নদীপতি সাগর সহসা ক্ষুব্ধ হন না। আমি আপনার সম্মুখে সত্য ও আমার পুণ্যের দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি রাজ্যপ্রার্থনা করি না, আমি সুখ চাই না। এই পৃথিবীর সমস্ত কাম্যবস্তু, স্বর্গ, এমন কি জীবনও চাই না, আমি কেবল আপনাকে সত্যবাদী করিতে চাই, মিথ্যামুক্ত করিতে চাই। প্রভো! আমি আর একক্ষণও এইস্থানে বাস করিতে পারি না। আপনি শোক সম্বরণ করুন। আমার সঙ্কল্প কখনও বিপর্য্যস্ত হইবে না। জননী কৈকেয়ী প্রার্থনা করিয়াছিলেন—রাঘব! তুমি বনে গমন কর, তখন আমি বলিয়াছিলাম—"বনে গমন করিব"। আমি নিজের এই প্রতিজ্ঞা অনুসারেই কাজ করিতে ইচ্ছা করি।৩৯-৫০

পিতৃদেব! আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। হরিণপূর্ণ, নানাবিধ পক্ষিধ্বনি-মুখরিত শান্তবনে আমরা সুখেই বিহার করিব। তাত! আপনি তো জানেন যে পিতাই দেবতাগণেরও দেবতা—ইহা ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। আমি আপনাকে পরমদেবতা মনে করিয়াই আপনার আদেশ পালন করিব। নৃপতিশ্রেষ্ঠ! চতুর্দশবর্ষ অতীত হইলে পর আমি ফিরিয়া আসিব, তখন আপনি আমাকে আবার দেখিতে পাইবেন। আপনি দুঃখ

মা চোৎকণ্ঠাং বৃথা দেব বনে রংস্যামহে বয়ম্।
প্রশান্তহরিণাকীর্ণে নানাশকুনিনাদিতে ॥৫১
পিতা হি দৈবতং তাত দেবতানামপি স্মৃতম্।
তস্মাদ্দৈবতমিত্যেব করিষ্যামি পিতুর্বচঃ ॥৫২
চতুর্দশসু বর্ষেষু গতেষু নৃপসত্তম।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি মাং প্রাপ্তং সন্তাপোঽয়ং
বিমুচ্যতাম্ ॥৫৩
যেন সংস্তম্ভনীয়োঽয়ং সর্বো বাষ্পাকুলো জনঃ।
স ত্বং পুরুষশার্দূল কিমর্থং বিক্লিয়াং গতঃ ॥৫৪
পুরঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ মহী চ কেবলা
ময়া বিসৃষ্টা ভরতায় দীয়তাম্।
অহং নিদেশং ভবতোঽনুপালয়ন্
বনং গমিষ্যামি চিরায় সেবিতুম্ ॥৫৫
ময়া বিসৃষ্টাং ভরতো মহীমিমাং
সশৈলখণ্ডাং সপুরোপকাননাম্।
শিবাসু সীমাসুশাস্তু কেবলং
ত্বয়া যদুক্তং নৃপতে তথাস্তু তৎ ॥৫৬
ন মে তথা পার্থিব দীয়তে মনো
মহৎসু কাময়েদ্ ন চাত্মনঃ প্রিয়ে।
যথা নিদেশে তব শিষ্টসম্মতে
ব্যপৈতু দুঃখং তব মৎকৃতেঽনঘ ॥৫৭
তদস্তু নৈবানঘ রাজ্যমব্যয়ং
ন সর্বকামান্ বসুধাং ন মৈথিলীম্।
ন চিন্তিতং ত্বামনৃতেন যোজয়ন্
ঋণীয় সত্যং ব্রতমস্তু তে তথা ॥৫৮
ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে
গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনং প্রবিষ্যৈব বিচিত্রপাদপং
সুখী ভবিষ্যামি তবাস্তু নির্বৃতিঃ ॥৫৯
এবং স রাজা ব্যসনাভিপন্ন-
স্তাপেন দুঃখেন চ পীড্যমানঃ।
আলিঙ্গ্য পুত্রং সুবিনষ্টসংজ্ঞো
ভূমিং গতো নৈব বিবেদ কিঞ্চিৎ ॥৬০
দেব্যঃ সমস্তা রুরুদুঃ সমেতা-
স্তাং বর্জয়িত্বা নরদেবপত্নীম্।
রুদন্ সুমন্ত্রোঽপি জগাম মূর্ছাং
হাহাকৃতং তত্র বভূব সর্বম্ ॥৬১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

পরিত্যাগ করুন। আপনিই ত রোদন-পরায়ণ সমস্ত মাতৃগণকে ও পরিজনকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। নরবর! এই অবস্থায় আপনি কেন এত বিকারপ্রাপ্ত হইতেছেন? আমি রাষ্ট্র, অযোধ্যানগরী ও এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলাম। আপনি ইহা ভরতকে প্রদান করুন। আমি আপনার আদেশ পালন করিবার জন্য বহুকাল যাবৎ বনে বাস করিতে গমন করিতেছি। আমা-কর্তৃক পরিত্যক্ত নগর, উদ্যান, পর্বতসমন্বিত পৃথিবীকে ভরত পালন করুক। রাজ্যপালনে ভরত মনু প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই অনুসরণ করিবে। সুতরাং আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, সেই সমস্তই অনুষ্ঠিত হউক। মহারাজ! আপনার আদেশ পালন করা সজ্জনসম্মত। তাহাতে আমার মন যেরূপ নিবিষ্ট হইয়া আছে, অতি উত্তম কাম্যবস্তুতেও কিংবা নিজের অভীষ্টকোন প্রিয়বিষয়েও তাদৃশ নিবিষ্ট নহে। অতএব আমার জন্য আপনার দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। নিষ্পাপ! মহারাজ! আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়া আমি কোন কামাবস্তু প্রার্থনা করি না। এই অযোধ্যা রাজ্য চাই না। এই পৃথিবী চাই না। এমন কি, প্রিয়তমা জানকীকেও চাহি না। আমি সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি যে, আপনার ব্রত বা প্রতিজ্ঞা সফল হউক। বনে বাস করিবার সময় আমি যথালব্ধ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া পর্বত, নদী ও সরোবরসমূহ দেখিতে দেখিতে সুখেই থাকিব। বহুবিধ বৃক্ষ-বিরাজিত বন আমাদের সুখের কারণ হইবে। আপনি শান্তিলাভ করুন। শ্রীমান্ রাম এইরূপ বলিলে পর বিপদাপন্ন রাজা দশরথ সন্তাপে ও দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রিয়পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া জ্ঞান হারাইলেন এবং ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। তখন সেখানে কৈকেয়ী ব্যতীত অন্যান্য রাজ-মহিষীগণ সমবেতভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সারথি সুমন্ত্র সেখানে রোদন করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেখানে উপস্থিত অন্যান্যসকলের মুখ হইতে হাহাকার-ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল।৫০-৬১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

[সুমন্ত্রস্য তীব্র-স্নেহপূর্ণবাক্যেনাপি কৈকেয্যা অপরিবর্তনীয়ো মনোভাবঃ ।]

ততো নিধূয় সহসা শিরো নিঃশ্বস্য চাসকৃৎ ।
পাণিং পাণৌ বিনিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ ॥১
লোচনে কোপসংরক্তে বর্ণং পূর্বোচিতং জহৎ ।
কোপাভিভূতঃ সহসা সন্তাপমশুভং গতঃ ॥২
মনঃ সমীক্ষমাণশ্চ সূতো দশরথস্য সঃ (কৈ) ।
কম্পয়ন্নিব কৈকেয্যা হৃদয়ং বাক্‌শরৈঃ শিতৈঃ ॥৩
বাক্যবজ্রৈরনুপমৈর্নিভিন্দন্নিব চাশুভৈঃ ।
কৈকেয্যাঃ সর্বমর্মাণি সুমন্ত্রঃ প্রত্যভাষত ॥৪
যস্যাস্তব পতিস্ত্যক্তো রাজা দশরথঃ স্বয়ম্ ।
ভর্তা সর্বস্য জগতঃ স্থাবরস্য চরস্য চ ॥৫
নহ্যকার্যতমং কিঞ্চিত্তব দেবীহ বিদ্যতে ।
পতিঘ্নীং ত্বামহং মন্যে কুলঘ্নীমপি চাশুভাম্ ॥৬

যস্মাদ্ধেন্দ্রমিবাজয্যং দুষ্প্রকম্প্যমিবাচলম্ ।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যং সন্তাপয়সি কর্মভিঃ ॥৭
মাবমংস্থা দশরথং ভর্তারং বরদং পতিম্ ।
ভর্তুরিচ্ছা হি নারীণাং পুত্রকোট্যা বিশিষ্যতে ॥৮
যথা বয়ো হি রাজ্যানি প্রাপ্নুবন্তি নৃপক্ষয়ে ।
ইক্ষ্বাকুকুলনাথেঽস্মিংস্তং লোপয়িতুমিচ্ছসি ॥৯
রাজা ভবতু তে পুত্রো ভরতঃ শাস্তু মেদিনীম্ ।
বয়ং তত্র গমিষ্যামো যত্র রামো গমিষ্যতি ॥১০
ন চ তে বিদ্মহে কিঞ্চিদ্ ব্রাহ্মণো বক্তুমর্হতি ।
তাদৃশং ত্বমমর্য্যাদমস্য কর্ম করিষ্যসি ॥১১
নূনং সর্বে গমিষ্যামো মার্গং রামনিসেবিতম্ ।
ত্যক্ত্বা ত্বা বান্ধবৈঃ সর্বৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ সাধুভিঃ সহ ॥১২

[সুমন্ত্রের তীব্র স্নেহপূর্ণবাক্যেও কৈকেয়ীর অপরিবর্তনীয় মনোভাব ।]

অনন্তর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সুমন্ত্র অতিশয় ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং বারংবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি অস্থির হইয়া নিজমস্তক কম্পিত করত হস্তের দ্বারা হস্তপীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় পূর্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি অতিশয় আশঙ্কাজনক সন্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তীব্রক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথের মনোভাব বুঝিয়া অতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণের দ্বারা কৈকেয়ীর হৃদয় প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। বজ্রের দ্বারা যেমন শরীর বিদীর্ণ হয়, সুমন্ত্র সেইরূপে অতিভয়ঙ্কর বাক্যরূপ বজ্রের দ্বারা কৈকেয়ীর মর্মভেদ করিতে করিতে বলিলেন—দেবি!

পাঠান্তর ১—(ক)—সূতো দশরথস্য চ ।

এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলের পালক মহারাজ দশরথ স্বয়ম্। তিনি তোমার স্বামী। তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে। এই সংসারে তোমার অকরণীয় কিছুই নাই। আমি তোমাকে পতিঘাতিনী ও শেষ পর্য্যন্ত বংশনাশিনী বলিয়া মনে করি ।১৬

কারণ তুমি ইন্দ্রতুল্য অপরাজেয়, সমুদ্রসদৃশ গম্ভীর ও পর্বতের তুল্য স্থির মহারাজ দশরথকে নিজ-দুরাচারের দ্বারা সন্তপ্ত করিতেছ। তোমার পোষণকারী বরপ্রদ পতির অবমাননা করিও না। কোটিপুত্রের ইচ্ছা অপেক্ষা পতির ইচ্ছানুসারে কার্য্য করাই স্ত্রীলোকের বিশেষ কর্তব্য। দেখ, নরপতির অবর্তমানে তাঁহার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠক্রমে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাই কুলমর্য্যাদা। কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলপতি দশরথ জীবিত থাকিতেই তুমি তাহা লোপ করিতে চাহিতেছ।

কা প্রীতী রাজ্যলাভেন তব দেবি ভবিষ্যতি।
তাদৃশং ত্বমমর্য্যাদং কর্ম কর্তুং চিকীর্ষসি ॥১৩
আশ্চর্য্যমিব পশ্যামি নস্যান্তে বৃত্তমীদৃশম্।
আচরন্ত্যা ন বিদৃতা সদ্যো ভবতি মেদিনী ॥১৪
মহাব্রহ্মর্ষিসৃষ্টা বা জ্বলন্তো ভীমদর্শনাঃ।
ধিগ্‌বাগুক্তা ন হিংসন্তি রামপ্রব্রাজনে দ্বিতাম্ ॥১৫
আম্রং ছিত্ত্বা কুঠারেণ নিম্বং পরিচরেত্তু যঃ।
যশ্চৈনং পয়সা সিঞ্চেন্নৈবাস্য মধুরো ভবেৎ ॥১৬
আভিজাত্যং হি তে মন্যে যথা মাতুস্তথৈব তে (ক)।
ন হি নিম্বাৎ স্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে নিগদিতং বচঃ ॥১৭
তব মাতুরসদ্‌গ্রাহং বিদ্ম পূর্বং যথাশ্রুতম্।
পিতুস্তে বরদঃ কশ্চিদ্দদৌ বরমনুত্তমম্ ॥১৮
সর্বভূতরুতং তস্মাৎ সংজজ্ঞে বসুধাধিপঃ।
তেন তির্য্যগ্‌গতানাঞ্চ ভূতানাং বিদিতং বচঃ ॥১৯
ততো জৃম্ভস্য শয়নে বিকৃতাস্যুরিবর্চসঃ।
পিতুস্তে বিদিতো ভাবঃ স তত্র বহুধাঽহসৎ ॥২০
তত্র তে জননী ক্রুদ্ধা মৃত্যুপাশমভীপ্সতী।
হাসং তে নৃপতে সৌম্য জিজ্ঞাস্যমিতি চাব্রবীৎ(খ) ॥২১
নৃপশ্চোবাচ তাং দেবীং হাসং শংসামি তে যদি।
ততো মে মরণং সদ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২২
মাতা তে পিতরং দেবী পুনঃ কেকয়মব্রবীৎ।
শংস মে জীব বা মা বা ন মাং ত্বং প্রহসিষ্যসি ॥২৩
প্রিয়য়া চ তথোক্তঃ স কেকয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
তস্যৈ তং বরদায়ার্থং কথয়ামাস তত্ত্বতঃ ॥২৪

তোমার পুত্র ভরতই রাজা হউক। সে-ই পৃথিবী শাসন করুক। কিন্তু আমরা সেইস্থানেই গমন করিব, সেস্থানে রাম গমন করিবে।৭-১০

অদ্য তুমি এমন আচারগর্হিত অকার্য্য করিতেছ, যাহার জন্য তোমার রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণ কখনই বাস করিতে পারেন না। আমরা সকলেই রামের অনুসৃত পথেই গমন করিব। তুমি বান্ধবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে। তখন তোমার এই রাজ্য-লাভের দ্বারা কি সুখ হইবে? তুমি এইরূপ মর্য্যাদা-বিরুদ্ধ নীচকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি যেরূপ গর্হিতকার্য্য করিতেছ, তাহাতে এই পৃথিবী সহসা বিদীর্ণ হইতেছে না দেখিয়া আমি বিস্ময়বোধ করিতেছি। তুমি রামকে নির্বাসিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক উচ্চারিত অতিভয়ঙ্কর অগ্নিতুল্য বিকারবাক্যরূপ বজ্র তোমাকে নিহত করিতেছে না, ইহাতেও আমি বিস্ময়বোধ করিতেছি।১১-১৫

এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে কুঠারের দ্বারা আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া নিম্ববৃক্ষের পরিচর্য্যা করে? দুগ্ধের দ্বারা নিম্ববৃক্ষকে সেচন করিলেও তাহার ফল মধুর হয় না। আমি মনে করি যে, তোমার মাতার যেরূপ আভিজাত্য, তোমারও সেইরূপ। তুমি তোমার মাতার মতই

পূর্বে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি—কোন এক বরদান-সমর্থ ব্রাহ্মণ তোমার পিতাকে উত্তমবর প্রদান করেন। ঐ বরের প্রভাবে তোমার পিতা পৃথিবীপতি কেকয়রাজ সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিবার শক্তি পাইয়াছিলেন। ঐ শক্তির দ্বারা তিনি পশু-পক্ষীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। একদিন তোমার পিতা শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সুবর্ণকান্তি জৃম্ভনামক পক্ষীর শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিয়া তোমার পিতা বারংবার হাসিতে থাকেন।১৬-২০

সেখানে তোমার জননী উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিয়া অতিকুপিতা তোমার জননী তোমার পিতাকে বলিলেন,—সৌম্য! মহারাজ! আপনার এই হাস্যের কারণ কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তখন নরপতি বলিলেন,—আমি যদি ইহার কারণ তোমাকে বলি, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার মৃত্যু হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে তোমার মাতৃদেবী কেকয়রাজকে বলিলেন,—তুমি জীবিতই থাক আর নাই থাক, আমাকে তোমার হাস্যের কারণ বল।

পাঠান্তর :—(ক)—যথা মাতুস্তথৈব চ।
(খ)—জিজ্ঞাস্যমিতি চাব্রবীৎ।

ততঃ স বরদঃ সাধু রাজানং প্রত্যভাষত।
ত্রিয়তাং ধ্বংসতাং বেয়ং মা শংসীস্ত্বং মহীপতে ॥২৫
স তচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য প্রসন্নমনসো নৃপঃ।
মাতরং তে নিরস্যাশু বিজহার কুবেরবৎ ॥২৬
তথা ত্বমপি রাজানং দুর্জনাচরিতে পথি।
অসদ্‌গ্রাহমিমং মোহাৎ কুরুষে পাপদর্শিনী ॥২৭
সত্যশ্চাত্র প্রবাদোঽয়ং লৌকিকঃ প্রতিভাতি মা।
পিতৃন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ ॥২৮
নৈবং ভব গৃহাণেদং যদাহ বসুধাধিপঃ।
ভর্তুর্বিজ্ঞামুপাস্বেহ জনস্যাস্য গতির্ভব ॥২৯

মা ত্বং প্রোৎসাহিতা পাপৈর্দেববরাজসমপ্রভম্।
ভর্তারং লোকভর্তার (ক) মসদ্ধর্মমুপাদধ ॥৩০
নহি মিথ্যা প্রতিজ্ঞাতং করিষ্যতি তবানঘঃ।
শ্রীমান্ দশরথো রাজা দেবি রাজীবলোচনঃ ॥৩১
জ্যেষ্ঠো বদান্যঃ কর্মণ্যঃ স্বধর্মস্যাপি রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য বলী রামোঽভিষিচ্যতাম্ ॥৩২
পরিবাদো হি তে দেবি মহাংল্লোকে চরিষ্যতি।
যদি রামো বনং যাতি বিহায় পিতরং নৃপম্ ॥৩৩
স্বরাজ্যং রাঘবঃ পাতু ভব ত্বং বিগতজ্বরা।
নহি তে রাঘবাদন্যঃ ক্ষমঃ পুরবরে বসন্ ॥৩৪

তাহাতে তুমি আর কখনও আমাকে উপহাস করিতে পারিবে না। নিজ প্রিয়তমার এই বাক্য শুনিয়া ভূপতি কেকয় বরদানকারী ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে আনুপূর্বিক সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন সেই বরদানকারী সাধুপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ! তোমার স্ত্রী মরিয়াই যাউক কিংবা স্থানান্তরেই যাউক, তুমি ঐ গৃহরহস্য প্রকাশ করিও না।২১-২৫

তখন মহারাজ কেকয় ঐ প্রসন্নচিত্ত বরদ ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া তোমার মাতাকে উপেক্ষা করত কুবেরের মত বিহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমার মাতার মত পাপদর্শিনী তুমিও মোহবশত দুর্জনগণের আচরিত রীতি অবলম্বন করিয়া রাজা দশরথকে অসৎকার্য্যে পরিচালিত করিতেছ। পুত্রগণ পিতার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং কন্যাগণ মাতার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে—এইরূপ লৌকিক প্রবাদ আমার নিকট অতি অসত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহাই হউক, আমি বলিতেছি, তুমি তোমার মাতার মত হইও না। মহারাজ দশরথ যাহা বলিতেছেন, তাহা গ্রহণ কর। পতির ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া আমাদের সকলের আশ্রয় হও। পাপবুদ্ধি ব্যক্তিগণের দ্বারা উৎসাহপ্রাপ্ত হইয়া দেবরাজতুল্যতেজস্বী সর্বলোক-পালক নিজপতিকে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিও না।২৬-৩০

দেবি! কমলনয়ন পাপহীন শ্রীমান্ দশরথ তোমার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইবে না অর্থাৎ দুই বরের দ্বারা তুমি বহু বাঞ্ছিতবস্তু পাইবে। দেখ, রাম তোমাদের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তাঁহারই অভিষেক হওয়া উচিত। বিশেষতঃ রাম অতিশয় উদার, সর্বকর্মে নিপুণ, স্বধর্মরক্ষাকারী, মহাবলবান্ ও সর্বজনরক্ষক, সুতরাং রামকেই অভিষিক্ত কর। যদি রাম পিতাকে ছাড়িয়া বনে গমন করেন, তাহা হইলে সংসারে তোমার ভয়ঙ্কর অপবাদ প্রচারিত হইবে। অতএব রঘুনন্দন রাম নিজরাজ্য রক্ষা করুন। তুমি দুশ্চিন্তাশূন্য হও। এই অযোধ্যায় রাজপদে বসিয়া রাম ভিন্ন অন্য কেহই তোমার অনুকূল হইবে না। রাম যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইলে মহাবলধুর্ধর রাজা দশরথ পূর্বপুরুষগণের আচরণ স্মরণ করিয়া বনে প্রস্থান করিবেন। (দশরথ বানপ্রস্থাশ্রমে গেলে রাম রাজা হইবেন এবং ভরত যুবরাজ হইবেন)। দশরথের সম্মুখে এইভাবে শাস্ত্র ও তীক্ষ্ণবাক্যের প্রয়োগ করিয়া কৃতাঞ্জলি সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে অতিশয় ক্ষুব্ধ করিতে

পাঠান্তর :—(ক) ভর্তারং লোককর্তার—।

রামে হি যৌবরাজ্যস্থে রাজা দশরথো বনম্।
প্রবেক্ষ্যতি মহেষ্বাসঃ পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্ ॥৩৫
ইতি সান্ত্বৈশ্চ তীক্ষ্ণৈশ্চ কৈকয়ীং রাজসংসদি।
ভূয়ঃ সংক্ষোভয়ামাস সুমন্ত্রস্তু কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩৬

নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ স্ম পরিবর্ততে।
ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা ॥৩৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

লাগিলেন। কিন্তু সুমন্ত্রের এই সকল শান্ত ও তীক্ষ্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও কৈকেয়ী একটুও ক্ষুব্ধ হইলেন না, সামান্যও ব্যথিত হইলেন না। সেই সময় তাঁহার মুখের বর্ণে অল্পও বিকৃতি দেখা গেল না ।৩১-৩৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[বনগমনসম্বন্ধ-রামেণ সহ সেনাবাহিনী ধনরত্নপ্রেরণায় রাজ্ঞো দশরথস্যাদেশঃ, তত্র কৈকয়্যা বিরোধিতা, সিদ্ধার্থস্য সদ্যুক্তিপ্রদর্শনম্, রামেণ সহ বনগমনায় রাজ্ঞো দশরথস্য ইচ্ছাপ্রকাশশ্চ]

ততঃ সুমন্ত্রমৈক্ষ্বাকঃ পীড়িতোঽত্র প্রতিজ্ঞয়া।
সবাষ্পমতিনিঃশ্বস্য ভগ্নাদেবং পুনর্বচঃ ॥১
সূত রত্নসুসম্পূর্ণা চতুরঙ্গবলা চমূঃ।
রাঘবস্যানুযাত্রার্থং ক্ষিপ্রং প্রতিবিধীয়তাম্ ॥২
রূপাজীবাশ্চ বাণিজ্যো বণিজশ্চ মহাধনাঃ।
শোভয়ন্তু কুমারস্য বাহিনীঃ প্রসারিতাঃ ॥৩
যে চৈনমুপজীবন্তি রমতে যৈশ্চ বীর্য্যতঃ।
তেষাং বহুবিধং দত্ত্বা তানপ্যত্র নিয়োজয় ॥৪

আয়ুধানি চ মুখ্যানি নাগাশ্চ শকটানি চ।
অনুগচ্ছন্তু কাকুৎস্থং ব্যাধাশ্চারণ্যকোবিদাঃ ॥৫
নিঘ্নন্ মৃগান্ কুঞ্জরাংশ্চ শিবাংশ্চারণ্যকং মধু।
নদীশ্চ বিবিধাঃ পশ্যন্ন রাজ্যং সংস্মরিষ্যতি ॥৬
ধান্যকোশশ্চ যঃ কশ্চিদ্ধনকোশশ্চ মামকঃ।
তৌ রামমনুগচ্ছেতাং বসন্তং নিঋতে বনে ॥৭
যজন্ পুণ্যেষু দেশেষু বিসৃজংশ্চাপ্তদক্ষিণাঃ।
ঋষিভিশ্চাপি সঙ্গম্য প্রবৎস্যতি সুখং বনে ॥৮

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[বনগমনোদ্যত রামের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও ধনরত্ন প্রেরণ করিবার জন্য রাজা দশরথের আদেশ, তাহাতে কৈকেয়ীর বিরোধিতা, সিদ্ধার্থের সদ্যুক্তিপ্রদর্শন এবং রামের সঙ্গে বনে চলিয়া যাইবার জন্য রাজা দশরথের ইচ্ছাপ্রকাশ।]

অনন্তর ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ নিজপ্রতিজ্ঞার জন্য অতিশয় ব্যথিত হইয়া সাশ্রুনয়নে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! রামের অনুবর্তী হইবার জন্য চতুর্বিধসৈনিকপুরুষবিশিষ্ট সেনাবাহিনীকে নানাবিধ রত্নে সমৃদ্ধ করিয়া নিয়োগ কর। প্রিয়ভাষিণী বেশ্যা ও ধনবান্ বণিকেরা নিজেদের পণ্যদ্রব্য প্রসারিত করিয়া রামের সেনাবাহিনীকে শোভিত করুক। যে মনুষ্যগণ রামের আশ্রয়ে জীবিকা-নির্বাহ করে, যাহাদের শারীরিক শক্তিতে রাম তৃপ্তি-লাভ করে, তুমি বহুধন প্রদান করিয়া সেই মনুষ্যগণকে রামের সঙ্গে যাইতে নিয়োগ কর। যে সমস্ত ব্যাধগণ অরণ্যের পথসম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাহারা এই নগর হইতে অস্ত্র ও শকটসমূহ সঙ্গে লইয়া রামের অনুগামী হউক ।১-৫

শ্রীমান্ রাম অরণ্যে মৃগ ও হস্তিগণকে নিহত করিয়া

ভরতশ্চ মহাবাহুরযোধ্যাং পালয়িষ্যতি।
সর্বকামৈঃ পুনঃ শ্রীমান্ রামঃ সংসাধ্যতামিতি ॥৯
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে কৈকয্যা ভয়মাগতম্।
মুখং চাপ্যগমচ্ছোষং স্বরশ্চাপি ব্যরুধ্যত ॥১০
সা বিনদ্ধা চ সন্ত্রস্তা মুখেন পরিশুষ্যতা।
রাজানমেবাভিমুখী কৈকয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥১১
রাজ্যং গতধনং সারো পীতমণ্ডং সুরামিব।
নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে ॥১২
কৈকয্যাং মুক্তলজ্জায়াং বদন্ত্যামতিদারুণম্।
রাজা দশরথো বাক্যমুবাচায়তলোচনাম্ ॥১৩
বহন্তং কিং তুদসি মাং নিযুজ্য ধুরিমাহিতে।
অনার্য্যে কৃত্যমারব্ধং কিং ন পূর্বমুপারুধঃ ॥১৪
তস্যৈতৎ ক্রোধসংযুক্তমুক্তং শ্রুত্বা বরাঙ্গনা।
কৈকয়ী দ্বিগুণং ক্রুদ্ধা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১৫
তবৈব বংশে সগরো জ্যেষ্ঠপুত্রমুপারুধৎ।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং তথায়ং গন্তুমর্হতি ॥১৬
এবমুক্তো ধিগিত্যেব রাজা দশরথোঽব্রবীৎ।
ব্রীড়িতশ্চ জনঃ সর্বঃ সা চ তন্নাববুধ্যত ॥১৭
তত্র বৃদ্ধো মহামাত্রঃ সিদ্ধার্থো নাম নামতঃ।
শুচির্বহুমতো রাজ্ঞঃ কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ॥১৮
অসমঞ্জো গৃহীত্বা তু ক্রীড়তঃ পথিদারকান্।
সরযূং প্রক্ষিপন্নপ্সু রমতে তেন দুর্মতিঃ ॥১৯
তং দৃষ্ট্বা নাগরাঃ সর্বে ক্রুদ্ধা রাজনমব্রুবন্।
অসমঞ্জং বৃণীষ্বৈকমস্মান্ বা রাষ্ট্রবর্ধন ॥২০

সন্যমধু পান করত এবং রমণীয় বিবিধ মণি দর্শন করত এই রাজ্যের কথা ভুলিয়াই যাইবে। আমার যে সঞ্চিত ধনরাশি ও ধান্যরাশি আছে, তাহা নির্জন বনে বাস করিতে উদ্যত রামের অনুগমন করুক। শ্রীমান্ রাম অরণ্যে ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া পুণ্যময় স্থানে যাগানুষ্ঠান করিবে এবং ঐ ধনরাশির দ্বারা সজ্জন দক্ষিণা প্রদান করত সুখে থাকিবে। মহাবীর ভরত অযোধ্যাপালন করিতে থাকুক। সমস্ত বাঞ্ছিতবস্তুর সহিত রামকে বনে প্রেরণ কর। মহারাজ দশরথ এইরূপ বলিতে থাকিলে কৈকেয়ীর অন্তরে ভয় হইল, তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইয়া গেল।৬-১০

কৈকেয়ী অতিশয় ভীতা ও বিষণ্ণা হইয়া দশরথের অভিমুখী হইলেন এবং শুষ্কমুখে দশরথকে বলিলেন,—মহাশয় মহারাজ! সমস্ত সম্পত্তি যদি রামের সঙ্গে যায়, তাহা হইলে সারশূন্য সুরার ন্যায় আস্বাদহীন ধনশূন্য এইরাজ্য ভরত গ্রহণ করিবে না। লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কৈকেয়ী যখন এইরূপ নিদারুণ বাক্য বলিতেছিলেন, তখন দশরথ বিশালাক্ষী কৈকেয়ীকে বলিলেন —কৈকেয়ি! তোমার প্রকৃতি অনার্য্যজনোচিত। তুমি আমাকে যে ধুরি বহন করিতে নিযুক্ত করিতেছ, আমিতো তাহাই বহন করিতেছি, তবে তুমি কেন আর আমার মর্মস্থান ভেদ করিতেছ? আমি যাহা করিতেছি, পূর্বেই কেন তুমি আমাকে তাহা করিতে নিষেধ কর নাই? মহারাজ দশরথের এই প্রকার ক্রোধপূর্ণ কথা শুনিয়া লজ্জিতা কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন।১১-১৫

মহারাজ! তোমার এই বংশে তোমার পূর্বপুরুষ সগর নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। তুমিও পূর্বপুরুষের অনুসরণ করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে নির্বাসিত কর। কৈকেয়ী এইরূপ বলিলে পর দশরথ বলিলেন—ধিক্ ধিক্। ইহাতে সেখানে উপস্থিত সকল লোকই অতিশয় লজ্জিত হইল, কিন্তু কৈকেয়ী রাজার ধিক্কার ও সাধারণের লজ্জার মর্ম বুঝিলেন না। সেই সময় দশরথের অনুমোদিত প্রিয় পবিত্র সিদ্ধার্থনামক একজন প্রবীণব্যক্তি কৈকেয়ীকে বলিলেন —রাজমহিষি! সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ অতিশয় দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল। সে পথে ক্রীড়ারত বালকগণকে ধরিয়া সরযূনদীর জলে নিক্ষেপ করিত এবং তাহাতে সে আনন্দিত হইত। অসমঞ্জকে এইরূপ নিষ্ঠুরকার্য্য করিতে দেখিয়া নাগরিকগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সগররাজাকে বলিলেন—রাষ্ট্রপালক মহারাজ! আপনি

তানুবাচ ততো রাজা কিং নিমিত্তমিদং ভয়ম্।
তাশ্চাপি রাজ্ঞা সংপৃষ্টা বাক্যং প্রকৃতয়োঽব্রুবন্ ॥২১
ক্রীড়তস্ত্বেষ নঃ পুত্রান্ বালানুদ্‌ভ্রান্তচেতসঃ।
সরযূং প্রক্ষিপন্মৌর্খ্যাদতুলাং প্রীতিমশ্নুতে ॥২২
স তাসাং বচনং শ্রুত্বা প্রকৃতীনাং নরাধিপঃ।
তং তত্যাজাহিতং পুত্রং তাসাং প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥২৩
তং যানং শীঘ্রমারোপ্য সভার্যাং সপরিচ্ছদম্।
যাবজ্জীবং বিবাস্তোঽয়মিতি তানব্রবীৎ পিতা ॥২৪
স কালপিটকং গৃহ্য গিরিদুর্গাণ্যলোকয়ৎ।
দিশঃ সর্বাস্বনুচরন্ স যথা পাপকর্মকৃৎ ॥২৫
ইত্যেবমত্যজদ্রাজা সগরো বৈ সুধার্মিকঃ।
রামঃ কিমকরোৎ পাপং যেনৈবমুপরুধ্যতে ॥২৬
নহি কঞ্চন পশ্যামো রাঘবস্যাগুণং বয়ম্।
দুর্লভো হ্যস্য নিরয়ঃ শশাঙ্কস্যেব কল্মষম্ ॥২৭
অথবা দোষবৎ কিঞ্চিদ্রোষং পশ্যসি রাঘবে।
তমস্য ব্রূহি তত্ত্বেন তদা রামো বিবাস্যতে ॥২৮
অদুষ্টস্য হি সন্ত্যাগঃ সৎপথে নিরতস্য চ।
নির্দহেদপি শক্রস্য দ্যুতিং ধর্মবিরোধনাৎ ॥২৯
তদলং দেবি রামস্য শ্রিয়া বিহতয়া ত্বয়া।
লোকতোঽপি হি তে রক্ষ্যঃ পরিবাদঃ শুভাননে ॥৩০
শ্রুত্বা তু সিদ্ধার্থবচো রাজা ভ্রান্ততরদ্বয়ঃ।
শোকোপহতয়া বাচা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥৩১
এতদ্বচো নেক্ষসি পাপরূপে
হিতং ন জানাসি মমাত্মনোঽথবা।

কেবল অসমঞ্জকেই নিজের নিকটে রাখুন, আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন, অথবা আমাদিগকে নিকটে রাখিয়া অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করুন।১৬-২০

নাগরিকগণের এই প্রকার কথা শুনিয়া সগররাজা তাহাদিগকে বলিলেন,—কি জন্য তোমাদের এইরূপ ভয় হইয়াছে? রাজা জিজ্ঞাসা করিলে পর প্রজাগণ বলিলেন —মহারাজ। আপনার চঞ্চলচিত্ত দুষ্টপুত্র অসমঞ্জ আমাদের ক্রীড়ারত শিশুপুত্রগণকে সরযূনদীতে নিক্ষেপ করে এবং নিজের মূর্খতার জন্য এই নিষ্ঠুরকার্য্যের দ্বারা অতিশয় আনন্দ পায়। নরপতি সগর প্রজাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের প্রীতিসাধনের জন্য দুষ্টপুত্র অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রজাগণের ঐ প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়াই সগর তৎক্ষণাৎ নিজপুত্রকে ভার্য্যার সহিত বনবাসোপযোগী উপকরণ প্রদান করিলেন এবং তাহাকে শকটে আরোহণ করাইয়া ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন,—তোমরা ইহাকে যাবজ্জীবন অরণ্যে নির্বাসিত কর। সেই অসমঞ্জ যেরূপ পাপ করিয়াছিলেন, তাহাকে সেইরূপ ফলভোগ করিবার জন্য কুঠার ও পেটী গ্রহণপূর্বক দুর্গম পর্বত ও অরণ্যে বাস করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।২১-২৫

কৈকেয়ি! অতিধার্ম্মিক সগররাজা পুত্রের এই প্রকার আচরণের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমান্ রাম কি পাপ করিয়াছেন, যাহার জন্য তিনি নির্বাসিত হইবেন? আমরা ত রঘুনন্দনের সামান্য দোষ দেখিতে পাই না। চন্দ্রে কলঙ্কের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু রামে কোন দোষ বা কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবি! সত্যই যদি আপনি রামের আচরণে কোনও দোষ দেখিয়া থাকেন, তবে এখনই তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন। তাঁহার দোষ দেখাইলেই নির্বাসিত করিতে পারিবেন, অন্যথা তাঁহাকে নির্বাসিত করা অন্যায় হইবে। যিনি সর্বদা সৎপথাবলম্বী এবং সর্বদোষরহিত, তাঁহাকে ইন্দ্রতুল্যব্যক্তিও যদি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রতুল্যব্যক্তিরও মহিমা বিনষ্ট হয়। অতএব রাজমহিষি! আপনি রামের রাজ্যশ্রীলাভের বিরোধিতা করিবেন না। সুমুখি! সর্বজনমধ্যে আপনার যে অপবাদ হইবে, তাহার প্রতিকার করা উচিত।২৬-৩০

প্রবীণ সিদ্ধার্থের কথা শুনিয়া দশরথ অতিকাতরস্বরে শোকপূর্ণবাক্যে কৈকেয়ীকে বলিলেন,—পাপীয়সি! তুমি এইরূপ সঙ্গতবাক্য গ্রহণ করিতেছ না, এবং নিজের ও আমার হিত বুঝিতেছ না। তুমি কুপথ অবলম্বন করিয়া কুৎসিত আচরণ করিতেছ। তোমার এই আচরণ

আদ্যায় মার্গং কৃপণং কুচেষ্টা
চেষ্টা হি তে সাধুপথাদপেতা ॥৩২
অনুব্রজিষ্যাম্যহমদ্য রামং
রাজ্যং পরিত্যজ্য সুখং ধনঞ্চ।

সৎপথবহির্ভূত। আমি অদ্য রাজ্য, সুখ ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগমন করিব। তোমার

সর্বে চ রাজ্ঞা ভরতেন চ ত্বং
যথাসুখং ভুঙ্ক্ষ্ব চিরায় রাজ্যম্ ॥৩৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

পুত্র ভরত আসিয়া রাজা হউক এবং পুত্রের সহিত তুমি এইরাজ্য চিরকাল সুখে ভোগ কর ।৩১-৩৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামপ্রভৃতীনাং বল্কলধারণম্, সীতাদেব্যা বল্কলপরিধানেন অন্তঃপুরবাসিনীনাং রমণীনামশ্রুত্যাগঃ, কৈকেয়ীং প্রতি বশিষ্ঠদেবস্য ক্রোধপূর্ণোক্তিঃ, তেন চ সীতাদেব্যা বল্কলধারণস্যানৌচিত্যপ্রদর্শনম্ ।]

মহামাত্রবচঃ শ্রুত্বা রামঃ দশরথস্তদা।
অভ্যভাষত বাক্যং তু বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ ॥১
ত্যক্তভোগস্য মে রাজন্ বনে বন্যেন জীবতঃ।
কিং কার্য্যমনুযাত্রেণ ত্যক্তসঙ্গস্য সর্বতঃ ॥২
যো হি দত্ত্বা দ্বিপশ্রেষ্ঠং কক্ষ্যায়াং কুরুতে মনঃ।
রজ্জুস্নেহেন কিং তস্য ত্যজতঃ কুঞ্জরোত্তমম্ ॥৩
তথা মম সতাং শ্রেষ্ঠ কিং ত্বক্ত্বা জগৎপতে।
সর্বাণ্যেবানুজানামি চীরাণ্যেবানয়ন্তু মে ॥৪
খনিত্র-পিটকে চোভে সমানয়ত গচ্ছত।
চতুর্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বসতো মম ॥৫
অথ চীরাণি কৈকেয়ী স্বয়মাহৃত্য রাঘবম্।
উবাচ পরিধৎস্বেতি জনৌঘে নিরপত্রপা ॥৬

সপ্তত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির বল্কলধারণ, সীতাদেবীর বল্কল-পরিধানে অন্তঃপুরবাসিনী রমনীগণের অশ্রুত্যাগ, কৈকেয়ীর প্রতি বশিষ্ঠদেবের ক্রোধপূর্ণ উক্তি ও তৎকর্তৃক সীতাদেবীর বল্কলধারণের অনৌচিত্য-প্রদর্শন ।]

সিদ্ধার্থের ও দশরথের নীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ রাম বিনীতভাবে দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ! আমি সমস্ত ভোগ ত্যাগ করিয়াছি। বনে থাকিয়া বন্যফল-মূলের দ্বারা জীবনধারণ করিব। কোন বস্তুতেই আমার আসক্তি নেই। অতএব আমার অনুযাত্রী সৈন্য প্রভৃতির কি প্রয়োজন? যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠহস্তীটিকে প্রদান করিয়া হস্তীবন্ধন-রজ্জুতে মুগ্ধ হয়, তাহার শ্রেষ্ঠ-হস্তীটিকে পরিত্যাগ করার পর ঐ রজ্জুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সার্থকতা কি? সজ্জনশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আমার অনুগামী সৈন্যের কি প্রয়োজন? সেই সমস্তই আমি ভরতকে প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আপনি বনোবাসোপ-

স চীরে পুরুষব্যাঘ্রঃ কৈকেয্যাঃ প্রতিগৃহ্যতে।
সূক্ষ্মবস্ত্রমবক্ষিপ্য মুনিবস্ত্রাণ্যবস্ত হ ॥৭
লক্ষ্মণশ্চাপি তত্রৈব বিহায় বসনে শুভে।
তাপসাচ্ছাদনে চৈব জগ্রাহ পিতুরগ্রতঃ ॥৮
অথাত্মপরিধানার্থং সীতা কৌশেয়বাসিনী।
সংপ্রেক্ষ্য চীরং সন্ত্রস্তা পৃষতী বাগুরামিব ॥৯
সা ব্যপত্রপমাণেব প্রগৃহ্য চ সুদুর্মনাঃ।
কৈকেয্যাঃ কুশচীরে তে জানকী শুভলক্ষণা ॥১০
অশ্রুসম্পূর্ণনেত্রা চ ধর্মজ্ঞা ধর্মদর্শিনী।
গন্ধর্বরাজপ্রতিমং ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১১
কথং নু চীরং বধ্নন্তি মুনয়ো বনবাসিনঃ।
ইতি হ্যকুশলা সীতা সা মুমোহ মুহুর্মুহুঃ ॥১২
কৃত্বা কণ্ঠে স্ম সা চীরমেকমাদায় পাণিনা।
তস্থৌ হ্যকুশলা তত্র ব্রীড়িতা জনকাত্মজা ॥১৩
তস্যাস্তৎক্ষিপ্রমাগত্য রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
চীরং বব্ধ সীতায়াঃ কৌশেয়স্যোপরি স্বয়ম্ ॥১৪
রামং প্রেক্ষ্য তু সীতায়া বধ্নন্তং চীরমুত্তমম্।
অন্তঃপুরচরা নার্য্যো মুমুচুর্বারি নেত্রজম্ ॥১৫
ঊচুশ্চ পরমায়ত্তা রামং জ্বলিততেজসম্।
বৎস নৈবং নিযুক্তেয়ং বনবাসে মনস্বিনী ॥১৬
পিতুর্বাক্যানুরোধেন গতস্য বিজনং বনম্।
তাবদ্দর্শ নমস্যা নঃ সকলং ভবতু প্রভো ॥১৭
লক্ষ্মণেন সহায়েন বনং গচ্ছস্ব পুত্রক।
নেয়মর্হতি কল্যাণী বস্তুং তাপসবদ্ বনে ॥১৮

যোগী বল্কল প্রভৃতি আনিতে বলুন। অনন্তর ভৃত্যগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাম বলিলেন,—আমাকে চতুর্দশ-বৎসর বনে বাস করিতে হইবে, এইজন্য তোমরা খনিত্র (কোদাল) ও পেটা দুইটি আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না।১-৫

রাম এইরূপ বলিলে পর সকলের সাক্ষাতে নির্লজ্জা কৈকেয়ী নিজেই বল্কল লইয়া রামকে বলিলেন,—বল্কল আনিয়াছি, পরিধান কর। নরোত্তম রাম কৈকেয়ীর নিকট হইতে বল্কল (চীর) লইলেন, এবং সূক্ষ্মবস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক মুনিজনোচিত ঐ চীর পরিধান করিলেন। তখন শ্রীমান্ লক্ষ্মণও নিজের পরিহিত উত্তমবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পিতার সম্মুখে তপস্বিগণের বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর পট্টবস্ত্রধারিণী জানকী নিজের পরিধানের জন্য ঐ চীর গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ চীর দেখিয়াই পাশ (জাল) দর্শনে হরিণীর ন্যায় ভয় পাইলেন। জনকনন্দিনী সীতা কৈকেয়ীর নিকট হইতে কুশ ও দুইখণ্ড চীরবস্ত্র গ্রহণ করিয়া অতিশয় চিন্তিত ও লজ্জিত হইলেন। তিনি ধর্মপরায়ণা এবং ধর্মের প্রকৃত রহস্য বুঝিয়াছেন। শুভলক্ষণসম্পন্না সীতা অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে গন্ধর্বরাজতুল্য নিজপতিকে বলিলেন,—প্রিয়! বনবাসী মুনিগণ কিভাবে চীর পরিধান করেন? এই কথা বলিয়া নিজের অপটুতার জন্য সীতা বারংবার বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বল্কলপরিধানে অনভ্যস্তা জনকনন্দিনী একটি চীর কণ্ঠে ধারণ করিয়া এবং একটি চীর হস্তে গ্রহণ করিয়া লজ্জিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রাম সত্বর সীতার নিকটে আসিয়া তাঁহার পট্টবস্ত্রের উপরেই চীরবন্ধন করিয়া দিলেন। রাম সীতাকে চীর পরাইয়া দিতেছেন দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা অশ্রুপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।৬-১৫

তাঁহারা অভ্যন্তখেদের সহিত তেজস্বী রামকে বলিলেন,—বৎস! মনস্বিনী সীতা ত এইরূপ বনবাসে নিযুক্তা হন নাই। পিতৃসত্যপালনের জন্য তুমি নির্জন বনে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত তুমি প্রত্যাবর্তন না কর, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের জীবন সীতাদেবীকে দর্শন করিয়াই সফল হউক। বৎস! তুমি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন কর। কিন্তু এই কল্যাণী জানকী তপস্বীদের মত বনে বাস করিতে কখনই পারিবেন না। রাম! তুমি আমাদের প্রার্থনা পূরণ কর। যদি তুমি ধর্মনিষ্ঠ হইয়া নিজে অযোধ্যায় থাকিতে ইচ্ছুক না হও, তাহা হইলে মঙ্গলময়ী সীতাই অযোধ্যায় অবস্থান করুন!

কুরু নো যাচনাং পুত্র সীতা তিষ্ঠতু ভামিনী।
ধর্মনিত্যঃ স্বয়ং স্থাতুং ন হীদানীং ত্বমিচ্ছসি ॥১৯
তাসামেবংবিধা বাচঃ শৃণ্বন্ দশরথাত্মজঃ।
বধৈব তথা চীরং সীতয়া তুল্যশীলয়া ॥২০
চীরে গৃহীতে তু তয়া সবাষ্পো নৃপতের্গুরুঃ।
নিবার্য্য সীতাং কৈকেয়ীং বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥২১
অতিপ্রবৃত্তে দুর্মেধে কৈকয়ি কুলপাংসনি।
বঞ্চয়িত্বা তু রাজানং ন প্রমাণেঽবতিষ্ঠসি ॥২২
ন গন্তব্যং বনং দেব্যা সীতয়া শীলবর্জিতে।
অনুষ্ঠাস্যতি রামস্য সীতা প্রকৃতমাসনম্ ॥২৩
আত্মা হি দারাঃ সর্বেষাং দারসংগ্রহবর্তিনাম্।
আত্মেয়মিতি রামস্য পালয়িষ্যতি মেদিনীম্ ॥২৪
অথ যাস্যতি বৈদেহী বনং রামেণ সঙ্গতা।
বয়মত্রানুযাস্যামঃ পুরং চেদং গমিষ্যতি ॥২৫
অন্তপালাশ্চ যাস্যন্তি সদারো যত্র রাঘবঃ।
সহোপজীব্যং রাষ্ট্রঞ্চ পুরঞ্চ মপরিচ্ছদম্ ।২৬
ভরতশ্চ সশত্রুঘ্নশ্চীরবাসা বনেচরঃ।
বনে বসন্তং কাকুৎস্থমনুবৎস্যতি পূর্বজম্ ॥২৭
ততঃ শূন্যাং গতজনাং বসুধাং পাদপৈঃ সহ।
ত্বমেকা শাধি দুর্বৃত্তা প্রজানামহিতে স্থিতা ॥২৮
নহি তদ্ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো ন ভূপতিঃ।
তদনং ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো নিবৎস্যতি ॥২৯
ন হ্যদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শাস্তুমিচ্ছতি।
ত্বয়ি বা পুত্রবদ্ বর্ত্তং যদি জ্ঞাতো মহীপতেঃ ॥৩০
যদ্যপি ত্বং ক্ষিতিতলাদ্ গগনং চোৎপতিষ্যসি।
পিতৃবংশচরিত্রজ্ঞঃ সোঽন্যথা ন করিষ্যতি ॥৩১
তন্নয়া পুত্রগর্ধিন্যা পুত্রস্য কৃতমপ্রিয়ম্।
লোকে নহি স বিদ্যেত যো ন রামমনুব্রতঃ ॥৩২

অন্তঃপুরবাসিনীগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথনন্দন রাম সমস্তভাবতী সীতার শরীরে চীরবন্ধন করিতে লাগিলেন।১৬-২০

এইভাবে সীতাকে চীরগ্রহণ করিতে দেখিয়া দশরথের গুরু বশিষ্ঠ সজলনয়নে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং কৈকেয়ীকে বলিলেন,—কুলকলঙ্কিনি! কৈকেয়ি! তুমি দুর্বুদ্ধিবশতঃ নিজের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি মহারাজকে বঞ্চিত করিয়াছ এবং মর্য্যাদা পালন করিতেছ না। তুমি স্বভাব-সৌজন্য পরিত্যাগ করিয়াছ বলিয়া এইরূপ ক্রূর হইয়াছ। সীতা-দেবীকে বনে যাইতে হইবে না। তিনিই ন্যায়তঃ রামের প্রাপ্য আসনে উপবেশন করিবেন। গৃহস্থব্যক্তির পত্নী আত্মস্বরূপ, সীতা রামের আত্মস্বরূপ বলিয়া রামের রাজ্য তিনি পালন করিবেন। শেষ পর্য্যন্ত যদি জানকী রামের সঙ্গে বনে গমনই করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার অনুগমন করিব এবং অযোধ্যার নরনারীগণও অনুগমন করিবে।২১-২৫

যেখানে সীতার সহিত রাম গমন করিবেন, অন্তঃপুররক্ষকগণ ও অন্যান্য সকলে ধন-ধান্য, দাস-দাসী প্রভৃতি লইয়া সেইখানে গমন করিবে। আমি বলিতেছি যে, ভরত ও শত্রুঘ্ন দুইভ্রাতাই চীরধারী হইয়া বনবাস করিতে ইচ্ছুক হইবে এবং বনবাসী অগ্রজের অনুগমন করিবে। তখন ঐশ্বর্য্যযুক্ত মনুষ্যরহিত এই রাজ্য বৃক্ষ-সমূহে পূর্ণ হইবে। প্রজাগণের অহিতকারিণী দুষ্ট-প্রকৃতি তুমি তখন এই রাজ্য শাসন করিও। যেখানে রাম রাজা হইতেছেন না, তাহা আর রাজ্য থাকিবে না, বনে পরিণত হইবে। যে বনে রাম বাস করিবেন, সেই বন রাজ্যে পরিণত হইবে। আরও বলিতেছি যে, যদি মহারাজ দশরথের ঔরসে ভরত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই তোমার সহিত পুত্রের মত ব্যবহার করিবেন না এবং পিতা স্বেচ্ছায় দান না করিয়া তোমার অনুরোধে যে রাজ্য দান করিতেছেন, সেই রাজ্য শাসন করিতে চাহিবেন না।২৬-৩০

তুমি যদি পৃথিবী হইতে আকাশে গমন কর অর্থাৎ মৃত্যুবরণ কর, তথাপি পিতৃবংশের আচরণে অভিজ্ঞ ভরত কখনই বিপরীত আচরণ করিবেন না। তুমি নিজ-পুত্রের হিতকর কার্য্য করিতে অভিলাষ করিয়া তাহার অপ্রিয়কার্য্যই করিয়াছ। এই সংসারে এমন কোন

দ্রক্ষ্যন্ত্যস্যৈব কৈকেয়ি পশুব্যালমৃগদ্বিজান্।
গচ্ছতঃ সহ রামেণ পাদপাংশ্চ তদুন্মুখান্ ॥৩৩
অথোত্তমান্যাভরণানি দেবি
দেহি শ্লক্ষ্ণায়ৈ ব্যপনীয় চীরম্।
ন চীরমস্যাঃ প্রবিধীয়তেতি
ক্ষৌমাবসক্তোত্তমসনং বসিষ্ঠঃ ॥৩৪
একস্য রামস্য বনে নিবাস-
স্ত্বয়া বৃতঃ কেকয়রাজপুত্রি।
বিভূষিতেয়ং প্রতিকর্মনিত্যা
বসত্বরণ্যে সহ রাঘবেণ ॥৩৫
যানৈশ্চ মুখ্যৈঃ পরিচারকৈশ্চ
সুসংবৃতা গচ্ছতু রাজপুত্রী।
বস্ত্রৈশ্চ সর্বৈঃ সহিতৈর্বিধানৈ-
র্নেয়ং বৃতা তে বরসম্প্রদানে ॥৩৬
তস্মিংস্তথা ভাষতি বিপ্রমুখ্যে
গুরৌ নৃপস্যাপ্রতিমপ্রভাবে।
নৈব স্ম সীতা বিনিবৃত্তভাবা
প্রিয়স্য ভর্তুঃ প্রতিকারকামা ॥৩৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৭

লোক নাই, যে রামের প্রতি অনুরক্ত নহে। কৈকেয়ি! তুমি এখনই দেখিতে পাইবে যে, পশু, সর্প, মৃগ ও পক্ষি-সমূহ রামের সহিত গমন করিতেছে। অধিক কি বলিব? বৃক্ষসমূহ রামের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিবে। অতএব দেবি! কৈকেয়ি! তুমি পুত্রবধূর চীরবস্ত্র অপসারণ করিয়া তাঁহাকে উত্তম আভরণ দান কর। এই চীরবস্ত্র সীতাদেবীর শরীরে ধারণের অনুপযুক্ত। এইরূপ বলিয়া বশিষ্ঠদেব চীরবস্ত্র প্রদান করিতে কৈকেয়ীকে নিষেধ করিলেন।৩১-৩৪

পুনশ্চ বশিষ্ঠদেব বলিলেন,—কেকয়রাজনন্দিনি! তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, সীতার বনবাস প্রার্থনা কর নাই। অতএব রাজপুত্রী সীতা বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা শোভাময়ী হইয়া রামের সহিত অরণ্যে বাস করুন। তিনি উত্তম শকট প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া পরিচারকগণের সহিত গমন করুন। তাঁহার উত্তম বস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ লইয়াই রামের সহিত যাওয়া উচিত। অপরিমিততেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ রাজগুরু বশিষ্ঠ এইরূপ বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতাদেবী প্রিয়তম পতির সর্বতোভাবে অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় চীরবস্ত্র ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।৩৫-৩৭

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ

[কৈকয়ীং প্রতি দশরথস্য বিলাপোক্তিঃ, কৌসল্যায়া রক্ষণাবেক্ষণার্থং দশরথং প্রতি রামস্যানুরোধশ্চ।]

তস্যাং চীরং বসানায়াং নাথবত্যামনাথবৎ।
প্রচুক্রোশ জনঃ সর্বো ধিক্ ত্বাং দশরথং ক্ষিতি ॥১
তেন তত্র প্রণাদেন দুঃখিতঃ স মহীপতিঃ।
চিচ্ছেদ জীবিতে শ্রদ্ধাং ধর্মে যশসি চাত্মনঃ ॥২
ন নিঃশ্বস্যোঞ্চমৈক্ষ্বাকস্তাং ভার্য্যামিদমব্রবীৎ।
কৈকয়ি কুশচীরেণ ন সীতা গন্তুমর্হতি ॥৩
সুকুমারী চ বালা চ সততঞ্চ সুখোচিতা।
নেয়ং বনস্য যোগ্যেতি সত্যমাহ গুরুর্মম ॥৪
ইয়ং হি কস্যাপি করোতি কিল্বিষং
তপস্বিনী রাজ-বরস্য পুত্রী।
যা চীরমাদায় বনস্য মধ্যে
ত্রস্তা বিসংজ্ঞা ভ্রমণীব কা চিৎ ॥৫

চীরাণ্যপাস্যাঞ্জনকস্য কন্যা
নেয়ং প্রতিজ্ঞা মম দত্তপূর্বা।
যথাসুখং গচ্ছতু রাজপুত্রী
বনং সমগ্রা সহ সর্বরত্নৈঃ ॥৬
অজীবনার্হেণ ময়া নৃশংসা
কৃতা প্রতিজ্ঞা নিয়মেন তাবৎ।
ত্বয়া হি বাল্যাৎ প্রতিপদ্যমেতৎ।
তস্মা দহেদ্ বেণুমিবাত্মপুষ্পম্ ॥৭
রামেণ যদি তে পাপে কিঞ্চিৎকৃতমশোভনম্।
অপকারং কিমিব তে বৈদেহ্যা দর্শিতোঽধমে ॥৮
মৃগীবোৎফুল্লনয়না মৃদুশীলা মনস্বিনী।
অপকারঃ ক ইব তে করোতি জনকাত্মজা ॥৯

অষ্টত্রিংশ সর্গ

[কৈকেয়ীর প্রতি রাজা দশরথের বিলাপোক্তি এবং বৃদ্ধাজননী কৌশল্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য পিতা দশরথের প্রতি রামের অনুরোধ।]

সীতানাথ রাম নিকটে থাকা সত্ত্বেও সীতাদেবী অনাথার ন্যায় চীরবস্ত্র পরিধান করিতে থাকিলে সেখানে উপস্থিত সকললোকই চীৎকার করিতে লাগিল এবং এই অবস্থায় দশরথ মৌন রহিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—দশরথ নরপতিকে শত ধিক্। জনগণের ঐরূপ ধিক্কার-শব্দে ভূপতি দশরথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং ধর্ম ও যশের প্রতি আগ্রহ ত্যাগ করিলেন এবং জীবনধারণেও অনিচ্ছুক হইলেন। তখন ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভার্য্যাকে বলিলেন,—কৈকেয়ি! কুশ ও চীরবস্ত্র ধারণ করিয়া সীতা বনে গমন করিতে পারেন না। সর্বদা সুখভোগের অধিকারিণী কোমলাঙ্গী জানকী বালিকা। এইজন্য সে বনবাসের যোগ্যা নহে—এই কথা আমার গুরুদেব বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। পতিব্রতা জনকরাজতনয়া সীতা কি কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট করিয়াছেন? কখনই তাহা করেন নাই। তাহা হইলে তিনি চীর গ্রহণ করিয়া অপরিচিতা ভিক্ষুকীর ন্যায় বনবাসিনী হইতেছেন কেন? এইজন্য আমি বলিতেছি যে, জনকনন্দিনী চীরবস্ত্র পরিত্যাগ করুন। কৈকেয়ি! আমি ত পূর্বে তোমাকে এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দান করি নাই যে, সীতাকেও চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া বনে যাইতে হইবে। সুতরাং রাজকন্যা সীতা সমস্ত রত্ন প্রভৃতি ভূষণের সহিত স্বচ্ছন্দে বনে গমন করুন।১-৪

আমি মুমূর্ষু হইয়াই তোমার নিকট দৃঢ়ভাবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, "তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই

নন্বু পর্য্যাপ্তমেতত্তে পাপে রামবিবাসনম্ ।
কিমেভিঃ কৃপণৈর্ভূয়ঃ পাতকৈরপি তে কৃতৈঃ ॥১০
প্রতিজ্ঞাতং ময়া তাবদ্বয়োক্তং দেবি শৃণ্বতা ।
রামং যদভিষেকায় ত্বমিহাগতমব্রবীঃ ॥১১
তত্ত্বেতৎ সমতিক্রম্য নিরয়ং গন্তুমিচ্ছসি ।
মৈথিলীমপি যা হি ত্বমীক্ষসে চীরবাসিনীম্ ॥১২
ইতীব রাজা বিলপন্মহাত্মা
শোকস্য নান্তং স দদর্শ কিঞ্চিৎ ।
ভূশাতুরত্বাচ্চ পপাত ভূমৌ
তেনৈব পুত্রবৎসলে নিমগ্নঃ ॥১৩
এবং ব্রুবন্তং পিতরং রামঃ সংপ্রস্থিতো বনম্ ।
অবাক্‌শিরসমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪

দিব"। তুমি নিজের মন্দবুদ্ধির জন্য রামের বনবাস নিশ্চয় করিলে। বংশরক্ষে পুষ্প হইলে ঐ পুষ্প যেমন বংশবৃক্ষকে দগ্ধ করে, সেইরূপ আমার প্রতিজ্ঞা আমাকে দগ্ধ করিতেছে। পাপীয়সি! যদি রাম তোমার বিন্দুমাত্র অপকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দণ্ডদান কর। কিন্তু বৈদেহীর দ্বারা তোমার কি অপকার হইয়াছে? হরিণীর ন্যায় প্রফুল্লনয়না কোমলস্বভাবা মনস্বিনী জানকী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? পাপিনি! রামকে নির্বাসিত করিয়া যথেষ্ট পাপকার্য্য করিয়াছ, ইহার পরে আর এই সকল ঘোর পাপের অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন? দেবি! রাম অভিষিক্ত হইবার জন্য আমার নিকট আসিলে পর তুমি আমার সম্মুখে তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলে, আমি তাহা শুনিয়াই কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই তোমার কথায় সম্মতি দিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি নিজের কথা অতিক্রম করিয়া নরকে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, যেহেতু সীতাদেবীকে চীরবস্ত্রধারিণী করিয়া বনে প্রেরণ করিতেছ ।৬-১২

মহাত্মা দশরথ এইভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন,

ইদং ধার্মিক কৌসল্যা মম মাতা যশস্বিনী ।
বৃদ্ধা চাক্ষুদ্রশীলা চ ন চ ত্বাং দেব গর্হতে ॥১৫
ময়া বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগরম্ ।
অদৃষ্টপূর্ব্যব্যসনাং ভূয়ঃ সংমন্তুমর্হসি ॥১৬
পুত্রশোকং যথা নর্চ্ছেৎ ত্বয়া পূজ্যেন পূজিতা ।
মাং হি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা ত্বয়ি জীবেৎ তপস্বিনী ॥১৭
ইমাং মহেন্দ্রোপম জাতগর্দ্ধিনীং
তথা বিধাতুং জননীং মহার্হসি ।
যথা বনস্থে ময়ি শোককর্শিতা
ন জীবিতং ত্যক্ষ্যতি যমক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

শোক-নিবারণের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রিয়তম পুত্রের বিরহে মুহ্যমান ও অতিশয় কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তরশস্তকে উপবিষ্ট মহারাজ দশরথ ঐ সকল কথা বলিতে থাকিলে বনগমনে উদ্যত রাম তাঁহাকে বলিলেন,—ধর্ম্মপরায়ণ! মহারাজ! আমার জননী যশস্বিনী কৌসল্যাদেবী বৃদ্ধা হইয়াছেন। তাঁহার স্বভাব সঙ্কীর্ণ নহে, আমার বনগমন-বার্ত্তা শুনিয়াও তিনি আপনার নিন্দা ত করিতেছেন না। বরপ্রদ! পিতৃদেব! আমার জননী কখনও কোন দুঃখ পান নাই, এক্ষণে আমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছেন। অতএব তাঁহাকে অধিক সম্মান দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য। আপনার দ্বারা তিনি সম্মানিতা হউন, যাহাতে পুত্রশোক তাঁহাকে স্পর্শ না করে। তিনি আমার কথা চিন্তা করিতে করিতে আপনার উপর নির্ভর করিয়াই জীবন-ধারণ করিবেন। দেবরাজতুল্য! মহারাজ! নিজপুত্রের সকলবিষয়ে অতিশয় অভিলাষিণী মনীয়া জননীর প্রতি আপনি অবশ্যই সেইরূপ ব্যবহার করিবেন, যাহাতে আমি বনে গমন করিলে পর পুত্রশোককাতরা মাতার প্রাণবিয়োগ না হয় ।১৩-১৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[মুনিবেশধারিণং রামং সমীক্ষ্য দশরথস্য বিলাপঃ, তদাদেশাৎ সুমন্ত্রস্য চ রথানয়নম্, সীতায়ৈ বসনাভরণানি প্রদানার্থং কোষাধ্যক্ষং প্রতি দশরথস্যাদেশঃ, সীতাং পরিষজ্য তাং প্রতি কৌসল্যায়া উপদেশঃ, সীতায়াঃ প্রতিবচনঞ্চ, কৌসল্যাং প্রতি রামস্য আশ্বাসবাক্যং, মাতৃগণানামামন্ত্রণঞ্চ ।]

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা মুনিবেষধরঞ্চ তম্ ।
সমীক্ষ্য সহ ভার্য্যাভী রাজা বিগতচেতনঃ ॥১
নৈনং দুঃখেন সন্তপ্তঃ প্রত্যবৈক্ষত রাঘবম্ !
ন চৈনমভিসংপ্রেক্ষ্য প্রত্যভাষত দুর্মনাঃ ॥২
স মুহূর্তমিবাসংজ্ঞো দুঃখিতশ্চ মহীপতিঃ ।
বিললাপ মহাবাহু রামমেবানুচিন্তয়ন্ ॥৩
মন্যে খলু ময়া পূর্বং বিবৎসা বহবঃ কৃতাঃ ।
প্রাণিনো হিংসিতা বাপি তস্মাদিদমুপস্থিতম্ ॥৪
ন ত্বেবানাগতে কালে দেহাচ্ছ্যবতি জীবিতম্ ।
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানস্য মৃত্যুর্মম ন বিদ্যতে ॥৫
যোঽহং পাবকসঙ্কাশং পশ্যামি পুরতঃ স্থিতম্ ।
বিহায় বসনে সূক্ষ্মে তাপসাচ্ছাদমাস্থিতম্ ॥৬
একস্যাঃ খলু কৈকেয্যাঃ কৃতেঽয়ং খিদ্যতে জনঃ ।
স্বার্থে প্রযতমানায়াঃ সংশ্রিত্য নিকৃতিং ত্বিমাম্ ॥৭
এবমুক্ত্বা তু বচনং বাষ্পেণ পিহিতেন্দ্রিয়ঃ ।
রামেতি সকৃদেবোক্ত্বা ব্যাহর্তুং ন শশাক সঃ ॥৮
সংজ্ঞাং তু প্রতিলভ্যৈব মুহূর্তাৎ স মহীপতিঃ ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ ॥৯
ঔপবাহ্যং রথং যুক্ত্বা মমাগ্রাহি হয়োত্তমৈঃ ।
প্রাপয়ৈনং মহাভাগমিতো জনপদাৎ পরম্ ॥১০

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[মুনিবেশধারী রামকে দেখিয়া দশরথের বিলাপ, তাঁহার আদেশে সুমন্ত্রের রথ আনয়ন, সীতাকে বসন ও আভরণসকল প্রদান করিবার জন্য কোষাধ্যক্ষের প্রতি দশরথের আদেশ, সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রতি কৌশল্যার উপদেশ, সীতার প্রত্যুক্তি, কৌশল্যার প্রতি রামের আশ্বাস-বাক্য ও মাতৃগণকে আমন্ত্রণ ।]

পত্নীগণের সহিত রাজা দশরথ মুনিবেশধারী রামকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি এত গভীর দুঃখে অভিভূত হইলেন যে, পুনর্বার রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না এবং কোন কথাও বলিতে পারিলেন না। মহাবীর দশরথ অতিদুঃখে মুহূর্তকাল অচৈতন্য থাকিয়া রামকে চিন্তা করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দশরথ বলিতে লাগিলেন—আমি বোধ হয় পূর্বে অনেক ধেনুকে বৎসহীন করিয়াছিলাম এবং অনেক প্রাণীকেও নিহত করিয়াছিলাম। সেই পাপের জন্য আমার এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। বধাসময় উপস্থিত না হইলে দেহ হইতে কখনই প্রাণ বাহির হয় না। এইজন্য কৈকেয়ী আমাকে এইরূপ দুঃসহ ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও আমার মৃত্যু হইতেছে না। এই দুঃসহ দুঃখে প্রাণ দেহ না বলিয়াই সম্মুখে অগ্নিতুল্যতেজস্বী ও পবিত্র প্রিয়পুত্রকে উত্তমবস্ত্র-পরিত্যাগী মুনিবেশধারী দেখিলাম, মৃত্যু হইলে ইহা দেখিতে হইত না। একমাত্র স্বার্থ-সাধনরতা ছলপরায়ণা কৈকেয়ীর জন্যই সকলে এত কষ্ট পাইতেছে। বিহ্বলেন্দ্রিয় দশরথ সজলনেত্রে এই সমস্ত কথা বলিয়া 'রাম' এই শব্দটি একবারমাত্র উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। মুহূর্তকাল পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে সুমন্ত্রকে বলিলেন, —সুমন্ত্র ! তুমি রাজযোগ্য রথ উৎকৃষ্ট অশ্বগণের দ্বারা যোজিত করিয়া সেই রথে রামকে আরোহণ করাও এবং অযোধ্যানগরী হইতে লইয়া যাও ।১-১০

শ্রীমান্ রাম মহাবীর ও সচ্চরিত্র হইয়াও যে পিতামাতাকর্তৃক নির্বাসিত হইতেছেন, ইহাতে আমার মনে হয়, গুণবান্ ব্যক্তিগণের গুণের ইহাই প্রকৃষ্ট ফল। শীঘ্রগতি সুমন্ত্র নৃপতির বচন শুনিয়া অশ্বের দ্বারা রথ যোজনা করত ফিরিয়া আসিলেন এবং রামের সম্মুখে রথ

এবং মন্যে গুণবতাং গুণানাং ফলমুচ্যতে।
পিত্রা মাত্রা চ যৎসাধুর্বীরো নির্বাস্যতে বনম্ ॥১১
রাজ্ঞো বচনমাজ্ঞায় সুমন্ত্রঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
যোজয়িত্বা যযৌ তত্র রথমশ্বৈরলঙ্কৃতম্ ॥১২
তং রথং রাজপুত্রায় সূত কনকভূষিতম্।
আচচক্ষেঽঞ্জলিং কৃত্বা যুক্তং পরমবাজিভিঃ ॥১৩
রাজা সত্বরমাহূয় ব্যাপৃতং বিত্তসঞ্চয়ে।
উবাচ দেশ-কালজ্ঞো নিশ্চিতং সর্বতঃ শুচিঃ ॥১৪
বাসাংসি চ বরার্হাণি ভূষণানি মহান্তি চ।
বর্ষাণ্যেতানি সংখ্যায় বৈদেহ্যাঃ ক্ষিপ্রমানয় ॥১৫
নরেন্দ্রেণৈবমুক্তস্তু গত্বা কোশগৃহং ততঃ।
প্রাবর্হৎ সর্বমাহৃত্য সীতায়ৈ ক্ষিপ্রমেব তৎ ॥১৬
সা সুজাতা সুজাতানি বৈদেহী প্রস্থিতা বনম্।
ভূষয়ামাস গাত্রাণি তৈর্বিচিত্রৈর্বিভূষণৈঃ ॥১৭
ব্যরাজয়ত বৈদেহী বেশ্ম তৎস্ববিভূষিতা।
উদ্যতোঽংশুমতঃ কালে সন্ধ্যা প্রভব যদ্বতঃ ॥১৮

উপস্থাপিত করিয়া তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—সুবর্ণভূষিত রথে উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজনা করা হইয়াছে। তখন পরিত্রচিত্ত দেশকালবিধয়ে অভিজ্ঞ দশরথ অতিসত্বর কোষাধ্যক্ষকে অভিপ্রেত বাক্য বলিলেন,—চতুর্দশবৎসরের উপযোগী গণনা করিয়া সীতার উপযুক্ত মূল্যবান্ উত্তমবস্ত্র ও আভরণসমূহ শীঘ্র আনয়ন কর। দশরথ এইরূপ বলিলে কোষাধ্যক্ষ কোষগৃহে প্রবেশ করিয়া সমস্ত উত্তম দ্রব্য গ্রহণপূর্বক অতি সত্বর সীতার নিকট সমর্পণ করিলেন। সুজাতা সীতা শুভলক্ষণযুক্ত নিজ অঙ্গকে নানাবিধ ভূষণের দ্বারা ভূষিত করিলেন। উৎকৃষ্ট ভূষণসমূহের দ্বারা ভূষিত হইয়া সীতা সেই গৃহটিকে আলোকিত করিলেন। প্রভাময় সূর্য্যের উদয়কালে আকাশের যেরূপ শোভা হয়, সীতার অলঙ্কার-ভূষিত শরীরের দ্বারা গৃহটির সেইরূপ শোভা হইল। তখন সীতার শ্বশ্রূমাতা কৌশল্যা উত্তমচেষ্টাবতী বধূকে দুইবাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ও মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর বলিলেন,—পতিকর্তৃক সতত

তাং ভুজাভ্যাং পরিষ্বজ্য শ্বশ্রূর্বচনমব্রবীৎ।
অনাচরন্তীং কৃপণং মৃদুপ্রায়ং মৈথিলীম্ ॥১৯
অসত্যঃ সর্বলোকেঽস্মিন্ সততং সৎকৃতাঃ স্ত্রিয়ৈঃ।
ভর্তারং নাভিমন্যন্তে (ক) বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ ॥২০
এষ স্বভাবো নারীণামনুভূয় পুরা সুখম্।
অল্পামপ্যাপদং প্রাপ্য দুষ্যন্তি প্রজহত্যপি ॥২১
অসত্যশীলা বিকৃতা দুর্গা অহৃদয়াঃ সদা।
অসত্যঃ পাপসঙ্কল্পাঃ ক্ষণমাত্রবিরাগিণঃ ॥২২
ন কুলং ন কৃতং বিদ্যা ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ।
স্ত্রীণাং গৃহ্ণাতি হৃদয়মনিত্যহৃদয়া হি তাঃ ॥২৩
সাধ্বীনাং ভূদ্বিতানাং তু শীলে সত্যে শ্রুতে স্থিতে।
স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে ॥২৪
ন ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তব দেবসমস্যেষ নির্ধনঃ সধনোঽপি বা ॥২৫
বিজ্ঞায় বচনং সীতা তস্যাঃ ধর্মার্থসংহিতম্।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং শ্বশ্রূমভিমুখে স্থিতা ॥২৬

সম্মানিত হইয়াও যে সকল স্ত্রীলোক বিপৎকালে পতির সমাদর করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে, সেইসমস্ত স্ত্রীলোক বস্তুতঃই অসতী।১১-২০

ঐ সমস্ত অসতী নারীর এইরূপ স্বভাব যে, তাহারা পূর্বে যথেষ্ট সুখভোগ করিয়া বিপৎকালে স্বল্পমাত্র দুঃখ পাইলে পতির প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করে ও পতিকে পরিত্যাগ করে। এইরূপ দুষ্টস্বভাবসম্পন্না পাপিষ্ঠা স্ত্রীর অন্তরের ভাব কেহই জানিতে পারে না, যেহেতু তাহাদের কোন বিষয়েই দৃঢ় অনুরাগ হয় না পরন্তু ক্ষণে ক্ষণে নানা-বস্তুতে বিরাগ ও অনুরাগ হইয়া থাকে। তাহারা পতির বংশ, বিদ্যা, উপকার, অলঙ্কারপ্রদান ও ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহকে অনুমোদন করে না। হৃদয় চঞ্চল হওয়ায় তাহাদের কোন সদ্‌গুণে মনোনিবেশ হয় না। কিন্তু যাঁহারা পবিত্রস্বভাব, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিতে রুচিসম্পন্না, তাঁহাদের কখনই পূর্বোক্ত আচরণ

পাঠান্তর :—(ক) ভর্তারং নানুমন্যন্তে—।

করিষ্যে সর্বমেবাহমার্য্যা যদনুশাস্তি মাম্।
অভিজ্ঞাস্মি যথা ভর্তুর্বর্তিতব্যং শ্রুতঞ্চ মে ॥২৭
ন মামসদ্বৃত্তমার্য্যা সমানয়িতুমর্হতি।
ধর্মাদ্ বিচলিতুং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা ॥২৮
নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা ॥২৯
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ ॥৩০
সাহমেবং গতা শ্রেষ্ঠা শ্রুতধর্মপরা বরা।
আর্য্যে কিমবমন্যেয়ং স্ত্রীণাং ভর্তা হি দৈবতম্ ॥৩১
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা কৌসল্যাশ্রুপ্লবপ্লবম্।
শুষ্কস্বা মুমোচাশ্রু সহসা দুঃখহর্ষজম্ ॥৩২

তাং প্রাঞ্জলিরভিপ্রেক্ষ্য মাতৃমধ্যেঽতিসৎকৃতাম্।
রামঃ পরমধর্মাত্মা মাতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৩
অম্ব মা দুঃখিতা ভূত্বা পশ্যেস্ত্বং পিতরং মম।
ক্ষয়োঽপি বনবাসস্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥৩৪
সুপ্তায়াস্তে গমিষ্যন্তি নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।
সমগ্রমিহ সংপ্রাপ্তং মাং দ্রক্ষ্যসি সুহৃদ্ বৃতম্ ॥৩৫
এতাবদভিনীতার্থমুক্ত্বা স জননীং বচঃ।
ত্রয়ঃ শতশতার্ধা হি দদর্শাবেক্ষ্য মাতরঃ ॥৩৬
তাশ্চাপি স তথৈবার্তা মাতৃর্দশরথাত্মজঃ।
ধর্মযুক্তমিদং বাক্যং নিজগাদ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩৭
সংবাসাৎ পরুষং কিঞ্চিদজ্ঞানাদপি যৎকৃতম্।
তন্মে সমুপজানীত সর্বাশ্চামন্ত্রয়ামি বঃ ॥৩৮

হয় না। তাঁহারা সকলের প্রশংসনীয়; তাঁহাদের পতিই অতিশয় প্রিয় হন। অতএব মাতঃ জানকি! আমার পুত্র বনে যাইতেছে, সে ধনী হউক, নির্ধনই হউক, তুমি তাহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিও, কখনও অবজ্ঞা করিও না। শ্বশ্রূমাতার সম্মুখে অবস্থিতা সীতা তাঁহার ঈদৃশার্থযুক্ত বচন শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আর্য্যে! আপনি আমাকে যে সকল আদেশ দিলেন, আমি তৎসমস্তই পালন করিব। আমি সেইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছি, যাহাতে পতির প্রতি উত্তমব্যবহার করা যায়। আপনি আমাকে অনার্য্যরমণীর সহিত তুলনা করিবেন না। চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না যেমন বিচ্যুত হয় না, সেইরূপ আমিও নিজধর্ম হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না। যেমন গুণহীন বীণা বাজে না, যেমন চক্রবিহীন রথ চলিতে পারে না, সেইরূপ পতিবিহীনা রমণী শতপুত্রের জননী হইলেও সুখলাভ করে না। পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র যাহা দান করেন, তাহা পরিমিত, কিন্তু পতি যাহা দান করেন, তাহা অপরিমিত। সুতরাং কোন্ স্ত্রী অপরিমিতদানকারী পতিকে সম্মান করিবে না? তাঁহাকে অবশ্যই সম্মান করা কর্তব্য।২১-৩০

আর্য্যে! আমি গুরুজনের নিকট পতিব্রতাগণের সদাচার ও বিশেষধর্মের কথা শুনিয়াছি। পতিই নারীগণের দেবতা—ইহা আমি জানি। সুতরাং আমি কি পতির অবমাননা করিতে পারি? সত্ত্বগুণবতী কৌশল্যা সীতার এইরূপ মনোহরবাক্য শুনিয়া যুগপৎ দুঃখ ও হর্ষপ্রাপ্ত হওয়ায় শুষ্কনিত নয়নজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরমধার্মিক রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতৃগণমধ্যে পরমপূজ্যা জননী কৌশল্যাকে বলিলেন,—জননি! আপনি দুঃখিত হইয়া আমার বনবাসের জন্য পিতৃদেবকে কুদৃষ্টিতে দেখিবেন না। আমার বনবাসকাল অতিসত্বর সমাপ্ত হইবে। আপনি নিদ্রা হইতে উঠিয়াই (অতিশীঘ্রই) দেখিতে পাইবেন যে, আমি বন্ধুজনপরিবৃত হইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। এই চতুর্দশ-বৎসর অনায়াসেই অতীত হইয়া যাইবে।৩১-৩৫

শ্রীমান্ রাম জননী কৌশল্যাকে এইরূপ সঙ্গত সময়োচিত নীতিপূর্ণ বাক্য বলিয়া সেইস্থানে অবস্থিত সার্ধত্রিশত (সাড়ে তিনশত) মাতৃগণকে দর্শন করিলেন। মাতৃগণও রামকে দর্শন করিলেন। দশরথনন্দন রাম মাতৃগণকে কৌশল্যার মতই অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে ধর্মযুক্তবাক্য বলিলেন,—জননীগণ! সর্বদা একত্র অবস্থান করার জন্য কিংবা আমার অজ্ঞানতার জন্য যদি আমি কখনও আপনাদিগকে কর্কশ কথা বলিয়া থাকি, অথবা অশিষ্টব্যবহার করিয়া

বচনং রাঘবস্যৈতদ্ধর্মযুক্তং সমাহিতম্।
শুশ্রুবুস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ শোকোপহতচেতসঃ ॥৩৯
জজ্ঞেঽথ তাসাং সম্ভ্রান্তঃ ক্রৌঞ্চীনামিব নিঃস্বনঃ।
মানবেন্দ্রস্য ভার্য্যাণামেবং বদতি রাঘবে ॥৪০
মৃদঙ্গপণবমেঘঘোষবৎ
দশরথবেশ্ম বভূব যৎ পুরা।
বিলপিতপরিদেবনাকুলং
ব্যসনগতং তদভূৎ সুদুঃখিতম্ ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

থাকি বলিয়া আপনারা মনে করেন, তাহা হইলে আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আমার সেই দোষ ক্ষমা করুন। রামের এইরূপ ধর্মময় সুসঙ্গত কথা শুনিয়া দশরথ ও মহিষীগণ সকলেই শোকে অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ক্রৌঞ্চপত্নীগণের বিলাপধ্বনি যেরূপ করুণ ও উৎকট হইয়া থাকে, রাম এইরূপ বলিতে থাকিলে দশরথপত্নীগণেরও সেইরূপ করুণ ও উৎকট-বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাজ দশরথের যে গৃহটি পূর্বে মৃদঙ্গ, পণব ও মেঘনামক বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে মুখরিত থাকিত, এক্ষণে সেই গৃহটি রাজপত্নীগণের বিলাপ ও আর্তনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া বিপদের মধ্যে পতিত হইল। গৃহটি এক্ষণে অতিশয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইল ।৩৯-৪১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সসীতয়ো রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পিতুর্মাতৃণাঞ্চ পাদবন্দনম্, রাম-সীতয়োরনুগমনায় লক্ষ্মণং প্রতি সুমিত্রায়া আদেশঃ, সুমন্ত্রপ্রার্থনয়া রামাদীনাং রথারোহণম্, সীতায়ৈ দশরথস্য বস্ত্রাভরণাদিদানম্, পৌরাণাং রাম-রথানুগমনম্, রামং দ্রষ্টুং স্ত্রীভিঃ সহ দশরথস্য পুরান্নির্গমনম্, পৌরাণাং বিলাপশ্চ।]

অথ রামশ্চ সীতা চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
উপসংগৃহ্য রাজানং চক্রুর্দীনাঃ প্রদক্ষিণম্ ॥১
তং চাপি সমনুজ্ঞাপ্য ধর্মজ্ঞঃ সহ সীতয়া।
রাঘবঃ শোকসম্মূঢ়ো জননীমভ্যবাদয়ৎ ॥২
অন্বক্তং লক্ষ্মণো ভ্রাতুঃ কৌসল্যামভ্যবাদয়ৎ।
অপি মাতুঃ সুমিত্রায়া জগ্রাহ চরণৌ পুনঃ ॥৩
তং বন্দমানং রুদতী মাতা সৌমিত্রিমব্রবীৎ।
হিতকামা মহাবাহুং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় লক্ষ্মণম্ ॥৪

চত্বারিংশ সর্গ

[সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ কর্তৃক পিতা এবং মাতৃগণের চরণবন্দনা, রাম-সীতার অনুগমন করিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রার আদেশ, সুমন্ত্রের প্রার্থনায় রাম প্রভৃতির রথারোহণ, সীতাকে দশরথের বস্ত্রাভরণাদি দান, পুরবাসিগণের রামচন্দ্রের রথের অনুগমন, রামকে দেখিবার জন্য স্ত্রীগণের সহিত দশরথের অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন ও পুরবাসিগণের বিলাপ।]

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে দীন-ভাবে মহারাজকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন। ধর্মজ্ঞ রাম তাঁহার নিকট বনগমনের অনুমতি লইয়া সীতার সহিত নিজজননীর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রাম প্রণাম করিলে পর লক্ষ্মণ প্রথমে কৌশল্যাদেবীকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ নিজ জননী সুমিত্রাদেবীর চরণবন্দনা করিলেন। পুত্রহিতৈষিণী সুমিত্রা রোদন করিতে করিতে মহাবীর প্রণতপুত্রের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস! সকলজনের প্রতি তুমি অনুরক্ত থাকিলেও আমি তোমাকে বনবাসের জন্য অনুমতি দিতেছি।

স্পষ্টস্তুং বনবাসায় ধনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মা কার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি ॥৫
ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ।
এষ লোকে সতাং ধর্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ ॥৬
ইদং হি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম্।
দানং দীক্ষা চ যজ্ঞেষু তনুত্যাগো মৃধেষু হি ॥৭
লক্ষ্মণং ত্বেবমুক্ত্বাসৌ সংসিদ্ধং প্রিয়রাঘবম্।
সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্ ॥৮
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥৯
ততঃ সুমন্ত্রঃ কাকুৎস্থং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।
বিনীতো বিনয়জ্ঞশ্চ মাতলির্বাসবং যথা ॥১০

রথমারোহ ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
ক্ষিপ্রং ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি যত্র মাং রাম বক্ষ্যসে ॥১১
চতুর্দশ হি বর্ষাণি বস্তব্যানি বনে ত্বয়া।
তাম্যুপক্রমিতব্যানি যানি দেব্যা প্রচোদিতঃ ॥১২
তং রথং সূর্য্যসঙ্কাশং সীতা হৃষ্টেন চেতসা।
আরুরোহ বরারোহা কৃত্বালঙ্কারমাত্মনঃ ॥১৩
বনবাসং হি সংখ্যায় বাসাংস্যাভরণানি চ।
ভর্তারমনুগচ্ছন্ত্যৈ সীতায়ৈ শ্বশুরো দদৌ ॥১৪
তথৈবায়ুধজাতানি ভ্রাতৃভ্যাং কবচানি চ।
রথোপস্থে প্রবিন্যস্য সচর্ম কঠিনঞ্চ যৎ ॥১৫
অথো জ্বলনসঙ্কাশং চামীকরবিভূষিতম্।
তমারুরুহতুস্তূর্ণং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥১৬

তোমার অগ্রজ ভ্রাতা রাম বনে যাইতেছেন, এই সময় তুমি প্রমাদ করিও না। (তাঁহার অনুগমন না করিলে ভুল হইবে)।৫-৭

নিষ্পাপ! পুত্র! শ্রীমান্ রাম বিপন্নই হউন কিংবা ঐশ্বর্য্যবান্ই হউন, তোমার একমাত্র আশ্রয়। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার বশবর্ত্তী হওয়া এই সংসারে সজ্জনসম্মত ধর্ম। এইরূপ আচরণ এই বংশের উপযুক্ত এবং প্রাচীনকাল হইতে এইরূপ রীতি চলিয়া আসিতেছে। দান-যজ্ঞে ব্রতী হওয়া ও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ প্রভৃতিও এই বংশেরই প্রাচীন রীতি। সুমিত্রাদেবী এইরূপ বলিয়া বনগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প রামভক্ত লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন —বৎস! গচ্ছ, গচ্ছ—রামের সহিত যাও, যাও। পুনশ্চ প্রিয়পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তাত! তুমি রামকে পিতা দশরথের তুল্য মনে করিও আর জনক-নন্দিনীকে আমার মত অর্থাৎ মাতৃতুল্য মনে করিও এবং তোমার বাসভূমি অরণ্যকে অযোধ্যাসদৃশ মনে করিও। বৎস! তুমি সানন্দে স্বচ্ছন্দে রামের সহিত গমন কর। এই সময় সুমন্ত্র রামের সম্মুখে আসিলেন। ইন্দ্রের সারথি মাতলি যেমনভাবে ইন্দ্রকে বলেন, সেইভাবে বিনয়পটু সুমন্ত্র নম্রভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিলেন।৮-১০

শ্রীমন্ দশরথনন্দন! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি রথে আরোহণ করুন। আপনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইতে বলিবেন, অতিসত্বর সেইস্থানে লইয়া যাইব। আপনি কৈকেয়ীর নির্দ্দেশানুসারে চতুর্দ্দশবৎসর বনে বাস করিবেন, অদ্য হইতে তাহা আরম্ভ হউক। তখন জানকী আনন্দিতমনে নিজেকে অলঙ্কৃত করিয়া সূর্য্য-তুল্য উজ্জ্বলরথে আরোহণ করিলেন। সীতার শ্বশুর দশরথ বনগমনরতা পুত্রবধূর জন্য বনবাসের দিন গণনা করিয়া তদুপযুক্ত বস্ত্র ও আভরণ প্রদান করিলেন। ঐ সমস্ত দ্রব্য এবং রাম ও লক্ষ্মণের অস্ত্র ও কবচ প্রভৃতি চর্ম্মনির্ম্মিত-পেটিকায় স্থাপনপূর্ব্বক রথের একদেশে রাখিলেন। অনন্তর রাম-লক্ষ্মণ দুইভ্রাতা অতিসত্বর স্বর্ণভূষিত অগ্নিতুল্য রথে আরোহণ করিলেন।১১-১৬

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তিনজনেই রথে আরোহণ করিয়াছেন দেখিয়া সুমন্ত্র-সারথি বায়ুতুল্যদ্রুতগামী অশ্বসমূহকে চালনা করিলেন। বনাভিমুখে রথ অগ্রসর হইতে লাগিল। দীর্ঘকালের জন্য রাম নির্ব্বিড়বনে যাইতে প্রবৃত্ত হইলে অযোধ্যাবাসীরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সমস্ত সৈন্যগণ চৈতন্য হারাইল। অযোধ্যার সমস্ত মানুষ আকুল ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। হস্তিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। অশ্বগণ নিজ নিজ ভূষণের শব্দ

সীতাতৃতীয়ানারূঢ়ান্ দৃষ্ট্বা রথমচোদয়ৎ।
সুমন্ত্রঃ সম্মতানশ্বান্ বায়ুবেগসমাধুবে ॥১৭
প্রযাতে তু মহারণ্যং চিররাত্রায় রাঘবে।
বভূব নগরে মূর্চ্ছা বলমূর্চ্ছা জনস্য চ ॥১৮
তৎ সমাকুলসম্ভ্রান্তং মত্ত-সংকুপিতদ্বিপম্।
হয়সিক্তনির্ঘোষং পুরমাসীন্মহাস্বনম্ ॥১৯
ততঃ সবালবৃদ্ধা সা পুরী পরমপীড়িতা।
রামমেবাভিদুদ্রাব ঘর্মার্তঃ সলিলং যথা ॥২০
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাপি লম্বমানাস্তদুন্মুখাঃ।
বাষ্পপূর্ণমুখাঃ সর্বে তমূচুর্ভৃশনিঃস্বনাঃ ॥২১
সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ।
মুখং দ্রক্ষ্যাম রামস্য দুর্দর্শং নো ভবিষ্যতি ॥২২
আয়সং হৃদয়ং নূনং রামমাতুরসংশয়ম্।
যদ্দেবগর্ভপ্রতিমে বনং যাতি ন ভিদ্যতে ॥২৩
কৃতকৃত্যা হি বৈদেহী ছায়েবানুগতা পতিম্।
ন জহাতি ব্রতা ধর্মে মেরুমর্কপ্রভা যথা ॥২৪
অহো লক্ষ্মণ সিদ্ধার্থঃ সততং প্রিয়বাদিনম্।
ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং যস্ত্বং পরিচরিষ্যসি ॥২৫
মহত্যেষা হি তে বুদ্ধিরেষ চাভ্যুদয়ো মহান্।
এষ স্বর্গস্য মার্গশ্চ যদেনমনুগচ্ছসি ॥২৬
এবং বদন্তস্তে সোঢ়ুং ন শেকুর্বাষ্পমাগতম্।
নরাস্তমনুগচ্ছন্তি প্রিয়মিক্ষ্বাকুনন্দনম্ ॥২৭
অথ রাজা বৃতঃ স্ত্রীভির্দীনাভির্দীনচেতনঃ।
নির্জগাম প্রিয়ং পুত্রং দ্রক্ষ্যামীতি ব্রুবন্ গৃহাৎ ॥২৮

করিয়া অযোধ্যাকে সুখরহিত করিল। অতিগ্রীষ্মে সন্তপ্ত ব্যক্তি যেমন জলের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতি অযোধ্যাবাসিগণ অতিদুঃখিত হইয়া রামের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল।১৭-২০

অনেকে রামের রথপার্শ্বে, অনেকে রথের পৃষ্ঠদেশে আশ্রয় লইয়া চলিতে লাগিল। তাহারা ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে সুমন্ত্রকে বলিল,—সুমন্ত্র! অশ্বগণের রজ্জু সংযত কর। ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। আমরা একবার রামের মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু রামমুখচন্দ্র আমাদের নিকট বহুদিন যাবৎ দুর্লভ হইবে। এই দেবকুমারতুল্য রাম বনে যাইতেছেন দেখিয়াও যে কৌশল্যার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না, ইহাতে আমাদের মনে হয়,' কৌশল্যার হৃদয় লৌহনির্মিত। ছায়ার মত পতির অনুসরণ করিয়া জানকী কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সূর্য্যপ্রভা যেমন মেরুপর্বতকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ ধর্মপরায়ণা সীতাও পতিকে পরিত্যাগ করিতেছেন না। অযোধ্যাস্ত্রীরা লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—লক্ষ্মণ! তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, যেহেতু নিয়তপ্রিয়ভাবী দেবতুল্য প্রিয় অগ্রজের পরিচর্য্যা করিতে অনুগমন করিতেছ। তোমার এই বুদ্ধি অতি উত্তম। তোমার অতিশয় অভ্যুদয় হইবে। তুমি যে রামের অনুগমন করিতেছ, ইহা তোমার স্বর্গপ্রাপ্তির পন্থা। অযোধ্যাবাসিগণ এইরূপ বলিতে বলিতে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছিল না। তাহারা সকলে তাহাদের প্রিয় রঘুনন্দন রামের অনুগমন করিতে লাগিল। এদিকে অন্তঃপুরের মহিলাগণের দ্বারা বেষ্টিত দীনচিত্ত দশরথ "প্রিয়পুত্রকে দর্শন করিব" এই কথা বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়াই যূথপতি হস্তী বদ্ধ হইলে হস্তিনীগণের চীৎকারের ন্যায় রোদনপরায়ণা মহিলাগণের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। পূর্ণশশী রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে যেমন বিষণ্ণ ও মালিন্যময় হইয়া পড়েন, সেইরূপ শ্রীমান্ দশরথ নরপতিও সেই সময় অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ২১-৩০

অপূর্বশক্তিমান্ দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন,—অতিসত্বর রথ চালিত কর। রাম বলিতেছেন 'সত্বর চল' কিন্তু অযোধ্যাবাসীরা বলিতেছে 'রথ থামাও'। সুমন্ত্র এই উভয়কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পথিমধ্যে কোন কার্য্যই যথার্থভাবে করিতে পারিলেন না। মহাবীর রাম অযোধ্যাপুরী হইতে বহির্গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পুরবাসিগণের অশ্রুধারায় পথের ধূলিসমূহ প্রশান্ত হইয়া গেল। সমস্ত নগরীই অশ্রুজলসিক্ত,

শুশ্রুবে চাগ্রতঃ স্ত্রীণাং রুদতীনাং মহাস্বনঃ।
যথা নাদঃ করেণূনাং বন্ধে মহতি কুঞ্জরে ॥২৯
পিতা হি রাজা কাকুৎস্থঃ শ্রীমান্ সত্যব্রতো বভৌ।
পরিপূর্ণঃ শশী কালে গ্রহেণোপপ্লুতো যথা ॥৩০
স চ শ্রীমানচিন্ত্যাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।
সূতং সংচোদয়ামাস ত্বরিতং বাহ্যতামিতি ॥৩১
রামো যাহীতি তং সূতং তিষ্ঠেতি চ জনস্তদা।
উভয়ং নাশকৎ সূতঃ কর্তুমধ্বনি চোদিতঃ ॥৩২
নির্গচ্ছতি মহাবাহৌ রামে পৌরজনাশ্রুভিঃ।
পতিতৈরভ্যবহিতং প্রণনাশ মহীরজঃ ।৩৩
রুদিতাশ্রুপরিদ্যূনং হাহাকৃতমচেতনম্।
প্রয়াণে রাঘবস্যাসীৎ পুরং পরমপীড়িতম্ ॥৩৪
সুস্রাব নয়নৈঃ স্ত্রীণামশ্রুমায়াসসম্ভবম্।
মীনসংক্ষোভচলিতৈঃ সলিলং পঙ্কজৈরিব ॥৩৫
দৃষ্ট্বা তু নৃপতিঃ শ্রীমানেকচিত্তগতং পুরম্।
নিপপাতৈব দুঃখেন ক্লেত্যুল ইব দ্রুমঃ ।৩৬

ততো হলহলাশব্দো জজ্ঞে রামস্য পৃষ্ঠতঃ।
নরাণাং প্রেক্ষ্য রাজানং সীদন্তং ভূশদুঃখিতম্ ॥৩৭
হা রামেতি জনাঃ কেচিদ্ রামমাতেতি চাপরে।
অন্তঃপুরসমৃদ্ধঞ্চ ক্রোশন্তং পর্য্যদেবয়ন্ ॥৩৮
অন্বীক্ষমাণো রামস্তু বিষণ্ণং ভ্রান্তচেতসম্।
রাজানং মাতরং চৈব দদর্শানুপথো পথি ॥৩৯
স বদ্ধ ইব পাশেন কিশোরো মাতরং যথা।
ধর্মপাশেন সংযুক্তঃ প্রকাশং নাভ্যুদৈক্ষত ॥৪০
পদাতিনৌ চ যানার্হাবদুঃখার্হৌ সুখোচিতৌ।
দৃষ্ট্বা সংচোদয়ামাস শীঘ্রং যাহীতি সারথিম্ ॥৪১
নহি তৎ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখজ্ঞং দর্শনং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সহিতুং শক্তস্তোত্রৈর্নুন্ন ইব দ্বিপঃ ॥৪২
প্রত্যগারমিবাগান্তী সবৎসা বৎসকারণাৎ।
বদ্ধবৎসা যথা ধেনু রামমাতাভ্যধাবত ॥৪৩
তথা রুদন্তীং কৌসল্যাং রথং তমনুধাবতীম্।
ক্রোশন্তীং রাম রামেতি হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ ॥৪৪

হাহাকার-ধ্বনিযুক্ত, চৈতন্যহীন ও অতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়িল। অতিদুঃখের জন্য নারীগণের নয়নের অশ্রু মৎস্যচালিত কমল হইতে ক্ষরিত জলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। শ্রীমান্ দশরথ পুরবাসিগণকে এইরূপ একচিত্ত ও বিহ্বল দেখিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় অতিদুঃখে ভূপতিত হইলেন। মহারাজ দশরথকে অবসন্ন ও অতি-দুঃখিত দেখিয়া রামের পৃষ্ঠগামী লোকগণের তুমুল আর্তনাদ উত্থিত হইল। কেহ কেহ 'হা রাম' 'হা রাম' বলিয়া, কেহ বা 'হা রাম-জননি' 'হা রাম-জননি' বলিয়া, কেহ 'হা সীতে' 'হা লক্ষ্মণ' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শ্রীরাম উদ্ভ্রান্তচিত্ত ও অতিবিষণ্ণ পিতাকে ও মাতাকে অনুগমন করিতে দেখিলেন। কিন্তু দৃঢ়পাশে আবদ্ধ অনুশাবক যেমন নিজজননীর প্রতি স্পষ্টভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারে না, সেইরূপ তিনিও ধর্মপাশে আবদ্ধ হওয়ায় স্পষ্টভাবে পিতা-মাতাকে দেখিতে পারিলেন না।৩১-৪০

যাঁহাদের সর্বদা বাহনে গমন করা উচিত এবং সর্বদা সুখভোগের যোগ্যতা আছে, তাঁহারা পদব্রজে অতিদুঃখে রামের অনুসরণ করিতেছেন দেখিয়া রাম সারথিকে বলিলেন,—অতিসত্বর রথ চালনা কর। অঙ্কুশবিদ্ধ হস্তী যেমন ঐ তীব্র আঘাত সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম মাতা-পিতার ঐরূপ দুঃখদায়ী দর্শন সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই সময় সন্তানবৎসলা ধেনু যেমন গোপকর্তৃক গৃহাভিমুখে চালিত হইয়াও বৎসের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ রাম-জননী কৌশল্যা রামের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। তিনি সাশ্রুনেত্রে 'হা রাম' 'হা সীতে' 'হা লক্ষ্মণ' এইরূপ বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রামের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার নিমিত্ত অশ্রুধারা ত্যাগ করিতে করিতে মাতা কৌশল্যা অগ্রসর হইতেছেন। তিনি যেন নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন—ইহা রাম দূর হইতে বারংবার দেখিতে লাগিলেন। দশরথ উচ্চৈঃস্বরে

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার্থং স্রবন্তীং বারি নেত্রজম্।
অসকৃৎ প্রেক্ষত স তাং নৃত্যন্তীমিব মাতরম্ ॥৪৫
তিষ্ঠেতি রাজা চুক্রোশ যাহি যাহীতি রাঘবঃ।
সুমন্ত্রস্ত বভূবান্ধা চক্রয়োরিব চাশ্বরা ॥৪৬
নাশ্রৌষমিতি রাজানমুপালক্ষ্যোঽপি কক্ষ্যসি।
চিরং দুঃখস্য পাপিষ্ঠমিতি রামস্তমব্রবীৎ ॥৪৭
স রামস্য বচঃ কুর্বন্নুজ্জাপ্য চতং জনম্।
ব্রজতোঽপি হয়ান্ শীঘ্রং চোদয়ামাস সারথিঃ ॥৪৮
ন্যবর্তত জনো যাজ্ঞো রামং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
মনসাপ্যাশুবেগেন ন হ্যবর্তত মানুষম্ ॥৪৯
গমিষ্যেৎ পুনরায়াতং নৈনং দূরমনুব্রজেৎ।
ইত্যমাত্যা মহারাজমূচুর্দশরথং বচঃ ॥৫০
তেষাং বচঃ সর্বগুণোপপন্নঃ
প্রশ্লিষ্টপাত্রঃ প্রবিষণ্ণরূপঃ।
নিশম্য রাজা কৃপণঃ সভার্য্যো
ব্যবস্থিতস্তং সুতমীক্ষমাণঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন—দাঁড়াও দাঁড়াও। রাম বলিতে লাগিলেন—চল চল। দুইটি চক্রের মধ্যে পতিত নরের ন্যায় সুমন্ত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন—যৎকালস্থায়ী দুঃখ অতিশয় অসহ্য হইয়া থাকে। সুতরাং দ্রুত গমন কর। আমাকে বনে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলে পর রথ না থামানোর জন্য মহারাজ দশরথ কর্তৃক তিরস্কৃত হইলে তখন বলিও যে আপনার কথা শুনিতে পাই নাই। সুমন্ত্র রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই করিবেন স্থির করিলেন এবং অনুগামিগণকে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া অশ্বগণকে অতিবেগে চালনা করিলেন। দশরথের প্রিয়জন রামের অনুগামিগণ রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া রামের পশ্চাদ্গমনে নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহাদের অন্তর অত্যন্ত বেগবান্ বলিয়া রামের অনুগমন হইতে নিবৃত্ত হইল না। অমাত্যগণ মহারাজ দশরথের নিকট আসিয়া বলিলেন—যাহার পুনরাগমন কামনা করা হয়, বেশীদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করা উচিত নয়। সর্ব-গুণসম্পন্ন মহারাজ দশরথ অতিবিষণ্ণ ও ঘর্মাক্তশরীরে বিহ্বলভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অতিক্রান্ত মহারাজ অমাত্যগণের এইরূপ বচন শুনিয়া পত্নীগণের সহিত অবস্থিত থাকিয়া বনগামী পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন।৪১-৫১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য বনগমনেনান্তঃপুরনারীণাং বিলাপঃ, পুরবাসিনাং শোকাকুলাবস্থাবর্ণনম্, অরক্ষনপালনঞ্চ।]

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্ক্রামতি কৃতাঞ্জলৌ।
আর্তশব্দো হি সংজজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে মহান্ ॥১
অনাথস্য জনস্যাস্য দুর্বলস্য তপস্বিনঃ।
যো গতিঃ শরণং চাসীৎ স নাথঃ ক্ব নু গচ্ছতি ॥২
ন ক্রুধ্যত্যভিশপ্তোঽপি ক্রোধনীয়ানি বর্জয়ন্।
ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্বান্ সমদুঃখঃ ক্ব গচ্ছতি ॥৩
কৌসল্যায়াং মহাতেজা যথা মাতরি বর্ততে।
তথা নো বর্ততেঽস্মাসু মহাত্মা ক্ব নু গচ্ছতি ॥৪
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানেন রাজ্ঞা সত্যে নিবেশিতো বনম্।
পরিত্রাতা জনস্যাস্য জগতঃ ক্ব নু গচ্ছতি ॥৫
অহো নিশ্চেতনো রাজা চীবলোকস্য সংক্ষয়ম্।
ধর্মং সত্যব্রতং রামং বনবাসে প্রবৎস্যতি ॥৬
ইতি সর্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ।
রুরুদুশ্চৈব দুঃখার্তাঃ সস্বরঞ্চ বিচুক্রুশুঃ ॥৭
স ত্বমন্তঃপুরে ঘোরমার্তশব্দং মহীপতিঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা চাসীৎ সুদুঃখিতঃ ॥৮
নাগ্নিহোত্রাণ্যহূয়ন্ত নাপচন্ গৃহমেধিনঃ।
অকুর্বন্ ন প্রজাঃ কার্যং সূর্যশ্চাস্তরধীয়ত ॥৯
ব্যসৃজন্ কবলান্নাগা গাবো বৎসান্ন পায়য়ন্।
পুত্রং প্রথমজং লব্ধ্বা জননী নাভ্যনন্দত ॥১০

একচত্বারিংশ সর্গ

[শ্রীরামের বনগমনে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীগণের বিলাপ এবং পুরবাসিগণের শোকাকুল অবস্থা ও অরক্ষন পালন।]

পুরুষোত্তম রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া বহির্গমন করিতে থাকিলে সেইসময় অন্তঃপুরে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের অতিশয় আর্তনাদ উত্থিত হইল। 'যে রাম এই সকল অনাথ দুর্বল ও শোচনীয় ব্যক্তির একমাত্র আশ্রয় ও রক্ষাকর্তা ছিলেন, অদ্য আমাদের প্রভু সেই রাম কোথায় যাইতেছেন? যিনি ক্রোধজনক কার্য্য ত্যাগ করিয়া ক্রোধের কারণ থাকিলেও ক্রুদ্ধ হইতেন না, সকলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যিনি ক্রুদ্ধব্যক্তিগণকে প্রসন্ন করিতেন, তিনি অদ্য কোথায় যাইতেছেন? মহাতেজস্বী মহাত্মা যে রাম নিজজননী কৌশল্যার সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, আমাদের সকলের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করেন, তিনি কোথায় যাইতেছেন? যিনি জগতের সকলের পরিত্রাণকর্তা, সেই রাম কৈকেয়ীকর্তৃক নিষ্পীড়িত রাজা দশরথের নিয়োগে অরণ্যাভিমুখে কোথায় যাইতেছেন?১-৫

হায়! হায়! মহারাজ দশরথ বিচার-বুদ্ধি হারাইয়াছেন! কেননা তিনি সকলজীবের আশ্রয় সত্যনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ রামকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতেছেন—এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অন্তঃপুরবাসিনীগণ বৎসহীনা ধেনুর ন্যায় অতিদুঃখে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে এইরূপ ভীষণ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভূপতি দশরথ পুত্রশোকে সন্তপ্ত থাকা সত্ত্বেও আরও দুঃখিত হইলেন। রামের বনগমন দিবসে অযোধ্যায় অগ্নিহোত্র প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইল না। গৃহস্থগণ রন্ধনাদি কার্য্য করিলেন না। কোন প্রজাই সেইদিন কোন কার্য্য করিতে পারিলেন না। সূর্য্য অসময়ে অস্তগমন করিলেন। হস্তিগণ নিজ নিজ গ্রাস ত্যাগ করিল। ধেনুগণ নিজ নিজ বৎসকে দুগ্ধপান করাইল না। জননী প্রথমপুত্র লাভ করিয়া সেই পুত্রকে অভিনন্দিত

ত্রিশঙ্কুর্লোহিতাঙ্গশ্চ বৃহস্পতি-বুধাবপি।
দারুণাঃ সোমমভ্যেত্য গ্রহাঃ সর্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥১১
নক্ষত্রাণি গতার্চীংসি গ্রহাশ্চ গততেজসঃ।
বিশাখাশ্চ সধূমাশ্চ নভসি প্রচকাশিরে ॥১২
কালিকানিলবেগেন মহোদধিরিবোত্থিতঃ।
রামে বনং প্রব্রজিতে নগরং প্রচচাল তৎ ॥১৩
দিশঃ পর্য্যাকুলাঃ সর্বাস্তিমিরেণেব সংবৃতাঃ।
ন গ্রহো নাপি নক্ষত্রং প্রচকাশে ন কিঞ্চন ॥১৪
অকস্মান্নাগরঃ সর্বো জনো দৈন্যমুপাগমৎ।
আহারে বা বিহারে বা ন কশ্চিদকরোন্মনঃ ॥১৫
শোকপর্য্যায়সন্তপ্তঃ সততং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্।
অযোধ্যায়াং জনঃ সর্বশ্চুক্রোশ জগতীপতিম্ ॥১৬
বাষ্পপর্য্যাকুলমুখো রাজমার্গগতো জনঃ।
ন হৃষ্টো লভ্যতে কশ্চিৎ সর্বঃ শোকপরায়ণঃ ॥১৭

ন বাতি পবনঃ শীতো ন শশী সৌম্যদর্শনঃ।
ন সূর্য্যস্তপতে লোকং সর্বং পর্য্যাকুলং জগৎ ॥১৮
অনর্থিনঃ সুতাঃ স্ত্রীণাং ভর্তারো ভ্রাতরস্তথা।
সর্বে সর্বং পরিত্যজ্য রামমেবান্বচিন্তয়ন্ ॥১৯
যে তু রামস্য সুহৃদঃ সর্বে তে মূঢ়চেতসঃ।
শোকভারেণ চাক্রান্তাঃ শয়নং নৈব ভেজিরে ॥২০
ততস্তু যোধ্যা রহিতা মহাত্মনা
পুরন্দরেণেব মহী সপর্বতা।
চচাল ঘোরং ভয়শোকদীপিতা
সনাগযোধাশ্বগণা ননাদ চ ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

করিলেন না। ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি এই সকল দারুণ গ্রহগণ চন্দ্রের নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিল।৬-১১

নক্ষত্রসমূহ ও গ্রহসমূহ প্রভাশূন্য নিস্তেজ হইয়া পড়িল। গ্রহগণ বিপরীত পথে গমন করিতে লাগিল। তাহারা ধূমসদৃশ হইয়া প্রকাশিত হইল। মেঘরাশি বায়ুবেগে চালিত হইয়া মহাসমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল। রাম বনে গমন করিতে অগ্রসর হইলে অযোধ্যাপুরী কম্পিত হইতে লাগিল। দিক্‌সমূহ অতিশয় ভয়ানক ও অন্ধকার-সমাবৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। কোন গ্রহ ও কোন নক্ষত্রই প্রকাশিত হইল না। অযোধ্যা-বাসী নাগরিকসকল অকস্মাৎ অতিশয় দৈন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। কোন ব্যক্তিই আহারে ও বিহারে ইচ্ছা করিলেন না। অযোধ্যাবাসী সকললোকই অতিশয় শোকে সন্তপ্ত হইলেন এবং সর্বদা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে দশরথের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।১২-১৬

রাজপথে অবস্থিত ব্যক্তিগণের নয়ন অশ্রুধারা-প্লাবিত। কাহাকেও আনন্দিত দেখা যাইতেছিল না। সকলেই শোকে অতিশয় আকুল। তখন শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল না, চন্দ্রের দর্শনও সুখকর ছিল না এবং সূর্য্য লোকসমূহকে তাপিত করিতেছিলেন না। সেই সময় সমস্ত সংসার অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িল। পুত্রগণ পিতা-মাতার অপেক্ষা করিল না, পতিগণ পত্নীগণের অপেক্ষা করিল না, ভ্রাতৃবৃন্দ ভ্রাতৃবৃন্দের অপেক্ষা করিল না। সকলেই সকলবিষয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র রামকেই চিন্তা করিতে লাগিল। যাঁহারা রামের সুহৃৎ ছিলেন, তাঁহারা সকলে শোকবেগে আহত হইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং রাত্রিতে নিদ্রিত হইতে পারিলেন না। বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্বতসহিতা পৃথিবী যেমন কম্পিত হইয়াছিল, মহাত্মা রাম কর্তৃক পরিত্যক্তা অযোধ্যাও সেইরূপ কম্পিত হইল। ভয় ও শোকে বিহ্বলা ঐ নগরী হস্তী, যোদ্ধা ও অশ্বগণের চীৎকারে অস্থির হইয়া উঠিল।১৭-২১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পুত্রাদর্শনান্মহারাজ-দশরথস্য ভূতলে পতনম্, কৈকয়ীং প্রতি বিরক্তিপ্রকাশঃ, রামায় বিলাপঃ, ভৃত্যানাং সহায়েন কৌসল্যা-ভবনে গমনম্, রামায় দারুণং শোকানুভবশ্চ।]

যাবত্তু নির্বর্তয়তস্য রজোরূপমদৃশ্যত।
নৈবেক্ষ্বাকুবরস্তাবৎ সংজহারাত্মচক্ষুষী ॥১
যাবদ্ রাজা প্রিয়ং পুত্রং পশ্যত্যত্যন্তধার্মিকম্।
তাবদ্ ব্যবর্ধতে বাষ্প ধরণ্যাং পুত্রদর্শনে ॥২
ন পশ্যতি রজোঽপ্যস্য যদা রামস্য ভূমিপঃ।
তদার্তশ্চ বিষণ্ণশ্চ পপাত ধরণীতলে ॥৩
তস্য দক্ষিণমাগম্য কৌসল্যা বাহুমঙ্গনা।
পরং চাস্যাপরং পার্শ্বং কৈকেয়ী সা সুমধ্যমা ॥৪
তাং নয়েন চ সম্পন্নো ধর্মেণ বিনয়েন চ।
উবাচ রাজা কৈকেয়ীং সমাক্ষ্য ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫
কৈকেয়ি মামকাঙ্গানি মা স্প্রাক্ষীঃ পাপনিশ্চয়ে।
নহি ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ন ভার্যা ন চ বান্ধবী ॥৬
যে চ ত্বামনুজীবন্তি নাহং তেষাং ন তে মম।
কেবলার্থপরাং হি ত্বাং ত্যক্তধর্মাং ত্যজাম্যহম্ ॥৭
অগৃহ্ণাং যচ্চ তে পাণিমগ্নিং পর্য্যণয়ঞ্চ যৎ।
অনুজানামি তৎ সর্বমস্মিংল্লোকে পরত্র চ ॥৮
ভরতশ্চেৎ প্রতীতঃ স্যাদ্ রাজ্যং প্রাপ্যেতদব্যয়ম্।
যন্মে স দদ্যাৎ পিত্র্যং মা মাং তদ্ভরতাগমৎ ॥৯
অথ রেণুসমুদ্ধ্বস্তং সমুত্থাপ্য নরাধিপম্।
ন্যবর্তত তদা দেবী কৌসল্যা শোককর্শিতা ॥১০
হস্তেব ব্রাহ্মণং কামাৎ স্পৃষ্ট্বাগ্নিমিব পাণিনা।
অনয়ত্তপ্যত ধর্মাত্মা পুত্রং সঞ্চিন্ত্য রাঘবম্ ॥১১
নিরুদ্যৈব নিরুদ্যৈব সীদতো রথবর্ত্মনি।
রাজ্ঞো নাতিবভৌ রূপং গ্রস্তস্যাংশুমতো যথা ॥১২

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

[পুত্রের অদর্শনে মহারাজ দশরথের ভূতলে পতন, কৈকেয়ীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্তিপ্রকাশ, রামের জন্য বিলাপ, ভৃত্যগণের সহায়তায় কৌশল্যাভবনে গমন এবং রামের জন্য নিদারুণ শোকানুভব।]

বনগমনকারী রামের রথ হইতে উত্থিত ধূলিসমূহ যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ নিজের দৃষ্টিকে সেইদিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন না। তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতি-ধার্মিক প্রিয়তম পুত্রকে দেখিতে পাইতেছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ ভূতলে অবস্থিত হইয়া পুত্রদর্শনার্থ যেন দীর্ঘ হইতেছিল। ভূপতি যখন রামের গমনের পথে ধূলিসমূহও দেখিতে পাইলেন না, তখন অতিশয় কাতর ও বিষণ্ণ হইয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। এই সময় রাজমহিষী কৌশল্যা তাঁহাকে উঠাইবার জন্য দক্ষিণহস্ত ধারণ করিলেন। সুন্দরী কৈকেয়ী রাজার বামপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীতিমান্ ধার্মিক বিনীত দশরথ ব্যথিতচিত্তে কৈকেয়ীকে দেখিয়া বলিলেন,—পাপীয়সি! কৈকেয়ি! তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না। আমি তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি না। এখন তুমি আমার ভার্য্যাও নহ, বান্ধবীও নহ। যাহারা তোমার আশ্রয়ে জীবিকানির্বাহ করিতেছে, আমি তাহাদের পালক নহি এবং তাহারাও আমার পালা নহে। তুমি নিজের স্বার্থমাত্রই দেখিতেছ, সেইজন্য ধর্ম্মকেও পরিত্যাগ করিয়াছ। ধর্ম্মত্যাগিনী হওয়ায় জন্য আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। আমি যে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং অগ্নি-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছিলাম, ইহাতে ইহলোকে ও পরলোকে যাহা যাহা হইত, সেই সকল পরিত্যাগ করিলাম। ভরত এই অখণ্ডরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে সে আমার উদ্দেশে যে দ্রব্য দান করিবে, তাহা যেন আমার ভোগে না আসে। অনন্তর শোকবিহ্বলা কৌশল্যাদেবী ধূলিধূসরিত নরপতিকে উঠাইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে

বিললাপ স দুঃখার্তঃ প্রিয়ং পুত্রমনুস্মরন্।
নগরান্তমনুপ্রাপ্তং বুদ্ধ্বা পুত্রমথাব্রবীৎ ॥১৩
বাহনানাঞ্চ মুখ্যানাং বহতান্তং মমাত্মজম্।
পদানি পথি দৃশ্যন্তে ন মহাত্মা ন দৃশ্যতে ॥১৪
যঃ সুখেনোপধানেষু শেতে চন্দনরূষিতঃ।
বীজ্যমানো মহার্হাভিঃ স্ত্রীভির্মম সুতোত্তমঃ ॥১৫
স নূনং ক্বচিদেবাদ্য বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
কাষ্ঠং বা যদি বা শ্মানমুপধায় শয়িষ্যতে ॥১৬
উত্থাস্যতি চ মেদিন্যাঃ কৃপণঃ পাংশুগুণ্ঠিতঃ।
বিনিঃশ্বসন্ প্রস্রবণাৎ করেণুরিব যূথপঃ ॥১৭
দ্রক্ষ্যন্তি নূনং পুরুষা দীর্ঘবাহুং বনেচরাঃ।
রামমুত্থায় গচ্ছন্তং লোকনাথমনাথবৎ ॥১৮
সা নূনং জনকস্যেষ্টা স্নুষা সুখসমোচিতা।
কণ্টকাক্রমণক্লান্তা বনমস্য গমিষ্যতি ॥১৯
অনভিজ্ঞা বনানাং সা নূনং ভয়মুপৈষ্যতি।
শ্বাপদানদিতং শ্রুত্বা গম্ভীরং রোমহর্ষণম্ ॥২০
সকামা ভব কৈকেয়ি বিধবা রাজ্যমাবস।
নহি তং পুরুষব্যাঘ্রং বিনা জীবিতুমুৎসহে ॥২১
ইত্যেবং বিলপন্ রাজা জনৌঘেনাভিসংবৃতঃ।
অপস্নাত ইবারিষ্টং প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥২২
শূন্যচত্বরবেশ্মান্তাং সংবৃতাপণবেদিকাম্।
ক্লান্ত-দুর্বল-দুঃখার্তাং নাত্যাকীর্ণমহাপথাম্ ॥২৩
তামবেক্ষ্য পুরীং সর্বাং রামমেবানুচিন্তয়ন্।
বিলপন্ প্রবিবেশাশু গৃহং সূর্য্য ইবাম্বুদম্ ॥২৪

লাগিলেন। মহারাজ দশরথ প্রিয়পুত্রকে চিন্তা করিয়া স্বেচ্ছায় ব্রহ্মহত্যাকারী এবং হস্তদ্বারা অগ্নিস্পর্শকারী ব্যক্তির ন্যায় অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত হইয়া রথগমনপথে অতিশয় অসরল হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শরীর রাহুগ্রস্তসূর্য্যের ন্যায় অতিমলিন হইয়াছিল। প্রিয়তম পুত্রকে স্মরণ করিয়া তিনি অতিদুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এতক্ষণ হয়ত রাম অযোধ্যার প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া বলিলেন,—যে সকল শ্রেষ্ঠ অশ্ব আমার পুত্রকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু আমার মহাত্মা পুত্রকে দেখিতেছি না। যে রাম চন্দনচর্চিত হইয়া এবং সুন্দরী রমণীগণের ব্যজনে সেবিত হইয়া উৎকৃষ্ট উপধান-(বালিশ) সমন্বিত শয্যায় সুখে শয়ন করিত, আমার সেই চিরসুখী পুত্র অদ্য কোন এক বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্বক কাষ্ঠ কিংবা প্রস্তরে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিবে।১-১৬

হস্তিনীগণের অধিপতি যেমন পার্বত্য জলাশয় হইতে কর্দমাক্ত দেহে উত্থিত হয়, সেইরূপ আমার প্রিয়পুত্র রাম অতিদীনভাবে ধূলিধূসরিত দেহে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কুশশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে। সমস্তপুরুষগণ দীর্ঘবাহু লোকপতি রামকে অনাথের ন্যায় পদব্রজে গমন করিতে দেখিবে। হায়! হায়! জনকদুহিতা সীতা সর্বদা সুখভোগযোগ্যা হইয়াও নিশ্চয়ই অদ্য কণ্টকাঘাতে ক্লান্ত হইয়া বনে গমন করিবে। বধূমাতা বনের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তিনি ঐ বনের হিংস্রজন্তুগণের রোমাঞ্চজনক গম্ভীর বিকট শব্দ শুনিয়া নিশ্চয়ই ভয় পাইবেন। পাপীয়সি! কৈকেয়ি! তোমার কামনা পূর্ণ হোক। তুমি বিধবা হইয়া রাজ্যভোগ কর। আমি নরোত্তম রাম ভিন্ন জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। রাজা দশরথ এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে জনসমূহের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া স্নানান্তে শবদাহকারী ব্যক্তির ন্যায় অতিদুঃখিতহৃদয়ে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৭-২২

সেই সময় অযোধ্যানগরীর সমস্ত গৃহ ও চত্বর জনশূন্য হইয়াছিল। সমস্ত বিপণি ও অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিল। ক্লান্ত, দুর্বল ও দুঃখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা অযোধ্যানগরী পূর্ণ হইয়াছিল। সমস্ত রাজপথ জনস্রোতে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাজা দশরথ রামকে চিন্তা করিতে করিতে অযোধ্যানগরীর এই অবস্থা দর্শন করিলেন এবং সূর্য্য যেমন মেঘের মধ্যে

মহাহ্রদমিবাক্ষোভ্যং সুপর্ণেন হৃতোরগম্।
রামেণ রহিতং বেশ্ম বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ ॥২৫
অথ গদ্গদশব্দস্তু বিলপন্ বসুধাধিপঃ।
উবাচ মৃদু মন্দার্থং বচনং দীনমস্বরম্ ॥২৬
কৌসল্যায়া গৃহং শীঘ্রং রামমাতুর্নয়ন্তু মাম্।
ন হীদস্তত্র মমাশ্বাসো হৃদয়স্য ভবিষ্যতি ॥২৭
ইতি ব্রুবন্তং রাজানমনয়ন্ দ্বারদর্শিনঃ।
কৌসল্যায়া গৃহং তত্র সুবেশ্যত বিনীতবৎ ॥২৮
ততস্তত্র প্রবিষ্টস্য কৌসল্যায়া নিবেশনম্।
অধিরুহ্যাপি শয়নং বভূব সুমিতং মনঃ ॥২৯
পুত্রস্নুষাবিহীনঞ্চ সুস্থয়া চ বিবর্জিতম্।
অপশ্যদ্ভবনং রাজা নষ্টচন্দ্রমিবাম্বরম্ ॥৩০
তচ্চ দৃষ্ট্বা মহারাজো ভুজমুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
উচ্চৈঃস্বরেণ প্রাক্রোশদ্ধা রাম বিজহাসি মৌ ॥৩১
সুখিতা বত তে কালে জীবিষ্যন্তি নরোত্তমাঃ।
পরিষ্বজন্তো যে রামং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতম্ ॥৩২
অথ রাত্র্যাং প্রপন্নায়াং কালরাত্র্যামিবাত্মনঃ।
অর্দ্ধরাত্রে দশরথঃ কৌসল্যামিদমব্রবীৎ ॥৩৩
ন ত্বাং পশ্যামি কৌসল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ।
রামং মেঽনুগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥৩৪
তং রামমেবানুবিচিন্তয়ন্তং
সমীক্ষ্য দেবী শয়নে নরেন্দ্রম্।
উপোপবিশ্যাধিকমার্ত্তরূপা
বিনিঃশ্বসন্তং বিলাপ কৃচ্ছ্রম্ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

প্রবেশ করেন, তিনিও বিলাপ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণশূন্য হইয়া অদ্ভুত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। গরুড় সমস্ত সর্পকে হরণ করিলে পর অগাধ মহাহ্রদের যেরূপ অবস্থা হয়, গৃহটির সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। গৃহে আগমন করিয়া নরপতি দশরথ গদ্গদস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং অতিদীনভাবে ক্ষীণকণ্ঠে মৃদুস্বরে গৃহভৃত্যকে বলিলেন,—তোমরা আমাকে রামজননী কৌশল্যার গৃহে সত্বর লইয়া চল। অন্যত্র কোথাও আমার মনের শান্তি হইবে না। ভূপতি দশরথ এইরূপ বলিতে থাকিলে দ্বারপ্রদর্শনকারী ভৃত্যগণ অতিবিনীতভাবে তাঁহাকে কৌশল্যাদেবীর গৃহে লইয়া গেল। তিনি পর্য্যঙ্কের (পালঙ্কের) উপর উপবেশন করিয়া কৌশল্যার গৃহে থাকিয়াও শান্তি পাইলেন না, তাঁহার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। দশরথ পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূশূন্য ঐ গৃহকে চন্দ্রহীন আকাশের মত অন্ধকারাবৃত বলিয়া দেখিতে লাগিলেন ।২৩-৩০

গৃহটিকে এইভাবে দেখিয়া বীর্য্যবান্ মহারাজ হস্ত উত্তোলনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—হা রাম! তুমি নিজ মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করিলে? আহা! যাহারা ততদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে এবং বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত রামকে আলিঙ্গন করিয়া দর্শন করিবে, তাহারাই সুখী ও ধন্য। এইভাবে দশরথ আক্ষেপ করিতে থাকিলে তাঁহার কালরাত্রির ন্যায় রাত্রি-কাল উপস্থিত হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দশরথ কৌশল্যাকে বলিলেন,—দেবি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। তুমি হস্তের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আমাকে স্পর্শ কর। আমার দৃষ্টিশক্তি রামের অনুগমন করিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই। শয্যার উপর উপবেশন করিয়া মহারাজ দশরথ সর্বদা এইভাবে রামেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যাদেবী তাঁহাকে এইরূপ দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে উপবেশন করিয়া কাতর-ভাবে অতিকষ্টে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।৩১-৩৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শোকাকুল-দশরথস্য সমীপে কৌসল্যায়া বিলাপঃ।]

ততঃ সমীক্ষ্য শয়নে সন্নং শোকেন পার্থিবম্।
কৌসল্যা পুত্রশোকার্তা তমুবাচ মহীপতিম্ ॥১
রাঘবে নরশার্দূলে বিনং ক্ষিপ্ত্বাহিহিংস্রিক্ষগা (ক)।
বিচরিষ্যতি কৈকেয়ী নির্মুক্তেব হি পন্নগী ॥২
বিবাস্য রামং সুভগা লব্ধকামা সমাহিতা।
ত্রাসয়িষ্যতি মাং ভূয়ো দুষ্টাহিরিব বেশ্মনি ॥৩
অথাস্মিন্নগরে রামশ্চরন্ ভৈক্ষং গৃহে বসেৎ।
কামকারো বরং দাতুমপি দাসং মমাত্মজম্ ॥৪
পাতয়িত্বা তু কৈকেয্যা রামং স্বানার্ যথেষ্টতঃ।
প্রবিষ্টো রক্ষসাং ভাগঃ পর্বণীবাহিতাগ্নিনা ॥৫
নাগরাজগতির্বীরো মহাবাহুর্দুরাসদঃ।
বনমাবিশতে নূনং সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥৬
বনে দুর্দৃষ্টদুঃখানাং কৈকেয্যনুমতে ত্বয়া।
ত্যক্তানাং বনবাসায় কাস্যাবস্থা ভবিষ্যতি ॥৭
তে রত্নহীনাস্তরুণাঃ কালকালে বিবাসিতাঃ।
কথং বৎস্যন্তি কৃপণাঃ ফলমূলৈঃ কৃতাশনাঃ ॥৮
অপীদানীং স কালঃ স্যান্মম শোকক্ষয়ঃ শিবঃ।
সভার্যং যং সহ ভ্রাত্রা প পশ্যেয়মিহ রাঘবম্ ॥৯
শ্রুত্বৈবোপস্থিতৌ বীরৌ কদাযোধ্যা ভবিষ্যতি।
যশস্বিনী হৃষ্টজনা সৃক্তিস্রগ্বরভূষিতা ॥১০
কদা প্রেক্ষ্য নরব্যাঘ্রাবরণ্যাৎ পুনরাগতৌ।
ভবিষ্যতি পুরী হৃষ্টা সমুদ্র ইব পর্বণি ॥১১
কদাযোধ্যাং মহাবাহুঃ পুরীং বীরঃ প্রবেক্ষ্যতি।
পুরস্কৃত্য রথে সীতাং বৃষভো গোধনমিব ॥১২

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[শোকাকুল দশরথের নিকট কৌসল্যার বিলাপ।]

পুত্রশোকে অবসন্ন শয্যাশায়ী দশরথকে বিহ্বল দেখিয়া পুত্রশোকাতুরা কৌসল্যাদেবী তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! কুটিলবুদ্ধি কৈকেয়ী নিজ অন্তরের বিষ নরোত্তম রামের প্রতি ত্যাগ করিয়া নির্বোকমুক্তা নাগিনীর ন্যায় বিচরণ করিবে। সৌভাগ্যমদী নিজ-কার্যসাধনে সর্বদা সাবধান থাকিয়া অদ্য রামকে নির্বাসিত করত মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছে। এক্ষণে সে গৃহে অবস্থিত দুষ্টসর্পের ন্যায় আমাকে অতিশয় ভয়প্রদর্শন করিবে। এই অযোধ্যায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাম গৃহে অবস্থান করিবে। আমার পুত্র রাম কৈকেয়ীর দাস হইবে। যদি কৈকেয়ী এইরূপ বর-প্রার্থনা করিত, তাহা হইলে আমি স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করিতাম। কিন্তু কৈকেয়ী তাহা করিল না। অগ্নি-হোত্রকারী যাজ্ঞিকব্যক্তি পর্বদিনে রাক্ষসগণের প্রাপ্য অংশ যেমন নিক্ষিপ্ত করেন, কৈকেয়ী স্বেচ্ছায় রামকে স্থানচ্যুত করিয়া অরণ্যে নিক্ষিপ্ত করিল।১-৫

গজতুল্যবীর্যযুক্ত মহাবীর ধনুর্ধারী রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এতক্ষণে নিশ্চয়ই বনে প্রবেশ করিতেছেন। হায়! হায়! তাঁহাদিগকে বনবাসের দুঃখ কোনদিনই ভোগ করিতে হয় নাই। রাজন্! আপনি কৈকেয়ীর প্ররোচনায় তাঁহাদিগকে বনবাসের জন্য ত্যাগ করিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের কি দুর্দশা হইবে! তাঁহারা বয়সে তরুণ, অথচ তাঁহাদের সঙ্গে রত্ন প্রভৃতি কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে ভোগ করিবার সময়েই আপনি তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন; তাঁহারা ফল-মূল আহার করিয়া অতিদীনভাবে কিরূপে কালযাপন করিবেন? এখনই কি আমার জীবনে সেই মঙ্গলময় সময় আসিবে, যাহাতে আমার সকল শোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে? আমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সমাগত রামকে দেখিতে পাইব? রাম ও লক্ষ্মণ দুইভ্রাতা বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত

পাঠান্তর :—(ক) —মুক্তাহিহিংস্রিক্ষগা।

(খ) সহভার্যো সহ ভ্রাত্রা—।

কদা প্রাণিসহস্রাণি রাজমার্গে মমাস্তকৌ ।
লাজৈরবকরিষ্যন্তি প্রবিশন্তাবরিন্দমৌ ॥১৩
প্রবিশন্তৌ কদাযোধ্যাং দ্রক্ষ্যামি শুভকুণ্ডলৌ ।
উদগ্রায়ুধ-নিস্ত্রিংশৌ সশৃঙ্গাবিব পর্বতৌ ॥১৪
কদা সুমনসঃ কন্যা দ্বিজাতীনাং ফলানি চ ।
প্রদিশন্তঃ পুরীং হৃষ্টাঃ করিষ্যন্তি প্রদক্ষিণম্ ॥১৫
কদা পরিণতো বুদ্ধ্যা বয়সা চামরপ্রভঃ ।
অভ্যুপৈষ্যতি ধর্মাত্মা তুর্বর্ষ ইব লালয়ন্ ॥১৬
নিঃসংশয়ং ময়া মন্যে পুরা বীরকদর্য্যয়া ।
পাতুকামেষু বৎসেষু মাতৃণাং শাতিতাঃ সুতাঃ ॥১৭
সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা ।
কৈকেয্যা পুরুষব্যাঘ্র বালবৎসেব গৌর্বলাৎ ॥১৮

নহি তাবদ্গুণৈর্জুষ্টং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ।
একপুত্রা বিনা পুত্রমহং জীবিতুমুৎসহে ॥১৯
নহি মে জীবিতে কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমিহ কল্পতে ।
অপশ্যন্ত্যাঃ প্রিয়ং পুত্রং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥২০
অয়ং হি মাং দীপয়তে সমুত্থিত-
স্তনূজশোকপ্রভবো হুতাশনঃ ।
মহীমিমাং রশ্মিভিরুদ্ধতপ্রভো
যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ (ক) ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

হইলে তাহাদের উপস্থিতি-সংবাদে এই অযোধ্যানগরী যশস্বিনী হইবে। এখানে সকললোকই আনন্দিত হইবে এবং সকলগৃহ উত্তোলিত-পতাকাসমূহের দ্বারা শোভিত হইবে। হায়! এইরূপ সুসময় কখন আসিবে? নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া কবে এই অযোধ্যা পূর্ণিমারাত্রির সমুদ্রের ন্যায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবে? বৃষভ যেমন ধেনুকে অগ্রে লইয়া গৃহে প্রবেশ করে, সেইরূপ মহাবাহু বীর রাম কবে সীতাকে অগ্রে লইয়া রথারোহণে এই পুরীতে প্রবেশ করিবেন? কবে শত্রুমর্দনকারী আমার পুত্রদ্বয় অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে থাকিলে রাজপথস্থিত লোকগণ তাঁহাদের মস্তকে লাজ (খই) নিক্ষেপ করিতে থাকিবে? আমার পুত্রদ্বয় কর্ণে উত্তমকুণ্ডল, উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও কবচ ধারণ করিয়া শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় এই অযোধ্যায় প্রবেশ করিতেছেন, এই দৃশ্য আমি কোনদিন দেখিতে পাইব? রামের প্রত্যাবর্তনের জন্য আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণকন্যাগণ কবে পুষ্প ও ফল গ্রহণপূর্বক অযোধ্যাকে প্রদক্ষিণ করিবে ॥১৩-১৫

সুবৃষ্টি যেমন তাপিতব্যক্তিকে শান্তিদান করিতে উপস্থিত হয়, সেইরূপ কবে পরিণতবুদ্ধি দেবকান্তি ধর্মাত্মা পঞ্চবিংশতিবর্ষবয়স্ক রাম আমার শান্তির জন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে? রাজন! নিঃসন্দেহে আমার মনে হইতেছে যে, আমি পূর্বে বৃৎসিতহৃদয়সম্পন্ন ছিলাম। বৎসগণ নিজ নিজ জননীর স্তন্যপান করিতে উদ্যত হইলে আমি নিশ্চয়ই স্তনচ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলাম। সেইজন্য আমার এই দুর্দশা। রামের প্রতি প্রগাঢ়বাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও আমি রামকে তাড়াইলাম। সিংহ যেমন বৎস অপহরণ করিয়া ধেনুকে বৎসরহিত করিয়া দেয়, নরশ্রেষ্ঠ! কৈকেয়ীও সেইরূপ বলপূর্বক আমাকে পুত্ররহিত করিয়াছে। রামই আমার একমাত্র পুত্র। সর্বগুণভূষিত সর্বশাস্ত্রবিশারদ সেই পুত্রকে না পাইলে আমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। প্রিয়তম পুত্র রাম ও মহাবীর লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইলে আমার জীবনধারণে কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিনা। গ্রীষ্মকালে তেজস্বী ভগবান্ সূর্য্য যেমন প্রখর কিরণের দ্বারা এই পৃথিবীকে দগ্ধ করেন, পুত্রশোকজাত অগ্নি অতিশয় অনিষ্টকারী হইয়া আমাকে অন্য সেইভাবে দগ্ধ করিতেছে ॥১৬-২১

পাঠান্তর :—(ক) অয়ং হি মাং দীপয়তেঽদ্য বহ্নি—
তনূজশোকপ্রভবো দুরাসদঃ ।
মহীমিমাং রশ্মিভিরুদ্ধতপ্রভো
যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ ॥

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[কৌসল্যাং প্রতি সুমিত্রাদেব্যা আশ্বাসবাক্যম্ ।]

বিলপন্তীং তথা তাং তু কৌসল্যাং প্রমদোত্তমাম্ ।
ইদং ধর্মে স্থিতা ধর্ম্যং সুমিত্রা বাক্যমব্রবীৎ ॥১
তবার্য্যো সদ্গুণৈর্যুক্তঃ স পুত্রঃ পুরুষোত্তমঃ ।
কিং তে বিলপিতেনৈবং কৃপণং রুদিতেন বা ॥২
যস্তবার্য্যো গতঃ পুত্রস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং মহাবলঃ ।
সাধু কুর্বন্মহাত্মানং পিতরং সত্যবাদিনম্ ॥৩
শিষ্টৈরাচরিতে সম্যক্ শশ্বৎ প্রেত্য ফলোদয়ে ।
রামো ধর্মে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠো ন স শোচ্যঃ কদাচন ॥৪
বর্ততে চোত্তমাং বৃত্তিং লক্ষ্মণোঽস্মিন্ সদানঘঃ ।
দয়াবান্ সর্বভূতেষু লাভস্তস্য মহাত্মনঃ ॥৫
অরণ্যবাসে যদ্দুঃখং জানন্তী বৈ সুখোচিতা ।
অনুগচ্ছতি বৈদেহী ধর্মাত্মানং তবাত্মজম্ ॥৬
কীর্তিভূতাং পতাকাং যো লোকে ভ্রাময়তি প্রভুঃ ।
ধর্মঃ সত্যব্রতপরঃ কিং ন প্রাপ্তস্তবাত্মজঃ ॥৭
ব্যক্তং রামস্য বিজ্ঞায় শৌচং মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
ন ঘাত্মমংশুভিঃ সূর্যঃ সন্তাপয়িতুমর্হতি ॥৮
শিবঃ সর্বেষু কালেষু কাননেভ্যো বিনিঃসৃতঃ ।
রাঘবং যুক্তশীতোষ্ণঃ সেবিষ্যতি সুখোঽনিলঃ ॥৯
শয়ানমনঘং রাত্রৌ পিতেবাভিপরিষ্বজন্ ।
রশ্মিভিঃ সংস্পৃশন্ শীতৈশ্চন্দ্রমা হ্লাদয়িষ্যতি ॥১০
ফলৈ চাস্বাদুভির্নিত্যং বন্যৈ মূলৈশ্চ রাঘবঃ ।
দানবেন্দ্রং হতং দৃষ্ট্বা তিমিধ্বজসুতং রণে ॥১১
স শূরঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ ভুজাভ্যাং বলমাশ্রিতঃ ।
অনন্তরত্নো ভ্রাতৃণামগ্রে বেদমিবাধিতঃ ॥১২

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[কৌসল্যার প্রতি সুমিত্রাদেবীর আশ্বাসবাক্য ।]

রমণীশ্রেষ্ঠঃ রামজননী কৌসল্যা এইভাবে বিলাপ করিতে থাকিলে ধর্মশীলা সুমিত্রাদেবী তাঁহাকে ধর্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন,—দেবি! আপনার পুত্র রাম পুরুষোত্তম ও সর্বগুণভূষিত। তাঁহার জন্য অতিদীনভাবে বিলাপ বা রোদন করা সর্বথা অনুচিত। আর্য্যে! আপনার পুত্র নিজের মহাত্মা পিতাকে যথার্থভাবে সত্যবাদী করিবার জন্য রাজ্যত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন। শ্রীমান্ রাম সজ্জনগণের আচরিত পারলৌকিক ফলদায়ক ধর্মপথে অবস্থিত, এইজন্য তিনি সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তিনি এইভাবে সতত ধর্মের আচরণে রত, তাঁহার জন্য কখনই শোক করা উচিত নয়। সর্বভূতে দয়াবান্ নিষ্পাপ লক্ষ্মণও মহাত্মা রামের সর্বদা উত্তম সেবা করিতেছেন ।১-৫

পাঠান্তর :—(ক)—জানন্তোব সুখোচিতা।

সর্বদা সুখভোগযোগ্যা সীতা বনবাসের দুঃখের কথা জানিয়াই আপনার পরমধার্মিক পুত্রের অনুগমন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই। দেবি! আপনার পুত্র পরমধার্মিক ও সত্যব্রতনিষ্ঠ। এমন কোন শ্রেয়স্কর বস্তু আছে, যাহা তিনি পাইবেন না? শক্তিমান রাম এই সংসারে যশের পতাকা উড্ডীন করিবেন। আমি বলিতেছি যে—সূর্য রঘুনন্দনের উত্তম পবিত্রভাব ও শ্রেষ্ঠ মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া নিজ কিরণের দ্বারা কখনই তাঁহার শরীরকে সন্তপ্ত করিবেন না। রামের বনবাসকালে বনের বায়ু অতিশীতল কিংবা অতিশয় উষ্ণ হইবে না। সকলকতুতে সুখস্পর্শ ঐ বায়ু রামের সুখসম্পাদন করত সেবা করিবে। রাত্রিকালে চন্দ্রমা স্নিগ্ধরশ্মির দ্বারা পিতার ন্যায় বনভূমিতে শয়ান নিষ্পাপ রামকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিত করিবেন ।৬-১০

রণস্থলে দানবশ্রেষ্ঠ তিমিধ্বজপুত্রকে নিহত

যস্তেষুপথমাসাদ্য বিনাশং যান্তি শত্রবঃ।
কথং ন পৃথিবী তস্য শাসনে স্থাতুমর্হতি ॥১৩
যা শ্রীঃ শৌর্য্যঞ্চ রামস্য যা চ কল্যাণসত্ত্বতা।
নিবৃত্তারণ্যবাসঃ স্বং ক্ষিপ্রং রাজ্যমবাপ্স্যতি ॥১৪
সূর্য্যস্যাপি ভবেৎ সূর্য্যো হ্যগ্নেরগ্নিঃ প্রভোঃ প্রভুঃ।
শ্রিয়াঃ শ্রীশ্চ ভবেদগ্র্যা কীর্ত্যাঃ কীর্তিঃ ক্ষমা ক্ষমা ॥১৫
দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতসত্তমঃ।
তস্য কে গুণা দেবি! বনে বাপ্যথবা পুরে ॥১৬
পৃথিব্যা সহ বৈদেহ্যা শ্রিয়া চ পুরুষর্ষভঃ।
ক্ষিপ্রং তিসৃভিরেতাভিঃ সহ রামোঽভিষেক্ষ্যতে ॥১৭
দুঃখজং বিসৃজন্ত্যশ্রু নিষ্ক্রামন্তমুদীক্ষ্য যম্।
অযোধ্যায়াং জনঃ সর্বঃ শোকবেগসমাহতঃ ॥১৮
কুশ-চীরধরং দেবং ক পশ্চাদনুপব্রজিতম্।
সীতে বানুগতা লক্ষ্মীস্তস্য কিং নাম দুর্লভম্ ॥১৯

ধনুর্গ্রহবরো যস্য বাণ-খড়্গাস্ত্রভৃৎ স্বয়ম্।
লক্ষ্মণো ব্রজতি হ্যগ্রে তস্য কিং নাম দুর্লভম্ ॥২০
নিবৃত্তবনবাসং তং দ্রষ্টাসি পুনরাগতম্।
জহি শোকঞ্চ মোহঞ্চ দেবি সত্যং ব্রবীমি তে ॥২১
শিরসা চরণাবেতৌ বন্দমানমনিন্দিতে।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি কল্যাণি পুত্রং চন্দ্রমিবোদিতম্ ॥২২
পুনঃ প্রবিষ্টং দৃষ্ট্বা তমভিষিক্তং মহাশ্রিয়ম্।
সমুৎসৃক্ষ্যসি নেত্রাভ্যাং শীঘ্রমানন্দজং জলম্ ॥২৩
মা শোকো দেবি দুঃখং বা ন রামে দৃশ্যতেঽণ্বপি।
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি পুত্রং স্বং সসীতং সহলক্ষ্মণম্ ॥২৪
ত্বয়াহপেক্ষো জনশ্চায়ং সমাশ্বাস্যো যতোঽনঘে।
কিমিদানীমিদং দেবি করোষি হৃদি বিক্লবম্ ॥২৫
নার্হা ত্বং শোচিতুং দেবি যস্যাস্তে রাঘবঃ সুতঃ।
নহি রামাৎ পরো লোকে বিদ্যতে সৎপথে স্থিতঃ ॥২৬

দেখিয়া মহাবলবান্ রামকে যে সকল দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, নিজবাহুবলের আশ্রয়ে ও সেই সকল অস্ত্রের সাহায্যে মহাবীর নরশ্রেষ্ঠ রাম নিজগৃহের মতই নির্ভয়ে অরণ্যে বাস করিবেন। যাঁহার অস্ত্রপথে পতিত হইলে শত্রুগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই রামের শাসনে এই সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল কেন থাকিবে না? রামের মধ্যে যে শোভা, যে শৌর্য্য ও যে কল্যাণজনক সামর্থ্য রহিয়াছে, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই বনবাস হইতে সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজ্যলাভ করিবেন। তিনি সূর্য্যেরও সূর্য্য, অগ্নিরও অগ্নি, প্রভুরও প্রভু, সম্পদেরও সম্পদ্, কীর্তিরও কীর্তি এবং ক্ষমার ও ক্ষমা।১১-১৫

তিনি দেবতাগণেরও দেবতা এবং সকলপ্রাণীর মধ্যে সর্বোত্তম। দেবি! শ্রীমান্ রাম বনেই থাকুন কিম্বা নগরেই থাকুন, তাঁহার কোনরূপ অসুবিধা হইতে পারে না। অল্পদিনমধ্যেই রাম পৃথিবী, সীতা ও রাজ্যশ্রী এই তিনটির সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। অযোধ্যাবাসী জনগণ শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া রামকে নগর হইতে বহির্গত হইতে দর্শন করত অতিদুঃখে অশ্রুবিসর্জন করিতেছে। অপরাজেয় মহাবীর রাম কুশ ও চীর ধারণ করিয়া বনে গমন করিতে থাকিলে সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় যখন তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার কোন বস্তুই দুর্লভ হইবে না। ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ বীর লক্ষ্মণ স্বয়ং বাণ, খড়্গ ও অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, তাঁহার নিকট কোন্ বস্তু দুর্লভ হইবে?১৬-২০

দেবি! বনবাস-সমাপ্তির পর প্রতিনিবৃত্ত রামকে অচিরেই আপনি দেখিতে পাইবেন, ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। অতএব আপনি শোক ও মোহ ত্যাগ করুন। কল্যাণি! আপনি সকলের প্রশংসার পাত্রী। অচিরে নিজপুত্রকে স্বমস্তকের দ্বারা আপনার চরণবন্দনা করিতে দেখিবেন। উদিতচন্দ্রের ন্যায় তিনি আপনার দৃষ্টিগোচর হইবেন। শ্রীমান্ রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অতিশয় শোভান্বিত হইলে আপনি তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করিবেন।

পাঠান্তর—(৬) কুশ চীরধরং বীরং—।

অভিবাদয়মানং তং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রমজং সুতম্।
মুদাশ্রু মোক্ষ্যসে ক্ষিপ্রং মেঘরেখেব বার্ষিকী ॥২৭
পুত্রস্তে বন্ধুভিঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং পুনরাগতঃ।
করাভ্যাং মৃদু-পীনাভ্যাং চরণৌ পীড়য়িষ্যতি ॥২৮
অভিবাদ্য নমস্তন্তং শূরং সম্ভ্রমজং সুতম্।
মুদাশ্রৈঃ প্রোক্ষসে পুত্রং মেঘরাজিরিবাচলম্ ॥২৯
আশ্বাসয়ন্তী বিবিধৈশ্চ বাক্যৈ-
র্বাক্যোপচারে কুশলানবদ্যা।
রামস্য তাং মাতরমেবমুক্ত্বা
দেবী সুমিত্রা বিররাম রামা ॥৩০
নিশম্য তল্লক্ষ্মণমাতৃবাক্যং
রামস্য মাতুর্নরদেবপত্ন্যাঃ।
সদ্যঃ শরীরে বিননাশ শোকঃ
শরদ্গতো মেঘ-ইবাল্পতোয়ঃ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪৪

অতএব আপনি দুঃখিত হইবেন না, আপনার রামের কোনরূপ অমঙ্গল হইবে না। অবিলম্বে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত প্রতিনিবৃত্ত পুত্রকে দেখিতে পাইবেন। পুণ্যবতি! এই সকল লোককে আশ্বস্ত করা আপনার কর্তব্য। এই অবস্থায় আপনি নিজহৃদয়ে এত ব্যাকুলতা আনিতেছেন কেন ?২১-২৫

দেবি! রঘুনন্দন রাম আপনার পুত্র, এইজন্যই আপনার শোক করা উচিত নয়। সম্প্রতি এই সংসারে রামের ন্যায় সৎপদস্থিত ব্যক্তি অন্য কেহই নাই। আপনি বন্ধুজন-সমন্বিত পুত্রকে প্রণাম করিতে দেখিয়া বর্ষাকালের মেঘমালার ন্যায় আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিবেন। সর্বজনবরপ্রদ শ্রীমান্ রাম অতিসত্বর অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কোমল ও স্থূল হস্তদ্বয়ের দ্বারা আপনার চরণদ্বয় স্পর্শ করিবেন। মেঘমালা যেমন পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ বন্ধুসহিত মহাবীর পুত্র আপনার চরণে প্রণত হইলে আপনি তাঁহার উপর আনন্দাশ্রুধারা বর্ষণ করিবেন। বাক্যরচনায় সুনিপুণা প্রশংসনীয়া সুমিত্রাদেবী এইভাবে নানাপ্রকার বাক্যে রামজননীকে আশ্বস্ত করিয়া বিরত হইলেন। লক্ষ্মণজননী সুমিত্রার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথমহিষী রাম-মাতা কৌশল্যা শোক পরিত্যাগ করিলেন। শরৎকালের অল্পজল-সমন্বিত মেঘ যেমন বায়ুর দ্বারা দূরে চালিত হয়, সুমিত্রাদেবীর সান্ত্বনাবাক্যে কৌশল্যার পুত্রশোকও তৎক্ষণাৎ দূরে সরিয়া গেল।২৬-৩১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[অনুগমনকারিণামযোধ্যাবাসিনাং সমীপে শ্রীরামেণ ভরতস্য গুণকীর্তনম্, তান্ নিবৃত্তান্ কর্তুং রামস্য হিতোপদেশঃ, বনগমনতো নিবৃত্তয়ে রামস্য সমীপে নগরস্য বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণানাং প্রার্থনম্, পদচারি-ব্রাহ্মণান্ প্রতি সম্মানপ্রদর্শনায় রামস্য রথাদবতরণম্, পদ্ভ্যাং তমসাতীরং যাবদনুগমনঞ্চ।]

অনুরক্তা মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
অনুজগ্মুঃ প্রযান্তং তং বনবাসায় মানবাঃ ॥১
নিবর্তিতেঽতীব বলাৎ দুঃখতর্ষেণ রাঘবে।
নৈব তে সংন্যবর্তন্ত রামস্যানুগতা রথম্ ॥২
অযোধ্যানিলয়ানাং হি পুরুষাণাং মহাযশাঃ।
বভূব গুণসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্র ইব প্রিয়ঃ ॥৩
স যাচ্যমানঃ কাকুৎস্থস্তাভিঃ প্রকৃতিভিস্তদা।
দূরপারং পিতুঃ সত্যং বনমেবাচ্ছ গচ্ছতি ॥৪
অবেক্ষমাণঃ সস্নেহং চক্ষুষা প্রপিবন্নিব।
উবাচ রামঃ সস্নেহং তাঃ প্রজাঃ স্বাঃ প্রজা ইব ॥৫
যা প্রীতির্বহুমানশ্চ মযযোধ্যানিবাসিনাম্।
মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্ ॥৬
স হি কল্যাণচারিত্রঃ কৈকেয্যানন্দবর্ধনঃ।
করিষ্যতি যথাবদ্ বঃ প্রিয়াণি চ হিতানি চ ॥৭
জ্ঞানবৃদ্ধো বয়োবালো মৃদুবীর্য্যগুণান্বিতঃ।
অনুরূপঃ স বো ভর্তা ভবিষ্যতি ভয়াপহঃ ॥৮
স হি রাজগুণৈর্যুক্তো যুবরাজঃ সমীক্ষিতঃ।
অপি চাপি ময়া শিষ্টৈঃ কার্য্যং বো ভর্তৃশাসনম্ ॥৯
ন সন্তপ্যেদ্ যথা চাসৌ বনবাসং গতে ময়ি।
মহারাজস্তথা কার্য্যো মম প্রিয়চিকীর্ষয়া ।১০

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

[অনুগমনকারী অযোধ্যাবাসিগণের নিকট রাম কর্তৃক ভরতের গুণকীর্তন, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য রামের হিতোপদেশ, বনগমন হইতে বিরত হইবার জন্য রামের নিকট নগরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা, পদচারী ব্রাহ্মণগণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ রামের রথ হইতে অবতরণ ও পদব্রজে তমসাতীর পর্য্যন্ত গমন।]

এদিকে অযোধ্যাবাসী জনগণ রামের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া তাহারা সকলে বনগমনরত সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামের অনুগমন করিতে লাগিলেন। "যাহার পুনরাগমন কাম্য হয়, বেশীদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করা উচিত নয়" এই নিয়মানুসারে অমাত্যগণ কর্তৃক রাজা দশরথ রামের অনুগমনে নিবারিত হইলেন; কিন্তু অযোধ্যাবাসী জনগণ নিবৃত্ত হইলেন না, রামের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। মহাযশস্বী গুণবান রাম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যাবাসী সকললোকের প্রিয় ছিলেন। এইজন্য তাঁহারা সকলে 'অযোধ্যায় ফিরিয়া চলুন' বলিয়া রামের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীমান্ রাম পিতাকে সত্যবাদী করিবার জন্য অরণ্যাভিমুখেই যাইতে লাগিলেন। তিনি গমন-সময়ে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন; যেন চক্ষুর দ্বারা তাহাদিগকে নিজ অন্তরে গ্রহণ করিতেছেন, এইভাবে তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া অতিস্নেহে ঔরসপুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে বলিলেন।১-৫

অযোধ্যাবাসিগণ! আমার প্রতি তোমাদের যেরূপ প্রীতি ও গৌরব-বুদ্ধি আছে, অদ্য হইতে তোমরা সকলে আমার প্রীতিসম্পাদনের জন্য তদপেক্ষা অধিক প্রীতি ও গৌরব-বুদ্ধি ভরতের প্রতি করিবে। কৈকেয়ীর আনন্দবর্ধনকারী সর্বজনকল্যাণকারী সৎস্বভাববান্ ভরত যথোচিতভাবে তোমাদের সকলের প্রিয় ও হিতকর কার্য্য করিবেন। শ্রীমান ভরত বয়সে প্রবীণ

যথা যথা দাশরথির্ধর্মমেবাশ্রিতো ভবেৎ।
তথা তথা প্রকৃতয়ো রামং পতিমকাময়ন্ ॥১১
বাষ্পেণ পিহিতং দীনং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
চকর্ষেব গুণৈর্বদ্ধং জনং পুরনিবাসিনম্ ॥১২
তে দ্বিজাস্ত্রিবিধং বৃদ্ধা জ্ঞানেন বয়সৌজসা।
বয়ঃপ্রকম্পশিরসো দূরাদূচুরিদং বচঃ ॥১৩
বহবস্তো জবনা রামং ভো ভো জাত্যাস্তুরঙ্গমাঃ।
নিবর্তধ্বং ন গন্তব্যং হিতা ভরত ভর্তরি ॥১৪
কর্ণবন্তি হি ভূতানি বিশেষেণ তুরঙ্গমাঃ।
যূয়ং তস্মান্নিবর্তধ্বং যাচনাং প্রতিবেদিতাঃ ॥১৫
ধর্মতঃ স বিশুদ্ধাত্মা বীরঃ শুভদৃঢ়ব্রতঃ।
উপবাহ্যস্তু বো ভর্তা নাপবাহ্যঃ পুরাদ্ বনম্ ॥১৬

এবমার্তপ্রলাপাংস্তান্ বৃদ্ধান্ প্রলপতো দ্বিজান্।
অবেক্ষ্য সহসা রামো রথাদবততার হ ॥১৭
পদ্ভ্যামেব জগামাথ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সন্নিকৃষ্টপদন্যাসো রামো বনপরায়ণঃ ॥১৮
দ্বিজাতীন্ হি পরাতীংস্তান্ রামশ্চারিত্রবৎসলঃ।
ন শশাক রণাচক্ষুঃ পরিমোক্তুং রথেন সঃ ॥১৯
গচ্ছন্তমেব তং দৃষ্ট্বা রামং সম্ভ্রান্তমানসাঃ।
ঊচুঃ পরমসন্তপ্তা রামং বাক্যমিদং দ্বিজাঃ ॥২০
ব্রাহ্মণ্যং কৃৎস্নমেতত্ত্বাং ব্রহ্মণ্যমনুগচ্ছতি।
দ্বিজস্কন্ধাধিরূঢ়াস্ত্বাময়োহপানুযান্ত্যমী ॥২১
বাজপেয়সনুত্থানি ক্ষত্রাণ্যেতানি পশ্য নঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুপ্রযাতানি মেঘানিব জলাত্যয়ে ॥২২

না হইলেও জ্ঞানে বিশেষভাবে প্রবীণ। বলবান ও বহুসদ্‌গুণান্বিত হইয়াও ভরত অতিকোমলস্বভাব। তিনি তোমাদের ভরণপোষণকারী উপযুক্ত পালক হইবেন। ভরত রাজোচিত সর্বগুণসম্পন্ন, রাম অপেক্ষা অধিক গুণ তাঁহার আছে। তিনিই যুবরাজ হইবার যোগ্য। অতএব এইরূপ পালকের শাসনে বাধ্য হওয়া তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমি বনে গমন করিলে পর মহারাজ দশরথ যাহাতে সন্তপ্ত না হন, আমার প্রীতিসম্পাদনের জন্য তোমরা সেইরূপ কার্য করিও।৬-১০

দশরথনন্দন যে যে ভাবে প্রজাগণের নিকট ধর্মকে আশ্রয় করিতেছিলেন, প্রজাগণও সেই সেই ভাবে রামকেই নিজেদের পালকরূপে পাইতে কামনা করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ সকলেই অশ্রুপূর্ণনেত্রে দীনভাবে দণ্ডায়মান, লক্ষ্মণসহিত রাম নিজগুণসমূহের দ্বারা বদ্ধ করিয়া যেন তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনপ্রকারের বৃদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানে বৃদ্ধ, বয়সে বৃদ্ধ এবং তপস্যায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ বার্ধক্য-বশতঃ কম্পিতমস্তকে দূর হইতে বলিতে লাগিলেন,—রামবহনরত অশ্বগণ! তোমরা অতিদ্রুতগামী ও উৎকৃষ্টজাতিসম্ভূত। তোমরা আর গমন করিও না, নিবৃত্ত হও। নিজেদের প্রভুর হিতকারী হও। অশ্বগণ! প্রাণিমাত্রেরই কর্ণ আছে, বিশেষতঃ তোমাদের কর্ণ অধিক শক্তিমান্। অতএব আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তোমরা নিবৃত্ত হও।১১-১৫

তোমাদের প্রভু রাম বিশুদ্ধচিত্ত, মহাবীর, শুভকারী ও দৃঢ়ব্রত। অতএব ধর্মানুসারে তাঁহাকে পুরীমধ্যে লইয়া যাওয়াই তোমাদের কর্তব্য। পুরী হইতে বনে লইয়া যাওয়া উচিত নয়। শ্রীমান রাম বৃদ্ধব্রাহ্মণ-গণকে এইভাবে আর্তের ন্যায় প্রলাপ করিতে দেখিয়া অতিসত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধীরভাবে পদব্রজে বনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। স্বাভাবিকস্নেহসম্পন্ন দয়াপূর্ণ-নয়ন রাম পদব্রজে আগমনকারী ব্রাহ্মণগণকে দ্রুতগামী রথের দ্বারা অতিক্রম করিতে পারিলেন না। রামকে ধীরগতিতে বনের দিকেই যাইতে দেখিয়া বিহ্বলচিত্ত ব্রাহ্মণগণ অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।১৬-২০

রাম! তুমি ব্রাহ্মণগণের হিতকারী বলিয়া তাঁহারা সকলে তোমার অনুগমন করিতেছেন। অগ্নিসমূহও ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তোমার অনুগামী হইয়াছেন। শরৎকালের মেঘের ন্যায় শুভ্র ছত্রসমূহ আমরা বাজপেয়-যজ্ঞে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ঐ ছত্রসমূহ

অনবাপ্তাতপত্রস্ত রশ্মিসন্তাপিতস্ত তে।
এভিশ্ছায়াং করিষ্যামঃ স্বচ্ছত্রৈর্বাজপেয়কৈঃ (ক) ॥২৩
যা হি নঃ সততং বুদ্ধির্বেদমন্ত্রানুসারিণী।
ত্বৎকৃতে সা কৃতা বৎস বনবাসানুসারিণী ॥২৪
হৃদয়েষ্ববতিষ্ঠন্তে বেদা যে নঃ পরং ধনম্।
বৎস্যন্ত্যপি গৃহেষ্বেব দারাশ্চারিত্ররক্ষিতাঃ ॥২৫
পুনর্ নিশ্চয়ঃ (খ) কার্য্যস্তৎকৃতে তু কৃতা মতিঃ।
ত্বয়ি ধর্ম্মব্যপেক্ষে তু কিং স্যাদ্ধর্ম্মপথে স্থিতম্ ॥২৬
যাচিতো নো নিবর্ত্তস্ব হংস-শুক্ল-শিরোরুহৈঃ।
শিরোভিনিসৃতাচার মহীপতনপাংশুলৈঃ ॥২৭
বহূনাং বিতথাং যজ্ঞা দ্বিজানাং য ইহাগতাঃ।
তেষাং সমাপ্তিরাযত্তা তব বৎস নিবর্ত্তনে ॥২৮
ভক্তিমন্তীহ ভূতানি জঙ্গমাজঙ্গমানি চ।
যাচমানেষু তেষু ত্বং ভক্তিং ভক্তেষু দর্শয় ॥২৯
অনুগন্তুমশক্তাস্ত্বাং মূলৈরুদ্ধতবেগিনঃ।
উন্নতা বায়ুবেগেন বিক্রোশন্তীব পাদপাঃ ॥৩০
নিশ্চেষ্টাহারসঞ্চারা বৃক্ষৈকস্থাননিশ্চিতাঃ।
পক্ষিণোঽপি প্রযাচন্তে সর্বভূতানুকম্পিনম্ ॥৩১
এবং বিক্রোশতাং তেষাং দ্বিজাতীনাং নিবর্ত্তনে।
দদৃশে তমসা তত্র বারয়ন্তীব রাঘবম্ ॥৩২
ততঃ সুমন্ত্রোঽপি রথাদ্ বিমুচ্য
শ্রান্তান্ হয়ান্ সংপরিবর্ত্য শীঘ্রম্।
শীতোদকাংস্তোয়পরিপ্লুতাঙ্গান্
অচারয়দ্ বৈ তমসাবিদূরে ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪৫

আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে। তোমার ত ছত্র নাই। যখন তুমি প্রখর সূর্য্যকিরণের দ্বারা সন্তপ্ত হইবে, তখন আমরা বাজপেয়-যজ্ঞে প্রাপ্ত ছত্রসমূহের দ্বারা তোমাকে ছায়াযুক্ত রাখিব। বৎস! আমাদের যে বুদ্ধি সর্বদা বেদমন্ত্রেরই অনুসরণ করিত, এক্ষণে তাহা তোমার জন্য বনবাস-বিষয়ে নিয়োগ করিলাম। যে বেদসমূহ আমাদের পরমসম্পত্তি, তাহা ত আমাদের হৃদয়েই অবস্থিত রহিয়াছে। আমাদের পত্নীগণ পাতিব্রত্যধর্মের দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে থাকিতে পারিবেন।২০-২৫

তোমার অনুগমন করিতে আমাদের বুদ্ধি স্থির করিয়াছি। এই বিষয়ে পুনর্বার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি ধর্মনিরপেক্ষ হইলে কেহই ধর্মপথে অবস্থিত থাকিবে না। সদাচারপালক! রাম! ভূতলে লুণ্ঠিত হওয়ায় ধূলিপূর্ণ হংসতুল্যশুভ্রকেশবিশিষ্ট মস্তকের দ্বারা সম্মানপ্রদর্শন করিয়া আমরা প্রার্থনা করিতেছি—তুমি নিবৃত্ত হও। যে সকল ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বৎস! তোমার প্রত্যাবর্তনেই ঐ সকল যজ্ঞের সমাপ্তি নির্ভর করিতেছে। রাম! এই সংসারে স্থাবর-জঙ্গম সকলেই তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই তোমার নিবর্তন প্রার্থনা করিতেছে। তুমি তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। বৃক্ষসমূহ তোমার অনুগমন করিতে পারিতেছে না, যেহেতু ভূগর্ভস্থিত মূলদেশের দ্বারা তাহাদের গমনশক্তি প্রতিহত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহারা বায়ুবেগে উন্নতদেহকে সঞ্চালিত করিয়া যেন রোদন করিতে করিতে তোমাকে নিষেধ করিতেছে।২৬-৩০

দেখ, দেখ বৎস। পক্ষিসমূহও বৃক্ষের একই স্থানে দৃঢ়ভাবে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। তাহারা আহার-সংগ্রহে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তুমি সকলপ্রাণীর প্রতি সর্বদা দয়াপ্রদর্শন করিয়া থাক বলিয়া ঐ পক্ষিগণ তোমার বনগমন-নিবৃত্তি কামনা করিতেছে। নিবৃত্তির জন্য ব্রাহ্মণগণ এইভাবে বহুল আকৃতি প্রকাশ করিতে থাকিলে শ্রীমান্ রাম অদূরে তমসা-নদীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ তমসা-নদী যেন বনগমনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া রামকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। তখন সুমন্ত্র-সারথি শ্রান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে বিযুক্ত করিলেন, শ্রমনিবৃত্তির জন্য তাহাদিগকে লুণ্ঠন ও ভ্রমণ করাইয়া স্নান ও জলপান করাইলেন। পরে তমসাতীরের নিকটেই অশ্বগণকে তৃণভক্ষণ করাইতে লাগিলেন।৩১-৩৩

পাঠান্তর :—(ক)—স্বৈস্তৈর্বাজপেয়কৈঃ। (খ) ন পুনর্নিশ্চয়ঃ—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[তমসানদীতীরে সীতা-লক্ষ্মণাভ্যাং সহ শ্রীরামস্য রাত্রিযাপনম্, সীতয়া সহ রামে নিদ্রিতে সুমন্ত্রসমীপে নিদ্রাহীনেন লক্ষ্মণেন রামস্য গুণকীর্তনম্, প্রাতঃ নিদ্রিতপুরবাসিনামসমক্ষেণ রথমারুহ্য শ্রীরামপ্রভৃতীনাং বনমগমনম্ ।]

ততস্তু তমসাতীরং রম্যমাশ্রিত্য রাঘবঃ ।
সীতামুদীক্ষ্য সৌমিত্রিমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
ইয়মস্য নিশা পূর্বা সৌমিত্রে প্রহিতা বনম্ ।
বনবাসস্য ভদ্রং তে ন চোৎকণ্ঠিতুমর্হসি ॥২
পশ্য শূন্যান্যরণ্যানি রুদন্তীব সমন্ততঃ ।
যথা নিলয়মায়দ্ভির্নিলীনানি মৃগদ্বিজৈঃ ॥৩
অদ্যাযোধ্যা তু নগরী রাজধানী পিতুর্মম ।
সস্ত্রী-পুংসা গতানস্মাঞ্শোচিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪
অনুরক্তা হি মনুজা রাজানং বহুভির্গুণৈঃ ।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ নরব্যাঘ্র শত্রুঘ্ন-ভরতৌ তথা ॥৫
পিতরং চানুশোচামি মাতরঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
অপি নাস্কৌ ভবেতাং নৌ রুদন্তৌ তাবভীক্ষ্ণশঃ ॥৬
ভরতঃ খলু ধর্মাত্মা পিতরং মাতরঞ্চ মে ।
ধর্মার্থ-কামসহিতৈর্বাক্যৈরাশ্বাসয়িষ্যতি ॥৭
ভরতস্যানৃশংস্যঞ্চ সঞ্চিন্ত্যাহং পুনঃ পুনঃ ।
নানুশোচামি পিতরং মাতরঞ্চ মহাভুজ ॥৮
ত্বয়া কার্য্যং নরব্যাঘ্র মামনুব্রজতা কৃতম্ ।
অন্বেষ্টব্যা হি বৈদেহ্যা রক্ষণার্থং সহায়তা ॥৯
অস্তিরেব হি সৌমিত্রে বৎস্যামাত্র নিশামিমাম্ ।
এতদ্ধি রোচতে মহ্যং বস্তেঽপি বিবিধে সতি ॥১০

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

[তমসানদীতীরে সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের রাত্রিযাপন, সীতাসহ রাম নিদ্রিত হইলে সুমন্ত্রের নিকট নিদ্রাহীন লক্ষ্মণের রামগুণকীর্তন, প্রভাতে নিদ্রিত পুরবাসীদিগের অলক্ষ্যে রথে আরোহণ করিয়া শ্রীরাম প্রভৃতির বনাভিমুখে গমন ।]

অনন্তর রঘুনন্দন রাম রমণীয় তমসাতীরে আশ্রয়লাভ করিয়া সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করত লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন ! আমরা বনে প্রেরিত হইয়াছি। আমাদের বনবাসের এই প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইতেছে। ভ্রাতঃ ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। দেখ, পশু-পক্ষিগণ নিজ নিজ বাসস্থানে আসিয়া কলরব করিতেছে। তাহারা বাহিরে না থাকায় অরণ্যটি শূন্য হইয়াছে এবং এই অরণ্য যেন রোদন করিতেছে। আমরা বনগমন করিয়াছি। এইজন্য আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা-নগরীর স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শোকাকুল হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। নরশ্রেষ্ঠ ! তাহারা সকলে বহুগুণবান্ মহারাজ দশরথের প্রতি অনুরক্ত এবং তোমার, আমার, ভরতের ও শত্রুঘ্নের প্রতিও অনুরক্ত ।১-৫

আমি পিতা ও যশস্বিনী জননীর জন্য শোকান্বিত হইতেছি। তাঁহারা উভয়েই আমাদের জন্য সর্বদা রোদন করিতে করিতে অন্ধ না হইয়া যান। আমার মনে হয়, ভরত আমার পিতা-মাতাকে ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত বাক্যে অবশ্যই আশ্বাসিত করিবেন, যেহেতু তিনি বস্তুতই ধার্মিক। মহাবীর ! আমি ভরতের কোমলস্বভাবের কথা বারংবার চিন্তা করিতেছি। তাহাতে পিতামাতার জন্য অনুশোচনা হইতেছে না। নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ! তুমি আমার অনুগমনকারী হইয়া ভালই করিয়াছ, অন্যথা সীতার রক্ষার জন্য অন্যের সাহায্য লইতে হইত। সুমিত্রানন্দন ! যদিও এই বনে বহুপ্রকার ফল রহিয়াছে, তথাপি জলপান করিয়াই এই

এবমুক্ত্বা তু সৌমিত্রিং সুমন্ত্রমপি রাঘবঃ।
অপ্রমত্তস্তু যজ্ঞেষু ভব সৌম্যেত্যুবাচ হ ॥১১
সোঽহ্নান্ সুমন্ত্রঃ সংযম্য সূর্যেঽস্তং সমুপাগতে।
প্রভূতঘাসান্ কৃত্বা বভূব প্রত্যনন্তরঃ ॥১২
উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা রাত্রিমুপাগতাম্।
রামস্য শয়নং চক্রে সূতঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥১৩
তাং শয্যাং তমসাতীরে বীক্ষ্য বৃক্ষদলৈর্বৃতাম্।
রামঃ সৌমিত্রিণা সার্ধং সভার্য্যঃ সংবিবেশ হ ॥১৪
সভার্য্যং সংপ্রসুপ্তং তু ভ্রাতরং সংপ্রেক্ষ্য লক্ষ্মণঃ।
কথয়ামাস সূতায় রামস্য বিবিধান্ গুণান্ ॥১৫
জাগ্রতোরেব তাং রাত্রিং সৌমিত্রে রুদিতো রবিঃ।
সূতস্য তমসাতীরে রামস্য ব্রুবতো গুণান্ ॥১৬
গোকুলাকুলতীরায়াস্তমসায়া বিদূরতঃ।
অবসত্তত্র তাং রাত্রিং রামঃ প্রকৃতিভিঃ সহ ॥১৭

উত্থায় চ মহাতেজাঃ প্রকৃতীস্তা নিশাম্য চ।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং পুণ্যলক্ষণম্ ॥১৮
অস্মদ্ ব্যপেক্ষান্ সৌমিত্রে নির্ব্যপেক্ষান্ গৃহেষপি।
বৃক্ষমূলেষু সংসক্তান্ পশ্য লক্ষ্মণ সাম্প্রতম্ ॥১৯
যথৈতে নিয়মং পৌরাঃ কুর্বন্ত্যস্মন্নিবর্তনে।
অপি প্রাণান্ত্যজিষ্যন্তি ন তু তাক্ষ্যন্তি নিশ্চয়ম্ ॥২০
যাবদেব তু সংসুপ্তাস্তাবদেব বয়ং লঘু।
রথমারুহ্য গচ্ছামঃ পন্থানমকুতোভয়ম্ ॥২১
অতো ভূয়োঽপি নেদানীমিক্ষ্বাকুপুরবাসিনঃ।
স্বপেয়ুরনুরক্তা মা বৃক্ষমূলেষু সংশ্রিতাঃ ॥২২
পৌরা হ্যাত্মকৃতাদ্দুঃখাদ্ বিপ্রমোচ্যা নৃপাত্মজৈঃ।
ন তু খল্বাত্মনা যোজ্যা দুঃখেন পুরবাসিনঃ ॥২৩
অব্রবীল্লক্ষ্মণো রামং সাক্ষাদ্ধর্মমিব স্থিতম্।
রোচতে মে তথা প্রাজ্ঞ ক্ষিপ্রমারুহ্যতামিতি ॥২৪

রাত্রি অতিবাহিত করি। ইহাই আমার নিকট ভাল বলিয়া মনে হইতেছে।৬ ১০

রঘুনন্দন রাম প্রিয়ভ্রাতাকে এইরূপ বলিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সৌম্য! আপনি অশ্বগণের সম্বন্ধে সাবধান থাকিবেন। অনন্তর সূর্য্য অস্তগমন করিলে পর সুমন্ত্র অশ্বগণকে বন্ধন করিয়া প্রচুর তৃণভোজন করাইলেন, পরে রামের নিকটে আসিলেন। সেইস্থানে শুভপ্রদ সন্ধ্যাবন্দন সমাপ্ত করিয়া তিনি লক্ষ্মণের সহিত রামের শয্যা প্রস্তুত করিলেন। শ্রীমান্ রাম তমসানদীতীরে বৃক্ষপত্রদ্বারা শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া সীতার সহিত ঐ শয্যায় শয়ন করিলেন। অনন্তর পত্নীসহিত শয়ান অতিশ্রান্ত প্রিয় অগ্রজকে নিদ্রিত দেখিয়া লক্ষ্মণ সুমন্ত্র-সান্নিধ্যে রামের নানাবিধ গুণের কথা বলিতে লাগিলেন।১১-১৫

তমসাতীরে সুমন্ত্রের নিকট লক্ষ্মণ প্রিয় অগ্রজের গুণসমূহ কীর্তন করিতেছিলেন। রাত্রিতে সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ উভয়েই নিদ্রাহীন। এই অবস্থায় সূর্য্য উদিত হইলেন। তমসানদীর তীরদেশ গোসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। তাহার কিছুদূরে গ্রাম এইভাবে প্রজাগণের সহিত সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মহাতেজা রাম প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিলেন এবং প্রজাগণকে তখনও নিদ্রিত থাকিতে দেখিয়া শুভলক্ষণান্বিত প্রিয় অনুজকে বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন! দেখ, এই সকল প্রজা নিজগৃহ প্রভৃতির অপেক্ষা করিতেছে না, আমাদের প্রতি পক্ষপাত থাকায় এইভাবে বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা সকলে আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, ইহারা প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কিছুতেই নিজেদের সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না।১৬-২০

ভ্রাতঃ! সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, ইহারা যতক্ষণ নিদ্রিত থাকিবে, সেই সময়ের মধ্যে আমরা রথে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে ভয়হীন পথে প্রস্থান করি। অযোধ্যাবাসী জনগণ সকলেই আমার প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু তাহারা যেন এইভাবে পুনর্বার বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া শয়ন না করে। প্রজাগণকে স্বকৃত দুঃখ হইতে রক্ষা করা রাজপুত্রগণের কর্তব্য। কিন্তু তাহাদিগকে নিজদুঃখের দ্বারা দুঃখিত করা কখনই উচিত নয়। ইহা শুনিয়া লক্ষ্মণ মূর্তিমান্ ধর্মের ন্যায়

অথ রামোঽব্রবীৎ সূতঃ শীঘ্রং সংযুজ্যতাং রথঃ।
গমিষ্যামি ততোঽরণ্যং গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥২৫
সূতস্ততঃ সংত্বরিতঃ স্যন্দনং তৈর্হয়োত্তমৈঃ।
যোজয়িত্বা তু রামস্য প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ ॥২৬
অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাং বর।
ত্বরয়ারোহ ভদ্রং তে সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥২৭
তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
শীঘ্রগামাকুলাবর্তাং তমসামতরন্নদীম্ ॥২৮
স সন্তীর্য্য মহাবাহুঃ শ্রীমান্বিষমকণ্টকম্।
প্রাপদ্যত মহামার্গমভয়ং ভয়দর্শিনাম্ ॥২৯
মোহনার্থং তু পৌরাণাং সূতং রামোঽব্রবীদ্ বচঃ।
উদঙ্মুখঃ প্রযাহি ত্বং রথমারুহ্য সারথে ॥৩০
মুহূর্তং ত্বরিতং গত্বা নিবর্ত্তয় রথং পুনঃ।
যথা ন বিদ্যুঃ পৌরা মাং তথা কুরু সমাহিতঃ ॥৩১
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা তথা চক্রে চ সারথিঃ।
প্রত্যাগম্য চ রামস্য স্যন্দনং প্রত্যবেদয়ৎ ॥৩২
তৌ সংপ্রযুক্তং তু রথং সমাস্থিতৌ
তদা সসীতৌ রঘুবংশবর্দ্ধনৌ।
প্রচোদয়ামাস ততস্তুরঙ্গমান্
স সারথির্যেন পথা তপোবনম্ ॥৩৩
ততঃ সমাস্থায় রথং মহারথঃ
সসারথির্দাশরথির্বনং যযৌ।
উদঙ্মুখং তং তু রথং চকার স
প্রয়াণমাঙ্গল্যনিমিত্তদর্শনাৎ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

অবস্থিত রামকে বলিলেন,—প্রাজ্ঞ অগ্রজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমারও ভাল বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব সত্বর রথে আরোহণ করুন। তখন রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন,—আপনি অতিশীঘ্র রথযোজনা করুন। কার্য্য-কুশল সুমন্ত্র! আপনি সত্বর গমন করুন, আমি এইস্থান হইতে অরণ্যে গমন করিব।২১-২৭

রামের বচন শুনিয়া সুমন্ত্র অতিব্রত গমন করত শ্রেষ্ঠ অশ্বগণের দ্বারা রথযোজনা করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে রামের নিকট নিবেদন করিলেন,—মহাবীর! রঘিশ্রেষ্ঠ! আপনার জন্য রথ অশ্বযোজিত হইয়াছে। আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সত্বর রথে আরোহণ করুন। আপনার মঙ্গল হউক। সুমন্ত্রের কথানুসারে পত্নী ও ভ্রাতাসহিত রাম ধনু প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং আবর্তপূর্ণা (ঘূর্ণিযুক্তা) অতিব্রত-গামিনী তমসা নদী অতিক্রম করিলেন। মহাবাহু শ্রীরাম নদীপার হইয়া ভীরুস্বভাব ব্যক্তিগণেরও ভয়-সম্ভাবনাশূন্য নিরুপদ্রব শুভময় রাজপথ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি পুরবাসী জনগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য সারথিকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! আপনি রথে আরোহণ করিয়া উত্তর মুখে কিছুদূর গমন করুন।২৮-৩০

মুহূর্তকাল উত্তরদিকে সত্বর গমন করত নিবৃত্ত হউন। রথ ফিরাইয়া প্রত্যাবর্তন করুন। যাহাতে পুরবাসিগণ বুঝিতে না পারে, সেইরূপ কার্য্য অতি সাবধানে করুন। রামের বচন শুনিয়া সারথি সুমন্ত্র সেইরূপ কার্য্যই করিলেন, উত্তরদিকে কিছুদূর যাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করত রামকে জানাইলেন। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত সুমন্ত্র প্রদর্শিত রথে আরোহণ করিলেন। তখন সুমন্ত্র অশ্বগণকে চালনা করিয়া সেই পথে চলিলেন, যে পথে তপোবনে যাওয়া যায়। সুমন্ত্র বনপ্রস্থানের মঙ্গলাচারের জন্য প্রথমে উত্তরমুখে রথচালনা করিলেন। অনন্তর মহারাজ দশরথনন্দন সেই রথে আরোহণ করিয়া সারথির সহিত বনে গমন করিতে লাগিলেন।৩১-৩৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[নিদ্রাত্যাগানন্তরং তানবলোক্য পুরবাসিনাং বিলাপঃ, অযোধ্যায়াং প্রত্যাবর্তনঞ্চ।]

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং পৌরাস্তে রাঘবং বিনা।
শোকোপহতনিশ্চেষ্টা বভূবুর্হতচেতসঃ ॥১
শোকবাষ্পপরিদ্যূনা বীক্ষমাণাস্ততস্ততঃ।
আলোকমপি রামস্য ন পশ্যন্তি স্ম দুঃখিতাঃ ॥২
তে বিষাদার্তবদনা হরিতাস্তেন ধীমতা।
কৃপণাঃ করুণা বাচো বদন্তি স্ম মনীষিণঃ ৩
ধিগস্তু খলু নিদ্রাং তাং যয়াপহৃতচেতসঃ।
নাদ্য পশ্যামহে রামং পৃথুবক্ষসং মহাভুজম্ ॥৪
কথং রামো মহাবাহুঃ স তথাবিধকর্মকৃৎ।
ভক্তং জনমভিত্যজ্য প্রবাসং তাপসো গতঃ ॥৫
যো নঃ সদা পালয়তি পিতা পুত্রানিবৌরসান্।
কথং রঘূনাং স শ্রেষ্ঠস্ত্যক্ত্বা নো বিপিনং গতঃ ॥৬
ইহৈব নিধনং যামো মহাপ্রস্থানমেব বা।
রামেণ রহিতানাং হি কিমর্থং জীবিতং হিতম্ ॥৭
সন্তি শুষ্কাণি কাষ্ঠানি প্রভূতানি মহান্তি চ।
তৈঃ প্রজ্বাল্য চিতাং সর্বে প্রবিশামোঽথবা বয়ম্ ॥৮
কিং বক্ষ্যামো মহাবাহুরনসূয়ঃ প্রিয়ংবদঃ।
নীতঃ স রাঘবোঽস্মাভিরিতি বক্তুং কথং ক্ষমম্ ॥৯
সা নূনং নগরী হীনা দৃষ্ট্বাস্মান্ রাঘবং বিনা।
ভবিষ্যতি নিরানন্দা সস্ত্রী-বাল-বয়োঽধিকা ॥১০
নির্যাতাস্তেন বীরেণ সহ নিত্যং মহাত্মনা।
বিহীনাস্তেন চ পুনঃ কথং দ্রক্ষ্যাম তাং পুরীম্ ॥১১
ইতীব বহুধা বাচো বাহুমুদ্যম্য তে জনাঃ।
বিলপন্তি স্ম দুঃখার্তা হৃতবৎসা ইবাতুরাঃ ॥১২

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[নিদ্রাভঙ্গের পর রামচন্দ্র প্রভৃতিকে না দেখিয়া পুরবাসীদিগের বিলাপ ও অযোধ্যানগরীতে তাঁহাদিগের প্রত্যাবর্তন।]

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে পর অযোধ্যাবাসী জনগণ রঘুনন্দন রামকে দেখিতে না পাইয়া শোকাকুল, নিশ্চেষ্ট ও বিমূঢ় হইলেন। রামের বিরহে শোকাশ্রুপূর্ণ হইয়া তাঁহারা অতিদুঃখিতভাবে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রামকে পাওয়ার মত কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। ধীমান্ রামকে হারাইয়া তাঁহারা অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডল অতিম্লান হইল। তখন মনীষী পৌরগণ পরস্পর অতি-করুণভাবে বলিতে লাগিলেন—আমাদের নিদ্রাকে ধিক্। এই নিদ্রার জন্যই আমাদের চৈতন্য ছিল না। তাহার ফলে বিশালবক্ষা মহাবাহু রামকে আমরা এক্ষণে আর দেখিতে পাইতেছি না। শ্রীমান্ রাম সর্বদা মর্যাদা পালন করিয়া চলেন। তথাপি তিনি এই সকল অনুরক্ত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগপূর্বক তপস্বীর বেশে কিরূপে বনে গমন করিলেন ?১-৫

পিতা যেমন ঔরসজাত নিজপুত্রকে পালন করেন, যিনি সেইভাবে আমাদিগকে সর্বদা পালন করিতেন, রঘুশ্রেষ্ঠ সেই রাম কিরূপে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন ? আমরা এইস্থানেই মৃত্যুবরণ করিব কিংবা মহাপ্রস্থানে গমন করিব। আমরা যখন রামশূন্য হইয়াছি, তখন আর আমাদের জীবনধারণের কোন প্রয়োজনই নাই। অথবা আমরা দেখিতেছি যে, এই স্থানে বৃহৎ বৃহৎ প্রচুর শুষ্ককাষ্ঠ আছে। ঐ সকল শুষ্ক কাষ্ঠে চিতা প্রজ্বালিত করিয়া আমরা তাহাতে প্রবেশ করিব। অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে লোকেরা রামের সংবাদ জানিতে চাহিবে, তখন আমরা কি বলিব ? "অসূয়াশূন্য প্রিয়ভাষী রামকে আমরা বনে রাখিয়া আসিয়াছি" এইকথা আমরা কখনই বলিতে পারিব না।

ততো মার্গানুসারেণ গত্বা কিঞ্চিত্ততঃ ক্ষণম্।
মার্গনাশাদ্ বিষাদেন মহতা সমভিপ্লুতাঃ ॥১৩
রথমার্গানুসারেণ ন্যবর্তন্ত মনস্বিনঃ।
কিমিদং কিং করিষ্যামো দৈবেনোপহতা ইতি ॥১৪
তদা যথাগতেনৈব মার্গেণ ক্লান্তচেতসঃ।
অযোধ্যামগমন্ সর্বে পুরীং ব্যথিতসজ্জনাম্ ॥১৫
আলোক্য নগরীং তাঞ্চ ক্ষয়ব্যাকুলমানসাঃ।
আবর্তয়ন্ত তেঽশ্রূণি নয়নৈঃ শোকপীড়িতৈঃ ॥১৬
এষা রামেণ নগরী রহিতা নাতিশোভতে।
আপগা গরুড়েনেব হ্রদাদুদ্ধৃতপন্নগা ॥১৭
চন্দ্রহীনমিবাকাশং তোয়হীনমিবার্ণবম্।
অপশ্যন্নিহতানন্দং নগরং তে বিচেতসঃ ॥১৮
তে তানি বেশ্মানি মহাধনানি
দুঃখেন দুঃখোপহতা বিশস্তঃ।
নৈব প্রজজ্ঞুঃ স্বজনং পরং বা
নিরীক্ষ্যমাণাঃ প্রবিনষ্টহর্ষাঃ ॥১৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

রাম-ব্যতিরেকে যদি আমরা অযোধ্যায় গমন করি, তাহা হইলে আমাদিগকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া অযোধ্যা-নগরী অতিশয়দৈন্যভাব ধারণ করিবে। অযোধ্যার স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সকলেই নিশ্চয়ই নিরানন্দ হইবে।৬-১০

আমরা সর্বদা সঙ্গত হইয়া থাকিবার জন্য মহাত্মা বীর শ্রীমান্ রামের সহিত অযোধ্যা হইতে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে রামশূন্য হইয়া কিরূপে পুনর্বার অযোধ্যাকে দর্শন করিব। দুঃখপীড়িত পৌরগণ হস্ত উত্তোলনপূর্বক বৎসহীনা ধেনুর ন্যায় এইভাবে নানাবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা রথের চিহ্ন দেখিয়া সেই পথে কিছুদূর গমন করিলেন। কিন্তু কিছুদূর যাইয়া পথ-নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তাহার ফলে অতিশয় বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মনস্বী পৌরগণ নিরুপায় হইয়া অবশেষে সেই পথেই প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—আমাদের একি হইল! এক্ষণে আমরা কি করিব? আমরা দৈব কর্তৃক হৃত হইয়াছি।১১-১৪

অনন্তর তাঁহারা যে পথে আসিয়াছিলেন, সেইপথেই অতিক্রান্তমনে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন অযোধ্যায় সজ্জনগণ অতিব্যথিত হইয়াই অবস্থান করিতে-ছিলেন। তাঁহারা অযোধ্যানগরীকে ঐরূপ দেখিয়া রামের অভাবে ব্যাকুলচিত্ত হইলেন এবং শোক-পীড়িত নয়নে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। গরুড় কর্তৃক হ্রদ হইতে সর্পগণ উদ্ধৃত হইলে নদীর যেমন শোভা থাকে না, সেইরূপ রাম না থাকায় অযোধ্যার কোনরূপ শোভা ছিল না। চন্দ্রহীন আকাশের ন্যায় ও জলহীন সমুদ্রের ন্যায় আনন্দহীন অযোধ্যাকে দর্শন করিয়া পৌরগণ বিবশ ও বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। দুঃখ-জর্জরিত পৌরগণ ধনপূর্ণ নিজ নিজ গৃহে বহুকষ্টের সহিত প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা হর্ষশূন্য হইয়া এমন দশা প্রাপ্ত হইলেন, যাহার ফলে স্বজনকে ও অন্যকে দেখিয়াও চিনিতে পারিতেছিলেন না।১৫-১৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পুরবাসিনীনাং রমণীনাং বিলাপঃ, প্রত্যাগতান্ পতীন্ প্রতি তাসাং ভর্ৎসনবাক্যঞ্চ।]

তেষামেবং বিধ্বস্তানাং পীড়িতানামতীব চ।
বাষ্পবিপ্লুতনেত্রাণাং সশোকানাং মুমূর্ষয়া ॥১
অভিগম্য নিবৃত্তানাং রামং নগরবাসিনাম্।
উদগতানীব সর্বাণি বভূবুরমন্দিনাম্ ॥২
স্বং স্বং নিলয়মাগম্য পুত্রদারৈঃ সমাবৃতাঃ।
অশ্রূণি মুমুচুঃ সর্বে বাষ্পেণ পিহিতাননাঃ ॥৩
ন চাহৃষ্যন্ত চামোদন্ বণিজো ন প্রসারয়ন্।
ন চাশোভন্ত পণ্যানি নাপচন্ গৃহমেধিনঃ ॥৪
নষ্টং দৃষ্ট্বা নাভ্যনন্দন্ বিপুলং বা ধনাগমম্।
পুত্রং প্রথমজং লব্ধ্বা জননী নাভ্যনন্দত [কে] ॥৫

গৃহে গৃহে রুদত্যশ্চ ভর্তারং গৃহমাগতম্।
ব্যগর্হয়ন্ত দুঃখার্তা বাগ্ভিস্তোত্রৈরিব দ্বিপান্ ॥৬
কিং নু তেষাং গৃহৈঃ কার্য্যং কিং দারৈঃ কিং ধনেন বা।
পুত্রৈর্বাপি সুখৈর্বাপি যে ন পশ্যন্তি রাঘবম্ ॥৭
একঃ সৎপুরুষো লোকে লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।
যোঽনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং রামং পরিচরন্ বনে ॥৮
আপগাঃ কৃতপুণ্যাস্তাঃ পদ্মিন্যশ্চ সরাংসি চ।
যেষু স্নাস্যতি কাকুৎস্থো বিগাহ্য সলিলং শুচি ॥৯
শোভয়িষ্যন্তি কাকুৎস্থমটব্যো রম্যকাননাঃ।
আপগাশ্চ মহানূপাঃ সানুমন্তশ্চ পর্বতাঃ ॥১০

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[পুরবাসিনী রমণীদিগের বিলাপ ও প্রত্যাগত পতিগণের প্রতি ভর্ৎসনাবাক্য।

অযোধ্যাবাসীদের অতিবিষাদপূর্ণ অবস্থা উপস্থিত হইল। রামের বিরহে শোক হওয়ায় তাঁহারা মৃত্যু-কামনা করিতে লাগিলেন। অতিশয়ব্যথিত হইয়া সর্বদা অশ্রুধারা বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রামের অনুগমন করিয়া নিবৃত্ত হওয়ার জন্য তাঁহারা সতত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন। যেন তাঁহাদের প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইবে। নিজ নিজ গৃহে আসিয়া তাঁহারা পুত্র ও পত্নীর সহিত অশ্রুপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অশ্রুধারায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল। সেই সময় কাহারও শরীরে আনন্দের চিহ্ন দেখা গেল না এবং কাহারও মনেও আনন্দ ছিল না। বণিকেরা বিপণি (দোকান প্রভৃতি) প্রসারিত করিল না। পণ্য-দ্রব্যসমূহও শোভিত হইল না। গৃহস্থেরা রন্ধনকার্য্য করিলেন না। নষ্টবস্তুর পুনর্লাভে কিংবা প্রচুরধনলাভে কেহই আনন্দিত হইলেন না। জননী স্বগর্ভজাত প্রথম-পুত্রকেও অভিনন্দিত করিলেন না।১-৫

রামকে ত্যাগ করিয়া পতি নিজগৃহে আসিয়াছেন দেখিয়া প্রত্যেক গৃহে মহিলাগণ রোদন করিতে লাগিলেন এবং অতিদুঃখে ব্যাকুল হইয়া অঙ্কুশের দ্বারা হস্তীকে ব্যথিত করার ন্যায় কঠোর বাক্যে পতিকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ বলিলেন—যাহারা রামকে দর্শন করে না, তাহাদের গৃহ, ভার্য্যা, ধন, পুত্র ও সুখের কোন প্রয়োজন নাই। এই সংসারে শ্রীমান্ লক্ষ্মণই একমাত্র সৎপুরুষ, যিনি সীতা-সমন্বিত রঘুনন্দন রামের পরিচর্য্যা করিতে বনে অনুগমন করিয়াছেন। যাহাদের নির্মলজলে অবগাহন করিয়া শ্রীমান্ রাম বনে গমন করিবেন, সেই সকল নদী, পদ্মশোভিত পুষ্করিণী ও সরোবর পুণ্যবান্ ও ধন্য। রমণীয় তরুসমূহ-বৃক্ষা বনভূমি, জলপ্রায়তটদেশবতী নদী, উন্নতশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতসমূহ রামকে অতিশয় শোভিত করিবে।৬-১০

যে কাননে কিংবা যে পর্বতে রাম গমন করিবেন,

অযোধ্যা—(ঘ)—নাপানন্ত।

কাননং বাপি শৈলং বা গং রামোঽনুগমিষ্যতি।
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যন্তানর্চিতুম্ ॥১১
বিচিত্রকুসুমাপীড়া বহুমঞ্জরিধারিণঃ।
রাঘবং দর্শয়িষ্যন্তি নগা ভ্রমরশালিনঃ ॥১২
অকালে চাপি মুখ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
দর্শয়িষ্যন্ত্যনুক্রোশাদ্ গিরয়ো রামমাগতম্ ॥১৩
প্রস্রবিষ্যন্তি তোয়ানি বিমলানি মহীধরাঃ।
বিদর্শয়ন্তো বিবিধান্ ভূতাংশ্চিত্রাংশ্চ নির্ঝরান্ ॥১৪
পাদপাঃ পর্বতাগ্রেষু রময়িষ্যন্তি রাঘবম্।
যত্র রামো ভয়ং নাত্র নাস্তি তত্র পরাভবঃ ॥১৫
স হি শূরো মহাবাহুঃ পুত্রো দশরথস্য চ।
পুরা ভবতি নোঽদূরাদনুগচ্ছাম রাঘবম্ ॥১৬
পাদচ্ছায়া সুখং ভর্তুস্তাদৃশস্য মহাত্মনঃ।
স হি নাথো জনস্যাস্য স গতিঃ স পরায়ণম্ ॥১৭

বয়ং পরিচরিষ্যামঃ সীতাং যূয়ঞ্চ রাঘবম্।
ইতি পৌরস্ত্রিয়ো ভর্তৃন্ দুঃখার্তাস্তত্তদব্রুবন্ ॥১৮
যুষ্মাকং রাঘবোঽরণ্যে যোগ-ক্ষেমং বিধাস্যতি।
সীতা নারীজনস্যাস্য যোগক্ষেমং করিষ্যতি ॥১৯
কো ধনেনাপ্রতীতেন সোৎকণ্ঠিতজনেন চ।
সংপ্রীয়েতামনোজ্ঞেন বাসেন হৃতচেতনা ॥২০
কৈকেয্যা যদি চেদ্ রাজ্যং স্যাদধর্ম্যমনাথবৎ।
নহি নো জীবিতেনার্থঃ কুতঃ পুত্রৈঃ কুতো ধনৈঃ ॥২১
যয়া পুত্রশ্চ ভর্তা চ ত্যক্তাবৈধর্ম্যকারণাৎ।
কং সা পরিহরেদন্যং কৈকেয়ী কুলপাংসনী ॥২২
কৈকেয্যা ন বয়ং রাজ্যে ভৃতকা হি বসেমহি।
জীবন্ত্যা ভ্রাতু র্জীবন্ত্যাঃ পুত্রৈরপি শপামহে ॥২৩
যা পুত্রং পার্থিবেন্দ্রস্য প্রবাসয়তি নির্ঘৃণা।
কস্তাং প্রাপ্য সুখং জীবেদধর্ম্যাং দুষ্টচারিণীম্ ॥২৪

সেই কানন বা সেই পর্বত রামের অর্চনা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তাহারা রামকে প্রিয় অতিথির মত মনে করিবে। বনস্থিত বৃক্ষগণ বিচিত্র পুষ্পরাশির দ্বারা নিজমস্তক অলঙ্কৃত করিয়া বহুমঞ্জরী ও ভ্রমর-সমূহবিশিষ্ট হইয়া রামকে নিজেদের শোভা দর্শন করাইবে। পর্বতের নিকটে রাম আগমন করিলে পর্বতস্থিত বৃক্ষসমূহ অসময়েই উত্তম উত্তম পুষ্প ও ফল সদয়ভাবে প্রকাশ করিবে। পর্বতসমূহ নানাবিধ বিচিত্র নির্ঝর প্রকাশিত করিয়া রামকে নির্মলজল প্রদান করিবে। পর্বতোপরি অবস্থিত বৃক্ষগণ রঘুনন্দনকে আহ্লাদিত করিবে। যেখানে রাম থাকিবেন, সেখানে ভয় কিংবা পরাভব হইবার সম্ভাবনা নাই।১১-১৫

মহাবাহু বীর দশরথনন্দন এখনও বেশীদূর গমন করেন নাই। অতএব আমরা এখনই তাঁহার অনুগমন করি। আমাদের এইরূপ অধিপতি মহাত্মা রামের পদচ্ছায়ায় উপবেশন করা অতিসুখকর। তিনি আমাদের সকলের নাথ, পরমগতি ও পালক। আমরা সকলে সীতার পরিচর্য্যা করিব, তোমরা রঘুনন্দনের পরিচর্য্যা করিবে। অযোধ্যাবাসিনী রমণীরা অতিদুঃখে বিহ্বল হইয়া নিজ নিজ পতিকে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন—বনে থাকিয়াও রাম তোমাদের এবং সীতাদেবী আমাদের সকলের যোগ (কামাবস্তুর প্রাপ্তি), ক্ষেম (প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা ও ভোগ) সম্পাদন করিবেন। বল ত, কোন্ ব্যক্তি এইরূপ উৎকণ্ঠিতজনপূর্ণ অপ্রশস্ত অসুন্দর উপাস্ত-সমন্বিত গৃহে বাস করিয়া প্রীতিলাভ করিবে?১৬-২০

যদি এই রাজ্য কৈকেয়ীর হয়, তাহা হইলে এই রাজ্য অনাথ ও অধর্মাক্রান্ত হইবে। তখন ত পুত্র ও ধনের কথা দূরে থাকুক, আমাদের জীবনেরই কোন প্রয়োজন থাকিবে না। ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য যে স্বামী ও পুত্রকে ত্যাগ করিল, সেই কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী অন্য কাহাকে ত্যাগ না করিবে? আমরা পুত্রগণের শপথ করিয়া বলিতেছি, কৈকেয়ী জীবিত থাকিতে সুন্দর-ভাবে পালিত হইলেও আমরা এই রাজ্যে বাস করিব না। আমাদের প্রাণ থাকিতে ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। নিষ্ঠুরপ্রকৃতি যে কৈকেয়ী মহারাজ দশরথের পুত্রকে নির্বাসিত করিল, সেই ধর্মহীনা দুরাচার-রতার অধীনে কোন্ ব্যক্তি সুখে জীবনধারণ করিবে? কৈকেয়ীর জন্যই এই রাজ্য অনাথ ও উপদ্রবপূর্ণ

উপক্রুতমিদং সর্বমনালম্ভমনায়কম্ ।
কৈকেয্যাস্তু কৃতে সর্বং বিনাশমুপযাস্যতি ॥২৫
নহি প্রব্রজিতে রামে জীবিষ্যতি মহীপতিঃ ।
মৃতে দশরথে ব্যক্তং বিলোপস্তদনন্তরম্ ॥২৬
তে বিষং পিবতালোড্য ক্ষীণপুণ্যাঃ দুঃখিতাঃ ।
রাঘবং বানুগচ্ছধ্বমশ্রুতিং বাপি গচ্ছত ॥২৭
মিথ্যাপ্রব্রাজিতো রামঃ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ।
ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্মঃ সৌনিকে পশবো যথা ॥২৮
পূর্ণচন্দ্রাননঃ শ্যামো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ ।
আজানুবাহুঃ পদ্মাক্ষো রামো লক্ষ্মণপূর্বজঃ ॥২৯
পূর্বাভিভাষী মধুরঃ সত্যবাদী মহাবলঃ ।
সৌম্যশ্চ সর্বলোকস্য চন্দ্রবৎপ্রিয়দর্শনঃ ॥৩০
নূনং পুরুষশার্দূলো মত্তমাতঙ্গবিক্রমঃ ।
শোভয়িষ্যত্যরণ্যানি বিচরন্ স মহারথঃ ॥৩১
তাস্তথা বিলপন্ত্যস্তু নগরে নাগরস্ত্রিয়ঃ ।
চুক্রুশুর্দুঃখসন্তপ্তা মৃত্যোরিব ভয়াগমে ॥৩২
ইত্যেবং বিলপন্তীনাং স্ত্রীণাং বেশ্মসু রাঘবম্ ।
জগামাস্তং দিনকরো রজনী চাভ্যবর্তত ॥৩৩
নষ্টজ্বলনসন্তাপা প্রশান্তাধ্যায়সংকথা ।
তিমিরেণানুলিপ্তেব তদা সা নগরী বভৌ ॥৩৪
উপশান্তবণিক্পণ্যা নষ্টহর্ষা নিরাশ্রয়া ।
অযোধ্যানগরী চাসীন্নষ্টতারমিবাম্বরম্ ॥৩৫
তদা স্ত্রিয়ো রামনিমিত্তমাতুরা
যথা মৃতে ভ্রাতরি বা বিবাসিতে ।

হইবে, এখানে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইবে না। অবশেষে সমস্ত রাজ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ।২১-২৫

রাম বনবাসী হইয়াছেন, সুতরাং মহীপতি দশরথ আর জীবিত থাকিবেন না। তাঁহার মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই সমস্তই নিঃশেষে লোপ পাইবে। তোমাদের পুণ্যক্ষয় হইয়াছে ও অতিদুঃখের সময় আসিতেছে। এইরূপ অবস্থায় সপরিবারে বিষকে অতিতীক্ষ্ণ করিয়া পান কর কিংবা রঘুনন্দনের অনুগমন কর, অথবা এমন স্থানে গমন কর, যেখানে ঐ কৈকেয়ীর নামও শুনিতে পাওয়া যাইবে না। পত্নী ও ভ্রাতার সহিত রাম কুবাই নির্বাসিত হইয়াছেন। পশুঘাতকের নিকট বধ্যপশুর ন্যায় ভরতের নিকট আমরা আবদ্ধ হইয়াছি। মহারথ রাম ভ্রমণ করিতে করিতে বনভূমিকে সুশোভিত করিবেন। তিনি দুর্বাদলশ্যাম ও শত্রুদমনকারী। তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রতুল্য এবং স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের মধ্যবর্তী অস্থি নিগূঢ় (মাংসে আবৃত)। কমললোচন লক্ষ্মণাগ্রজ রামের বাহুদ্বয় দীর্ঘ অর্থাৎ জানুপর্য্যন্ত লম্বিত। তিনি সৌজন্যবশতঃ সকলের সহিত প্রথমেই আলাপ করেন। সর্বদা সত্য ও মধুর ভাষা ব্যবহার করাই তাঁহার স্বভাব। মহাবলবান্ সৌম্যপ্রকৃতি শ্রীমান্ রাম চন্দ্রের ন্যায় প্রিয় ও দর্শনীয়। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী পুরুষোত্তমের দ্বারা অবশ্যই অরণ্যের শোভা হইবে। অযোধ্যানগরে নাগরিক-পত্নীগণ এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে মৃত্যুর ভয় উপস্থিত হইলে মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় সন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।২৬-৩২

প্রত্যেক গৃহেই মহিলাগণ রামের উদ্দেশে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন। রাত্রি উপস্থিত হইল। সেদিন অযোধ্যায় রোমের জন্যও অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না। বেদাধ্যয়ন ও সৎকথা-প্রসঙ্গ বন্ধ হইল। সেই সময় অযোধ্যানগরী অন্ধকারের দ্বারা যেন আবৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বাণিজ্যকারীদের পণ্য-দ্রব্যের ব্যবহার বা ক্রয়-বিক্রয় অবরুদ্ধ হইল। অযোধ্যানগরী নিরানন্দ ও নিরাশ্রয় হওয়ায় তারকাশূন্য আকাশের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল। প্রিয় পুত্র কিংবা প্রিয় ভ্রাতা নির্বাসিত হইলে যেমন বিলাপ ও রোদন করা উচিত, অযোধ্যাপুরনারীগণ অতিদুঃখিত হইয়া রামের জন্য বিমূঢ় ও দীনভাবে সেইরূপ বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন, যেহেতু নিজপুত্র অপেক্ষা রাম তাঁহাদের অধিকতর প্রিয়

বিলপ্য দীনা করুণং বিচেতসঃ
সুতেতি তাতেতি সমধিকোঽপি সোঽভবৎ ॥৩৬

প্রশান্তগীতোৎসবনৃত্যবাদনা
বিভ্রষ্টহর্ষা পিহিতাপণোদয়া।

তদাঽযোধ্যা নগরী বভূব সা
মহার্ণবঃ সঙ্ক্ষুভিতোদকো (ক) যথা ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

ছিলেন। ঐ সময় অযোধ্যায় সঙ্গীত, উৎসব, নৃত্য, বাদ্য বন্ধ হইয়াছিল, আনন্দের লেশমাত্র ছিল না। সমস্ত বিপণি রুদ্ধ হইয়াছিল। তখন জলশূন্য সমুদ্রের ন্যায় অযোধ্যার অবস্থা হইয়াছিল। ৩৬-৩৭

পাঠান্তর :—(ক) মহার্ণবঃ সঙ্ক্ষুভিতোদকো যথা।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[গ্রামবাসিনাং রামপ্রীতিমূলকং বাক্যং শৃণ্বতঃ শ্রীরামস্য কোশলজনপদাতিক্রমণং, বেদশ্রুতি-গোমতী-স্যন্দিকানদীনামুত্তরণঞ্চ।]

রামোঽপি রাত্রিশেষেণ তেনৈব মহদন্তরম্।
জগাম পুরুষব্যাঘ্রঃ পিতুরাজ্যমনুস্মরন্ ॥১

তথৈব গচ্ছতস্তস্য ব্যপায়াদ্ রজনী শিবা।
উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং বিষয়ান্ত্যাগাহত (ক) ॥২

গ্রামান্ বিকৃষ্টসীমান্তান্ পুষ্পিতানি বনানি চ।
পশ্যন্নতিযযৌ শীঘ্রং শনৈরিব হয়োত্তমৈঃ ॥৩

শৃণ্বন্ বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্।
রাজানং ধিগ্ দশরথং কামস্য বশমাগতম্ ॥৪

হা নৃশংসাঽদ্য কৈকেয়ী পাপা পাপানুবন্ধিনী।
তীক্ষ্ণা সংভিন্নমর্য্যাদা তীক্ষ্ণকর্মণি বর্ত্ততে ॥৫

সা পুত্রমীদৃশং রাজ্ঞঃ প্রবাসয়তি ধার্মিকম্।
বনবাসে মহাপ্রাজ্ঞং সানুক্রোশং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৬

ঊনপঞ্চাশ সর্গ

[গ্রামবাসীদিগের রামপ্রীতিমূলক বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীরামের কোশলজনপদ অতিক্রম এবং বেদশ্রুতি, গোমতী ও স্যন্দিকা নদী উত্তরণ।]

এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া সেই অবশিষ্ট রাত্রিতেই বহুদূর গমন করিলেন। এইভাবে যাইতে যাইতে মঙ্গলময়ী রাত্রি প্রভাত হইল। তখন তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনান্তে উত্তরকোশল দেশের দক্ষিণসীমায় গমন করিলেন এবং কর্ষিত-ক্ষেত্র-সমন্বিত গ্রাম, পুষ্পশোভিত কাননসমূহ দেখিতে দেখিতে অতিক্রম করিতেছিলেন। যদিও তিনি শীঘ্রই

পাঠান্তর :—বিষয়ান্ত্য ব্যাগাহত।

যাইতেছিলেন, তথাপি রমণীয়দেশদর্শনের জন্য মনে হইতেছিল যেন ধীরগতিতে গমন করিতেছেন। গ্রামবাসী মনুষ্যগণের কথা শুনিতে শুনিতে রাম অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন—কামের বশীভূত রাজা দশরথকে ধিক্। উঃ! ক্রূরপ্রকৃতি পাপীয়সী সর্বদা পাপকারিণী কৈকেয়ী অতীব উদ্ধত হইয়া অদ্য সকল মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছে, সেইজন্য এইরূপ কঠোর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।১-৫

ঐ কৈকেয়ী পরমধার্মিক মহাপ্রাজ্ঞ দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয় দশরথনন্দনকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছে। সর্বদা সুখভোগরতা ভাগ্যবতী জনকনন্দিনী সীতা কিরূপে বনবাসের দুঃখসমূহ ভোগ করিবেন? হায়!

কথং নাম মহাভাগা সীতা জনকনন্দিনী।
সদা সুখেষ্বভিরতা দুঃখান্যনুভবিষ্যতি* ॥৭
অহো দশরথো রাজা নিঃস্নেহঃ স্বসুতং প্রতি।
প্রজানামনঘং রামং পরিত্যক্তুমিহেচ্ছতি ॥৮
এতা বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্।
শৃণ্বন্নতিযযৌ বীরঃ কোসলান্ কোসলেশ্বরঃ ॥৯
ততো বেদশ্রুতিং নাম শিববারিবহাং নদীম্।
উত্তীর্য্যাভিমুখঃ প্রায়াদগস্ত্যাধ্যুষিতাং দিশম্ ॥১০
গত্বা তু সুচিরং কালং ততঃ শীতবহাং নদীম্।
গোমতীং গোযুতানূপামতরৎ সাগরঙ্গমাম্ ॥১১
গোমতীং চাপ্যতিক্রম্য রাঘবঃ শীঘ্রগৈর্হয়ৈঃ।
ময়ূর-হংসাভিরুতাং ততার স্যন্দিকাং নদীম্ ॥১২
স মহীং মনুনা রাজ্ঞা মহাম্বিষ্বাকবে পুরা।
স্ফীতাং রাষ্ট্রবৃতাং রামো বৈদেহীমন্বদর্শয়ৎ ॥১৩

সূত ইত্যেব চাভাষ্য সারথিং তমভীক্ষ্ণশঃ।
হংসমত্তস্বরঃ শ্রীমানুবাচ পুরুষোত্তমঃ ॥১৪
কদাহং পুনরাগম্য সরযূঃ পুষ্পিতে বনে।
মৃগয়াং পর্য্যটিষ্যামি মাত্রা পিত্রা চ সঙ্গতঃ ॥১৫
মাত্যর্থমভিকাঙ্ক্ষামি মৃগয়াং সরযূবনে।
রতির্হ্যেষাতুলা লোকে রাজর্ষিগণসম্মতা ॥১৬
রাজর্ষীণাং হি লোকেঽস্মিন্ রত্যর্থং মৃগয়া বনে।
কালে কৃতাস্তাং মনুজৈর্ধর্ম্মিনামভিকাঙ্ক্ষিতাম্ ॥১৭
স তমধ্বানমৈক্ষ্বাকঃ সূতং মধুরয়া গিরা।
তং তমর্থমভিপ্রেত্য যযৌ বাক্যমুদীরয়ন্ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

রাজা দশরথ নিজপুত্রের প্রতি নিশ্চয়ই স্নেহহীন, যেহেতু প্রজাগণের হিতকারী রামকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কোশলপতি রাম গ্রামবাসী জনগণের এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে কোশলদেশ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর পুণ্যসলিলা বেদশ্রুতি নাম্নী নদী পার হইয়া দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ গমন করিয়া শীতলজলবাহিনী সাগরগামিনী গোমতী নদী পার হইলেন। ঐ গোমতীর তটদেশ গোসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল। শীঘ্রগামী অশ্বসমূহের দ্বারা যোজিত রথে আরোহণ করিয়া গোমতী পার হইলেন। তাহার পর ময়ূর-হংস ধ্বনিমুখরিত স্যন্দিকানদীর পরপারে গমন করিলেন। পূর্বকালে মহারাজ মনু ইক্ষ্বাকুকে যে জনপদপূর্ণ বিস্তৃত প্রদেশ দান করিয়াছিলেন, শ্রীমান্ রাম সীতাকে সেই প্রদেশটি দেখাইলেন। অনন্তর মত্তহংস-তুল্যস্বরবিশিষ্ট শ্রীমান্ পুরুষোত্তম রাম সুমন্ত্রকে 'সূত' বলিয়া বারংবার সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন— সূত! আমি কবে বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইব এবং সরযূতীরস্থিত পুষ্পিত কাননে মৃগয়া করিব? যদিও সরযূতীরস্থ বনে মৃগয়া করা আমার খুবেশী কাম্য নয়, তথাপি পূর্বতন রাজর্ষিগণের অনুমোদিত হওয়ায় ক্রীড়া মনে করিয়া উপেক্ষা করি না। এই মৃগয়াতে রাজর্ষিগণের প্রীতি-লাভ হয়। এই সংসারে মৃগয়া-বিহার করিয়া ধর্মশীল রাজর্ষিগণ সন্তোষপ্রাপ্ত হন। এইজন্য আমিও তাহা করি। শ্রীমান্ রাম এইভাবে মধুর বাক্যে সেই সেই বিষয় উল্লেখ করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন।৮-১৭

* কোন কোন গ্রন্থে ৭নং শ্লোকটি দেখা যায় না।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রামস্য ভোজরাজ্যে গমনম্, গঙ্গাশোভাদর্শনম্, গঙ্গাসমীপে অবস্থাতুং সুমন্ত্রং প্রতি আদেশঃ, রামস্য রথাদবতরণং, রামস্যাগমনং শ্রুত্বা গুহস্য তৎসমীপে গমনম্, উভয়োঃ কথোপকথনম্, রামস্য তত্র রাত্রাববস্থানঞ্চ।]

বিশালান্ কোসলান্ রম্যান্ যাত্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
অযোধ্যাভিমুখো (ক) ধীমান্ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥১
আপৃচ্ছে ত্বাং পুরিশ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থপরিপালিতে।
দৈবতানি চ যানি ত্বাং পালয়ন্ত্যাবসন্তি চ ॥২
নিবৃত্তবনবাসস্ত্বামনৃণো জগতীপতেঃ।
পুনর্দ্রক্ষ্যামি মাত্রা চ পিত্রা চ সহ সঙ্গতঃ ॥৩
ততো রুচিরতাম্রাক্ষো ভুজমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
অশ্রুপূর্ণমুখো দীনোঽব্রবীজ্জানপদং জনম্ ॥৪
অনুক্রোশো দয়া চৈব যথাহং ময়ি বঃ কৃতঃ।
চিরং দুঃখস্য পাপী যো গম্যতামর্থসিদ্ধয়ে ॥৫
তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
বিলপন্তো নরা ঘোরং ব্যতিষ্ঠংশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥৬
তথা বিলপতাং তেষামতৃপ্তানাং চ রাঘবঃ।
অচক্ষুর্বিষয়ং প্রায়াদ্ যথার্কঃ ক্ষণদামুখে ॥৭
ততো ধান্যধনোপেতান্ গোমদীলজনাকুলান্।
অকুতশ্চিদ্ভয়ান্ রম্যাংশ্চৈত্যযূপসমাবৃতান্ ॥৮
উদ্যানাম্রবনোপেতান্ সম্পন্নসলিলাশয়ান্।
তুষ্ট-পুষ্টজনাকীর্ণান্ গোকুলাকুলসেবিতান্ ॥৯
রক্ষণীয়ান্ নরেন্দ্রাণাং ব্রহ্মঘোষাভিনাদিতান্।
রথেন পুরুষব্যাঘ্রঃ কোসলানত্যবর্তত ॥১০

পঞ্চাশ সর্গ

[রামের ভোজরাজ্যে গমন, গঙ্গার শোভাদর্শন, গঙ্গার নিকটে অবস্থানের জন্য সুমন্ত্রের প্রতি আদেশ, রামের রথ হইতে অবতরণ, রামের আগমন শ্রবণ করিয়া গুহের তৎসমীপে গমন, উভয়ের কথোপকথন ও সেইস্থানে রামের রাত্রিযাপন।]

লক্ষ্মণাগ্রজ ধীমান্ রাম বিশাল কোশলদেশ অতিক্রম করিয়া অযোধ্যার দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—অযোধ্যা-নগরি। তুমি সকল নগরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ! কাকুৎস্থ-গণ কর্তৃক তুমি চিরকাল প্রতিপালিত হইয়াছ। আমি তোমার নিকটে বিদায়প্রার্থনা সম্ভাষণ করিতেছি। যে সকল দেবতা তোমাকে রক্ষা করিতেছেন এবং তোমাতে বাস করিতেছেন, আমি তাঁহাদের নিকটও বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতেছি। আমি পিতার আদেশ পালন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব, বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইব, তাহার পর তোমাকে দর্শন করিব। অযোধ্যার উদ্দেশে এইরূপ বলার পর মনোহর ও ঈষদ্রক্তনেত্র রাম দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া অশ্রুপূর্ণবদনে দীনভাবে জনপদ-বাসীদিগকে বলিলেন,—তোমরা আমার প্রতি যথোচিত সমাদর ও সদ্ব্যবহার করিয়াছ। এক্ষণে নিজ নিজ কার্যে গমন কর। বহুক্ষণ যাবৎ দুঃখিত হইয়া থাকা অনুচিত ।১-৫

রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জনপদবাসিগণ তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং বিলাপ করিতে করিতে কোন কোন সময় গমন করিতে পারিতেছিলেন না। রামের দর্শনে অতৃপ্ত বিলাপরত ব্যক্তিগণকে পশ্চাতে রাখিয়া শ্রীমান্ রাম সন্ধ্যাকালে সূর্যের ন্যায় তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচরে গমন করিলেন। তিনি রথে আরোহণ করিয়া কোশলদেশ অতিক্রম করিলেন। কোশলদেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ। সেখানে বহু ধনশীল ব্যক্তি বাস করেন। সেখানে অমঙ্গল ও ভয়ের কোন কারণ নাই। রমণীয় কোশলদেশটি চৈত্য, যূপ, উদ্যান ও আম্রবনের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সেখানের জনগণ সকলেই হৃষ্ট-পুষ্ট। ধেনুসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে সেবিত সেইদেশ সুন্দরজলাশয়-সমন্বিত। বহুনরপতিকর্তৃক সুরক্ষিত কোশলদেশ সর্বদা বেদধ্বনিতে মুখরিত ।৬-১০

পাঠান্তর :—(ক) অযোধ্যাদুন্মুখো—।

মধ্যেন মুদিতং স্ফীতং রম্যোদ্যানসমাকুলম্ ।
রাজ্যং ভোজ্যং নরেন্দ্রাণাং যযৌ ধৃতিমতাং বরঃ ॥১১
তত্র ত্রিপথগাং দিব্যাং শীততোয়ামলৈবলাম্ ।
দদর্শ রাঘবো গঙ্গাং রম্যামুর্মিনিষেবিতাম্ ॥১২
আশ্রমৈরবিদূরস্থৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ সমলঙ্কৃতাম্ ।
কালেঽপ্সরোভির্দৃষ্টাভিঃ সেবিতাম্ভোত্রদাংশিবাম্ ॥১৩
দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতাম্ ।
নাগ-গন্ধর্বপত্নীভিঃ সেবিতাং সততং শিবাম্ ॥১৪
দেবাক্রীড়শতাকীর্ণাং দেবোদ্যানযুতাং নদীম্ ।
দেবার্থমাকাশগতাং (ক) বিখ্যাতাং দেবপদ্মিনীম্ ॥১৫
জলাঘাতাট্টহাসোগ্রাং ফেন-নির্মলহাসিনীম্ ।
কচিদ্ বেণীকৃতজলাং কচিদাবর্তশোভিতাম্ ॥১৬
কচিৎস্তিমিতগম্ভীরাং কচিদ্ বেগসমাকুলাম্ ।
কচিদ্গম্ভীরনির্ঘোষাং কচিদ্ভৈরবনিঃস্বনাম্ ॥১৭
দেবসঙ্ঘাপ্লুতজলাং নির্মলোৎপলসঙ্কুলাম্ ।
কচিদাভোগপুলিনাং কচিন্নির্মলবালুকাম্ ॥১৮
হংসসারসসঙ্ঘুষ্টাং চক্রবাকোপশোভিতাম্ ।
সদা মত্তৈশ্চ বিহগৈরভিপন্নামনিন্দিতাম্ ॥১৯
কচিত্তীররুহৈর্ম্ভৈর্মালাভিরিব শোভিতাম্ ।
কচিৎ ফুল্লোৎপলচ্ছন্নাং কচিৎ পদ্মবনাকুলাম্ ॥২০
কচিৎ কুমুদখণ্ডৈশ্চ কূটাগৈরুপশোভিতাম্ ।
নানাপুষ্পরজোধ্বস্তাং সমন্তামিব চ কচিৎ ॥২১
ব্যপেত মলসঙ্ঘাতাং মণিনির্মলদর্শনাম্ ।
দিগ্গজৈর্বনগজৈর্মত্তৈশ্চ বরবারণৈঃ ॥২২
দেবরাজোপবাহ্যৈশ্চ সন্মাদিতবনান্তরাম্ ।
প্রমদামিব মত্তেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ ॥২৩
ফল-পুষ্পৈঃ কিসলয়ৈর্বৃতাং গুল্মৈর্বিধৈস্তথা ।
বিষ্ণুপাদচ্যুতাং দিব্যাং মহাপাপপ্রণাশিনীম্ (খ) ॥২৪

পথিমধ্যে আনন্দিত, সন্তুষ্ট, রমণীয়-উদ্যানবিশিষ্ট যে সে রাজ্য ছিল, অন্যান্য নরপতিগণের ভোগ্য সেই সেই রাজ্যের মধ্য দিয়া মহাবীর রাম গমন করিলেন। কোশলদেশ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে তিনি ত্রিপথগামিনী সুরধুনী গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। শীতলজলবতী শৈবাল (শ্যাওলা)-বিহীনা গঙ্গা ঋষিগণ-সেবিতা ও পরমরমণীয়া। নিকটস্থিত সুন্দর আশ্রমসমূহের দ্বারা যাঁহার শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে, আনন্দিত অপ্সরাগণ যাঁহার হ্রদে আসিয়া সময়ে সময়ে অবগাহন করিয়া থাকে, শুভপ্রদা দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, নাগ ও গন্ধর্বপত্নী কর্তৃক সেবিতা সর্বদা পুণ্যবতী গঙ্গার উভয়তীরে দেবতাগণের শত শত ক্রীড়াস্থান ও উদ্যান বিরাজিত রহিয়াছে। গঙ্গা দেবতাগণের জন্য আকাশে গমন করিয়া তাঁহাদের প্রীত্যর্থে সুবর্ণময়কমলধারণ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।১১-১৫

জলের আঘাতে ভীষণ শব্দ হওয়ায় যেন অট্টহাস্যের দ্বারা গঙ্গা উগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন। কোনস্থানে ফেনসমূহের দ্বারা নির্মলহাস্য করিতেছেন। কোনস্থানে বেণীর আকারে প্রবাহিতা হইয়াছেন। কোনস্থানে আবর্তের (ঘূর্ণি) দ্বারা শোভান্বিতা হইয়াছেন। কোনস্থানে স্থির ও গভীর, কোনস্থানে প্রবলবেগবিশিষ্ট, কোনস্থানে গম্ভীরধ্বনি, কোনস্থানে ভয়ঙ্করধ্বনি। ঐ নির্মলকমলপূর্ণ গঙ্গাপ্রবাহে দেবগণ জলকেলি করিতেছেন। কোনস্থানে বিশাল পুলিনদেশ নির্মলবালুকারাশি সমন্বিত। হংস-সারস আদি পক্ষীর কলরবে পূর্ণ, চক্রবাকশোভিত অনিন্দিত গঙ্গাপ্রবাহ সর্বদা মত্ত পক্ষীদিগের জন্মিতে মুখরিত। কোন স্থানে তীরস্থিত বৃক্ষগণ মালার ন্যায় শোভাবৃদ্ধি করিতেছে। কোনস্থান প্রফুল্লকমলের দ্বারা আবৃত এবং পদ্মবনের দ্বারা সুশোভিত।১৬-২০

ঐ গঙ্গা কোনস্থানে কুমুদ, কোরক প্রভৃতির দ্বারা শোভিত হইয়াছেন। বিবিধপুষ্পরেণু-সমাচ্ছন্ন হইয়া মদবিহ্বলা মহিলার ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছেন। যাহাতে কোনপ্রকার মালিন্য নাই, নির্মলমণির ন্যায় যিনি অতিস্বচ্ছ, মদমত্ত দিগ্‌হস্তী, বনহস্তী, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ হস্তী এবং দেববহনযোগ্য হস্তি-সমূহের অবিশ্রান্ত

পাঠান্তর—(ক) দৈবার্থমাকাশগতাং—।

(খ) বিষ্ণুপাদচ্যুতাংদিব্যাংমহাপাপপ্রণাশিনীম্।

শিশুমারৈশ্চ নক্রৈশ্চ ভুজঙ্গৈশ্চ সমন্বিতাম্।
শঙ্করস্য জটাজূটাদ্ ভ্রষ্টাং সাগরতেজসা ॥২৭
সমুদ্রমহিষীং গঙ্গাং সারস-ক্রৌঞ্চনাদিতাম্।
আসসাদ মহাবাহুঃ শৃঙ্গবেরপুরং প্রতি ॥২৮
তামূর্মিকলিলাবর্তামনবেক্ষ্য মহারথঃ।
সুমন্ত্রমব্রবীৎ সূতমিহৈবাদ্য বসামহে ॥২৯
অবিদূরাদয়ং নদ্যা বহুপুষ্পপ্রবালবান্।
সুমহানিঙ্গুদীবৃক্ষো বসামোঽত্রৈব সারথে ॥৩০
প্রেক্ষামি সরিতাং শ্রেষ্ঠাং সম্মান্যসলিলাং শিবাম্।
দেব-মানব-গন্ধর্ব-মৃগ-পন্নগ-পক্ষিণাম্ ॥৩১
লক্ষ্মণশ্চ সুমন্ত্রশ্চ বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্।
উক্ত্বা তমিঙ্গুদীবৃক্ষং তদোপযযুরুত্তরৈঃ ॥৩২

সেই গঙ্গার তটদেশ প্রতিধ্বনিত। ফল, পুষ্প, কিসলয়, গুল্ম ও পক্ষীদিগের দ্বারা শোভিত হওয়ায় মনে হইতেছিল যে, গঙ্গানদী অতিযত্নে নানা আভরণে ভূষিতা রমণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন। ঐ নিম্নগানদী বিষ্ণুপাদ হইতে আবির্ভূতা, সর্বমালিন্য-রহিতা ও সর্বপাপনাশিনী। শিশুমার (শুশুনামক একপ্রকার জলজন্তু), নক্র (মকর) ও সর্পসমূহে পরিপূর্ণা ঐ গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় মহাদেবের জটাজূট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সারস, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষীর শব্দে মুখরিত সমুদ্রপত্নী গঙ্গাকে দূর হইতে দেখিয়া মহাবাহু রাম শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। মহাবীর রাম তরঙ্গ ও আবর্তসমূহে পরিপূর্ণা গঙ্গাকে দেখিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সূত! আমরা অদ্য এইস্থানে বাস করিব। সুমন্ত্র! গঙ্গার অনতিদূরে বহু পুষ্প-প্রবাল-সমন্বিত বিশাল ইঙ্গুদী বৃক্ষ রহিয়াছে। অতএব আমরা এই স্থানেই অদ্য বাস করি। দেব, মানব, গন্ধর্ব, পশু, পন্নগ ও পক্ষিসমূহও গঙ্গাজলের সম্মান করে। আমি অদ্য পুণ্যময়ী নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে দর্শন করিব। শ্রীমান্ রামের বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র 'বাঢ়ম্' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং রথের দ্বারা সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষের নিকট গমন করিলেন।২১-৩০

রামোঽভিগম্য তং বৃক্ষমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
রথাদবতরত্তস্মাৎ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥৩১
সুমন্ত্রোঽপ্যবতীর্য্যাথ মোচয়িত্বা হয়োত্তমান্।
বৃক্ষমূলগতং রামমুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩২
তত্র রাজা গুহো নাম রামস্যাত্মসমঃ সখা।
নিষাদজাত্যো বলবান্ স্থপতিশ্চেতি বিশ্রুতঃ ॥৩৩
স শ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্রং রামং বিষয়মাগতম্।
বৃদ্ধৈঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈর্জ্ঞাতিভিশ্চাপ্যুপাগতঃ ॥৩৪
তথা নিষাদাধিপতিং দৃষ্ট্বা দূরাদুপস্থিতম্।
সহ সৌমিত্রিণা রামঃ সমাগচ্ছদ্ গুহেন সঃ ॥৩৫
তমার্তঃ সংপরিষ্বজ্য গুহো রাঘবমব্রবীৎ।
যথায়োধ্যা তথেদং তে রাম কিং করবাণি তে ॥৩৬

সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রঘুনন্দন রাম রমণীয় ইঙ্গুদীবৃক্ষের নিকট গমন করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। সুমন্ত্রও রথ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বগুলিকে মোচন করিলেন, অনন্তর বৃক্ষমূলে অবস্থিত রামের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই প্রদেশে গুহনামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি রামের প্রাণতুল্য প্রিয় সখা। নিষাদজাতীয় ঐ গুহ বিশেষ বলশালী ও 'স্থপতি' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। পুরুষোত্তম রাম তাঁহার নিজের রাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া নিষাদরাজ গুহ বৃদ্ধ, অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া রামের নিকটে আসিলেন। শ্রীমান্ রাম দূর হইতে নিষাদপতি গুহকে আসিতে দেখিয়া সুমিত্রানন্দনের সহিত অগ্রসর হইলেন ও গুহের সহিত মিলিত হইলেন। গুহ রামকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার এইরূপ অবস্থা-দর্শনে কাতর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাম! অযোধ্যার ন্যায় এই রাজ্যও আপনার। আমি আপনার জন্য কোন্ কার্য্য করিব, আদেশ করুন। মহাবীর! এইরূপ প্রিয় অতিথিকে কোন্ ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়? যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, সে ভাগ্যবান্। অনন্তর নানাবিধ উৎকৃষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজ্যদ্রব্য ও অর্ঘ্যাদি সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—মহাবীর! আপনার শুভাগমন

ঈদৃশং হি মহাবাহো কঃ প্রাপ্যাত্যতিথিং প্রিয়ম্।
ততো গুহবচস্তস্যমুপাদায় পৃথগ্বিধম্ ॥৩৭
অর্ঘ্যং চোপানয়ৎক্ষীঘ্রং বাক্যং চেদমুবাচ হ।
স্বাগতং তে মহাবাহো তবেয়মখিলা মহী ॥৩৮
বয়ং প্রেষ্যা ভবান্ ভর্তা সাধু রাজ্যং প্রশাধি নঃ।
ভক্ষ্যাং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহ্যং চৈতদুপস্থিতম্।
শয়নানি চ মুখ্যানি বাজিনাং খাদনঞ্চ তে ॥৩৯
গৃহমেবং ব্রুবাণং তু রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।
অর্চিতাশ্চৈব হৃষ্টাশ্চ ভবতা সর্বদা বয়ম্ ॥৪০
পন্থানমভিগমাচ্চৈব স্নেহসন্দর্শনেন চ।
ভুজাভ্যাং সাধুবৃত্তাভ্যাং পীড়য়ন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥৪১
দিষ্ট্যা ত্বাং গুহ পশ্যামি অরোগং সহ বান্ধবৈঃ।
অপি তে কুশলং রাষ্ট্রে মিত্রেষু চ ধনেষু চ ॥৪২

যদ্বিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রীত্যা সমুপকল্পিতম্।
সর্বং তদনুজানামি নহি বর্তে প্রতিগ্রহে ॥৪৩
কুশ-চীরাজিনধরং ফলমূলাশনঞ্চ মাম্।
বিদ্ধি প্রণিহিতং ধর্মে তাপসং বনগোচরম্ ॥৪৪
অশ্বানাং খাদনেনাহমর্থী নান্যেন কেনচিৎ।
এতাবতাত্র ভবতা ভবিষ্যামি সুপূজিতঃ ॥৪৫
এতে হি দয়িতা রাজ্ঞঃ পিতুর্দশরথস্য মে।
এতৈঃ সুবিহিতৈরশ্বৈর্ভবিষ্যাম্যহমর্চিতঃ ॥৪৬
অশ্বানাং প্রতিপানঞ্চ খাদনং চৈব সোঽন্বশাৎ।
গুহস্তত্রৈব পুরুষাংস্ত্বরিতং দীয়তামিতি ॥৪৭
ততশ্চীরোত্তরাসঙ্গঃ সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্।
জলমেবাদদে ভোজ্যং লক্ষ্মণেনাহৃতং স্বয়ম্ ॥৪৮
তস্য ভূমৌ শয়ানস্য পাদৌ প্রক্ষাল্য লক্ষ্মণঃ।
সভার্যস্য ততোঽভ্যেত্য তস্থৌ বৃক্ষমুপাশ্রিতঃ ॥৪৯

হউক। আমার এই সমস্ত রাজ্য আপনারই। আমরা আপনার ভৃত্য, আপনি আমাদের ভর্তা। আপনি আমাদের এই রাজ্য সম্যক্‌রূপে শাসন করুন। আপনার জন্য অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়স প্রভৃতি ভক্ষ্য, উৎকৃষ্ট পানীয় ও আস্বাদ্য রসাদিযুক্ত লেহ্যবস্তু আনীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট শয্যাসমূহ আনীত হইয়াছে এবং আপনার অশ্বগণের জন্যও খাদ্য আনয়ন করা হইয়াছে। গুহ এইরূপ বলিতে থাকিলে রাম তাঁহাকে বলিলেন,—গুহ! তুমি আমার প্রতি স্নেহপ্রদর্শনপূর্বক পথব্রজে আগমন করিয়াছ, ইহাতেই বিশেষভাবে আমরা অর্চিত ও প্রীত হইয়াছি। এইরূপ বলিয়া শ্রীমান্ রাম বিশাল বাহুদ্বয়ের দ্বারা গুহকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন। গুহ! নিজবান্ধবগণের সহিত তোমাকে সুস্থ দেখিলাম, ইহা আমাদের সৌভাগ্য। তোমার রাজ্য, বন্ধু ও ধন্য সম্পত্তি বিষয়ে সর্বথা কুশল ত? তুমি প্রীতিপূর্বক আমার জন্য যে সকল বস্তু আনয়ন করিয়াছ, সেই সকল বস্তুই আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্তু প্রতিগ্রহ * করিতে পারিব না। আমি কুশচীর ধারণ করিয়াছি, বন্যফলমূলভক্ষণই আমার কর্তব্য। আমি বনে আসিয়া তপস্বীদিগের ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, এইজন্য প্রতিগ্রহ করিব না জানিও। অশ্বগণের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা আমার প্রয়োজন। আমার অন্যকোন দ্রব্যে প্রয়োজন নাই। তুমি যে অশ্বগণের জন্য খাদ্য আনিয়াছ, ইহাতেই আমি অতিশয় সম্মানিত হইব। এই সকল অশ্ব আমার পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়। এই অশ্বদিগের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিলেই আমি অর্চিত হইব। তখন গুহ নিজভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা সত্বর অশ্বগণকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান কর। অনন্তর বীরের উত্তরীয় ধারণ করিয়া শ্রীমান্ রাম সায়ং-সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন, পরে লক্ষ্মণের স্বহস্তে আনীত গঙ্গাজল পান করিলেন। জলপানের পর সীতার সহিত রাম ভূমিতে শয়ন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাদের উভয়ের চরণ প্রক্ষালন করিয়া কিছুদূরে গমনপূর্বক একটি বৃক্ষের তলে আশ্রয় লইলেন। অতিসাবধান ধনুর্ধারী গুহ ও সুমন্ত্র সুমিত্রানন্দনের সহিত আলাপ করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন।

* ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। রাজের প্রত্যাখ্যানের রীতিতে বুঝা যায় যে, গুহের আনীত ভক্ষ্যাদি অপবিত্র বা গ্রহণের অযোগ্য নয়।

গুহোঽপি সহ সূতেন সৌমিত্রিমনুভাষণম্।
অন্বজাগ্রত্ততো রামমপ্রমত্তো ধনুর্ধরঃ ॥৫০
তথা শয়ানস্য ততো যশস্বিনো
মনস্বিনো দাশরথের্মহাত্মনঃ।
অদৃষ্টদুঃখস্য সুখোচিতস্য বা
তদা ব্যতীতা সুচিরেণ শর্বরী ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

কীর্তিমান্ মনস্বী মহাত্মা শ্রীমান্ দশরথনন্দন কখনই দুঃখভোগ করেন নাই, তিনি সর্বদা পরমসুখে সংবর্ধিত কিন্তু তিনি অদ্য বনভূমিতে শয়ন করিয়াছেন, সেইজন্য রাত্রি বহুক্ষণ পরে প্রভাত হইল।৪৯-৫১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

(নিষাদরাজ-গুহস্য সমীপে লক্ষ্মণস্য বিলাপঃ।

তং জাগ্রতমদম্ভেন ভ্রাতুরর্থায় লক্ষ্মণম্।
গুহঃ সন্তাপসন্তপ্তো রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥১
ইয়ং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকল্পিতা।
প্রত্যাস্তরিহি সাধ্বস্যাং রাজপুত্র যথাসুখম্ ॥২
উচিতোঽয়ং জনঃ সর্বঃ ক্লেশানাং ত্বং সুখোচিতঃ।
গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামঃ কাকুৎস্থস্য বয়ং নিশাম্ ॥৩
নহি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তে ভুবি কশ্চন।
ব্রবীম্যেব চ তে সত্যং সত্যেনৈব চ তে শপে ॥৪
অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেঽস্মিন্ সুমহদ্ যশঃ।
ধর্মাবাপ্তিঞ্চ বিপুলামর্থ-কামৌ চ পুষ্কলৌ ॥৫
সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া।
রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্বতো জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥৬

একপঞ্চাশ সর্গ

[নিষাদরাজ গুহের সমক্ষে লক্ষ্মণের বিলাপ।]

শোকসন্তপ্ত গুহ অগ্রজের রক্ষার জন্য লক্ষ্মণকে বিনীতভাবে জাগ্রত থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তাত! তোমার জন্য এই সুখকরী শয্যা রচিত হইয়াছে। রাজপুত্র! তুমি এই শয্যায় যথাসুখে শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর কর। আমরা সকলপ্রকার ক্লেশসহিষ্ণু, তুমি সুখভোগের অধিকারী। আমরা কাকুৎস্থ রামের রক্ষার জন্য রাত্রিজাগরণ করিব। আমি সত্যের দ্বারা শপথ করিয়া তোমার নিকট এই সত্যকথা বলিতেছি যে, এই পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই। আমি এই রামের প্রসাদেই ইহলোকে সুমহৎ যশ, ধর্ম, প্রচুর অর্থ ও কাম্যবস্তু কামনা করি।১-৫

অতএব আমি ধনুর্ধারণ করিয়া জ্ঞাতিগণের সহিত সীতাদেবী-সহ শয়নকারী প্রিয়সখা রামকে রক্ষা করিব। আমি এই বনে সর্বদা ভ্রমণ করিয়া থাকি। সুতরাং এই বনে কিছুই আমার অজ্ঞাত নাই। অতি বলবান্ বিপুল চতুরঙ্গসৈন্যের বেগ সহন করিতে আমি সমর্থ। অনন্তর লক্ষ্মণ গুহকে বলিলেন,—নিষ্পাপ! গুহ! তুমি নিজধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলে আমরা কখনই ভীত হইব না। কিন্তু

ন মেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ বনেঽস্মিংশ্চরতঃ সদা।
চতুরঙ্গং হ্যপি বলং সুমহৎ সম্ভরেমহি ॥৭
লক্ষ্মণস্তু ততোবাচ রক্ষ্যমাণাস্ত্বয়ানঘ।
নাত্র ভীতা বয়ং সর্বে ধর্মমেবানুপশ্যতা ॥৮
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতং বা সুখানি বা ॥৯
যো ন দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি।
তং পশ্য সুখসংসুপ্তং তৃণেষু সহ সীতয়া ॥১০
যো মন্ত্রতপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরাক্রমৈঃ।
একো দশরথস্যৈব পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ ॥১১
অস্মিন্ প্রব্রজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি।
বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥১২
বিনদ্য সুমহানাদং শ্রমেণোপরতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নির্ঘোষোপরতং ভ্রাতুর্মন্যে রাজনিবেশনম্ ॥১৩
কৌসল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম।
নাশংসে যদি জীবন্তি সর্বে তে শর্বরীমিমাম্ ॥১৪
জীবেদপি হি মে মাতা শত্রুঘ্নস্যানুবেক্ষয়া।
তদ্দুঃখং যদি কৌসল্যা বীরসূর্বিনশিষ্যতি ॥১৫
অনুরক্তজনাকীর্ণা সুখা লোকপ্রিয়াবহা।
রাজব্যসনসংসৃষ্টা সা পুরী বিনশিষ্যতি ॥১৬
কথং পুত্রং মহাত্মানং জ্যেষ্ঠপুত্রমপশ্যতঃ।
শরীরং ধারয়িষ্যন্তি প্রাণা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥১৭
বিনষ্টে নৃপতৌ পশ্চাৎ কৌসল্যা বিনশিষ্যতি।
অনন্তরং মাতাপি মম নাশমুপৈষ্যতি ॥১৮
অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্।
রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে বিনশিষ্যতি ॥১৯
সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃদ্ধং তস্মিন্ কালে হ্যুপস্থিতে।
প্রেতকার্য্যেষু সর্বেষু সংস্করিষ্যন্তি রাঘবম্ ॥২০

দশরথতনয় রাম সীতার সহিত ভূতলে শয়ান থাকিতে আমি কিরূপে সুখশয্যায় নিদ্রা যাইব, কিরূপেই বা জীবনধারণ ও সুখভোগে প্রবৃত্ত হইব? দেবতা ও অসুর মিলিত হইয়াও যুদ্ধস্থলে যাঁহাকে সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, সেই রাম সীতার সহিত তৃণশয্যায় সুখে নিদ্রিত হইয়াছেন। গুহ! তুমি এই বিসদৃশ দৃশ্য অবলোকন কর।৬-১০

রাজা দশরথ বিবিধ পরাক্রম, মন্ত্র ও তপস্যা-প্রভাবে যাঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি দশরথের উপযুক্ত সর্বশুভলক্ষণান্বিত পুত্র, ইনি সেই রাম। এই রাম নির্বাসিত হইয়াছেন, অতএব দশরথ আর বেশীদিন জীবিত থাকিবেন না। আমার মনে হয় যে, এই পৃথিবী অতিশীঘ্রই পতিহীনা হইবে। গুহ! আমি মনে করি যে, অযোধ্যার রাজপুরী হয়ত এতক্ষণে নিঃস্তব্ধ হইয়াছে। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা দীর্ঘ সময় যাবৎ অতিশয় চীৎকার করিয়া পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন। আমি কোনরূপ আশা করি না যে, অদ্য রাত্রিতে রামজননী কৌশল্যা, মহারাজ দশরথ ও মদীয় জননী—সুমিত্রা—ইঁহারা সকলে জীবিত থাকিবেন। আমার জননী সুমিত্রা শত্রুঘ্নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হয়ত জীবিত থাকিতে পারেন। কিন্তু ইহা অতি দুঃসহ দুঃখ যে, বীরপ্রসবিনী কৌশল্যাদেবী এইরূপ পুত্রকে হারাইয়া অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন।১১-১৫

অযোধ্যানগরী রাজার প্রতি অনুরক্ত প্রজাগণের আবাসভূমি, সুখময়ী ও সর্বলোকপ্রীতিদায়িনী। কিন্তু রাজার বিপদ্ হইলে অযোধ্যাও বিনষ্ট হইবে। মহাত্মা জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে না দেখিলে মহানুভব দশরথের শরীরে প্রাণ কিরূপে থাকিবে? মহারাজ দেহত্যাগ করিলে পরে কৌশল্যাদেবী বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন, অনন্তর আমার মাতাও মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। 'রামকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইল না। আমার মনোবাসনা সফল হইল না। আমার সব কিছুই নষ্ট হইল' এইরূপ বলিতে বলিতে আমার পিতৃদেব নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন। সেই সময় মৃত পিতার নিকট আগমন করিয়া যাঁহারা প্রেতকার্য্যাদি সম্পন্ন করিবেন, তাঁহারা ভাগ্যবান্।১৬-২০

আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যায় যাঁহারা বিচরণ করিবেন, তাঁহারা সকলেই পরমসুখী। ঐ অযোধ্যা

রম্য-চত্বরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাম্ ।
হর্ম্য-প্রাসাদসম্পন্নাং গণিকাবরশোভিতাম্ ॥২১
রথাশ্বগজসংবাধাং তূর্য্যনাদনিনাদিতাম্ ।
সর্বকল্যাণসম্পূর্ণাং হৃষ্ট-পুষ্ট-জনাকুলাম্ ॥২২
আরমোদ্যানসম্পন্নাং সমাজোৎসবশালিনীম্ ।
সুখিতা বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্মম ॥২৩
অপি জীবেদ্দশরথো বনবাদাৎ পুনর্বয়ম্ ।
প্রত্যাগম্য মহাত্মানমপি পশ্যাম সুব্রতম্ ॥২৪
অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সাধং কুশলিনো বয়ম্ ।
নিবৃত্তে বনবাসেঽস্মিন্নযোধ্যাং প্রবিশেমহি ॥২৫
পরিদেবয়মানস্য দুঃখার্তস্য মহাত্মনঃ ।
তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শর্বরী সাঽত্যবর্তত ॥২৬
তথাহি সত্যং ব্রুবতি প্রজাহিতে
নরেন্দ্রসূনৌ গুরুসৌহৃদাদ্ গুহঃ ।
মুমোচ বাষ্পং ব্যসনাভিপীড়িতো
জ্বরাতুরো নাগ ইব ব্যথাতুরঃ ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

অতিসুন্দর চত্বরসমূহের দ্বারা শোভিতা, বৃহৎ ও প্রশস্ত রাজপথযুক্তা, ধনিগণের গৃহসমূহে এবং দেবগৃহ ও রাজগৃহসমূহে পরিপূর্ণা। সুন্দরীগণিকাগণের দ্বারা তাহার শোভাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। রথ, অশ্ব ও হস্তি-সমূহে পরিপূর্ণা অযোধ্যা সর্বদা তূর্য্যধ্বনিতে মুখরিতা। সর্বকল্যাণময়ী নগরীর সকললোকই হৃষ্ট-পুষ্ট উপবন প্রভৃতির দ্বারা শোভিতা নগরীতে সর্বদা সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ অযোধ্যায় বাস-কারীই সুখী। যদি সুব্রত মহারাজ দশরথ জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব। সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত আমরা সকুশলে বনবাস সমাপ্ত করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব কি ?২১-২৫

মহাত্মা রাজপুত্র লক্ষ্মণ এইভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় ঐ রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রজাহিতকারী দশরথনন্দন লক্ষ্মণ এইরূপ অতিসঙ্গত বাক্য বলিতে থাকিলে শ্রীমান্ গুহ রামের প্রতি অতিশয় সৌহার্দ্য থাকায় অতীব ব্যথিত হইলেন এবং জ্বরাক্রান্ত হস্তীর ন্যায় ব্যথিতচিত্তে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। ২৬-২৭

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামপ্রভৃতীনাং গঙ্গোত্তরণায় গুহেন নাবো ব্যবস্থা, অযোধ্যাপ্রত্যাবর্তনায় সুমন্ত্রং প্রতি রামস্যাদেশঃ, পিতৃ-মাতৃপ্রভৃতীনাং চিন্তানাশায় স্বীয়সন্দেশদানম্, রামেণ সহ বনগমনায় সুমন্ত্রস্যাকাঙ্ক্ষা-প্রকাশঃ, রামস্য যুক্তিপ্রদর্শনং প্রবোধদানঞ্চ, গুহং প্রতি রামস্যোপদেশঃ, রামাদীনাং নৌকারোহণম্, গঙ্গাদেব্যাঃ সমীপে সীতায়াঃ প্রার্থনম্, শ্রীরামাদীনাং বৎসদেশে গমনম্, সায়ং বৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণঞ্চ ।]

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং পৃথুবক্ষা মহাযশাঃ ।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥১
ভাস্করোদয়কালোঽয়ং গতা ভগবতী নিশা ।
অসৌ সুকৃষ্ণো বিহগঃ কোকিলস্তাত কূজতি ॥২
বর্হিণানাঞ্চ নির্ঘোষঃ শ্রূয়তে নদতাং বনে ।
তরাম জাহ্নবীং সৌম্য শীঘ্রগাং সাগরঙ্গমাম্ ॥৩
বিজ্ঞায় রামস্য বচঃ সৌমিত্রিমিত্রনন্দনঃ ।
গুহমামন্ত্র্য সূতঞ্চ সোঽতিষ্ঠদ্ ভ্রাতুরগ্রতঃ ॥৪
স তু রামস্য বচনং নিশম্য প্রতিগৃহ্য চ ।
স্বপতিস্তূর্ণমাহূয় সচিবানিদমব্রবীৎ ॥৫
অস্য বাহনসংযুক্তাং কর্ণগ্রাহবতীং শুভাম্ ।
সুপ্রতারাং দৃঢ়াং তীর্থে শীঘ্রং নাবমুপাহরঃ ॥৬
তং নিশম্য গুহাদেশং গুহামাত্যগণো মহান্ (ক)।
উপোহ্য রুচিরাং নাবং গুহায় প্রত্যবেদয়ৎ ॥৭
ততঃ স প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গুহো রাঘবমব্রবীৎ ।
উপস্থিতেয়ং নৌর্দেব ভূয়ঃ কিং করবাণি তে ॥৮
তবামরসুতপ্রখ্য তর্তুং সাগরগামিনীম্ ।
নৌরিয়ং পুরুষব্যাঘ্র শীঘ্রমারোহ সুব্রত ॥৯
অথোবাচ মহাতেজা রামো গুহমিদং বচঃ ।
কৃতকামোঽস্মি ভবতা শীঘ্রমারোপ্যতামিতি ॥১০

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির গঙ্গোত্তরণের জন্য গুহ কর্তৃক নৌকার ব্যবস্থা, অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য সুমন্ত্রের প্রতি রামের আজ্ঞা এবং পিতা-মাতা প্রভৃতির চিন্তানাশের জন্য স্বীয় সংবাদ দান, সুমন্ত্রের বনগমনের আগ্রহ প্রকাশ, রামের যুক্তিপ্রদর্শন ও প্রবোধদান, গুহের প্রতি রামের উপদেশ, রাম প্রভৃতির নৌকারোহণ, গঙ্গাদেবীর নিকট সীতার প্রার্থনা, শ্রীরাম প্রভৃতির বৎসদেশে গমন এবং সায়ংকালে এক বৃক্ষের নিম্নে অবস্থানের জন্য আশ্রয়গ্রহণ ।]

রাত্রি প্রভাত হইলে পর বিশালবক্ষা মহাযশা রাম সুমিত্রানন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ ! ভগবতী নিশা অতীত হইয়াছে। সূর্য্যোদয়-কাল উপস্থিত। ঐ অতিকৃষ্ণবর্ণ কোকিল কূজন করিতেছে। অরণ্যমধ্যে শব্দায়মান ময়ূরগণের কেকাধ্বনি শুনা যাইতেছে। সৌম্য ! এক্ষণে আমরা সাগরগামিনী খরস্রোতা জাহ্নবী নদী পার হই। বন্ধুপ্রীতিকারী সুমিত্রানন্দন অগ্রজের বাক্য শুনিয়া গুহ ও সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন এবং শ্রীরামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। স্থপতি গুহ রামের বাক্য শ্রবণ করিলেন এবং অভিপ্রায় অবগত হইয়া সত্বর অমাত্যগণকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন,—মৃদুতা ও সরলতারও যে কোন ফল আছে, তাহা মনে হয় না। আমার প্রিয়বন্ধু এই রামের জন্য একটি নৌকা তীর্থে (ঘাটে) আনয়ন কর। ঐ নৌকায় যেন ক্ষেপণী থাকে এবং অভিজ্ঞ কর্ণধার (মাঝি) থাকে। ঐ নৌকা যেন সুশ্রী ও অনায়াসে পরপারগমনে সমর্থ হয়। তোমরা বিলম্ব করিও না। গুহের এইরূপ আদেশ শুনিয়া অমাত্যগণ একটি উত্তমনৌকা তীর্থে (ঘাটে) আনয়ন করিল এবং এই সংবাদ গুহকে জানাইল। অনন্তর গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিলেন,—দেব ! আপনার জন্য নৌকা উপস্থিত করা হইয়াছে। এক্ষণে আমি অন্য কি কার্য্য করিব আদেশ করুন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সুব্রত।

পাঠান্তর :—(ক) — গুহামাত্যো গুহো মহান্।

ততঃ কলাপান্ সংনহ্য খড়্গৌ বদ্ধ্বা চ ধন্বিনৌ।
জগ্মতুর্যেন তাং গঙ্গাং সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥১১
রামমেবং তু ধর্মজ্ঞমুপাগম্য বিনীতবৎ।
কিমহং করবাণীতি সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥১২
ততোঽব্রবীদ্দাশরথিঃ সুমন্ত্রং
স্পৃশন্ করেণোত্তমদক্ষিণেন।
সুমন্ত্র শীঘ্রং পুনরেব যাহি
রাজ্ঞঃ সকাশে তব চাপ্রমত্তঃ ॥১৩
নিবর্তস্বেত্যুবাচৈনমেতাবদ্ধি কৃতং মম।
রথং বিহায় পদ্ভ্যাং তু গমিষ্যামো মহাবনম্ ॥১৪
আত্মানং ত্বভ্যনুজ্ঞাতমবেক্ষ্যার্তঃ স সারথিঃ।
সুমন্ত্রঃ পুরুষব্যাঘ্রমেক্ষ্বাকুমিদমব্রবীৎ ॥১৫

নাতিক্রান্তমিদং লোকে পুরুদেহেহ কেনচিৎ।
তব সভ্রাতৃভার্যস্য বাসঃ প্রাকৃতবদ্ বনে ॥১৬
ন মন্যে ব্রহ্মচর্য্যে বা স্বধীতে বা ফলোদয়ঃ।
মার্দবার্জবয়োর্বাপি ত্বাং চেদ্ ব্যসনমাগতম্ ॥১৭
সহ রাঘব বৈদেহ্যা ভ্রাতা চৈব বনে বসন্।
ত্বং গতিং প্রাপ্স্যসে বীর ত্রীল্লোকাংস্ত্বং জয়ন্নিব ॥১৮
বয়ং খলু হতা রাম যে ত্বয়া হ্যপবর্জিতাঃ।
কৈকেয্যা বশমেষ্যামঃ পাপায়া দুঃখভাগিনঃ ॥১৯
ইতি ব্রুবন্নাত্মসমং সুমন্ত্রঃ সারথিস্তথা।
দৃষ্ট্বা দূরগতং রামং দুঃখার্তো রুরুদে চিরম্ ॥২০
ততস্তু বিগতে বাষ্পে সূতং স্পষ্টোদকং শুচিম্।
রামস্তু মধুরং বাক্যং পুনঃ পুনরুবাচ তম্ ॥২১

আপনি দেবতুল্য। সাগরগামিনী গঙ্গার পরপারে যাইবার জন্য নৌকা আনীত হইয়াছে। আপনি সত্বর আরোহণ করুন। তখন মহাতেজস্বী রাম গুহকে বলিলেন,— তোমার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি এক্ষণে শীঘ্র আমাদের দৃঢ়সমর্থ নৌকায় তুলিয়া দাও।১-১০

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ কবচধারণ করিলেন এবং যথাস্থানে খড়্গ, ধনু ও তূণীরসকল গ্রহণ করিয়া যে পথে গঙ্গাতীর্থে (ঘাটে) যাওয়া যায়, সীতার সহিত সেই পথে অগ্রসর হইলেন। তখন সুমন্ত্র-সারথি বনগমনরত ধর্মজ্ঞ রামের নিকট বিনীতভাবে গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—এক্ষণে আমি কি করিব? ইহা শুনিয়া দশরথনন্দন উত্তম দক্ষিণহস্তের দ্বারা সুমন্ত্রকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি রাজার নিকট গমন কর এবং প্রমাদশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থান কর। তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও। ইহাতেই আমার যথেষ্ট কার্য্য করা হইবে। এক্ষণে আমরা রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে মহারণ্যে গমন করিব। সুমন্ত্র-সারথি অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনন্দনকে বলিলেন।১১-১৫

এই সংসারে কোন পুরুষই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই দৈবের জন্য ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত আপনাকে সাধারণলোকের মত বনবাস করিতে হইতেছে। আপনার মত ব্যক্তিরও যদি এইরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি মনে করি যে, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে কিংবা বেদাধ্যয়নে কোন ফললাভ হয়। মৃদুতা ও সরলতারও যে কোন ফল আছে, তাহা মনে হয় না। বীর রঘুনন্দন! আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাস করিয়া ত্রিলোক জয় করার ন্যায় কীর্ত্তিলাভ করিবেন। রাম! আমরা আপনার সান্নিধ্য-লাভে বঞ্চিত হইয়া মৃতপ্রায় হইলাম। এক্ষণে আমরা দুঃখভাগী হইয়া পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীভূত হইব। সুমন্ত্র-সারথি এইভাবে নানাকথা বলিতে লাগিলেন, তথাপি প্রাণতুল্য রাম দূরে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া দুঃখার্তচিত্তে বহুক্ষণ যাবৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।১৬-২০

অনন্তর অশ্রুসংবরণ করিয়া জলস্পর্শে পবিত্র হইলে পর সুমন্ত্রকে মধুরভাবে সম্বোধন করিয়া শ্রীমান্ রাম মধুরবাক্যে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের তোমার তুল্য সুহৃদ্ আর একটিও নাই

ইক্ষ্বাকূণাং ত্বয়া তুল্যং সুহৃদং নোপলক্ষয়ে।
যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচেত্তথা কুরু ॥২২
শোকোপহতচেতাশ্চ বৃদ্ধশ্চ ভগতীপতিঃ।
কামভারাবসন্নশ্চ তস্মাদেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৩
যদ্ যথা জ্ঞাপয়েৎ কিঞ্চিৎ স মহাত্মা মহীপতিঃ।
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং কার্য্যং তদবিকাঙ্ক্ষয়া ॥২৪
এতদর্থং হি রাজ্যানি প্রশাসতি নরাধিপাঃ।
যদেষাং সর্বকৃত্যেষু মনো ন প্রতিহন্যতে ॥২৫
যদ্ যথা স মহারাজো লোকমধিগচ্ছতি।
ন চ তাম্যতি শোকেন সুমন্ত্র কুরু তত্তথা ॥২৬
অদৃষ্টদুঃখং রাজানং বৃদ্ধমার্য্যং জিতেন্দ্রিয়ম্।
ব্রূয়াস্ত্বমভিবাদ্যৈব মম হেতোরিদং বচঃ ॥২৭
ন চাহমনুশোচামি লক্ষ্মণো ন চ শোচতি।
অযোধ্যায়াশ্চ্যুতাশ্চেতি বনে বৎস্যামহেতি চ ॥২৮
চতুর্দশসু বর্ষেষু নিবৃত্তেষু পুনঃ পুনঃ।
লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ দ্রক্ষ্যসে শীঘ্রমাগতান্ ॥২৯
এবমুক্ত্বা তু রাজানং মাতরঞ্চ সুমন্ত্র মে।
অন্যাশ্চ দেবীঃ সহিতাঃ কৈকয়ীঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥৩০
আরোগ্যং ব্রূহি কৌসল্যামথ পাদাভিবন্দনম্।
সীতায়া মম চার্য্যস্য বচনাল্লক্ষ্মণস্য চ ॥৩১
ব্রূয়াশ্চাপি মহারাজং ভরতং ক্ষিপ্রমানয়।
আগতশ্চাপি ভরতঃ স্থাপ্যো নৃপমতে পদে ॥৩২
ভরতঞ্চ পরিষ্বজ্য যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
অস্মৎসন্তাপজং দুঃখং ন ত্বামভিভবিষ্যতি ॥৩৩
ভরতস্যাপি বক্তব্যো যথা রাজনি বর্ত্যতে।
তথা মাতৃষু বর্তেথাঃ সর্বাস্বেবাবিশেষতঃ ॥৩৪
যথা চ তব কৈকেয়ী সুমিত্রা চ বিশেষতঃ।
তথৈব দেবী কৌসল্যা মম মাতা বিশেষতঃ ॥৩৫

না। অতএব রাজা দশরথ যাহাতে আমার জন্য শোক না করেন, সেইরূপ কার্য্য কর। সেই বৃদ্ধ ভূপতি কাম-ভাবে অবসন্ন ও শোকাকুল। এইজন্য তোমাকে এইরূপ বলিতেছি। মহাত্মা ভূপতি কৈকেয়ীর প্রীতিবিধানের জন্য যাহা যাহা আদেশ করিবেন, তুমি সযত্নে তাহা পালন করিও। নরপতিগণ এইজন্যই রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের চিত্ত যেন কোন কার্য্যে ক্ষুব্ধ না হয় ।২১-২৪

সুমন্ত্র! মহারাজ দশরথ যাহাতে অপ্রিয় লাভ না করেন এবং শোকে কাতর না হন, তুমি সে বিষয়ে অবহিত থাকিয়া কার্য্য করিও। মহারাজ কখনও দুঃখভোগ করেন নাই। তিনি বৃদ্ধ ও জিতেন্দ্রিয়। তুমি আমার হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক এইকথা বলিও যে, অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইয়া বনে বাস করিতেছি, এইজন্য আমি শোক করিতেছি না, লক্ষ্মণও শোক করিতেছে না। চতুর্দশবৎসর অতীত হইলে পর আমরা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, তখন আপনি লক্ষ্মণকে, আমাকে ও সীতাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাইবেন। দুঃখদগ্ধ মহারাজকে এইরূপ বলিয়া আমার মাতৃদেবীকে, অন্যান্য মাতৃগণকে ও কৈকেয়ীকে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিও ।২৬-৩০

তাঁহাদের সকলের নিকট আমার আরোগ্য-সংবাদ জানাইও এবং স্নেহময়ী কৌসল্যা-মাতাকে সীতার, আমার ও লক্ষ্মণের প্রণাম নিবেদন করিও। পুনশ্চ মহারাজকে বলিও যে—ভরতকে সত্বর আনয়ন করুন। ভরত আসিলে পর তাহাকে রাজোচিত সিংহাসনে স্থাপিত করুন। সুমন্ত্র! ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া ও তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তুমি সুখী হইবে। আমাদের বিরহ-সন্তাপ তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। তুমি ভরতকে আমার এই কথাগুলি বলিও যে—তুমি রাজা দশরথের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর, কোনরূপ তারতম্য না করিয়া সমস্ত মাতৃগণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও। কৈকেয়ী যেমন তোমার মাতা, সুমিত্রাও সেইরূপ তোমার মাতা, আর আমার মাতৃদেবী কৌসল্যাও সেইরূপই তোমার মাতা ।৩১-৩৫

তুমি পিতার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য রাজ্যপরিদর্শন করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা

তাতস্য প্রিয়কামেন যৌবরাজ্যমবেক্ষতা।
লোকয়োরুভয়োঃ শক্যং নিত্যদা সুখমেধিতুম্ ॥৩৬
নিবর্ত্যমানো রামেণ সুমন্ত্রঃ প্রতিবোধিতঃ।
তৎ সর্বং বচনং শ্রুত্বা স্নেহাৎ কাকুৎস্থমব্রবীৎ ॥৩৭
যদহং নোপচারেণ ব্রুবাং স্নেহাদবিক্লবম্।
ভক্তিমানিতি তত্তাবদ্ বাক্যং ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥৩৮
কথং হি ত্বদ্বিহীনোঽহং প্রতিযাস্যামি তাং পুরীম্।
তব তাত বিয়োগেন পুত্রশোকাতুরামিব ॥৩৯
সরামমপি তাবন্মে রথং দৃষ্ট্বা তদা জনঃ।
বিনা রামং রথং দৃষ্ট্বা বিদীর্যেতাপি সা পুরী ॥৪০
দৈন্যং হি নগরী গচ্ছেদ্দৃষ্ট্বা শূন্যমিমং রথম্।
হতাবশেষং স্বং সৈন্যং হতবীরমিবাহবে ॥৪১
দূরেঽপি নিবসন্তং ত্বাং মানসেনাগ্রতঃ স্থিতম্।
চিন্তয়ন্তোঽদ্য নূনং ত্বাং নিরাহারাঃ কৃতাঃ প্রজাঃ ॥৪২
দৃষ্টং তদ্ বৈ ত্বয়া রাম যাদৃশং ত্বৎপ্রবাসনে।
প্রজানাং সঙ্কুলং বৃত্তং ত্বচ্ছোকক্লান্তচেতসাম্ ॥৪৩
আর্তনাদো হি যঃ পৌরৈরুন্মুক্তস্ত্বৎপ্রবাসনে।
সরথং মাং নিশাম্যৈব কুর্যুঃ শতগুণং ততঃ ॥৪৪
অহং কিং চাপি বক্ষ্যামি দেবীং তব সুতো ময়া।
নীতোঽসৌ মাতুলকুলং সন্তাপং মা কৃথা ইতি ॥৪৫
অসত্যমপি নৈবাহং ব্রুবাং বচনমীদৃশম্।
কথমপ্রিয়মেবাহং ব্রুবাং সত্যমিদং বচঃ ॥৪৬
মম তাবন্নিয়োগস্থাস্ত্বদ্বন্ধুজনবাহিনঃ।
কথং রথং ত্বয়া হীনং প্রবাহয়ন্তি হয়োত্তমাঃ ॥৪৭
তন্ন শক্ষ্যাম্যহং গন্তুমযোধ্যাং ত্বদৃতেঽনঘ।
বনবাসানুযানায় মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৪৮
যদি মে যাচমানস্য ত্যাগমেব করিষ্যসি।
সরথোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি ত্যক্তমাত্র ইহ ত্বয়া ॥৪৯

সুখলাভ করিতে পারিবে। সুমন্ত্র-সারথি এইভাবে রাম-কর্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং রামের বাক্যসমূহ শুনিয়া স্নেহ-সহকারে বলিলেন,—আমি স্নেহবশতঃ ব্যাকুল হইয়া প্রভু-ভৃত্যভাবে নিবেদনের রীতি পরিত্যাগপূর্বক আপনাকে যাহা বলিতেছি, আমি আপনাতে ভক্তিমান্ বলিয়াই বলিতেছি, ইহা মনে করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। তাত! এক্ষণে অযোধ্যানগরী আপনার বিয়োগে পুত্রশোকাতুরা জননীর মত হইয়াছে। আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অযোধ্যা-নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিব। অযোধ্যাবাসী জনগণ এতদিন আমার রথকে রামযুক্ত দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে রামশূন্য রথ দেখিয়া অযোধ্যাপুরীর সকলে বিদীর্ণ হইবে।৩৬-৪০

রণে বীর যোদ্ধা নিহত হইলে পর সারথিকে শূন্য রথে আসিতে দেখিলে সৈন্যগণ যেমন দীনভাবাপন্ন হয়, আমার এই রথকে রামশূন্য দেখিয়া অযোধ্যা-বাসী সকলে অতিদীনদশা প্রাপ্ত হইবে। যদিও আপনি দূরে বাস করিতেছেন, তথাপি প্রজাগণের মানসনেত্রে সম্মুখেই রহিয়াছেন। কিন্তু এই অবস্থায় আমি শূন্যরথ লইয়া গেলে আপনাকে চিন্তা করিতে করিতে তাহারা আহার ত্যাগ করিবে। রাম! আপনার অযোধ্যাত্যাগ-কালে আপনার শোকে ব্যাকুলচিত্ত প্রজাগণের যেরূপ দুর্দশা হইয়াছিল, তাহাতে আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই সময় তাহাদের আর্তনাদ হইয়াছিল। সূন্যরথে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিলে ঐ আর্তনাদ শত-গুণ হইবে। আর আমি কি কৌশল্যাদেবীর নিকট যাইয়া বলিব যে—দেবি! আমি আপনার পুত্রকে মাতুলগৃহে রাখিয়া আসিলাম? আপনি দুঃখ করিবেন না।৪১-৪৫

এইরূপ মিথ্যাকথা ত আমি তাঁহাকে বলিতে পারিব না। অথচ এই অপ্রিয়সত্যই বা কিরূপে বলিব যে 'আমি আপনার পুত্রকে বনে রাখিয়া আসিলাম'। এই উৎকৃষ্ট অশ্বগুলি আমার নিয়োগানুসারে সর্বদা আপনাকে অথবা আপনার বন্ধুজনকে বহন করে। কিন্তু এক্ষণে আপনাকে ত্যাগ করিয়া এই শূন্যরথ তাহারা কিরূপে বহন করিবে? অনঘ (নিষ্পাপ)! আমি আপনাকে ছাড়িয়া কিছুতেই অযোধ্যায় যাইতে পারিব না। সুতরাং বনবাসে অনুগমন করিতে আদেশ

ভবিষ্যন্তি বনে যানি তপোবিঘ্নকরাণি তে।
রথেন প্রতিবাধিষ্যে তানি সর্বাণি রাঘব ॥৫০
ত্বৎকৃতেন ময়া প্রাপ্তং রথচর্য্যাকৃতং সুখম্।
আশংসে ত্বৎকৃতে নাহং বনবাসকৃতং সুখম্ ॥৫১
প্রসীদেচ্ছামি তেঽরণ্যে ভবিতুং প্রত্যনন্তরঃ।
প্রীত্যাভিহিতমিচ্ছামি তব যে প্রত্যনন্তরঃ ॥৫২
ইমেঽপি চ হয়া বীর যদি তে বনবাসিনঃ।
পরিচর্য্যাং করিষ্যন্তি প্রাপ্স্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥৫৩
তব শুশ্রূষণং মূর্ধ্না করিষ্যামি বনে বসন্।
অযোধ্যাং দেবলোকং বা সর্বথা প্রজহাম্যহম্ ॥৫৪
ন হি শক্যা প্রবেষ্টুং সা ময়াঽযোধ্যা ত্বয়া বিনা।
রাজধানী মহেন্দ্রস্য যথা দুষ্কৃতকর্মণা ॥৫৫
বনবাসে ক্ষয়ং প্রাপ্তে মনোরথ হি মনোরথঃ।
রথেনৈব ত্বয়া সহ্যেয়া পুরীং পুনঃ ॥৫৬
চতুর্দশ হি বর্ষাণি সহিতস্য ত্বয়া বনে।
ক্ষণভূতানি যাস্যন্তি শতশস্তু ততোঽন্যথা (ক) ॥৫৭
ভৃত্যবৎসল তিষ্ঠন্তং ভর্তৃপুত্রগতে পথি।
ভক্তং ভৃত্যং স্থিতং স্বিত্যা ন মাং ত্বং হাতুমর্হসি ॥৫৮
এবং বহুবিধং দীনং যাচমানং পুনঃ পুনঃ।
রামো ভৃত্যানুকম্পী তু সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ ॥৫৯
জানামি পরমাং ভক্তিমহং তে ভর্তৃবৎসল।
শৃণু চাপি যদর্থং তাং প্রেষয়ামি পুরীমিতঃ ॥৬০
নগরীং ত্বাং গতং দৃষ্ট্বা জননী মে যবীয়সী।
কৈকয়ী প্রত্যয়ং গচ্ছেদিতি রামো বনং গতঃ ॥৬১
বিপরীতে তুষ্টিহীনা (খ) বনবাসং গতে ময়ি।
রাজানং নাতিশঙ্কেত মিথ্যাবাদীতি ধার্মিকম্ ॥৬২
এষ মে প্রথমঃ কল্পো যদ্বা মে যবীয়সী।
ভরতারক্ষিতং স্ফীতং পুত্ররাজ্যমবাপ্নুয়াৎ (গ) ॥৬৩

যা সম্মতি প্রদান করুন। আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, তথাপি যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগই করেন, তাহা হইলে আপনা-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবামাত্র আমি এই রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। রঘুনন্দন! আপনার বনবাসকালে যে সকল উৎপাত আপনার উপস্থাপ বিঘ্ন করিবে, আমাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিলে আমি এই রথের দ্বারা সেই উৎপাতসমূহকে নিবারিত করিব।৪৬-৫০

আমি আপনার জন্যই রথচর্য্যার সুখলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার সান্নিধ্যের জন্য বনবাসের সুখলাভ করিতে অভিলাষ করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি অরণ্যে আপনার সহচর হইতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে আমি আপনার এই প্রীতিপূর্ণ বাক্য শুনিতে অভিলাষ করি যে—"সুমন্ত্র! তুমি আমার সহচর হও"। বীর! এই অশ্বগণ যদি বনবাস করিতে থাকাকালে আপনার পরিচর্য্যা করিতে পারে, তাহা হইলে ইহারা পরমগতি লাভ করিবে। আর আমি যদি বনে বাস করিয়া নিজমস্তক দ্বারা আপনার শুশ্রূষা করিতে পারি, তাহা হইলে অযোধ্যা কিংবা দেবলোকের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারি। পুণ্যহীন অধার্মিক ব্যক্তি মহেন্দ্রের রাজধানী অমরাবতীতে যেমন প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনই আপনাকে ছাড়িয়া আমি অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিতে পারিব না।৫১-৫৫

প্রভো! আমার এই মনোবাসনা যে—বনবাসের সময় অতীত হইলে পর আমি এই রথের দ্বারাই আপনাকে অযোধ্যায় পুনর্বার লইয়া যাই। আপনার সহিত বনে থাকিলে চতুর্দশবৎসর চতুর্দশক্ষণের মত শীঘ্রই অতিবাহিত হইবে। কিন্তু আপনার সহিত থাকিতে না পাইলে এই চতুর্দশবৎসর চতুর্দশশত-বৎসর হইবে। ভৃত্যবৎসল! আপনি আমার প্রভু দশরথের পুত্র। আমি প্রভুপুত্রের পথের পথিক হইতেছি। আমি আপনার ভক্ত ও ভৃত্য। আমি ভৃত্যের কর্তব্যপালনে উদ্যুক্ত হইয়াছি। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এইভাবে বহুপ্রকারে দৈন্যের সহিত সুমন্ত্র পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে থাকিলে

পাঠান্তর :—(ক)—শতসংখ্যানি চাঽন্যথা। (খ) যদি তুষ্টা হি সা দেবী। (গ) ভরতারক্ষিতং স্ফীতং পুত্ররাজ্যমবাপ্নুয়াৎ।

মম প্রিয়ার্থং রাজ্ঞশ্চ সুমন্ত্র ত্বং পুরীং ব্রজ।
সন্দিষ্টশ্চাপি যানর্থাংস্তাংস্তান্ ব্রূয়াস্তথা তথা ॥৬৪
ইত্যুক্ত্বা বচনং সূতং সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
গুহং বচনমক্লীবো রামো হেতুমদব্রবীৎ ॥৬৫
নেদানীং গুহ যোগ্যোঽহং বাসো মে সজনে বনে।
অবশ্যমাশ্রমে বাসঃ (ক) কর্তব্যস্তদ্গতো বিধিঃ ॥৬৬
সোঽহং গৃহীত্বা নিয়মং তপস্বিজনভূষণম্।
হিতকামঃ পিতুর্ভ্রাতুঃ সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ ॥৬৭
জটাঃ কৃত্বা গমিষ্যামি ন্যগ্রোধক্ষীরমানয়।
তৎক্ষীরং রাজপুত্রায় গুহঃ ক্ষিপ্রমুপাহরৎ ॥৬৮
লক্ষ্মণস্তাস্তনৈশ্চৈব রামস্তেনাকরোজ্জটাঃ।
দীর্ঘবাহুর্নরব্যাঘ্রো জটিলত্বমধারয়ৎ ॥৬৯
তৌ তদা চীরসম্পন্নৌ জটামণ্ডলধারিণৌ।
অশোভেতামুষিসমৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৭০
ততো বৈখানসং মার্গমাস্থিতঃ সহলক্ষ্মণঃ (খ)।
ব্রতমাদিষ্টবান্ রামঃ সহায়ং গুহমব্রবীৎ ॥৭১
অপ্রমত্তো বলে কোশে দুর্গে জনপদে তথা।
ভবেথা গুহ রাজ্যং হি দুরারক্ষতমং মতম্ ॥৭২
ততস্তং সমনুজ্ঞাপ্য গুহমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
জগাম তূর্ণমব্যগ্রঃ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥৭৩
স তু দৃষ্ট্বা নদীতীরে নাবমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
তিতীর্ষুঃ শীঘ্রগাং গঙ্গামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৭৪
আরোহ ত্বং নরব্যাঘ্র স্থিতাং নাবমিমাং শনৈঃ।
সীতামারোপয়াঙ্কং পরিগৃহ্য মনস্বিনীম্ ॥৭৫

ভৃত্যের প্রতি সদয় শ্রীরাম তাঁহাকে বলিলেন,—প্রভুভক্ত সুমন্ত্র! আমি জানি যে, আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি আছে। কিন্তু সেজন্য তোমাকে এখান হইতে অযোধ্যায় প্রেরণ করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।৫৬-৬০

তোমাকে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত দেখিলে আমার কনিষ্ঠা জননী কৈকেয়ী বিশ্বাস করিবেন যে, রাম বনে গমন করিয়াছে। অন্যথা তিনি বিপরীত আশঙ্কা করিয়া অসন্তুষ্টা হইবেন। কিন্তু আমি বনবাসী হইয়াছি, ইহা জানিলে ধার্মিক মহারাজকে মিথ্যাবাদী বলিয়া শঙ্কা করিতে পারিবেন না। ইহাই আমার পরম ইচ্ছা যে, আমার কনিষ্ঠা মাতা নিজপুত্র ভরতের দ্বারা পালিত এই সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করুন। সুমন্ত্র! তুমি আমার ও মহারাজের প্রিয়কার্য্যের জন্য অযোধ্যায় গমন কর। আমি যে সকল কথা বলিতে আদেশ করিলাম, সেই সকল কথা তুমি ঠিকভাবে বলিও। এইভাবে সুমন্ত্রকে বলিয়া রাম তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। পরে উদারভাবে যুক্তিযুক্ত কথায় গুহকে বলিলেন,—গুহ! এক্ষণে এই আত্মীয়জন-সমন্বিত বনে বাস করা আমার উচিত নয়। কিন্তু নির্জন আশ্রমে বাস ও তদুপযুক্ত বিধি অনুসরণ করা কর্তব্য। অতএব আমি পিতা দশরথ, সীতা ও লক্ষ্মণের হিতকারী হইয়া তপস্বীদিগের অলঙ্কারস্বরূপ নিয়ম অবলম্বন করিব এবং জটাধারণ করিয়া নিগ্রোধবনে গমন করিব। তুমি জটা-নির্মাণের জন্য বটবৃক্ষের ক্ষীর আনয়ন কর। এইরূপ নির্দেশ পাইয়া গুহ অতিসত্বর বটক্ষীর সংগ্রহপূর্বক রাজপুত্র রামকে প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম নিজের ও লক্ষ্মণের জন্য ঐ বটক্ষীরের দ্বারা জটা-নির্মাণ করিলেন। দীর্ঘবাহু পুরুষোত্তম রাম এক্ষণে জটামুকুটধারী হইলেন। তখন চীরবসন ও জটাধারণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ দুইভ্রাতা ঋষিদ্বয়ের ন্যায় শোভিত হইলেন।৬১-৭০

অনন্তর লক্ষ্মণসহিত শ্রীরাম বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বন করিয়া তদুচিত নিয়মপালনের নিশ্চয় করিলেন এবং সাহায্যকারী গুহকে বলিলেন,—বন্ধুবর গুহ! সৈন্য, কোষ, দুর্গ ও জনপদ-বিষয়ে তুমি সর্বদা সাবধান থাকিও, যেহেতু রাজ্যরক্ষা করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার মনে হয়। গুহকে এইভাবে অনুজ্ঞা করিয়া ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম সুচিত্তে ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত সত্বর প্রস্থান করিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে আসিয়া সেখানে নৌকা দেখিতে পাইলেন এবং শীঘ্র-

পাঠান্তর :—(ক) অবশ্যং তাপসে বাসঃ—।

(খ)—মার্গমাস্থায় সহলক্ষ্মণঃ

স ভ্রাতুঃ শাসনং শ্রুত্বা সর্বমপ্রতিকূলয়ন্।
আরোপ্য মৈথিলীং পূর্বমারুরোহাত্মবাংস্ততঃ ॥৭৬
অথারুরোহ তেজস্বী স্বয়ং লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
ততো নিষাদাধিপতির্গুহো জ্ঞাতীনচোদয়ৎ ॥৭৭
রাঘবোঽপি মহাতেজা নাবমারুহ্য তাং ততঃ।
ব্রহ্মবৎ ক্ষত্রবচ্চৈব জজাপ হিতমাত্মনঃ ॥৭৮
আচম্য চ যথাশাস্ত্রং নদীং তাং সহ সীতয়া।
প্রণম্য প্রীতিসন্তুষ্টো লক্ষ্মণশ্চাভিতপ্রভঃ (ক) ॥৭৯
অনুজ্ঞায় সুমন্ত্রঞ্চ সবলং চৈব তং গুহম্।
আস্থায় নাবং রামস্তু চোদয়ামাস নাবিকান্ ॥৮০
ততস্তৈশ্চালিতা নৌকা কর্ণধারসমাহিতা।
শুভস্ফ্যবেগাভিহতা শীঘ্রং সলিলমত্যগাৎ (খ) ॥৮১
মধ্যং তু সমনুপ্রাপ্য ভাগীরথ্যাস্তুনিন্দিতা।
বৈদেহী প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তাং নদীমিদমব্রবীৎ ॥৮২
পুত্রো দশরথস্যায়ং মহারাজস্য ধীমতঃ।
নিদেশং পালয়ত্যেনং গঙ্গে ত্বদভিরক্ষিতঃ ॥৮৩
চতুর্দশ হি বর্ষাণি সমগ্রাণ্যুষ্য কাননে।
ভ্রাত্রা সহ ময়া চৈব পুনঃ প্রত্যাগমিষ্যতি ॥৮৪
ততত্বাং দেবি সুভগে ক্ষেমেণ পুনরাগতা।
যক্ষ্যে প্রমুদিতা গঙ্গে সর্বকামসমৃদ্ধিনী ॥৮৫
ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি ব্রহ্মলোকং সমক্ষসে।
ভার্য্যা চোদধিরাজস্য লোকেঽস্মিন্ সংপ্রদৃশ্যসে ॥৮৬
সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে।
প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে ॥৮৭

গামিনী গঙ্গার পরপারে যাইবার জন্য লক্ষ্মণকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ধীরে ধীরে এই মনস্বিনী সীতাদেবীকে গ্রহণপূর্বক নৌকায় আরোহণ করাও এবং নিজে আরোহণ কর।৭১-৭৫

রামচিত্তানুসারী লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশ পাইয়া কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া প্রথমে সীতাদেবীকে আরোহণ করাইলেন এবং পরে নিজে আরোহণ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণাগ্রজ তেজস্বী রাম স্বয়ং নৌকায় আরোহণ করিলেন। তখন নিষাদপতি গুহ নিজজ্ঞাতিগণকে স্ব স্ব কার্য্যে উদ্যত হইতে আদেশ করিলেন। মহাতেজা রাম নৌকায় আরোহণ করিয়া আত্মহিতার্থে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যোগ্য 'সুত্রামাণম্' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। পরে সীতার সহিত শ্রীমান্ রাম ঐ নদীতে শাস্ত্রানুসারে আচমন করিলেন। অনন্তর মহাবীর সন্তুষ্টচিত্ত লক্ষ্মণ তাঁহাদের উভয়ের সহিত ভক্তিভাবে গঙ্গাকে প্রণাম করিলেন। পরে রথে উপবেশনপূর্বক সুমন্ত্র ও সৈন্যসহিত গুহকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুজ্ঞা করিয়া মাঝিকগণকে নৌকাচালনা করিতে বলিলেন। অনন্তর কর্ণধার (মাঝি)-সমন্বিতা নৌকা মাঝিকগণ (মাল্লা) কর্তৃক চালিত হইয়া ও সুন্দর অরিত্রের (বইঠা) বেগে অভিহত হইয়া অতিশীঘ্রগতিতে গঙ্গাজল অতিক্রম করিতে লাগিল। অনিন্দিতা বৈদেহী ভাগীরথীর মধ্যপ্রদেশে যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গঙ্গানদীকে বলিলেন,—গঙ্গে! ধীমান্ মহারাজ দশরথের পুত্র এই রাম তোমা-কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পিতৃসত্য পালন করুন। পূর্ণ চতুর্দশবৎসর বনে বাস করিয়া আমার ও লক্ষ্মণের সহিত পুনর্বার প্রত্যাবর্তন করিবেন। সৌভাগ্যশালিনি দেবি গঙ্গে! আমি নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়া সকল কাম্যবস্তুসম্ভারে সানন্দে তোমার অর্চনা করিব। ত্রিপথগামিনি! দেবি! তুমি ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ এবং সংসারে সমুদ্রের ভার্য্যারূপে পরিচিত হইয়াছ। শোভনকারিণি! জনকদুহিতা রামপত্নী সীতা আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি ও তোমার গুণকীর্তন করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ রাম সকুশলে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যলাভ করিলে তোমার প্রীতিসম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণগণকে শতসহস্র ধেনু, বিবিধ বস্ত্র ও প্রভূত অন্ন প্রদান করিব। দেবি! আমি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সহস্রসংখ্যক ঘট-পরিমিত সুরা ও পলান্নের দ্বারা তোমার অর্চনা করিব। তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ কর। তোমার তীরে যে সকল দেবতা

পাঠান্তর :—(ক) প্রণম্য প্রীতিসন্তুষ্টো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
(খ)—গঙ্গাসলিলমত্যগাৎ।

গবাং শতসহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যুচ্চাবচানি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৮৮

সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা ॥৮৯

যানি তীরনিবাসীনি দৈবতানি চ সন্তি হি।
তানি সর্বাণি যক্ষ্যামি তীর্থান্যায়তনানি চ ॥৯০

পুনরেব মহাবাহুর্ময়া ভ্রাত্রা চ সঙ্গতঃ।
অযোধ্যাং বনবাসান্তে প্রবিশত্বনঘোঽনঘে ॥৯১

তথা সম্ভাষমাণা সা সীতা গঙ্গামনিন্দিতা।
দক্ষিণা দক্ষিণং তীরং ক্ষিপ্রমেবাভ্যুপাগমৎ ॥৯২

তীরং তু সমনুপ্রাপ্য নাবং হিত্বা নরর্ষভঃ।
প্রাতিষ্ঠত সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা চ পরন্তপঃ ॥৯৩

অথাব্রবীন্মহাবাহুঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনম্।
ভব সংরক্ষণার্থায় সজনে বিজনেঽপি বা ॥৯৪

অবশ্যং রক্ষণং কার্য্যং মদ্‌বিধৈর্বিজনে বনে।
অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছতু ॥৯৫

পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সীতাং ত্বাং চানুপালয়ন্।
অন্যোন্যস্য হি নো রক্ষা কর্তব্যা পুরুষর্ষভ ॥৯৬

নহি তাবদতিক্রান্তাদ্বিষমকরা কাচন ক্রিয়া।
অস্য দুঃখং তু বৈদেহী বনবাসস্য বেৎস্যতি ॥৯৭

প্রণষ্টজনসংবাধং ক্ষেত্রারামবিবর্জিতম্।
বিষমঞ্চ প্রপাতঞ্চ বনমস্য প্রবেক্ষ্যতি ॥৯৮

শ্রুত্বা রামস্য বচনং প্রতস্থে লক্ষ্মণোঽগ্রতঃ।
অনন্তরঞ্চ সীতায়া রাঘবো রঘুনন্দনঃ ॥৯৯

গতং তু গঙ্গাপরপারমাশু
রামং সুমন্ত্রঃ সততং নিরীক্ষ্য।
অধ্বপ্রকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তদৃষ্টি-
র্মুমোচ বাষ্পং ব্যথিতস্তপস্বী ॥১০০

বাস করেন এবং যে সমস্ত তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, আমি তাঁহাদের সকলের পূজা করিব।৭৬-৯০

পাপনাশিনি! আমার ও লক্ষ্মণের সহিত মহাবাহু নিষ্পাপ শ্রীরাম বনবাস সমাপ্ত করিয়া পুনর্বার অযোধ্যায় যেন প্রত্যাবর্তন করেন। রামের অনুবর্তিনী অনিন্দিতা সীতা গঙ্গাকে এইরূপ বলিতে বলিতে অতিসত্বর দক্ষিণতীরে উপনীত হইলেন। শত্রুতাপন নরোত্তম রাম দক্ষিণতীরে আসিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ রাম সুমিত্রানন্দনকে বলিলেন,—জনসমন্বিত বনে কিংবা জনরহিত বনে যেখানেই থাকি, তুমি সীতার রক্ষণের জন্য সাবধান থাকিও। বিশেষতঃ নির্জনবনে মাদৃশব্যক্তির নিজভার্য্যাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। ভ্রাতঃ! তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, সীতা তোমার পশ্চাতে গমন করুন। আমি সীতাকে ও তোমাকে রক্ষা করত তোমাদের পশ্চাতে গমন করিব। নরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমাদের পরস্পরের পরস্পরকে রক্ষা করিতে হইবে।৯১-৯৬

এতদ্দিন পর্য্যন্ত কোনরূপ কষ্টকর কার্য্য করিতে হয় নাই। কিন্তু অদ্য জনকতনয়া সীতা বনবাসের দুঃখ বুঝিতে পারিবেন, যেহেতু তিনি অদ্যই জনসমাগমশূন্য ক্ষেত্র-উদ্যানাদিরহিত গর্তপূর্ণ বিষম (উন্নত ও অবনতস্থানযুক্ত) অরণ্যে প্রবেশ করিবেন। শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অনন্তর রঘুনন্দন রাম সীতার পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। রাম গঙ্গার পরপারে গমন করিয়া দ্রুতগমন করিতে থাকিলেও সুমন্ত্র-সারথি একভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পথের দূরত্বের জন্য যখন দৃষ্টি প্রতিহত হইল, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া ব্যথিতচিত্তে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। লোকপালতুল্যপ্রভাবশালী মহাত্মা বরদাতা রাম মহানদী গঙ্গাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত উত্তমগুণসমন্বিত প্রমুদিত বৎসদেশে অল্পসময়ের মধ্যেই উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহারা

স লোকপালপ্রতিমপ্রভাব-
স্তীর্ত্বা মহাত্মা বরদো মহানদীম্।
ততঃ সমৃদ্ধাঞ্জনসন্নিবেশান্
ক্ষণেন বৎসান্ মুদিতানুপাগমৎ ॥১০১
তৌ তত্র হত্বা চতুরো মহামৃগান্
বরাহমৃশ্যং পৃষতং মহারুরুম্।
আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ
বাসায় কালে যযতুর্বনস্পতিম্ ॥১০২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

দুইজনে অতিপবিত্র বরাহ, ঋশ্য, পৃষত ও রুরুনামক চারিটি মহামৃগ হনন করিলেন এবং তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া ক্ষুধার্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় বাস করিবার জন্য একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলদেশে গমন করিলেন।৯৭-১০২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রামস্য খেদঃ, লক্ষ্মণস্য তদাশ্বাসনঞ্চ।]

স তং বৃক্ষং সমাসাদ্য সন্ধ্যাকালস্য পশ্চিমম্।
রামো রমযতাং শ্রেষ্ঠ ইতি হোবাচ লক্ষ্মণম্ ॥১
অদ্যেয়ং প্রথমা রাত্রির্যাতা জনপদাদ্ বহিঃ।
যা সুমন্ত্রেণ রহিতা তাং নোৎকণ্ঠিতুমর্হসি
জাগর্তব্যমতন্দ্রিভ্যামদ্য প্রভৃতি রাত্রিষু।
যোগ-ক্ষেমৌ হি সীতায়া বর্তেতে লক্ষ্মণাবয়োঃ ॥৩
রাত্রিং কথঞ্চিদেবেমাং সৌমিত্রে বর্তয়ামহে।
অপবর্তামহে ভূমাবাস্তীর্য্য স্বয়মর্জিতৈঃ ॥৪
স তু সংবিশ্য মেদিন্যাং মহার্হশয়নোচিতঃ।
ইমাঃ সৌমিত্রয়ে রামো ব্যাজহার কথাঃ শুভাঃ ॥৫
ধ্রুবমদ্য মহারাজো দুঃখং স্বপিতি লক্ষ্মণ।
কৃতকামা তু কৈকেয়ী তুষ্টা ভবিতুমর্হতি ॥৬

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

[রামের খেদ ও লক্ষ্মণ কর্তৃক তাঁহাকে আশ্বাসদান।]

অনন্তর আনন্দদানকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করত লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! জনপদের বাহিরে অদ্য এই প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে। এই রাত্রিতে সুমন্ত্রও আমাদের নিকটে নাই। কিন্তু তজ্জন্য তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্য হইতে প্রতিরাত্রিতেই আমাদিগকে তন্দ্রারহিত হইয়া জাগ্রত থাকিতে হইবে। লক্ষ্মণ! আমাদের উভয়ের উপরেই সীতার রক্ষণাবেক্ষণ নির্ভর করিতেছে। সৌমিত্রে! ভ্রাতঃ! আমরা কোনপ্রকারে এই রাত্রি অতিবাহিত করি। আইস, আমরা স্বয়ং আহৃত তৃণাদির দ্বারা ভূতলে শয্যানির্মাণ করিয়া শয়ন করি। এইরূপ বলিয়া মহামূল্যশয্যায় শয়নের যোগ্য রাম ভূমিতে উপবেশন করিলেন এবং সুমিত্রানন্দনকে এই সকল শুভকথাও বলিতে লাগিলেন—লক্ষ্মণ! অদ্য মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই

---

* লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর নিন্দা করিলে রাম বলিবেন যে—লক্ষ্মণ! তুমি মধ্যমমাতা কৈকেয়ীর নিন্দা করিও না। তথাপি রাম যে এইরূপ বলিতেছেন—তাহা লক্ষ্মণের পরীক্ষার জন্য।

সা হি দেবী মহারাজং কৈকয়ী রাজ্যকারণাৎ।
অপি ন চ্যাবয়েৎ প্রাণান্ দৃষ্ট্বা ভরতমাগতম্ ॥৭
অনাথশ্চ হি বৃদ্ধশ্চ ময়া চৈব বিনাকৃতঃ।
কিং করিষ্যতি কামাত্মা কৈকেয্যা বশমাগতঃ ॥৮
ইদং ব্যসনমালোক্য রাজ্ঞশ্চ মতিবিভ্রমম্।
কাম এবার্থ-ধর্মাভ্যাং গরীয়ানিতি মে মতিঃ ॥৯
কো হ্যবিদ্বানপি পুমান্ প্রমদায়াঃ কৃতে ত্যজেৎ।
ছন্দানুবর্তিনং পুত্রং তাতো মামিব লক্ষ্মণ ॥১০
সুখী বত সুভার্য্যশ্চ ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ।
মুদিতান্ কোসলানেকো যো ভোক্ষ্যত্যধিরাজবৎ ॥১১
স হি রাজ্যস্য সর্বস্য সুখমেকং ভবিষ্যতি।
তাতে তু বয়সাতীতে ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে ॥১২
অর্থ-ধর্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ততে।
এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা ॥১৩
মন্যে দশরথায়ৈব মম প্রব্রাজনায় চ।
কৈকয়ী সৌম্যসংপ্রাপ্তা রাজ্যায় ভরতস্য চ ॥১৪
অপীদানীং তু কৈকেয়ী সৌভাগ্যমদমোহিতা।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ সা প্রবাধেত মৎকৃতে ॥১৫
মাতাস্মৎকারণাদ্দেবী সুমিত্রা দুঃখমাবসেৎ।
অযোধ্যামিত এব ত্বং কালে প্রবিশ লক্ষ্মণ ॥১৬
অহমেকো গমিষ্যামি সীতায়া সহ দণ্ডকান্।
অনাথায়া হি নাথত্বং কৌসল্যায়া ভবিষ্যসি ॥১৭
ক্ষুদ্রকর্মা হি কৈকেয়ী হ্যেদদস্যামযাচবেৎ।
পরিদদ্যাদ্ধি ধর্মজ্ঞ গরং তে মম মাতরম্ ॥১৮
নূনং জাত্যন্তরে তাত স্ত্রিয়ঃ পুত্রৈর্বিয়োজিতাঃ।
জনন্যা মম সৌমিত্রে তদিদং তূপপদ্যতে ॥১৯
ময়া হি চিরপুষ্টেন দুঃখসংবর্ধিতেন চ।
বিপ্রযুজ্যত কৌসল্যা ফলকালে ধিগস্তু মাম্ ॥২০

অতিদুঃখে শয়ন করিতেছেন এবং কৈকেয়ী সকলমনোরথা হইয়া অবশ্যই সন্তুষ্টা হইয়াছেন। কৈকেয়ীদেবী ভরতকে উপস্থিত দেখিয়া রাজ্যলাভের জন্য মহারাজ দশরথের প্রাণহানি না করেন, এই আশঙ্কা। মহারাজ দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আমা-কর্তৃক বিযুক্ত হইয়া সহায়-হীন হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে অজিতেন্দ্রিয় ও কৈকেয়ীর বশীভূত। এই অবস্থায় তিনি কি করিবেন? তাঁহার এইরূপ দুঃখ ও মতিভ্রম দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে, অর্থ ও ধর্ম হইতে কামই প্রবল। কোন্ অবিদ্বান্ ব্যক্তি স্ত্রীর জন্য আমার ন্যায় আজ্ঞানুবর্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে? ১১-১০

কৈকেয়ীপুত্র ভরত পত্নীর সহিত সুখী হইবেন, যেহেতু তিনি একাকী অধিরাজের ন্যায় সমৃদ্ধ কোশল-রাজ্য উপভোগ করিবেন। পিতা দশরথ বার্ধক্য-নিবন্ধন পরলোকগমন করিলে এবং আমি অরণ্যবাসী হওয়ায় ভরতই একাকী সমস্ত রাজ্যসুখ ভোগ করিবেন। যে ব্যক্তি অর্থ ও ধর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল কামের অনুবর্তন করে, সে অচিরে রাজা দশরথের ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। সৌম্য! আমি মনে করি যে, দশরথের বিনাশের জন্য, আমার নির্বাসনের জন্য ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্যই কৈকেয়ী আমাদের গৃহে আসিয়াছেন। আমার আশঙ্কা এই যে, সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া কৈকেয়ী আমার জন্য এক্ষণে মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে হয়ত কষ্ট দিতেছেন। ১১-১৫

আমাদের জন্য সুমিত্রাদেবীকে অতিদুঃখে বাস করিতে হইবে। লক্ষ্মণ! ভ্রাতঃ! এইজন্য তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি এইস্থান হইতে আগামী প্রাতঃকালেই অযোধ্যায় প্রবেশ কর। আমি একাকী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিব। তুমি অযোধ্যায় যাইয়া অনাথা কৌশল্যাদেবীর রক্ষক হইবে। নীচকার্য্যরতা কৈকেয়ী বিদ্বেষবশতঃ অন্যায়কার্য্য করিতে পারেন। এমন কি, তিনি তোমার মাতাকে ও আমার মাতাকে বিষও দিতে পারেন। ভ্রাতঃ! সৌমিত্রে! আমার মনে হয়, আমার জননী জন্মান্তরে অনেক রমণীকে পুত্র-বিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহার জন্য অদ্য তাঁহার এইরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। হায়! কৌশল্যাদেবী আমাকে বহুদুঃখে বর্ধিত করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ তিনি আমাকে পালন-পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি

মাস্ম সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্।
সৌমিত্রে যোঽহমম্বায়া দদ্মি শোকমনন্তকম্ ॥২১
মন্যে প্রীতিবিশিষ্টা সা মতো লক্ষ্মণ সারিকা।
যত্তস্যাঃ শ্রূয়তে বাক্যং শুক পাদমবেদ্দশ ॥২২
শোচন্ত্যাশ্চাল্পভাগ্যায়া ন কিঞ্চিদুপকুর্বতা।
পুত্রেণ কিমপুত্রায়া ময়া কার্য্যমরিন্দম ॥২৩
অল্পভাগ্যা হি মে মাতা কৌসল্যা রহিতা ময়া।
শেতে পরমদুঃখার্ত্তা পতিতা শোকসাগরে ॥২৪
একো হ্যহমযোধ্যাঞ্চ পৃথিবীং চাপি লক্ষ্মণ।
তরেয়মিষুভিঃ ক্রুদ্ধো নমু বীর্য্যমকারণম্ ॥২৫
অধর্মভয়ভীতশ্চ পরলোকস্য চানঘ।
তেন লক্ষ্মণ নাদ্যাহমাত্মানমভিষেচয়ে ॥২৬

এতদত্যন্ত করুণং বিলপ্য বিজনে বহু।
অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তূষ্ণীমুপাবিশৎ ॥২৭
বিলাপোপরতং রামং গতার্চিষমিবানলম্।
সমুদ্রমিব নির্বেগমাশ্বাসয়ত লক্ষ্মণঃ ॥২৮
ধ্রুবমস্ত পুরী রাম অযোধ্যাঽদ্যৈবনাং বর।
নিষ্প্রভা ত্বয়ি নিষ্ক্রান্তে গতচন্দ্রেব শর্বরী ॥২৯
নৈতদৌপয়িকং রাম যদিদং পরিতপ্যসে।
বিষাদয়সি সীতাঞ্চ মাং চৈব পুরুষর্ষভ ॥৩০
ন চ সীতা ত্বয়া হীনা ন চাহমপি রাঘব।
মুহূর্তমপি জীবাবো জলান্মৎস্যাবিবোদ্ধৃতৌ ॥৩১
নহি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গং চাপি ত্বয়া বিনা ॥৩২

ফললাভ-সময়ে আমা হইতে বিযোজিতা হইলেন। এইজন্য আমাকে ধিক্। কোন মহিলা যেন আমার মত দুঃখপ্রদ পুত্র প্রসব না করেন, কারণ আমি আমার মাতাকে অসীমদুঃখ-শোক প্রদান করিতেছি। লক্ষ্মণ! আমার জননী কর্তৃক পালিতা সারিকা তাঁহাকে আমা অপেক্ষা অধিক প্রীতি করিয়া থাকে, যেহেতু "শুক! তুমি শত্রুপক্ষে দংশন কর" সারিকার এইরূপ কথা তিনি শুনিয়া থাকেন। শত্রুদমন! ভ্রাতঃ! আমি সেই অল্পভাগ্যবতী শোকাতুরা জননীর কোন উপকার করিতে পারিলাম না। পুত্রহীনা মাতার আমাকে পুত্ররূপে পাওয়ায় কি ফল হইল? আমার মাতা কৌসল্যা নিশ্চয়ই অল্পভাগ্যবতী, যেহেতু আমার অভাবে পরমদুঃখে শোকসিন্ধুতে পতিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই অযোধ্যা এমন কি সমস্ত পৃথিবীকে বাণের দ্বারা আবৃত করিতে পারি। কিন্তু আমার বীরত্ব বৃথা হইতেছে।২১-২৫

নিষ্পাপ! ভ্রাতঃ! আমি অধর্ম ও পরলোকের ভয়ে ভীত বলিয়া অদ্যই রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারিতেছি না। নির্জনবনে রাত্রিকালে এইভাবে অন্যান্য নানা কথা বলিয়া করুণভাবে বিলাপ করত রাম অশ্রুপূর্ণ মুখে মৌন অবলম্বন করিলেন। শিখাহীন অগ্নির মত ও বেগরহিত সমুদ্রের মত শ্রীরাম বিলাপ করিয়া নিবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে আশ্বাসদান করিবার জন্য বলিলেন,—অগ্রজ! আপনি অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। এইজন্য নিশ্চয়ই অযোধ্যানগরী চন্দ্রহীনা রজনীর ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছে। পুরুষোত্তম! আপনি আমাকে ও সীতাকে বিষাদিত করিয়া এইরূপ যে পরিতাপ করিতেছেন, ইহা আপনার পক্ষে উচিত হইতেছে না।১৬-৩০

সীতাদেবী ও আমি আপনার বিরহ প্রাপ্ত হইয়া জল হইতে উদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় একমুহূর্তও জীবিত থাকিব না। অদ্য আমি আপনাকে ছাড়িয়া পিতা, শত্রুঘ্ন কিংবা মাতাকেও দেখিতে ইচ্ছা করি না, এমন কি আপনাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গও দেখিতে ইচ্ছা করি না। শ্রীমান্ লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে পর ভূমিতে উপবিষ্ট ধর্মবৎসল রাম ও সীতা অনতিদূরে বটবৃক্ষতলে শয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া তাহাতে শয়ন করিলেন। শত্রুদমন রাম প্রিয় অনুজের স্নেহপূর্ণ উপযুক্ত বাক্য শুনিয়া রামপ্রবর্ধন অবলম্বনপূর্বক পরমাদরে

ততস্তত্র সমাসীনৌ নাতিদূরে নিরীক্ষ্য তাম্।
ন্যগ্রোধে সুকৃতাং শয্যাং তেজাতে ধর্মবৎসলৌ ॥৩৩
স লক্ষ্মণস্তোত্তমপুষ্কলং বচো
নিশম্য চৈবং বনবাসমাদরাৎ।
সমাঃ সমস্তা বিদধে পরন্তপঃ
প্রপন্ন ধর্মং সুচিরায় রাঘবঃ ॥৩৪

দীর্ঘ চতুর্দশবৎসর যাবৎ বনবাস করিতে লাগিলেন। সেই নির্জন মহারণ্যে রঘুবংশবর্ধন মহাবলবান্ রাম ও লক্ষ্মণ গিরিগুহাচারী সিংহদ্বয়ের ন্যায় কোনরূপ ভয় বা বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইলেন না।৩১-৩৫

ততস্তু তস্মিন্ বিজনে মহাবলৌ
মহাবনে রাঘববংশবর্ধনৌ।
ন তৌ ভয়ং সম্ভ্রমমভ্যুপেয়তু-
র্গিরৌ যথৈব সিংহৌ গিরিসানুগোচরৌ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রামস্য ভরদ্বাজসমীপে গমনম্, তত্রাবস্থানঞ্চ, চিত্রকূটগমনায় ভরদ্বাজস্যাদেশশ্চ।]

তে তু তস্মিন্মহাবৃক্ষে উষিত্বা রজনীং শুভাম্।
বিমলেঽভ্যুদিতে সূর্যে তস্মাদ্দেশাৎ প্রতস্থিরে ॥১
যত্র ভাগীরথীং গঙ্গাং যমুনাভিপ্রবর্ততে।
তগ্মুস্তং দেশমুদ্দিশ্য বিগাহ্য তমহদ্ বনম্ ॥২
তে ভূমিভাগান্ বিবিধান্ দেশাংশ্চাপি মনোহরান্।
অদৃষ্টপূর্বান্ পশ্যন্তস্তত্র তত্র যযুস্ত্বিনঃ ॥৩
যথা ক্রমেণ সংপশ্যন্ পুষ্পিতান্ বিবিধান্ দ্রুমান্।
নির্বৃত্তমাত্রে দিবসে রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥৪
প্রয়াগমভিতঃ পশ্য সৌমিত্রে ধূমমুত্তমম্।
অগ্নের্ভগবতঃ কেতুং মন্যে সন্নিহিতো মুনিঃ ॥৫
নূনং প্রাপ্তাঃ স্ম সম্ভেদং গঙ্গা-যমুনয়োর্বয়ম্।
তথাপি শ্রূয়তে শব্দো বারিণোর্বারিঘর্ষজঃ ॥৬

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

[শ্রীরামের ভরদ্বাজ-সমীপে গমন, সেইস্থানে অবস্থান এবং চিত্রকূটগমনের জন্য ভরদ্বাজের আদেশ।]

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সেই বিশাল বটবৃক্ষের তলে সেই রাত্রিটি অতিবাহিত করিলেন এবং নির্মল সূর্যদেব উদিত হইলে পর সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যে প্রদেশে যমুনানদী ভাগীরথী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া সেই প্রদেশের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য ও নানাবিধ মনোহর প্রদেশসমূহ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে যথাসুখে যাইতে যাইতে নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল। এইভাবে চলিতে চলিতে দিবা অবসান হইলে রাম সৌমিত্রকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ। ঐ দেখ, প্রয়াগের পার্শ্বে ভগবান্ অগ্নির চিহ্নস্বরূপ উত্তম (সুগন্ধ) ধূম উত্থিত হইতেছে। মনে হইতেছে যে, ভরদ্বাজ সেখানে বর্তমান আছেন।১-৫

নিশ্চয়ই আমরা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়া পড়িয়াছি। কেননা, দুইটি বারিধারার সংঘর্ষজাত শব্দ

দারুণি পরিভিন্নানি বনজৈরুপজীবিভিঃ।
ছিন্নাশ্চাপ্যাশ্রমে চৈতে দৃশ্যন্তে বিবিধা দ্রুমাঃ ॥৭
ধন্বিনৌ তৌ সুখং গত্বা লম্বমানে দিবাকরে।
গঙ্গা-যমুনয়োঃ সন্ধৌ প্রাপতুর্নিলয়ং মুনেঃ ॥৮
রামস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য ত্রাসয়ন্মৃগপক্ষিণঃ।
গত্বা মুহূর্তমধ্বানং ভরদ্বাজমুপাগমৎ ॥৯
ততস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য মুনের্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ।
সীতয়ানুগতৌ বীরৌ দূরাদেবাবতস্থতুঃ ॥১০
স প্রবিশ্য মহাত্মানমৃষিং শিষ্যগণৈর্বৃতম্।
সংশিতব্রতমেকাগ্রং তপসা লব্ধচক্ষুষম্ ॥১১
হুতাগ্নিহোত্রং দৃষ্ট্বৈব মহাভাগঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
রামঃ সৌমিত্রিণা সার্ধং সীতয়া চাভ্যবাদয়ৎ ॥১২
ন্যবেদয়ত চাত্মানং তস্মৈ লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
পুত্রৌ দশরথস্যাবাং ভগবন্ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৩
ভার্যা মমেয়ং কল্যাণী বৈদেহী জনকাত্মজা।
মাং চানুজাতা বিজনং তপোবনমনিন্দিতা ॥১৪
পিত্রা প্রব্রাজ্যমানং মাং সৌমিত্রিরনুজঃ প্রিয়ঃ।
অন্বগচ্ছদ্গমদ্ভ্রাতা বনমেব ধৃতব্রতঃ ॥১৫
পিত্রা নিযুক্তা ভগবন্ প্রবেক্ষ্যাম তপোবনম্।
ধর্মমেবাচরিষ্যামস্তত্র মূলফলাশনাঃ ॥১৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
উপানয়ত ধর্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ ॥১৭
নানাবিধানদ্রুমসান্ বন্যমূলফলাশ্রয়ান্।
তেভ্যো দদৌ তপস্তপা বাসং চৈবাভ্যকল্পয়ৎ ॥১৮
মৃগপক্ষিভিরাসীনো মুনিভিশ্চ সমন্ততঃ।
রামমাগতমভ্যর্চ্য স্বাগতেনাগতং মুনিঃ ॥১৯
প্রতিগৃহ্য তু তামর্চামুপবিষ্টং স রাঘবম্।
ভরদ্বাজোঽব্রবীদ্ বাক্যং ধর্মযুক্তমিদং তদা ॥২০

কর্ণগোচর হইতেছে। বল্কলাদি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী ব্যক্তিরা কাষ্ঠচ্ছেদন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। দেখিতেছি, আশ্রম-নিকটে নানাবিধ বৃক্ষ ছিন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। এইভাবে কথা বলিতে বলিতে অক্লেশে গমন করিয়া সূর্যাস্তসময়ে ধনুর্ধারী ভ্রাতৃদ্বয় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাম আশ্রমস্থিত মৃগ ও পক্ষীদিগকে ভয়মুক্ত করিয়া একমুহূর্তকাল গমনপূর্বক ভরদ্বাজের নিকটবর্তী হইলেন। মহাবীর ভ্রাতৃদ্বয় সীতার সহিত আশ্রমে যাইয়া মুনির দর্শন প্রার্থনা করিলেন এবং কিছুদূরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ।৮-১০

পরে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পর্ণকুটীরে প্রবেশ করত মহাভাগ রাম দেখিতে পাইলেন যে, মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্র সমাপন করিয়া শিষ্যগণবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কঠোরব্রতচারী একাগ্রচিত্ত তপস্যাপ্রভাবে ত্রিকালদর্শী ঋষিকে দর্শন করিবা-মাত্র লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণাগ্রজ তাঁহার নিকট নিজপরিচয় দিতে বলিলেন,—ভগবন্! আমরা দুইভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ মহারাজ দশরথের পুত্র। এই জনকনন্দিনী কল্যাণী সীতা আমার ভার্যা। অনিন্দিতা সীতা নির্জন তপোবনেও আমার অনুগামিনী হইয়াছেন। আমি পিতৃদেব কর্তৃক নির্বাসিত হইলে আমার প্রিয় অনুজ ভ্রাতা সৌমিত্র ব্রতধারণপূর্বক আমার সঙ্গে বনে আসিয়াছেন ।১১-১৫

ভগবন্! এক্ষণে আমরা পিতার নিয়োগানুসারে তপোবনে প্রবেশ করিব এবং ফলমূলভোজী হইয়া সেখানে ধর্মানুষ্ঠান করিব। রাজপুত্র রামের বাক্য শুনিয়া ধর্মাত্মা ভরদ্বাজ তাঁহাদের তিনজনের জন্য গো, অর্ঘ্য ও উদক আনয়ন করাইলেন, এবং নানাবিধ বন্যফল-মূলাদিসহৃত ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিলেন। পরে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন। তপস্বী মুনিবর মৃগ, পক্ষী ও মুনিগণে পরিবৃত হইয়া স্বাগতবাক্যে সমাগত রামের এইরূপ অর্চনা করিলেন। মুনিপ্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া রঘুনন্দন রাম উপবিষ্ট হইলে পর ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকে ধর্মযুক্ত বাক্যে বলিলেন ।১৬-২০

চিরস্য খলু কাকুৎস্থ পশ্যাম্যহমুপাগতম্।
শ্রুতং তব ময়া চৈব বিবাসনমকারণম্ ॥২১
অবকাশো বিবিক্তোঽয়ং মহানদ্যোঃ সমাগমে।
পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বসাত্রেহ ভবান্ সুখম্ ॥২২
এবমুক্তস্তু বচনং ভরদ্বাজেন রাঘবঃ।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং রামঃ সর্বহিতে রতঃ ॥২৩
ভগবন্নিত আসন্নঃ পৌর-জানপদো জনঃ।
তদর্শনমিহ মাং প্রেক্ষ্য মন্যেঽহমিমমাশ্রমম্ ॥২৪
আগমিষ্যতি বৈদেহীং মাং চাপি প্রেক্ষকো জনঃ।
অনেন কারণেনাহমিহ বাসং ন রোচয়ে ॥২৫
একান্তে পশ্য ভগবন্নাশ্রমস্থানমুত্তমম্।
রমতে যত্র বৈদেহী সুখার্হা জনকাত্মজা ॥২৬
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
রাঘবস্য তু তদ্ বাক্যমর্থগ্রাহকমব্রবীৎ ॥২৭
দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্নিবৎস্যসি।
মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ পর্বতঃ শুভদর্শনঃ ॥২৮
গোলাঙ্গূলাশ্চরিতো বানরর্ক্ষনিষেবিতঃ।
চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ ॥২৯
যাবতা চিত্রকূটস্য নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে।
কল্যাণানি সমাধত্তে ন পাপে কুরুতে মনঃ ॥৩০
ঋষয়স্তত্র বহবো বিহৃত্য শরদাং শতম্।
তপসা দিবমারূঢ়াঃ কপালশিবসা সহ ॥৩১
প্রবিবিক্তমহং মন্যে তং বাসং ভবতঃ সুখম্।
ইহ বা বনবাসায় বস রাম ময়া সহ ॥৩২
স রামং সর্বকামৈস্তং ভরদ্বাজঃ প্রিয়াতিথিম্।
সভার্য্যং সহ চ ভ্রাত্রা প্রতিজগ্রাহ হর্ষয়ন্ ॥৩৩
তস্য প্রয়াগে রামস্য তং মহর্ষিমুপেয়ুষঃ।
প্রপন্না রজনী পুণ্যা চিত্রাঃ কথয়তঃ কথাঃ ॥৩৪

কাকুৎস্থ! রাম! আমি এই আশ্রমে বহুকাল হইতে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি শুনিয়াছি যে, তুমি বিনা কারণে নির্বাসিত হইয়াছ। দুইটি মহানদীর মিলনস্থান এই প্রদেশটি নির্জন, পবিত্র ও রমণীয়। তুমি এইস্থানে সুখে বাস কর। ভরদ্বাজ মুনি এইরূপ বলিলে পর সর্বলোকহিতকারী রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে শুভময় বাক্যে বলিলেন,—ভগবন্! অযোধ্যাবাসী ও গ্রামবাসী জনগণ আপনার এই আশ্রম হইতে বহুদূরবর্তী নয়। আমার সহিত সাক্ষাৎকার করা অতিসহজ মনে করিয়া তাহারা আমাকে ও বৈদেহীকে দেখিতে ইচ্ছুক হইবে এবং এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই কারণে এখানে থাকিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।২১-২৫

ভগবন্! আপনি জনগণের অগম্য স্থানে এমন একটি উত্তম আশ্রমস্থানের সন্ধান প্রদান করুন, যেখানে সুখোচিতা জনকনন্দিনী সীতা আনন্দে থাকিতে পারেন। মহামুনি ভরদ্বাজ শ্রীরামের এইরূপ শুভ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বলিলেন,—তাত! এই স্থান হইতে দশক্রোশ দূরে একটি পর্বত আছে। সেখানে তুমি বাস করিতে পারিবে। মহর্ষিগণসেবিত ঐ পর্বত পুণ্যময় ও শুভদর্শন। সেখানে গোলাঙ্গূল, বানর ও ঋক্ষগণ (ভল্লুক) বাস করিয়া থাকে। গন্ধমাদনতুল্য ঐ পর্বত চিত্রকূটনামে বিখ্যাত। চিত্রকূটের মহিমা এই যে, যে মানব যতদিন যাবৎ এই চিত্রকূটের শৃঙ্গসমূহ দর্শন করিবে, সে ততদিন পর্য্যন্ত কল্যাণলাভ করিবে, কিংবা কল্যাণকর কার্য্য করিবে এবং সে পাপে আসক্ত হইবে না।২৬-৩০

ঐ চিত্রকূটপর্বতে বহুসংখ্যক ঋষি শতবৎসর যাবৎ তপস্যানুষ্ঠানে বিহার করিয়া মৃতমনুষ্যের কপালতুল্য শুভ্রমস্তকে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। রাম! আমি মনে করি যে, ঐ নির্জনস্থানে তুমি সুখে বাস করিতে পারিবে। অথবা বনবাসের জন্য তুমি এইস্থানেই আমার সহিত বাস কর। ভরদ্বাজ ঋষি এইভাবে মধুরবাক্যে আনন্দিত করিয়া ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত আগত প্রিয় অতিথি রামকে সকলকাম্যবস্তুর দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। প্রয়াগে মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট গমন করিয়া ও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ বিচিত্র কথা বলিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় পুণ্যময়ী রাত্রি

সীতা তৃতীয়ঃ কাকুৎস্থঃ পরিশ্রান্তঃ সুখোচিতঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে তাং রাত্রিমবসৎ সুখম্ ॥৩৫
প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং ভরদ্বাজমুপাগমৎ।
উবাচ নরশার্দূলো মুনিং জ্বলিততেজসম্ ॥৩৬
শর্বরীং ভগবন্নদ্য সত্যশীল তবাশ্রমে।
উষিতাঃ স্মোঽহ বসতিমনুজানাতু নো ভবান্ ॥৩৭
রাত্র্যাং তু তস্যাং ব্যুষ্টায়াং ভরদ্বাজোঽব্রবীদিদম্।
মধু-মূল-ফলোপেতং চিত্রকূটং ব্রজেতি হ ॥৩৮
বাসমৌপয়িকং মন্যে তব রাম মহাবল।
নানানগগণোপেতঃ কিন্নরোরগসেবিতঃ ॥৩৯
ময়ূরনাদাভিরতো গজরাজনিষেবিতঃ।
গম্যতাং ভবতা শৈলশ্চিত্রকূটঃ স বিশ্রুতঃ ॥৪০

উপস্থিত হইল। সর্বদা সুখভোগযোগ্য অতিশ্রান্ত রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজমুনির রমণীয় আশ্রমে সুখে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ।৩১-৩৫

রাত্রি প্রভাত হইলে নরশ্রেষ্ঠ রাম প্রজ্বলিত অগ্নি-তুল্যতেজস্বী ভরদ্বাজ মুনির নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সত্যপূতস্বভাবসম্পন্ন। আমরা আপনার আশ্রমে অদ্য এই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। এক্ষণে আমাদের বাসস্থানে যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া ভরদ্বাজ মুনি রামকে বলিলেন,—তুমি মধু, মূল ও ফলসমন্বিত চিত্রকূটে গমন কর। মহাবল! রাম! আমি মনে করি যে, চিত্রকূটই তোমার বাসের যোগ্য স্থান। সেখানে নানাজাতীয় বৃক্ষ রহিয়াছে। কিন্নরগণ সর্বদা সেখানে বাস করে। ময়ূরের ধ্বনিতে ঐ স্থান মুখরিত। বিশালদেহ হস্তি-সমূহ ঐ পর্বতে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ বিখ্যাত চিত্রকূটপর্বতে তুমি গমন কর ।৩৬-৪০

পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বহুমূলফলাযুতঃ।
তত্র কুঞ্জরযূথানি মৃগযূথানি চৈব হি ॥৪১
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব।
সরিৎপ্রস্রবণপ্রস্থান্ দরী-কন্দর-নির্ঝরান্।
চরতঃ সীতয়া সার্ধং নন্দিষ্যতি মনস্তব ॥৪২
প্রহৃষ্টকোষ্টিভকোকিলস্বনৈ-
র্বিনোদয়ন্তশ্চ সুখং পরং শিবম্।
মৃগৈশ্চ মত্তৈর্বহুভিশ্চ কুঞ্জরৈঃ
সুরম্যমাসাদ্য সমাবসাশ্রমম্ ॥৪৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

চিত্রকূটপর্বত পুণ্যময় ও রমণীয়স্থান, নানাপ্রকার ফলমূলে পরিপূর্ণ। রঘুনন্দন! হস্তিযূথ ও হরিণসমূহ সেখানে বনমধ্যে সর্বদা বিচরণ করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। তুমি সীতার সহিত ভ্রমণ করিবার সময় পার্বত্য নদী, প্রস্রবণ (ঝোরা), প্রস্থ (পর্বতস্থিত শিলা), দরী (কৃত্রিম গুহা), কন্দর (অকৃত্রিম গুহা) ও নির্ঝর (ঝর্ণা) দেখিবে, তাহাতে তোমার মন আনন্দিত হইবে। তুমি অতিহৃষ্ট টিট্টিভ ও কোকিলসমূহের কূজনে আনন্দদানসমর্থ এবং মদমত্ত হস্তী ও মৃগগণের দ্বারা শোভিত সুখকর মঙ্গলময় রমণীয় চিত্রকূটে আশ্রয় গ্রহণ কর এবং সুখে বাস কর ।৪১-৪৩

নিম্নলিখিত শ্লোকটি কোন কোন গ্রন্থে ৪২ নং শ্লোকের পরে অধিক দেখা যায়—

যতো হ্লাদকরা এতে অতরো বনচারিণঃ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামপ্রভৃতীনুদ্দিশ্য ভরদ্বাজমুনেঃ স্বস্তিবাচনম্, চিত্রকূটগমনমার্গস্য পরিচয়ঃ, তত্র গমনায় নির্দেশদানঞ্চ, স্বনির্মিতপ্লবেন শ্রীরামপ্রভৃতীনাং পারেযমুনাগমনম্, যমুনাদেব্যাঃ সমীপে শ্যামবটবৃক্ষস্য চ সমীপে সীতাদেব্যাঃ প্রার্থনম্, যমুনাকূলশ্রিতবনে তেষাং বিচরণম্, সমতলভূমৌ রাত্রিযাপনঞ্চ।]

উষিত্বা রজনীং তত্র রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।
মহর্ষিমভিবাদ্যাথ জগ্মতুস্তং গিরিং প্রতি ॥১
তেষাং স্বস্ত্যয়নং চৈব মহর্ষিঃ স চকার হ।
প্রস্থিতান্ প্রেক্ষ্যতাংশ্চৈব পিতাপুত্রানিবৌরসান্ ॥২
ততঃ প্রচক্রমে বক্তুং বচনং স মহামুনিঃ।
ভরদ্বাজো মহাতেজা রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥৩
গঙ্গা-যমুনয়োঃ সন্ধিমাসাদ্য মনুজর্ষভ (ক)।
কালিন্দীমনুগচ্ছেতাং নদীং পশ্চাম্মুখাশ্রিতাম্ ॥৪
অথাসাদ্য তু কালিন্দীং প্রতিস্রোতঃসমাগতাম্।
তস্যাস্তীর্থং প্রচরিতং প্রকামং প্রেক্ষ্য রাঘব।
তত্র যূয়ং প্লবং কৃত্বা তরতাংশুমতীং নদীম্ ॥৫
ততো ন্যগ্রোধমাসাদ্য মহান্তং হরিতচ্ছদম্।
পরীতং বহুভির্বৃক্ষৈঃ শ্যামং সিদ্ধোপসেবিতম্ ॥৬
তস্মিন্ সীতাঞ্জলিং কৃত্বা প্রযুঞ্জীতাশিষঃ ক্রিয়াম্।
সমাসাদ্য চ তং বৃক্ষং বসেদ্ বাতিক্রমেত বা ॥৭
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা নীলং প্রেক্ষ্য চ কাননম্।
শল্লকী-বদরীমিশ্রং ধ্রুবং বহ্যৈশ্চ পাদপৈঃ ॥৮
স পন্থাশ্চিত্রকূটস্য গতস্য বহুশো ময়া।
রম্যো মার্গবযুক্তশ্চ বাহ্যৈশ্চৈব বিবর্জিতঃ ॥৯

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির উদ্দেশে ভরদ্বাজমুনির স্বস্তিবাচন, চিত্রকূটে যাইবার পথপরিচয় ও নির্দ্দেশদান, স্বনির্মিত ভেলার সাহায্যে শ্রীরাম প্রভৃতির যমুনার পরপারে গমন, যমুনাদেবীর নিকট সীতার প্রার্থনা, শ্যামবটবৃক্ষের নিকট সীতাদেবীর আশীর্বাদ-যাচ্ঞা, যমুনার তীরবর্ত্তী বনে বিচরণ ও সমতল তটদেশে রাত্রিযাপন।]

শত্রুদমন রাজপুত্রদ্বয় ঐ আশ্রমে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদনপূর্ব্বক চিত্রকূটপর্ব্বত অভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে গমনোদ্যত দেখিয়া পিতা ঔরসজাত পুত্রগণের বিদেশগমনসময়ে যেমন স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহাদের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী মুনিবর ভরদ্বাজ সত্যপরাক্রম রামকে বলিতে লাগিলেন—নরোত্তম! তুমি গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে যাইয়া গঙ্গাস্রোতের আঘাতে বিপরীতগামিনী যমুনানদীর অনুসরণ কর। রঘুনন্দন! যমুনার স্রোতের প্রতিকূলদিকে গমন করিয়া লোক-গমনাগমনচিহ্নযুক্ত তীর্থ (ঘাট) দেখিতে পাইবে। সেখানে তোমরা ভেলার সাহায্যে সূর্য্যতনয়া যমুনার পরপারে যাইও।১-৫

অনন্তর হরিদ্বর্ণ (সবুজ)-পত্রাচ্ছাদিত বহুবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত সিদ্ধগণসেবিত শ্যামনামক বিশাল বটবৃক্ষের নিকট গমন করিও। সেখানে যাইয়া সীতা যেন কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ বৃক্ষের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সীতা ঐ বৃক্ষসমীপে যাইয়া তথায় বাস করিতে পারেন, কিংবা ক্লান্তি না হইলে অতিক্রম করিয়াও যাইতে পারেন। পরে একক্রোশ পথ যাইয়া নীলবর্ণ কানন দেখিতে পাইবে। যমুনাতীরবর্ত্তী বহুবৃক্ষসমূহে পরিবৃত শল্লকী ও বদরীবৃক্ষসমন্বিত ঐ বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবে। চিত্রকূটপর্ব্বতে যাইবার সেইটিই পথ। আমি অনেকবার সেই পথে গিয়াছি। ঐ পথ রমণীয়, কোমল ও দাবানলবর্জ্জিত। মহর্ষি ভরদ্বাজ এইভাবে

পাঠান্তর :—(ক)—সঙ্গিমাসাদ্য মনুজর্ষভ তৌ।

ইতি পন্থানমাদিশ্য মহর্ষিঃ স ন্যবর্ত্তত (ক)।
অভিবাদ্য তথেত্যুক্ত্বা রামেণ বিনিবর্ত্তিতঃ ॥১০
উপাবৃত্তে মুনৌ তস্মিন্ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
কৃতপুণ্যাঃ স্ম ভদ্রং তে মুনির্যন্নোঽনুকম্পতে ॥১১
ইতি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ মন্ত্রয়িত্বা মনস্বিনৌ।
সীতামেবাগ্রতঃ কৃত্বা কালিন্দীং জগ্মতুর্নদীম্ ॥১২
অথাসাদ্য তু কালিন্দীং শীঘ্রং স্রোতস্বিনীং নদীম্।
চিন্তামাপেদিরে সদ্যো নদীস্তরণতীর্থবিৎ ॥১৩
তৌ কাষ্ঠসঙ্ঘাটমথো চক্রতুঃ সুমহাপ্লবম্।
শুষ্কৈর্বংশৈঃ (খ) সমাকীর্ণমুশীরৈশ্চ সমাবৃতম্ ॥১৪
ততো বৈতসশাখাশ্চ জম্বুশাখাশ্চ বীর্য্যবান্।
চকার লক্ষ্মণশ্ছিত্ত্বা সীতায়াঃ সুখমাসনম্ ॥১৫
তত্র প্রিয়মিবাচিন্ত্যাং রামো দাশরথিঃ প্রিয়াম্।
ঈষৎ সলজ্জমানাং তামধ্যারোপয়ত প্লবম্ ॥১৬
পার্শ্বে তত্র চ বৈদেহ্যা বসনে ভূষণানি চ।
প্লবে কঠিনকাঞ্চক রামশ্চক্রে সমাহিতঃ ॥১৭
আরোপ্য সীতাং প্রথমং সংঘাটং পরিগৃহ্য তৌ।
ততঃ প্রতরতুর্হৃষ্টৌ প্রীতৌ দশরথাত্মজৌ ॥১৮
কালিন্দীমধ্যমায়াতা সীতা ত্বেনামবন্দত।
স্বস্তি দেবি তরামি ত্বাং পারয়েন্মে পতির্ব্রতম্ ॥১৯
যক্ষ্যে ত্বাং গোসহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ।
স্বস্তি প্রত্যাগতে রামে পুরীমিক্ষ্বাকুপালিতাম্ ॥২০
কালিন্দীমথ সীতা তু যাচমানা কৃতাঞ্জলিঃ।
তীরমেবাভিসংপ্রাপ্তা দক্ষিণং বরবর্ণিনী ॥২১
ততঃ প্লবেনাংশুমতীং শীঘ্রগামুর্ম্মিমালিনীম্।
তীরজৈর্বহুভির্বৃক্ষৈঃ সংতেরুর্যমুনাং নদীম্ ॥২২
তে তীর্ণাঃ প্লবমুৎসৃজ্য প্রস্থায় যমুনাবনাৎ।
শ্যামং ন্যগ্রোধমাসেদুঃ শীতলং হরিতচ্ছদম্ ॥২৩

রামের নিকট পথের পরিচয় ও নির্দ্দেশ দিয়া নিবৃত্ত হইলেন। রাম 'তথাস্তু' বলিয়া মহর্ষির নির্দ্দেশ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিবৃত্ত করিলেন।৬-১০

ভরদ্বাজমুনি নিবৃত্ত হইলে পর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আমরা নিশ্চয়ই পুণ্যজনক কার্য্য করিয়াছি, যেহেতু মুনি আমাদিগকে এইরূপ অনুকম্পা করিতেছেন। মনস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ দুইভ্রাতা এইরূপ আলোচনা করিয়া সীতাকে অগ্রে করিয়া যমুনার দিকে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর খরস্রোতা যমুনানদীর তীরে আসিয়া নদীজলপ্রবাহ উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে কাষ্ঠসমূহের দ্বারা একটি বৃহৎ ভেলা নির্ম্মাণ করিলেন এবং শুষ্ক বংশপত্র ও বেনার মূলসমূহে সমাবৃত করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ বেতসশাখা ও জম্বুশাখা ছেদন করিয়া সীতার জন্য সুখকর আসন রচনা করিলেন। তখন দশরথনন্দন রাম অচিন্ত্যরূপিণী লক্ষ্মীতুল্যা ঈষৎলজ্জিতা প্রিয়তমাকে ঐ ভেলায় আরোহণ করাইলেন। পরে তিনি পার্শ্বে সীতার বসন ও অলঙ্কার-সমূহ স্থাপন করিলেন এবং অতি সাবধানে ধনিত্র, পেটক ও অন্যান্য দ্রব্য ভেলার উপর রাখিলেন। দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ প্রথমে সীতাকে ভেলার উপর উঠাইয়া সানন্দে বহিত্র (বাঁড়ি) চালনাপূর্ব্বক যমুনাপারে যাইতে লাগিলেন। যমুনার মধ্যভাগে আসিয়া সীতা তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন,—দেবি! আমি আপনার উপর দিয়া পারে যাইতেছি। আমার পতি যেন নির্ব্বিঘ্নে ব্রতপালন করিতে পারেন। তিনি সকুশলে ইক্ষ্বাকুপালিত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আমি সহস্রগোদান ও একশত সুরাপূর্ণকলসের দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিব।১১-২০

সুন্দরী সীতাদেবী কৃতাঞ্জলিপুটে যমুনার নিকট এইভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইলেন। এইভাবে তীরদেশে উৎপন্ন বহুবৃক্ষে শোভাময়ী খরস্রোতা তরঙ্গযুক্তা সূর্য্যতনয়া যমুনার পরপারে তাঁহারা ভেলার দ্বারা আগমন করিলেন। তীরে আসিয়া তাঁহারা ভেলা পরিত্যাগ করিলেন এবং যমুনাতীরবর্ত্তী বন হইতে প্রস্থান করিয়া

পাঠান্তর :—(ক)—সন্ন্যবর্ত্ত। (খ) শুষ্কৈর্বংশৈঃ—।

ন্যগ্রোধং সমুপাগম্য বৈদেহী চাভ্যবন্দত।
নমস্তেঽস্তু মহাবৃক্ষ পারয়েন্মে পতিব্রতম্ ॥২৪
কৌসল্যাং চৈব পশ্যেম সুমিত্রাঞ্চ যশস্বিনীম্।
ইতি সীতাঞ্জলিং কৃত্বা পর্য্যগচ্ছন্মনস্বিনী ॥২৫
অবলোক্য ততঃ সীতামাগচ্ছন্তীমনিন্দিতাম্।
দয়িতাঞ্চ বিধেয়াঞ্চ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥২৬
সীতামাদায় গচ্ছ ত্বমগ্রতো ভরতানুজ।
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সায়ুধো দ্বিপদাং বর ॥২৭
যদ্‌যৎফলং প্রার্থয়তে পুষ্পং বা জনকাত্মজা।
তত্তৎ প্রযচ্ছ বৈদেহ্যা যত্রাস্যা রমতে মনঃ ॥২৮
(গচ্ছতোস্তু তয়োর্মধ্যে বভূব জনকাত্মজা।
মাতঙ্গয়োর্মধ্যগতা শুভা নাগবধূরিব ॥)
একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্।
অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাঽবলা ॥২৯
রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্।
সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ ॥৩০
বিচিত্রবালুকজ্ঞাং হংস-সারসনাদিতাম্।
রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্ ॥৩১
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
বহূন্ মেধ্যান্ মৃগান্ হত্বা চেরতুর্যমুনাবনে ॥৩২
বিহৃত্য তে বহিণযূথনাদিতে
শুভে বনে বারণ-বানরাযুতে।
সমং নদীবপ্রমুপেত্য সত্বরং
নিবাসমাজগ্মুরদীনদর্শনাঃ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

হরিদ্‌বর্ণ (সবুজ)-পত্রাচ্ছাদিত সুশীতল শ্যামনামক বটবৃক্ষের সমীপে আগমন করিলেন। বিদেহনন্দিনী সীতা বটবৃক্ষের নিকটে গমন করিয়া ঐ বৃক্ষকে অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন,—মহাবৃক্ষ! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমার পতি যেন ব্রতপালন করিতে পারেন। আমরা অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া যেন যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রাদেবীকে দেখিতে পাই, এই প্রার্থনা। মনস্বিনী সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে এইভাবে নিবেদন করত ঐ মহাবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।২১-২৫

অনন্তর রাম অনিন্দিতা অনুকূলবর্তিনী প্রিয়তমা সীতাকে শ্যামবটের নিকট মঙ্গলকামনা করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভরতানুজ! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন কর। নরোত্তম। আমি অস্ত্রধারী হইয়া তোমাদের পশ্চাতে গমন করিব। এই জনকনন্দিনী যে যে ফল ও পুষ্প প্রার্থনা করেন, তুমি ইঁহাকে সেই সকল ফল ও পুষ্প প্রদান কর, যাহাতে ইঁহার মন আনন্দিত হয়। (গমনরত রাম-লক্ষ্মণের মধ্যবর্তিনী সীতা মত্তহস্তিযুগের মধ্যবর্তিনী নাগবধূর ন্যায় শোভিত হইলেন।) সীতা পথে যাইতে যাইতে অদৃষ্টপূর্ব বৃক্ষ, গুল্ম ও পুষ্পিতা লতাসমূহ দেখিতেছিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের পরিচয় জানিবার জন্য রামকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও সীতার বাক্যানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া কুসুমস্তবকশোভিত বহুবিধ রমণীয় বৃক্ষশাখা আনিয়া দিলেন।২৬-৩০

সেই সময়ে জনকরাজসুতা সীতা বিচিত্রবালুকা-শোভিতা হংস-সারসধ্বনি-মুখরিতা বিচিত্রজলময়ী যমুনাকে দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ দুইভ্রাতা একক্রোশপথ গমন করিয়া বহুসংখ্যক মেধ্য মৃগ হনন করিলেন এবং যমুনাতীরবর্তী বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। (কিংবা ঐ মৃগমাংস ভক্ষণ করিলেন)। তাঁহারা হস্তী ও বানরসেবিত ময়ূরনাদ-মুখরিত মনোহর বনে ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া সায়াহ্নে নদীতীরবর্তী রমণীয় একটি সমতলপ্রদেশে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন।৩১-৩৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বনশোভাং পশ্যতাং শ্রীরামপ্রভৃতীনাং চিত্রকূটগমনম্, তত্র বাল্মীকি-মুনেঃ (আদ্যং রামায়ণপ্রণেতা) দর্শনলাভঃ, লক্ষ্মণেন পর্ণশালায়া নির্মাণম্, মৃগমাংসদ্বারা বাস্তুপূজানন্তরং সর্বেষাং পর্ণশালায়াং প্রবেশশ্চ।]

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামবসুপ্তমনন্তরম্।
প্রবোধয়ামাস শনৈর্লক্ষ্মণং রঘুপুঙ্গবম্ ॥১
সৌমিত্রে শৃণু বন্যানাং বল্গু ব্যাহরতাং স্বনম্।
সংপ্রতিষ্ঠামহে কালঃ প্রস্থানস্য পরন্তপ ॥২
প্রসুপ্তস্তু ততো ভ্রাত্রা সময়ে প্রতিবোধিতঃ।
জহৌ নিদ্রাঞ্চ তন্দ্রাঞ্চ প্রসক্তঞ্চ পরিশ্রমম্ ॥৩
তত উত্থায় তে সর্বে স্পৃষ্ট্বা নদ্যাঃ শিবং জলম্।
পন্থানমৃষিভির্জুষ্টং চিত্রকূটস্য তং যযুঃ ॥৪
ততঃ সম্প্রস্থিতঃ কালে রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
সীতাং কমলপত্রাক্ষীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৫

আদীপ্তানিব বৈদেহি সর্বতঃ পুষ্পিতাগ্রকান্।
স্বৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্য মালিনঃ শিশিরাত্যয়ে ॥৬
পশ্য ভল্লাতকান্ বিল্বান্ নরৈরনুপসেবিতান্।
ফল-পুষ্পৈরবনতান্নূনং শক্ষ্যাম জীবিতুম্ ॥৭
পশ্য দ্রোণপ্রমাণানি লম্বমানানি লক্ষ্মণ।
মধূনি মধুকারীভিঃ সম্ভৃতানি নগে নগে ॥৮
এষ ক্রোশতি নদ্যূহস্তং শিখী প্রতিকূজতি।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে পুষ্পসংস্তরসঙ্কটে ॥৯
মাতঙ্গযূথানুসৃতং পক্ষিসংঘানুনাদিতম্।
চিত্রকূটমিমং পশ্য প্রভূতশিখরং গিরিম্ ॥১০

ষট্পঞ্চাশ সর্গ

[বনশোভা দর্শন করিতে করিতে শ্রীরাম প্রভৃতির চিত্রকূটে গমন, তথায় বাল্মীকির (রামায়ণ-প্রণেতা মুনি) দর্শনলাভ, লক্ষ্মণ কর্তৃক পর্ণশালা নির্মাণ এবং মৃগমাংসদ্বারা বাস্তুপূজা করত সকলের কুটীরে প্রবেশ।]

অনন্তর রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম নিদ্রাভঙ্গের পর তন্দ্রাযুক্ত ঈষৎসুপ্ত লক্ষ্মণকে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া বলিলেন,—সৌমিত্রে! ভ্রাতঃ! শব্দায়মান বনপক্ষীদিগের মনোহর কূজন শ্রবণ কর। শত্রুদমন! আমরা এক্ষণে প্রস্থান করি। ইহাই প্রস্থানের উপযুক্ত সময়। প্রসুপ্ত লক্ষ্মণ অগ্রজকর্তৃক এইভাবে জাগরিত হইয়া নিদ্রা, তন্দ্রা ও দীর্ঘপথ অতিক্রমের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করিলেন। পরে তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্র নদীজলে প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিলেন এবং ঋষিগণসেবিত পথ অনুসারে চিত্রকূটের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ে যাইতে যাইতে রাম লক্ষ্মণকে ও কমলনয়না সীতাকে বলিলেন।১-৫

জানকি! দেখ, বসন্তকাল উপস্থিত হওয়ায় সর্বতোভাবে পুষ্পসমন্বিত পলাশবৃক্ষসমূহ নিজ নিজ পুষ্পসমূহের মালা ধারণ করিয়াছে। মনে হইতেছে যেন বৃক্ষসমূহ প্রজ্বলিত হইতেছে। ভ্রাতঃ! লক্ষ্মণ! লক্ষ্য কর, কোন মনুষ্য কর্তৃক সেবিত না হওয়ায় ভল্লাতক ও বিল্ববৃক্ষসমূহ ফল-পুষ্পভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। আরও লক্ষ্য কর, প্রত্যেক বৃক্ষে মধুকরগণ কর্তৃক সঞ্চিত দ্রোণপরিমাণ (কয়েক সের) মধুপূর্ণ মধুচক্রসমূহ (মৌচাক) লম্বিত রহিয়াছে। এইস্থানে নিশ্চয়ই আমরা জীবনযাপন করিতে পারিব। ঐ দেখ, পুষ্পসম্ভারপূর্ণ রমণীয় বনভূমিতে দাত্যূহ (ডাহুক বা ডাক) পক্ষী শব্দ করিতেছে এবং ময়ূর ঐ শব্দের অনুরূপ শব্দ করিতেছে। হস্তি-সমূহপরিব্যাপ্ত পক্ষিগণঝঙ্কারমুখরিত উচ্চশিখরসমন্বিত চিত্রকূটপর্বতকে দূর হইতে দর্শন কর।৬-১০

সমভূমিতলে রম্যে ক্রীড়েমর্হভিরাবৃতে।
পুণ্যে রংস্যামহে তাত চিত্রকূটস্য কাননে ॥১১
ততস্তৌ পাদচারেণ গচ্ছন্তৌ সহ সীতয়া।
রম্যমাসেদতুঃ শৈলং চিত্রকূটং মনোরমম্ ॥১২
তং তু পর্বতমাসাদ্য নানাপক্ষিগণাযুতম্।
বহুমূল-ফলং রম্যং সম্পন্নসরসোদকম্ ॥১৩
মনোজ্ঞোঽয়ং গিরিঃ সৌম্য নানাদ্রুম-লতাযুতঃ।
বহুমূলফলো রম্যঃ স্বাজীবঃ প্রতিভাতি মে ॥১৪
মুনয়শ্চ মহাত্মানো বসন্ত্যস্মিন্ শিলোচ্চয়ে।
অয়ং বাসো ভবেত্তাত বয়মত্র বসেমহি ॥১৫
ইতি সীতা চ রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
অভিগম্যাশ্রমং সর্বে বাল্মীকিমভিবাদয়ন্ ॥১৬

তস্মৈ হৃষ্টঃ প্রমুদিতঃ পূজাং চক্রে মহর্ষিঃ।
আস্যতামিতি চোবাচ স্বাগতং তু নিবেদ্য চ ॥১৭
ততোঽব্রবীন্মহাবাহুর্লক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
সংনিবেদ্য যথান্যায়মাত্মানমমুনয়ে প্রভুঃ ॥১৮
লক্ষ্মণানয় দারূণি দৃঢ়ানি চ বরাণি চ।
কুরুষ্বাবসথং সৌম্য বাসে মেঽভিরতং মনঃ ॥১৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রির্বিবিধান্ দ্রুমান্।
আজহার ততশ্চক্রে পর্ণশালামরিন্দমঃ ॥২০
তাং নিষ্ঠিতাং বল্কটাং দৃষ্ট্বা রামঃ সুদর্শনম্।
শুশ্রূষমাণমেকাগ্রমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২১
ঐণেয়ং মাংসমাহৃত্য শালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্।
কর্তব্যং বাস্তুশমনং সৌমিত্রে চিরজীবিভিঃ ॥২২

ভ্রাতঃ! আমরা চিত্রকূটপর্বতে রমণীয় পুণ্যবন বহুবৃক্ষশোভিত বনভূমিতে বিহার করিয়া আনন্দলাভ করিব। অনন্তর সীতার সহিত দুইভ্রাতা পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন এবং মনোরম শোভাময় চিত্রকূটপর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাবিধ পক্ষিগণে পূর্ণ বহুফল-মূলসমন্বিত সুস্বাদুজলবিশিষ্ট পর্বতে উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—প্রিয়দর্শন ভ্রাতঃ! নানাবিধবৃক্ষলতাপূর্ণ এই পর্বত অতিমনোহর ও বিহারযোগ্য। এখানে বহুবিধ মূল ও ফল রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের জীবনযাপন সুখকর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। লক্ষ্মণ! দেখ, এই পর্বতে মহাত্মা মুনিগণও বাস করিতেছেন। ইহাই আমাদের বাসের উপযুক্ত, অতএব আমরা এইস্থানেই বাস করিব।১১-১৫

এইরূপ আলোচনা করিয়া সীতা রাম ও লক্ষ্মণ সেইস্থানে বাল্মীকির * আশ্রমে গমন করিলেন এবং সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিকে অভিবাদন করিলেন। ধর্মজ্ঞ মহর্ষি অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং কুশল প্রশ্ন করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। শক্তিমান্ মহাবাহু লক্ষ্মণাগ্রজ রাম মহর্ষির নিকট নিজপরিচয় ও বনাগমন-কারণ প্রভৃতি যথারীতি নিবেদন করিলেন এবং মহর্ষির নিকট হইতে বিদায় লইলেন। আশ্রমের অদূরে আসিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! লক্ষ্মণ! তুমি দৃঢ় ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠসমূহ আহরণ কর এবং বাসগৃহ নির্মাণ কর। সৌম্য! এইস্থানেই বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। সুমিত্রানন্দন শত্রুদমন লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বহুবিধ বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিলেন এবং তাহার দ্বারা পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন।১৬-২০

রৌদ্র-ঝড়-বৃষ্টিনিবারণসমর্থ, আচ্ছাদনবিশিষ্ট ও সুদৃঢ়কাষ্ঠনির্মিত পর্ণশালা দেখিয়া রাম একাগ্রচিত্ত ও শুশ্রূষাকারী প্রিয় অনুজকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! হরিণমাংস আহরণ করিয়া আমরা এই পর্ণশালায় বাস্তুদেবতার পূজা করিব। যাহারা চিরজীবী হইতে ইচ্ছুক, বাস্তুশান্তি করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। শুভদর্শন লক্ষ্মণ! তুমি মৃগহনন করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর। তুমি ধর্মকে স্মরণ কর। শাস্ত্রোক্ত বিধান পালন করা কর্তব্য। শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ অগ্রজের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্দেশানুসারে কার্য করিলেন। তখন রাম তাহাকে পুনরায় বলিলেন,—তুমি এই মৃগমাংস রন্ধন কর।

* এই বাল্মীকি রামায়ণ-প্রণেতা আদিকবি বাল্মীকি হইতে ভিন্নব্যক্তি।

মৃগং হত্বানয় ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণেহ শুভেক্ষণ।
কর্তব্যঃ শাস্ত্রদৃষ্টো হি বিধির্ধর্মমনুস্মর ॥২৩
ভ্রাতুর্বচনমাজ্ঞায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
চকার চ যথোক্তং হি তৎ রামঃ পুনরব্রবীৎ ॥২৪
ঐণেয়ং প্রপ্রয়ৈতস্মাল্লক্ষ্মণমহে বয়ম্।
ত্বর সৌম্য মুহূর্তোঽয়ং ধ্রুবশ্চ দিবসো হ্যয়ম্ ॥২৫
স লক্ষ্মণঃ কৃষ্ণমৃগং হত্বা মেধ্যং প্রতাপবান্।
অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রিঃ সমিদ্ধে জাতবেদসি ॥২৬
তত্ত্ব পক্বং সমাজ্ঞায় নিষ্টপ্তং ছিন্নশোণিতম্।
লক্ষ্মণঃ পুরুষব্যাঘ্রমথ রাঘবমব্রবীৎ ॥২৭
অয়ং সর্বঃ সমস্তাঙ্গঃ শৃতঃ কৃষ্ণমৃগো ময়া।
দেবতা দেবসঙ্কাশ যজস্ব কুশলো হ্যসি ॥২৮
রামঃ স্নাত্বা তু নিয়তো গুণবান্ জপকোবিদঃ।
সংগ্রহে নাকরোৎ সর্বান্ মন্ত্রান্ মন্ত্রবিসাম্নিধান্ ॥২৯
ইষ্ট্বা দেবগণান্ সর্বান্ বিধানেবিধিবৎ শুচিঃ।
বভূব চ মনোহ্লাদো ধর্মস্যামিততেজসঃ ॥৩০

বৈশ্বদেববলিং কৃত্বা রৌদ্রং বৈষ্ণবমেব চ।
বাস্তুসংশমনীয়ানি মঙ্গলানি প্রবর্তয়ন্ ॥৩১
জপঞ্চ স্নাত্বতঃ কৃত্বা স্নাত্বা নদ্যাং যথাবিধি।
পাপনাশনং রামশ্চকার বলিমুত্তমম্ ॥৩২
বেদিস্থলবিধানানি চৈত্যায়তনানি চ।
আশ্রমস্যানুরূপাণি স্থাপয়ামাস রাঘবঃ ॥৩৩

[বন্যৈর্মাল্যৈঃ ফলৈর্মূলৈঃ পক্বৈর্মাংসৈর্যথাবিধি।
অদ্ভির্জপৈশ্চ বেদোক্তৈর্দর্ভৈশ্চ সমিৎকুশৈঃ।
তৌ তর্পয়িত্বা ভূতানি রাঘবৌ সহসীতয়া।
তদা বিবিশতুঃ শালাং শুভাং শুভলক্ষণৌ ॥]

তাং বৃক্ষপর্ণচ্ছদনাং মনোজ্ঞাং
যথাপ্রদেশং সুকৃতাং নিবাতাম্।
বাসায় সর্বে বিবিশুঃ সমেতাঃ
সভাং যথা দেবগণাঃ সুধর্মাম্ ॥৩৪

আমরা এখনই বাস্তুপূজা করিব। অদ্য ধ্রুবনক্ষত্রসমন্বিত দিবস। এই মুহূর্তও অতিশুভকর। অতএব কার্যে ত্বরান্বিত হও।২১-২৫

অনন্তর বীর্যবান্ সৌমিত্রি যজ্ঞীয় একটি কৃষ্ণমৃগ বধ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ মৃগমাংস অতিশয় তপ্ত ও রক্তস্রাবশূন্য হইয়া পরিপক্ক হইয়াছে বুঝিয়া লক্ষ্মণ নরোত্তম রামকে বলিলেন,—দেবসদৃশ! অগ্রজ! আমি এই সর্বকার্যযোগ্য সর্বাঙ্গসম্পন্ন কৃষ্ণমৃগটিকে পাক করিয়াছি। আপনি যাগকার্যে কুশল, সুতরাং এক্ষণে দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করুন। তখন অমিততেজা গুণবান্ মন্ত্রজ্ঞ রাম স্নানান্তে সংযত হইয়া সংক্ষেপে সমস্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক যজ্ঞসমাপন করিলেন। পরে সমস্ত দেবতার পূজা করিয়া শুদ্ধচিত্তে কুটীরের নিকটে গমন করিলেন। অমিততেজস্বী রামের মনে ইহাতে আনন্দসঞ্চার হইল।২৬-৩০

অনন্তর তিনি বৈশ্বদেবগণকে, রুদ্রকে ও বিষ্ণুকে বলি উপহার করিয়া বাস্তুশান্তির জন্য যথাযোগ্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিলেন। নদীতে যথাবিধি স্নান করিয়া ও বিধিপূর্বক জপ করিয়া পাপনাশক উত্তমবলিপ্রদানরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রাম আশ্রমোচিত বেদিস্থল, চৈত্য ও বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতি দেবতার আয়তন স্থাপন করিলেন। (বন্যফলমূল, মালা, পক্বমাংস, জল প্রভৃতির দ্বারা এবং বেদবিহিত জপাদি, কুশ ও কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা ভূতগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ দুইভ্রাতা শোভান্বিত পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন)। দেবগণ যেরূপ সুধর্মা-সভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ তাঁহারা বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত, উপযুক্তস্থানে সুনির্মিত ও বায়ুবেগনিরোধসমর্থ সুন্দরপর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন। এইভাবে চিত্রকূটের বনভূমিতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহারা সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ঐ বনভূমি

(অনেক-নানামৃগপক্ষিসঙ্কুলে
বিচিত্র-পুষ্পস্তবকৈর্দ্রুমৈর্যুতে।
বনোত্তমে ব্যালমৃগানুনাদিতে
তদা বিজহুঃ সুসুখং জিতেন্দ্রিয়াঃ।)
সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মালবতীং সুতীর্থাম্।
ননন্দ দৃষ্ট্বা মৃগ-পক্ষিযুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ ॥৩৫

শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

নানাবিধ মৃগ ও পক্ষীর দ্বারা পূর্ণ এবং বিচিত্রপুষ্পস্তবক-সমন্বিত-বৃক্ষসমূহে আবৃত। শ্রীমান্ রাম রমণীয় চিত্রকূট-পর্বতে আসিয়া এবং মৃগপক্ষিগণসমন্বিত সুন্দরতীর্থ-(ঘাট) বিশিষ্ট মালাবতী নদীকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং অযোধ্যা হইতে চলিয়া আসার দুঃখ পরিত্যাগ করিলেন।৩১-৩৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সুমন্ত্রস্যাযোধ্যাপ্রত্যাবর্তনম্, শ্রীরামপ্রভৃতীনাং সন্দেশং শ্রুত্বা পুরবাসিনাং বিলাপঃ, রাজ্ঞো দশরথস্য কৌসল্যায়াশ্চ মূর্চ্ছা, অন্তঃপুরস্থিতানাং রমণীনাং বিলাপশ্চ।]

কথয়িত্বা তু দুঃখার্তঃ সুমন্ত্রেণ চিরং সহ।
রামে দক্ষিণকূলস্থে জগাম স্বয়ং গুহঃ ॥১
ভরদ্বাজাভিগমনং প্রয়াগে চ সভাজনম্।
আ গিরের্গমনং তেষাং তত্রৈবাভিলক্ষিতম্ ॥২
অনুজ্ঞাতঃ সুমন্ত্রোঽথ গোকড়িত্বা হয়োত্তমান্।
অযোধ্যামেব নগরীং প্রযযৌ গাঢ়দুর্মনাঃ ॥৩
স বনানি সুগন্ধীনি সরিতশ্চ সরাংসি চ।
পশ্যন্ যযৌ রথী শীঘ্রং গ্রামাণি নগরাণি চ ॥৪
ততঃ সায়াহ্নসময়ে দ্বিতীয়েঽহনি সারথিঃ।
অযোধ্যাং সমনুপ্রাপ্য নিরানন্দাং দদর্শ হ ॥৫
স শূন্যামিব নিঃশব্দাং দৃষ্ট্বা পরমদুর্মনাঃ।
সুমন্ত্রশ্চিন্তয়ামাস শোকবেগসমাহতঃ ॥৬

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

[সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, শ্রীরাম প্রভৃতির সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুরবাসীদিগের বিলাপ, রাজা দশরথ ও কৌশল্যার মূর্চ্ছা এবং অন্তঃপুরবর্তিনী রমণীদিগের আর্তনাদ।]

এদিকে রাম গঙ্গার দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইলে পর দুঃখার্ত গুহ সুমন্ত্রের সহিত বহুক্ষণ যাবৎ কথোপকথন করিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। সেখান হইতে নিজপ্রেরিতলোকের মুখে রামের প্রয়াগে ভরদ্বাজমুনির নিকট গমন, আতিথ্যসৎকারলাভ ও চিত্রকূটপর্বতে গমন প্রভৃতি সকল সংবাদ জানিতে পারিলেন। সুমন্ত্রও রামের ভরদ্বাজমিলন-সংবাদ অবগত হইয়া অতীব ব্যাকুলচিত্তে গুহের নিকট বিদায় লইলেন এবং উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে রথে যোজনা করিয়া অযোধ্যানগরীর অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি পথে সুগন্ধি বন, নদী, সরোবর, গ্রাম ও নগরসমূহ দেখিতে দেখিতে দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিবসে সন্ধ্যাকালে সুমন্ত্র অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে—অযোধ্যায় আনন্দের লেশমাত্র নাই।১-৫

অতিবিষণ্ণচিত্ত সুমন্ত্র শূন্যপ্রায় শব্দহীন অযোধ্যাকে এইরূপ দেখিয়া শোকবেগে অভিভূত হইলেন এবং

কচ্চিন্ন সগজা সাশ্বা সজনা সকনাধিপা।
রামসন্তাপদুঃখেন দগ্ধা শোকাগ্নিনা পুরী ॥৭
ইতি চিন্তাপরঃ সূতো বাজিভিঃ শীঘ্রগামিভিঃ।
নগরদ্বারমাসাদ্য ত্বরিতঃ প্রবিবেশ হ ॥৮
সুমন্ত্রমভিধাবন্তঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
ক রাম ইতি পৃচ্ছন্তঃ সূতমভ্যদ্রবন্নরাঃ ॥৯
তেষাং শশংস গঙ্গায়ামহমাপৃচ্ছ্য রাঘবম্।
অনুজ্ঞাতো নিবৃত্তোঽস্মি ধার্মিকেণ মহাত্মনা ॥১০
তে ভীর্ণা ইতি বিজ্ঞায় বাষ্পপূর্ণমুখা নরাঃ।
অহো ধিগতিনিঃস্বস্য হা রামেতি বিচুক্রুশুঃ ॥১১
শুশ্রাব চ বচস্তেষাং বৃন্দং বৃন্দঞ্চ তিষ্ঠতাম্।
হতাঃ স্ম খলু যে নেহ পশ্যাম ইতি রাঘবম্ ॥১২
দান-যজ্ঞ-বিবাহেষু সমাজেষু মহৎসু চ
ন দ্রক্ষ্যামঃ পুনর্ধীমান্ ধার্মিকং রামমন্তরা ॥১৩

কিং নমর্থং জনস্যাস্য কিং প্রিয়ং কিং সুখাবহম্।
ইতি রামেণ নগরং পিত্রেব পরিপালিতম্ ॥১৪
বাতায়নগতানাঞ্চ স্ত্রীণামন্তরাপণম্।
রামমেবাভিতপ্তানাং শুশ্রাব পরিদেবনাম্ ॥১৫
স রাজমার্গমধ্যেন সুমন্ত্রঃ পিহিতাননঃ।
যত্র রাজা দশরথস্তদেবোপযযৌ গৃহম্ ॥১৬
সোঽবতীর্য্য রথাচ্ছীঘ্রং রাজবেশ্ম প্রবিশ্য চ।
কক্ষ্যাঃ সপ্তাভিচক্রাম মহাজনসমাকুলাঃ ॥১৭
হর্ম্যৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্যাথ সমাগতম্।
হাহাকারকৃতা নার্য্যো রামাদর্শনকর্শিতাঃ ॥১৮
আয়তৈর্বিমলৈর্নেত্রৈরশ্রবেগপরিপ্লুতৈঃ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তেঽব্যক্তমার্ততরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৯
ততো দশরথস্ত্রীণাং প্রাসাদেভ্যস্ততস্ততঃ।
রামশোকাভিতপ্তানাং মন্দং শুশ্রাব ভাষিতম্ ॥২০

চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায়! গজ, অশ্ব, মনুষ্য ও নৃপতিসহিত এই অযোধ্যানগরী কি রাম-বিরহজনিত দুঃখ ও শোকরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সুমন্ত্র শীঘ্রগামী অশ্বগণের সাহায্যে সত্বর নগরদ্বারে আসিলেন এবং প্রবেশ করিলেন। সেই সময় শত-শত সহস্র-সহস্র পুরবাসী লোকেরা "রাম কোথায়" "রাম কোথায়" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সুমন্ত্রের দিকে ধাবিত হইল। সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি গঙ্গা-তীরে ধার্মিক মহাত্মা রাম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ও তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি।৬-১০

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া অযোধ্যাবাসী সকলে অশ্রুপূর্ণমুখে "আমাদিগকে ধিক্" "আমাদিগকে ধিক্" এইরূপ বলিতে বলিতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক রোদন করিতে লাগিল। নানাস্থানে দলে দলে অবস্থিত লোকেরা এইরূপ বলিতে লাগিল—আমরা যখন রামকে দেখিতে পাইতেছি না, তখন নিশ্চয়ই নিহত হইলাম। এইভাবে বিলাপরত লোকগণের বাক্য শুনিতে শুনিতে সুমন্ত্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লোকেরা বলিতে লাগিল—দান, যজ্ঞ ও বিবাহ আদি সামাজিক মহৎ অনুষ্ঠানে পরমধার্মিক রামকে আর দেখিতে পাইব না। অযোধ্যাবাসী আমাদের কিরূপ হওয়া উচিত, কিরূপে আমাদের প্রিয়কার্য্য হইবে এবং আমাদের সুখ কিরূপে হইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীমান্ রাম পিতার ন্যায় আমাদিগকে পালন করিতেন। সুমন্ত্র বিপণি-মধ্যদিয়া যাইতে যাইতে বাতায়ন-(জানালা) স্থিত রামশোকতপ্ত মহিলাগণের বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।১১-১৫

সুমন্ত্র ঐ রাজপথবর্তী হইয়া নিজমুখ আচ্ছাদিত করিলেন এবং যে গৃহে রাজা দশরথ অবস্থিত আছেন, সেই গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সত্বর রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বহুজন-সঙ্কুল সাতটি কক্ষ অতিক্রম করিলেন। তখন হর্ম্য, বিমান ও প্রাসাদের উপর আরোহণ করত মহিলাগণ সুমন্ত্রকে একাকী প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তাহারা আর্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে

সহ রামেণ নির্য্যাতো বিনা রামমিহাগতঃ।
সূতঃ কিং নাম কৌসল্যাং ক্রোশন্তীং প্রতিবক্ষ্যতি ॥২১
যথা চ মন্যে দুর্জীবমেবং ন সুকরং ধ্রুবম্।
আচ্ছিদ্য পুত্রে নির্য্যাতে কৌসল্যা যত্র জীবতি ॥২২
সত্যরূপং তু তদ্বাক্যং রাজস্ত্রীণাং নিশাময়ন্।
প্রদীপ্ত ইব শোকেন বিবেশ সহসা গৃহম্ ॥২৩
স প্রবিশ্যাষ্টমীং কক্ষ্যাং রাজানং দীনমাতুরম্।
পুত্রশোকপরিদ্যূনমপশ্যৎ পাণ্ডুরে গৃহে ॥২৪
অভিগম্য তমাসীনং রাজানমভিবাদ্য চ।
সুমন্ত্রো রামবচনং যথোক্তং প্রত্যবেদয়ৎ ॥২৫
স তূষ্ণীমেব তচ্ছ্রুত্বা রাজা বিভ্রান্তমানসঃ।
মূর্চ্ছিতো ন্যপতদ্ ভূমৌ রামশোকাভিপীড়িতঃ ॥২৬

ততোঽন্তঃপুরমাবিদ্ধং মূর্চ্ছিতে পৃথিবীপতৌ।
উচ্ছ্রিত্য বাহূ চুক্রোশ নৃপতৌ পতিতে ক্ষিতৌ ॥২৭
সুমিত্রয়া তু সহিতা কৌসল্যা পতিতং পতিম্।
উত্থাপয়ামাস তদা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥২৮
ইমং তস্য মহাভাগ দূতং দুষ্করকারিণঃ।
বনবাসাদনুপ্রাপ্তং কস্মান্ন প্রতিভাষসে ॥২৯
অন্যেমমনয়ং কৃত্বা ব্যপত্রপসি রাঘব।
উত্তিষ্ঠ সুকৃতং তেঽস্তু শোকে ন স্যাৎ সহায়তা ॥৩০
দেব যস্যা ভয়াদ্ রামং নানুপৃচ্ছসি সারথিম্।
নেহ তিষ্ঠতি কৈকেয়ী বিশ্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্ ॥৩১
সা তথোক্ত্বা মহারাজং কৌসল্যা শোকলালসা।
ধরণ্যাং নিপপাতাশু বাষ্পবিপ্লুতভাষিণী ॥৩২

অশ্রুধারাপ্লাবিত দীর্ঘ ও বিমল নয়নের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে উদাসভাবে অবলোকন করিতে লাগিল। অনন্তর রামশোকসন্তপ্ত দশরথ-পত্নীগণের সেই সেই প্রাসাদ হইতে মৃদু মৃদু বিলাপধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।১৬-২০

তাঁহারা বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন—সুমন্ত্র-সারথি রামের সহিত অযোধ্যা হইতে বহির্গত হইয়া একণে রামশূন্য অবস্থায় একাকী এখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন! তিনি রোদনকারিণী কৌসল্যাদেবীকে কি প্রত্যুত্তর দিবেন? আমাদের মনে হয় যে, জীবন-ধারণ করা যেরূপ সুখসাধ্য নহে, মৃত্যুবরণ করাও সেইরূপ সহজসাধ্য নহে। দেখ, এইরূপ প্রিয়তম পুত্র রাম কৌসল্যাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও তিনি জীবিত রহিয়াছেন। সুমন্ত্র দশরথপত্নীগণের এইরূপ যথার্থ বাক্য শুনিতে শুনিতে অতিশোকে দহ্যমান হইয়া সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অষ্টম প্রকোষ্ঠে যাইয়া শোভাহীন গৃহমধ্যে পুত্রশোকাতুর বিষণ্ণ দশরথকে দীনভাবে অবস্থান করিতে দেখিলেন। সুমন্ত্র নিকটে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং রাম যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্ত অবিকল নিবেদন করিলেন।২১-২৫

দশরথ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সমস্তই শ্রবণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি রামশোকে অভিভূত হইয়া মূর্ছিত হইলেন এবং ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ভূপতি দশরথ মূর্ছিত অবস্থায় ভূপতিত হইয়া পড়িয়া আছেন দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা দুঃখে অভিভূত হইলেন। তাঁহারা বাহুদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুমিত্রার সহিত কৌসল্যাদেবী ভূপতিত পতিকে উঠাইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—মহাভাগ! রাজন্! দুষ্করকার্য্যকারী রামের দূত হইয়া সুমন্ত্র বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন। আপনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না কেন? পূর্বে রামের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়া একণে লজ্জিত হইতেছেন কেন? শোক ত্যাগ করিয়া সুস্থির হউন। আপনার সত্য-পালনের পুণ্যলাভ হউক। আপনি এইভাবে শোক করিলে আপনার সকল পরিজন বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, কিংবা একণে শোক করিলে রামের সাহায্য করা হইবে না।২৬-৩০

দেব! আপনি যাহার ভয়ে সুমন্ত্রকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই। অতএব নিঃশঙ্কভাবে সুমন্ত্রের সহিত আলাপ

বিলপন্তীং তথা দৃষ্ট্বা কৌসল্যাং পতিতাং ভুবি।
পতিং চাবেক্ষ্য তাঃ সর্বাঃ সমন্তাদ্ রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৩৩
ততস্তমন্তঃপুরনাদমুত্থিতং
সমীক্ষ্য বৃদ্ধাস্তরুণাশ্চ মানবাঃ।
স্ত্রিয়শ্চ সর্বা রুরুদুঃ সমন্ততঃ
পুরং তদাসীৎ পুনরেব সঙ্কুলম্ ॥৩৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

করুন। শোকাতুরা কৌশল্যাদেবী বাষ্পগদ্গদস্বরে মহারাজ দশরথকে এইরূপ বলিয়াই তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। সেইস্থানে উপস্থিত মহিলাগণ বিলাপকারিণী কৌশল্যাকে ভূপতিত এবং মহারাজ দশরথকেও তদবস্থায় দেখিয়া চতুর্দিক হইতে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া বৃদ্ধ ও যুবকগণ এবং অন্যান্য মহিলাগণ রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় এইভাবে সকলের রোদনধ্বনিতে সেই অন্তঃপুর পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।৩১-৩৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আর্ষকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[মহারাজ-দশরথেন জিজ্ঞাসিতস্য সুমন্ত্রস্য যথাযথং রামবার্তা-পরিবেদনম্।]

প্রত্যাশ্বস্তো যদা রাজা মোহাৎ প্রত্যাগতস্মৃতিঃ।
তদা জুহাব তং সূতং রামবৃত্তান্তকারণাৎ ॥১
তদা সূতো মহারাজং কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ।
রামমেবানুশোচন্তং দুঃখশোকসমন্বিতম্ ॥২
বৃদ্ধং পরমসন্তপ্তং নবগ্রহমিবং দ্বিপম্।
বিনিঃশ্বসন্তং ধ্যায়ন্তমন্যদিব কুঞ্জরম্ ॥৩
রাজা তু রজসা সূতং ধ্বস্তাঙ্গং সমুপস্থিতম্।
অশ্রুপূর্ণমুখং দীনমুবাচ পরমার্তবৎ ॥৪
ক নু বৎস্যতি ধর্মাত্মা বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
সোঽত্যন্তসুখিতঃ সূত কিমশিষ্যতি রাঘবঃ ॥৫
দুঃখস্যানুচিতো দুঃখং সুমন্ত্র শয়নোচিতঃ।
ভূমিপালাত্মজো ভূমৌ শেতে কথমনাথবৎ ॥৬

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

[মহারাজ দশরথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সুমন্ত্রের যথাযথ রামবার্তা পরিবেদন।]

কিয়ৎক্ষণ পর মূর্ছাবস্থা দূর হইলে মহারাজ দশরথ সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন। তখন সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ দশরথ দুঃখ-শোকাকুল হইয়া সর্বদা রামের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন। অতিশয় শোকসন্তাপে বৃদ্ধ ভূপতি সন্তপ্ত হস্তীর ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি অন্যমনস্কের মত চিন্তামগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় বর্তমান মহারাজ দশরথের নিকট সুমন্ত্র উপস্থিত হইলে তিনি সমীপস্থিত ধূলিধূসরিত অশ্রুপূর্ণমুখ অতিদীনভাবাপন্ন সুমন্ত্র-সারথিকে অতিশয় কাতর-ভাবে বলিলেন,—সুমন্ত্র! ধর্মাত্মা অতিশয়সুখী আমার রাম বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া কোথায় থাকিবে? কিই বা ভোজন করিবে?১-৫

সুমন্ত্র! উত্তমশয্যায় শয়নযোগ্য রাম কখনও দুঃখ-ভোগ করে নাই। কিন্তু রাজপুত্র রাম এক্ষণে

যং যান্তমনুযান্তি স্ম পদাতি-রথ-কুঞ্জরাঃ।
স বৎস্যতি কথং রামো বিজনং বনমাশ্রিতঃ ।৭
ব্যালৈর্মৃগৈরাচরিতং কৃষ্ণসর্পনিষেবিতম্।
কথং কুমারৌ বৈদেহ্যা সার্ধং বনমুপাশ্রিতৌ ॥৮
সুকুমার্য্যা তপস্বিন্যা সুমন্ত্র সহ সীতয়া।
রাজপুত্রৌ কথং পাদৈরবরুহ্য রথোত্তমাৎ ॥৯
সিদ্ধার্থঃ খলু সূত ত্বং যেন দৃষ্টৌ ময়াত্মজৌ।
বনান্তং প্রবিশন্তৌ তাবশ্বিনাবিব মন্দরম্ ॥১০
কিমুবাচ বচো রামঃ কিমুবাচ চ লক্ষ্মণঃ।
সুমন্ত্র বনমাসাদ্য কিমুবাচ চ মৈথিলী ॥১১
আসিতং শয়িতং ভুক্তং সূত রামস্য কীর্ত্তয়।
জীবিষ্যাম্যহমেতেন (ক) যযাতিরিব সাধুষু ।১২

ইতি সূতো নরেন্দ্রেণ চোদিতঃ সজ্জমানয়া।
উবাচ বাচা রাজানং স বাষ্পপরিরুদ্ধয়া ॥১৩
অব্রবীন্মে মহারাজ ধর্ম্মমেবানুপালয়ন্।
অঞ্জলিং রাঘবঃ কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য চ ॥১৪
সূত মদ্ বচনাত্তস্য তাতস্য বিদিতাত্মনঃ।
শিরসা বন্দনীয়স্য বন্দ্যৌ পাদৌ মহাত্মনঃ ॥১৫
সর্বমন্তঃপুরং বাচ্যং সূত মদ্ বচনাত্ত্বয়া।
আরোগ্যমবিশেষেণ যথার্হমভিবাদনম্ ॥১৬
মাতা চ মম কৌসল্যা কুশলং চাভিবাদনম্।
অপ্রমাদঞ্চ বক্তব্যা ব্রুয়াশ্চৈনামিদং বচঃ ॥১৭
ধর্ম্মনিত্যা যথাকালমগ্ন্যাগারপরা ভব।
দেবি দেবস্য পাদৌ চ দেববৎ পরিপালয় ॥১৮

অনাথের মত কিভাবে ভূতলে শয়ন করিবে? যাহার গমন-সময়ে পদাতি, রথ ও হস্তীসকল অনুগমন করিত, সেই রাম নির্জ্জনবনে একাকী কিরূপে বাস করিবে? হায়! হায়! যেখানে অজগর ও অন্যান্য হিংস্রপ্রাণী সর্ব্বদা বিচরণ করে, কৃষ্ণসর্পসমূহ যেখানে সর্ব্বদা বাস করে, সেই বনে সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ কিরূপে বাস করিবে? সুমন্ত্র! তপস্বিনী কোমলাঙ্গী সীতার সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজপুত্রদ্বয় কিরূপে পদব্রজে গমন করিল? সূত! তুমি মন্দরপর্ব্বত-প্রবেশকারী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মত আমার পুত্রদ্বয়কে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ, ইহাতে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে।৬-১০

সুমন্ত্র! বনে প্রবেশ করিয়া রাম কি বলিল? লক্ষ্মণই বা কি বলিল? মিথিলারাজনন্দিনী সীতা কি বলিলেন? তুমি রামের উপবেশন, ভোজন ও শয়নবিষয়ে সব কথা আমার নিকট বিশেষভাবে বল। সাধু-সমাগম দ্বারা যযাতির ন্যায় আমি রাম-বৃত্তান্ত দ্বারা প্রাণধারণ করিতে পারিব। রাজা দশরথ এইভাবে আদেশ করিলে পর সুমন্ত্র বাষ্পগদ্গদস্বরে স্খলিতবাক্যে বলিতে লাগিলেন—মহারাজ! ধর্ম্ম-পালনকারী রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া অবনতমস্তকে আপনাকে প্রণাম করত আমাকে এই কথা বলিয়াছেন যে—সুমন্ত্র! তুমি আমার নাম উচ্চারণ করিয়া প্রথমে মস্তকের দ্বারা পূজ্যতম মহাত্মা পিতৃদেবের চরণবন্দনা করিও।১১-১৫

অনন্তর আমার কথামত অন্তঃপুরবাসীদিগকে বিশেষভাবে আমার যথাযোগ্য প্রণাম ও আরোগ্য-সংবাদ দিও। আমার জননী কৌশল্যাদেবীকে প্রণাম, আরোগ্য ও ধর্ম্মপালনে সাবধানতার কথা নিবেদন করিয়া বলিও যে—দেবি! আপনি সর্ব্বদা ধর্ম্মপালনরতা হইয়া যথাসময়ে অগ্নিগৃহ-পরিচর্য্যা করিবেন এবং দেব-বুদ্ধিতে মহারাজের চরণসেবা করিবেন। মাতঃ! আপনি মান (বংশ ও সদ্গুণজনিত) ও অভিমান (প্রধান-মহিষীত্বজনিত) পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্যান্য মাতৃগণের প্রতি সহজ ব্যবহার করিবেন এবং পূজনীয়া কৈকেয়ীদেবীকে মহারাজ দশরথের সহিত মিলিত হইতে দিবেন। আপনি কুমার ভরতের প্রতি রাজার প্রাপ্য ব্যবহার করিবেন। মাতঃ! আপনি রাজধর্ম্ম স্মরণ করুন—জ্যেষ্ঠ মা হইয়াও রাজা হইতে পারে।১৭-২০

সুমন্ত্র! তুমি ভরতকে আমার কুশলসংবাদ দিও এবং আমার কথামত বলিও—তুমি সকল জননী-দিগের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিও। মহারাজ

পাঠান্তর :—(ক) জীবিষ্যাম্যহমেতেন—।

অভিমানঞ্চ মানঞ্চ ত্যক্ত্বা বর্তস্ব মাতৃষু।
অনুরাজানমার্য্যাঞ্চ কৈকেয়ীমস্ব কাময় ॥১৯
কুমারে ভরতে বৃত্তির্বর্তিতব্যা চ রাজবৎ।
অন্যেষ্ঠা অপি রাজানো (ক) রাজধর্মমনুস্মর ॥২০
ভরতঃ কুশলং বাচ্যো বাচ্যো মদ্বচনেন চ।
সর্বাস্বেব যথান্যায়ং বৃত্তিং বর্তস্ব মাতৃষু ।২১
বক্তব্যশ্চ মহাবাহুরিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
পিতরং যৌবরাজ্যস্থো রাজ্যস্থমনুপালয় ॥২২
অতিক্রান্তবয়া রাজা মাস্মৈনং ব্যপরোরুধঃ।
কুমাররাজ্যে জীবন্ত তস্যৈবাজ্ঞাপ্রবর্তনাৎ ॥২৩
অব্রবীচ্চাপি মাং ভূয়ো ভূশমশ্রূণি বর্তয়ন্।
মাতেব মম মাতা তে দ্রষ্টব্যা পুত্রগর্দ্ধিনী ॥২৪
ইত্যেবং মাং মহাবাহুর্ব্রুবন্নেব মহাযশাঃ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো ভূশমশ্রূণ্যবর্তয়ৎ ॥২৫

লক্ষ্মণস্তু সুসংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্ বাক্যমব্রবীৎ।
কেনায়মপরাধেন রাজপুত্রো বিবাসিতঃ ॥২৬
রাজ্ঞা তু খলু কৈকেয্যা লঘু চাশ্রুত্য শাসনম্।
কৃতং কার্য্যমকার্য্যং বা বয়ং যেনাভিপীড়িতাঃ ॥২৭
যদি প্রব্রাজিতো রামো লোভকারণকারিতম্।
বরদাননিমিত্তং বা সর্বথা দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥২৮
ইদং তাবদ্ যথাকামমীশ্বরস্য কৃতে কৃতম্।
রামস্য তু পরিত্যাগে ন হেতুমুপলক্ষয়ে ॥২৯
অসমীক্ষ্য সমারম্ভং বিরম্ভং বুদ্ধিলাঘবাৎ।
জনচিন্তাতি সংক্রোশং রাঘবস্য বিবাসনম্ ॥৩০
অহং তাবন্মহারাজ পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ ॥৩১
সর্বলোকপ্রিয়ং ত্যক্ত্বা সর্বলোকহিতে রতম্।
সর্বলোকোঽনুরক্তোঽত কথং চানেন কর্মণা ॥৩২

ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ভরতকে ইহাও বলিও—তুমি যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যস্থিত মহারাজ দশরথকে পালন করিও। মহারাজ দশরথ অতিশয় রুষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিও না। তুমি তাঁহার আদেশ পালন করত যুবরাজপদেই সন্তোষলাভ করিও। রাম অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে আমাকে বারংবার বলিলেন যে—তুমি (ভরত) পুত্রবৎসলা আমার জননী কৌশল্যাকে নিজ জননীর মত দেখিও। সুমন্ত্র বলিলেন,—মহারাজ! মহাযশস্বী মহাবাহু কমললোচন রাম আমাকে এইরূপ বলিতে বলিতে অবিরলধারায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন ।২১-২৫

তখন লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন যে—এই রাজপুত্র রাম কোন্ অপরাধে নির্বাসিত হইয়াছেন? রাজা কৈকেয়ীর ক্ষুদ্র আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অতিশয় অকার্য্য হইয়াছে। ঐ কার্য্যের দ্বারা আমরা অতিশয় পীড়িত হইয়াছি। এই যে রামকে বনে নির্বাসিত করা হইয়াছে, ইহা কৈকেয়ীর লোভবশতই হউক কিংবা বরদানের জন্যই হউক, অতিশয় দুষ্কার্য্য করা হইয়াছে। রামের নির্বাসিত হইবার মত কোন কারণ দেখিতেছি না। ইহাতে ঈশ্বরের প্রেরণানুসারেই দশরথ এই স্বেচ্ছাচার করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধির অল্পতার জন্য বিবেচনা না করিয়া বিপরীত কার্য্য করিয়াছেন। এই রামের নির্বাসন তাঁহার নিন্দা ও দুঃখের কারণ হইবে। আমি বর্তমান সময়ে মহারাজ দশরথের মধ্যে পিতৃত্ব দেখিতে পাইতেছি না। এক্ষণে রামই আমার ভ্রাতা, পালক, বন্ধু ও পিতা। রাম সর্বলোকপ্রিয় ও সর্বলোক হিতকারী। তাঁহার নির্বাসনরূপ কার্য্যের দ্বারা দশরথ কিরূপে সর্বলোকপ্রীতি লাভ করিবেন? সকলপ্রজার পরমপ্রিয় ধার্মিক রামকে নির্বাসিত করিয়া সকললোকের সহিত বিরোধ করত তিনি কিরূপে রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন? সুমন্ত্র বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় তপস্বিনী জনকনন্দিনী ভূতগ্রস্তব্যক্তির ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বিকৃতচিত্তে স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। অদৃষ্টপূর্ব এই বিপদে পড়িয়া তিনি অতিদুঃখে রোদন করিতেছিলেন। আমাকে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। আমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া

পাঠান্তর :—(ক) অপ্যন্যোঽপি বা রাজানো:—

সর্বপ্রজাভিরামং হি রামং প্রব্রাজ্য ধার্মিকম্।
সর্বলোকবিরোধেন কথং রাজা ভবিষ্যতি ॥৩৩
জানকী তু মহারাজ নিঃশ্বসন্তী তপস্বিনী।
ভূতোপহতচিত্তেব বিষ্ঠিতা বিমুখা স্থিতা ॥৩৪
অদৃষ্টপূর্বব্যসনা রাজপুত্রী যশস্বিনী।
তেন দুঃখেন রুদতী নৈব মাং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥৩৫
উদীক্ষমাণা ভর্তারং মুখেন পরিশুষ্যতা।
মমোচ সহসা বাষ্পং প্রণান্তমুপবীক্ষ্য সা ॥৩৬

তথৈব রামোঽপ্রমুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ
স্থিতোঽবরীল্লক্ষ্মণ-বাহুপালিতঃ।
তথৈব সীতা রুদতী তপস্বিনী
নিরীক্ষতে রাজরথং তথৈব মাম্ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

অতিশুষ্কবদনে স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করত সীতাদেবী সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন। মহারাজ! লক্ষ্মণ কর্তৃক বাহু দ্বারা গৃহীত রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্রুপূর্ণমুখে যতক্ষণ আমাকে সব কথা বলিলেন, তপস্বিনী সীতাদেবী ততক্ষণ যাবৎ কাঁদিতে কাঁদিতে আমার দিকে ও আপনার রথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।২৬-৩৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সুমন্ত্রেণ শ্রীরামবিরহেণ কাতরাণামযোধ্যাবাসিনাং দুরবস্থাবর্ণনম্, রাজ্ঞো দশরথস্য বিলাপশ্চ।]

মম ত্বথা নিবৃত্তস্য ন প্রাবর্তন্ত বর্ত্মনি।
উষ্ণমশ্রু বিমুঞ্চন্তো রামে সংপ্রস্থিতে বনম্ ॥১
উভাভ্যাং রাজপুত্রাভ্যামথ কৃত্বাঽঽঞ্জলিম্।
প্রস্থিতো রথমাস্থায় তদ্দুঃখমপি ধারয়ন্ ॥২
গুহেন সার্ধং তত্রৈব স্থিতোঽস্মি নিবসান্ বহূন্।
আশয়া যদি মাং রামঃ পুনঃ শব্দাপয়েদিতি ॥৩

বিষয়ে তে মহারাজ রামব্যসনকর্শিতাঃ (ক)।
অপি বৃক্ষাঃ পরিম্লানাঃ সপুষ্পাঙ্কুরকোরকাঃ ॥৪
উপতপ্তোদকা নদ্যঃ পল্বলানি সরাংসি চ।
পরিশুষ্কপলাশানি বনান্যুপবনানি চ ॥৫
ন চ সর্পন্তি সত্ত্বানি ব্যালা ন প্রসরন্তি চ।
রামশোকাভিভূতং তং নিষ্কূজমিব তদ্বনম্ (খ) ॥৬

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামের বিরহে কাতর অযোধ্যাবাসিগণের দুরবস্থা সুমন্ত্রকর্তৃক বর্ণন এবং রাজা দশরথের বিলাপ।]

সুমন্ত্র বলিলেন,—মহারাজ। রাম পূর্বোক্ত কথাসমূহ বলিয়া বনে গমন করিতে উদ্যত হইলে আমি নিবৃত্ত হইলাম, কিন্তু আমার অশ্বগণ উষ্ণ অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল এবং প্রত্যাবর্তন-পথে তাহারা কিছুতেই গমন করিতেছিল না! আমি রাম ও লক্ষ্মণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ গভীর দুঃখ সহ্য করত রথ লইয়া প্রস্থান করিলাম। রাম যদি লোকের দ্বারা আমাকে আহ্বান করেন—এই আশায় আমি গুহের সহিত শৃঙ্গবেরপুরে অনেকদিন অবস্থান করিলাম। মহারাজ! আমি যখন হতাশ হইলাম, তখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। প্রত্যাবর্তন-পথে দেখিলাম যে, আপনার রাজ্যে বৃক্ষ-

পাঠান্তর :—(ক)—মহাবনমনুস্থিতাঃ।
(খ) নিষ্কূজমিব তদ্বনম্।

লীনপুষ্করপত্রাশ্চ নদ্যশ্চ কলুষোদকাঃ।
সন্তপ্তপদ্মাঃ পদ্মিন্যো লীনমীনবিহঙ্গমাঃ ॥৭
জলজানি চ পুষ্পাণি মাল্যানি স্থলজানি চ।
নাতিভান্ত্যল্পগন্ধীনি ফলানি চ যথাপুরম্ ॥৮
অত্রোদ্যানানি শূন্যানি প্রলীনবিহগানি চ।
ন চাভিরামান্যারামান্ পশ্যামি মনুজর্ষভ ॥৯
প্রবিশন্তমযোধ্যায়াং ন কশ্চিদভিনন্দতি।
নরা রামমপশ্যন্তো নিঃশ্বসন্তি মুহুর্মুহুঃ ॥১০
দেব রাজরথং দৃষ্ট্বা বিনা রামমিহাগতম্।
দূরাদশ্রুমুখঃ সর্বো রাজমার্গে গতো জনঃ ॥১১
হর্ম্যৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্য রথমাগতম্।
হাহাকারকৃতা নার্যো রামদর্শনকর্শিতাঃ ॥১২
আয়তৈর্বিমলৈর্নেত্রৈরশ্রুবেগপরিপ্লুতৈঃ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তেঽব্যক্তমার্ততরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৩
নামিত্রাণাং ন মিত্রাণামুদাসীনজনস্য চ।
অহমার্ততয়া কিঞ্চিদ্ বিশেষং নোপলক্ষয়ে ॥১৪
অপ্রহৃষ্টমনুষ্যা চ দীন-নাগ-তুরঙ্গমা।
আর্তস্বরপরিত্রাসা বিনিঃশ্বসিতনিঃস্বনা ॥১৫
নিরানন্দা মহারাজ রামপ্রব্রাজনাতুরা।
কৌসল্যা পুত্রহীনেব অযোধ্যা প্রতিভাতি মে ॥১৬
সূতস্য বচনং শ্রুত্বা বাচা পরমদীনয়া।
বাষ্পোপহতয়া সূতমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৭
কৈকেয্যা বিনিযুক্তেন পাপাভিজনভাবয়া।
ময়া ন মন্ত্রকুশলৈর্বৃদ্ধৈঃ সহ সমর্থিতম্ ॥১৮

সকল রামনির্বাসনরূপ বিপদে ক্লিষ্ট হইয়াছে এবং পুষ্প, অঙ্কুর ও মুকুলসমূহ ম্লান হইয়াছে। নদী, পুষ্করিণী ও সরোবরসমূহের জল উষ্ণ হইয়াছে। বন ও উপবনের পত্রসমূহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।১-৩

প্রাণিগণ গতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। হিংস্রজন্তুগণও আহারের জন্য ধাবিত হইতেছে না। সকল প্রাণী রামশোকে অভিভূত হওয়ায় অরণ্য শব্দশূন্য ও নিস্তব্ধ হইয়াছে। নদীতে পদ্মপত্রসমূহ সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং নদীর জল কলুষিত হইয়াছে। পদ্মিনীশোভিত সরোবরসমূহের পদ্মসমূহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং মৎস্য ও জলচরপক্ষী সেখানে আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। জলজাত ও স্থলজাত পুষ্প ও মাল্যসমূহ প্রায় গন্ধশূন্য হইয়াছে; তাহাদের শোভা প্রকাশ পাইতেছে না। ফলসমূহও পূর্বের মত নাই। অযোধ্যার উদ্যানসমূহ শূন্য হইয়া গিয়াছে, সেখানে পক্ষীরা মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। উপবনসমূহকে মনোহর বলিয়া মনে হইতেছে না। আমি অযোধ্যায় প্রবেশ করিতেছি, কিন্তু কেহই আমাকে অভিনন্দিত করিল না। অযোধ্যাবাসী লোকেরা রামকে না দেখিয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।৬-১০

দেব! রামদর্শনে উৎকণ্ঠিত রাজপথস্থিত লোকগণ দূর হইতে রামরহিত রাজার রথটিকে আসিতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। রামদর্শনে উৎকণ্ঠিত হাহাকারকারী রমণীগণ হর্ম্য, প্রাসাদ ও বিমানে (সপ্ততলবিশিষ্ট গৃহ) আরোহণপূর্বক রামশূন্য রথটিকে আসিতে দেখিয়া অতিশয়ব্যথিতচিত্তে দীর্ঘ ও নির্মল অশ্রুপূর্ণনয়নের দ্বারা পরস্পরকে দেখিতে লাগিল। সকলেই এত দুঃখিত হইয়াছে, যাহার জন্য শত্রু, মিত্র ও উদাসীন ব্যক্তিগণের কোন বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারিলাম না। মহারাজ! আমার মনে হইতেছে যে, অযোধ্যার সকল মনুষ্য আনন্দরহিত হইয়াছে। এখানের হস্তী ও অশ্বগণ অতিশয় দীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সকলেই আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতিশয় ম্লান হইয়াছে। রামের নির্বাসনে আনন্দহীনা অযোধ্যানগরী এত আতুর হইয়াছে যে, মনে হয় পুত্রহীনা কৌশল্যার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।১১-১৬

মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রের বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া বাষ্পসদ্গদস্বরে অতিশয়দৈন্যযুক্ত বাক্যে সুমন্ত্রকে বলিলেন,—নীচবংশোদ্ভবা পাপচিত্তা কৈকেয়ী কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমি মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধ অমাত্যগণের সহিত কোনরূপ পরামর্শ করিলাম না। আমি স্ত্রীর প্রতি

ন সুহৃদ্ভির্ন চামাত্যৈর্মন্ত্রয়িত্বা সনৈগমৈঃ (ক)।
ময়ায়মর্থঃ সংমোহাৎ স্ত্রীহেতোঃ সহসা কৃতঃ ॥১৯
ভবিতব্যতয়া নূনমিদং বা ব্যসনং মহৎ।
কুলস্যাস্য বিনাশায় প্রাপ্তং সূত যদৃচ্ছয়া ॥২০
সূত যদ্যস্তি তে কিঞ্চিন্ময়াপি সুকৃতং কৃতম্।
ত্বং প্রাপয়াশু মাং রামং প্রাণাঃ সংবরয়ন্তি মাম্ ॥২১
যস্যস্যাপি ময়ৈবাজ্ঞা নিবর্তয়তু রাঘবম্।
ন শক্ষ্যামি বিনা রামং মুহূর্তমপি জীবিতুম্ ॥২২
অথবাপি মহাবাহুর্গতো দূরং ভবিষ্যতি।
মামেব রথমারোপ্য শীঘ্রং রামায় দর্শয় ॥২৩
বৃত্তসংস্থৌ মহোৎসাহঃ কালৌ লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
যদি জীবামি সাধ্বেনং পশ্যেয়ং সীতয়া সহ ॥২৪

(লোহিতাক্ষং মহাবাহুমামুক্তমণিকুণ্ডলম্।
রামং যদি ন পশ্যেয়ং গমিষ্যামি যমক্ষয়ম্) ॥
অতো নু কিং দুঃখতরং যোঽহমিক্ষ্বাকুনন্দনম্।
ইমামবস্থামাপন্নো নেহ পশ্যামি রাঘবম্ ॥২৫
হা রাম রামানুজ হা হা বৈদেহি তপস্বিনি।
ন মাং জানীত দুঃখেন ম্রিয়মাণমনাথবৎ ॥২৬
স তেন রাজা দুঃখেন ভৃশমর্পিতচেতনঃ।
অবগাঢ়ঃ সুদুষ্পারং শোকসাগরমব্রবীৎ ॥২৭
রামশোকমহাবেগঃ সীতাবিরহপারগঃ।
শ্বসিতোর্মিমহাবর্তো বাষ্পবেগজলাবিলঃ ॥২৮
বাহুবিক্ষেপমীনোঽসৌ বিক্রন্দিতমহাস্বনঃ।
প্রকীর্ণকেশশৈবালঃ কৈকয়ীবড়বামুখঃ ॥২৯

মোহাবিষ্ট হইয়া সুহৃৎ, অমাত্য ও বেদজ্ঞগণের সহিত পরামর্শ না করিয়াই সহসা এই কার্য্য করিয়া ফেলিলাম। সুমন্ত্র! ভবিতব্যতার জন্যই এই বিপদ্ আসিয়াছে মনে হয়। এই বিপদ আমার বংশের বিনাশের জন্য যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছে।১৭-২০

সুমন্ত্র! আমি যদি তোমার কখনও কোন উপকার করিয়াছি বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তুমি আমাকে শীঘ্রই রামের নিকট লইয়া চল। আমার প্রাণ বহির্গত হইবার জন্য আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। যদি এখনও আমার আদেশই প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে তুমি রামকে নিবৃত্ত কর। আমি রাম ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও প্রাণধারণ করিতে পারিব না। অথবা মহাবাহু রাম যদি অনেকদূরে চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকেই রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া চল। শীঘ্রই রামের সহিত দেখা করাইয়া দাও। কুন্দপুষ্পকুমুদতুল্যদন্তে অপূর্বশোভাময় মহাধনুর্ধর লক্ষ্মণাগ্রজ রাম এক্ষণে কোথায়? যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলেই সীতার সহিত তাহাকে দেখিতে পাইব। (অরুণনয়ন মণিকুণ্ডলধারী মহাবাহু রামকে যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি যমালয়ে গমন করিব)। আমি এমন দুরপরাধ পতিত হইয়াছি যে, ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে দেখিতে পাইতেছি না—ইহা অপেক্ষা আমার আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? হা রাম! হা রামানুজ লক্ষ্মণ! হা অপরাধশূন্যে সীতে! আমি এক্ষণে অনাথের ন্যায় অতিদুঃখে মরণদশা প্রাপ্ত হইতেছি, তোমরা তাহা জানিতে পারিতেছ না। অনন্তর মহারাজ দশরথ সেই দুঃখে পুনঃ পুনঃ চৈতন্যশূন্য হইয়া ও অপারশোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কৌশল্যাদেবীকে বলিলেন,—দেবি! আমি যে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, তাহাতে রামের বিরহই মহাবেগ উৎপন্ন করিয়াছে। সীতার বিরহই এই শোকসাগরের অন্তঃসীমা। আমার দীর্ঘশ্বাসই তরঙ্গময় আবর্ত্তে (ঘূর্ণি) পরিণত হইয়াছে। অশ্রুধারার দ্বারা এই শোকসাগর বেগবান্ হইয়াছে। আমার উৎক্ষিপ্ত হস্ত মৎস্যতুল্য হইয়াছে। রোদনধ্বনি গর্জ্জন, বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ শৈবাল, কৈকেয়ী বড়বানল, মন্থরার বাক্য হিংস্রজলজন্তু, মিথ্যা কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা যাহা রাম-নির্বাসনের কারণ—তাহা এই শোকসাগরের তীরভূমি হইয়াছে।২১-৩০

কৌশল্যে! আমি রাম ব্যতিরেকে যে শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, মনে হয়, জীবিত থাকিতে এই শোক-

পাঠান্তর :—(ক)—ন নৈগমৈঃ।

মমাপ্রবেগপ্রভবঃ কূজাবাক্যমহাগ্রহঃ।
বরবেলো নৃসংসায়া রামপ্রব্রাজনা যতঃ ॥৩০
যস্মিন্ বত নিমগ্নোঽহং কৌসল্যে রাঘবং বিনা।
তুস্তরো জীবতা দেবি ময়ায়ং শোকসাগরঃ ॥৩১
অশোভনং যোঽহমিহাদ্য রাঘবং
দিদৃক্ষমাণো ন লভে সলক্ষ্মণম্।
ইতীব রাজা বিলপন্মহাযশঃ
পপাত তূর্ণং শয়নে সুমূর্ছিতঃ (ক) ॥৩২

ইতি বিলপতি পার্থিবে প্রনষ্টে
করুণতরং বিগুণং চ রামহেতোঃ।
বচনমনুনিশম্য তস্য দেবী
ভয়মগমৎ পুনরেব রামমাতা ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আমি যে লক্ষ্মণসহিত রামকে দেখিতে অভিলাষী হইয়াও দেখিতে পাইতেছি না, ইহা অতিশয় অশোভন। মহাযশস্বী মহারাজ এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শয্যায় পতিত হইলেন। রামের জন্য অতিশয় করুণভাবে বিলাপ করিতে করিতে দশরথ মূর্ছিত হইলে রাজমহিষী কৌশল্যা মহারাজের ঐরূপ করুণবিলাপ শুনিয়া স্বামীর বিয়োগ আশঙ্কা করিয়া অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইলেন।৩১-৩৩

পাঠান্তর :—(ক)—দ মূর্ছিতঃ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সুমন্ত্রসমীপে কৌসল্যায়া বিলাপঃ, তাং প্রতি সুমন্ত্রস্যাশ্বাসনঞ্চ।]

ততো ভূতোপসৃষ্টেব বেপমানা পুনঃ পুনঃ।
ধরণ্যাং গতসত্ত্বেব কৌসল্যা সূতমব্রবীৎ ॥১
নয় মাং যত্র কাকুৎস্থঃ সীতা যত্র চ লক্ষ্মণঃ।
তান্ বিনা ক্ষণমপ্যদ্য জীবিতুং নোৎসহে হ্যহম্ ॥২
নিবর্তয় রথং শীঘ্রং দণ্ডকান্নয় মামপি।
অথ তানানুগচ্ছামি গমিষ্যামি যমক্ষয়ম্ ॥৩
বাষ্পবেগোপহতয়া স বাচা সজ্জমানয়া।
ইদমাশ্বাসয়ন্ দেবীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥৪
ত্যজ শোকঞ্চ মোহঞ্চ সম্ভ্রমং দুঃখজং তথা।
ব্যবধূয় চ সন্তাপং বনে বৎস্যতি রাঘবঃ ॥৫

ষষ্টিতম সর্গ

[সুমন্ত্রের নিকট কৌশল্যার বিলাপ ও তাঁহার প্রতি সুমন্ত্রের আশ্বাস।]

সেই সময় কৌশল্যাদেবী ভূতাবেশগ্রস্তার ন্যায় পুনঃ পুনঃ কম্পিতদেহে ভূপতিতা ও প্রায় চৈতন্যশূন্যা হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! যেখানে শ্রীমান্ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ আছে, আমাকে সেইস্থানে লইয়া চল। আমি তাহাদিগের অভাবে ক্ষণকালও বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। তুমি শীঘ্রই রথ ফিরাইয়া লও। আমাকেও দণ্ডকারণ্যে লইয়া চল। যদি আমি তাহাদিগের অনুগামিনী না হইতে পারি, তাহা হইলে যমালয়ে গমন করিব। কৌশল্যার বাক্য শুনিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পবেগরুদ্ধকণ্ঠে রামবিষয়ক কথায় আশ্বাস প্রদান করত বলিলেন,—দেবি! আপনি শোক,

লক্ষ্মণশ্চাপি রামস্য পাদৌ পরিচরন্ বনে।
আরাধয়তি ধর্মজ্ঞঃ পরলোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬
বিজনেঽপি বনে সীতা বাসং প্রাপ্য গৃহেষিব।
বিস্রম্ভং লভতেঽভীতা রামে বিন্যস্তমানসা ॥৭
নাস্যা দৈন্যং কৃতং কিঞ্চিৎ সুসূক্ষ্মমপি লক্ষ্যতে।
উচিতেব প্রবাসানাং বৈদেহী প্রতিভাতি মে ॥৮
নগরোপবনং গত্বা যথা স্ম রমতে পুরা।
তথৈব রমতে সীতা নির্জনেষু বনেষ্বপি ॥৯
বালেব রমতে সীতা বালচন্দ্রনিভাননা।
রামারামে হৃদীনাত্মা বিজনেঽপি বনে সতী ॥১০
তদ্‌গতং হৃদয়ং যস্যাস্তদধীনঞ্চ জীবিতম্।
অযোধ্যা হি ভবেদস্যা রামহীনা তথা বনম্ ॥১১
পরিপৃচ্ছতি বৈদেহী গ্রাম্যাংশ্চ নগরাণি চ।
গতিং দৃষ্ট্বা নদীনাঞ্চ পাদপান্ বিবিধানপি ॥১২
রামং বা লক্ষ্মণং বাপি দৃষ্ট্বা জানাতি জানকী।
অযোধ্যা ক্রোশমাত্রে তু বিহারমিব সাশ্রিতা ॥১৩
ইদমেব স্মরাম্যস্যাঃ সহসৈবোপজল্পিতম্।
কৈকয়ীসংশ্রিতং জল্পং নেদানীং প্রতিভাতি মাম্ ॥১৪
ধ্বংসয়িত্বা তু তদ্বাক্যং প্রমাদাৎ পর্য্যুপস্থিতম্।
হ্লাদনং বচনং সূতো দেব্যা মধুরমব্রবীৎ ॥১৫
অধ্বনা বাতবেগেন সম্ভ্রমেণাতপেন চ।
ন বিগচ্ছতি বৈদেহ্যাশ্চন্দ্রাংশুসদৃশী প্রভা ॥১৬
সদৃশং শতপত্রস্য পূর্ণচন্দ্রোপমপ্রভম্।
বদনং তদ্ বদান্যায়া বৈদেহ্যা ন বিকম্পতে ॥১৭
অলক্তরসরক্তাভাবলক্তরসবর্জিতৌ।
অদ্যাপি চরণৌ তস্যাঃ পদ্মকোশসমপ্রভৌ ॥১৮
নূপুরোৎকৃষ্টলীলেব খেলং গচ্ছতি ভামিনী।
ইদানীমপি বৈদেহী তদ্রাগান্যস্তভূষণা ॥১৯

মোহ ও দুঃখজনিত ব্যাকুলতা ত্যাগ করুন। রাম সকল সন্তাপ দূর করিয়া বনে বাস করিবেন।১-৫

জিতেন্দ্রিয় ধার্মিক লক্ষ্মণ বনে থাকিয়া রামের চরণ-সেবা করিতেছেন। ইহাতে তিনি পারলৌকিক কার্য্যই সম্পন্ন করিতেছেন। রামে সমর্পিতচিত্তা সীতা নির্ভয়েই নির্জনবনে বাস করিয়া গৃহবাসের ন্যায় আনন্দলাভ করিতেছেন। আমি সীতাদেবীর অতি-সামান্য দৈন্যও দেখিলাম না। আমার মনে হয় যে, তিনি অনায়াসেই প্রবাসে থাকিতে সমর্থা। অযোধ্যাবাস-কালে নগরের উপবনে গমন করিয়া যেভাবে প্রীতিলাভ করিতেন, এক্ষণে তিনি নির্জনবনে যাইয়া সেইভাবেই প্রীতিলাভ করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রমুখী সীতা নির্জনবনবাসিনী হইয়াও বালিকার মত বিহার করিতেছেন। সতী সীতা রাম-সমীপে থাকিয়া সকল দৈন্য ত্যাগ করিয়াছেন।৬-১০

যাঁহার মন রামে সমর্পিত, যাঁহার প্রাণ রামের অধীন, রাম না থাকিলে সেই সীতার নিকট এই অযোধ্যাও বন হইয়া যাইত। বনে যাইয়া জনকনন্দিনী গ্রাম, নগর, নানাবিধ বৃক্ষ ও নদীসমূহের গতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। রামকে কিংবা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া সব বিষয় জানিতেছেন। অযোধ্যার একক্রোশদূরবর্তী বিহার-কাননেই যেন তিনি রহিয়াছেন। দেবি! এক্ষণে আমি সীতার সম্বন্ধে এই সকল কথাই স্মরণ করিতেছি। তিনি কৈকেয়ী-সম্বন্ধে সহসা কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণে আসিতেছে না। এইরূপ বলিয়া সুমন্ত্র প্রমাদবশতঃ সমাগত কৈকেয়ীপ্রসঙ্গ উপসংহার করিলেন এবং প্রীতিপ্রদ বাক্যে কৌশল্যাকে বলিলেন।১১-১৫

দেবি! পথশ্রম, বায়ুবেগ, হিংস্রজন্তুভীতি ও আতপ-তাপের দ্বারা বৈদেহীর চন্দ্রকিরণতুল্যপ্রভা ম্লান হয় নাই। পদ্মের তুল্য ও পূর্ণচন্দ্রের মত প্রভাময় তাঁহার বদন। মধুরভাষিণী সীতার বদনমণ্ডল একটুও ম্লান হয় নাই। তাঁহার চরণদ্বয় অলক্তরসের ন্যায় রক্তবর্ণ, এক্ষণে অলক্তবিহীন হইয়াও পদ্মকেশরতুল্য প্রভা ধারণ করিয়াছে। জনকনন্দিনী সীতা রামের প্রতি অনুরাগবশতঃ বনবাসের সময়ও অলঙ্কার ত্যাগ করেন নাই। তিনি পাদধৃত নূপুরস্বরে হংসাদির ধ্বনিকে তিরস্কৃত করিয়া বিলাসভরে গমন করিতেছেন।

গজং বা বীক্ষ্য সিংহং বা ব্যাঘ্রং বা বনমাশ্রিতা।
নাহারয়তি সন্ত্রাসং বাহু রামস্য সংশ্রিতা ॥২০
ন শোচ্যাস্তে ন চাস্মাভি স্তে শোচ্যো নাপি জনাধিপঃ।
ইদং হি চরিতং লোকে প্রতিষ্ঠাস্যতি শাশ্বতম্ ॥২১
বিসৃজ শোকং পরিহৃষ্টমানসা
মহর্ষিপাতে পথি সুব্যবস্থিতাঃ।
বনে বতা বন্যফলাশনাঃ পিতুঃ
শুভাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্তি তে ॥২২

বনবাসিনী হইয়া রামের বাহুদ্বয় আশ্রয় করায় তিনি হস্তী, সিংহ কিংবা ব্যাঘ্র দেখিয়াও ভয় পাইতেছেন না।১৬-২০

অতএব আপনি তাঁহাদিগের জন্য ও মহারাজের জন্য শোক করিবেন না। রামের এই আচরণ বহুকাল যাবৎ জগতে প্রচারিত থাকিবে। তাঁহারা শোক ত্যাগ

তথাপি সূতেন সুযুক্তবাদিনা
নিবার্য্যমাণা সূতশোককর্ষিতা।
ন চৈব দেবী বিররাম কূজিতাৎ
প্রিয়েতি পুত্রেতি চ রাঘবেতি চ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়া অভিহৃষ্টচিত্তে মহর্ষিগণসেবিত পথে গমনরত হইয়াছেন এবং বনে থাকিয়া বন্যফল ভক্ষণ করত পিতার পবিত্র প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন। যুক্তিযুক্তবাক্যবাদী সুমন্ত্র এইভাবে আশ্বাসবাক্যে নিবারণ করিলেও কৌশল্যাদেবী 'হা প্রিয়পুত্র!' 'হা রাঘব!' এইরূপ বিলাপ হইতে বিরত হইলেন না।২১-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[রামমুদ্দিশ্য বিলপন্ত্যাঃ কৌসল্যায়া দশরথংপ্রতি পরুষোক্তিঃ।]

বনং গতে ধর্মরতে রামে রমযতাং বরে।
কৌসল্যা রুদতী চার্তা ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
যদ্যপি ত্রিষু লোকেষু প্রথিতং তে মহদ্ যশঃ।
সানুক্রোশো বদান্যশ্চ প্রিয়বাদী চ রাঘবঃ ॥২
কথং নরবরশ্রেষ্ঠ পুত্রৌ তৌ সহ সীতয়া ॥
দুঃখিতৌ সুখসংবৃদ্ধৌ কথং দুঃখং সহিষ্যতঃ ॥৩
সা নূনং তরুণী শ্যামা সুকুমারী সুখোচিতা।
কথমুষ্ণঞ্চ শীতঞ্চ মৈথিলী বিসহিষ্যতে ॥৪
ভুক্ত্বাশনং বিশালাক্ষী সূপসংস্কৃতং শুভম্।
বন্যং নৈবারমাহারং কথং সীতোপভোক্ষ্যতে ॥৫

গীত-বাদিত্রনির্ঘোষং শ্রুত্বা শুভমন্বিতা।
কথং ক্রব্যাদসিংহানাং শব্দং শ্রোষ্যত্যশোভনম্ ॥৬
মহেন্দ্রধ্বজসঙ্কাশঃ ক নু শেতে মহাভুজঃ।
ভুজং পরিঘসঙ্কাশমুপাধায় মহাবলঃ ॥৭
পদ্মবর্ণং শুকেশান্তং পদ্মনিঃশ্বাসসুরভম্।
কদা দ্রক্ষ্যামি রামস্য বদনং পুষ্করেক্ষণম্ ॥৮
বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং মে ন সংশয়ঃ
অপশ্যন্ত্যা ন তং যদ্ বৈ স্ফুটতীদং সহস্রধা ॥৯
ধিগ্বৃদ্ধা কারুণং কর্ম ব্যপোহ্য মম বান্ধবাঃ।
নিরস্তাঃ পরিধাবন্তি স্বধাহাঃ কৃপণা বনে ॥১০

একষষ্টিতম সর্গ

[রামের উদ্দেশে বিলাপ করিতে করিতে দশরথের প্রতি কৌশল্যার কর্কশ বাক্য।]

সর্বলোকসুখপ্রদ ধর্মরত রাম বনে গমন করিলে অতীবকাতরা কৌশল্যা রোদন করিতে করিতে স্বামীকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি দয়ালু, দানশীল, প্রিয়বাদী ও রঘুকুলভূষণ। এইজন্যই আপনার বিপুল যশ ত্রিলোকে বিস্তৃত হইয়াছে। নরবরশ্রেষ্ঠ! সীতার সহিত যে পুত্রদ্বয় অতিসুখে লালিত-পালিত হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দুঃখিত করিলে? তাহারা কিরূপে এই দুঃখ সহ্য করিবে? মিথিলারাজনন্দিনী সীতা কোমলাঙ্গী ও সর্বদা সুখভোগযোগ্যা। এই তরুণবয়সে সেই সৌম্যাঙ্গী কিরূপে শীত ও গ্রীষ্ম সহ্য করিবে? বিশালনয়না জানকী সর্বদাই মনোহর নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি উপচার-সমন্বিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া এক্ষণে কিরূপে বন্য নীবারধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিবে?১-৫

সকল সময় মনোহর গীতবাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া এক্ষণে কিরূপে মাংসভোজী সিংহাদি হিংস্রপশুগণের দারুণ গর্জন শ্রবণ করিবে? হায়! এক্ষণে মহাবল মহেন্দ্রধ্বজতুল্য রাম অর্গলসদৃশ বিশাল বাহু উপধান (বালিশ) করিয়া কোথায় শয়ন করিতেছে? আমি জানি না, আবার কবে পদ্মতুল্যমনোহরবর্ণবিশিষ্ট সুকোমলকুটিলকেশ-সমন্বিত পদ্মগন্ধিনিশ্বাসযুক্ত কমল-সদৃশনয়নশোভিত রামের মুখমণ্ডল দেখিতে পাইব। আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রের তুল্য কঠোর—ইহাতে কোন সংশয় নাই, যেহেতু ইহা রামকে না দেখিয়াও সহস্রভাগে বিদীর্ণ হইতেছে না। মহারাজ! আপনি বৃদ্ধগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া সহসা যে শোচনীয় কার্য্য করিলেন, তাহার ফলে সর্বতোভাবে সুখভোগ-যোগ্য আমার স্বজনগণ বিতাড়িত হইয়া অতিশয় দুঃখে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে।৬-১০

যদিও রাম পঞ্চদশবর্ষে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে,

যদি পঞ্চদশে বর্ষে রাঘবঃ পুনরেষ্যতি।
জহ্যাদ্ রাজ্যঞ্চ কোশঞ্চ ভরতো নোপলক্ষ্যতে ॥১১
ভোজয়ন্তি কিল শ্রাদ্ধে কেচিৎ স্বানেব বান্ধবান্।
ততঃ পশ্চাৎ সমীক্ষন্তে কৃতকার্য্যা দ্বিজোত্তমান্ ॥১২
তত্র যে গুণবন্তশ্চ বিদ্বাংসশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
ন পশ্চাত্তেঽভিমন্যন্তে সুধামপি সুরোপমাঃ ॥১৩
ব্রাহ্মণেষ্বপি বৃত্তেষু ভুক্তশেষং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাভ্যুপেতুমলং প্রাজ্ঞাঃ শৃঙ্গচ্ছেদমিবর্ষভাঃ ॥১৪
এবং কনীয়সা ভ্রাত্রা ভুক্তং রাজ্যং বিশাম্পতে।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো বরিষ্ঠশ্চ কিমর্থং নাবমন্যতে ॥১৫
ন পরেণাহৃতং ভক্ষ্যং ব্যাঘ্রঃ খাদিতুমিচ্ছতি।
এবমেব নরব্যাঘ্রঃ পরলাভং ন মংস্যতে ॥১৬
হবির্রাজ্যং পুরোডাশঃ কুশা যূপাশ্চ গর্হিতাঃ।
নৈতানি যাতযামানি কুর্বন্তি পুনরধ্বরে ॥১৭

তথা হ্যাত্তমিদং রাজ্যং হৃতসারাং সুরামিব।
নাভিমন্তুমলং রামো নষ্টসোমমিবাধ্বরম্ ॥১৮
নৈবংবিধমসৎকারং রাঘবো মর্ষয়িষ্যতি।
বলবানিব শার্দূলো বালধেরভিমর্শনম্ ॥১৯
নৈতস্য সহিতা লোকা ভয়ং কুর্য্যুর্মহামৃধে।
অধর্ম্মং ত্বিহ ধর্ম্মাত্মা লোকং ধর্ম্মেণ যোজয়েৎ ॥২০
নগ্নসৌ কাঞ্চনৈর্বাণৈর্মহাবীর্য্যো মহাভুজঃ।
যুগান্ত ইব ভূতানি সাগরানপি নির্দহেৎ ॥২১
স তাদৃশঃ সিংহবলো বৃষভাক্ষো নরর্ষভঃ।
স্বয়মেব হতঃ পিত্রা জলজেনাত্মজো যথা ॥২২
দ্বিজাতিচরিতো ধর্ম্মঃ শাস্ত্রৈঃ দৃষ্টঃ সনাতনৈঃ।
যদি তে ধর্ম্মনিরতে ত্বয়া পুত্রে বিবাসিতে ॥২৩
গতিরেকা পতির্ভার্য্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে ॥২৪

তখন ভরত যে রাজ্য ও ধনভাণ্ডার ছাড়িয়া দিবে, তাহা মনে হয় না। ছাড়িয়া দিলেও রাম তাহা গ্রহণ করিবে না। রাজন্! শ্রাদ্ধকালে যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নিজবান্ধবগণকে ভোজন করাইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে এবং পরে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তখন দেবতুল্য বিদ্বান্ গুণবান্ ব্রাহ্মণগণ সুধাভক্ষণেও অভিলাষী হন না। বৃষ যেমন নিজশৃঙ্গচ্ছেদনে সম্মত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনাবশিষ্ট অন্নভোজনে সম্মত হন না। রাজন্! গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাম কিপ্রকারে কনিষ্ঠের উপভুক্ত-রাজ্য গ্রহণে সম্মত হইবে ?১১-১৭

ব্যাঘ্র কখনও অন্যের দ্বারা উপভুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে না। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ভরতের উচ্ছিষ্ট-রাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবে না। যজ্ঞীয় ঘৃত আঘ্য পুরোডাশ, কুশ ও যূপকাষ্ঠ একবার যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে ঐ সকল দ্রব্য পুনর্বার অন্য যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় না। সারশূন্য সুরার ন্যায় ও সোমরসরহিত যজ্ঞের ন্যায় ভরত-কর্তৃক উপভুক্ত এই রাজ্য কখনই রাম গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না। কেহ লাঙ্গুল (লেজ) স্পর্শ করিলে বলবান্ ব্যাঘ্র যেমন তাহা সহ্য করে না, সেইরূপ রামও এইরূপ অপমান সহ্য করিবে না। মহাযুদ্ধে দেবতা, অসুর প্রভৃতি মিলিত হইয়াও রামের ভীতি-সম্পাদন করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীমান্ রাম ধর্ম-পরায়ণ। সে সকললোককে অধর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্মপথে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। সুতরাং সে কিরূপে অধর্ম করিবে ?১৮-২০

রাম মহাবাহু ও মহাবীর। সে সুবর্ণময় বাণের দ্বারা প্রলয়কালীন মহাকালের ন্যায় সকল প্রাণী ও সাগরসমূহকে দগ্ধ করিতে পারে। মৎস্য যেমন নিজ সন্তানকে নিহত করে, সেইরূপ নিজপিতাকর্তৃক সিংহতুল্যবলশালী বৃষভেক্ষ নরশ্রেষ্ঠ রাম নিহত হইয়াছে। যদি ধর্মপালনরত পুত্রকে নির্বাসিত করিয়া ঋষিগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট দ্বিজাতিগণের আচরিতধর্ম পালন করিয়াছ মনে কর, তাহাতে আমি সর্বপ্রকারেই নষ্ট হইলাম। রাজন্! চিন্তা করিয়া দেখুন যে, স্ত্রীলোকের প্রথমগতি স্বামী, দ্বিতীয়গতি পুত্র, তৃতীয়গতি জ্ঞাতি-গণ, চতুর্থগতি হয় না। তন্মধ্যে আপনি আমার প্রথম-

তত্র ত্বং মম নৈবাসি রামশ্চ বনমাহিতঃ।
ন বনং গন্তুমিচ্ছামি সর্বথা হা হতা ত্বয়া ॥২৫
হতং ত্বয়া রাষ্ট্রমিদং সরাজ্যং
হতাঃ স্ম সর্বাঃ সহ মন্ত্রিভিশ্চ।
হতা সপুত্রাস্মি হতাশ্চ পৌরাঃ
স্বতশ্চ ভার্য্যা চ তব প্রহৃষ্টৌ ॥২৬

ইমাং গিরং দারুণশব্দসংহিতাং
নিশম্য রামেতি মুমোহ দুঃখিতঃ।
ততঃ স শোকং প্রবিবেশ পার্থিবঃ
স্বদুষ্কৃতং চাপি পুনস্তথাস্মরৎ ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

গতি হইলেও সপত্নীর বশীভূত হওয়ায় আমার নহেন। আমার দ্বিতীয়গতি রাম আপনা-কর্তৃক বনে প্রেরিত হইয়াছে। আপনার বর্তমানে আমি বনেও যাইতে ইচ্ছা করি না। এই অবস্থায় আমি আপনা-কর্তৃক সর্বতোভাবে হত হইলাম।২১-২৫

মহারাজ! আপনি এই কার্য্য করিয়া রাজ্য সহিত সমস্ত নগর নষ্ট করিয়াছেন। মন্ত্রীর সহিত প্রজাবর্গকে নষ্ট করিয়াছেন। পুত্রের সহিত আমি নিহত হইয়াছি। পুরবাসী লোকেরা নিহত হইয়াছে। কেবলমাত্র আপনার ভার্য্যা কৈকেয়ী ও পুত্র ভরত আনন্দিত হইয়াছে। কৌশল্যার এই অতিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীবদুঃখিত দশরথ "হা রাম" বলিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং পূর্বকৃত দুষ্কর্মের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন।২৬ ২।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[কৌসল্যাবাক্যং শ্রুত্বা তাংপ্রতি দশরথস্য প্রসাদনোক্তিঃ, কৌসল্যায়াঃ প্রতিপ্রসাদনঞ্চ।]

এবং তু ক্রুদ্ধয়া রাজা রামমাত্রা সশোকয়া।
শ্রাবিতঃ পরুষং বাক্যং চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥১
চিন্তয়িত্বা স চ নৃপো মোহব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
অথ দীর্ঘেণ কালেন সংজ্ঞামাপ পরন্তপঃ ॥২
স সংজ্ঞামুপলভ্যৈব দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বসন্।
কৌসল্যাং পার্শ্বতো দৃষ্ট্বা ততশ্চিন্তামুপাগমৎ ॥৩
তস্য চিন্তয়মানস্য প্রত্যভাৎ কর্ম দুষ্কৃতম্।
যদনেন কৃতং পূর্বমজ্ঞানাচ্ছব্দবেধিনা ॥৪
অমনাস্তেন শোকেন রামশোকেন চ প্রভুঃ।
দ্বাভ্যামপি মহারাজঃ শোকাভ্যামভিতপ্যতে ॥৫

দহ্যমানস্তু শোকাভ্যাং কৌসল্যামাহ দুঃখিতঃ।
বেপমানোঽঞ্জলিং কৃত্বা প্রসাদার্থমবাঙ্মুখঃ ॥৬
প্রসাদয়ে ত্বাং কৌসল্যে রচিতোঽয়ং ময়াঞ্জলিঃ।
বৎসলা চানৃশংসা চ ত্বং হি নিত্যং পরেষ্বপি ॥৭
ভর্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্নির্গুণোঽপি বা।
ধর্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্ ॥৮
সা ত্বং ধর্মপরা নিত্যং দৃষ্টলোকপরাবরা।
নার্হসে বিপ্রিয়ং বক্তুং দুঃখিতাপি সুদুঃখিতম্ ॥৯
তদ্বাক্যং করুণং রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা দীনস্য ভাষিতম্।
কৌসল্যা ব্যসৃজদ্ বাষ্পং প্রণালীব নবোদকম্ ॥১০

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

[কৌশল্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি দশরথের প্রসাদনবাক্য ও দশরথের প্রতি কৌশল্যাদেবীর প্রতিপ্রসাদনবাক্য।]

শোকাতুরা ক্রোধান্বিতা রামজননী কৌশল্যার ঐরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া দুঃখিত রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে থাকায় মোহবশতঃ তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ বিকল হইয়া পড়িল। দশরথ অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কৌশল্যাকে পার্শ্বদেশে দর্শন করিয়া পুনর্বার চিন্তাকুল হইলেন। এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে যে দুষ্কর্ম তিনি অজ্ঞানবশতঃ শব্দবেধী বাণের দ্বারা বহুপূর্বে করিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিলেন। মহারাজ দশরথ শক্তিমান্ হইয়াও ঐ দুষ্কর্ম-জনিত শোকে ও রামের শোকে অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়িলেন এবং ঐ দুইটি শোকের দ্বারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন।১-৫

ঐ দুইটি শোকে দহ্যমান অতিদুঃখিত দশরথ কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার জন্য অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—কৌশল্যে! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। তুমি পরের প্রতিও সর্বদা স্নেহপ্রকাশ করিয়া থাক, কখনও নির্দয়-ব্যবহার কর না। দেবি! স্বামী নির্গুণ হউন কিংবা গুণবান্ হউন, ধর্মপরায়ণা মহিলাদিগের তিনি প্রত্যক্ষদেবতা। তুমি সর্বদা ধর্মপরায়ণা। সংসারে কোন্ বিষয়টি হেয় এবং কোন্‌টি উপাদেয়, তাহা তুমি অবগত আছ। অতএব তুমি দুঃখে পড়িয়া আমাকে এইরূপ অপ্রিয় বাক্য বলিতে পার না, যেহেতু আমি অতি দুঃখিত। দীনভাবাপন্ন মহারাজ দশরথের এইরূপ করুণবাক্য শ্রবণ করিয়া কৌশল্যা সেইভাবে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন—যেভাবে প্রণালী বর্ষাজল বিসর্জন করে।৬-১০

সা মূর্ধ্নি বদ্ধ্বা রুদতী রাজ্ঞঃ পদ্মনিবাঞ্জলিম্ ।
সম্ভ্রমাদব্রবীৎ ত্রস্তা ত্বরমাণাক্ষরং বচঃ ॥১১
প্রসীদ শিরসা যাচে ভূমৌ নিপতিতাস্মি তে ।
যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং নহি ত্বয়া ॥১২
নৈষা হি সা স্ত্রী ভবতি শ্লাঘনীয়েন ধীমতা ।
উভয়োর্লোকয়োর্লোকে পত্যা যা সংপ্রসাদ্যতে ॥১৩
জানামি ধর্মং ধর্মজ্ঞ ত্বাং জানে সত্যবাদিনম্ ।
পুত্রশোকার্তয়া তত্তু ময়া কিমপি ভাষিতম্ ॥১৪
শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্ ।
শোকো নাশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ ॥১৫
শক্যমাপতিতঃ সোঢ়ুং প্রহারো রিপুহস্ততঃ ।
সোঢ়ুমাপতিতঃ শোকঃ সুসূক্ষ্মোঽপি ন শক্যতে ॥১৬
বনবাসায় রামস্য পঞ্চরাত্রোঽত্র গণ্যতে ।
মমঃ শোকহতহর্ষায়াঃ পঞ্চবর্ষোপমো মম ॥১৭
তৎ হি চিন্তয়মানায়াঃ শোকোঽয়ং হৃদি বর্ধতে ।
নদীনামিব বেগেন সমুদ্রসলিলং মহৎ ॥১৮
এবং হি কথয়ন্ত্যাস্তু কৌসল্যায়াঃ শুভং বচঃ ।
মন্দরশ্মিরভূৎ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্তত ॥১৯
অথ প্রহ্লাদিতো বাক্যৈর্দেব্যা কৌসল্যয়া নৃপঃ ।
শোকেন চ সমাক্রান্তো নিদ্রায়া বশমেয়িবান্ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

তিনি রোদন করিতে করিতে মহারাজের পদ্মতুল্য অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় নিজমস্তকে ধারণ করিয়া ভীতভাবে সম্ভ্রমসহকারে দ্রুত উচ্চারিত বাক্যে বলিলেন,—দেব! আমি ভূলুণ্ঠিতা হইয়া মস্তক দ্বারা আপনার চরণস্পর্শ করত প্রার্থনা করিতেছি—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি আমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন, ইহাতেই আমি নষ্ট হইলাম, যেহেতু আমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করা আপনার কখনই উচিত নয়। এই সংসারে সেই স্ত্রী কখনও কুলস্ত্রী হয় না, যে স্ত্রী ইহলোক ও পরলোকের গৌরবজনক ধীমান্ পতি-কর্তৃক এইভাবে অনুনীত ও প্রসাদিত হয়। ধর্মজ্ঞ! রাজন্! আমি ধর্মের স্বরূপ জানি এবং আপনাকেও সত্যবাদী বলিয়া জানি, কিন্তু পুত্রশোকে অতিশয় বিহ্বল হইয়াই আমি আপনাকে ঐ সব কথা বলিয়াছি। শোক মানুষের ধৈর্য্য নাশ করে, শোক জ্ঞানকে নাশ করে। শোক মানুষের সকলগুণ নাশ করে, শোকের সমান শত্রু নাই।১১-১৫

শত্রুহস্ত হইতে প্রহার প্রাপ্ত হইলে তাহা সহ্য করিতে পারা যায়, কিন্তু অতিসামান্য শোক উপস্থিত হইলে তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারা যায় না। রামের বনবাসের এই পঞ্চরাত্রি অতীত হইল। কিন্তু শোকে আমার সকল আনন্দ নষ্ট হওয়ায় এই পঞ্চরাত্রি* পঞ্চবর্ষতুল্য হইয়াছে। যেমন নদীসমূহের বেগের দ্বারা সমুদ্রের বিশাল জলরাশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রামের চিন্তায় আমার হৃদয়ে শোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কৌশল্যাদেবী এইভাবে মহারাজের দুঃখনাশী শুভবাক্য বলিতে লাগিলেন এই অবসরে সূর্য্যের কিরণ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল এবং রাত্রি উপস্থিত হইল। কৌশল্যা-দেবীর ঐরূপ বাক্যে আহ্লাদিত ও রামের শোকে আতুর রাজা দশরথ নিদ্রার বশীভূত হইলেন।১৬-২০

*রামের বনবাসের প্রথম রাত্রি তমসাতীরে, দ্বিতীয় রাত্রি গৃহবেরপুরে, তৃতীয় রাত্রি বৃক্ষমূলে, চতুর্থ রাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে, পঞ্চম রাত্রি যমুনাতীরে, ষষ্ঠরাত্রি চিত্রকূটে অতিবাহিত হইয়াছে। ষষ্ঠদিবসে অপরাহ্ণে সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ও রাত্রিকালে দশরথের দেহত্যাগ। কৌশল্যা অতীত পাঁচটি রাত্রির কথা বলিয়াছেন।

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

হা হেতি পততস্তোয়ে বাণাদ্ ব্যথিতমর্মণঃ।
তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ বাগভূতত্র মানুষী ॥২৫
কথমস্মদ্ বিধে শস্ত্রং নিপতেচ্চ তপস্বিনি।
প্রবিধিক্তাং নদীং রাত্রাবুদাহারোঽহমাগতঃ ॥২৬
ইমুণাঽভিহতঃ কেন কস্য বাপকৃতং ময়া।
ঋষেহি শুক্লদণ্ডস্য বনে বন্যেন জীবতঃ ॥২৭
কথং নু শস্ত্রেণ বধো মদ্‌বিধস্য বিধীয়তে।
জটাভারধরস্যৈব বল্কলাজিনবাসসঃ ॥২৮
কো বধেন মমার্থী স্যাৎ কিং বাস্যাপকৃতং ময়া।
এবং বিলপমারব্ধং কেবলানর্থসংহিতম্ ॥২৯
ন কচিৎ সাধু মন্যেত যথৈব গুরুতল্পগম্।
নেমং তথানুশোচামি জীবিতক্ষয়মাত্মনঃ ॥৩০
মাতরং পিতরং চোভাবনুশোচামি মদ্‌বধে।
তদেতস্মিথুনং বৃদ্ধং চিরকালকৃতং ময়া ॥৩১
ময়ি পঞ্চত্বমাপন্নে কাং বৃত্তিং বর্তয়িষ্যতি।
বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরাবহং চৈকেষুণা হতঃ ॥৩২
কেন স্ম নিহতাঃ সর্বে সুবালেনাকৃতাত্মনা।
তাং গিরং করুণং শ্রুত্বা মম ধর্মানুকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৩৩
করাভ্যাং সশরং চাপং ব্যথিতস্যাপতদ্ ভুবি।
তস্যাহং করুণং শ্রুত্বা ঋষেবিলপতো নিশি ॥৩৪
সংত্রস্তঃ শোকবেগেন ভৃশমাসং বিচেতনঃ।
তং দেশমহমাগম্য দীনসত্ত্বঃ সুদুর্মনাঃ ॥৩৫
অপশ্যমিষুণা তীরে সরযূ্যাস্তাপসং হতম্।
অবকীর্ণজটাভারং প্রবিদ্ধকলশোদকম্ ॥৩৬

স্থির করত সেইদিকে শরনিক্ষেপ করিলাম। আমি সেখানে সর্পতুল্য তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিলাম, সেখানে কোন এক বনবাসীর 'হা! হা!' এইরূপ স্পষ্টধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমার তীক্ষ্ণবাণে তাহার মর্মদেশ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে জলে পতনোন্মুখ হইয়াছিল। সে যখন ভূমিতে পতিত হইল, তখন হাহাকারময় এই মনুষ্যবাক্য নির্গত হইল।২১-২৫

"আমাদিগের মত তপস্বীর উপর কিপ্রকারে শস্ত্রাঘাত হইল? আমি রাত্রিশেষে নির্জন নদীতে জল লইবার জন্য আসিয়াছি। কে আমাকে বাণের দ্বারা আহত করিল? আমি কাহার অপকার করিয়াছি? আমি ঋষি হইয়া বন্যফলমূল দ্বারা জীবনধারণ করি, কাহাকেও দণ্ডপ্রদান করি না। জটাধারী, বল্কল ও মৃগচর্মপরিধানকারী মাদৃশ ব্যক্তিকে শস্ত্রের দ্বারা বধ করা কিরূপে সঙ্গত হয়? আমার বধের দ্বারা কাহার ইষ্টসিদ্ধি হইবে? আমি তাহার কি অপকার করিয়াছি? যে ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়াছে, তাহার কোন ফললাভ হইবে না, বরং অনর্থই হইবে। গুরুপত্নী-গমনকারীকে যেমন কেহই সাধু বলিয়া মনে করে না, সেইরূপ আমার বধকারীকেও কেহ সাধু বলিয়া মনে করিবে না। আমি আমার প্রাণনাশের জন্য অনুতপ্ত হইতেছি না, কিন্তু আমার মৃত্যুতে আমার মাতাপিতার জন্যই অনুশোচনা করিতেছি। আমি বৃদ্ধ মাতাপিতাকে চিরকাল প্রতিপালিত করিতেছি।২৬-৩১

আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার মাতা-পিতা কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? হায়! আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা ও আমি একটি বাণের দ্বারা নিহত হইলাম। কোন্ স্বল্পমতি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আমাদের সকলকে নিহত করিল?' দেবি! আমি সর্বদা ধর্মপরায়ণ। সুতরাং ঐরূপ করুণবাক্য শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলাম। আমার হস্ত হইতে বাণসহিত ধনু ভূতলে পড়িয়া গেল। সেই রাত্রিকালে বিলাপরত ঋষির করুণ বাক্য শুনিয়া আমি শোকাবেগে বিহ্বল ও বিচারবুদ্ধি-শূন্য হইয়া পড়িলাম। পরে দীনভাবাপন্ন ও অতি-দুঃখিত হইয়া সেইস্থানে গমন করিলাম। গমন করিয়া আমার বাণে নিহত সরযূতীরে পতিত তাপসকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার জটাভার বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। হস্ত হইতে জলকুম্ভ স্খলিত হইয়াছে। ধূলি ও শোণিতধারায় সকল শরীর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অস্ত্রবিদ্ধ হইয়া তিনি ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি ভীত ও ব্যাকুল হইলাম। তিনি নিজনেত্র দ্বারা দর্শন করত স্বীয়তেজে আমাকে

পাংশুশোণিতদিগ্ধাঙ্গং শয়ানং শল্যবেধিতম্ ।
স মামুপলক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ত্রস্তমব্যগ্রচেতসম্ ॥৩৭
ইত্যুবাচ বচঃ ক্রূরং দিধক্ষন্নিব তেজসা ।
কিং তবাপকৃতং রাজন্ বনে নিবসতা ময়া ॥৩৮
দ্বিহীর্ষুরস্ত্রো গুর্বর্থং যদহং তাড়িতস্ত্বয়া ।
একেন খলু বাণেন মর্মণ্যভিহিতে ময়ি ॥৩৯
দ্বাবন্ধৌ নিহতৌ বৃদ্ধৌ মাতা জনয়িতা চ মে ।
তৌ নূনং দুর্বলাবন্ধৌ মৎপ্রতীক্ষৌ পিপাসিতৌ ॥৪০
চিরমাশাং কৃতাং কষ্টাং তৃষ্ণাং সংধারয়িষ্যতঃ ।
ন নূনং তপসো বাস্তি ফলযোগঃ শ্রুতস্য বা ॥৪১
পিতা যন্মাং ন জানীতে শয়ানং পতিতং ভুবি ।
জানন্নপি চ কিং কুর্যাদশক্তশ্চাপরিক্রমঃ ॥৪২

ভিদ্যমানমিবাশক্তস্ত্রাতুমন্যো নগো নগম্ ।
পিতুস্ত্বমেব মে গত্বা শীঘ্রমাচক্ষ্ব রাঘব ॥৪৩
ন ত্বামনুদহেৎ ক্রুদ্ধো বনমগ্নিরিবৈধিতঃ ।
ইষুমেকপদী রাজন্ মতো মে পিতুরাশ্রমঃ ॥৪৪
তং প্রসাদয় গত্বা ত্বং ন ত্বাং সংকুপিতঃ শপেৎ ।
বিশল্যং কুরু মাং রাজন্মর্মমে নিশিতঃ শরঃ ॥৪৫
রুণদ্ধি মৃদু সোঽংসেধং তীরমম্বুরয়ো যথা ।
সশল্যঃ ক্লিশ্যতে প্রাণৈর্বিশল্যো বিনশিষ্যতি ॥৪৬
ইতি মামবিশচ্চিন্তা তস্য শল্যাপকর্ষণে ।
দুঃখিতস্য চ দীনস্য মম শোকাতুরস্য চ ॥৪৭
লক্ষয়ামাস স ঋষিশ্চিন্তাং মুনিসুতস্তদা ।
তপ্যমানং (ক স মাং কৃচ্ছ্রাদুবাচ পরমার্থবিৎ ॥৪৮

দগ্ধ করিয়াই যেন অতিক্রুরবাক্যে বলিলেন,—রাজন্! আমি বনে বাস করিতেছি। এই অবস্থায় আমি আপনার কি অপকার করিয়াছি? আমি মাতা-পিতার জন্য জল লইতে আসিয়াছিলাম। আপনি আমাকে বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন এবং একটি বাণের দ্বারা আমার মর্মদেশে আঘাত করিয়া আমাকে ও আমার বৃদ্ধ অন্ধ-মাতাপিতাকে নিহত করিলেন। তাঁহারা দুইজনেই অন্ধ ও দুর্বল এবং পিপাসার্ত হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা আমার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় অতিকষ্টে তৃষ্ণা লঙ্ঘ করিয়া রহিয়াছেন। আমি মনে করি যে, আমার তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের কোন ফলই নাই, যেহেতু আমি ভূপতিত হইয়া শয়ান রহিয়াছি, ইহা পিতা জানিতে পারিতেছেন না। আর, জানিলেই বা তিনি কি করিবেন? তিনি স্বয়ং বৃদ্ধত্ব-নিবন্ধন অশক্ত এবং অন্যত্র নিরুদ্যম গমনে অসমর্থ। একটি বৃক্ষ ভিন্নমান হইলে যেমন অন্যবৃক্ষ তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, আমার পিতাও আমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। রাঘব! বায়ুবর্ধিত অগ্নি যেমন বনকে দগ্ধ করে, আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া যে পর্য্যন্ত সেইরূপে আপনাকে দগ্ধ না করেন, তন্মধ্যেই আপনি আমার পিতার নিকট সত্বর যাইয়া এই সংবাদ প্রদান করুন। রাজন্! এই যে সংকীর্ণপথ দেখিতেছেন, এই পথে আমার পিতার আশ্রমে যাওয়া যায় ॥৩২-৪৪

আপনি সেখানে যাইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন—যাহাতে তিনি কুপিত হইয়া আপনাকে অভিশাপ না দেন। রাজন্! আপনি আমার মর্মস্থান হইতে এই বাণ উদ্ধৃত করিয়া আমাকে শল্যহীন করুন। নদীবেগ যেমন উন্নত বালুকাময় তীরদেশকে পীড়া দেয়, সেইরূপ আপনার এই তীক্ষ্ণ শর আমার মর্মদেশে পীড়া দিতেছে। কৌশল্যে! তপস্বীর এইসকল বাক্য শ্রবণ করিলে পর শল্যমোচনবিষয়ে আমার মনে চিন্তা হইল যে, মর্মবিদ্ধ এই শল্য ইঁহাকে ভীষণ যাতনা দিতেছে, কিন্তু এই শল্য উদ্ধৃত করিলে ইনি এখনই প্রাণত্যাগ করিবেন। আমি দুঃখিত দীনভাবাপন্ন ও শোকে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেছি। মুনিতনয় সেই ঋষি তাহা লক্ষ্য করিলেন। পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ বিকৃতদেহ অবসন্ন চেষ্টাশূন্য মুনিকুমার আমাকে অতিশয় কাতর দেখিয়া অতিকষ্টে বলিলেন,—রাজন্! আমি ধৈর্য্যের দ্বারা শোকনিরোধ করিয়া স্থিরচিত্ত হইতেছি। আপনি ব্রহ্মহত্যাজনিত সন্তাপ হৃদয় হইতে দূর করুন। রাজন্! আমি দ্বিজাতি নহি। আপনার মনে ব্রহ্মহত্যার আশঙ্কা যেন না হয়। নরাধিপ! আমি

পাঠান্তর :—(ক) তামমন্যত।

সীদমানো বিবৃত্তাঙ্গোঽচেষ্টমানো গতঃ ক্ষয়ম্।
সংস্তভ্য শোকং ধৈর্য্যেণ স্থিরচিত্তো ভবাম্যহম্ ॥৪৯
ব্রহ্মহত্যাকৃতং তাপং হৃদয়াদপনীয়তাম্।
ন দ্বিজাতিরহং রাজন্ মা ভূতে মনসো ব্যথা ॥৫০
শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ।
ইতীব বদতঃ কৃচ্ছ্রাদ্ বাণাভিহতমর্ম্মণঃ ॥৫১
বিঘূর্ণতো বিচেষ্টস্য বেপমানস্য ভূতলে।
তস্য ত্রাতাস্মমানস্য তং বাণমহমুদ্ধরম্ ॥
সমামুদ্বীক্ষ্য সন্ত্রস্তো জহৌ প্রাণাংস্তপোধনঃ ॥৫২
জলার্দ্রগাত্রং তু বিলপ্য কৃচ্ছ্রং
মর্ম্মব্রণং সন্ততমুচ্ছ্বসন্তম্।
ততঃ সরযূং তমহং শয়ানং
সমীক্ষ্য ভদ্রে সুভৃশং বিষণ্ণঃ ॥৫৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাগর্ভে জন্মিয়াছি। মর্ম্মস্থানে বাণবিদ্ধ চেষ্টারহিত কম্পিত ভূলুণ্ঠিত মুনিকুমার অতিকষ্টে এই পর্য্যন্ত বলিলে আমি অতিব্যথিত ঐ তাপসের বক্ষ হইতে শর উদ্ধৃত করিলাম। তিনি অতিভীত হইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। ভদ্রে! সরযূজলে সিক্তদেহ মর্ম্মবিদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকারী ঋষিকুমার কষ্টে বিলাপ করিয়া নদীতীরে শেষশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাকে ঐরূপে শয়ান দেখিয়া আমি অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম ।৪৫-৫৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মুনিকুমারস্য জীবনাশেন রাজ্ঞো দশরথস্য ব্যাকুলতা, দশরথমুখাৎ পুত্রবধবার্ত্তামাকর্ণ্য বৃদ্ধমাতাপিত্রোর্বিলাপঃ, মৃতপুত্রেণ মুনিনা দশরথায় শাপদানম্, কৌশল্যাসমীপে স্বীয়বৃত্তান্তং জ্ঞাপয়তো দশরথস্য পুত্রশোকেন প্রাণত্যাগশ্চ।]

বধমপ্রতিরূপং তু মহর্ষেস্তস্য রাঘবঃ।
বিলপন্নেব ধর্ম্মাত্মা কৌশল্যামিদমব্রবীৎ
তদজ্ঞানান্মহৎ পাপং কৃতা সংকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
একস্তু চিন্তয়ং বৃদ্ধ্যা কথং নু সুকৃতং ভবেৎ ॥২
ততস্তু ঘটমাদায় পূর্ণং পরমবারিণা।
আশ্রমং তমহং প্রাপ্য যথাখ্যাতং পথং গতঃ ॥৩
তত্রাহং দুর্ব্বলাবন্ধৌ বৃদ্ধাবপরিনায়কৌ।
অপশ্যং তস্য পিতরৌ লূনপক্ষাবিব দ্বিজৌ ॥৪

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

[মুনিকুমারের জীবননাশে রাজা দশরথের ব্যাকুলতা, তাঁহার মুখে পুত্রনিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ মাতা-পিতার বিলাপ, মৃতপুত্র মুনি কর্ত্তৃক দশরথকে শাপদান এবং কৌশল্যার নিকট এইরূপ নিজ বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ।]

ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথ সেই মহর্ষির বিসদৃশ হত্যা-বিবরণ স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যাকে বলিলেন,—দেবি! আমি অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ মহাপাপ করিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইলাম এবং একাকীই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে। অনন্তর আমি স্বচ্ছ-জলপূর্ণ ঘটটি লইয়া ঋষিকুমার-কথিত পথে সেই আশ্রমে গমন করিলাম। সেখানে পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় উত্থানশক্তিশূন্য বৃদ্ধ অন্ধদম্পতীকে দেখিলাম। ইঁহারাই ঐ মুনিকুমারের মাতা-পিতা। ইঁহাদের অন্য কেহ রক্ষক নাই। পুত্র জল লইয়া আসিতেছে—এই আশা যদিও আমি চিরবিনষ্ট করিয়াছি, তথাপি তাঁহারা সেই আশায় অনাথের মত উপবেশন করিয়া পুত্রের কথা আলোচনা করিতেছেন এবং তাহাতে পরিশ্রম বোধ করিতেছেন না ।১-৫

তস্মিন্নিমিত্তাভিরাসীনৌ কথাভিরপরিশ্রমৌ।
তামাশাং মৎকৃতে হীনাবুপাসীনাবনাথবৎ ॥৫
শোকোপহতচিত্তশ্চ ভয়সন্ত্রস্তচেতনঃ।
তচ্ছাশ্রমপদং গত্বা ভূয়ঃ শোকমহং গতঃ ॥৬
পদশব্দং মে শ্রুত্বা মুনির্বাক্যমভাষত।
কিং চিরায়সি মে পুত্র পানীয়ং ক্ষিপ্রমানয় ॥৭
যন্নিমিত্তমিদং তাত সলিলে ক্রীড়িতং ত্বয়া।
উৎকণ্ঠিতা তে মাতেয়ং প্রবিশ ক্ষিপ্রমাশ্রমম্ ॥৮
যদ্বালীকং কৃতং পুত্র মাত্রা তে যদি বা ময়া।
ন তন্মনসি কর্তব্যং ত্বয়া তাত তপস্বিনা ॥৯
ত্বং গতিস্ত্বগতীনাঞ্চ চক্ষুস্ত্বং হীনচক্ষুষাম্।
সমাসক্তাস্ত্বয়ি প্রাণাঃ কথং ত্বং নাভিভাষসে ॥১০
গুরুমব্যক্তয়া বাচা তমহং সজ্জমানয়া।
হীনব্যঞ্জনয়া প্রেক্ষ্য ভীতচিত্ত ইবাব্রুবম্ ॥১১
মনসঃ কর্ম চেষ্টাভিরভিসংস্তভ্য বাগ্বলম্।
আচচক্ষে ত্বহং তস্মৈ পুত্রব্যসনজং ভয়ম্ ॥১২
ক্ষত্রিয়োঽহং দশরথো নাহং পুত্রো মহাত্মনঃ।
সজ্জনাবমতং দুঃখমিদং প্রাপ্তং স্বকর্মজম্ ॥১৩
ভগবংশ্চাপহস্তোঽহং সরযূতীরমাগতঃ।
জিঘাংসুঃ শ্বাপদং কিঞ্চিন্নিপানে বাগতং গজম্ ॥১৪
ততঃ শ্রুতো ময়া শব্দো জলে কুম্ভস্য পূর্যতঃ।
দ্বিপোঽয়মিতি মত্বাহং বাণেনাভিহতো ময়া ॥১৫
গত্বা তস্মাত্ততস্তীরমপশ্যমিষুণা হৃদি।
বিনির্ভিন্নং গতপ্রাণং শয়ানং ভুবি তাপসম্ ॥১৬
(ভগবন্ছব্দমালক্ষ্য ময়া গজচিকীর্ষুনা।
বিসৃষ্টোঽস্ত্রসি নারাচস্তত্তস্তে নিহতঃ সুতঃ ॥)
ততস্তস্যৈব বচনাদুপেত্য পরিতপ্যতঃ।
স ময়া সহসা বাণ উদ্ধৃতো মর্মতস্তলা ॥১৭

আমি মুনিকুমারের অবস্থায় শোকাকুলচিত্ত ও ভয়-বিহ্বলতায় প্রায় চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই আশ্রমে যাইয়া আমি শোকে অতিশয় কাতর হইলাম। ঐ অন্ধমুনি আমার পদশব্দ শুনিয়া বলিলেন,—বৎস! তুমি এত বিলম্ব করিলে কেন? শীঘ্র জল আনয়ন কর। তুমি যাঁহার জন্য জল আনিতে যাইয়া জল-ক্রীড়া করিতেছিলে, তোমার সেই মাতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। তুমি শীঘ্র আশ্রমে প্রবেশ কর। পুত্র! তুমি ত তপস্বী। তোমার মাতা কিংবা আমি যদি তোমার কোনরূপ অপ্রিয়কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা তুমি মনে স্থান দিও না। আমাদের তুমিই গতি ও চক্ষু, যেহেতু আমরা গতিহীন ও অন্ধ। আমাদের প্রাণ তোমাতেই নির্ভরশীল। বৎস! তুমি কথা বলিতেছ না কেন? ১-১০

সেই অন্ধমুনি এইভাবে অপরিস্ফুট স্খলিত ও গদ্-গদবাক্যে পিপাসাকাতরস্বরে বলিতে থাকিলে আমি অতিশয়ভীতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিতে উদ্যত হইলাম। আমি বিশেষ চেষ্টার দ্বারা মনোভাব গোপন করিয়া বাক্যসংযমপূর্বক তাঁহাকে বলিলাম,—ভগবন্! আমি ক্ষত্রিয়, আমার নাম দশরথ। মহাত্মন্! আমি আপনার পুত্র নহি। সাধুজনগর্হিত স্বকর্মজনিত দুঃখ আমার ও আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভগবন্! জলপান করিবার জন্য নিপানে (ঘাটে) সমাগত হস্তী কিংবা অন্য হিংস্রজন্তুকে নিহত করিবার ইচ্ছায় আমি ধনুর্বাণহস্তে সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। অনন্তর সেখানে জলমধ্যে কুম্ভপূরণশব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দ শুনিয়া হস্তী সমাগত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে আমি বাণের দ্বারা নিহত করিলাম। ১১-১৫

পরে সরযূনদীর সেইস্থানে যাইয়া দেখিলাম যে, একজন তাপস মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। আমার শরে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। (ভগবন্! হস্তীকে নিহত করিবার জন্য সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া যে বাণ জলের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহাতেই আপনার পুত্র নিহত হইয়াছে)। আমি বাণ-বিদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে পরিতাপ করিতে দেখিয়া নিকটে গমন করিলাম এবং তাঁহার কথামত মর্মস্থান হইতে সহসা সেই বাণ উদ্ধৃত করিলাম। ভগবন্! সেই বাণ

স চোদ্ধৃতেন বাণেন সহসা স্বর্গমাস্থিতঃ।
ভগবন্তাবুভৌ শোচন্নন্ধাবিতি বিলপ্য চ ॥১৮
অজ্ঞানাদ্ধবতঃ পুত্রঃ সহসাভিহতো ময়া।
শেষমেবং গতে যৎ স্যাত্তৎ প্রসীদতু মে মুনিঃ ॥১৯
স তচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্রূরং ময়া তদ্দুষ্কৃতংসিনা।
নাশকত্তীব্রমাক্রোশং স কর্তুং ভগবানৃষিঃ ॥২০
সবাষ্পপূর্ণবদনো নিঃশ্বসন্নোকমূর্চ্ছিতঃ।
মামুবাচ মহাতেজাঃ কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্ ॥২১
যস্যেতদশুভং কর্ম ন স্ম মে কথয়েঃ স্বয়ম্।
ফলেন্মূর্ধা স্ম তে রাজন্ সপ্তধা শতসহস্রধা ॥২২
ক্ষত্রিয়েণ বধো রাজন্ বানপ্রস্থে বিশেষতঃ।
জ্ঞানপূর্বং কৃতং স্থানাচ্ছ্যাবয়েদপি বজ্রিণম্ ॥২৩
সপ্তধাতু ভবেন্মূর্ধা মুনৌ তপসি তিষ্ঠতি।
জ্ঞানাদ্ বিসৃজতঃ শস্ত্রং তাদৃশে ব্রহ্মবাদিনি ॥২৪
অজ্ঞানাদ্ধি কৃতং বস্মিংস্তে তেন জীবসে।
অপি সুকুশলং ন স্যাদ্ ব্রাহ্মণ্যে দুষ্টো ভবান্ ॥২৫
নয় নৌ নৃপ তং দেশমিতি মাং চাভ্যভাষত।
অন্ধৌ তং দ্রষ্টুমিচ্ছাবঃ পুত্রং পশ্চিমদর্শনম্ ॥২৬
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং প্রকীর্ণাজিনবাসসম্।
শয়ানং ভুবি নিঃসংজ্ঞং ধর্মরাজবশং গতম্ ॥২৭
অথাহমেকতং দেশং নীত্বা তৌ ভৃশদুঃখিতৌ।
অস্পর্শয়মহং পুত্রং তং মুনিং সহ ভার্য্যয়া ॥২৮
তৌ পুত্রমাত্মনঃ স্পৃষ্ট্বা তমাসাদ্য তপস্বিনৌ।
নিপেততুঃ শরীরেঽস্য পিতা চৈনমুবাচ হ ॥২৯
নাভিবাদয়সে মাঽদ্য ন চ মামভিভাষসে।
কিঞ্চ শেষে তু ভূমৌ ত্বং বৎস কিং কুপিতো হ্যসি ॥৩০
নন্বহং তেঽপ্রিয়ঃ পুত্র মাতরং পশ্য ধার্মিকীম্।
কিঞ্চ নালিঙ্গসে পুত্র সুকুমারবচো বদ ॥৩১
কস্য বা পররাত্রেঽহং শ্রোষ্যামি হৃদয়ঙ্গমম্।
অধীয়ানস্য মধুরং শাস্ত্রং বাস্ত্রবিশেষতঃ ॥৩২
কো মাং সন্ধ্যামুপাস্যৈব স্নাত্বা হুতহুতাশনঃ।
শ্লাঘয়িষ্যত্যুপাসীনঃ পরলোকভয়াদিতম্ ॥৩৩

উদ্ধৃত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্বে "আপনারা উভয়েই অন্ধ, আপনাদের কি দশা হইবে" এইরূপে বিলাপ করিতেছিলেন। মুনিবর! আমি অজ্ঞানবশতঃ সহসা আপনার পুত্রকে নিহত করিয়াছি। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আমার এই কার্য্যে যাহা কর্তব্য তাহা করুন। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। কৌশল্যে! আমি স্বকৃতপাপকার্য্য তাঁহার নিকট বলিলাম। আমার এইরূপ অতিদারুণ কথা শুনিয়া ভগবান্ মুনি আমাকে কঠোর শাপ দিতে পারিলেন না।১৬-২০

আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে থাকিলে সেই ঋষি অশ্রুপ্লাবিতবদনে শোকাকুল হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আমাকে বলিলেন,—রাজন্! যদি তুমি স্বয়ং আসিয়া আমাকে এই অশুভ সংবাদ প্রদান না করিতে, তাহা হইলে এখনই তোমার মস্তক শতসহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। রাজন্! বানপ্রস্থধর্মাবলম্বীকে যদি কোন ক্ষত্রিয় জ্ঞানপূর্বক নিহত করে, তাহা হইলে যে পাতক হয়, তাহার দ্বারা ইন্দ্রতুল্যব্যক্তিও স্থানচ্যুত হয়। আমার পুত্রের ন্যায় ব্রহ্মবাদী তপস্বী মুনির উপর জ্ঞানপূর্বক শরনিক্ষেপ করিলে নিক্ষেপকারীর মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয়। তুমি অজ্ঞানবশতঃ এই কার্য্য করিয়াছ, সেইজন্য এখন জীবিত আছ। জ্ঞানপূর্বক এই কার্য্য করিলে তোমার কথা কি বলিব, এতক্ষণে রঘুবংশই নির্মূল হইয়া যাইত।২১-২৫

এইরূপ বলিয়া মুনি আমাকে বলিলেন,—রাজন্! তুমি আমাদিগকে সেইস্থানে লইয়া চল। আমরা এক্ষণে রক্তপ্লাবিতশরীর অজিনবসনযুক্ত সংজ্ঞারহিত ভূমিশয্যায় শয়ানীভূত মৃতপুত্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তখন আমি একাকীই ভার্য্যাসহিত সেই মুনিকে সেইস্থানে লইয়া গেলাম এবং অতিদুঃখিত মাতাপিতাকে পুত্রের শরীর স্পর্শ করাইলাম। তাপসদম্পতী মৃতপুত্রের নিকটবর্তী হইয়া এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া উভয়েই

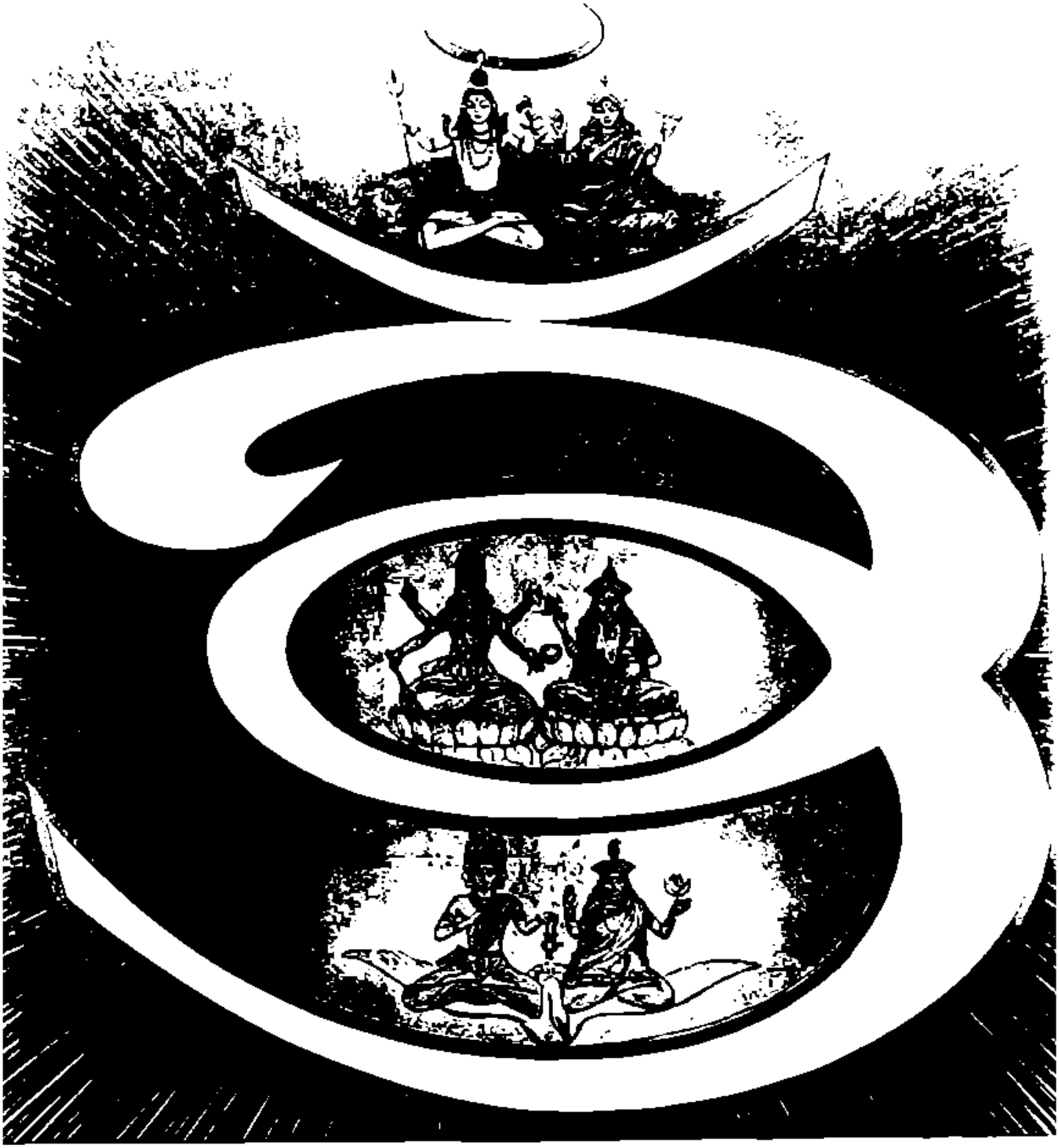

আর্য্যশাস্ত্র

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীভগবন্নাম-মহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

দ্বিতীয় স্কন্ধে

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥৭৫

হে রাজন্! নির্বেদপ্রাপ্ত সর্ব্বত্র অভয় ইচ্ছাকারী যোগিগণের জন্য নাম পরিপাটীরূপে কীর্ত্তন অবধারিত হইয়াছে ॥৭৫

মুক্তিপ্রদত্বং বারাহে

মাধবেত্যচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্ত্তয়েত্তুমি যাতি মদ্ভবতাং স হি ॥৭৬

হে ভূমি! যে মানব মাধব, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব এই নাম সকল সতত কীর্ত্তন করে সে আমাতে বিলীন হয় ॥৭৬

স্কান্দে

সকৃত্তুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥৭৭

যে ব্যক্তি একবার "হরি" এই অক্ষর দুইটী উচ্চারণ করে, সে মোক্ষ লাভ করিবার জন্য কটিবন্ধ সংযত করিয়াছে (মোক্ষের বাধিয়াছে) ॥৭৭

ব্রহ্মপুরাণে

অপ্যন্যচিত্তোঽশুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিম্।
সোঽপি যোগক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্ছেদিপতির্যথা ॥৭৮

যে ব্যক্তি অন্যমনস্ক হইয়া কিম্বা অশুদ্ধচিত্তেও সতত হরি কীর্ত্তন করে, সে চেদিপতি শিশুপালের ন্যায় পাপক্ষয় হইলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥৭৮

পাদ্মে দেবস্তুতিস্তবে

সকৃত্তুচ্চারয়েদ্ যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি ॥৭৯

যে অনলস ব্যক্তি একবার নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেন, তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥৭৯

মাৎস্যে

পরদারব্রতো বাপি পরাপকৃতিকারকঃ।
স শুক্লো মুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥৮০

পরদারব্রত অথবা পরাপকারী ব্যক্তি তদ্দণ্ডরূপে হরিনাম কীর্ত্তনে শুদ্ধ হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥৮০

দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৭১] [একাদশ সংখ্যা—চান্দনীযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্ত্তিত

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭৮৩, পি, ভবিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রামবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রাপিত ১৫ই বৈশাখ, ১৩৭০।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সকালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে. কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। এই আর্য্যশাস্ত্রের প্রথমবর্ষে মন্বাদি বিংশতি সংহিতা ও অন্যান্য দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার-কামনায় তাহার বার্ষিক মূল্য ১৫'০০ টাকার স্থলে ১০'০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

কন্দমূলফলং হৃত্বা যো মাং প্রিয়মিবাতিথিম্।
ভোজয়িষ্যত্যকর্ণ্যমপ্রগ্রহমনায়কম্ ॥৩৪
ইমামন্ধাঞ্চ বৃদ্ধাঞ্চ মাতরং তে তপস্বিনীম্।
কথং পুত্র ভরিষ্যামি কৃপণাং পুত্রগর্ধিনীম্ ॥৩৫
তিষ্ঠ মা মা গমঃ পুত্র যমস্য সদনং প্রতি।
যো ময়া সহ গন্তাসি জনন্যা চ সমেধিতঃ ॥৩৬
উভাবপি চ শোকার্তাবনাথৌ কৃপণৌ বনে।
ক্ষিপ্রমেব গমিষ্যাবস্ত্বয়া হীনৌ যমক্ষয়ম্ ॥৩৭
ততো বৈবস্বতং দৃষ্ট্বা তং প্রবক্ষ্যামি ভারতীম্।
ক্ষমতাং ধর্মরাজো মে বিভৃয়াৎ পিতরাবয়ম্ ॥৩৮
দাতুমর্হতি ধর্মাত্মা লোকপালো মহাযশাঃ।
ঈদৃশস্য মমাক্ষয্যামেকামভয়দক্ষিণাম্ ॥৩৯
অপাপোঽসি যথা পুত্র নিহতঃ পাপকর্মণা।
তেন সত্যেন গচ্ছাশু যে লোকাঃ শস্ত্রবোধিনাম্(ক) ॥৪০
যাং হি শূরা গতিং যান্তি সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ।
হতাস্ত্বভিমুখাঃ পুত্র গতিং তাং পরমাং ব্রজ ॥৪১
যাং গতিং সগরঃ শৈব্যো দিলীপো জনমেজয়ঃ।
নহুষো ধুন্ধুমারশ্চ প্রাপ্তাস্তাং গচ্ছ পুত্রক ॥৪২
যাঃ গতিঃ সর্বভূতানাং স্বাধ্যায়াত্তপসশ্চ যা।
ভূমিদস্যাহিতাগ্নেশ্চ একপত্নীব্রতস্য চ ॥৪৩
গোসহস্রপ্রদাতৃণাং গুরুসেবাভৃতামপি।
দেহন্যাসকৃতাং যা চ তাং গতিং গচ্ছ পুত্রক ॥৪৪
ন হি তস্মিন্ কুলে জাতো গচ্ছত্যকুশলাং গতিম্।
স তু শাস্ত্রতি যেন ত্বং নিহতো মম বান্ধবঃ ॥৪৫

মৃতশরীরের উপর পতিত হইলেন। পরে বৃদ্ধ পিতা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—বৎস! আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, অথচ তুমি আমাকে অভিবাদন করিতেছ না। আমার সহিত কথাও বলিতেছ না। কিজন্য তুমি ভূতলে শয়ন করিয়াছ? তুমি কি আমার প্রতি কুপিত হইয়াছ?২৬-৩০

পুত্র! আমি হয়ত তোমার অপ্রিয় হইয়াছি, কিন্তু তোমার ধর্মরতা মাতাকে অবলোকন কর। বৎস! তুমি কিজন্য আলিঙ্গন করিতেছ না? তুমি সুমধুর বাক্যে আমাদের সহিত কথা বল। এক্ষণে আমি রাত্রিশেষে অধ্যয়নকারী কোন্ ব্যক্তির নিকট অতি-সুমধুর মনোহর শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিব? বৎস! প্রাতঃস্নান করত সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্র সমাপন করিয়া কে আমার নিকট উপবিষ্ট হইবে এবং শোক ও ভয়ে আকুল হইলে আমাকে আহ্লাদিত করিবে? আমি অন্ধ হওয়ায় অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, সেইজন্য জীবিকা-নির্বাহে সামর্থ্যশূন্য হইয়াছি। তুমি ভিন্ন আমার দ্বিতীয় পালক নাই। এই অবস্থায় এক্ষণে ফল-মূল সংগ্রহ করিয়া প্রিয় অতিথির মত কে আমাকে ভোজন করাইবে? আর তোমার এই জননী দৃষ্টিশক্তিরহিতা ও বৃদ্ধা। পুত্রের প্রতি ইঁহার মমতা অতিশয় অধিক। এই তপস্বিনী দুঃখিনীকে আমি কিরূপে পালন করিব?৩১-৩৫

অতএব বৎস! তুমি এখানেই থাক। যমালয়ে যাইও না। যদি যাইতে হয়, তাহা হইলে কিছু সময় অপেক্ষা কর। আগামী কল্য আমরা ও তোমার জননীর সহিতই গমন করিও। আমরা উভয়েই এই বনে অনাথ, দুঃখিত ও শোকাতুর। তুমি না থাকিলে আমরা অতি সত্বরই যমালয়ে গমন করিব। সেখানে গমন করিয়া সূর্যতনয় যমকে বলিব যে—ধর্মরাজ! আপনি আমার পুত্রশোকহেতুভূত দোষ ক্ষমা করুন। আমার এই পুত্র পিতা-মাতাকে পালন করুক। আমি বৃদ্ধ, অন্ধ ও অনাথ বলিয়া ধার্মিক মহাযশস্বী লোকপাল যমরাজ নিশ্চয়ই আমাকে এই অক্ষয় অভয়দান করিবেন। বৎস! তুমি পাপহীন হইয়াও এই পাপাচারীর হস্তে যখন নিহত হইয়াছ, তখন তুমি অবশ্যই সত্যপ্রভাবে সেই লোকে গমন কর—যেখানে অস্ত্রবোধী বীরগণ গমন করেন।৩৬-৪০

যাঁহারা পলায়ন না করিয়া সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন, সেই সকল বীর যে গতি লাভ করেন, তুমি সেই শ্রেষ্ঠগতি লাভ কর। বৎস! সগর, শিবিতনয়, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ ও ধুন্ধুমার যে গতিলাভ করিয়াছেন,

পাঠান্তর :—(ক) — যে লোকাঃ শস্ত্রবোধিনাম্।

এবং স কৃপণং তত্র পর্যদেবয়তাপসঃ।
ততোঽস্মৈ (ক) কর্তুমুদকং প্রবৃত্তঃ সহ ভার্য্যয়া ॥৪৬
স তু দিব্যেন রূপেণ মুনিপুত্রঃ স্বকর্মভিঃ।
স্বর্গমধ্যারুহৎ ক্ষিপ্রং শক্রেণ সহ ধর্মবিৎ ॥৪৭
আবভাষে চ তৌ বৃদ্ধৌ শক্রেণ সহ তাপসঃ।
আশ্বস্য চ মুহূর্তং তু পিতরৌ বাক্যমব্রবীৎ ॥৪৮
স্থানমস্মি মহৎ প্রাপ্তো ভবতোঃ পরিচারণাৎ।
ভবন্তাবপি চ ক্ষিপ্রং মম মূলমুপৈষ্যথঃ ॥৪৯
এবমুক্ত্বা তু দিব্যেন বিমানেন বপুষ্মতা।
আরুরোহ দিবং ক্ষিপ্রং মুনিপুত্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫০
স কৃত্বোদকং তূর্ণং তাপসঃ সহ ভার্য্যয়া।
মামুবাচ মহাতেজাঃ কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্ ॥৫১
অত্রৈব হন্হি মাং রাজন্ মরণে নাস্তি মে ব্যথা।
যঃ শরেণৈকপুত্রং মাং ত্বমকার্ষীরপুত্রকম্ ॥৫২
ত্বয়াপি চ যদজ্ঞানান্নিহতো মে স বালকঃ।
তেন ত্বামপি শপ্স্যেঽহং তুঃখমতিদারুণম্ ॥৫৩
পুত্রব্যসনজং তুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি ॥৫৪
অজ্ঞানাত্তু হতো যস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ ত্বয়া মুনিঃ।
তস্মাত্ত্বাং নাবিশত্যাশু ব্রহ্মহত্যা নরাধিপ ॥৫৫
ত্বামপ্যেতাদৃশো ভাবঃ ক্ষিপ্রমেব গমিষ্যতি।
জীবিতান্তকরো ঘোরো দাতারমিব দক্ষিণাম্ ॥৫৬
এবং শাপং ময়ি ন্যস্য বিলপ্য করুণং বহু।
চিতামারোপ্য দেহং তন্মিথুনং স্বর্গমভ্যয়াৎ ॥৫৭
তদেতচ্চিন্তয়ানেন স্মৃতং পাপং ময়া স্বয়ম্।
তদা বাল্যাৎ কৃতং দেবি শব্দবেধ্যনুকর্ষিণা ॥৫৮

তুমি সেই গতি লাভ কর। নিয়তেন্দ্রিয়ে অধ্যয়ন ও তপস্যা করিলে অধ্যয়নশীল তপস্বীর যে গতি হয়, তোমার সেই গতি হউক। তুমিদানকারী, প্রত্যহ অগ্নিহোত্রকারী, একপত্নীব্রত-ব্যক্তি, সহস্রদক্ষিণাযাজী, গুরুসেবাপরায়ণ ও স্বেচ্ছায় সৎকার্য্যে দেহত্যাগকারী—ইঁহাদের যে গতি লাভ হয়, তুমি সেই গতি লাভ কর। এই তপস্বীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহই অশুভগতি প্রাপ্ত হয় নাই। তুমি আমার একমাত্র বান্ধব। যে তোমাকে নিহত করিয়াছে, সেই ব্যক্তি অশুভগতি প্রাপ্ত হইবে।৪১-৪৫

কৌশল্যে! সেই মুনি বারংবার এইরূপ বিলাপ করিয়া ভার্য্যার সহিত পুত্রের উদকক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় ধর্মবিৎ মুনিকুমার নিজ-কর্মবলে দিব্যদেহ ধারণ করিয়া অতিসত্বর ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করিতে উদ্যত হইলেন এবং ইন্দ্রের সহিত তিনি বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে আশ্বস্ত করিয়া পিতাকে বলিলেন,—পিতৃদেব! আপনাদের উভয়ের পরিচর্য্যা করার জন্য আমি উত্তমগতি প্রাপ্ত হইলাম। আপনারাও অতিশীঘ্রই আমার নিকটে গমন করিবেন। পিতাকে এইরূপ বলিয়া দিব্য সুশোভন বিশালবিমানে

পাঠান্তর:—(ক) তথোক্তঃ—।

করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনিতনয় সত্বর স্বর্গে আরোহণ করিলেন।৪৬-৫০

অনন্তর সেই মহাতেজস্বী তাপস ভার্য্যার সহিত অতিসত্বর পুত্রের তর্পণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আমাকে বলিলেন,—রাজন্! তুমি এখনই আমাকে বধ কর। মৃত্যুতে আমার আর ব্যথা নাই। আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল। তুমি বাণের দ্বারা তাহাকে নিহত করিয়া আমাকে পুত্রহীন করিলে। তুমি অজ্ঞানবশতঃ আমার পুত্রকে নিহত করিয়াছ বলিয়া সদ্য ভস্মসাৎ না করিয়া আমি তোমাকে দুঃখজনক অতিদারুণ অভিশাপ প্রদান করিতেছি। রাজন্! এক্ষণে আমার যেমন পুত্র-বিয়োগজনিত দুঃখ হইতেছে, এইরূপ পুত্রশোকেই তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তুমি ক্ষত্রিয় এবং অজ্ঞানবশতঃই ঋষিকে হত্যা করিয়াছ। এইজন্য ব্রহ্মহত্যা তোমাকে গ্রাস করিতেছে না।৫১-৫৫

নরবর! দাতা ব্যক্তি যেমন দক্ষিণাদানের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অচিরেই তুমি এই কার্য্যের ফলে প্রাণান্তকর ভয়ানক অবস্থা অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। কৌশল্যে! আমাকে এইভাবে অভিশাপ প্রদান করিয়া এবং করুণস্বরে বহু বিলাপ করিয়া সেই মুনি-

তস্যায়ং কর্মণো দেবি বিপাকঃ সমুপস্থিতঃ।
অপথ্যৈঃ সহ সম্ভুক্তে ব্যাধিরন্নরসে যথা ॥৫৯
তস্মান্মামাগতং ভদ্রে তস্যোদারস্য তদ্বচঃ।
ইত্যুক্ত্বা স রুদংস্ত্রস্তো ভার্য্যামাহ তু ভূমিপঃ ॥৬০
যদহং পুত্রশোকেন সন্ত্যজিষ্যামি জীবিতম্।
চক্ষুর্ভ্যাং ত্বাং ন পশ্যামি কৌসল্যে ত্বং হি মাং স্পৃশ ॥৬১
যমক্ষয়মনুপ্রাপ্তা দ্রক্ষ্যন্তি ন হি মানবাঃ।
যদি মাং সংস্পৃশেদ্ রামঃ সকৃদপ্যারভেত বা ॥৬২
ধনং বা যৌবরাজ্যং বা জীবেয়মিতি মে মতিঃ।
ন তন্মে সদৃশং দেবি যন্ময়া রাঘবে কৃতম্ ॥৬৩
সদৃশং তত্তু তস্যৈব যদনেন কৃতং ময়ি।
দুর্বৃত্তমপি কঃ পুত্রং ত্যজেদ্বুধি বিচক্ষণঃ ॥৬৪
কশ্চ প্রব্রাজ্যমানো বা নানুয়েৎ পিতরং সুতঃ।
চক্ষুষা ত্বাং ন পশ্যামি স্মৃতির্মম বিলুপ্যতে ॥৬৫
মৃতা বৈবস্বতস্যৈতে কৌসল্যে ত্বরয়ন্তি মাম্।
অতস্তু কিং দুঃখতরং যদহং জীবিতক্ষয়ে ॥৬৬
ন হি পশ্যামি ধর্মজ্ঞং রামং সত্যপরাক্রমম্।
তস্যাদর্শনজঃ শোকঃ সুতস্যাপ্রতিকর্মণঃ ॥৬৭
উচ্ছোষয়তি বৈ প্রাণান্ বারি স্তোকমিবাতপঃ।
ন তে মনুষ্যা দেবাস্তে যে চারুশুভকুণ্ডলম্ ॥৬৮
মুখং দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য বর্ষে পঞ্চদশে পুনঃ।
পদ্মপত্রেক্ষণং শুভ্রং সুদংষ্ট্রং চারুনাসিকম্ ॥৬৯
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য তাবদ্বিপ্রসমং মুখম্।
সদৃশং শারদস্যেন্দোঃ ফুল্লস্য কমলস্য চ ॥৭০

সম্পত্তী চিতায় আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন। দেবি! স্বয়ং আমি শব্দবেধী হইয়া অজ্ঞানবশতঃ পূর্বে যে পাপ করিয়াছিলাম, এক্ষণে চিন্তা করিতে করিতে তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইল। মহিষি! অপথ্য-দ্রব্যের সহিত অন্নাদি ভোজন করিলে যেমন ব্যাধি হয়, সেইরূপ পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে আমার দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। ভদ্রে! সেইজন্য অদ্য সেই উদারস্বভাব ঋষির বাক্য সফল হইতেছে। এইরূপ বলিয়া মহীপতি দশরথ অতিশয় ভীত হইলেন এবং রোদন করিতে করিতে কৌশল্যাকে বলিলেন ।৫৯-৬০

কৌশল্যে! পুত্রশোকে আমার প্রাণ বহির্গত হইবে বলিয়া আমি এক্ষণে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। তুমি আমাকে স্পর্শ কর। পরলোকে গমনকারীরা সে সময় কাহাকেও দেখিতে পায় না। দেবি! আমার মনে হইতেছে যে—যদি রাম আমাকে একবার স্পর্শ করিত কিংবা কিঞ্চিৎ অর্থাদি অথবা যৌবরাজ্য গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আমি বাঁচিয়া যাইতাম। দেবি! আমি রঘুনন্দন রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার উচিত হয় নাই। কিন্তু সে আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। পুত্র দুর্বৃত্ত হইলেও কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করে? এমন কোন্ পুত্র আছে, যে নির্বাসিত হইয়াও নির্বাসনকারী পিতাকে বিদ্বেষ করে না? দেবি! আমি তোমাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাইতেছি না। আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইতেছে। ৬১-৬৫

কৌসল্যে! আমার মনে হইতেছে যে, যমদূতগণ আমাকে যমালয়গমনে ত্বরান্বিত করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আর আমার দুঃখের বিষয় কি আছে যে, আমি এই মৃত্যুকালে ধর্মজ্ঞ সত্যপরাক্রম রামকে দেখিতে পাইতেছি না। সূর্যকিরণ যেমন অল্প জল শোষণ করে, সেইরূপ অনুপম-কর্মকারী পুত্রের অদর্শন-জনিত শোক আমাকে শোষণ করিতেছে। পঞ্চদশ-বর্ষে অর্থাৎ চতুর্দশবর্ষ পরে যাহারা সুন্দর-শুভকুণ্ডল-শোভিত রামবদন দর্শন করিবে, তাহারা সকলে দেবতা, মনুষ্য নহে। তাহারাই ধন্য—যাহারা সুন্দরভ্রূযুক্ত, শোভাপূর্ণ, নাসিকা-সমন্বিত, মনোহরদন্তশোভিত, পদ্ম-তুল্যনয়নবিশিষ্ট ও চন্দ্রসদৃশ প্রিয়দর্শন রামবদন দর্শন করিবে। শরৎকালের চন্দ্রের তুল্য সুন্দর ও বিকসিত কমলের তুল্য সুগন্ধি রামবদন যাহারা দর্শন করিবে, তাহারা ধন্য। নিজনির্দিষ্ট পথে সমাগত শুক্রের ন্যায় বনবাস হইতে নিবৃত্ত ও অযোধ্যায় পুনর্বার সমাগত

ন্নগচ্ছি মম রামস্য বন্ধ্যা দ্রক্ষ্যন্তি যে মুখম্।
নিবৃত্তবনবাসং তমযোধ্যাং পুনরাগতম্ ॥৭১
দ্রক্ষ্যন্তি সুখিনো রামং শুক্লং মার্গগতং যথা।
কৌসল্যে চিত্তমোহেন হৃদয়ং সীদতেতরাম ॥৭২
বেদয়ে ন চ সংযুক্তাঞ্জব্দ-স্পর্শ-রসানহম্।
চিত্তনাশাদ্ বিপস্তস্তে সর্বাণ্যেবেন্দ্রিয়াণি হি।
ক্ষীণস্নেহস্য দীপস্য সংরক্তা রশ্ময়ো যথা ॥৭৩
অয়মাত্মভবঃ শোকো মামনাথমচেতনম্।
সংসাধয়তি বেগেন যথাকূলং নদীরয়ঃ ॥৭৪
হা রাঘব মহাবাহো হা মমায়াসনাশন।
হা পিতৃপ্রিয় মে নাথ হা মমাদ্য গতঃ সুতঃ ॥৭৫

হা কৌসল্যে ন পশ্যামি হা সুমিত্রে তপস্বিনি।
হা নৃশংসে মমামিত্রে কৈকয়ি কুলপাংসনি ॥৭৬
ইতি মাতুশ্চ রামস্য সুমিত্রায়াশ্চ সন্নিধৌ।
রাজা দশরথঃ শোচন্ জীবিতান্তমুপাগমৎ ॥৭৭
তথা তু দীনঃ কথয়নরাধিপঃ
প্রিয়স্য পুত্রস্য বিবাসনাতুরঃ।
গতেঽর্ধরাত্রে ভৃশদুঃখপীড়িত-
স্তদা জহৌ প্রাণমুদারদর্শনঃ ॥৭৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

রামকে যাহারা দর্শন করিবে, তাহারাই সুখী। কৌসল্যে! মনের বিহ্বলতার জন্য আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে ।৬৬-৭২

শব্দ, স্পর্শ, রস প্রভৃতি বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইলেও আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার চিত্তের অবসাদের ফলে সকল ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৈলের ক্ষয় হইলে প্রদীপের প্রভা যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আমারও সেইরূপ হইয়াছে। নদীর বেগ যেমন তীরকে ভগ্ন করে, সেইরূপ আমার মানসিক শোক আমাকে ভগ্ন করিতেছে। এক্ষণে আমি অনাথ ও প্রায় সংজ্ঞাশূন্য। হা রঘুকুলনন্দন! হা মহাবাহো! হা ক্লেশনাশন! হা পিতৃবৎসল! তুমিই আমার রক্ষাকর্তা, তুমিই আমার পুত্র! তুমি এই সময় কোথায় গেলে? হা কৌসল্যে! হা সুমিত্রে! তোমরা কোন দোষ কর নাই। আমি আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। হা কৈকেয়ি! কুলকলঙ্কিনি। তুমি অতিশয়ক্রূরপ্রকৃতি এবং আমার পরমশত্রু। রাজা দশরথ রামজননী কৌসল্যা ও সুমিত্রার নিকট এইভাবে শোক করিতে করিতে শেষদশা প্রাপ্ত হইলেন। উদারদর্শন মহারাজ দশরথ অতিপ্রিয়-পুত্র রামের নির্বাসনে অতীব ব্যাকুল ও মৈক্ষদশা প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অর্ধরাত্র অতীত হইলে অতিদুঃখপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ৭৩-৭৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[প্রাতর্দশরথস্য প্রবোধনায় সূতাদীনাং স্তুতিপাঠকরণম্, নিদ্রাময়স্য তস্য গাত্রস্পর্শাদিনা তং মৃতং পরিজ্ঞায় রাজপত্নীনাং বিলাপশ্চ।]

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরেবাপরেঽহনি।
বন্দিনঃ পর্য্যুপাতিষ্ঠংস্তং পার্থিবনিবেশনম্ ॥১
সূতাঃ পরমসংস্কারা মাগধাশ্চোত্তমশ্রুতাঃ।
গায়কাঃ স্তুতিশীলাশ্চ নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥২
রাজানং স্তুবতাং তেষামুদাত্তাভিহিতাশিষাম্।
প্রাসাদাভোগবিস্তীর্ণঃ স্তুতিশব্দো ব্যবর্ত্ত ॥৩
ততস্তু স্তুবতাং তেষাং সূতানাং পার্থিবালকাঃ।
অপদানান্যুদাহৃত্য পাণিবাদ্যান্যবাদয়ন্ ॥৪
তেন শব্দেন বিহগাঃ প্রতিবুদ্ধাশ্চ সর্ব্বশঃ।
শাখাস্থাঃ পঞ্জরস্থাশ্চ যে রাজকুলগোচরাঃ ॥৫
ব্যাহৃতাঃ পুণ্যশব্দাশ্চ বীণানাং চাপি নিঃস্বনাঃ।
আশীর্গেয়শ্চ গাথানাং পূরয়ামাস বেশ্ম তৎ ॥৬
ততঃ শুচিসমাচারাঃ পর্য্যুপস্থানকোবিদাঃ।
স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠা উপতস্থুর্জগাপুরা ॥৭
হরিচন্দনসম্পৃক্তমুদকং কাঞ্চনৈর্ঘটৈঃ।
আনিন্যুঃ স্নানশিক্ষাজ্ঞা যথাকালং যথাবিধি ॥৮
মঙ্গলালম্ভনীয়ানি প্রাশনীয়ান্যুপস্করান্।
উপানিন্যুস্তথা পুণ্যাঃ কুমারীবহুলাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৯
সর্বলক্ষণসম্পন্নং সর্বং বিধিবদর্চিতম্।
সর্বং সুগুণলক্ষ্মীবদ্ভূষার্হমভিরূপকম্ ॥১০

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[প্রাতঃকালে রাজা দশরথের নিদ্রাভঙ্গের জন্য সূতাদির স্তুতিপাঠ, নিদ্রাময় দশরথের গাত্রস্পর্শাদি দ্বারা তাঁহাকে মৃত জানিয়া রাজপত্নীগণের বিলাপ।]

অনন্তর রাত্রি অতীত হইলে পরদিন প্রাতঃকালে বন্দী, ব্যাকরণাদিশাস্ত্রজ্ঞ সূত, বহুদর্শী মাগধ, স্তুতি-পাঠক ও গায়কগণ মহারাজ দশরথের ভবনে উপস্থিত হইল এবং নিজ নিজ রীতিতে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে রাজ-গুণকীর্তন করিতে লাগিল। তাহারা উদাত্তস্বরে আশীর্বাদ-বাক্য উচ্চারণ করিয়া রাজার স্তুতি করিতে লাগিল। সেই স্তুতিশব্দ সম্পূর্ণ রাজপ্রাসাদকে মুখরিত করিল। পরে তাহাদের মধ্যে যাহারা পাণিবাদ্যে (মৃদঙ্গাদি বাদ্য) নিপুণ ছিল, তাহারা রাজার উৎকৃষ্ট কার্য্যসমূহ উল্লেখ করিয়া নিজ নিজ পাণিবাদ্য বাজাইতে লাগিল। তখন সেই শব্দে রাজার অন্তঃপুরস্থ বৃক্ষশাখায় ও পিঞ্জরে নিদ্রিত পক্ষীরা জাগরিত হইয়া কলরব করিতে লাগিল।১-৫

সেই সময় উচ্চারিত পুণ্যশব্দে, বীণাধ্বনিতে ও গায়কগণের আশীর্বাদযুক্ত গীতশব্দে রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর সদাচারসম্পন্ন পরিচর্য্যানিপুণ পরিচারকগণ পূর্বের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও নপুংসকই অধিক ছিল। পরে স্নানবিধিজ্ঞ পরিচারকগণ যথাসময়ে যথানিয়মে সুবর্ণকলসের দ্বারা হরিচন্দনমিশ্রিত জল আহরণ করিল। অধিকসংখ্যক কুমারীর সহিত মহিলাগণ পবিত্রভাবে স্নানান্তে স্পর্শযোগ্য মঙ্গলজনক দ্রব্যসমূহ, আচমনীয় গঙ্গাদিতীর্থজল ও দর্পণ-বস্ত্রালঙ্কারাদি আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে রাজার ব্যবহারের জন্য যে সকল দ্রব্য আহৃত হইল, সে সমস্তই সর্ববিধগুণলক্ষণ-সম্পন্ন, সুগুণসমন্বিত ও মনোহর। যথা নিয়মেই পরিষ্কৃতভাবে সেই সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইল।৬-১০

ততঃ সূর্য্যোদয়ং যাবৎ সর্বং পরিসমুৎসুকম্।
তস্থাবনুপসম্প্রাপ্তং কিং স্বিদিত্যুপশঙ্কিতম্ ॥১১
অথ যাঃ কৌশল্যেন্দ্রস্য শয়নং প্রত্যনন্তরাঃ।
তাঃ স্ত্রিয়স্তু সমাগম্য ভর্তারং প্রত্যবোধয়ন্ ॥১২
অথাপ্যুচিতবৃত্তাস্তা বিনয়েন নয়েন চ।
ন স্পৃস্য শয়নং স্পৃষ্ট্বা কিঞ্চিদপ্যুপলেভিরে ॥১৩
তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নশীলজ্ঞাশ্চেষ্টাং সকলনাদিষু।
তা বেপথুপরীতাশ্চ রাজ্ঞঃ প্রাণেষু শঙ্কিতাঃ ॥১৪
প্রতিস্রোতস্তৃণাগ্রাণাং সদৃশং সঙ্কটাশিরে।
অথ সন্দেহমানানাং স্ত্রীণাং দৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্।
যত্তদাশঙ্কিতং পাপং তদা তজ্জে বিনিশ্চিয়ুঃ ॥১৫
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকপরাজিতে।
প্রসুপ্তে ন প্রবুধ্যেতে যথাকালমন্বিতে ॥১৬
নিষ্প্রভাদা বিবর্ণা চ সদ্যঃ শোকেন সন্নতা।
ন ব্যরাজত কৌসল্যা তারেব তিমিরাবৃতা ॥১৭
কৌসল্যানন্তরং রাজ্ঞঃ সুমিত্রা তদনন্তরম্।
ন স্ম বিভ্রাজতে দেবী শোকাশ্রুলুলিতাননা ॥১৮
তে চ দৃষ্ট্বা তদা সুপ্তে উভে দেব্যৌ চ তং নৃপম্।
সুপ্তমেবোদ্গতপ্রাণমন্তঃপুরমনন্দত (ক) ॥১৯
ততঃ প্রচুক্রুশুর্দীনাঃ সস্বরং তা বরাঙ্গনাঃ।
করেণব ইবারণ্যে স্থানপ্রচ্যুতযূথপাঃ ॥২০
তাসামাক্রন্দশব্দেন সহসোদ্গতচেতনে।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ ত্যক্তনিদ্রে বভূবতুঃ ॥২১
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্।
হা ভর্তেতি (খ) পরিক্রুশ্য পেততুর্ধরণীতলে ॥২২

এইভাবে পরিচারকগণ রাজার দর্শন ও সেবার জন্য উৎসুক হইয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু তখনও রাজা আসিতেছেন না দেখিয়া তাহারা আশঙ্কা করিতে লাগিল—এ কি হইল? এদিকে দশরথের যে সকল মহিষী সেই শয়নগৃহের সন্নিকটে ছিলেন, তাঁহারা দশরথের শয্যাপার্শ্বে যাইয়া তাঁহাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রাণস্পন্দনাদিনির্ণয়সমর্থা (নাড়ীজ্ঞানাদিবিশিষ্টা) মহিলারা যথানিয়মে অতিসন্তর্পণে শয্যাস্থিত মহারাজকে স্পর্শ করিয়া প্রাণস্পন্দনের কোন চিহ্নই বুঝিতে পারিলেন না। নিদ্রিতব্যক্তির অবস্থা বুঝিতে তাহাদের সক্ষমতা ছিল। তাঁহারা যখন রাজার শরীরে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিলেন না, তখন তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং স্রোতঃস্থিত তৃণাগ্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। যাঁহারা মহারাজের জীবনে সন্দেহান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিশ্চিতভাবে বুঝিলেন যে—যে পাপ আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা যথার্থ ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। ১১-১৫

পুত্রশোকাভিভূতা কৌশল্যা ও সুমিত্রা কালগ্রস্ত-ব্যক্তির ন্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তখনও তাঁহারা জাগরিত হন নাই। সেই সময় পুত্রশোকাতুরা মলিনবর্ণা শোকভারপীড়িতা কৌশল্যা অন্ধকারাবৃত তারার ন্যায় শোভাহীন হইয়াছিলেন। দশরথ যেমন সর্বথা শোভাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কৌশল্যাও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুমিত্রাও শোভা-শূন্য হইয়াছিলেন। শোকজনিত অশ্রুধারায় মুখমণ্ডল ব্যাপ্ত হওয়ায় মৃত-দশরথের সহিত তাঁহাদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে নিদ্রিত দেখিয়া এবং নিদ্রিত থাকা অবস্থায় মহারাজ প্রাণহীন হইয়াছেন বুঝিয়া সমস্ত অন্তঃপুর মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠমহিলাগণ দীনভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। দলপতি হস্তী স্থানভ্রষ্ট হইলে হস্তিনীরা যেভাবে চীৎকার করে, দশরথ-মহিষীগণও সেইভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন।১৬-২০

তাঁহাদের চীৎকার-শব্দে সহসা চৈতন্যলাভ করায় কৌশল্যা ও সুমিত্রা নিদ্রাত্যাগ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে রাজাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া 'হা স্বামিন্' বলিয়া চীৎকার করত ভূতলে পতিত হইলেন।

পাঠান্তরম্ :- (ক) —অন্তঃপুরমনন্দত। (খ) হা নাথেতি—।

সা কোশলেন্দ্রদুহিতা চেষ্টমানা মহীতলে।
ন ভ্রাজতে রজোধ্বস্তা তারেব গগনচ্যুতা ॥২৩
নৃপে শান্তগুণে জাতে কৌসল্যাং পতিতাং ভুবি।
অপশ্যংস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা হতাং নাগবধূমিব ॥২৪
ততঃ সর্বা নরেন্দ্রস্য কৈকেয়ীপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রুদত্যঃ শোকসন্তপ্তা নিপেতুর্গতচেতনাঃ ॥২৫
তাভিঃ স বলবান্নাদঃ ক্রোশন্তীভিরমুচ্যত।
যেন স্ফীতীকৃতো ভূয়স্তদ্গৃহং সমনাদয়ৎ ॥২৬
তৎপরিত্রস্তসম্ভ্রান্তং পর্য্যুৎসুকজনাকুলম্।
সর্বতস্তুমুলাক্রন্দং পরিতাপার্তবান্ধবম্ ॥২৭
সদ্যো নিপতিতানন্দং দীনং বিক্লবদর্শনম্।
বভূব নরদেবস্য সদ্ম দিষ্টান্তমীয়ুষঃ ॥২৮
অতীতমাজ্ঞায় তু পার্থিবর্ষভং
যশস্বিনং তং পরিবার্য্য পত্নয়ঃ।
ভৃশং রুদত্যঃ করুণং সুদুঃখিতাঃ
প্রগৃহ্য বাহূ ব্যলপন্ননাথবৎ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

তখন কোশলরাজদুহিতা ধূলিধূসরিতদেহে ভূলুণ্ঠিতা হইয়া আকাশভ্রষ্ট তারার ন্যায় শোভাহীন হইলেন। দশরথ প্রাণমুক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া কৌশল্যা যখন ভূতলে পতিত হইলেন, তখন সমস্ত মহিলারা তাঁহাকে নিহত নাগপত্নীর মত মনে করিলেন। অনন্তর কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীগণ শোকসন্তপ্তচিত্তে রোদন করিতে করিতে সেইস্থানে আসিয়া চৈতন্যশূন্যদেহে ভূতলে পতিত হইলেন।১১-২৫

প্রথমেই সমাগত মহিলাগণের তুমুল রোদনধ্বনি ও পশ্চাৎ প্রবিষ্ট কৈকেয়ী প্রভৃতির চীৎকারধ্বনি মিশ্রিত ও বর্ধিত হইয়া সেই গৃহকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। মহারাজ দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সেই গৃহটি ভীতিপ্রদ ও বৈজনন্য হইয়া গেল। এক মুহূর্তেই সেই স্থানের সকল আনন্দ অন্তর্হিত হইল। সেখানে সকল বান্ধব আর্তভাবে পরিতাপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তুমুল চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং ভয়, বিহ্বলতা ও ঔৎসুক্যে সমস্ত জনগণ আকুল হইয়া উঠিল। মহাত্মা মহারাজ দশরথ প্রাণহীন হইয়াছেন জানিয়া মহিষীগণ মৃতভর্তারকে বেষ্টন করিয়া অতিকরুণভাবে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন।২৬-২৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[দশরথং মৃতং দৃষ্ট্বা ভৃশং বিলপন্ত্যাঃ কৌসল্যায়াঃ কৈকয়ীং প্রতি ভর্ৎসনবাক্যম্, অমাত্যানাং তৈলদ্রোণ্যাং রাজশরীরস্থাপনম্, পৌরাণাং বিলাপশ্চ।]

তমগ্নিমিব সংশান্তমম্বুহীনমিবার্ণবম্।
গতপ্রভমিবাদিত্যং স্বর্গস্থং প্রেক্ষ্য ভূমিপম্ ॥১
কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণাক্ষী বিবিধং শোককর্ষিতা।
উপগৃহ্য শিরো রাজ্ঞঃ কৈকয়ীং প্রত্যভাষত ॥২
সকামা ভব কৈকেয়ী ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।
ত্যক্ত্বা রাজানমেকাগ্রা নৃশংসে দুষ্টচারিণি ॥৩
বিহায় মাং গতো রামে ভর্তা চ স্বর্গতো মম।
বিপথে সার্থহীনেব নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৪
ভর্তারং তু পরিত্যজ্য কা স্ত্রী দৈবতমাত্মনঃ।
ইচ্ছেজ্জীবিতুমন্যত্র কৈকয্যাস্ত্যক্তধর্মণঃ ॥৫
ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষান্ বিষং পায়সমিব ভক্ষয়ন্।
কুব্জানিমিত্তং কৈকয্যা রাঘবাণাং কুলং হতম্ ॥৬
অনিয়োগে নিযুক্তেন রাজ্ঞা রামং বিবাসিতম্।
সভার্য্যং জনকঃ শ্রুত্বা পরিতপ্যত্যহং যথা ॥৭
স মামনাথাং বিধবাং নাস্য জানাতি ধার্মিকঃ।
রামঃ কমলপত্রাক্ষো জীবন্নাশমিতো গতঃ ॥৮
বিদেহরাজস্য সুতা তথা চারুতপস্বিনী।
দুঃখস্যানুচিতা দুঃখং বনে পর্য্যুদ্বিজিষ্যতি ॥৯
নদতাং ভীমঘোষাণাং নিশাসু মৃগপক্ষিণাম্।
নিশম্যমানা সন্ত্রস্তা রাঘবং সংশ্রয়িষ্যতি ॥১০
বৃদ্ধশ্চৈবাল্পপুত্রশ্চ বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্।
সোঽপি শোকসমাবিষ্টো নূনং ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥১১
সাহমদ্যৈব দিষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা।
ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥১২

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[দশরথকে হত দেখিয়া অত্যন্ত বিলাপ করিতে করিতে কৌসল্যার কৈকেয়ীর প্রতি ভর্ৎসনবাক্য, মন্ত্রিগণ কর্তৃক তৈলদ্রোণীতে রাজশরীর স্থাপন ও পুরবাসিগণের বিলাপ]

অনন্তর শিখাহীন অগ্নি, জলহীন সমুদ্র, ও প্রভাহীন সূর্য্যের ন্যায় ভূমিপতি দশরথ স্বর্গগত হইয়াছেন দেখিয়া অতিশয়শোকাতুরা কৌসল্যা তাঁহার মস্তকটি ক্রোড়ে রাখিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কৈকেয়ীকে বলিলেন,—দুষ্টাচারিণি! কৈকেয়ি! তোমার স্বভাব অতিক্রূর। তুমি রাজাকে ত্যাগ করিয়া প্রসন্নচিত্তে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। তোমার কামনা সফল হউক। রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে স্বামীও স্বর্গগত হইলেন। এই অবস্থায় দুর্গমপথে সাহায্যকারী সঙ্গীর অভাবে বিপন্ন পথিকের ন্যায় আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। তোমার মত ধর্মত্যাগিনী ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী নিজ-দেবতাস্বরূপ স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করে ?১-৫

লুব্ধব্যক্তি অন্যের সম্পত্তিলাভের জন্য বিষান্নভোজন করাইলে তাহাতে যে দোষ হয়, তাহা বুঝিতে পারে না। হায়! কুব্জার জন্য কৈকেয়ী হইতে রঘুবংশ বিনষ্ট হইয়া গেল। কৈকেয়ী কর্তৃক অনুচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মহারাজ দশরথ সীতার সহিত রামকে নির্বাসিত করিয়াছেন—এই সংবাদ শুনিয়া রাজা জনক আমারই মত পরিতাপ করিবেন। হায়! কমললোচন ধার্মিক রাম জীবিত থাকিয়াও আমার দৃষ্টির অগোচরে চলিয়া গিয়াছে। সেইজন্য যে আমি যে অনাথা ও বিধবা হইলাম তাহা জানিতে পারিতেছে না। সদাচারব্রতী বৈদেহী দুঃখভোগের অধিকারিণী হইয়াও অরণ্যে নানাবিধদুঃখে নিতান্ত উদ্বেগ প্রাপ্ত হইতেছেন। রাত্রিকালে বিকটশব্দকারী পশু-পক্ষীদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় ভয় পাইবেন এবং নিশ্চয়ই বাহু দ্বারা রামকে আশ্রয় করিবেন ।৬-১০

তাং ততঃ সম্পরিষ্বজ্য বিলপন্তীং তপস্বিনীম্ ।
ব্যপনিন্যুঃ সুদুঃখার্তাং কৌসল্যাং ব্যবহারিকাঃ ॥১৩
তৈলদ্রোণ্যাং তদামাত্যাঃ সংবেশ্য জগতীপতিম্ ।
রাজ্ঞঃ সর্বাণ্যথাদিষ্টাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যনন্তরম্ ॥১৪
ন তু সঙ্কালনং রাজ্ঞো বিনা পুত্রেণ মন্ত্রিণঃ ।
সর্বজ্ঞাঃ কর্তুমীষুস্তে ততো রক্ষন্তি ভূমিপম্ ॥১৫
তৈলদ্রোণ্যাং শায়িতং তং সচিবৈস্তু নরাধিপম্ ।
হা মৃতোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা স্ত্রিয়স্তাঃ পর্যদেবয়ন্ ॥১৬
বাহূনুদ্ধিত্য কৃপণা নেত্রপ্রস্রবণৈর্মুখৈঃ ।
রুদত্যঃ শোকসন্তপ্তাঃ কৃপণং পর্যদেবয়ন্ ॥১৭
হা মহারাজ রামেণ সততং প্রিয়বাদিনা ।
বিহীনাঃ সত্যসন্ধেন কিমর্থং বিজহাসি নঃ ॥১৮
কৈকেয্যা দুষ্টভাবায়া রাঘবেণ বিবর্জিতাঃ ।
কথং সপত্ন্যা বৎস্যামঃ সন্নীপে বিধবা বয়ম্ ॥১৯
স হি নাথঃ স চাস্মাকং তব চ প্রভুরাত্মবান্ ।
বনং রামো গতঃ শ্রীমান্ বিহায় নৃপতিশ্রিয়ম্ ॥২০
ত্যক্ত্বা তেন চ বীরেণ বিনা ব্যসনমোহিতাঃ ।
কথং বয়ং নিবৎস্যামঃ কৈকেয্যা চ বিনূসিতাঃ ॥২১
যয়া চ রাজা রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ।
সীতয়া সহ সন্ত্যক্তাঃ সা কমন্যং হাস্যতি ॥২২
তা বাষ্পেণ চ সংবীতাঃ শোকেন বিপুলেন চ ।
ব্যচেষ্টন্ত নিরানন্দা রাঘবস্য বরস্ত্রিয়ঃ ॥২৩
নিশা নক্ষত্রহীনেব স্ত্রীব ভর্তৃবিবর্জিতা ।
পুরী নারাজতাযোধ্যা হীনা রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥২৪
বাষ্পপর্যাকুলজনা হাহাভূতকুলাঙ্গনা ।
শূন্যচত্বর-বেশ্মান্তা ন ব্যরাজ যথাপুরম্ ॥২৫
গতে তু শোকাৎ ত্রিদিবং নরাধিপে
মহীতলস্থাস্তু নৃপাঙ্গনাস্তু চ ।

বৃদ্ধ ও অন্নপুরবাসী* জনক সীতার বিষয় চিন্তা করত শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। যাহাই হউক, আমি পাতিব্রত্যধর্মপালনের জন্য অগ্রই প্রাণত্যাগ করিব। স্বামীর মৃতশরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব। কৌশল্যা পতির মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া এইভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ব্যবহারনিপুণ অমাত্যগণ অতিদুঃখিতা তপস্বিনী কৌশল্যাকে অন্যান্য মহিলাগণের দ্বারা সেইস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন। অনন্তর তাঁহারা বশিষ্ঠ প্রভৃতির আদেশানুসারে তৈলপূর্ণ কটাহে (কড়াই) রাজার মৃতদেহ সংরক্ষিত করিলেন এবং সেই সময়ে করণীয় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ অমাত্যগণ যে-কোন একজন দশরথপুত্রের অনুপস্থিতিতে মৃতদেহের দাহাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেইজন্য মৃতদেহকে এইভাবে রক্ষা করিলেন। ১১-১৫

অমাত্যগণ তৈলপূর্ণকটাহে মৃতশরীরকে স্থাপন করিয়াছেন—ইহা জানিয়া "মহারাজ মৃত হইয়াছেন, হায়! হায়" এইভাবে মহিলাগণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। "মহারাজ! সরল প্রিয়ভাষী সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম আমাদিগকে পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে আপনিও আমাদিগকে কিজন্য পরিত্যাগ করিতেছেন? হায়! আমরা বিধবা হইয়া রামহীন অবস্থায় দুষ্টস্বভাবা সপত্নী কৈকেয়ীর নিকটে কিরূপে বাস করিব? উদারচিত্ত শক্তিধর শ্রীমান্ রাম আমাদের ও আপনার একমাত্র রক্ষাকর্তা। সে ত রাজ্যসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছে।" ১৬-২০

"অতএব তাহার ও আপনার বিরহে মহাবিপদ্‌গ্রস্তা ও কৈকেয়ীকর্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া আমরা এইস্থানে কিরূপে অবস্থান করিব? হায়! যে কৈকেয়ী আপনাকে ও সীতা-সহিত রাম-লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে পারিল, সে আর কাহাকে না পরিত্যাগ করিতে পারে?" দশরথমহিষীবৃন্দ অতিশয়শোকে বিহ্বল হইয়া নিরানন্দে অশ্রুপূর্ণনয়নে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের অভাবে রাত্রির ন্যায় ও পতির বিরহে পত্নীর ন্যায় মহাত্মা দশরথের অভাবে অযোধ্যানগরী সর্ববিধ

* অন্ন—একু, পুত্র—সন্তান। সীতাই একমাত্র সন্তান।

নিবৃত্তচারঃ সহসা গতো রবিঃ
প্রবৃত্তচারা রজনী হ্যুপস্থিতা ॥২৬
ঋতে তু পুত্রাদ্ দহনং মহীপতে-
র্নিরীক্ষ্যতে তে সুহৃদঃ সমাগতাঃ।
ইতীব তস্মিন্ভবনে সুবেশ্মনি
বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্ ॥২৭
গতপ্রভা সৌরিব ভাস্করং বিনা
ব্যপেতনক্ষত্রগণেব শর্বরী।
পুরী বভাসে রহিতা মহাত্মনা
কথাপ্রকথাকুলমার্গচত্বরা ॥২৮
নরাশ্চ নার্যশ্চ সমেত্য সঙ্ঘশো
বিগর্হমাণা ভরতস্য মাতরম্।
তদা নগর্যাং নরদেবসংক্ষয়ে
বভূবুরার্তা ন চ শর্ম লেভিরে ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শোভাশূন্য হইয়া গেল। অযোধ্যার কোনস্থানেই পূর্বের মত শোভা থাকিল না। সর্বত্রই পুরুষগণ অশ্রুপূর্ণনেত্রে অবস্থান করিতেছে এবং মহিলাগণ হাহাকার করিতেছে। সম্মার্জন-লেপাদির অভাবে গৃহ, চত্বর ও প্রাঙ্গণ প্রভৃতি অপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে।২১-২৫

পুত্রশোকের জন্য মহারাজ দশরথ স্বর্গগত হইলে এবং রাজমহিষীগণ ভূতলে লুণ্ঠিতা হইতে থাকিলে কিরণ-হ্রাসপূর্বক সূর্য সহসা অস্তমিত হইলেন। অনন্তর অন্ধকারের সহিত রাত্রি উপস্থিত হইল। সেই সময় রঘুবংশের হিতৈষী বন্ধুগণ সকলে মিলিত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের অনুপস্থিতিতে দশরথের অগ্নিসংস্কারাদি কার্যের অনুষ্ঠান কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। এইজন্য তাহারা তৈলকটাহরূপ শয্যায় মহারাজকে স্থাপিত করিয়া রাখিলেন, যেহেতু মহারাজের দর্শনের কথা আর চিন্তা করা যায় না। প্রভাময় সূর্যের অভাবে আকাশের ন্যায় ও নক্ষত্রগণের অভাবে রাত্রির ন্যায় মহাত্মা দশরথের অভাবে অযোধ্যানগরী প্রভাহীনা হইল। সেই সময় অযোধ্যার পথ ও চত্বরসমূহ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ জনগণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজ দশরথের মৃত্যু হইলে অযোধ্যাবাসী নরনারীগণ দলে দলে মিলিত হইয়া ভরতমাতা কৈকেয়ীর নিন্দা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল—কিছুতেই স্বস্তিবোধ করিতেছিল না।২৬-২৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মার্কণ্ডেয়প্রভৃতিভির্মুনিভিরমাত্যগণৈশ্চ অরাজকস্য রাজ্যস্য দুরবস্থাবর্ণনম্, অন্যস্য কস্যাপীক্ষ্বাকুবংশীয়-রাজকুমারস্য রাজপদে অভিষেকায় বশিষ্ঠসমীপে সর্বেষামনুরোধশ্চ ।]

আক্রন্দিত-নিরানন্দা সাস্রকণ্ঠজনাবিলা ।
অযোধ্যায়ামবস্তত্তা সা ব্যতীয়ায় শর্বরী ॥১
ব্যতীতায়াং তু শর্বর্যামাদিত্যস্যোদয়ে ততঃ ।
সমেত্য রাজকর্তারঃ সভামীয়ুর্দ্বিজাতয়ঃ ॥২
মার্কণ্ডেয়োঽথ মৌদ্গল্যো বামদেবশ্চ কশ্যপঃ ।
কাত্যায়নো গৌতমশ্চ জাবালিশ্চ মহাযশাঃ ॥৩
এতে দ্বিজাঃ মহামাত্যৈঃ পৃথগ্ বাচমুদীরয়ন্ ।
বসিষ্ঠমেবাভিমুখাঃ শ্রেষ্ঠং রাজপুরোহিতম্ ॥৪
অতীতা শর্বরী দুঃখং যা নো বর্ষশতোপমা ।
অস্মিন্ পঞ্চত্বমাপন্নে পুত্রশোকেন পার্থিবে ॥৫
স্বর্গস্থশ্চ মহারাজো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ ।
লক্ষ্মণশ্চাপি তেজস্বী রামেণৈব গতঃ সহ ॥৬
উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ কেকয়েষু পরন্তপৌ ।
পুরে রাজগৃহে রম্যে মাতামহনিবেশনে ॥৭
ইক্ষ্বাকূণামিহাদ্যৈব কশ্চিদ্ রাজা বিধীয়তাম্ ।
অরাজকং হি নো রাষ্ট্রং বিনাশং সমবাপ্নুয়াৎ ॥৮
নারাজকে জনপদে বিদ্যুন্মালী মহাস্বনঃ ।
অভিবর্ষতি পর্জন্যো মহীং দিব্যেন বারিণা ॥৯
নারাজকে জনপদে বীজমুষ্টিঃ প্রকীর্য্যতে ।
নারাজকে পিতুঃ পুত্রো ভার্য্যা বা বর্ত্ততে বশে ॥১০

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনি ও অমাত্যগণকর্তৃক রাজ-বিহীন রাজ্যের দুরবস্থাবর্ণন এবং অন্যকোন ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য বশিষ্ঠের নিকট সকলের অনুরোধ ।]

সেই রাত্রিটি অযোধ্যাবাসীদের নিকট অতিদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। অযোধ্যাবাসী নরনারী সকলেই সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়াছিল। অশ্রুপূর্ণ-কণ্ঠে জনগণ আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই রাত্রিতে তাহাদের সকল আনন্দ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে এইভাবে সেই দীর্ঘরাত্রি অতীত হইল। রাত্রি অতীত হইলে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাজকার্য্য-নির্বাহকারী ব্রাহ্মণগণ সভায় গমন করিলেন। মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, ও মহাযশস্বী জাবালি—এই সকল ব্রাহ্মণ অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত শ্রেষ্ঠরাজপুরোহিত বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার সাক্ষাতে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে নিজেদের বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ পুত্রশোকের ফলে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে সে রাত্রি আমাদের নিকট শতবর্ষতুল্য হইয়াছিল, সেই রাত্রি অতিদুঃখে অতিবাহিত হইল ।১-৩

মহারাজ স্বর্গে গমন করিলেন। রামও অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন। তেজস্বী লক্ষ্মণও রামের সহিত বনে গমন করিয়াছেন। শত্রুদমন ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়েই কেকয়রাজ্যে রমণীয় রাজগৃহনামক নগরে মাতামহের আলয়ে রহিয়াছেন। অদ্যই ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তিকে রাজা করা হউক। অন্যথা আমাদের এই রাজ্য অরাজক হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। রাজ্য অরাজক হইলে সেখানে বিদ্যুন্মালাযুক্ত গর্জনকারী মেঘ শিলাবৃষ্টিশূন্য জলধারায় পৃথিবীকে সিক্ত করে না। সেইদেশে বীজ বপন করা হয় না, অরাজক দেশে পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর বশীভূত হয় না ।৬-১০

সেইদেশে কাহারও ধন থাকে না, ভার্য্যাও গৃহে বাস করে না। অরাজক-রাজ্যে এইরূপ অতিশয় ভয় উপস্থিত হয়। সেখানে সত্য-ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইবে? রাজশূন্য রাজ্যে লোকেরা আনন্দিত

অরাজকে ধনং নাস্তি নাস্তি ভার্য্যাপ্যরাজকে।
ইদমত্যাহিতং চান্যৎ কুতঃ সত্যমরাজকে ॥১১
নারাজকে জনপদে কারয়ন্তি সভাং নরাঃ।
উদ্যানানি চ রম্যাণি হৃষ্টাঃ পুণ্যগৃহাণি চ ॥১২
নারাজকে জনপদে যজ্ঞশীলা দ্বিজাতয়ঃ।
সত্রাণ্যন্বাসতে দান্তা ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১৩
নারাজকে জনপদে মহাযজ্ঞেষু যজ্বনঃ।
ব্রাহ্মণা বহুসম্পূর্ণা বিসৃজন্ত্যাপ্তদক্ষিণাঃ ॥১৪
নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনট-নর্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ ॥১৫
নারাজকে জনপদে সিদ্ধার্থা ব্যবহারিণঃ।
কথাভিরভিরম্যন্তে কথাশীলাঃ কথাপ্রিয়ৈঃ ॥১৬
নারাজকে জনপদে তূদ্যানানি সমাগতাঃ।
সায়াহ্নে ক্রীড়িতুং যান্তি কুমার্যো হেমভূষিতাঃ ॥১৭
নারাজকে জনপদে ধনবন্তঃ সুরক্ষিতাঃ।
শেরতে বিবৃতদ্বারাঃ কৃষি-গোরক্ষজীবিনঃ ॥১৮
নারাজকে জনপদে বাহনৈঃ শীঘ্রবাহিভিঃ।
নরা নির্যান্ত্যরণ্যানি নারীভিঃ সহ কামিনঃ ॥১৯
নারাজকে জনপদে বদ্ধঘণ্টা বিষাণিনঃ।
অটন্তি রাজমার্গেষু কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ ॥২০
নারাজকে জনপদে শবান্ সন্ততমন্বতাম্।
শ্রূয়তে তুমুলো নির্ঘোষ ইষ্টদ্যূতানুপাসনে ॥২১
নারাজকে জনপদে বণিজো দূরগামিনঃ।
গচ্ছন্তি ক্ষেমমধ্বানং বহুপণ্যসমাচিতাঃ ॥২২
নারাজকে জনপদে চরত্যেকচরো বশী।
ভাবয়ন্নাত্মনাত্মানং যত্র সায়ং গৃহো মুনিঃ ॥২৩
নারাজকে জনপদে যোগক্ষেমঃ প্রবর্ততে।
ন চাপ্যরাজকে সেনা শত্রূন্ বিষহতে যুধি ॥২৪

হইয়া কোন সভাগৃহ নির্মাণ করে না। রমণীয় উদ্যান ও পুণ্যজনক গৃহও নির্মাণ করে না। অরাজক দেশে দৃঢ়ব্রত জিতেন্দ্রিয় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না। সেইদেশে বহুদক্ষিণ ব্রাহ্মণেরা মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে ঋত্বিগ্‌দিগকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেন না। যে সকল অনুষ্ঠানে নট ও নর্তকগণ হৃষ্ট হয় এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, অরাজক-দেশে সেই সকল সামাজিক উৎসবের অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পায় না।১১-১৫

অরাজক-দেশে ব্যবহারকারী (পণ্যবিক্রেতা) ব্যক্তিগণ সকলমনোরথ হয় না। পুরাণশাস্ত্রাদি শ্রবণে প্রীতিমান্ লোকেরা কথকগণের কথায় অনুরক্ত হয় না। রাজশূন্য রাজ্যে সুবর্ণালঙ্কারভূষিত কুমারীবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধভাবে সন্ধ্যাকালে ক্রীড়ার জন্য উদ্যানে গমন করে না। সেই দেশে ধনবান্ ব্যক্তিরা নিরাপদে থাকিতে পারে না। কৃষিজীবী ও গোরক্ষাজীবী লোকেরা গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া শয়ন করিতে পারে না। রাজ্য অরাজক হইলে সেই রাজ্যে বিলাসী নরগণ নারীগণের সহিত শীঘ্রগামী বাহনের দ্বারা বনবিহারে যাইতে পারে না। অরাজক-রাজ্যে বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট ঘণ্টাধারী ষষ্টিবর্ষ (ষাট্‌বৎসর) বয়স্ক হস্তীসকল রাজপথে বিচরণ করে না।১৬-২০

সেই রাজ্যে বাণ ও অসিফলকের অভ্যাস-সময়ে অনবরত শরনিক্ষেপকারীদের করতল-শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। সেই রাজ্যে দূরদেশগামী বণিক্‌সমূহ বহুতর পণ্যদ্রব্য লইয়া নির্গমে যাইতে পারে না। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনে মনে পরমাত্মার চিন্তা করিতে করিতে একাকী বিচরণ করেন এবং যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইস্থানকেই গৃহ মনে করেন, তিনিও অরাজক-রাজ্যে বিচরণ করিতে পারেন না। অরাজক-দেশে অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা হয় না। সেই দেশের সৈন্যগণ যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে পারে না। সেই দেশে লোকেরা নানাভূষণে ভূষিত হইয়া হৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট অশ্বের দ্বারা কিংবা রথের দ্বারা ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারে না।২১-২৫

অরাজক-রাজ্যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ শাস্ত্র-বিচারব্রত হইয়া বনে কিংবা উপবনে বাস করিতে পারেন না। সেই রাজ্যে ব্রতশীল লোকেরা দেবতার অর্চনার জন্য মালা, মোদক (মিষ্টদ্রব্য) ও দক্ষিণা

নারাজকে জনপদে হৃষ্টৈঃ পরমবাজিভিঃ।
নরাঃ সংযান্তি সহসা রথৈশ্চ প্রতিমণ্ডিতাঃ ॥২৫
নারাজকে জনপদে নরাঃ শাস্ত্রবিশারদাঃ।
সংবদন্তোপতিষ্ঠন্তে বনেষূপবনেষু বা ॥২৬
নারাজকে জনপদে মাল্য-মোদকদক্ষিণাঃ।
দেবতাভ্যর্চনার্থায় কল্পন্তে নিয়তৈর্জনৈঃ ॥২৭
নারাজকে জনপদে চন্দনাগুরুরুষিতাঃ।
রাজপুত্রা বিরাজন্তে বসন্ত ইব শাখিনঃ ॥২৮
যথা হ্যনুদকা নদ্যো যথা বাপ্যতৃণং বনম্।
অগোপালা যথা গাবস্তথা রাষ্ট্রমরাজকম্ ॥২৯
ধ্বজো রথস্য প্রজ্ঞানং ধূমো জ্ঞানং বিভাবসোঃ।
তেষাং যো নো ধ্বজো রাজা স দেবত্বমিতো গতঃ ॥৩০
নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ।
মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্ ॥৩১
যে হি সদ্ভিন্নমর্য্যাদা নাস্তিকাশ্ছিন্নসংশয়াঃ।
তেঽপি ভাবায় কল্পন্তে রাজন্যুপনিষীড়িতাঃ ॥৩২
যথা বৃষ্টিঃ শরীরস্য নিত্যমেব প্রবর্ততে।
তথা নরেন্দ্রো রাষ্ট্রস্য প্রভবঃ সত্য-ধর্ময়োঃ ॥৩৩
রাজা সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম্।
রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিতকরো নৃণাম্ ॥৩৪
যমো বৈশ্রবণঃ শক্রো বরুণশ্চ মহাবলঃ।
বিশিষ্যন্তে নরেন্দ্রেণ বৃত্তেন মহতা ততঃ ॥৩৫
অহো তম ইবেদং স্যান্ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন।
রাজা চেন্ন ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী ॥৩৬
জীবত্যপি মহারাজে তবৈব বচনং বয়ম্।
নাতিক্রমামহে সর্বে বেলাং প্রাপ্যেব সাগরঃ ॥৩৭
স নঃ সমীক্ষ্য দ্বিজবর্য্য বৃত্তং
নৃপং বিনা রাষ্ট্রমরণ্যভূতম্।
কুমারমিক্ষ্বাকুকুলপ্রসূতং তথাত্মজং
হ্যেব রাজানমিহাভিষেচয় ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

প্রদান করে না। সেইস্থানে রাজপুত্রগণ চন্দন ও অগুরুচর্চিত হইয়া বসন্তকালের বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হয় না। জলহীন নদীর ন্যায়, তৃণহীন বনের ন্যায় ও পালকহীন বেণুর ন্যায় রাজহীন রাজ্য শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ধ্বজ যেমন রথের চিহ্ন, ধূম যেমন অগ্নির চিহ্ন, রাজাও আমাদের সেইরূপ চিহ্নস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে ইহলোক ত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন।২৬-৩০

অরাজক-রাজ্যে কোন বস্তুই কাহারও নিজস্ব হয় না। মানুষেরা মৎস্যের ন্যায় সর্বদা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে। যে সকল নাস্তিক ব্যক্তি মর্য্যাদালঙ্ঘন করার জন্য পূর্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও অরাজক-রাজ্যে নিঃশঙ্কভাবে প্রভুত্ববিস্তার করিতে থাকে। বৃষ্টি যেমন সর্বদা শরীরের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সত্য ও ধর্মের প্রবর্তক রাজাও সেইভাবে রাজ্যের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম। রাজাই কুলীনগণের কুলস্বরূপ। রাজা মাতা ও পিতা, রাজাই সকলের হিতকারী। রাজা নিজ উৎকৃষ্ট আচরণের দ্বারা যম, কুবের, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি মহাবলবান্ দেবগণকে অতিক্রম করেন।৩১-৩৫

সৎ ও অসৎকার্য্যের নির্ণয়কারী রাজা যদি এই সংসারে না থাকেন, তাহা হইলে এই সংসার অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইত, সৎ বা অসৎ কিছুই জানা যাইত না। সমুদ্র যেমন তীরভূমি অতিক্রম করে না, মহারাজ দশরথের জীবিতাবস্থাতেও আমরা সেইরূপ আপনার বাক্য অতিক্রম করি নাই। দ্বিজবর! এক্ষণে দশরথ-রাজার অভাবে আমাদের এই রাজ্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং আপনি সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় অন্য কোন কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন।৩৬-৩৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[পুরোহিত-বসিষ্ঠেনানুজ্ঞাতানাং পঞ্চানাং দূতানামযোধ্যাতঃ কেকয়দেশস্থরাজগৃহনগরগমনম্ ।]

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ ।
মিত্রামাত্যজনান্ সর্বান্ ব্রাহ্মণাংস্তানিদং বচঃ ॥১
যদসৌ মাতুলকুলে দত্তরাজ্যঃ পরং সুখী ।
ভরতো বসতি ভ্রাত্রা শত্রুঘ্নেন মুদান্বিতঃ ॥২
তচ্ছীঘ্রং জবনা দূতা গচ্ছন্তু ত্বরিতা হয়ৈঃ ।
আনেতুং ভ্রাতরৌ বীরৌ কিং সমীক্ষামহে বয়ম্ ॥৩
গচ্ছন্ত্বিতি ততঃ সর্বে বসিষ্ঠং বাক্যমব্রুবন্ ।
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥৪
এহি সিদ্ধার্থ বিজয় জয়ন্তাশোকনন্দন ।
শ্রূয়তামিতি কর্তব্যং সর্বানেব ব্রবীমি বঃ ॥৫
পুরং রাজগৃহং গত্বা শীঘ্রং শীঘ্রহয়ৈর্হয়ৈঃ ।
তাক্তশোকৈরিদং বাচ্যঃ শাসনাদ্ ভরতো মম ॥৬
পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্বে চ মন্ত্রিণঃ ।
ত্বরমাণশ্চ নির্যাহি কৃত্যমাত্যয়িকং ত্বয়া ॥৭
মা চাস্মৈ প্রোষিতং রামং মা চাস্মৈ পিতরং মৃতম্ ।
ভবন্তঃ শংসিষুর্গত্বা রাঘবাণামিতঃ ক্ষয়ম্ ॥৮
কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি ভূষণানি বরাণি চ ।
ক্ষিপ্রমাদায় রাজ্ঞশ্চ ভরতস্য চ গচ্ছত ॥৯
দত্তপথ্যাশনা দূতা জগ্মুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ ।
কেকয়াংস্তে গমিষ্যন্তো হয়ানারুহ্য সম্মতান্ ॥১০

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

[পুরোহিত বসিষ্ঠকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পাঁচজন দূতের অযোধ্যা হইতে কেকয়দেশস্থ রাজগৃহনগরে গমন ।]

বসিষ্ঠ মুনি ঐ সকল মিত্র, অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—মহারাজ দশরথ যাহাকে রাজ্য দিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই ভরত এই সময় কনিষ্ঠভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত পরমানন্দে মাতুলগৃহে বাস করিতেছেন। এইজন্য শীঘ্রগামী দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে আনিবার জন্য গমন করুক। এ বিষয়ে আমরা আর কি বিবেচনা করিব? বসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া তাঁহারা সকলে বলিলেন,—ভরত ও শত্রুঘ্নকে আনিবার জন্য দূতগণ গমন করুক। এইরূপ সম্মতি-বাক্য শুনিয়া বসিষ্ঠ দূতগণকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, ওহে সিদ্ধার্থ! বিজয়! জয়ন্ত! অশোক! নন্দন! আমি তোমাদের সকলকে বলিতেছি। তোমরা নিজের কর্তব্যবিষয় শ্রবণ কর ।১-৫

অতিদ্রুতগামী অশ্বের দ্বারা অতিশীঘ্র রাজগৃহনগরে গমন কর এবং তোমরা শোক গোপন করিয়া আমার আদেশানুসারে ভরতকে এই কথা বল যে—পুরোহিত বসিষ্ঠ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ আপনার কুশল জিজ্ঞাসাপূর্বক বলিয়াছেন যে—আপনি অতিসত্বর এইস্থান হইতে অযোধ্যায় যাইতে প্রস্থান করুন। সেখানে আপনাকে এমন কার্য্য করিতে হইবে, যে কার্য্যে বিলম্ব করা অনুচিত। তোমরা ভরতের নিকট বলিও না যে—রাম বনে প্রেরিত হইয়াছেন এবং পিতা দশরথ দেহত্যাগ করিয়াছেন। রঘুবংশের এই সকল সর্বনাশকর সংবাদ তাহাকে বলিও না। কেকয়রাজের জন্য ও ভরতের জন্য পট্টবস্ত্র ও উৎকৃষ্ট আভরণ লইয়া তোমরা সত্বর প্রস্থান কর। এইরূপ বলিয়া বসিষ্ঠ তাহাদিগকে পাথেয় ভোজ্যাদি প্রদান করিলে পর মনোমত অশ্বে আরোহণ-পূর্বক কেকয়দেশে যাইতে দূতগণ উদ্যত হইল এবং গৃহস্থিত পরিজনের নিকট নিজের গমন-সংবাদ বলিবার জন্য স্ব স্ব গৃহে গমন করিল ।৬-১০

অনন্তর প্রস্থানের জন্য আবশ্যক কার্য্যসমূহ সম্পন্ন

ততঃ প্রাস্থানিকং কৃত্বা কার্য্যশেষমনন্তরম্ ।
বসিষ্ঠেনাভ্যনুজ্ঞাতা দূতাঃ সংত্বরিতং যযুঃ ॥১১
ন্যস্তেনাপরতালস্য প্রলম্বস্যোত্তরং প্রতি ।
নিষেবমাণাস্তে জগ্মুর্নদীং মধ্যেন মালিনীম্ ॥১২
তে হাস্তিনপুরে গঙ্গাং তীর্ত্বা প্রত্যঙ্মুখা যযুঃ ।
পাঞ্চালদেশমাসাদ্য মধ্যেন কুরু-জাঙ্গলম্ ॥১৩
সরাংসি চ সুফুল্লানি নদীশ্চ বিমলোদকাঃ ।
নিরীক্ষমাণা জগ্মুস্তে দূতাঃ কার্য্যবশাদ্ দ্রুতম্ ॥১৪
তে প্রসন্নোদকাং দিব্যাং নানাবিহগসেবিতাম্ ।
উপাতিজগ্মুর্বেগেন শরদণ্ডাং জলাকুলাম্ ॥১৫
নিকূলবৃক্ষমাসাদ্য দিব্যং সত্যোপযাচনম্ ।
অভিগম্যাভিবাদ্যং তং কুলিঙ্গাং প্রাবিশন্ পুরীম্ ॥১৬
অভিকালং ততঃ প্রাপ্য তেজোঽভিভবনাচ্চ্যুতাঃ ।
পিতৃপৈতামহীং পুণ্যাং তেরুরিক্ষুমতীং নদীম্ ॥১৭
অবেক্ষ্যাঞ্জলিপানাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ।
যযুর্মধ্যেন বাহ্লীকান্ সুদামানঞ্চ পর্বতম্ ॥১৮
বিষ্ণোঃ পদং প্রেক্ষমাণা বিপাশাং চাপি শাল্মলীম্ ।
নদীর্বাপী-তটাকানি পল্বলানি সরাংসি চ ॥১৯
পশ্যন্তো বিবিধাংশ্চাপি সিংহান্ ব্যাঘ্রান্মৃগান্দ্বিপান্ ।
যযুঃ পথাতিমহতা শাসনং ভর্তুরাপ্লবঃ ॥২০
তে শ্রান্তবাহনা দূতা বিকৃষ্টেন সতা পথা ।
গিরিব্রজং পুরবরং শীঘ্রমাসেদুরঞ্জসা ॥২১
ভর্তুঃ প্রিয়ার্থং কুলরক্ষণার্থং
ভর্তুশ্চ বংশস্য পরিগ্রহার্থম্ ।
অহেড়মানাস্ত্বরয়া স্ম দূতা
রাত্র্যাং তু তে তৎপুরমেব যাতাঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়া বশিষ্ঠের আদেশানুসারে অতিসত্বর কেকয়দেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহারা অপরতালনামক জনপদের ও প্রলম্বনামক জনপদের (১) মধ্যে প্রবাহিত মালিনীনদীকে অনুসরণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। এইভাবে হস্তিনাপুরে যাইয়া তাহারা গঙ্গার পারে গমন করিল এবং পঞ্চালদেশ অতিক্রম করত কুরুজাঙ্গল-প্রদেশের (২) মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করিয়া পশ্চিমমুখে যাইতে লাগিল। দূতগণ গমনকালে পথে প্রফুল্ল-পুষ্পশোভিত সরোবর ও নির্মলজলপূর্ণ নদীসমূহের শোভা দর্শন করিতেছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের জন্য তাহারা অতিদ্রুত গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই দূতগণ স্বচ্ছজলপূর্ণা মনোহারিণী নানাবিধ জলচর-পক্ষীর আশ্রয় শরদণ্ডানদীকে সত্বর অতিক্রম করিল এবং ঐ নদীর পশ্চিমতীরস্থিত দেবতাধিষ্ঠান সত্যোপযাচন (যে বৃক্ষের নিকট প্রার্থনা কখনও বৃথা হয় না) নামক সর্বপূজ্য বৃক্ষের নিকট গমন করিল। পরে ঐ বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া কুলিঙ্গানগরীতে প্রবেশ করিল ।১১-১৬

সেইস্থান হইতে দ্রুতপদে অভিকাল ও তেজোভিভবন-নামক দুইটি গ্রাম অতিক্রম করিয়া ইক্ষ্বাকুগণের পিতৃপিতামহগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত ইক্ষুমতী নাম্নী পুণ্যদায়িনী নদী পার হইল। ইক্ষুমতীর তীরে জলপানের দ্বারাই প্রাণরক্ষাকারী তপস্যারত বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিয়া দূতগণ বাহ্লীকদেশের মধ্যবর্তী পথে সুদামাপর্বতে উপস্থিত হইল। তথায় বিষ্ণুর পদচিহ্ন, বিপাশা ও শাল্মলীনামক নদীদ্বয়, অন্যান্য নদী, সরোবর, ওড়াগ, ক্ষুদ্রজলাশয়, পুষ্করিণী, সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ, হস্তী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণী দর্শন করিতে করিতে অতিবৃহৎ পথ দিয়া প্রভুর শাসনপালনকারী দূতেরা গমন করিতে লাগিল ।১৭-২০

বহুদূর পথ অতিক্রম করায় যদিও তাহাদের বাহনসমূহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাহারা বিলম্ব না করিয়া অতিসত্বর গিরিব্রজনামক নগরে উপস্থিত হইল। এইভাবে ঐ দূতগণ প্রভুর প্রিয়কার্য্যসাধন, বংশ-রক্ষা ও প্রজাগণের রক্ষার জন্য কোনরূপ ঔদাসীন্য না করিয়াই রাত্রিকালেই সেই নগরে প্রবেশ করিল ।২১-২২

১। কেহ বলেন—অপরতাল ও প্রলম্ব দুইটি পর্বতের নাম।

২। একাংশে কুরুগণের রাজ্য ও অন্যাংশে নিবিড় অরণ্য—এইজন্য ঐ প্রদেশের নাম কুরু-জাঙ্গল।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[ভরতস্য দুশ্চিন্তা, তস্য প্রসন্নতায়ৈ বন্ধূনাং প্রয়াসঃ, জিজ্ঞাসিতেন ভরতেন বন্ধূনাং সমীপে স্বেনৈব দৃষ্টস্য ভয়ঙ্করস্য দুঃস্বপ্নস্য বর্ণনঞ্চ।]

যামেব রাত্রিং তে দূতাঃ প্রবিশন্তি স্ম তাং পুরীম্।
ভরতেনাপি তাং রাত্রিং স্বপ্নো দৃষ্টোঽয়মপ্রিয়ঃ ॥১
ব্যুষ্টামেব তু তাং রাত্রিং দৃষ্ট্বা তং স্বপ্নমপ্রিয়ম্।
পুত্রো রাজাধিরাজস্য সুভৃশং পর্য্যতপ্যত ॥২
তপ্যমানং তমাজ্ঞায় বয়স্যাঃ প্রিয়বাদিনঃ।
অয়াসং বিনয়িষ্যন্তঃ সভায়াং চক্রিরে কথাঃ ॥৩
বাদয়ন্তি তদা শান্তিং গায়ন্ত্যপি চাপরে।
নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ ॥৪
স তৈর্হাস্যৈ ভরতঃ সখিভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ।
গোষ্ঠীহাস্যানি কুর্বদ্ভির্ন প্রাহ্লদ্যত রাঘবঃ ॥৫

তমব্রবীৎ প্রিয়সখো ভরতং সখিভির্বৃতম্।
সুহৃদ্ভিঃ পর্য্যুপাসীনঃ কিং সখে নানুমোদসে ॥৬
এবং ব্রুবাণং সুহৃদং ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
শৃণু ত্বং যন্নিমিত্তং মে দৈন্যমেতদুপাগতম্ ॥৭
স্বপ্নে পিতরমদ্রাক্ষং মলিনং মুক্তমূর্দ্ধজম্।
পতন্তমদ্রিশিখরাৎ কলুষে গোময়ে হ্রদে ॥৮
প্লবমানশ্চ মে দৃষ্টঃ স তস্মিন্ গোময়ে হ্রদে।
পিবন্নঞ্জলিনা তৈলং হসন্নিব মুহুর্মুহুঃ ॥৯
ততস্তিলোদনং ভুক্ত্বা পুনঃ পুনরধঃশিরাঃ।
তৈলেনাভ্যক্তসর্বাঙ্গস্তৈলমেবাবগাহত ॥১০

ঊনসপ্ততিতম সর্গ

[ভরতের দুশ্চিন্তা, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বন্ধুদিগের প্রয়াস এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া বন্ধুদিগের নিকট ভরতের নিজ কর্তৃক দৃষ্ট ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন বর্ণন।]

যে রাত্রিতে দূতগণ সেই নগরে প্রবেশ করিল। সেই রাত্রিতেই ভরত অতিশয় অশুভ স্বপ্ন দেখিলেন। রাত্রিশেষে এইরূপ অপ্রিয় স্বপ্ন দেখিয়া রাজাধিরাজ দশরথের পুত্র ভরত অত্যন্ত পরিতাপান্বিত হইলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত পরিতপ্ত জানিয়া প্রিয়ভাষী বয়স্যগণ তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য সভাস্থলে নানাপ্রকার কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। কেহ ভরতের শান্তির জন্য বীণাবাদন করিতে লাগিলেন। কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহ বা হাস্যরসময় নানাবিধ নাটক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। নানাবিধ পরিহাসে রত বন্ধুগণ ভরতের প্রীতির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেও মহাত্মা ভরত তাহাতে হৃষ্ট হইলেন না।১-৫

তাহা দেখিয়া একজন প্রিয়সখা বন্ধুগণপরিবেষ্টিত ভরতকে বলিলেন,—সখে! আমরা তোমার বন্ধুগণ তোমাকে আনন্দিত করিতেছি, কিন্তু তুমি তাহাতে মনোযোগ করিতেছ না কেন? প্রিয়সখা এইরূপ বলিতে থাকিলে ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন—সখে! যে কারণে আমার এইরূপ ব্যাকুলতা আসিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। গতরাত্রিতে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমার পিতা দশরথ মলিনবেশে আলুলায়িতকেশে পর্বতের শিখর হইতে কুৎসিত গোময়-হ্রদে পতিত হইতেছেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি ঐ গোময়-হ্রদে সন্তরণ করিতে করিতে অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতেছেন। পরে তিনি বারংবার তৈলমিশ্রিত অন্নভোজন করিয়া সর্বাঙ্গে তৈল মর্দনপূর্বক নতমস্তকে তৈলেই অবগাহন করিতেছেন।৬-১০

আমি স্বপ্নে আরও দেখিলাম যে,—সমুদ্র শুষ্ক

স্বপ্নেঽপি সাগরং শুষ্কং চন্দ্রঞ্চ পতিতং ভুবি।
উপরুদ্ধাঞ্চ জগতীং তমসেব সমাবৃতাম্ ॥১১
ঐরাবতস্য নাগস্য বিষাণং শকলীকৃতম্।
সহসা চাপি সংশান্তা জ্বলিতা জাতবেদসঃ ॥১২
অবদীর্ণাঞ্চ পৃথিবীং শুষ্কাংশ্চ বিবিধান্ দ্রুমান্।
অহং পশ্যামি বিধ্বস্তান্ সধূমাংশ্চৈব পর্বতান্ ॥১৩
পীঠে কার্ষ্ণায়সে চৈব নিষণ্ণং কৃষ্ণবাসসম্।
প্রহরন্তি স্ম রাজানং প্রমদাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ ॥১৪
স্বয়মাণশ্চ ধর্মাত্মা রক্তমাল্যানুলেপনঃ।
রথেন খরযুক্তেন প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ ॥১৫
প্রহসন্তীব রাজানং প্রমদা রক্তবাসিনী।
প্রকর্ষন্তী ময়া দৃষ্টা রাক্ষসী বিকৃতাননা ॥১৬
এবমেতন্ময়া দৃষ্টমিমাং রাত্রিং ভয়াবহাম্।
অহং রামোঽথবা রাজা লক্ষ্মণো বা মরিষ্যতি ॥১৭
নরো যানেন যঃ স্বপ্নে খরযুক্তেন যাতি হি।
অচিরাত্তস্য ধূম্রাগ্রং চিতায়াং সম্প্রদৃশ্যতে ॥১৮
এতন্নিমিত্তং দীনোঽহং ন বচঃ প্রতিপূজয়ে।
শুষ্যতীব চ মে কণ্ঠো ন স্বস্থমিব মে মনঃ ॥১৯
ন পশ্যামি ভয়স্থানং ভয়ং চৈবোপধারয়ে।
ভ্রষ্টশ্চ স্বরযোগো মে ছায়া চাপগতা মম।
জুগুপ্স ইব চাত্মানং ন চ পশ্যামি কারণম্ ॥২০
ইমাঞ্চ দুঃস্বপ্নগতিং নিশম্য হি
বহুনেকরূপামবিতর্কিতাং পুরা।
ভয়ং মহত্তদ্ধৃদয়ান্ন যাতি মে
বিচিন্ত্য রাঘানমচিন্ত্যদর্শনম্ ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

হইয়া গিয়াছে। চন্দ্র ভূতলে পতিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ পৃথিবী যেন অন্ধকারে আবৃত হওয়ায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। রাজার বহনকারী হস্তীর দন্ত খণ্ডিত হইয়াছে। প্রজ্বলিত অগ্নিসমূহ সহসা নির্বাপিত হইয়াছে। পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়াছে। বৃক্ষসকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। পর্বতসমূহ বিধ্বস্ত ও ধূমান্বিত হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণলৌহনির্মিত পীঠে (উচ্চাসনে) কৃষ্ণবর্ণবস্ত্রধারী রাজা বসিয়া আছেন। কৃষ্ণবর্ণা ও পিঙ্গলবর্ণা রমণীরা তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। আমি স্বপ্নে আরও দেখিলাম যে, ধর্মাত্মা রাজা রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনাদি ধারণপূর্বক গর্দভযোজিত রথে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে দক্ষিণদিকে গমন করিতেছেন।১১-১৫

রক্তবস্ত্রধারিণী বিকটবদনা এক রাক্ষসী যেন হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি ভয়াবহ রাত্রিকালে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। ইহাতে আমার মনে হয় যে, আমি, রাম, রাজা দশরথ ও লক্ষ্মণ এই চারিজনের মধ্যে কেহ অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তিকে গর্দভযুক্তরথে আরোহণ করিয়া যাইতে স্বপ্নে দেখা যায়, অচিরেই সেই ব্যক্তির চিতায় ধূম-শিখা দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমি অতিশয় দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমাদের কথায় আনন্দলাভ করিতে পারিতেছি না। আমার কণ্ঠ যেন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, মন যেন কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না। ভয়ের কারণ দেখিতেছি না, অথচ ভীষণ ভয় পাইতেছি। আমার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়াছে এবং শরীরের শোভা নষ্ট হইয়াছে। আমার নিজেকে নিন্দনীয় মনে হইতেছে কিন্তু ইহার কোন কারণ দেখিতেছি না।১৬-২০

পূর্বে কখনও যাহা ভাবি নাই, এইরূপ নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি। মহারাজ দশরথকে হয়ত আর দেখিতে পাইব না, ইহাই চিন্তা করিতেছি। এইজন্য আমার হৃদয় হইতে ঐ মহদ্ ভয় দূর হইতেছে না।২১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[দূতগণেন ভরতহস্তে তদীয়মাতামহ-মাতুলানুদ্দিশ্যানীতানামমূল্যানামুপহারাণাং সমর্পণম্, ভরতসমীপে পুরোহিতবসিষ্ঠেন কথিত-সন্দেশস্য জ্ঞাপনম্, ভরতস্য পিতাপ্রভৃতীনাং কুশলপৃচ্ছা, ততো মাতামহ-মাতুলসমীপতো ভরতস্যানুমতিগ্রহণম্, শত্রুঘ্নেন সহ রথমারুহ্যভরতস্য অযোধ্যাগমনঞ্চ ।]

ভরতে ব্রুবতি স্বপ্নং দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ ।
প্রবিশ্যাসহ্যপরিখং রম্যং রাজগৃহং পুরম্ ॥১
সমাগম্য চ রাজ্ঞা তে রাজপুত্রেণ চার্চিতাঃ ।
রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বা চ তমূচুর্ভরতং বচঃ ॥২
পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্বে চ মন্ত্রিণঃ ।
ত্বরমাণশ্চ নির্যাহি কৃত্যমাত্যয়িকং ত্বয়া ॥৩
ইমানি চ মহার্হাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ।
প্রতিগৃহ্য বিশালাক্ষ মাতুলস্য চ প্রাপয় ॥৪
অত্র বিংশতিকোট্যস্তু নৃপতের্মাতুলস্য তে ।
দশকোট্যস্তু সম্পূর্ণাস্তথৈব চ নৃপাত্মজ ॥৫
প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে ।
দূতানুবাচ ভরতঃ কামৈঃ সম্প্রতিপূজ্য তান্ ॥৬
কচ্চিৎ স কুশলী রাজা পিতা দশরথো মম ।
কচ্চিদারোগ্যতা রামে লক্ষ্মণে চ মহাত্মনি ॥৭
আর্য্যা চ ধর্মনিরতা ধর্মজ্ঞা ধর্মবাদিনী ।
অরোগা চাপি কৌসল্যা মাতা রামস্য ধীমতঃ ॥৮
কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা ।
শত্রুঘ্নস্য চ বীরস্য অরোগা চাপি মধ্যমা ॥৯
আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী ।
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকয়ী কিমুবাচ হ ॥১০

সপ্ততিতম সর্গ

[দূতগণ কর্তৃক ভরতের হস্তে তাঁহার মাতামহ ও মাতুলের উদ্দেশে আনীত মূল্যবান্ উপহারদ্রব্যসমূহ অর্পণ, পুরোহিত বশিষ্ঠ কর্তৃক কথিত সন্দেশ ভরতের নিকট জ্ঞাপন, ভরতের পিতা প্রভৃতির কুশল জিজ্ঞাসা, অতঃপর মাতামহ ও মাতুলের নিকট হইতে ভরতের অনুমতি গ্রহণ এবং শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণে অযোধ্যাভিমুখে গমন ।]

ভরত সভামধ্যে বন্ধুগণের নিকট এইভাবে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতেছেন, এমন সময় ক্লান্তবাহন দূতগণ দুর্লঙ্ঘ্যপরিখাবেষ্টিত রমণীয় রাজগৃহে প্রবেশ করিল। অনন্তর তাহারা কেকয়রাজ ও তাঁহার পুত্র যুধাজিতের সহিত মিলিত হইল ও তাঁহাদের কর্তৃক সম্মানিত হইল। পরে নিজেদের রাজা ভরতের পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলিল,—কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ও অমাত্যগণ আপনার কুশলজিজ্ঞাসাপূর্বক বলিয়াছেন যে, আপনি সত্বর এইস্থান হইতে বহির্গত হউন। আপনাকে এমন কার্য্য করিতে হইবে যাহাতে বিলম্ব করা চলে না। বিশাললোচন! তাঁহারা এই সকল মূল্যবান্ বসন ও ভূষণ প্রদান করিয়াছেন। আপনি এই সকল গ্রহণ করুন এবং মাতুলকে প্রদান করুন। রাজপুত্র! এই সকল বসন-ভূষণের মধ্যে বিংশতিকোটি মূল্যের দ্রব্য আপনার মাতামহের জন্য আনীত এবং দশকোটি মূল্যের দ্রব্য আপনার মাতুলের জন্য আনীত হইয়াছে ।১-৫

সুহৃজ্জনের প্রতি অতীব অনুরক্ত ভরত ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিলেন এবং প্রাপিত বস্তু প্রদান করিয়া দূতগণের সৎকার করিলেন। অনন্তর তিনি দূতগণকে বলিলেন,—আমার পিতা রাজা দশরথ কুশলে আছেন ত? মহাত্মা রাম-লক্ষ্মণ সুস্থ আছেন ত? সর্বদা ধর্মাচারনিরতা ধর্মবাদিনী ধর্মজ্ঞা পূজনীয়া রামমাতা কৌশল্যা সুস্থ আছেন ত? আমার মধ্যমা মাতা ধর্মজ্ঞা লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নজননী সুমিত্রা কুশলে আছেন ত? সর্বদা ক্রুদ্ধপ্রকৃতি স্বার্থাভিলাষিণী কুটিলস্বভাবা আমার জননী

এবমুক্তাস্তু তে দূতা ভরতেন মহাত্মনা।
উচুঃ সম্প্রশ্রিতং বাক্যমিদং তং ভরতং তদা ॥১১
কুশলাস্তে নরব্যাঘ্র যেষাং কুশলমিচ্ছসি।
শ্রীশ্চ ত্বাং বৃণুতে পদ্মা যুজ্যতাং চাপি তে রথঃ ॥১২
ভরতশ্চাপি তান্ দূতানেবমুক্তোঽভ্যভাষত।
আপৃচ্ছেঽহং মহারাজং দূতাঃ সন্ত্বরয়ন্তি মাম্ ॥১৩
এবমুক্ত্বা তু তান্ দূতান্ ভরতঃ পার্থিবাত্মজঃ।
দূতৈঃ সংচোদিতো বাক্যং মাতামহমুবাচ হ ॥১৪
রাজন্ পিতুর্গমিষ্যামি সকাশং দূতচোদিতঃ।
পুনরপ্যহমেষ্যামি যদা মে ত্বং স্মরিষ্যসি ॥১৫
ভরতেনৈবমুক্তস্তু নৃপো মাতামহস্তদা।
তমুবাচ শুভং বাক্যং শিরস্যাঘ্রায় রাঘবম্ ॥১৬
গচ্ছ তাতানুজানে ত্বাং কৈকয়ী সুপ্রজাস্ত্বয়া।
মাতরং কুশলং ব্রূয়াঃ পিতরঞ্চ পরন্তপ ॥১৭
পুরোহিতঞ্চ কুশলং যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ।
তৌ চ তাত মহেষ্বাসৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৮
তস্মৈ হস্ত্যুত্তমাংশ্চিত্রান্ কম্বলানজিনানি চ।
সৎকৃত্য কেকয়ো রাজা ভরতায় দদৌ ধনম্ ॥১৯
অন্তঃপুরেঽতিসংবৃদ্ধান্ ব্যাঘ্রবীর্য্যবলোপমান্।
দংষ্ট্রায়ুক্তান্ (ক) মহাকায়ান্ শুনশ্চোপায়নং দদৌ ॥২০
রুক্মনিষ্কসহস্রে দ্বে ষোড়শাশ্বশতানি চ।
সৎকৃত্য কেকয়ীপুত্রং কেকয়ো ধনমাদিশৎ ॥২১
তদামাত্যানভিপ্রেতান্ বিশ্বাস্যাংশ্চ গুণান্বিতান্।
দদাবনুপতিঃ শীঘ্রং ভরতায়ানুযায়িনঃ ॥২২
ঐরাবতানৈন্দ্রশিরান্ নাগান্ বৈ প্রিয়দর্শনান্।
খরান্ শীঘ্রান্ সুসংযুক্তান্ মাতুলোঽস্মৈ ধনং দদৌ ॥২৩
স দত্তং কেকয়েন্দ্রেণ ধনং তত্রাভ্যনন্দত।
ভরতঃ কেকয়ীপুত্রো গমনত্বরয়া তদা ॥২৪

সুস্থ আছেন ত? প্রাজ্ঞভাষিণী সেই কৈকেয়ীমাতা আমাকে কিছু বলিয়াছেন কি ?৬-১০

মহাত্মা ভরত দূতগণকে এইরূপ বলিলে পর তাহারা সবিনয়ে ভরতকে বলিল,—নরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাঁহাদের কুশলকামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে পদ্মালয়া লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনার গমনের জন্য রথ যোজনা করা হউক। দূতগণ এইরূপ বলিলে ভরত তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি মহারাজ কেকয়পতি স্বীয় মাতামহের নিকট এই বলিয়া বিদায় লইয়া আসি যে—অযোধ্যা হইতে আগত দূতগণ অযোধ্যায় যাইবার জন্য আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। দূতগণকে এইরূপ বলিয়া রাজপুত্র ভরত তাহাদের কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মাতামহের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—মহারাজ। আমি দূতগণের কথামত পিতৃদেবের নিকট এক্ষণে গমন করিতেছি! আপনি যখনই আমাকে স্মরণ করিবেন, তখনই পুনর্বার আমি আসিয়া উপস্থিত হইব ।১১-১৫

ভরত এই প্রকার বলিলে পর মাতামহ কেকয়রাজ তখন রঘুনন্দন ভরতের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক শুভবাক্য বলিলেন,—বৎস! আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি গমন কর। কৈকেয়ী তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়া সৎপুত্রবতী হইয়াছে। শত্রুদমন! তুমি তোমার মাতাপিতার নিকট আমার কুশলসংবাদ দিও। বৎস! তোমাদের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে আমাদের কুশল জানাইও। মহাধনুর্ধর রাম ও লক্ষ্মণ দুইভ্রাতার নিকট আমাদের কুশলসংবাদ বলিও। অনন্তর কেকয়রাজ ভরতকে সমাদরপূর্বক উত্তম হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম ও বহুধন প্রদান করিলেন। এতদতিরিক্ত অন্তঃপুরে প্রতিপালিত ব্যাঘ্রতুল্য শক্তিমান্ বিশালদেহ তীক্ষ্ণদন্তসমন্বিত বহু কুক্কুর, দুইসহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও ষোড়শশত অশ্ব সাদরে প্রদান করিলেন। অনন্তর মনোমত বিশ্বাসভাজন গুণবান্ অমাত্যগণকে ভরতের অনুগামী করিয়া দিলেন। তখন ভরতের মাতুল যুধাজিৎ ইন্দ্রশিরানামক দেশে জাত ঐরাবততুল্য সুদৃশ্য হস্তী ও বহনসমর্থ দ্রুতগামী গর্দভসমূহ প্রদান করিলেন ।১৬-২৩

পাঠান্তর :— (ক) দংষ্ট্রোদ্যুক্তান্—।

বভূব হৃদয়ে চিন্তা সুমহতী তদা।
ত্বরয়া চাপি দূতানাং স্বপ্নস্যাপি চ দর্শনাৎ ॥২৫
স ত্বরেশ্চাভ্যতিক্রম্য নর-নাগাশ্বসঙ্কুলম্।
প্রপেদে সুমহচ্ছ্রীমান্ রাজমার্গমনুত্তমম্ ॥২৬
অভ্যতীত্য ততোঽপশ্যদন্তঃপুরমনুত্তমম্।
ততস্তদ্ ভরতঃ শ্রীমানাবিবেশানিবারিতঃ ॥২৭
স মাতামহমাপৃচ্ছ্য মাতুলঞ্চ যুধাজিতম্।
রথমারুহ্য ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥২৮

রথান্ মণ্ডলচক্রাংশ্চ যোজয়িত্বা পরঃশতম্।
উষ্ট্র-গোঽশ্ব-খরৈর্বৃত্যা ভরতং যান্তমন্বযুঃ ॥২৯
বলেন গুপ্তো ভরতো মহাত্মা
সহার্য্যকস্যাত্মসমৈরমাত্যৈঃ।
আদায় শত্রুঘ্নমপেতশত্রু-
র্গৃহাদ্ যযৌ সিদ্ধ ইবেন্দ্রলোকাৎ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

কৈকেয়ীপুত্র ভরত অযোধ্যাগমনে ত্বরান্বিত হওয়ার জন্য কেকয়রাজ প্রদত্তদ্রব্যসমূহ অভিনন্দনপূর্বক গ্রহণ করিতে পারিলেন না। দূতগণের শীঘ্রতা ও স্বপ্নদর্শনের জন্য তাঁহার হৃদয়ে অতিবিষম চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি অতিশীঘ্র নিজবাসস্থান হইতে নির্গত হইয়া মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বপরিব্যাপ্ত প্রশস্তরাজপথে উপস্থিত হইলেন। রাজপথ অতিক্রম করিয়া তিনি সুশোভন অন্তঃপুর (১) দেখিতে পাইলেন। শ্রীমান্ ভরত বিনাবাধায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর মাতামহ ও মাতুল যুধাজিতের নিকট বিদায় লইয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণপূর্বক ভরত অযোধ্যায় গমন করিলেন। তখন ভৃত্যগণ উষ্ট্র, গো ও অশ্বযোজিত মণ্ডলাকারচক্রবিশিষ্ট শতাধিক রথ লইয়া ভরতের অনুগমন করিল। সিদ্ধপুরুষ যেমন ইন্দ্রলোক হইতে গমন করেন, সেইভাবে শত্রুঘ্নসহিত শত্রুহীন মহাত্মা ভরত সৈন্য ও স্বতুল্য অমাত্যগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া মাতুলগৃহ হইতে গমন করিলেন।২৫-৩০

(১) মাতামহী ইন্দুমতীর নিকট বিদায় লইবার জন্যই ভরত গিয়াছিলেন।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রথ-পদাতিভিঃ সহ ভরতস্য যাত্রা, নানাদেশমতিক্রম্য উজ্জিহানানগরস্যোদ্যানমুপসৃত্য পদাতীনাং শনৈঃ শনৈরগ্রেসরণায়ানুমতিং দত্ত্বা রথকারূঢ় ভরতস্য ক্ষিপ্রমগ্রগমনম্, শালবনমতিক্রম্য অযোধ্যাসমীপে আগমনম্, তৎস্থানাদযোধ্যায়া দুরবস্থাদর্শনম্, সারথিসমীপে দুঃখপূর্ণং স্বমনোভাবং জ্ঞাপয়তো ভরতস্য রাজভবনে গমনঞ্চ।]

স প্রাঙ্মুখো রাজগৃহাদভিনির্য্যায় বীর্য্যবান্।
ততঃ সুদামাং দ্যুতিমান্ সন্তীর্য্যাবেক্ষ্য তাং নদীম্ ॥১
হ্লাদিনীং দুরপারাঞ্চ প্রত্যক্‌স্রোতস্তরঙ্গিণীম্।
শতদ্রুমতরচ্ছ্রীমান্ নদীমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥২
ঐলধানে নদীং তীর্ত্বা প্রাপ্য চাপরপর্বতান্।
শিলামাকুর্বতীং তীর্ত্বা আয়েয়ং শল্যকর্ষণম্ ॥৩
সত্যসন্ধঃ শুচির্ভূত্বা প্রেক্ষমাণঃ শিলাবহাম্।
অভ্যগাৎ স মহাশৈলান্ বনং চৈত্ররথং প্রতি ॥৪
সরস্বতীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যুগ্মেন প্রতিপদ্য চ।
উত্তরান্ বীরমৎস্যানাং ভারুণ্ডং প্রাবিশদ্ বনম্ ॥৫
বেগিনীঞ্চ কুলিঙ্গাখ্যাং হ্লাদিনীং পর্বতাবৃতাম্।
যমুনাং প্রাপ্য সন্তীর্ণো বলমাশ্বাসয়ৎ তদা ॥৬
শীতীকৃত্য তু গাত্রাণি হ্লান্তানাশ্বাস্য বাজিনঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়াদাদায় চোদকম্ ॥৭
রাজপুত্রো মহারণ্যমনভীক্ষ্ণৈঃ সেবিতম্।
ভদ্রো ভদ্রেণ যানেন মারুতঃ খমিবাত্যগাৎ ॥৮

একসপ্ততিতম সর্গ

[রথ ও সৈন্যসহিত ভরতের যাত্রা, বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করত উজ্জিহানানগরের উদ্যানে পৌঁছিয়া সেনাবাহিনীকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার আজ্ঞা দিয়া রথারোহণে ভরতের তীব্রবেগে অগ্রগমন ও শালবন অতিক্রম করিয়া অযোধ্যার নিকটে আগমন, সেখান হইতে অযোধ্যার দুরবস্থা দর্শন ও সারথির নিকট আপন দুঃখপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করিতে করিতে ভরতের রাজভবনে প্রবেশ।]

শ্রীমান্ মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্বমুখে * নির্গত হইলেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সুদামানদী দর্শন করিলেন ও উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর ইক্ষ্বাকুনন্দন ক্রমান্বয়ে অতিবিস্তৃতা পশ্চিমবাহিনী হ্লাদিনী ও শতদ্রু-নদীর পারে গমন করিলেন। ঐলধান নামক গ্রামের নিকট দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ ভরত অপরপর্বতনামক দেশে উপনীত হইলেন। যে নদী প্রবাহে পতিত বস্তুসমূহকে শিলায় পরিণত করে, সেই নদী উত্তীর্ণ হইয়া অগ্নিকোণে অবস্থিত শল্যকর্ষণনামক স্থানে গমন করিলেন। সেইস্থানে পবিত্র হইয়া শিলাবহানদী দর্শন করত চৈত্ররথবনে যাইবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ পর্বতসমূহ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর সরস্বতী (পশ্চিমবাহিনী) ও গঙ্গা (সুচক্ষু, সীতানাম্নী পশ্চিমবাহিনী) নদীর সঙ্গমস্থলে যাইয়া বীরমৎস্য প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত ভারুণ্ডনামক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।১-৫

শ্রীমান্ ভরত অতিবেগবতী সুখদায়িনী পর্বত-পরিবৃতা কুলিঙ্গানাম্নী নদীর পারে গমন করিলেন এবং যমুনার তীরে যাইয়া সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করাইলেন। সেইস্থানে অশ্বগণের শরীর শীতল করিয়া ও তাহাদের ক্লান্তি দূর করিয়া সকলে স্নান-পানাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে পবিত্র মনে করিয়া যমুনার জল গ্রহণপূর্বক সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বায়ু যেমন আকাশ অতিক্রম করে, রাজপুত্র সজ্জন ভরত ভদ্রজাতীয় হস্তীর দ্বারা (অথবা প্রশস্তরথের দ্বারা) সর্বথা মনুষ্যগমনাগমনশূন্য মহারণ্য সেইভাবে অতিক্রম করিলেন। পরে অংশুধান-নামকস্থানে প্রবাহিতা মহানদী ভাগীরথীর পরপারে যাওয়া অতিকষ্টকর মনে

* দূতগণ যে পথে অযোধ্যা হইতে আসিয়াছিল, ভরত সেইপথে যাইতেছেন না। দূতগণ সংকীর্ণ বনপথে আসায় শীঘ্রই পৌঁছাইয়াছিল। ভরতের সহিত বহুসৈন্যাদি আছে এইজন্য প্রশস্ত পথে যাইতেছেন। এই কথা টীকাকারগণ বলিয়াছেন।

ভাগীরথীং দুষ্প্রতরাং সোহংশুধানে মহানদীম্।
উপায়াদ্ রাঘবস্তূর্ণং প্রাগ্বটে বিশ্রুতে পুরে ॥৯
স গঙ্গাং প্রাগ্বটে তীর্ত্বা সমায়াং কুটিকোষ্টিকাম্ *।
সবলস্তাং স তীর্ত্বাথ সমগাদ্ ধর্মবর্ধনম্ ॥১০
তোরণং দক্ষিণার্ধেন জম্বুপ্রস্থং সমাগমৎ।
বরূথঞ্চ যযৌ রম্যং গ্রামং দশরথাত্মজঃ ॥১১
তত্র রম্যে বনে বাসং কৃত্বাসৌ প্রাঙ্মুখো যযৌ।
উদ্যানমুজ্জিহানায়াঃ প্রিয়কা যত্র পাদপাঃ ॥১২
স তাংস্তু প্রিয়কান্ প্রাপ্য শীঘ্রানাদ্বাহ্য বাজিনঃ।
অনুজ্ঞাপ্যাথ ভরতো বাহিনীং ত্বরিতো যযৌ ॥১৩
বাসং কৃত্বা সর্বতীর্থে তীর্ত্বা চোত্তরগাং নদীম্ (ক)।
অন্যা নদীশ্চ বিবিধৈঃ পার্বতীয়ৈস্তরঙ্গমৈঃ ॥১৪
হস্তিপৃষ্ঠকমাসাদ্য কুটিকামপ্যবর্তত।
ততার চ নরব্যাঘ্রো লোহিত্যে চ কপীবতীম্ ॥১৫

একসালে স্থাণুমতীং বিনতে গোমতীং নদীম্।
কলিঙ্গনগরে চাপি প্রাপ্য সালবনং তদা ॥১৬
ভরতঃ ক্ষিপ্রমাগচ্ছৎ সুপরিশ্রান্তবাহনঃ।
বনঞ্চ সমতীত্যাশু সর্বর্দ্ধ্যামরুণোদয়ে ॥১৭
অযোধ্যাং মনুনা রাজ্ঞা নির্মিতাং স দদর্শ হ।
তাং পুরীং পুরুষব্যাঘ্রঃ সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি ॥১৮
অযোধ্যামগ্রতো দৃষ্ট্বা সারথিং চেদমব্রবীৎ।
এষা নাতিপ্রতীতা মে পুণ্যোদ্যানা যশস্বিনী ॥১৯
অযোধ্যা দৃশ্যতে দূরাৎ সারথে পাণ্ডুমৃত্তিকা।
যজ্ঞৈস্তিভূর্গসম্পন্নৈস্ত্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥২০
ভূয়িষ্ঠমৃদ্ধৈরাকীর্ণা রাজর্ষিবরপালিতা।
অযোধ্যায়াং পুরা শব্দঃ শ্রূয়তে তুমুলো মহান্ ॥২১
সমন্তাদ্বর-নারীণাং তমদ্য ন শৃণোম্যহম্।
উদ্যানানি হি সায়াহ্নে ক্রীড়িত্বোপরতৈর্নরৈঃ ॥২২

করিয়া ভরত সেইস্থান হইতে প্রাগ্‌বট নামক বিখ্যাত নগরে সত্বর গমন করিলেন। প্রাগ্‌বটে গঙ্গা পার হইয়া সৈন্যসহিত তিনি কুটিকোষ্টিকানাম্নী নদীর পারে গমন করিলেন এবং সেইস্থান হইতে ধর্মবর্ধননামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন।৬-১০

তদনন্তর তোরণগ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত জম্বুপ্রস্থ গ্রামে গমন করিলেন। সেইস্থান হইতে তিনি রমণীয় বরূথগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামের পার্শ্ববর্তী অরণ্যে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া উজ্জিহান-নগরীর মনোহর বৃক্ষ (কদম্ব) সমন্বিত উদ্যানে যাইবার জন্য পূর্বমুখে গমন করিলেন। সেখানে প্রিয়ক-(কদম্ব) বৃক্ষের নিকটে যাইয়া সৈন্যগণকে ধীরে ধীরে যাইতে অনুমতি দিলেন এবং দ্রুতগামী অশ্বযোজিত রথে তিনি অতিসত্বর গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সর্বতীর্থ-নামক গ্রামে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পার্বত্য অশ্ব-সমূহের দ্বারা ঐ গ্রামের সমীপে প্রবাহিতা উত্তরবাহিনী ও অন্যান্য নদী পার হইলেন। পরে তিনি হস্তিপৃষ্ঠক গ্রামে যাইয়া কুটিকানদীর ও লোহিত্যগ্রামের নিকটে কপীবতীনদীর পারে গমন করিলেন।১১-১৫

অনন্তর শ্রীমান্ ভরত একসালগ্রামের নিকটবর্তিনী স্থাণুমতী ও বিনতগ্রামের নিকটবর্তিনী গোমতীনদী পার হইয়া কলিঙ্গনগরের সমীপে সালবনে উপস্থিত হইলেন। যদিও তাঁহার বাহনসমূহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তিনি সত্বর সেখানে আসিয়া রাত্রিকালেই সালবন অতিক্রম করিলেন এবং অরুণোদয়-কালে মহারাজ মনুর প্রতিষ্ঠিতা অযোধ্যানগরী দর্শন করিলেন।, নরশ্রেষ্ঠ ভরত পথে সপ্তরাত্রি এইভাবে অতিবাহিত করিয়া অষ্টমদিবসে অযোধ্যার নিকটস্থ হইলেন। অনতিদূর হইতে অযোধ্যাকে দর্শন করিয়া তিনি সারথিকে বলিলেন,—সূত! পুণ্যময় উপবন-শালিনী যশস্বিনী এই অযোধ্যানগরীকে আনন্দহীন বলিয়া মনে হইতেছে। দেখ, গোময়াদি লেপনের অভাবে গৃহমৃত্তিকাসমূহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ দশরথকর্তৃক পালিতা এই নগরী যাজ্ঞিক, গুণবান্, বেদজ্ঞ ও সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ থাকায় বিশেষ শোভাময়ী। পূর্বে এই নগরীর চারিদিকে নরনারীগণের

* কুটিকোষ্টিকা—গ্রাম গঙ্গানদীর একটি ছোট শাখার নাম।
পাঠান্তর :—(ক) —চোত্তরগাং নদীম্।

সমন্তাদ্ বিপ্রধাবন্তি প্রকাশন্তে যথান্যথা।
তান্যদ্যানুরুদন্তীব পরিত্যক্তানি কামিভিঃ ॥২৩
অরণ্যভূতেব পুরী সাযুধে প্রতিভাতি মাম্।
ন হ্যত্র যানৈর্দৃশ্যন্তে ন গজৈর্ন চ বাজিভিঃ।
নির্যান্তো বাভিযান্তো বা নরমুখ্যা যথা পুরা ॥২৪
উদ্যানানি পুরা ভান্তি মত্তপ্রমুদিতানি চ।
জনানাং রতিসংযোগেষ্বত্যন্তগুণবন্তি চ ॥২৫
তান্যেতান্যদ্য পশ্যামি নিরানন্দানি সর্বশঃ।
স্রস্তপর্ণৈরুপথং বিক্রোশদ্ভিরিব দ্রুমৈঃ ॥২৬
নাদ্যাপি শ্রূয়তে শব্দো মত্তানাং মৃগ-পক্ষিণাম্।
সরক্তাং মধুরাং বাণীং কলং ব্যাহরতাং বহু ॥২৭
চন্দনাগুরুসম্পৃক্তো ধূপসম্মূর্চ্ছিতোঽমলঃ।
প্রবাতি পবনঃ শ্রীমান্ কিন্নু নাদ্য যথা পুরা ॥২৮

ভেরী-মৃদঙ্গ-বীণানাং কোণসংঘট্টিতঃ পুনঃ।
কিমদ্য শব্দো বিরতঃ সদাতূর্যগতিঃ পুরা ॥২৯
অনিষ্টানি চ পাপানি পশ্যামি বিবিধানি চ।
নিমিত্তান্যমনোজ্ঞানি তেন সীদতি মে মনঃ ॥৩০
সর্বথা কুশলং সূত দুর্লভং মম বন্ধুষু (ক)।
তথা হ্যতি সম্মোহে হৃদয়ং সীদতীব মে ॥৩১
বিষণ্ণঃ শ্রান্তহৃদয়স্ত্রস্তঃ সংমূলিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভরতঃ প্রবিবেশাশু পুরীমিক্ষ্বাকুপালিতাম্ ॥৩২
দ্বারেণ বৈজয়ন্তেন প্রাবিশচ্ছ্রান্তবাহনঃ।
দ্বাঃস্থৈরুত্থায় বিজয়মুক্তৈঃ সহিতো যযৌ ॥৩৩
স স্বনেকাগ্রহৃদয়োদ্বাঃস্থং প্রত্যর্চ্য তং জনম্।
সূতমশ্বপতেঃ শ্রান্তমব্রবীৎ তত্র রাঘবঃ ॥৩৪
কিমহং ত্বরয়ানীতঃ কারণেন বিনানঘ।

তুমুল কোলাহলধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু অদ্য তাহা শুনিতে পাইতেছি না। পূর্বে কামী পুরুষেরা ঐ সকল উদ্যানে সন্ধ্যাকালে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি ক্রীড়া করিত এবং ক্রীড়াশেষে প্রাতঃকালে ইতস্তত ধাবমান হইয়া উদ্যানের শোভাবৃদ্ধি করিত। অদ্য ঐ সকল উদ্যান যেন সেইরূপ শোভাধারণ করে নাই। কামী পুরুষগণ কর্তৃক ত্যক্ত হওয়ায় ঐ উদ্যানসকল আমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন রোদন করিতেছে। সূত! এই অযোধ্যানগরী আমার নিকট অরণ্যের মত প্রতিভাত হইতেছে। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে পূর্বের মত হস্তী, অশ্ব কিংবা অন্যবিধ যানে আরোহণপূর্বক অযোধ্যার বহির্দেশে যাইতে দেখিতেছি না এবং বহির্দেশ হইতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিতেও দেখিতেছি না।১৬-২৪

পূর্বে ঐ সকল উদ্যান মধুমত্ত আনন্দিত কোকিলাদি ও তাদৃশ কামী পুরুষগণে সর্বদা শোভিত থাকিত। জনগণের বিহারোপযোগী নানাদ্রব্যে সুশোভিত ছিল, কিন্তু অদ্য ঐ সকল উদ্যানকে সর্বথা নিরানন্দ দেখিতেছি। পথিপার্শ্বে অবস্থিত বৃক্ষসমূহ পত্রমোচন করিয়া যেন রোদন করিতেছে। এখনও মৃগ ও পক্ষীদিগকে মত্তভাবে অনুরাগভরে মধুর অব্যক্তধ্বনি করিতে শুনিতেছি না। পূর্বের ন্যায় অদ্য চন্দন, অগুরু ও ধূপগন্ধে সুবাসিত শোভন সুনির্মল বায়ু কেন প্রবাহিত হইতেছে না? অদ্য ভেরী, মৃদঙ্গ, বীণা প্রভৃতি বাদ্যের বাদনদণ্ডের আঘাতে উৎপন্ন শব্দ স্তিমিত হইয়াছে কেন? পূর্বে ঐরূপ শব্দ ত সর্বদা অব্যাহত-ভাবে উত্থিত হইত। আমি অদ্য বহুবিধ অশুভ অনিষ্টসূচক দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি। এইজন্য আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।২৫-৩০

সূত! বিহ্বল হওয়ার কারণ না থাকা সত্ত্বেও আমার চিত্ত যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে মনে হয় যে, আমার বান্ধবগণের কুশল সর্বতোভাবে দুর্লভ। অনন্তর বিষণ্ণ, শ্রান্তচিত্ত, ভীত ও ক্ষুব্ধ ভরত ইক্ষ্বাকুগণপালিত অযোধ্যায় সত্বর প্রবেশ করিলেন। তিনি বৈজয়ন্তনামক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দৌবারিকগণ দণ্ডায়মান হইয়া বিজয়প্রশ্ন করিল। ভরত তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্যাকুলচিত্ত ভরত দ্বারপালগণকে যথাযোগ্যভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অতিশয়ক্লান্ত অশ্বপতি সারথিকে বলিলেন,—অনঘ! বিনা কারণে কেন আমি এইস্থানে

পাঠান্তর :—(ক) —বন্ধুষু

অশুভাশঙ্কি হৃদয়ং শীলঞ্চ পততীব মে ॥৩৫
শ্রুতা যু যাদৃশাঃ পূর্বং নৃপতীনাং বিনাশনে।
আকারাংস্তানহং সর্বানিহ পশ্যামি সারথে ॥৩৬
সম্মার্জনবিহীনানি পরুষাণ্যুপলক্ষয়ে।
অসংযতকবাটানি শ্রীবিহীনানি সর্বশঃ ॥৩৭
বলিকর্মবিহীনানি ধূপসম্মোদনেন চ।
অনাশিতকুটুম্বানি প্রভাহীনজনানি চ ॥৩৮
অলক্ষ্মীকানি পশ্যামি কুটুম্বিভবনান্যহম্।
অপেতমাল্যশোভানি অসংমৃষ্টাজিরাণি চ ॥৩৯
দেবাগারাণি শূন্যানি ন ভান্তীহ যথা পুরা।
দেবতার্চাঃ প্রবিদ্ধাশ্চ যজ্ঞগোষ্ঠাস্তথৈব চ ॥৪০
মাল্যাপণেষু রাজন্তে নাদ্য পণ্যানি বা তথা।
দৃশ্যন্তে বণিজোঽপ্যদ্য ন যথা পূর্বমত্র বৈ ॥৪১
ধ্যানসংবিগ্নহৃদয়া নষ্টব্যাপারনিশ্চিতাঃ।
দেবায়তনচৈত্যেষু দীনাঃ পক্ষিমৃগাস্তথা ॥৪২

মলিনাশ্রুপূর্ণাক্ষং দীনং ধ্যানপরং কৃশম্।
সস্ত্রীপুংসঞ্চ পশ্যামি জনমুৎকণ্ঠিতং পুরে ॥৪৩
ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতঃ সূতং তং দীনমানসঃ।
তাঞ্জনিষ্টান্যযোধ্যায়াং প্রেক্ষ্য রাজগৃহং যযৌ ॥৪৪
তাং শূন্যশৃঙ্গাটকবেশ্মরথ্যাং
রজোঽরুণদ্বারকবাটযন্ত্রাম্।
দৃষ্ট্বা পুরীমিন্দ্রপুরীপ্রকাশাং
দুঃখেন সম্পূর্ণতরো বভূব ॥৪৫
বভূব পশ্যন্ মনসোঽপ্রিয়াণি
যান্যন্যদা নাস্তপুরে বভূবুঃ।
অবাক্শিরা দীনমনা ন হৃষ্টঃ
পিতুর্মহাত্মা প্রবিবেশ বেশ্ম ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

সহসা আনীত হইলাম—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার চিত্ত বহুবিধ অশুভ আশঙ্কা করিতেছে। আমার ধৈর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে ।৩১-৩৪

সূত! রাজার বিনাশ হইলে রাজ্যে যে সকল অলক্ষণ হওয়ার কথা শুনিয়াছি, অদ্য অযোধ্যায় আমি সেই সকল অলক্ষণ দেখিতেছি। গৃহস্থগণের গৃহসমূহ সম্মার্জনহীন, ধূলিপূর্ণ, কবাটহীন ও শোভাহীন হইয়াছে। বলিকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে না ও ধূপের দ্বারা আমোদিত হইতেছে না, সেখানে কুটুম্বগণ অভুক্ত রহিয়াছে। সকলেরই শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থভবনসমূহকে লক্ষ্মীহীন দেখিতেছি। দেবালয়-সমূহের প্রাঙ্গণ অপরিষ্কৃত রহিয়াছে। মালার দ্বারা শোভা বৃদ্ধি করা হয় নাই। দেবালয়সকল জনশূন্য হওয়ায় পূর্বের মত শোভা পাইতেছে না। দেবতাগণের অর্চনা হইতেছে না এবং যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে না ।৩৫-৪০

মাল্যবিপণিসমূহে বিক্রয়যোগ্য পণ্যসমূহ দেখা যাইতেছে না। অদ্য বণিক্‌সমূহকে পূর্বের মত দেখিতেছি না। তাহারা ক্রয়-বিক্রয়কার্য্যরহিত হওয়ায় চিন্তিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে। দেবালয় ও চৈত্যবৃক্ষসমূহে মৃগ ও পক্ষীসকল দীনভাবে রহিয়াছে। এই অযোধ্যায় সকল নরনারীকেই মলিন, অশ্রুপূর্ণনেত্র, দীন, চিন্তা-পরায়ণ, কৃশ ও উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি। অযোধ্যায় এই সকল অনিষ্টসূচক লক্ষণ দেখিয়া দীনচিত্ত ভরত ঐ সারথিকে এইরূপ বলিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রপুরীতুল্য অযোধ্যার চতুষ্পথ, গৃহ ও পথসমূহ শূন্য হইয়া রহিয়াছে। দ্বারের কবাট ও যন্ত্রসকল ধূলিধূসরিত হইয়াছে। শ্রীমান্ ভরত এই দৃশ্য দেখিয়া দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেলেন। পূর্বে যাহা কখনও অযোধ্যায় ঘটে নাই। এমন অপ্রীতিজনক ঘটনাসমূহ দর্শন করিয়া ভরত হৃষ্ট হইলেন না, প্রত্যুত দীনচিত্তে অবনতমস্তকে পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন ।৪১-৪৬

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[কৈকয়ীভবনং প্রবিশ্য ভরতস্য মাতৃপ্রণামঃ, মাতুঃ সমীপতঃ পিতুর্মৃত্যুসন্দেশং লব্ধ্বা তস্য শোকো বিলাপশ্চ, শোকার্তভরতস্য রামবার্তাজিজ্ঞাসা, মাতুঃ কৈকয্যাঃ সমীপতো রামস্য বনগমনবৃত্তান্তশ্রবণঞ্চ।]

অপশ্যংস্তু ততস্তত্র পিতরং পিতুরালয়ে।
জগাম ভরতো দ্রষ্টুং মাতরং মাতুরালয়ে ॥১
অনুপ্রাপ্তং তু তং দৃষ্ট্বা কৈকয়ী প্রোষিতং সুতম্।
উৎপপাত তদা হৃষ্টা ত্যক্ত্বা সৌবর্ণমাসনম্ ॥২
স প্রবিশ্যৈব ধর্মাত্মা স্বগৃহং শ্রীবিবর্জিতম্।
ভরতঃ প্রেক্ষ্য জগ্রাহ জনন্যাশ্চরণৌ শুভৌ ॥৩
তং মূর্ধ্নি সমুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য যশস্বিনম্।
অঙ্কে ভরতমারোপ্য প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥৪
অদ্য তে কতিচিদ্ রাত্র্যশ্চ্যুতস্যার্যকবেশ্মনঃ।
অপি নাধ্বশ্রমঃ শীঘ্রং রথেনাপততস্তব ॥৫
আর্য্যকস্তে সুকুশলী যুধাজিন্মাতুলস্তব।
প্রবাসাচ্চ সুখং পুত্র সর্বং মে বক্তুমর্হসি ॥৬
এবং পৃষ্টস্তু কৈকেয্যা প্রিয়ং পার্থিবনন্দনঃ।
আচষ্ট ভরতঃ সর্বং মাত্রে রাজীবলোচনঃ ॥৭
অদ্য মে সপ্তমী রাত্রিশ্চ্যুতস্যার্যকবেশ্মনঃ।
অব্যগ্রাঃ কুশলী তাতো যুধাজিন্মাতুলশ্চ মে ॥৮
যন্মে ধনঞ্চ রত্নঞ্চ দদৌ রাজা পরন্তপঃ।
পরিশ্রান্তঃ পথাভবং ততোঽহং পূর্বমাগতঃ ॥৯
রাজবাক্যহরৈর্দূতৈস্ত্বরমাণোঽহমাগতঃ।
গমনং প্রষ্টুমিচ্ছামি তস্মাদ্ বক্তুমর্হসি ॥১০

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

[কৈকেয়ীভবনে প্রবেশ করিয়া ভরতের মাতৃপ্রণাম, মাতার নিকট হইতে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভরতের শোক ও বিলাপ, শোকার্ত ভরতের রামবার্তা জিজ্ঞাসা ও মাতা কৈকেয়ীর নিকট হইতে রামের বনগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ।]

ভরত পিতার গৃহে পিতাকে দেখিতে না পাইয়া মাতাকে দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। বিদেশস্থিত পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া কৈকেয়ী আহ্লাদিত হইলেন এবং সুবর্ণনির্মিত আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ধর্মাত্মা ভরত মাতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া সকলদিকে শ্রীহীনতা দেখিলেন। অনন্তর জননীর শুভচরণ স্পর্শ করিলেন। কৈকেয়ী তখন যশস্বী ভরতকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মস্তকআঘ্রাণ করিলেন। পরে ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! অদ্য কয় রাত্রি হইল তুমি মাতামহ-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছ? রথে আরোহণ করিয়া অতিশীঘ্র আসাতে তোমার পরিশ্রম হয় নাই ত? ১-৭

তোমার মাতামহ ও মাতুল যুধাজিৎ কুশলে আছেন ত? তুমি প্রবাসে থাকিয়া সুখে ছিলে ত? আমার নিকট সকল সংবাদ বর্ণন কর। কৈকেয়ী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কমললোচন রাজপুত্র ভরত মাতার নিকট সকল সংবাদ বলিলেন,—মাতঃ! অদ্য সাত রাত্রি হইল, আমি মাতামহ-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি। আপনার পিতা অশ্বপতি ও আমার মাতুল যুধাজিৎ কুশলে আছেন। শত্রুদমন কেকয়রাজ আমাকে যে সকল ধনরত্ন প্রদান করিয়াছেন, ঐ সকল ধনরত্নের বহনকারী ভৃত্যগণ পথিমধ্যে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমি আগেই চলিয়া আসিয়াছি। রাজ-বার্তাবাহী দূতগণ শীঘ্র আসিতে বলায় আমি অতিশীঘ্রই আসিয়াছি। এক্ষণে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আপনি বলুন ।৮-১০

আপনার এই স্বর্ণভূষিত পর্য্যঙ্ক শূন্য রহিয়াছে

শূন্যোঽয়ং শয়নীয়স্তে পর্য্যঙ্কো হেমভূষিতঃ।
ন চায়মিক্ষ্বাকুজনঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিভাতি মে ॥১১
রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাস্মায়া নিবেশনে ।
তমহং নাদ্য পশ্যামি দ্রষ্টুমিচ্ছন্নিহাগতঃ ॥১২
পিতুর্হীনস্য পাদৌ চ তং মমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ !
আহোস্বিদম্বাজ্যেষ্ঠায়াঃ কৌসল্যায়া নিবেশনে ॥১৩
তং প্রত্যুবাচ কৈকেয়ী প্রিয়বদ্ ঘোরমপ্রিয়ম্।
অজানন্তং প্রজানন্তী রাজ্যলোভেন মোহিতা ॥১৪
যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।
রাজা মহাত্মা তেজস্বী যাগশীলঃ সতাং গতিঃ ॥১৫
তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং ধর্মাভিজনবাঞ্ছুচিঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ পিতৃশোকবলার্দিতঃ ॥১৬
হা হতোঽস্মীতি কৃপণাং দীনাং বাচমুদীরয়ন্।
নিপপাত মহাবাহুর্বাহূ নিক্ষিপ্য বীর্য্যবান্ ক ॥১৭

ততঃ শোকেন সংবীতঃ পিতুর্মরণদুঃখিতঃ।
বিললাপ মহাতেজা ভ্রান্তকুলিতচেতনঃ ॥১৮
এতৎ সুরুচিরং ভাতি পিতুর্মে শয়নং পুরা।
শশিনেবামলং রাত্রৌ গগনং তোয়দাত্যয়ে ॥১৯
তদিদং ন বিভাত্যদ্য বিহীনং তেন ধীমতা।
ব্যোমেব শশিনা হীনমপ্‌শুষ্ক ইব সাগরঃ ॥২০
বাষ্পমুৎসৃজ্য কণ্ঠেন স্বাস্যেন পরিশীড়িতঃ।
প্রচ্ছাদ্য বদনং শ্রীমদ্ বস্ত্রেণ ভরতাং বরঃ ।২১
তমার্তং দেবসঙ্কাশং সমীক্ষ্য পতিতং ভুবি।
নিকৃত্তমিব সালস্য স্কন্ধং পরশুনা বনে ॥২২
মাতা মাতঙ্গসঙ্কাশং চন্দ্রার্কসদৃশং সুতম্।
উত্থাপয়িত্বা শোকার্তং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥২৩
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে রাজপুত্র মহাযশঃ।
ত্বদ্বিধা নহি শোচন্তি সন্তঃ সর্বত্র সম্মতাঃ ॥২৪

দেখিতেছি। ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তিকেও আনন্দিত বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। মহারাজ দশরথ অধিক সময়ই আপনার গৃহে অবস্থান করিয়া থাকেন। কিন্তু অদ্য তাঁহাকে এই স্থানে দেখিতেছি না। আমি ত তাঁহাকে দেখিবার জন্যই এইস্থানে আসিয়াছি। আমি তাঁহার পাদবন্দন করিব, সেইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি বলুন। তিনি কি এক্ষণে জ্যেষ্ঠমাতা কৌসল্যা দেবীর গৃহে আছেন? ভরত প্রকৃত বৃত্তান্ত না জানায় এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে রাজ্যলোভ-মোহিতা কৈকেয়ী সকল দুঃসংবাদ জানিয়াও শুভ-সংবাদের মত সেই অতি অপ্রিয় সংবাদ বলিলেন—বৎস! এই সংসারে সকল প্রাণীর যে গতি হয়, তোমার পিতা মহাত্মা, তেজস্বী, যাগশীল, সাধুগণপালক দশরথ সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।১১-১৫

ধার্মিকবংশজাত পবিত্রস্বভাব ভরত ঐ কথা শুনিয়া পিতৃশোকের আবেগে বিহ্বল হইলেন এবং সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীর ভরত বাহুদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া কৃপণভাবে হইলেন এবং করুণস্বরে 'আমি নিহত

পাঠান্তর :—(ক) —বিক্ষিপ্য বীর্য্যবান্।

হইলাম' এইরূপ কাতরবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুতে অতিশয়শোককাতর ভ্রান্তচিত্ত মহাতেজা ভরত ঐ অবস্থায় বিলাপ করিতে লাগিলেন—আমার পিতার এই মনোহর শয্যা পূর্বে অতিশয় শোভা ধারণ করিত। শরৎকালের রাত্রিতে চন্দ্রের দ্বারা আকাশের যেরূপ শোভা হয়, আমার পিতার দ্বারা এই শয্যারও তাদৃশ শোভা হইত। চন্দ্ররহিত আকাশের মত ও জলশূন্য সমুদ্রের মত এই শয্যা অদ্য আমার পিতার অভাবে শোভিত হইতেছে না।১৬-২০

এইরূপ বলিয়া বীরপ্রবর ভরত অতিদুঃখে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং মনোহর মুখমণ্ডল বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া অশ্রুত্যাগপূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। দেবসদৃশ ভরতকে এইভাবে কাতর অবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন অরণ্যে শাল-বৃক্ষের স্কন্ধ কুঠারের দ্বারা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মাতঙ্গসদৃশ বলবান্ ও চন্দ্র-সূর্য্যতুল্য দ্যুতিমান্ প্রিয়পুত্রকে এইভাবে শোককাতর দেখিয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইলেন এবং বলিলেন,—বৎস! তুমি মহাযশস্বী রাজপুত্র। তুমি কেন ভূমিতে শয়ন করিয়াছ? উঠিয়া

দানযজ্ঞাধিকারা হি শীল-শ্রুতি-তপোঽনুগা।
বুদ্ধিস্তে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রভেবার্কস্য মন্দিরে ॥২৫
স রুদিত্বা চিরং কালং ভূমৌ পরিবিবৃত্য চ।
জননীং প্রত্যুবাচেদং শোকৈর্বহুভিরাবৃতঃ ॥২৬
অভিষেক্ষ্যতি রামং তু রাজা যজ্ঞস্তু যক্ষ্যতে।
ইত্যহং কৃতসঙ্কল্পো হৃষ্টো যাত্রামযাসিষম্ ॥২৭
তদিদং হ্যন্যথাভূতং ব্যবদীর্ণং মনো মম।
পিতরং যো ন পশ্যামি নিত্যং প্রিয়হিতে রতম্ ॥২৮
অম্ব কেনাত্যগাদ্ রাজা ব্যাধিনা মযি নাগতে।
ধন্যা রামাদয়ঃ সর্বে যৈঃ পিতা সংকৃতঃ স্বয়ম্ (ক) ॥২৯
ন নূনং মাং মহারাজঃ প্রাপ্তং জানাতি কীর্তিমান্।
উপজিঘ্রেৎ তু মাং মূর্ধ্নি তাতঃ সংনাম্য সত্বরম্ ॥৩০
ক্ব স পাণিঃ সুখস্পর্শস্তাতস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
যো হি মাং রজসা ধ্বস্তমভীক্ষ্ণং পরিমার্জতি ॥৩১

যো মে ভ্রাতা পিতা বন্ধুর্গুরু র্দাসোঽস্মি সম্মতঃ।
তস্য মাং শীঘ্রমাখ্যাহি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥৩২
পিতা হি ভবতি জ্যেষ্ঠো ধর্মমার্যস্য জানতঃ।
তস্য পাদৌ গ্রহীষ্যামি স হীদানীং গতির্মম ॥৩৩
ধর্মবিদ্ ধর্মশীলশ্চ মহাভাগো দৃঢ়ব্রতঃ।
আর্যো কিমব্রবীদ্ রাজা পিতা মে সত্যবিক্রমঃ ॥৩৪
পশ্চিমং সাধুসন্দেশমিচ্ছামি শ্রোতুমাত্মনঃ।
ইতি পৃষ্টা যথাতত্ত্বং কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৫
রামেতি রাজা বিলপন্ হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ।
সা মহাত্মা পরং লোকং গতো মতিমতাং বরঃ ॥৩৬
ইত্যেতাং পশ্চিমাং বাচং ব্যাহৃতবান্ পিতা তব।
কালধর্মং পরিক্ষিপ্তঃ পাশৈরিব মহাগজঃ ॥৩৭
সিদ্ধার্থাস্তু নরা রামমাগতং সহ সীতয়া।
লক্ষ্মণঞ্চ মহাবাহুং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতম্ ॥৩৮

থাকিবে। তোমার মত সর্বসাস্ত্র সম্পন্নেরা কখনও শোক করেন না। তুমি বুদ্ধিমান—সূর্যের প্রভার ন্যায় তোমাতে দান, যজ্ঞ, সচ্চরিত্র, বেদ ও তপস্যাবিষয়িণী বুদ্ধি সতত বিদ্যমান রহিয়াছে।২১-২৫

বহুশোকে আকুল ভরত অনেকক্ষণ যাবৎ রোদন করিয়া এবং ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া জননীকে বলিলেন—মহারাজ দশরথ রামকে অভিষিক্ত করিবেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন—এইরূপ মনে করিয়া আমি আনন্দিতচিত্তে মাতামহ-গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার বিপরীত হইল। ইহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি সর্বদা আমাদের প্রিয় ও হিতকর অনুষ্ঠান করিতেন, সেই পিতাকে দেখিতে পাইতেছি না। মাতঃ! পিতৃদেব কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? আমার অনুপস্থিতিতে রাম প্রভৃতি যাঁহারা পিতৃদেবের অন্ত্যসংস্কার করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। আমি যে এখানে আসিয়াছি, কীর্তিমান্ মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই তাহা জানিতে পারিতেছেন না। জানিতে পারিলে তিনি অতিসত্বর আসিয়া আমার মস্তক নত করত আঘ্রাণ করিতেন।২৬-৩০

যিনি ইচ্ছাপূর্বক কাহারও কষ্টসাধক কোন কার্য করেন নাই, সেই পিতার কোমলস্পর্শযুক্ত হস্ত এখন কোথায়? আমি ধূলিধূসরিত হইলে যে হস্ত আমার ধূলিসমূহ পরিষ্কার করিয়া দিত, যিনি আমার ভ্রাতা, পিতা ও বন্ধু এবং আমি যাঁহার মনোমত ভৃত্য, সেই অক্লিষ্টকর্মা রামের নিকট অতিশীঘ্র আমার আগমন-সংবাদ বলুন। ধর্মজ্ঞ আর্যাকৈকির নিকট জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য। আমি তাঁহার চরণবন্দন করিব, যেহেতু এক্ষণে তিনিই আমার একমাত্র গতি। আর্যে! ধর্মজ্ঞ, ধর্মাচরণরত, মহাভাগ্যবান্, দৃঢ়সঙ্কল্প ও সত্যবিক্রম মহারাজ দশরথ মৃত্যুকালে আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন—তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। (সত্যবিক্রম পিতা সন্তানগণের নিকট একমাত্র গুরু)। ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর কৈকেয়ী তাঁহাকে বলিলেন।৩১-৩৫

বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাত্মা মহারাজ 'হা রাম!' 'হা সীতে!' 'হা লক্ষ্মণ!' এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে পরলোকে গমন করিয়াছেন। পাশ দ্বারা আবদ্ধ হস্তীর ন্যায় কালধর্মের বশবর্তী হইয়া তোমার পিতা এইরূপে অন্তিমবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন

পাঠান্তর :—(ক) —যৈঃ পিতা সংকৃতঃ স্বয়ম্।

তচ্ছ্রুত্বা বিষসাদৈব দ্বিতীয়াপ্রিয়শংসনাৎ ।
বিষণ্ণবদনো ভূত্বা ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ মাতরম্ ॥৩৯
ক চেদানীং স ধর্মাত্মা কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ সমাগতঃ ॥৪০
তথা পৃষ্টা যথান্যায়মাখ্যাতুমুপচক্রমে ।
মাতাস্য যুগপদ্ বাক্যং বিপ্রিয়ং প্রিয়সংশ্রয়া ॥৪১
স হি রাজসুতঃ পুত্র চীরবাসা মহাবনম্ ।
দণ্ডকান্ সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণানুচরো গতঃ ॥৪২
তচ্ছ্রুত্বা ভরতস্ত্রস্তো ভ্রাতুশ্চারিত্রশঙ্কয়া ।
স্বস্য বংশস্য মাহাত্ম্যাৎ প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥৪৩
কচ্চিন্ন ব্রাহ্মণধনং হৃতং রামেণ কস্যচিৎ ।
কচ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ ॥৪৪
কচ্চিন্ন পরদারান্ বা রাজপুত্রোঽভিমন্যতে ।
কস্মাৎ স দণ্ডকারণ্যে ভ্রাতা রামো বিবাসিতঃ ॥৪৫
অথাস্য চপলা মাতা তৎ স্বকর্ম যথাযথম্ ।
তেনৈব স্ত্রীস্বভাবেন ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥৪৬
এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ভরতেন মহাত্মনা ।
উবাচ বচনং হৃষ্টা বৃথাপণ্ডিতমানিনী ॥৪৭
ন ব্রাহ্মণধনং কিঞ্চিদ্ধৃতং রামেণ কস্যচিৎ ।
কশ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ ।
ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি ॥৪৮
ময়া তু পুত্র শ্রুত্বৈব রামস্যোদ্বাহিষেচনম্ ।
যাচিতস্তে পিতা রাজ্যং রামস্য চ বিবাসনম্ ॥৪৯
স স্ববৃত্তিং সমাস্থায় পিতা তে তৎ তথাকরোৎ ।
রামস্তু সহসৌমিত্রিঃ প্রেষিতঃ সহ সীতয়া ॥৫০

—যাহারা সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পুনর্বার ফিরিয়া আসিতে দেখিবে, তাহারাই ধন্য। কৈকেয়ী এইভাবে দ্বিতীয় অপ্রিয়সংবাদ বলিলে তাহা শুনিয়া ভরত অতীব বিষণ্ণ হইলেন এবং মলিনবদনে পুনর্বার কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাতঃ! কৌসল্যার আনন্দবর্ধনকারী ধর্মাত্মা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন ?৩৮-৪০

ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী যথাযথ-ভাবে সকল বৃত্তান্ত বলিতে উপক্রম করিলেন এবং ভাবিলেন যে, এইরূপ অপ্রিয় বৃত্তান্ত শুনিলেও ভরতের প্রীতিই হইবে। কৈকেয়ী বলিলেন—বৎস! রাজপুত্র রাম চীরবসন পরিধানপূর্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকনামক মহারণ্যে গমন করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রামের চরিত্র সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হওয়ায় ভরত অতিশয় ভীত হইলেন এবং নিজের বংশের মহিমার কথা চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—মাতঃ! রাম কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই ত? তিনি পাপহীন কোন ধনী কিংবা দরিদ্রকে নিহত করেন নাই ত? রাজপুত্র রাম পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হন নাই ত? তবে কি কারণে ভ্রাতা রাম দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত হইয়াছেন ?৪১-৪৫

অনন্তর চপলস্বভাবা কৈকেয়ী স্ত্রীস্বভাব-বশতঃ বিচারশূন্য হইয়া নিজকৃতকর্মের বিবরণ যথাযথভাবে বলিতে উপক্রম করিলেন। কৈকেয়ী অকারণেই নিজেকে বিদুষী বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্য ভরত-কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিতা হইয়া অতিশয় আনন্দিত-চিত্তে বলিলেন,—রাম কোন ব্রাহ্মণের অল্পধনও অপহরণ করেন নাই। তিনি নিষ্পাপ কোন ধনী বা দরিদ্রকে নিহত করেন নাই। শ্রীমান্ রাম কখনও পরস্ত্রীকে চক্ষুর দ্বারাও দর্শন করেন না, (আসক্ত হওয়া ত দূরের কথা)। পুত্র! রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে—এই বার্তা শুনিয়া আমি তোমার পিতার নিকট তোমার জন্য রাজ্য ও রামের নির্বাসন প্রার্থনা করি। তাহাতে তোমার পিতা স্বধর্মনিষ্ঠার জন্য আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। রাম সুমিত্রানন্দন ও সীতার সহিত বনে প্রেরিত হইয়াছেন ।৪৬-৫০

মহাযশস্বী মহীপতি দশরথ প্রিয়পুত্র রামকে দেখিতে না পাইয়া এবং পুত্রশোকে কাতর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ধর্মজ্ঞ! বৎস! এক্ষণে তুমি এই রাজত্ব গ্রহণ কর। আমি তোমার জন্যই এই সকল কার্য্য এইভাবে সম্পন্ন করিয়াছি। পুত্র! তুমি শোক

তমপশ্যন্ প্রিয়ং পুত্রং মহীপালো মহাযশাঃ।
পুত্রশোকপরিদ্যূনঃ পঞ্চত্বমুপপেদিবান্ ॥৫১
ত্বয়া ত্বিদানীং ধর্ম্মজ্ঞ রাজত্বমবলম্ব্যতাম্।
ত্বৎকৃতে হি ময়া সর্বমিদমেবংবিধং কৃতম্ ॥৫২
মা শোকং মা চ সন্তাপং ধৈর্য্যমাশ্রয় পুত্রক।
ত্বদধীনা হি নগরী রাজ্যং চৈতদনাময়ম্ ॥৫৩

তৎ পুত্র শীঘ্রং বিধিনা বিধিজ্ঞৈ-
র্বসিষ্ঠমুখ্যৈঃ সহিতো দ্বিজেন্দ্রৈঃ।
সংকাল্য রাজানমদীনসত্ত্ব-
মাত্মানমুর্ব্যামভিষেচয়স্ব ॥৫৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

ও সন্তাপ প্রকাশ করিও না, ধৈর্য্যধারণ কর। এই অযোধ্যানগরী ও এই রাজ্য নির্বিঘ্নেই তোমার অধীন হইয়াছে। বৎস! এক্ষণে তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত উপযুক্ত মহারাজ দশরথের প্রেতকার্য্য সম্পন্ন কর এবং নিজেকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত কর।৭১-৫৪

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[কৈকয়ীং প্রতি ভরতস্য ভর্ৎসনবাক্যম্।]

শ্রুত্বা চ স পিতুর্নিধনং ভ্রাতরৌ চ বিবাসিতৌ।
ভরতো দুঃখসন্তপ্ত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১
কিং নু কার্য্যং হতস্যেহ মম রাজ্যেন শোচতঃ।
বিহীনস্যাথ পিত্রা চ ভ্রাত্রা পিতৃসমেন চ ॥২
দুঃখে মে দুঃখমকরোদ্ব্রণে ক্ষারমিবাদধাঃ।
রাজানং প্রেতভাবস্থং কৃত্বা রামঞ্চ তাপসম্ ॥৩
কুলস্য ত্বমভাবায় কালরাত্রিরিবাগতা।
অঙ্গারমুপগূহ্য স্ম পিতা মে নাবদূরবান্ ॥৪
মৃত্যুমাপাদিতো রাজ্ঞা ত্বয়া মে পাপদর্শিনি।
সুখং পরিহৃতং মোহাৎ কুলেঽস্মিন্ কুলপাংসনি ॥৫
ত্বাং প্রাপ্য হি পিতা মেঽদ্য সত্যসন্ধো মহাযশাঃ।
তীব্রদুঃখাভিসন্তপ্তো বৃতো দশরথো নৃপঃ ॥৬

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

[কৈকয়ীর প্রতি ভরতের ভর্ৎসনবাক্য।]

পিতার মরণ ও ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্বাসনের সংবাদ শুনিয়া ভরত অতিশয় দুঃখে সন্তপ্ত হইলেন এবং বলিলেন,—হায়! পিতা ও পিতৃতুল্য ভ্রাতার অভাবে আমি শোকাক্রান্ত হইয়া নিহতপ্রায় হইলাম। এই অবস্থায় আমার রাজ্যের কি প্রয়োজন আছে? তুমি পিতাকে বিনষ্ট করিয়া এবং রামকে বনবাসী করিয়া ক্ষতস্থানে ক্ষারসংযোগের ন্যায় আমার দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান করিয়াছ। এই বংশের বিনাশের জন্য তুমি কালরাত্রির ন্যায় আসিয়াছ। আমার পিতা প্রজ্বলিত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও জানিতে পারেন নাই। পাপদর্শিনি! বংশনাশিনি! তুমি মোহবশতঃ আমার পিতা মহারাজ দশরথের মৃত্যু ঘটাইয়াছ। এইজন্য এই বংশকেই সুখহীন করিয়াছ।১-৫

বিনাশিতো মহারাজঃ পিতা মে ধর্মবৎসলঃ।
কস্মাৎ প্রব্রাজিতো রামঃ কস্মাদেব বনং গতঃ ॥৭
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকাভিপীড়িতে।
দুষ্করং যদি জীবেতাং প্রাপ্য ত্বাং জননীং মম ॥৮
নন্বার্য্যোঽপি চ ধর্মাত্মা ত্বয়ি বৃত্তিমনুত্তমাম্।
বর্ততে গুরুবৃত্তিজ্ঞো যথা মাতরি বর্ততে ॥৯
তথা জ্যেষ্ঠা হি মে মাতা কৌসল্যা দীর্ঘদর্শিনী।
ত্বয়ি ধর্মং সমাস্থায় ভগিন্যামিব বর্ততে ॥১০
তস্যাঃ পুত্রং মহাত্মানং চীর-বল্কলবাসসম্।
প্রস্থাপ্য বনবাসায় কথং পাপে ন শোচসে ॥১১
অপাপদর্শিনং শূরং কৃতাস্ত্রানং যশস্বিনম্।
প্রব্রাজ্য চীরবসনং কিং নু পশ্যসি কারণম্ ॥১২
সুব্রতায়া বিদিতো মন্যে ন তেঽস্তঃ রাঘবং যথা।
তথা হ্যনর্থো রাজ্যার্থং ত্বয়ানীতো মহানয়ম্ ॥১৩

অহং হি পুরুষব্যাঘ্রাবপশ্যন্ রাম-লক্ষ্মণৌ।
কেন শক্তিপ্রভাবেণ রাজ্যং রক্ষিতুমুৎসহে ॥১৪
তং হি নিত্যং মহারাজো বলবন্তং মহৌজসম্।
উপাশ্রিতোঽভূদ্ ধর্মাত্মা মেরুর্মেরুবনং যথা ॥১৫
সোঽহং কথমিমং ভারং মহাধুর্য্যমসুস্তম্।
দম্যো ধুরমিবাসাদ্য সহেয়ং কেন চৌজসা ॥১৬
অথবা মে ভবেচ্ছক্তির্যোগৈর্বুদ্ধিবলেন বা।
সকামাং ন করিষ্যামি ত্বামহং পুত্রগর্ধিনীম্ ॥১৭
ন মে বিকাঙ্ক্ষো জায়েত ত্যক্তুং ত্বাং পাপনিশ্চয়াম্।
যদি রামস্য নাবেক্ষ্যো ত্বয়ি স্যান্মাতৃবৎ সদা ॥১৮
উৎপন্না তু কথং বুদ্ধিস্তবেয়ং পাপদর্শিনি।
সাধুচারিত্রবিভ্রষ্টে পূর্বেষাং নো বিগর্হিতা ॥১৯
তস্মিন্ কুলে হি সর্বেষাং জ্যেষ্ঠো রাজ্যেঽভিষিচ্যতে।
অপরে ভ্রাতরস্তস্মিন্ প্রবর্তন্তে সমাহিতাঃ ॥২০

সত্যনিষ্ঠ মহারাজ পিতৃদেব তোমাকে লাভ করিয়া এক্ষণে অতিতীব্রদুঃখে সন্তপ্ত হইয়া পরলোকে গমন করিলেন। তুমি কিজন্য আমার পিতা ধর্মপ্রিয় মহারাজকে বিনষ্ট করিলে এবং কিজন্যই বা রামকে নির্বাসিত করিলে? তিনিই বা কেন বনে গমন করিলেন? কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে অতিশয় সন্তপ্তচিত্তে তোমার নিকটে থাকিয়া জীবিত থাকিবেন—ইহা প্রায় অসম্ভব। গুরুজনের প্রতি ব্যবহারে নিপুণ ধার্মিক আর্য্য রাম নিজজননীর সহিত যেমন ব্যবহার করেন, তোমার প্রতিও সেইরূপই উত্তম ব্যবহার করিতেন। দূরদর্শিনী জ্যেষ্ঠামাতা কৌশল্যাদেবীও ঐ ধর্মানুসারে নিজভগিনীর মতই তোমার সহিত ব্যবহার করেন ॥৬-১০॥

পাপীয়সি! তুমি তাঁহার পুত্র মহাত্মা রামকে চীর-বল্কলধারী করিয়া বনবাসে প্রেরণ করিয়াছ, অথচ এইজন্য অনুশোচনা করিতেছ না কেন? বিশুদ্ধচিত্ত অপাপদর্শী, বীর ও যশস্বী রামকে চীরধারী করিয়া বনে নির্বাসিত করত তুমি কি ফল লাভ করিলে? রামের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ আছে, তুমি লুব্ধচিত্তা হওয়ায় তাহা বুঝিতে পার নাই, আমার মনে হয়—এইজন্যই রাজ্যলাভের আশায় তুমি মহান্ অনর্থ ঘটাইয়াছ। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া কোন্ শক্তির প্রভাবে এই রাজ্যের পালন করিতে উৎসাহী হইব? সুমেরুপর্বত যেমন আত্মরক্ষার জন্য স্বভাবত অরণ্যকে আশ্রয় করে, ধর্মাত্মা মহারাজ দশরথও সেইভাবে আত্মরক্ষার জন্য বলবান্ মহাতেজস্বী রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥১১-১৫॥

অতএব আমি কোন্ বীর্যবত্তার দ্বারা কি প্রকারে মহাবৃষভের বহনীয় এই গুরুভার অপ্রাপ্তবয়স্ক বৃষভের ন্যায় বহন করিব? অথবা হয়ত সামদানাদি, বুদ্ধিবল কিংবা অন্য উপায়ে ঐ ভার বহন করিতে পারি, তথাপি তুমি যেহেতু পুত্রের জন্য রাজ্যাভিলাষিণী হইয়াছ, সেইজন্য কখনই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব না। তোমার অভিপ্রায় অতিশয় পাপপূর্ণ। যদি তোমার প্রতি রামের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমি পরাঙ্মুখ হইতাম না। পাপদর্শিনি! সদাচারনাশিনি! আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে বুদ্ধির সর্বদা নিন্দা করেন, তোমার সেইরূপ বুদ্ধি

ন হি মন্যে নৃশংসে ত্বং রাজধর্মমবেক্ষসে।
গতিং বা ন বিজানাসি রাজবৃত্তস্য শাশ্বতীম্ ॥২১
সততং রাজপুত্রেষু জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে (ক)।
রাজ্যমেতৎ সমং তৎ স্যাদিক্ষ্বাকূণাং বিশেষতঃ ॥২২
তেষাং ধর্মৈকরক্ষাণাং কুলচারিত্রশোভিনাম্।
অস্য চারিত্রশৌটীর্য্যং (খ) ত্বাং প্রাপ্য বিনিবর্ত্তিতম্ ॥২৩
তবাপি সুমহাভাগে জনেন্দ্রকুলপূর্বকে।
বুদ্ধিমোহঃ কথময়ং সম্ভূতস্ত্বয়ি গর্হিতঃ ॥২৪
নষ্টুং কামং করিষ্যামি তবাহং পাপনিশ্চয়ে।
ময়া ব্যসনমারব্ধং জীবিতান্তকরং মম ॥২৫
এষ ত্বিদানীমেবাহমপ্রিয়ার্থং তবানঘম্।
নিবর্ত্তয়িষ্যামি বনাদ্ ভ্রাতরং স্বজনপ্রিয়ম্ ॥২৬
নিবর্ত্তয়িত্বা রামঞ্চ তস্যাহং দীপ্ততেজসঃ।
দাসভূতো ভবিষ্যামি সুশ্রিতেনান্তরাত্মনা ॥২৭
ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতো মহাত্মা
প্রিয়েতরৈর্বাক্যগণৈস্তদংস্তাম্।
শোকার্দিতশ্চাপি ননাদ ভূয়ঃ
সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

কিরূপে হইল? আমাদের এই বংশে সর্বজ্যেষ্ঠভ্রাতাই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন এবং অন্যান্য ভ্রাতারা অগ্রজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।১৬-২০

তোমার প্রকৃতি অতিনৃশংস হইয়াছে, সেইজন্য তুমি রাজধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না এবং রাজাদের আচরণের চিরাচরিত রীতিও জানিতেছ না। রাজপুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজা বলিয়া অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, ইহা সকল রাজাই সমানভাবে স্বীকার করেন। বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ এই নিয়ম সর্বতোভাবে স্বীকার করেন। ইক্ষ্বাকুগণ সর্বদা ধর্মকেই রক্ষা করিয়া থাকেন, বংশ ও চরিত্র তাঁহাদের শোভাবৃদ্ধি করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তোমার সংসর্গের জন্য তাঁহাদের সদাচার পালনের গর্ব অদ্য একেবারেই খর্ব হইয়া গেল। তুমিও ত উত্তম রাজবংশেই জন্মিয়াছ, সেইজন্য তুমি মহাসৌভাগ্যবতী। কিন্তু তোমার এইরূপ নিন্দিত মতিভ্রম কিরূপে হইল? তোমার অভিলাষ পাপপূর্ণ। তোমার জন্যই আমার এই প্রাণান্তকর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য আমি তোমার অভিলাষ কিছুতেই পূর্ণ করিব না।২১-২৫

পরন্তু তোমার অপ্রিয়সাধনের জন্য স্বজনবৎসল নিষ্পাপ রামকে আমি এখনই বন হইতে ফিরাইয়া আনিব। ফিরাইয়া আনিয়া আমি ভৃত্যের ন্যায় সমাহিতচিত্তে সেই তেজস্বী রামের সেবা করিব। মহাত্মা ভরত এইভাবে অপ্রিয়বাক্যসমূহের দ্বারা কৈকেয়ীকে ব্যথিত করিতে করিতে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং মন্দরপর্বতের গুহায় স্থিত সিংহের ন্যায় পুনঃ পুনঃ চীৎকার (গর্জন) করিতে লাগিলেন।২৬-২৮

পাঠান্তর: (ক) —জ্যেষ্ঠো রাজ্যেঽভিষিচ্যতে।
(খ) অস্য চারিত্রমৌর্খ্যং —।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[কৈকয়ীং প্রতি ভরতস্য তীব্রভর্ৎসনবাক্যম্ ।]

তাং তথা গর্হয়িত্বা তু মাতরং ভরতস্তদা ।
রোষেণ মহতাবিষ্টঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ ॥১
রাজ্যাদ্ ভ্রংশয় কৈকেয়ী নৃশংসে দুষ্টচারিণী ।
পরিত্যক্তাসি ধর্মেণ মা মৃতং রুদতী ভব ॥২
কিং নু তেঽদূষয়ন্ রামো রাজা বা ভূশধার্মিকঃ ।
যয়োর্ভ্যাবিবাসশ্চ ত্বৎকৃতে তুল্যমাগতৌ ॥৩
ভ্রূণহত্যামসি প্রাপ্তা কুলহস্যু বিনাশনাৎ ।
কৈকেয়ী নরকং গচ্ছ মা চ ভর্তুঃ সলোকতাম্ ॥৪
যদ্বয়া হীদৃশং পাপং কৃতং ঘোরেণ কর্মণা ।
সর্বলোকপ্রিয়ং হিত্বা মমাপ্যপ্রিয়তাং গতম্ ॥৫
ত্বৎকৃতে মে পিতা বৃদ্ধো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ ।
অযশো জীবলোকে চ ত্বয়াহং প্রতিপাদিতঃ ॥৬
মাতৃরূপে মমামিত্রে নৃশংসে রাজ্যকামুকে ।
ন তেঽহমভিভাষ্যোঽস্মি দুর্বৃত্তে পতিঘাতিনি ॥৭
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা মম মাতরঃ ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টাস্ত্বাং প্রাপ্য কুলপাংসিনীম্ ॥৮
ন ত্বমশ্বপতেঃ কন্যা ধর্মরাজস্য ধীমতঃ ।
রাক্ষসী তত্র জাতাসি কুলপ্রধ্বংসিনী পিতুঃ ॥৯
যং ত্বয়া ধার্মিকো রামো নিত্যং সত্যপরায়ণঃ ।
বনং প্রস্থাপিতো বীরঃ পিতাপি ত্রিদিবং গতঃ ॥১০

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

[কৈকয়ীর প্রতি ভরতের তীব্র ভর্ৎসনবাক্য ।]

এইভাবে নিজমাতাকে নিন্দা করিতে করিতে ভরত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পুনর্বার বলিতে লাগিলেন—কৈকেয়ি! তুমি ক্রূরপ্রকৃতি ও দুরাচারপরা। তুমি রাজ্য হইতে নির্বাসিত হও। ধর্ম তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি আর মৃত পতির জন্য রোদন করিও না। রাম ও মহারাজ দশরথ উভয়েই অতি-ধার্মিক। তাঁহারা তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন—যাহার জন্য তোমার চেষ্টায় একবারেই তাঁহাদের একজনের মৃত্যু ও একজনের নির্বাসন ঘটিল? কৈকেয়ি! এই বংশকে বিনাশ করার জন্য তুমি ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছ। অতএব তুমি নরকে গমন কর। তোমার স্বামীর সালোক্য প্রাপ্ত হইও না, যেহেতু তুমি অতি ভয়ানক কার্য করিয়া অতিগুরুতর পাপ করিয়াছ এবং সর্বজনপ্রিয় রামকে নির্বাসিত করিয়া আমারও ভয়ঙ্কর অপ্রীতির নিদান হইয়াছ। তোমার জন্যই পিতৃদেব পরলোকে ও রাম অরণ্যে গমন করিলেন। তোমারই জন্য সংসারে সকলের নিকট আমি দুর্নাম প্রাপ্ত হইলাম। তুমি আমার মাতৃরূপধারী শত্রু। তুমি অতিশয় ক্রূরপ্রকৃতি ও রাজ্যলুব্ধা। পতিঘাতিনি! তোমার স্বভাব অতি জঘন্য, এইজন্যই তুমি আমার সহিত কথা বলিও না। তুমি এই বংশকে দূষিত করিয়াছ। তোমার জন্য কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য মাতৃবৃন্দ মহাদুঃখে নিমগ্না হইয়াছেন। তুমি ধার্মিক মহাপ্রাজ্ঞ অশ্বপতি নরপতির কন্যা নহ। পিতার কুলগৌরবনাশকারিণী তুমি তাঁহার ঔরসে রাক্ষসীরূপে জন্মিয়াছ, যেহেতু তুমি সর্বদা সত্যনিষ্ঠ ধার্মিক রামকে বনে প্রেরণ করিয়াছ এবং পিতাকেও স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছ।১-১০

---

* দুষ্টস্বভাবা মাতার পুত্ররূপ লোকসমাজে অপবাদভয়, কিংবা তোমার ঘোরের জন্য রাম আমাকে ত্যাগ করিবেন—এই ভয়, অথবা তুমি মহাপাতক করিয়াছ, তোমার সংসর্গে আমার পতনপাতকী হইবার ভয়, কিংবা স্বামিবিনাশ ও সর্বজনপ্রিয় পুত্রের নির্বাসন করিয়াছ, তুমি সব কিছুই করিতে পার, এইজন্য আমার প্রাণভয় জন্মিয়াছে।

যৎ প্রধানাসি তৎ পাপং ময়ি পিত্র্যে বিনা কৃতে।
ভ্রাতৃত্যাজ্যে পরিত্যক্তে সর্বলোকস্য চাপ্রিয়ে ॥১১
কৌসল্যাং ধর্মসংযুক্তাং বিযুক্তাং পাপনিশ্চয়ে।
কৃত্বা কং প্রাপ্স্যসে ন্যস্য লোকং নিরয়গামিনী ॥১২
কিং নাববুধ্যসে ক্রূরে নিয়তং বন্ধুসংশ্রয়ম্।
জ্যেষ্ঠং পিতৃসমং রামং কৌসল্যায়াস্তনন্ধয়ম্ ॥১৩
অঙ্গপ্রত্যঙ্গজঃ পুত্রো হৃদয়াচ্ছাভিজায়তে।
তস্মাৎ প্রিয়তরো মাতুঃ প্রিয়া এব তু বান্ধবাঃ ॥১৪
অস্তদা কিল ধর্মজ্ঞা সুরভিঃ সুরসম্মতা।
বহমানৌ দদর্শোর্ব্যাং পুত্রৌ বিগতচেতসৌ ॥১৫
তাবর্ধদিবসং শ্রান্তৌ দৃষ্ট্বা পুত্রৌ মহীতলে।
রুরোদ পুত্রশোকেন বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণম্ ॥১৬
অধস্তাদ্ ব্রজতস্তস্যাঃ সুররাজো মহাত্মনঃ।
বিন্দবঃ পতিতা গাত্রে সুরভের্গন্ধিনঃ শুভাঃ ॥১৭
নিরীক্ষমাণস্তাং শক্রো দদর্শ সুরভিং স্থিতাম্।
আকাশে বিষ্ঠিতাং দীনাং রুদতীং দুঃখপীড়িতাম্ ॥১৮
তাং দৃষ্ট্বা শোকসন্তপ্তাং বজ্রপাণির্মহাবিনীম্।
ইন্দ্রঃ প্রাঞ্জলিরুদ্বিগ্নঃ সুররাজোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥১৯
ভয়ং কচ্চিন্ন চাস্মাসু কুতশ্চিদ্ বিদ্যতে মহৎ।
কুতো নিমিত্তঃ শোকস্তে ব্রূহি সর্বহিতৈষিণি ॥২০
এবমুক্তা তু সুরভিঃ সুররাজেন ধীমতা।
প্রত্যুবাচ ততো ধীরা বাক্যং বাক্যবিশারদা ॥২১
শান্তং পাপং ন বঃ কিঞ্চিৎ কুতশ্চিদমরাধিপঃ।
অহং তু ময়ো শোচামি স্বপুত্রৌ বিষমে স্থিতৌ ॥২২
এতৌ দৃষ্ট্বা কৃশৌ দীনৌ সূর্যরশ্মিপ্রতাপিতৌ।
বধ্যমানৌ বলীবর্দৌ কর্ষকেণ দুরাত্মনা ॥২৩
মম কায়াৎ প্রসূতৌ হি তার্ক্ষ্যে তৌ ভারপীড়িতৌ।
যৌ দৃষ্ট্বা পরিতপ্যেঽহং নাস্তি পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ ॥২৪

তুমি যে মহাপাপ করিয়াছ, তাহা আমার উপর নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার জন্য আমি পিতৃহীন, ভ্রাতৃবন্ধুশূন্য ও সকলের নিকট অপ্রিয় হইলাম। কৈকেয়ি! তোমার মনোভাব অতিকলুষিত। তুমি ধর্মরতা কৌশল্যাকে পতিপুত্রহীনা করিয়া কোন্ লোকে গমন করিবে? নিশ্চয়ই তুমি নরকগামিনী হইবে। ওরে নিষ্ঠুরচিত্তে! কৈকেয়ি। তুমি কি জান না যে, বন্ধুগণের আশ্রয় জিতেন্দ্রিয় কৌশল্যানন্দন রাম জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া আমার পিতৃতুল্য। বান্ধবমাত্রই প্রিয় হইয়া থাকে, কিন্তু মাতার নিকট পুত্র সর্বাধিক প্রিয়, যেহেতু মাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হৃদয় হইতে পুত্র জন্মলাভ করিয়া থাকে। শ্রবণ কর, একদিন দেবগণবন্দিতা ধর্মরতা গোমাতা সুরভি দেবলোক হইতে দেখিতে পাইলেন যে, ভূতলে তাঁহার পুত্রদ্বয় (দুইটি বৃষ) লাঙ্গল আকর্ষণ করিতে করিতে অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে।১১-১৫

অর্ধদিবস পর্যন্ত লাঙ্গল আকর্ষণে অতিপরিশ্রান্ত পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে পুত্রশোকে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দেবরাজ মহাত্মা ইন্দ্র অধোদেশ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার শরীরে ক্রন্দনরতা সুরভির সুগন্ধি অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। দৃষ্টিপাত করিয়া ইন্দ্র আকাশে অবস্থিতা অতিদুঃখিতা কাতরা কামধেনুকে ক্রন্দনপরায়ণা দেখিলেন। বজ্রপাণি দেবরাজ বলশালিনী সুরভিকে ঐভাবে শোকাকুল দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—সর্বলোকহিতকারিণি! মাতঃ! এখন ত আমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ ভয় উপস্থিত হয় নাই। তবে কিজন্য তোমার এইরূপ শোক হইয়াছে, তাহা আমাকে বল।১৬-২০

প্রাজ্ঞ দেবরাজ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বাক্যনিপুণা ধৈর্যবতী সুরভি তাঁহাকে বলিলেন,—দেবরাজ! সকল পাপ শান্ত হউক*। কাহারও নিকট হইতেই তোমাদের কোনরূপ ভয় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আমার পুত্রদ্বয় বিষম অবস্থায় পতিত হইয়া দুঃখমগ্ন হইয়াছে, সূর্যকিরণে সন্তপ্ত, কাতর ও কৃশ পুত্রদ্বয়কে দুরাত্মা কর্ষক তাড়না করিতেছে। উহাদিগকে ঐভাবে

* 'শান্তং পাপং প্রতিহতমস্তমঙ্গলম্' ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা অমঙ্গলনিবারণপ্রার্থনার ভাব নিষ্পন্ন হয়। যেমন বাংলা ভাষায় বলা হয়—ষাট্, কালাই ইত্যাদি

যস্যাঃ পুত্রসহস্রৈস্তু কৃৎস্নং ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
তাং দৃষ্ট্বা রুদতীং শক্রো ন সুতান্ মন্যতে পরম্ ॥২৫
ইন্দ্রো হ্যশ্রুনিপাতং তং স্বগাত্রে পুণ্যগন্ধিনম্।
সুরভিং মন্যতে দৃষ্ট্বা ভূয়সীং তামিহেশ্বরঃ ॥২৬
সমাপ্রতিমবৃত্তায়া লোকধারণকাম্যয়া।
শ্রীমত্যা গুণমুখ্যায়াঃ স্বভাবপরিচেষ্টয়া ॥২৭
যস্যাঃ পুত্রসহস্রাণি সাপি শোচতি কামধুক্।
কিং পুনর্যা বিনা রামং কৌসল্যা বর্তয়িষ্যতি ॥২৮
একপুত্রা চ সাধ্বী চ বিবৎসেয়ং ত্বয়া কৃতা।
তস্মাৎ ত্বং সততং দুঃখং প্রেত্য চেহ চ লপ্স্যসে ॥২৯
অহং ত্বপচিতিং ভ্রাতুঃ পিতুশ্চ সকলামিমাম্।
বর্ধনং যশসশ্চাপি করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৩০
আনায্য চ মহাবাহুং কোসলেন্দ্রং মহাবলম্।
স্বয়মেব প্রবেক্ষ্যামি বনং মুনিনিসেবিতম্ ॥৩১

মহদ্বং পাপসঙ্কল্পে পাপে পাপং ত্বয়া কৃতম্।
শক্রো ধারয়িতুং পৌরৈরশ্রুকণ্ঠৈর্নিরীক্ষিতঃ ॥৩২
সা ত্বমগ্নিং প্রবিশ বা স্বয়ং বা বিশ দণ্ডকান্।
রজ্জুং বধ্নাথবা কণ্ঠে নহি তেঽন্যৎ পরায়ণম্ ॥৩৩
অহমপ্যথনীং প্রাপ্তে রামে সত্যপরাক্রমে।
কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি বিপ্রবাসিতকল্মষঃ ॥৩৪
ইতি নাগ ইবারণ্যে তোমরাঙ্কুশতোদিতঃ।
পপাত ভুবি সংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ ॥৩৫
সংরক্তনেত্রঃ শিথিলাম্বরস্তথা
বিধূতসর্বাভরণঃ পরন্তপঃ।
বভূব ভূমৌ পতিতো নৃপাত্মজঃ
শচীপতেঃ কেতুরিবোৎসবক্ষয়ে ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

দেখিয়া আমি অতিশয় শোকাকুল হইয়াছি। উহারা আমার শরীর হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। সেইজন্য উহাদিগকে দুঃখিত ও ভাবপীড়িত দেখিয়া আমার অতিশয় পরিতাপ হইতেছে। দেবরাজ! পুত্রের সমান প্রিয় আর কেহ হয় না। কৈকেয়ি! দেখ, এইরূপে যাহার সহস্র সহস্র পুত্রের দ্বারা সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই সুরভিকে দুইটি পুত্রের জন্য রোদন করিতে দেখিয়া ইন্দ্র বুঝিলেন যে, এই জগতে পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।২৫-২৯

ইন্দ্র নিজের শরীরে পতিত সুরভির স্নেহযুক্ত অশ্রু দেখিয়া সুরভিকে অতিশয় স্নেহবতী ও উৎকর্ষবতী মনে করিলেন। এই সুরভি লোকরক্ষার জন্য সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমানভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অনুপমচরিত্রযুক্তা ও স্বাভাবিক চেষ্টার দ্বারা অতিগুণবতী এই ধেনু সহস্র সহস্র পুত্রবতী হইয়াও যখন দুইটি পুত্রের জন্য এইভাবে শোক করিতেছেন, তখন একমাত্র পুত্রের জননী কৌশল্যা রামকে ছাড়িয়া কিরূপে জীবন-ধারণ করিবেন? একমাত্রপুত্রবতী সাধ্বী কৌশল্যাকে তুমি পুত্রহীন করিয়াছ, এইজন্য ইহলোকে ও পরলোকে তোমাকে সর্বদা দুঃখভোগ করিতে হইবে। আমি পিতা ও ভ্রাতার নিকট নির্দোষ হইয়া তাঁহাদের পূজা করিব এবং যশোবর্ধন করিব—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।২৬-৩০

কোশলাধিপতি মহাবাহু মহাবীর রামকে এখানে আনয়ন করিয়া আমি নিজে মুনিগণসেবিত অরণ্যে গমন করিব। কৈকেয়ি! পাপচারিণি! তোমার মনোভাব অতিশয় পাপপূর্ণ। তুমি যে পাপ করিয়াছ, তাহা আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। অযোধ্যাবাসী নরনারীগণ সকলেই অশ্রুপূর্ণনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পাপীয়সি! এক্ষণে তুমি অগ্নিতে প্রবেশ কর কিংবা দণ্ডকারণ্যে গমন কর অথবা কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণত্যাগ কর। তোমার আর অন্য গতি নাই। সত্যপরাক্রম রাম পৃথিবীপতি হইলে আমি নিষ্পাপ হইয়া কৃতকৃতার্থ হইব। ভরত এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে এবং অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় ও ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার নেত্রদ্বয় রোদনের জন্য রক্তবর্ণ হইয়াছিল। বসন শিথিল ও অলঙ্কারসমূহ স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজপুত্র শত্রুদমন ভরত বিহ্বল হইয়া উৎসবশেষে ভূপতিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।৩১-৩৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[কৌসল্যাসমীপে ভরতস্য বিবিধশপথবাক্যোচ্চারণম্ ।]

দীর্ঘকালাৎ সমুত্থায় সংজ্ঞাং লব্ধ্বা স বীর্য্যবান্ ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দীনামুপলক্ষ্য মাতরম্ ॥১
সোঽমাত্যমধ্যে ভরতো জননীমভ্যকুৎসয়ৎ ।
রাজ্যং ন কাময়ে জাতু মন্ত্রয়ে নাপি মাতরম্ ॥২
অভিষেকং ন জানামি যোঽভূদ্ রাজ্ঞা সমীক্ষিতঃ ।
বিপ্রকৃষ্টে ছহং দেশে শত্রুঘ্নসহিতোঽভবম্ ॥৩
বনবাসং ন জানামি রামস্যাহং মহাত্মনঃ ।
বিবাসনঞ্চ সৌমিত্রেঃ সীতায়াশ্চ যথাভবৎ ॥৪
তথৈব ক্রোশতস্তস্য ভরতস্য মহাত্মনঃ ;
কৌসল্যা শঙ্কমাজ্ঞায় সুমিত্রাং চেদমব্রবীৎ ॥৫
আগতঃ ক্রূরকার্য্যায়াঃ কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ ।
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভরতং দীর্ঘদর্শিনম্ ॥৬
এবমুক্ত্বা সুমিত্রাং তাং বিবর্ণবদনা কৃশা ।
প্রতস্থে ভরতো যত্র বেপমানা বিচেতনা ॥৭
স তু রাজাত্মজশ্চাপি শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ।
প্রতস্থে ভরতো যেন কৌসল্যায়া নিবেশনম্ ॥৮
ততঃ শত্রুঘ্ন-ভরতৌ কৌসল্যাং প্রেক্ষ্য দুঃখিতৌ ।
পর্য্যবস্থেতাং দুঃখার্তাং পতিতাং নষ্টচেতনাম্ ॥৯
রুদন্তৌ রুদতীং দুঃখাৎ সমেত্যার্য্যাং মনস্বিনী ।
ভরতং প্রত্যুবাচেদং কৌসল্যা ভৃশদুঃখিতা ॥১০

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

[কৌশল্যার সমক্ষে ভরতের বিবিধ শপথবাক্য উচ্চারণ।]

অনন্তর বীর্য্যবান্ ভরত অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং উত্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে কৈকেয়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আশাভঙ্গ হওয়ার জন্য কৈকেয়ী তখন অতিশয় দৈন্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভরত তখন অমাত্যগণের * সমক্ষে তাঁহাকে অতিশয় ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন,—আমি কখনও রাজ্য কামনা করি নাই এবং রাজ্য পাইবার জন্য জননীকে আমি কোনরূপ পরামর্শও দিই নাই। রাজা দশরথ যে রামের অভিষেক করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতি-দূরদেশে বাস করিতেছিলাম। মহাত্মা রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর দেশান্তরে নির্বাসন ও বনবাস হইয়াছে, আমি সে সব ঘটনার কিছুই জানি না। মহাত্মা ভরত এইভাবে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন কৌশল্যা ভরতের কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া সুমিত্রাদেবীকে বলিলেন।১-৫

নিষ্ঠুরকার্য্যকারিণী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছে। আমি দূরদর্শী ভরতের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি। বিষণ্ণবদনা শীর্ণদেহা প্রায় চৈতন্যশূন্যা কৌশল্যা সুমিত্রাকে এইরূপ বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভরতের নিকট গমন করিলেন। রাজপুত্র ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত কৌশল্যার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পথিমধ্যে কৌশল্যাদেবীকে আসিতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কৌশল্যা-দেবী দুঃখে কাতরা হইয়া অচেতনাবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া গেলে ভরত ও শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। অতিশয় দুঃখিতা মনস্বিনী জ্যেষ্ঠমাতা কৌশল্যা দুঃখের তীব্রতার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন, তারপর ভরতকে বলিলেন।৬-১০

---

* ভরতের আগমন-সংবাদ শুনিয়া সুমন্ত্র প্রভৃতি সেখানে আসিয়াছিলেন। কৈকেয়ীর কার্য্যের দ্বারা সকললোকের ন্যায় ভরতেরও অনিষ্ট হইয়াছে। ঐ কার্য্যে ভরতের অনুমোদন নাই। তিনি উহাতে অভিনন্দনও করেন—ইহা বুঝাইবার জন্যই সকলের সাক্ষাতে উক্তি।

ইদং তে রাজ্যকামস্য রাজ্যং প্রাপ্তমকণ্টকম্।
সম্প্রাপ্তং বত কৈকেয্যা ক্ষিপ্রং ক্রূরেণ কর্ম্মণা ॥১১
প্রস্থাপ্য চীরবসনং পুত্রং যে বনবাসিনম্।
কৈকেয়ী কং গুণং তত্র পশ্যতি ক্রূরদর্শিনী ॥১২
ক্ষিপ্রং মামপি কৈকেয়ী প্রস্থাপয়িতুমর্হতি।
হিরণ্যনাভো যত্রাস্তে ততো মে সুমহাযশাঃ ॥১৩
অথবা স্বয়মেবাহং সুমিত্রানুচরা সুখম্।
অগ্নিহোত্রং পুরস্কৃত্য প্রস্থাস্যে যত্র রাঘবঃ ॥১৪
কামং বা স্বয়মেবাদ্য তত্র মাং নেতুমর্হসি।
যত্রাসৌ পুরুষব্যাঘ্রস্তপ্যতে মে সুতস্তপঃ ॥১৫
ইদং হি তব বিস্তীর্ণং ধন-ধান্যসমাচিতম্।
হস্ত্যশ্ব-রথসম্পূর্ণং রাজ্যং নির্য্যাতিতং ত্বয়া ॥১৬
ইত্যাদিবহুভির্বাক্যৈঃ ক্রূরৈঃ সম্ভর্ৎসিতোঽনঘঃ।
বিব্যথে ভরতোঽতীব ত্রণে তুল্যেব সূচিনা ॥১৭
পপাত চরণৌ তস্যাস্তদা সম্ভ্রান্তচেতনঃ।
বিলপ্য বহুধা সংজ্ঞো লব্ধসংজ্ঞস্তদাভবৎ ॥১৮
এবং বিলপমানাং তাং প্রাঞ্জলির্ভরতস্তদা।
কৌসল্যাং প্রত্যুবাচেদং শোকৈর্বহুভিরাবৃতাম্ ॥১৯
আর্য্যে কস্মাদকানস্তং গর্হসে মামকল্মষম্।
বিপুলাক্ষ মম প্রীতিং স্থিতাং জানাসি রাঘবে ॥২০
কৃতশাস্ত্রানুগা বুদ্ধির্মা ভূৎ তস্য কদাচন।
সত্যসন্ধঃ সতাং শ্রেষ্ঠো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২১
প্রৈষ্যঃ পাপীয়সাং যাতু সূর্য্যঞ্চ প্রতি মেহতু।
হন্তু পাদেন গাং তপ্তাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২২
কারয়িত্বা মহৎ কর্ম্ম ভর্ত্তা ভৃত্যমনর্থকম্।
অধর্ম্মো যোঽস্য সোঽস্মাকং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৩
পরিপালয়মানস্য রাজ্যে ভৃত্যানি পুত্রবৎ।
ততস্তু দ্রুহতাং পাপং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৪

বৎস! তুমি রাজ্যকামনা করিয়াছিলে, এক্ষণে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইলে। কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর কার্য্যের দ্বারা অতিশীঘ্রই তুমি রাজ্য পাইয়াছ। কিন্তু আমার পুত্র রামকে চীরবসন পরাইয়া বনবাসী করত ক্রূরবুদ্ধি কৈকেয়ী বিশেষলাভ ৩১ কি দেখিল? যাহা হউক, এক্ষণে আমার পুত্র মহাযশস্বী হিরণ্যনাভ ৩২ রাম যেখানে আছে, কৈকেয়ী আমাকে সেইখানে অতিশীঘ্রই পাঠাইয়া দিতে পারে। অথবা যে পথে রাম গমন করিয়াছে, আমি সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিহোত্র ৩৩ অগ্রে গ্রহণপূর্ব্বক অতিসুখেই সেই পথে গমন করিব। কিম্বা ইচ্ছা করিলে স্বয়ং তুমিই অদ্য আমাকে সেইস্থানে লইয়া যাইতে পার, যেস্থানে আমার পুত্র পুরুষোত্তম রাম তপস্যা করিতেছে ।১১-১৫

এই রাজ্য হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, ধনধান্য-সমন্বিত ও অতিবিশাল। কৈকেয়ী তোমাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছে। কৌশল্যা এইরূপে বহুবিধ নিষ্ঠুর-বাক্যে ভর্ৎসনা করিলেন। ইহাতে নিষ্পাপ ভরত ব্রণের উপর (ক্ষতস্থানে) সূচির (শলাকা) দ্বারা আঘাতের তুল্য অতিশয় ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন; উদ্বিগ্নচিত্ত ভরত তখন কৌশল্যার চরণযুগলে পতিত হইলেন এবং বহুভাবে বিলাপ করিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। বহুশোকে আকুলা কৌশল্যা বিলাপ করিতে থাকিলে ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—পূজনীয়ে! জননি! আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। আমি সর্ব্বথা নির্দ্দোষ। অগ্রজ রামের প্রতি আমার যে বিপুল প্রীতি রহিয়াছে, তাহা ও আপনি জানেন, তথাপি আমাকে কেন ভর্ৎসনা করিতেছেন? ১৬-২০

সত্যনিষ্ঠ সজ্জনাগ্রগণ্য আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি কখনও যেন সত্য ও শাস্ত্রের

৩১ ঐরূপে রাজ্যে নির্ব্বাসিত না করিলেও কৈকেয়ী নিজ পুত্রকে রাজ্য দিতে পারিত। রামের নির্ব্বাসনে কৈকেয়ীর জ্যেষ্ঠা হওয়াই হইয়াছে।

৩২ এখানে নাভি-শব্দের অর্থ শরীর এবং হিরণ্য-শব্দের অর্থ সুবর্ণ। হিরণ্যনাভ-শব্দের অর্থ—সুবর্ণের ন্যায় বাঞ্ছিত শরীর যাহার। রামের শরীর সুবর্ণের ন্যায় পরমরমণীয়।

৩৩ কৈকেয়ীর অনুসরণ করিলে ভরত যেন আমার প্রেতকার্য্য না করে,—এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল রঘুবংশের। অগ্নিহোত্র জ্যেষ্ঠা গৃহিণীর নিকট থাকে। অগ্নিহোত্র সঙ্গে লইলে উহার দ্বারা ভরত প্রেতকার্য্য করিতে পারিবে না।

বলিষড়্ভাগমুদ্ধৃত্য নৃপস্যারক্ষিতুঃ প্রজাঃ।
অধর্ম্মো যোঽস্য সোঽস্যাস্তু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৫
সংশ্রুত্য চ তপস্বিভ্যঃ সত্রে বৈ যজ্ঞদক্ষিণাম্।
তাং চাপলতাং পাপং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৬
হস্ত্যশ্ব-রথসংবাধে যুদ্ধে শস্ত্রসমাকুলে।
মাস্ম কার্ষীৎ সতাং ধর্ম্মং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৭
উপদিষ্টং সুসূক্ষ্মার্থং শাস্ত্রং যত্নেন ধীমতা।
স নাশয়তু দুষ্টাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৮
মা চ তং বৃঢ়বাহ্বংসং চন্দ্রভাস্করতেজসম্।
দ্রাক্ষীদ্ রাজ্যস্থমাসীনং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৯
পায়সং কৃসরং ছাগং বৃথা সোঽশ্নাতু নির্ঘৃণঃ।
গুরূংশ্চাপ্যবজানাতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩০
গাশ্চ স্পৃশতু পাদেন গুরূন্ পরিবদেত চ।
মিত্রে দ্রুহ্যেত সোঽত্যর্থং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩১
বিশ্বাসাৎ কথিতং কিঞ্চিৎ পরিবাদং মিথঃ কচিৎ।
বিবৃণোতু স দুষ্টাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩২
অকর্ত্তা চাকৃতজ্ঞশ্চ ত্যক্তাত্মা নিরপত্রপঃ।
লোকে ভবতু বিদ্বিষ্টো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৩
পুত্রৈর্দাসৈশ্চ ভৃত্যৈশ্চ স্বগৃহে পরিবারিতঃ।
স একো মৃষ্টমশ্নাতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৪
অপ্রাপ্য সদৃশান্ দারাননপত্যঃ প্রমীয়তাম্।
অনবাপ্য ক্রিয়াং ধর্ম্ম্যাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৫
মাস্মনঃ সন্ততিং দ্রাক্ষীৎ স্বেষু দারেষু দুঃখিতঃ।
আয়ুঃ সমগ্রমপ্রাপ্য যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৬
রাজ-স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধানাং বধে যৎ পাপমুচ্যতে।
ভৃত্যত্যাগে চ যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাম্ ॥৩৭
লাক্ষয়া মধুমাংসেন লোহেন চ বিষেণ চ।
সদৈব বিভ্রয়াদ্ ভৃত্যান্ যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৮

অনুগামিনী (১) না হয়। যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সেই ব্যক্তি পাপিষ্ঠগণের সাহচর্য্য লাভ করুক, সূর্য্যের অভিমুখে মলমূত্রাদি ত্যাগ করুক এবং নিদ্রিত ধেনুকে পদাঘাত করুক (অর্থাৎ এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্ম করার জন্য যে পাপ হয়, তাহা প্রাপ্ত হউক)। বিনা বেতনে ভৃত্যের দ্বারা মহৎ কার্য্য করাইয়া লইলে প্রভুর যে অধর্ম্ম হয়, পুত্রের ন্যায় প্রজাগণের পালনকারী রাজার প্রতি বিদ্রোহী প্রজার যে পাপ হয়, সেই অধর্ম্ম ও পাপ তাহার হউক—যাহার অনুমতিক্রমে রাম বনে গিয়াছেন। প্রজাগণের নিকট ষষ্ঠাংশ কর (খাজনা) গ্রহণ করিয়া যে রাজা তাহাদিগের রক্ষায় পরাঙ্মুখ হয়, সেই রাজার যেরূপ পাপ হয়, সেইরূপ পাপ তাহার হউক—যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন।২১-২৫

যজ্ঞে তপস্বিগণকে দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যে তাহা অস্বীকার করে, তাহার যে পাপ হয়, যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, তাহার সেই পাপ হউক। যাহার অনুমতিতে রাম বনে গিয়াছেন, সে যেন হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ এবং শস্ত্রপরিব্যাপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সজ্জনানুমোদিত ধর্ম্ম (২) পালন করিতে না পারে। রাম যাহার মতানুসারে গিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি প্রাজ্ঞগুরুকর্ত্তৃক যত্নে উপদিষ্ট অতিসূক্ষ্মবিষয়ক শাস্ত্র বিস্মৃত হউক। বিশালবাহু ও বিশালস্কন্ধ চন্দ্র-সূর্য্য-তুল্যতেজস্বী রাম অযোধ্যায় আসিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি যেন তাঁহাকে দেখিতে না পায়—যাহার কথানুসারে রাম বনে গিয়াছেন। যাহার কথায় আর্য্য রাম বনে গিয়াছেন, সেই নির্দ্দয় ব্যক্তি দেবতাকে নিবেদন না করিয়াই পায়স, তিল এবং মুদ্গ-সমন্বিত অন্ন ও ছাগমাংস ভক্ষণ করুক। যাহার জন্য রাম বনে গিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যেন গুরুজনের অবজ্ঞা করে।২৬-৩০

যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সে ধেনুকে পাদদ্বারা স্পর্শ করুক, গুরুজনের নিন্দাকারী হউক এবং অতিশয় মিত্রদ্রোহী হউক। পরস্পর আলোচনা-কালে

---

(১)* যদি আমার মতানুসারে রাম বনে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বুদ্ধি যেন সদা ও শাস্ত্রের অনুগামিনী না হয়। অত্যন্ত শাস্ত্রের দোষও আমাতেই অর্পিত হউক। ইহাই ভরতের অভিপ্রায়।

(২) অনুপযুক্ত পরাঙ্মুখ না হওয়া বীরগণের অতি পবিত্র কর্ত্তব্য।

সংগ্রামে সমুপোঢ়ে চ শত্রুপক্ষভয়ঙ্করে।
পলায়মানো বধ্যেত যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৯
কপালপাণিঃ পৃথিবীমটতাং চীরসংবৃতঃ।
ভিক্ষমাণো সযোন্মত্তো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪০
মদ্যপ্রসক্তো ভবতু স্ত্রীদ্যূতেষু চ নিত্যশঃ।
কাম-ক্রোধাভিভূতশ্চ যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪১
মাদ্যস্য ধর্মে মনো ভূয়াদধর্মং স নিষেবতাম্।
অপাত্রবর্ষী ভবতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪২
সঞ্চিতাস্তস্য বিত্তানি বিবিধানি সহস্রশঃ।
দস্যুভির্বিপ্রলুপ্যন্তাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৩
উভে সন্ধ্যে শয়ানস্য যৎপাপং পরিকল্প্যতে।
তচ্চ পাপং ভবেৎ তস্য যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৪
যদগ্নিদায়কে পাপং যৎ পাপং গুরুতল্পগে।
মিত্রদ্রোহে চ যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাম্ ॥৪৫
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ মাতাপিত্রোস্তথৈব চ।
মাস্ম কার্ষীৎ স শুশ্রূষাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৬
সতাং লোকাৎ সতাং কীর্ত্যাঃ সজ্জুষ্টাৎ কর্মণস্তথা।
ভ্রশ্যতু ক্ষিপ্রমাত্মৈব যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৭
অপাস্য মাতৃশুশ্রূষামনর্থে সোঽবতিষ্ঠতাম্।
দীর্ঘবাহুর্মহাবক্ষা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৮

বিশ্বাসবশতঃ গোপনে কথিত পরনিন্দাদি-বিষয়ক কথা (১) সেই ব্যক্তি প্রকাশ করুক,—যাহার কথায় রাম বনে গিয়াছেন। যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সেই ব্যক্তি এই সংসারে যেন কাহারও প্রত্যুপকার না করে, সে যেন কাহারও উপকার স্বীকার না করে। সেই নির্লজ্জ ব্যক্তি যেন সাধুগণপরিত্যক্ত ও সকলের বিদ্বেষভাজন হয়। যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সে যেন পত্নী-পুত্র ও ভৃত্যগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও নিজগৃহে একাকী উত্তম অন্নাদি ভক্ষণ করে। যাহার কথায় রাম বনে গিয়াছেন, সে মনোমত পত্নী লাভ না করিয়া এবং ধর্মানুযায়ী ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান না করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হউক।৩১-৩৮

যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যেন নিজ পত্নীগর্ভে পুত্রের জন্ম দেখিতে না পায় এবং সম্পূর্ণ আয়ুঃ লাভ না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণের হত্যায় যে পাপ হয় এবং অনুগত ভৃত্যকে ত্যাগ করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ যেন ঐ ব্যক্তির হয়। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে যেন সর্বদাই লাক্ষা, মধু, মাংস, লোহ ও বিষ প্রভৃতি পাতিত্যকারক দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিয়া লোকগণের পোষণ করে। যুদ্ধে শত্রুপক্ষ বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া

(১) বিশ্বাসভঙ্গজন্য পাপ প্রাপ্ত হউক—ইহাই তাৎপর্য্য।

ভয়ঙ্কর হইলে সে যেন পলায়মান অবস্থায় নিহত হয়। সে যেন জীর্ণ ও মলিনবস্ত্র পরিধানপূর্বক নরকপাল (মানুষের মাথার খুলি) হস্তে ধারণ করিয়া ভিক্ষার জন্য উন্মত্তের মত সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করে।৩৯-৪০

আর্য্য রাম যাহার কথায় বনে গিয়াছেন, সে সর্বদা মদ্য, স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় (পাশাখেলা) আসক্ত এবং কাম ও ক্রোধে অভিভূত হউক। তাহার মন যেন ধর্মে আসক্ত না হয়। সে যেন সর্বদা অধর্মেরই সেবা করে এবং অপাত্রে ধনদান করে। তাহার সঞ্চিত নানাবিধ সহস্র সহস্র ধন যেন দস্যুগণ কর্তৃক বলপূর্বক গৃহীত হয়। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে শয়নকারীর যে পাপ হয়, সেই পাপ তাহার হউক—যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন। অন্যের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিলে যে পাপ হয়, গুরুপত্নীগমন করিলে যে পাপ হয় এবং মিত্রের প্রতি শত্রুতা করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ তাহার হউক।৪১-৪৫

যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সে যেন দেবতাগণের, পূর্বপুরুষগণের ও মাতাপিতার শুশ্রূষা করিতে না পারে। সে যেন সাধুগণের স্থান হইতে এবং সাধুগণের কীর্তি ও সাধুগণের আচরণ হইতে অবিলম্বে ভ্রষ্ট হয়। দীর্ঘবাহু বিশালবক্ষস্থল রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যেন মাতৃসেবা পরিত্যাগ করিয়া অনর্থক কার্যে ব্যাপৃত থাকে। সে

বহুভৃত্যো দরিদ্রশ্চ জ্বররোগসমন্বিতঃ।
সমায়াৎ সততং ক্লেশং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৯
আশামাশংসমানানাং দীনানামূর্ধ্বচক্ষুষাম্।
অর্থিনাং বিতথাং কুর্য্যাদ্ যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫০
মায়য়া রমতাং নিত্যং পুরুষঃ পিশুনোঽশুচিঃ।
রাজ্ঞো ভীতস্বধর্মাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫১
ঋতুস্নাতাং সতীং ভার্য্যামৃতুকালানুরোধিনীম্।
অতিবর্তেত দুষ্টাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫২
বিপ্রলুপ্ত-প্রজাতস্য দুষ্কৃতং ব্রাহ্মণস্য যৎ।
তদেতৎ প্রতিপদ্যেত যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৩
ব্রাহ্মণায়োদ্যতাং পূজাং বিহন্তু কলুষেন্দ্রিয়ঃ।
বালবৎসাঞ্চ গাং দোগ্ধু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৪
ধর্মদারান্ পরিত্যজ্য পরদারান্ নিসেবতাম্।
ত্যক্তধর্মরতির্মূঢ়ো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৫

পানীয়দূষকে পাপং তথৈব বিষদায়কে।
যদেকঃ স লভতাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৬
তৃষার্তং সতি পানীয়ে বিপ্রলম্ভেন যোজয়ন্।
যৎ পাপং লভতে তৎ স্যাদ্
যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৭
ভক্ত্যা বিবদমানেষু মার্গমাশ্রিত্য পশ্যতঃ।
তেন পাপেন যুজ্যেত যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৮
এবমাশ্বাসয়ন্নেব দুঃখার্তোঽনুপপাত হ।
বিহীনাং পতি-পুত্রাভ্যাং কৌসল্যাং পার্থিবাত্মজঃ ॥৫৯
তদা তং শপথৈঃ কৈশ্চিঃ শপমানমচেতনম্।
ভরতঃ শোকসন্তপ্তং কৌসল্যা বাক্যমব্রবীৎ ॥৬০
মম দুঃখমিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে।
শপথৈঃ শপমানো হি প্রাণানুপরুণৎসি মে ॥৬১
নিত্যং ন চলিতো ধর্মাদস্মাকং হে সদা গতিঃ।
বৎস সত্যপ্রতিজ্ঞা হি সতাং লোকানবাপ্স্যসি ॥৬২

যেন দরিদ্র, বহুভৃত্যসমন্বিত ও জ্বররোগযুক্ত হইয়া সর্বদা কষ্টভোগ করে। যাহার সম্মতিতে রাম বনে গিয়াছেন, সে যেন ঊর্ধ্বচক্ষু অর্থাৎ দাতার মুখনিরীক্ষণকারী ও নানাভাবে দাতার উৎকর্ষপ্রকাশরত দরিদ্র প্রার্থীদিগের প্রার্থনা বিফল করে ॥৪৬-৫০

সেই ক্রূরস্বভাব অপবিত্র অধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা রাজভয়ে ভীত হইয়া বঞ্চনার দ্বারা দিন অতিবাহিত করুক। যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা যেন ঋতুরক্ষার জন্য অনুরোধকারিণী ঋতুস্নাতা সতীভার্য্যার অনুরোধ উপেক্ষা করে। পুত্রহীন বা বংশহীন ব্রাহ্মণের যে পাপ হয়, সেই পাপ সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত হউক—যাহার কথায় রাম বনে গিয়াছেন। অসংযতেন্দ্রিয় হইয়া সেই ব্যক্তি যেন ব্রাহ্মণগণের জন্য আয়োজিত পূজা বিনষ্ট করে এবং নববৎসা ধেনুকে দোহন করে। সেই মূঢ়ব্যক্তি যেন ধর্মাসক্তি ত্যাগপূর্বক ধর্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী সেবন করে। ৫১-৫৫

পানীয় জল দূষিত করিলে এবং অন্যকে বিষপ্রদান করিলে যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তি সেই পাপ একাকী লাভ করুক—যাহার কথায় রাম বনে গিয়াছেন। পানীয় জল থাকা সত্ত্বেও তৃষার্তব্যক্তিকে বঞ্চনাপূর্বক জল না দিলে যে পাপ হয়, সেই পাপে ঐ ব্যক্তি লিপ্ত হউক—যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন। নানাপ্রকার শাস্ত্রমার্গ আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধান্তের প্রতি ভক্তিবশতঃ বিবাদপরায়ণ ব্যক্তিগণের যে পাপ হয় এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে বিবাদ মিটাইয়া না দেয়, তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ ঐ ব্যক্তি প্রাপ্ত হউক—যাহার সম্মতিক্রমে আর্য্য রাম বনে গমন করিয়াছেন। রাজপুত্র ভরত পতিপুত্রবিহীনা কৌসল্যাকে এইভাবে আশ্বাস দিতে দিতেই অতিদুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি অতিকঠোর শপথসমূহ দ্বারা শপথ করিতে করিতে শোকসন্তপ্ত ও অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলে কৌশল্যা তাঁহাকে বলিলেন ॥৫৬-৬০

বৎস! তুমি এইভাবে বিবিধ শপথ করিয়া আমার প্রাণে পীড়া দিতেছ। ইহাতে আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। তোমার মন শুভলক্ষণযুক্ত। ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তোমার মন ধর্ম হইতে বিচলিত

ইত্যুক্ত্বা চাঙ্কমানীব ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্।
পরিষজ্য মহাবাহুং রুরোদ ভৃশদুঃখিতা ॥৬৩
এবং বিলপমানস্য দুঃখার্তস্য মহাত্মনঃ।
মোহাচ্চ শোকসংরম্ভাদ্ বভূব মুদিতং মনঃ ॥৬৪

লালপ্যমানস্য বিচেতনস্য
প্রণষ্টবুদ্ধেঃ পতিতস্য ভূমৌ।
মুহুর্মুহুর্নিঃশ্বসতশ্চ দীর্ঘং
সা তস্য শোকেন জগাম রাত্রিঃ ॥৬৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

হয় নাই। বৎস! তুমি যদি সত্যনিষ্ঠ হও, তাহা হইলে সাধুজনের গম্য লোকে গমন করিবে। অতি-দুঃখিতা কৌশল্যা এইরূপ বলিয়া মহাবাহু ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় বিলাপকারী দুঃখকাতর মহাত্মা ভরতের মনও মোহ ও শোকাবেগবশতঃ বিহ্বল হইয়া পড়িল। অচেতনপ্রায় অবস্থায় বিলাপ করিতে করিতে কুব্জচিত্ত ভরত ভূতলে পতিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় অতিশোকে সেই রাত্রি অতীত হইল।৬১-৬৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞো দশরথস্যান্ত্যেষ্টিক্রিয়া।]

তমেবং শোকসন্তপ্তং ভরতং কৈকয়ীসুতম্।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠবাগৃষিঃ ॥১
অলং শোকেন ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
প্রাপ্তকালং নরপতেঃ কুরু সংযানমুত্তমম্ ॥২
বসিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা ভরতো ধরণীং গতঃ।
প্রেতকৃত্যানি সর্বাণি কারয়ামাস ধর্মবিৎ ॥৩

উদ্ধৃত্য তৈলসংসেকাৎ স তু ভূমৌ নিবেশিতম্।
আ পীতবর্ণবদনং প্রসুপ্তমিব ভূমিপম্ ॥৪
সংবেশ্য শয়নে চাগ্র্যে নানারত্নপরিষ্কৃতে।
ততো দশরথং পুত্রো বিললাপ দুঃখিতঃ ॥৫
কিং তে ব্যবসিতং রাজন্ প্রোষিতে ময্যনাগতে।
বিবাস্য রামং ধর্মজ্ঞং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥৬

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ

[রাজা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।]

কৈকেয়ীতনয় ভরত এইভাবে শোকসন্তপ্ত হইলে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ন্যায়বাদী বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে বলিলেন,—রাজনন্দন! তুমি শোক করিও না। তুমি মহাযশস্বী। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব উত্তমভাবে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কর। বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া ভরত ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া আনুগত্য প্রকাশ করত (অথবা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া) মন্ত্রিগণের সাহায্যে প্রেতকার্য্যসমূহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তৈলপূর্ণ কটাহ হইতে রাজার মৃতদেহ উদ্ধৃত করিয়া ভূতলে স্থাপিত করিলেন। বহুদিন যাবৎ তৈলের মধ্যে থাকায় রাজার মুখমণ্ডল ঈষৎ পীতবর্ণ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে নিদ্রিতের মত মনে হইতেছিল। অনন্তর নানারত্নভূষিত উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া শোকভারাক্রান্ত ভরত বিলাপ করিতে লাগিলেন।১-৫

রাজন্! আপনার ঐ কি অভিপ্রায় হইয়াছে?

ক যাস্যসি মহারাজ হিত্বেমং দুঃখিতং জনম্।
হীনং পুরুষসিংহেন রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥৭
যোগক্ষেমং তু তেঽব্যগ্রং কোঽস্মিন্ কল্পয়িতা পুরে।
ত্বয়ি প্রয়াতে স্বর্গায় রামে চ বনমাশ্রিতে ॥৮
বিধবা পৃথিবী রাজংস্ত্বয়া হীনা ন রাজতে।
হীনচন্দ্রেব রজনী নগরী প্রতিভাতি মাম্ ॥৯
এবং বিলপমানং তং ভরতং দীনমানসম্।
অব্রবীদ্ বচনং ভূয়ো বসিষ্ঠস্তু মহামুনিঃ ॥১০
প্রেতকার্য্যাণি যান্যস্য কর্তব্যানি বিশাম্পতেঃ।
তান্যব্যগ্রং মহাবাহো ক্রিয়তামবিচারিতম্ ॥১১
তথেতি ভরতো বাক্যং বসিষ্ঠস্যাভিপূজ্য তৎ।
ঋত্বিক্-পুরোহিতাচার্য্যাংস্ত্বরয়ামাস সর্বশঃ ॥১২

যে ত্বগ্নয়ো নরেন্দ্রস্য অগ্ন্যাগারাদ্ বহিষ্কৃতাঃ।
ঋত্বিগ্‌ভির্বাজকৈশ্চৈব তে হুয়ন্তে যথাবিধি ॥১৩
শিবিকায়ামথারোপ্য রাজানং গতচেতনম্।
বাষ্পকণ্ঠা বিমনসস্তমূচুঃ পরিচারকাঃ ॥১৪
হিরণ্যঞ্চ সুবর্ণঞ্চ বাসাংসি বিবিধানি চ।
প্রকিরন্তো জনা মার্গে নৃপতেরগ্রতো যযুঃ ॥১৫
চন্দনাগুরুনির্য্যাসান্ সরলং পদ্মকং তথা।
দেবদারুণি চাহৃত্য ক্ষেপয়ন্তি তথাপরে ॥১৬
গন্ধানুচ্চাবচাংশ্চান্যাংস্তত্র গত্বাথ ভূমিপম্।
তত্র সংবেশয়ামাসুশ্চিতামধ্যে তমৃত্বিজঃ ॥১৭
তদা হুতাশনং হুত্বা ক্ষেপুস্তস্য তু ঋত্বিজঃ (ক)।
জগুশ্চ তে যথাশাস্ত্রং তত্র সামানি সামগাঃ ॥১৮

আমি বিদেশে ছিলাম। আমার আগমনের পূর্বেই ধার্মিক রামকে ও মহাবীর লক্ষ্মণকে নির্বাসিত করিলেন এবং আমি অতিশয় দুঃখিত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন? যাঁহার কার্য্যে কোন লোকের কষ্ট হয় না, সেই পুরুষসিংহ রাম আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আপনি স্বর্গে গমন করিলেন এবং রাম অরণ্যবাসী হইলেন। এক্ষণে আপনার এই নগরীতে প্রজাগণের মঙ্গলবিধান ও রক্ষা কে করিবে? রাজন্! আপনার অবর্তমানে এই পৃথিবী বিধবা হওয়ায় শোভাহীনা হইয়াছে। চন্দ্রহীনা রাত্রির ন্যায় এই অযোধ্যা শোভাশূন্য বলে হইতেছে। এইভাবে দীনচিত্তে বিলাপরত ভরতকে কর্তব্যনির্দেশের জন্য মহামুনি বশিষ্ঠ পুনর্বার বলিলেন।৬-১০

মহাবাহো! এক্ষণে বিহ্বলতা পরিত্যাগ করিয়া অবিচারিত চিত্তে মহারাজের যাবতীয় কর্তব্য প্রেতকার্য্য-সমূহ সম্পাদন কর। তখন ভরত "তথাস্তু" ("যে আজ্ঞা") বলিয়া বশিষ্ঠদেবের বাক্যকে মান্য করত ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যগণকে * ত্বরান্বিত করিলেন। তখন দশরথের অগ্নিহোত্র-গৃহ হইতে যে সকল অগ্নি সেইস্থানে আনীত হইয়াছিল, ঋত্বিক্ ও যাজকগণ সেই অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিলেন। অনন্তর ক্রন্দনরত দুঃখিতচিত্ত পরিচারকগণ চৈতন্যহীন দশরথের দেহটিকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া বহন করিতে লাগিল। বহুলোক সুবর্ণ, রৌপ্য ও নানাবিধ বস্ত্র ছড়াইতে ছড়াইতে ঐ শিবিকার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল।১১-১৫

সেই সময় অন্যান্যব্যক্তিগণ চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুল, সরল পদ্মক (সুগন্ধি কাষ্ঠ) ও দেবদারু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্যসমূহ চিতায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর ঋত্বিক্‌সকল সেই চিতাস্থানে যাইয়া চিতামধ্যে রাজার মৃতদেহ স্থাপন করিলেন। রাজকীয় ঋত্বিকেরা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন এবং তৎকালোচিত জপ সম্পন্ন করিলেন। সামবেদগানকারী ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে সামগান করিতে লাগিলেন। দশরথের মহিষীগণ যথাযোগ্য শিবিকা ও বাহনের দ্বারা বৃদ্ধগণপরিবেষ্টিত হইয়া অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন এবং চিতাস্থানে গমন করিলেন। তখন ঋত্বিক্‌সকল ও কৌশল্যা প্রভৃতি শোকাকুল মহিষীগণ অগ্নিব্যাপ্ত নরপতিকে প্রদক্ষিণ করিলেন।১৬-২০

সেই সময় করুণস্বরে রোদনকারিণী শোকার্তা সহস্র

* ঋত্বিক্—যজ্ঞকর্মে ব্রতী। পুরোহিত—দৈনন্দিন ধর্ম-কর্মের প্রবর্তক। আচার্য্য—বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যাপক।

পাঠান্তর :—(ক) —ক্ষেপুস্তত্র তদৃত্বিজঃ।

শিবিকাভিশ্চ যানৈশ্চ যথার্হং তস্য যোষিতঃ।
নগরান্নির্যযুস্তত্র বৃন্দৈঃ পরিবৃতাস্তথা ॥১৯
প্রসব্যং চাপি তং চক্রুর্ঋত্বিজোঽগ্নিচিতং নৃপম্।
স্ত্রিয়শ্চ শোকসন্তপ্তাঃ কৌসল্যাপ্রমুখাস্তদা ॥২০
ক্রৌঞ্চীনামিব নারীণাং নিনাদস্তত্র শুশ্রুবে।
আর্তানাং করুণং কালে ক্রোশন্তীনাং সহস্রশঃ ॥২১
ততো রুদন্ত্যো বিবশা বিলপ্য চ পুনঃ পুনঃ।
যানেভ্যঃ সরযূতীরমবতেরুর্নৃপাঙ্গনাঃ ॥২২
কৃত্বোদকং তে ভরতেন সার্ধং
নৃপাঙ্গনা মন্ত্রি-পুরোহিতাশ্চ।
পুরং প্রবিষ্টাশ্রুপরীতনেত্রা
ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম্ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

সহস্র রমণীর আর্তধ্বনি ক্রৌঞ্চীদিগের আর্তধ্বনির ন্যায় শোনা যাইতেছিল। এইভাবে রোদন করিতে করিতে অতিবিবশা নৃপমহিষীরা পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়া নিজ নিজ বাহন হইতে সরযূতীরে অবতরণ করিলেন। অনন্তর ভরতের সহিত রাজমহিষীগণ এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ রাজার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিলেন এবং অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে ভূতলে অবস্থান-পূর্বক অতিকষ্টে দশদিন অতিবাহিত করিলেন।২১-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেভ্যো ভরতস্য প্রভূতং ধন-রত্নাদিদানম্, ত্রয়োদশদিবসে অস্থিসংগ্রহায় চিতাস্থানং গত্বা ভরত-শত্রুঘ্নয়োর্বিলাপঃ, বশিষ্ঠস্য সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

ততো দশাহেঽতিগতে কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ।
দ্বাদশেঽহনি সম্প্রাপ্তে শ্রাদ্ধকর্মাণ্যকারয়ৎ ॥১
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং রত্নং দদাবন্নঞ্চ পুষ্কলম্।
বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ।
বাস্তিকং বহুখণ্ডঞ্চ গাশ্চাপি বহুশস্তদা ॥২
দাসীর্দাসাংশ্চ যানানি বেশ্মানি সুমহান্তি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুত্রো রাজস্তস্যৌর্ধ্বদেহিকম্ ॥৩
ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসে চ ত্রয়োদশে।
বিললাপ মহাবাহুর্ভরতঃ শোকমূর্ছিতঃ ॥৪
শব্দাপিহিতকণ্ঠশ্চ শোধনার্থমুপাগতঃ।
চিতামূলে পিতুর্বাক্যমিদমাহ দুঃখিতঃ ॥৫

তাত যস্মিন্ নিসৃষ্টোঽহং ত্বয়া ভ্রাতরি রাঘবে।
তস্মিন্ বনং প্রব্রজিতে শূন্যে ত্যক্তোঽস্ম্যহং ত্বয়া ॥৬
যস্যা গতিরনাথায়া পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তামম্বাং তাত কৌসল্যাং ত্যক্ত্বা ত্বং ক গতো নৃপ ॥৭
দৃষ্ট্বা ভস্মারুণং তচ্চ দগ্ধাস্থিস্থানমণ্ডলম্।
পিতুঃ শরীরনির্বাণং নিষ্টনন্ বিললাপ হ ॥৮
স তু দৃষ্ট্বা রুদন্ দীনঃ পপাত ধরণীতলে।
উত্থাপ্যমানঃ শত্রুঘ্ন বজ্রাহত ইবোক্ষিতঃ ॥৯
অভিপেতুস্ততঃ সর্বে তস্যামাত্যাঃ শুচিব্রতম্।
অন্তকালে নিপতিতং যযাতিমৃষয়ো যথা ॥১০
শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং দৃষ্ট্বা শোকপরিপ্লুতম্।
বিসংজ্ঞো ন্যপতদ্ ভূমৌ ভূমিপালমনুস্মরন্ ॥১১

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

[পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদিগকে ভরতের প্রচুর ধনরত্নাদি দান, ত্রয়োদশদিবসে অস্থিসংগ্রহের জন্য চিতাস্থানে গমন করত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিলাপ এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক তাহাদিগের সান্ত্বনা প্রদান।]

অনন্তর দশাহ গত হইলে পর রাজপুত্র ভরত একাদশদিবসে অশৌচ ত্যাগ করিলেন এবং দ্বাদশদিবসে শ্রাদ্ধকার্য্যসমুদায় সম্পন্ন করিলেন। মহারাজ দশরথের পারলৌকিক কল্যাণের জন্য তিনি ব্রাহ্মণগণকে ধন, রত্ন, প্রচুর অন্ন (মহামূল্য বস্ত্র ও নানাবিধ মণিমুক্তা-রত্নাদি), ছাগ, রজত, ধেনু, দাসী, দাস, বাহন, বিশাল গৃহ প্রভৃতি বহুপরিমাণে দান করিলেন। অনন্তর ত্রয়োদশদিবসে প্রভাতকালে মহাবাহু ভরত শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে পিতার অস্থিসংগ্রহের জন্য চিতার নিকটে যাইয়া তিনি বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে অতিদুঃখে পিতাকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন।১-৫

তাত! আপনি যাঁহার উপর আমার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই রঘুনন্দন অগ্রজ রাম বনে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে এই রামশূন্য অযোধ্যায় আপনিও আমাকে ত্যাগ করিলেন। অনাথা কৌশল্যার রামই একমাত্র গতি। সেই রাম বনবাসী হইয়াছেন। পিতঃ! আপনি আমাদের জননী সেই কৌশল্যাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? অনন্তর ভরত পিতার চিতাস্থানটিকে দগ্ধ অস্থিসমূহে ব্যাপ্ত ভস্মাচ্ছন্ন ধূসরবর্ণ দেখিয়া অতিশয় বিলাপপূর্বক বিষণ্ণ হইলেন। অতিদৈন্যসম্পন্ন ভরত রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। মনে হইল যেন উত্থাপনকালে বজ্রবিদ্ধ ইন্দ্রধ্বজের মতই তিনি ভূপতিত হইলেন। যেরূপ পুণ্যক্ষয়কালে নিপতিত যযাতির নিকট যেভাবে ঋষিগণ আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পবিত্রব্রত ভরতের নিকটে অমাত্যগণ অতিসত্বর আগমন করিলেন।৬-১০

তখন শত্রুঘ্নও ভরতকে এইভাবে শোকাকুল দেখিয়া দশরথের কথা স্মরণ করত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূপতিত

উন্মত্ত ইব নিশ্চিতো বিললাপ সুদুঃখিতঃ।
স্মৃত্বা পিতুর্গুণাঙ্গানি তানি তানি তদা তদা ॥১২
মন্থরাপ্রভবস্তীব্রঃ কৈকয়ীগ্রাহসঙ্কুলঃ।
বরদানময়োঽক্ষোভ্যোঽমজ্জয়চ্ছোকসাগরঃ ॥১৩
সুকুমারঞ্চ বালঞ্চ সততং লালিতং ত্বয়া।
ক্ব তাত ভরতং হিত্বা বিলপন্তং গতো ভবান্ ॥১৪
নন্বু ভোজ্যেষু পানেষু বস্ত্রেষ্বাভরণেষু চ।
প্রবারয়তি সর্বান্ নস্ত্বয়ঃ কোঽদ্য করিষ্যতি ॥১৫
অবদারণকালে তু পৃথিবী নাবদীর্য্যতে।
বিহীনা যা ত্বয়া রাজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞেন মহাত্মনা ॥১৬
পিতরি স্বর্গমাপন্নে রামে চারণ্যমাশ্রিতে।
কিং মে জীবিতসামর্থ্যং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥১৭
হীনো ভ্রাত্রা চ পিত্রা চ শূন্যামিক্ষ্বাকুপালিতাম্।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি প্রবেক্ষ্যামি তপোবনম্ ॥১৮
তয়োর্বিলপিতং শ্রুত্বা ব্যসনং চাপ্যবেক্ষ্য তৎ।
ভৃশমার্ত্ততরা ভূয়ঃ সর্ব এবানুগামিনঃ ॥১৯
ততো বিষণ্ণৌ ভ্রান্তৌ চ শত্রুঘ্ন-ভরতাবুভৌ।
ধরায়াং স্ম ব্যচেষ্টেতাং ভগ্নশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ ॥২০
ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।
বসিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ ॥২১
ত্রয়োদশোঽয়ং দিবসঃ পিতুর্ব্বৃত্তস্য তে বিভো।
সাবশেষাস্থিনিচয়ে কিমিহ ত্বং বিলম্বসে ॥২২
ত্রীণি দ্বন্দ্বানি ভূতেষু প্রবৃত্তান্যবিশেষতঃ।
তেষু চাপরিহার্য্যেষু নৈবং ভবিতুমর্হসি ॥২৩

হইলেন। তিনি পিতৃদেবের পূর্ব পূর্বকালীন সেই সেই গুণসমূহ স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং সংজ্ঞাহীন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, —হায়! বরদানরূপ এই অপার শোকসাগর আমাদিগকে নিমজ্জিত করিল। এই শোকসাগর মন্থরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কৈকেয়ী ইহাতে গ্রাহ (জলজন্তু) হইয়াছে। এইজন্য এই সাগর অতিভয়ানক হইয়াছে। পিতঃ! আপনি নিরন্তর যাঁহাকে লালন করিয়াছেন, সেই অতিকোমল শিশুস্বভাব ভরত এইভাবে বিলাপ করিতেছেন। আপনি ইহাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন? ভোজ্য, পানীয়, বস্ত্র, আভরণ প্রভৃতি বিষয়ে আপনি সর্বতোভাবে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেন। এক্ষণে আর কে ঐরূপ করিবে?১১-১৫

আপনি ধার্মিক ও মহাত্মা। এই পৃথিবী আপনার বিরহে বিদীর্ণা হইতেছে না, কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর বিদীর্ণ হওয়ার সময় হইয়াছে। পিতা স্বর্গে গমন করিলেন, আর রাম অরণ্যের আশ্রয় লইলেন। এক্ষণে এই অবস্থায় আমার জীবিত থাকিবার শক্তি নাই, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। আমি ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন অবস্থায় ইক্ষ্বাকুগণপালিতা শূন্যা অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিব না, তপোবনেই প্রবেশ করিব। ভরত ও শত্রুঘ্ন এইভাবে বিলাপ করিতে থাকিলে তাহাদের বিলাপধ্বনি শুনিয়া এবং এইরূপ বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া অনুচরগণ সকলেই অতিমাত্রায় পুনঃ পুনঃ কাতর হইল। বিষণ্ণ ও ভ্রান্ত দুইভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্ন ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।১৬-২০

অনন্তর তাঁহাদের পিতার পুরোহিত সত্ত্বগুণময়-প্রকৃতি সর্বজ্ঞ বশিষ্ঠ ঋষি ভূলুণ্ঠনকারী ভরতকে উঠাইয়া বলিলেন,—শক্তিধর! বৎস! অদ্য ত্রয়োদশদিবস অতীত হইল তোমার পিতার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে অস্থিচয়নপূর্বক চিতাভূমি শোধন করিতে হইবে। ঐ কার্য্যে তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ? এই সংসারে সকল প্রাণীরই তিনটি দ্বন্দ্ব অর্থাৎ অবিশেষ-উৎপত্তি, বৃদ্ধি-হ্রাস ও পরিণাম-বিনাশ সংঘটিত হইয়া থাকে—ইহার অন্যথা হয় না। এই সকল দ্বন্দ্বকে পরিহার করা সম্ভব নয়, সুতরাং ইহাতে তোমার এইরূপ অভিভূত হওয়া উচিত নয়। ঐ সময় তত্ত্বজ্ঞ সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে ভূতল হইতে উঠাইয়া ও সান্ত্বনা প্রদান

সুমন্ত্রশ্চাপি শত্রুঘ্নমুত্থাপ্যাভিপ্রসাদ্য চ।
শ্রাবয়ামাস তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বভূতভবাভবৌ ॥২৪
উত্থিতৌ তৌ নরব্যাঘ্রৌ প্রকাশেতে যশস্বিনৌ।
বর্ষাতপপরিম্লানৌ পৃথগিন্দ্রধ্বজাবিব ॥২৫

অশ্রূণি পরিমৃজন্তৌ রক্তাক্ষৌ দীন-ভাষিণৌ।
অমাত্যাস্ত্বরয়ন্তি স্ম তনয়ৌ চাপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥২৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়া সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বিবৃত করিলেন। অনন্তর যশস্বী নরশ্রেষ্ঠ দুইভ্রাতা ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া বর্ষা ও আতপে মলিন দুইটি ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। সেই সময় রাজপুত্রদ্বয় রক্তনেত্রে অশ্রুপরিত্যাগপূর্বক কাতরভাবে বিলাপ করিতে থাকিলে অমাত্যগণ তাঁহাদিগকে অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন।২১-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[শত্রুঘ্নস্য রোষঃ, বলেন কুব্জামাকৃষ্য শাস্তিদানোপক্রমশ্চ, ভরতবাক্যেন তস্য গ্রীবাদ্বিনিবৃত্তিঃ, মূর্চ্ছিতাবস্থায়াঃ কুব্জায়াঃ কৈকয়ীপদে আশ্রয়গ্রহণঞ্চ।]

অথ যাত্রাং সমীহন্তং শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ।
ভরতং শোকসন্তপ্তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
গতির্যঃ সর্বভূতানাং দুঃখে কিং পুনরাত্মনঃ।
স রামঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ স্ত্রিয়া প্রব্রাজিতো বনম্ ॥২
বলবান্ বীর্য্যসম্পন্নো লক্ষ্মণো নাম যোঽপ্যসৌ।
কিং ন মোচয়তে রামং কৃত্বাপি পিতৃনিগ্রহম্ ॥৩

পূর্বমেব তু বিপ্রাজ্ঞঃ সমবেক্ষ্য নয়ানয়ৌ।
উৎপথং যঃ সমারূঢ়ো মার্দ্যা রাজা বশং গতঃ ॥৪
ইতি সঞ্জল্পমানে তু শত্রুঘ্নে লক্ষ্মণানুজে।
প্রাগ্দ্বারেঽভূৎ তদা কুব্জা সর্বাভরণভূষিতা ॥৫
লিপ্তা চন্দনসারেণ রাজবস্ত্রাণি বিভ্রতী।
বিবিধং বিবিধৈস্তৈস্তৈর্ভূষণৈশ্চ বিভূষিতা ॥৬

অষ্ট সপ্ততিতম সর্গ

[শত্রুঘ্নের রোষ ও বলপূর্বক কুব্জাকে আকর্ষণ করত শাস্তিদানের উপক্রম, ভরতের বাক্যে শত্রুঘ্নের গ্রীবাত্ব হইতে নিবৃত্তি এবং মূর্ছিতাবস্থায় কুব্জার কৈকেয়ী-পদপ্রান্তে আশ্রয়গ্রহণ।]

অনন্তর শোকসন্তপ্ত ভরত রামের নিকট গমন করিতে সঙ্কল্প করিলে পর লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন বলিলেন—যিনি দুঃখের সময়ে সকল প্রাণীরই একমাত্র আশ্রয়, সেই রাম যে দুঃখের সময়ে আপনার আশ্রয় হইতেন, ইহাতে সন্দেহ কি? এমন শক্তিমান্ রাম স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বনে নির্বাসিত হইয়াছেন! লক্ষ্মণ ত বলবান্ ও বীর্য্যবান্ বলিয়া খ্যাত, তবে তিনি পিতাকে নিগৃহীত করিয়া রামকে মুক্ত করিলেন না কেন? রামের নির্বাসনের পূর্বেই রাজা যখন স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নীতিগর্হিত পথ অবলম্বন করেন, তখনই লক্ষ্মণের উচিত ছিল—ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিগ্রহ করা। লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় কুব্জা (মন্থরা) বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।১-৫

মেখলা-দামভিশ্চিত্রৈরন্যৈশ্চ বরভূষণৈঃ।
বভাসে বহুভির্বদ্ধা রজ্জুভিরিব বানরী ॥৭
তাং সমীক্ষ্য তদা ঘাঃস্থো ভৃশং পাপস্য কারিণীম্।
গৃহীত্বা করুণং কুব্জাং শত্রুঘ্নায় ন্যবেদয়ৎ ॥৮
যস্যাঃ কৃতে বনে রামো ন্যস্তদেহশ্চ বঃ পিতা।
সেয়ং পাপা নৃশংসা চ তস্যাঃ কুরু যথামতি ॥৯
শত্রুঘ্নশ্চ তদাজ্ঞায় বচনং ভৃশদুঃখিতঃ।
অন্তঃপুরচরান্ সর্বানিত্যুবাচ ধৃতব্রতঃ ॥১০
তীব্রমুৎপাদিতং দুঃখং ভ্রাতৃণাং মে তথা পিতুঃ।
যথা সেয়ং নৃশংসস্য কর্মণঃ ফলমশ্নুতাম্ ॥১১
এবমুক্ত্বা চ তেনাশু সখীজনসমাবৃতা।
গৃহীতা বলবৎ কুব্জা সা তদ্গৃহমনায়য়ৎ ॥১২

ততঃ সুভৃশসন্তপ্তস্তস্যাঃ সর্বসখীজনঃ।
ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় শত্রুঘ্নং ব্যপলায়ত সর্বশঃ ॥১৩
অমন্ত্রয়ত কৃৎস্নশ্চ তস্যাঃ সর্বঃ সখীজনঃ।
যথায়ং নমুপক্রান্তো নিঃশেষং নঃ করিষ্যতি ॥১৪
সান্ত্বয়োশাং বদান্যাঞ্চ ধর্মজ্ঞাঞ্চ যশস্বিনীম্।
কৌসল্যাং শরণং যামঃ সা হি নোঽস্তি ধ্রুবা গতিঃ ॥১৫
স চ রোষেণ সংবীতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুশাসনঃ।
বিচকর্ষ তদা কুব্জাং ক্রোশন্তীং পৃথিবীতলে ॥১৬
তস্যাং হ্যাকৃষ্যমাণায়াং মন্থরায়াং ততস্ততঃ।
চিত্রং বহুবিধং ভাণ্ডং পৃথিব্যাং তদ্ ব্যশীর্যত ॥১৭
তেন ভাণ্ডেন বিস্তীর্ণং শ্রীমদ্রাজনিবেশনম্।
অশোভত তদা ভূয়ঃ শারদং গগনং যথা ॥১৮

সে অঙ্গে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপন ও রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া যথাস্থানে যথাযোগ্য নানাবিধ ভূষণের দ্বারা ভূষিতা হইয়াছিল। মেখলা (কটিদেশের ভূষণ) ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠভূষণে ভূষিতা কুরূপা ঐ কুব্জা রজ্জুবদ্ধা বানরীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। তখন দৌবারিক ঐ গুরুতর পাপকারিণী কুব্জাকে দেখিতে পাইয়া নির্দয়ভাবে আকর্ষণ করিতে করিতে শত্রুঘ্নের নিকট যাইয়া নিবেদন করিল—যাহার জন্য রাম বনবাসী হইয়াছেন এবং আপনাদের পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই পাপীয়সী নিষ্ঠুরহৃদয়া কুব্জা। আপনি এক্ষণে ইহার প্রতি ইচ্ছামত নিগ্রহ করুন। ধার্মিক নিতান্তদুঃখিত শত্রুঘ্ন দৌবারিকের কথা শুনিয়া কর্তব্যনির্ণয়পূর্বক অন্তঃপুরচারী জনগণকে বলিতে লাগিলেন।৬-১০

এই কুব্জা আমার ভ্রাতৃগণের ও পিতৃদেবের দারুণ দুঃখ উৎপাদন করিয়াছে। এইজন্য এক্ষণে ঐ নিষ্ঠুর কার্য্যের সমুচিত ফলভোগ করুক। এইরূপ বলিয়াই শত্রুঘ্ন সখীগণপরিবেষ্টিতা কুব্জাকে বলপূর্বক ধরিয়া ফেলিলেন। তখন কুব্জা চীৎকার করিয়া সেই গৃহকে প্রতিধ্বনিত করিল। কুব্জার সখীগণ শত্রুঘ্নকে ঐরূপ ক্রুদ্ধ দেখিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হৃদয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। তাহারা সকলে এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিল —শত্রুঘ্ন যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, তিনি অদ্য আমাদের সকলকেই শেষ করিবেন। অতএব এক্ষণে সেই দয়াশীলা সুভাষিণী ধর্মজ্ঞা যশস্বিনী কৌশল্যাদেবীর শরণ লওয়া আমাদের কর্তব্য। তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।১১-১৫

এদিকে শত্রুঘ্নও অতিশয়ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিতা চীৎকাররতা কুব্জাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন কর্তৃক মন্থরা যখন ঐভাবে আকৃষ্যমাণা হইতেছিল, তখন তাহার ভূষণসমূহ শরীর হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। পরমসুন্দর রাজভবন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ভূষণসমূহের দ্বারা নক্ষত্রশোভিত শরৎকালীন আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ বলবান্ শত্রুঘ্ন ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্বক কুব্জাকে গ্রহণ করিলেন এবং কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করত অতিকটুকথা বলিতে লাগিলেন। তখন শত্রুঘ্নের ঐ সকল অতিকর্কশ দুঃখজনক বাক্যে অতি-দুঃখিতা হইয়া কৈকেয়ী শত্রুঘ্নের ভয়ে অতিশয় ভীতা হইলেন এবং ভরতের শরণ লইলেন।১৬-২০

শত্রুঘ্নকে অতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভরত বলিলেন,—স্ত্রীলোক প্রাণিমাত্রেরই অবধ্য। অতএব তুমি ইহাদিগকে ক্ষমা কর। যদি ধার্মিক রাম মাতৃহত্যা বলিয়া আমার

স বলী বলবৎ ক্রোধাদ্ গৃহীত্বা পুরুষর্ষভঃ।
কৈকয়ীমভিনির্ভৎর্স্য বভাষে পরুষং বচঃ ॥১৯
তৈর্বাক্যৈঃ পরুষৈর্দুঃখৈঃ কৈকেয়ী ভৃশদুঃখিতা।
শত্রুঘ্নভয়সন্ত্রস্তা পুত্রং শরণমাগতা ॥২০
তং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ।
অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি ॥২১
হন্তামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্টচারিণীম্।
যদি মাং ধার্মিকো রামো নাসূয়েন্মাতৃঘাতকম্ ॥২২
ইমামপি হতাং কুব্জাং যদি জানাতি রাঘবঃ ॥
ন চ মাং চৈব ধর্মাত্মা নাভিভাষিষ্যতে ধ্রুবম্ ॥২৩

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ।
ন্যবর্তত ততো দোষাৎ তাং মুমোচ চ মূর্চ্ছিতাম্ ॥২৪
সা পাদমূলে কৈকয্যা মন্থরা নিপপাত হ।
নিঃশ্বসন্তী সুদুঃখার্তা কৃপণং বিললাপ হ ॥২৫
শত্রুঘ্নবিক্ষেপবিমূঢ়সংজ্ঞাং
সমীক্ষ্য কুব্জাং ভরতস্য মাতা।
শনৈঃ সমাশ্বাসয়দার্তরূপাং
ক্রৌঞ্চীং বিলগ্নামিব বীক্ষমাণাম্ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥৭৮

প্রতি ক্রুদ্ধ না হইতেন, কিংবা তিরস্কার না করিতেন, তাহা হইলে আমি নিজেই পাপীয়সী দুরাচারপরায়ণা কৈকেয়ীকে এখনই মারিয়া ফেলিতাম। আর, এই কুব্জাকে আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি—এই সংবাদ যদি রাম জানিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ ধর্মাত্মা নিশ্চয়ই তোমার সহিত ও আমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না। ভরতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন স্ত্রীহত্যারূপ পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সংজ্ঞাহীনা কুব্জাকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন মন্থরা কৈকেয়ীর পাদমূলে পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল এবং অতি দুঃখে কাতরা হইয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। শত্রুঘ্নের আকর্ষণের ফলে কুব্জা অচেতনপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলতাপূর্ণ হইয়াছে। এই অবস্থায় সে যন্ত্রবদ্ধ ক্রৌঞ্চীর ন্যায় দৃষ্টিপাত করিতেছে। তখন ভরতমাতা কৈকেয়ী নিজপদতলে পতিতা কুব্জাকে ধীরে ধীরে আশ্বাস দিতে লাগিলেন।২১-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ

[রাজ্যগ্রহণায় ভরতসমীপে মন্ত্রিণাং প্রস্তাবঃ, ভরতেনাভিষেকদ্রব্যাণাং প্রদক্ষিণম্, রাজ্যস্য প্রকৃতাধিকারিণং রামং বনাৎ প্রত্যাবর্তয়িতুং ভরতস্য সঙ্কল্পঃ, তেন সৈন্যসজ্জায় অরণ্যপথনির্মাণায় চ তত্তদাদেশদানঞ্চ।]

ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসেঽথ চতুর্দশে।
সমেত্য রাজকর্তারো ভরতং বাক্যমব্রুবন্ ॥১
গতো দশরথঃ স্বর্গং যো নো গুরুতরো গুরুঃ।
রামং প্রব্রাজ্য বৈ জ্যেষ্ঠং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥২
ত্বমস্য ভব নো রাজা রাজপুত্র মহাযশঃ।
সন্নত্যা নাপরাধ্নোতি রাজ্যমেতন্নয়স্ব নঃ ॥৩
আভিষেচনিকং সর্বমিদমাদায় রাঘব।
প্রতীক্ষতে ত্বাং স্বজনঃ শ্রেণয়শ্চ নৃপাত্মজ ॥৪
রাজ্যং গৃহাণ ভরত পিতৃপৈতামহং ধ্রুবম্।
অভিষেচয় চাত্মানং পাতি চাদ্যেত্যরর্ষভ ॥৫

আভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বা সর্বং প্রদক্ষিণম্।
ভরতস্তু জনং সর্বং প্রত্যুবাচ ধৃতব্রতঃ ॥৬
জ্যেষ্ঠস্য রাজতা নিত্যমুচিতা হি কুলস্য নঃ।
নৈবং ভবদ্ভো মাং বক্তুমর্হন্তি কুশলা জনাঃ ॥৭
রামঃ পূর্বো হি নো ভ্রাতা ভবিষ্যতি মহীপতিঃ।
অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি বর্ষাণি নব পঞ্চ চ ॥৮
যুজ্যতাং মহতী সেনা চতুরঙ্গমহাবলা।
আনয়িষ্যাম্যহং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং রাঘবং বনাৎ ॥৯
আভিষেচনিকং চৈব সর্বমেতদুপস্কৃতম্।
পুরস্কৃত্য গমিষ্যামি রামহেতোর্বনং প্রতি ॥১০

ঊনাশীতিতম সর্গ

[রাজ্যগ্রহণ করিবার জন্য ভরতের নিকট মন্ত্রিগণের প্রস্তাব, ভরত কর্তৃক অভিষেকদ্রব্য প্রদক্ষিণ, রাজ্যের যথার্থ অধিকারী রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার ভরতের সঙ্কল্প এবং তদনিমিত্ত সৈন্য সজ্জিত করিবার জন্য ও অরণ্যপথ নির্মাণ করিবার জন্য আদেশদান।]

অনন্তর চতুর্দশদিবসে প্রভাত-সময়ে রাজকার্য্যনির্বাহকারী অমাত্যগণ মিলিত হইয়া ভরতকে বলিলেন,—যিনি আমাদের গুরু হইতেও অধিক মাননীয় ছিলেন, সেই রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ও মহাবলবান্ লক্ষ্মণকে নির্বাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে এইরাজ্য অভিভাবকহীন। রাজনন্দন! আপনি মহতী কীর্ত্তির অধিকারী। আপনি পিতার অভিপ্রায়ানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিলে অপরাধী হইবেন না (অথবা দৈবশতই রাজ্যবাসীরা অভিভাবকহীন হইয়া অপরাধমূলক কার্য্য করিতেছে না)। রঘুবংশীয় নৃপনন্দন! অমাত্যগণ ও পৌরগণ এই সকল অভিষেকদ্রব্য লইয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! ভরত! আপনি পিতৃপিতামহপালিত স্বাধীন রাজ্য গ্রহণ করুন। নিজেকে অভিষিক্ত করিয়া আমাদিগকে পালন করুন ।১-৫

অমাত্যগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া ধৃতসঙ্কল্প ভরত অভিষেকের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যসমূহকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং সকলকে বলিলেন,—জ্যেষ্ঠের রাজ্যপ্রাপ্তিই আমাদের বংশের সর্ব্বদা উচিত প্রথা—আপনারা সকলে এ বিষয়ে বিশেষ বিদিত আছেন। এইজন্য আমাকে ঐরূপ বলা আপনাদের উচিত নয়। রাম আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, তিনিই রাজা হইবেন। আমি চতুর্দশবৎসর অরণ্যে বাস করিব। আপনারা চতুরঙ্গবলসমন্বিতা মহতী সেনা সজ্জিত করুন। আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতা রঘুনন্দন

তত্রৈব তং নরব্যাঘ্রমভিষিচ্য পুরস্কৃতম্।
আনয়িষ্যামি বৈ রামং হব্যবাহমিবাধ্বরাৎ ॥১১
ন সকামাং করিষ্যামি স্বামিমাং মাতৃগন্ধিনীম্ (ক)।
বনে বৎস্যাম্যহং দুর্গে রামো রাজা ভবিষ্যতি ॥১২
ক্রিয়ন্তাং শিল্পিভিঃ পন্থাঃ সমানি বিষমাণি চ।
রক্ষিণশ্চানুসংযান্তু পথি দুর্গবিচারকাঃ ॥১৩
এবং সম্ভাষমাণং তং রামহেতোর্নৃপাত্মজম্।
প্রত্যূচুর্জনঃ সর্বঃ শ্রীমদ্ বাক্যমনুত্তমম্ ॥১৪
এবং তে ভাষমাণস্য পদ্মা শ্রীরুপতিষ্ঠতাম্।
যদ্ধং জ্যেষ্ঠে নৃপসুতে পৃথিবীং দাতুমিচ্ছসি ॥১৫

অনুত্তমং তদ্বচনং নৃপাত্মজঃ
প্রভাষিতং সংশ্রবণে নিশম্য চ।
প্রহর্ষজাস্তং প্রতি বাষ্পবিন্দবো
নিপেতুরার্য্যাননেত্রসম্ভবাঃ ॥১৬
ঊচুস্তে বচনমিদং নিশম্য হৃষ্টাঃ
সামাত্যাঃ সপরিষদো বিষাদশোকাঃ।
প্রস্থানং নরবর ভক্তিমান্ জনশ্চ
ব্যাদিষ্টস্তব বচনাচ্চ শিল্পিবর্গঃ ॥১৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিব। আপনাদের কর্তৃক আনীত এই সকল অভিষেকদ্রব্য সম্মুখে লইয়া রামকে আনিবার জন্য বনে গমন করিব।৬-১০

ঐ বনেই পুরুষোত্তম রামকে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞশালা হইতে অগ্নির ন্যায় অগ্রে লইয়া আনয়ন করিব। আমি এই মাতৃনামধারিণী মাতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব না। আমি দুর্গম অরণ্যে বাস করিব এবং রামই রাজা হইবেন। এক্ষণে শিল্পিগণ পথ নির্মাণ করুক এবং পথিমধ্যে নিম্নোন্নতস্থানসমূহকে সমতল করুক। পথের দুর্গমস্থানেও গমন করিতে যে সকল রক্ষীরা সমর্থ, তাহারা রক্ষণকার্য্যে অনুগমন করুক। রাজপুত্র ভরত রামের নিমিত্ত এইরূপ বলিতে থাকিলে তত্রত্য সকলেই তাঁহাকে মনোহর উত্তমবাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন—আপনি জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র রামকে পৃথিবী দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং সেইজন্য যে সকল কথা আমার নিকট বলিতেছেন, তদ্দর্শনে পদ্মাসনা লক্ষ্মীদেবী আপনাকে আশ্রয় করুন।১১-১৫

রাজপুত্র ভরতকর্তৃক কথিত ঐরূপ অতিশয় উত্তমবাক্য শুনিয়া সমবেত আমাগণের (ভদ্রমহোদয়গণের) নয়ন হইতে আনন্দাশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তখন অমাত্য ও পারিষদ-সহিত তাহারা শোকশূন্য ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! আপনার আদেশানুসারে অনুরক্ত রক্ষক ও শিল্পিগণকে পথ, নির্মাণের জন্য আদেশ দেওয়া হইল।১৬-১৭

(ক)—পুত্রগন্ধিনীম্।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতমঃ সর্গঃ

[অযোধ্যাতো গঙ্গাতটং যাবৎ বিবিধশিল্পিভিঃ সুরম্যবাসস্থানৈঃ কূপাদিভিশ্চযুক্তস্য রাজমার্গস্য নির্মাণম্]

অথ ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্মবিশারদাঃ।
স্বকর্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা ॥১
কর্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।
তথা বর্ধকয়শ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষতক্ষকাঃ ॥২
সূপকারাঃ সুধাকারা বংশচর্মকৃতস্তথা।
সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরতশ্চ প্রতস্থিরে ॥৩
স তু হর্ষাৎ তমুদ্দেশং জনৌঘো বিপুলঃ প্রযান্।
অশোভত মহাবেগঃ সাগরস্যেব পর্বণি ॥৪
তে স্ববারং সমাস্থায় যন্ত্রকর্মণি কোবিদাঃ।
করণৈর্বিবিধোপেতৈঃ পুরস্তাৎ সম্প্রতস্থিরে ॥৫
লতা বল্লীশ্চ গুল্মাংশ্চ স্থাণূনশ্মন এব চ।
জনাস্তে চক্রিরে মার্গং ছিন্দন্তো বিবিধান্ দ্রুমান্ ॥৬
অবৃক্ষেষু চ দেশেষু কেচিদ্ বৃক্ষানরোপয়ন্।
কেচিৎ কুঠারৈষ্টঙ্কৈশ্চ দাত্রৈশ্ছিন্দন্ কচিৎ কচিৎ ॥৭
অপরে বীরণস্তম্বান্ বলিনো বলবত্তরাঃ।
বিধমন্তি স্ম দুর্গাণি স্থলানি চ ততস্ততঃ ॥৮
অপরেঽপূরয়ন্ কূপান্ পাংশুভিঃ শ্বভ্রমায়তম্।
নিম্নভাগাংস্তথৈবাশু সমাংশ্চক্রুঃ সমন্ততঃ ॥৯
ববন্ধুর্বন্ধনীয়াংশ্চ ক্ষোদ্যান্ সংচুক্ষুদুস্তথা।
বিভিদুর্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্ দেশান্ নরাস্তদা ॥১০

অশীতিতম সর্গ

[অযোধ্যা হইতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত বিবিধশিল্পিগণের দ্বারা সুরম্য বাসস্থান ও কূপাদিযুক্ত রাজপথ নির্মাণ।]

অনন্তর যাহারা (১) পরীক্ষার দ্বারা ভূতলের অধস্তন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, যাহাদের (২) সূত্রের দ্বারা পরিমাণ করিবার দক্ষতা আছে, যাহারা খননপটু শৌর্য্যবান্ খনক, যন্ত্রপরিচালক (৩), বেতনোপজীবী (দৈনন্দিন পারিশ্রমিকজীবী), স্থপতি (৪), যন্ত্রনির্মাণপটু সূত্রধার (৫), মার্গরক্ষক, বৃক্ষচ্ছেদক, পাচক, সুধাকার (৬), বংশকার (৭) ও চর্মকার (৮), তাহারা সকলে পথনির্মাণের জন্য প্রেরিত হইল এবং পরিদর্শনপটু পরিদর্শকগণ তাহাদের অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিল। তখন সেই বিশালজনতা সানন্দে সেই প্রদেশের দিকে গমন করিতে লাগিল। তাহারা পর্বকালীন সমুদ্রের উচ্ছলিত জলরাশির ন্যায় শোভাধারণ করিল। পথনির্মাণদক্ষ পুরুষগণ সমবেত হইয়া খনিত্র (কোদাল) প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণের সহিত অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল।১-৫

তাহারা বিবিধ বৃক্ষ, লতা, পথরোধক শাখাসমূহ, গুল্ম, স্থাণু (শাখা-পল্লবাদিহীন বৃক্ষ) ও প্রস্তরসমূহ ছেদন করিতে করিতে পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষশূন্য স্থানে বৃক্ষরোপণ করিল, কেহ কেহ কুঠার, টঙ্ক (প্রস্তরছেদক অস্ত্র) ও দাত্র (দা) প্রভৃতির দ্বারা ছেদন করিতে করিতে চলিল। বিপুলবলশালী কতিপয় ব্যক্তি দৃঢ়মূল বীরণস্তম্বসমূহ (বেণাতৃণ) উপড়াইয়া উন্নত অবনতস্থলকে সমতল করিতে লাগিল। অন্যান্য অনেকে ধূলিসমূহের দ্বারা কূপ, বৃহৎ গর্ত-সমূহ ও নিম্নস্থলসমূহকে সর্বাতোভাবে অতিশীঘ্র সমতল করিল। তাহারা সেতুবন্ধনযোগ্য স্থানে সেতুনির্মাণ করিল। কঙ্করময় (কাঁকরযুক্ত উচ্চস্থান) স্থানসমূহকে

(১) ভূতত্ত্ববিৎ। (২) সূত্রপরিমাণদক্ষ—আমীন। (৩) যন্ত্রপরিচালক—জলপ্রবাহাদিনিয়ন্ত্রণসমর্থ। (৪) স্থাপতি—প্রধানশিল্পী (ইঞ্জিনীয়ার)। (৫) বর্ধকি—সূত্রধার (ছুতার, বাড়ই)। (৬) সুধাকার—গৃহাদিলেপনকারী (চুনকামকারী)। (৭) বংশকার—বাঁশের দ্বারা ঝুড়ি, ডালা ইত্যাদি নির্মাণকারী। (৮) চর্মকার—অশ্বের জিন ও কূপ-নির্মাণকারী।

অচিরেণ তু কালেন পরিবাহান্ বহূদকান্।
চক্রুর্বহুবিধাকারান্ সাগরপ্রতিমান্ বহূন্ ॥১১
নির্জলেষু চ দেশেষু খানয়ামাসুরুত্তমান্।
উদপানান্ বহুবিধান্ বেদিকাপরিমণ্ডিতান্ ॥১২
সুধাকুট্টিমতলঃ প্রপুষ্পিতমহীরুহঃ।
মত্তোদ্ঘুষ্টদ্বিজগণঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ ॥১৩
চন্দনোদকসংসিক্তো নানাকুসুমভূষিতঃ।
বহ্বশোভত সেনায়াঃ পন্থাঃ সুরপথোপমঃ ॥১৪
আজ্ঞাপ্যাথ যথাজ্ঞপ্তিযুক্তাস্তেঽধিকৃতা নরাঃ।
রমণীয়েষু দেশেষু বহুস্বাদুফলেষু চ ॥১৫
যো নিবেশস্তু ভিপ্রেতো ভরতস্য মহাত্মনঃ।
ভূয়স্তং শোভয়ামাসুর্ভূষাভির্ভূষণোপমম্ ॥১৬
নক্ষত্রেষু প্রশস্তেষু মুহূর্তেষু চ তদ্বিদঃ।
নিবেশান্ স্থাপয়ামাসুর্ভরতস্য মহাত্মনঃ ॥১৭
বহুপাংশুচয়াশ্চাপি পরিখাঃ পরিবারিতাঃ।
তত্রেন্দ্রনীলপ্রতিমাঃ প্রতোলীবরশোভিতাঃ ॥১৮
প্রাসাদমালাসংযুক্তাঃ সৌধপ্রাকারসংবৃতাঃ।
পতাকাশোভিতাঃ সর্বে সুনির্মিতমহাপথাঃ ।১৯
বিসর্পদ্ভিরিবাকাশে (ক) বিটঙ্কাগ্রবিমানকৈঃ।
সমুচ্ছ্রিতৈর্নিবেশাস্তে বভুঃ শক্রপুরোপমাঃ ॥২০
জাহ্নবীং তু সমাসাদ্য বিবিধদ্রুমকাননাম্।
শীতলামলপানীয়াং মহামীনসমাকুলাম্ ॥২১
সচন্দ্র-তারাগণমণ্ডিতং নথা
নভঃ ক্ষপায়ামমলং বিরাজতে।
নরেন্দ্রমার্গঃ স তদা ব্যরাজত
ক্রমেণ রম্যঃ শুভশিল্পনির্মিতঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

চূর্ণিত করিল, জলরোধক উচ্চস্থানসমূহকে জলনির্গমনের জন্য ভেদন করিল।৬ ১০

যেখানে জলোচ্ছ্বাস ছিল, অল্পসময়ের মধ্যে সেই স্থান বন্ধন করিয়া সাগরতুল্য বহুজলশালী বহু জলপ্রবাহ (ক্যানাল) নির্মাণ করিল। জলহীন স্থানে অতিশয় উত্তম নানাবিধ বেদিকাশোভিত সরোবর খনন করিল। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সুধাধবল (চুনকামকরা সাদা) বহু কুটীর নির্মাণ করিল এবং পথের উভয়পার্শ্বে পুষ্পিত বৃক্ষসকল শোভাধারণ করিল। সেখানে মত্ত পক্ষীরা নানাভাবে কূজন করিতে লাগিল। পথের স্থানে স্থানে পতাকার দ্বারা শোভাবিস্তার করা হইল। সমস্ত পথ চন্দনসলিলে সিক্ত ও নানাবিধ পুষ্পে বিভূষিত করা হইল। সেনাগণের গমনের জন্য নির্মিত ঐ পথ দেবপথের ন্যায় অতিশয় শোভাধারণ করিল।১১-১৪

কার্য্যাধ্যক্ষগণ ভরতের আজ্ঞানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অনুচরগণকে আদেশ করিল এবং নানা-প্রকার সুস্বাদুফলবিশিষ্ট রমণীয় স্থানসমূহে মহাত্মা ভরতের মনোহর শিবিরসকল নির্মাণ করিল। অনন্তর নানাবিধ ভূষণের দ্বারা ঐ মনোহর শিবিরসমূহকে অধিকতর শোভিত করিল। জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ শুভমুহূর্তে মহাত্মা ভরতের জন্য শিবিরসকল সংস্থাপন করিলেন। ঐ সকল শিবির সূক্ষ্মবালুকার দ্বারা ও পরিখার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সেখানে ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত প্রতিমাসমূহ শোভিত হইল। উৎকৃষ্ট রথ্যা (প্রশস্তপথ) সমূহের দ্বারা ঐ সকল শিবিরের শোভাবৃদ্ধি হইল। অট্টালিকা-শ্রেণীর দ্বারা পূর্ণ ও অত্যুচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত শিবিরসমূহ পতাকার দ্বারা অলঙ্কৃত হইল। উত্তমপথসমূহ শিবিরের চতুর্দিকে সুন্দরভাবে নির্মিত হইল। আকাশ-স্পর্শী সপ্ততলবিশিষ্ট গৃহসমূহের অগ্রভাগে কপোত-পালিকা সকল বিরাজিত। ঐ সকল শিবির ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভিত হইল।১৫-২০

যাহার তীরদেশে বিবিধ বৃক্ষলতাপূর্ণ অরণ্য রহিয়াছে, যাহার জল নির্মল, শীতল ও বিশালমৎস্যসমূহে পরিপূর্ণ, সেই ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ সুদক্ষ শিল্পিগণ কর্তৃক নির্মিত হইল। ঐ রাজপথ রাত্রিকালে চন্দ্র ও তারকামণ্ডলশোভিত আকাশের ন্যায় শোভান্বিত হইল।২১-২২

পাঠান্তর :—(ক) বিতর্দ্দিভিরিবাকাশে—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতমঃ সর্গঃ

[প্রাতঃ মঙ্গলবাদ্যধ্বনিশ্রবণেন ভরতস্য দুঃখপ্রকাশঃ বিলাপশ্চ ; সভামধ্যে বসিষ্ঠস্যাগমনম্, ততস্তত্র ভরতং নেতুং দূতপ্রেষণে মন্ত্রিভ্যঃ তস্যানুমতিদানঞ্চ ।]

ততো নান্দীমুখীং রাত্রিং ভরতং সূতমাগধাঃ ।
তুষ্টুবুঃ সবিশেষজ্ঞাঃ স্তবৈর্মঙ্গলসংস্তবৈঃ ॥১
সুবর্ণকোণাভিহতঃ প্রাণদস্যামদুন্দুভিঃ ।
দধ্মুঃ শঙ্খাংশ্চ শতশো বাস্যাংশ্চোচ্চাবচস্বরান্ ॥২
স তূর্য্যঘোষঃ সুমহান্ দিবমাপূরয়ন্নিব ।
ভরতং শোকসন্তপ্তং ভূয়ঃ শোকৈরবস্তরৎ ॥৩
ততঃ প্রবুদ্ধো ভরতস্তং ঘোষং সংনিবর্ত্য চ ।
নাহং রাজেতি চোক্ত্বা তং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ ॥৪
পশ্য শত্রুঘ্ন কৈকেয্যা লোকস্যাপকৃতং মহৎ ।
বিসৃজ্য ময়ি দুঃখানি রাজা দশরথো গতঃ ॥৫
অস্যৈষা (ক) ধর্মরাজস্য ধর্মমূলা মহাত্মনঃ ।
পরিভ্রমতি রাজশ্রীর্নৌরিবাকর্ণিকা জলে ॥৬
যো হি নঃ সুমহান্ নাথঃ সোঽপি প্রব্রাজিতো বনে ।
অনয়া ধর্মমুৎসৃজ্য মাত্রা মে রাঘবঃ স্বয়ম্ ॥৭
ইত্যেবং ভরতং দীক্ষ্য বিলপন্তমচেতনম্ ।
কৃপণা রুরুদুঃ সর্বাঃ সুস্বরং যোষিতস্তদা ॥৮
তথা তস্মিন্ বিলপতি বসিষ্ঠো রাজধর্মবিৎ ।
সভামিক্ষ্বাকুনাথস্য প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥৯
শাতকুম্ভময়ীং রম্যাং মণি-হেমসমাকুলাম্ ।
সুধর্মামিব ধর্মাত্মা সগণঃ প্রত্যপদ্যত ॥১০

একাশীতিতম সর্গ

[প্রাতঃকালে মঙ্গলবাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভরতের দুঃখপ্রকাশ ও বিলাপ, সভামধ্যে বশিষ্ঠের আগমন, তারপর সেই সভায় ভরতকে আনিবার জন্য দূতপ্রেষণে মন্ত্রিগণকে বশিষ্ঠদেবের অনুমতি দান ।]

বশিষ্ঠ যে দিবসে ভরতের অভিষেক হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বরাত্রি কিংবা রামকে আনয়ন করিবার জন্য যে দিবসে উদ্‌যোগ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই রাত্রি অতীত হইতেছে দেখিয়া যথাযোগ্যস্তুতিবিষয়ে অভিজ্ঞ সূত ও মাগধগণ (স্তুতি-পাঠক) মঙ্গলময় স্তবসমূহের দ্বারা ভরতের স্তব করিতে লাগিল। প্রহরে প্রহরে যে দুন্দুভি বাদিত হইয়া থাকে, তাহা সুবর্ণদণ্ডের আঘাতে বাদিত হইতে লাগিল। শতশত শঙ্খ ও নানাপ্রকারধ্বনিবিশিষ্ট বাদ্যসমূহ ধ্বনিত হইতে থাকিল। সেই গম্ভীর বাদ্যধ্বনি যেন আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল এবং তাহা শোকসন্তপ্ত ভরতকে অতিশয় শোককাতর করিয়া তুলিল। অনন্তর ভরত প্রবুদ্ধ হইয়া (জাগরিত হইয়া, অথবা প্রকৃত ঘটনা বুঝিয়া) "আমি রাজা নহি" এইরূপ বলিয়া বাদ্যধ্বনি করিতে নিষেধ করিলেন। ধ্বনি-নিবারণপূর্বক তিনি শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—শত্রুঘ্ন ! দেখ, কৈকেয়ী লোকের অতিশয় অপকার করিয়াছেন। আমার উপর সমস্ত দুঃখ নিক্ষেপ করিয়া রাজা দশরথ পরলোকে গমন করিলেন। সেই ধর্মরাজ মহাত্মা দশরথের ধর্মমূলা রাজশ্রী জলে নাবিকহীনা নৌকার মত পরিভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ সময়ে যিনি আমাদের সুমহান্ রক্ষক ও আশ্রয় ছিলেন, আমার এই মাতা ধর্মত্যাগ পূর্বক স্বয়ং সেই রঘুনন্দন রামকে বনে নির্বাসিত করিয়াছেন। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অচেতন-প্রায় ভরতকে দেখিয়া মহিলাগণ দুঃখিতচিত্তে করুণভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভরত বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় রাজনীতিবিৎ মহাযশস্বী বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনাথের সভায় প্রবেশ করিলেন। ধর্মাত্মা বশিষ্ঠ শিষ্যগণের সহিত সুবর্ণনির্মিত মণিকাঞ্চনখচিত পরম-মনোহর সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। ঐ সভা সুধর্মার (দেবসভার) ন্যায় অতিসুন্দর ।৬-১০

পাঠান্তর :—(ক) ত্বস্যৈষা—।

স কাঞ্চনময়ং পীঠং স্বস্ত্যাস্তরণসংবৃতম্।
অধ্যাস্ত সর্ববেদজ্ঞো দূতানমুশশাস চ ॥১১
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ যোধানমাত্যান্ গণবল্লভান্।
ক্ষিপ্রমানয়তাব্যগ্রাঃ কৃত্যমাত্যয়িকং হি নঃ ॥১২
সরাজপুত্রং শত্রুঘ্নং ভরতঞ্চ যশস্বিনম্।
যুধাজিতং সুমন্ত্রঞ্চ যে চ তত্র হিতা জনাঃ ॥১৩
ততো হলহলাশব্দো মহান্ সমুদপদ্যত।
রথৈরশ্বৈর্গজৈশ্চাপি জনানামুপগচ্ছতাম্ ॥১৪

সর্ববেদবিশারদ মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বস্তিকাকার মণ্ডল-সদৃশ আস্তরণে • আবৃত স্বর্ণময়পীঠে উপবেশন করিয়া দূতগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সৈনিক ও সেনানায়কগণকে এইস্থানে অতিশীঘ্র আনয়ন কর। এক্ষণে আমাদের অবিলম্বে করণীয় কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা যশস্বী ভরতকে, শত্রুঘ্নকে, অন্যান্য রাজপুত্রগণকে, যুধাজিৎকে ও সুমন্ত্রকে আনয়ন কর। বশিষ্ঠের এইরূপ আদেশ হইলে পর রথ, অশ্ব ও হস্তীতে আরোহণপূর্বক সকলে আসিতে লাগিলেন।

• স্বস্তিকাকার মণ্ডলসদৃশ আস্তরণ—স্বস্তিকাচিহ্নিত ও তাদৃশাকৃতিবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট আবরণ-বস্ত্র।

ততো ভরতমায়ান্তং শতক্রতুমিবামরাঃ।
প্রত্যনন্দন্ প্রকৃতয়ো যথা দশরথং তথা ॥১৫
হ্রদ ইব তিমি-নাগসংবৃতঃ
তিমিতজলো মণি-শঙ্খ-শর্করঃ।
দশরথসুতশোভিতা সভা
সদশরথেব বভূব সা পুরা ॥১৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

তাহাতে তুমুল হলহলাশব্দ (কোলাহল) উত্থিত হইল। অনন্তর ভরত আসিলেন। ইন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া দেবগণ যেমন অভিনন্দিত করেন, ভরতকে আসিতে দেখিয়া প্রজাগণ সেইরূপে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। প্রজাগণ পূর্বে দশরথকে যেভাবে অভিনন্দিত করিতেন, ভরতকেও সেইভাবে অভিনন্দিত করিলেন। দশরথনন্দন ভরতের দ্বারা শোভিত সেই সভাগৃহ পূর্বে দশরথের দ্বারা যেমন শোভিত হইত, সেইরূপ শোভান্বিত হইল। সভাসদ্‌গণের দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় সেই সভাগৃহ তিমি-নাগপূর্ণ ও মণিশঙ্খ-শর্করসমন্বিত স্থির ও শান্ত সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।১১-১৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাশীতিতমঃ সর্গঃ

[রাজ্যাভিষিক্তায় ভরতং প্রতি রাজপুরোহিতস্য বসিষ্ঠস্যাদেশঃ, অনৌচিত্য-প্রদর্শনপূর্বকং তত্র ভরতস্যাস্বীকারঃ রামং বনাৎ প্রত্যাবর্তয়িতুং বনযাত্রোদ্যমায় সর্বান্ প্রতি ভরতস্য নির্দেশশ্চ ।]

তামার্য্যগণসম্পূর্ণাং ভরতঃ প্রত্যহাং সভাম্ ।
দদর্শ বুদ্ধিসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্রাং নিশামিব ॥১
আসনানি যথান্যায়মার্য্যাণাং বিশতাং তদা ।
বস্ত্রাঙ্গরাগপ্রভয়া দ্যোতিতা সা সভোত্তমা ॥২
সা বিদ্বজ্জনসম্পূর্ণা সভা শুশুভে তথা ।
অদৃশ্যত ঘনাপায়ে পূর্ণচন্দ্রেব শর্বরী ॥৩
রাজস্তু প্রকৃতীঃ সর্বাঃ স সম্প্রেক্ষ্য চ ধর্মবিৎ ।
ইদং পুরোহিতো বাক্যং ভরতং হ্যুবাচ তৎ ॥৪
তাত রাজা দশরথঃ স্বর্গতো ধর্মমাচরন্ ।
ধন-ধান্যবতীং স্ফীতাং প্রদায় পৃথিবীং তব ॥৫

রামস্তথা সত্যবৃত্তিঃ সতাং ধর্মমনুস্মরন্ ।
নাজহাৎ পিতুরাদেশং শশী জ্যোৎস্নামিবোদিতঃ ॥৬
পিত্রা ভ্রাত্রা চ তে দত্তং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।
তদ্ভুঙ্ক্ষ্ব মুদিতামাত্যঃ ক্ষিপ্রমেবাভিষেচয় ॥৭
উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেবলাঃ ।
কোট্যোঽপরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তু তে ॥৮
তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং শোকেনাভিপরিপ্লুতঃ ।
জগাম মনসা রামং ধর্মজ্ঞো ধর্মকাঙ্ক্ষয়া ।৯
সবাষ্পকলয়া বাচা কলহংসনিস্বনো যুবা ।
বিললাপ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতম্ ॥১০

দ্বাশীতিতম সর্গ

[রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ার জন্য ভরতের প্রতি রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের আদেশ, অনৌচিত্য প্রদর্শন-পূর্বক ভরতের তাহাতে অস্বীকার এবং রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশে বনযাত্রার আয়োজন করিবার নিমিত্ত সকলের প্রতি ভরতের আদেশ দান ।]

অনন্তর বুদ্ধিমান্ ভরত দেখিলেন যে, বশিষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা অধিষ্ঠিতা ও অন্যান্য আর্য্যজনপূর্ণা ঐ সভা পূর্ণচন্দ্রশোভিতা রাত্রির ন্যায় শোভা পাইতেছে। সভাপ্রবিষ্ট আর্য্যগণ যথারীতি নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলে তাঁহাদের অঙ্গরাগ ও বস্ত্রের শোভায় শোভিতা ঐ মহতী সভা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শরৎ-কালে পূর্ণচন্দ্র-সমন্বিতা রজনী যেরূপ শোভাধারণ করে, বিদ্বজ্জনের সমাগমে ঐ সভা সেইরূপ শোভাধারণ করিয়াছিল। অনন্তর রাজপুরোহিত ধর্মবিৎ বশিষ্ঠ রাজার প্রজাবর্গকে অবলোকন করিয়া মৃদুস্বরে ভরতকে বলিলেন,—বৎস! ভরত! রাজা দশরথ ধনধান্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ এই রাজ্য তোমাকে প্রদান করিয়া ধর্মাচরণ করিতে করিতে স্বর্গগমন করিয়াছেন ।১-৫

সত্যনিষ্ঠ রাম সাধুগণের সেবিত ধর্ম সর্বদা স্মরণ করেন। সেইজন্য উদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাকে পরিত্যাগ করেনা, সেইরূপ রামও পিতার আদেশ পরিত্যাগ করেন নাই ।৬

এইভাবে পিতা ও ভ্রাতা তোমাকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। তুমি অমাত্যগণকে আনন্দিত করিয়া এই রাজ্য ভোগ কর এবং অতিসত্বর অভিষিক্ত হও। উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বদেশবাসী নরপতিগণ, সমুদ্রবর্তী দ্বীপে বাসকারী ও অন্যান্য সিংহাসনহীন সাধারণ নরপতিগণ তোমাকে কোটি কোটি রত্ন উপহার প্রদান করুক। ধর্মজ্ঞ ভরত এইরূপ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন এবং নিজধর্মলাভের আশায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিলেন। কলহংসতুল্য-

চরিতব্রহ্মচর্য্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ।
ধর্মে প্রযতমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধো হরেৎ ॥১১
কথং দশরথাজ্জাতো ভবেদ্ রাজ্যাপহারকঃ।
রাজ্যং চাহঞ্চ রামস্য ধর্মং বক্তুমিহার্হসি ॥১২
জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্মাত্মা দিলীপ-নহুষোপমঃ।
লব্ধুমর্হতি কাকুৎস্থো রাজ্যং দশরথো যথা ॥১৩
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং কুর্য্যাং পাপমহং যদি।
ইক্ষ্বাকূণামহং লোকে ভবেয়ং কুলপাংসনঃ ॥১৪
যদ্ধি মাত্রা কৃতং পাপং নাহং তদপি রোচয়ে।
ইহস্থো বনদুর্গস্থং নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৫
রামমেবানুগচ্ছামি স রাজা দ্বিপদাং বরঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং রাঘবো রাজ্যমর্হতি ॥১৬
তদ্বাক্যং ধর্মসংযুক্তং শ্রুত্বা সর্বে সভাসদঃ।
ধর্মাত্মনি মহাত্মন্যপি রামে নিহিতচেতসঃ ॥১৭
যদি ত্বার্য্যং ন শক্ষ্যামি বিনিবর্ত্তয়িতুং বনাৎ।
বনে তত্রৈব বৎস্যামি যথার্য্যো লক্ষ্মণস্তথা ॥১৮
সর্বোপায়ং তু বর্তিষ্যে বিনিবর্ত্তয়িতুং বলাৎ।
সমক্ষমার্য্যমিশ্রাণাং সাধূনাং গুণবর্তিনাম্ ॥১৯
বিষ্টিকর্মান্তিকাঃ সর্বে মার্গশোধক-দক্ষকাঃ।
প্রস্থাপিতা ময়া পূর্বং যাত্রা চ মম রোচতে ॥২০
এবমুক্ত্বা তু ধর্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
সমীপস্থমুবাচেদং সুমন্ত্রং মন্ত্রকোবিদম্ ॥২১
তূর্ণমুত্থায় গচ্ছ ত্বং সুমন্ত্র মম শাসনাৎ।
যাত্রামাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং বলং চৈব সমানয় ॥২২
এবমুক্তঃ সুমন্ত্রস্তু ভরতেন মহাত্মনা।
প্রহৃষ্টঃ সোঽভিশৎ সর্বং যথাসন্দিষ্টমিষ্টবৎ ॥২৩
তাঃ প্রহৃষ্টাঃ প্রকৃতয়ো বলাদাক্ষ্য বলস্য চ।
শ্রুত্বা যাত্রাং সমাজ্ঞপ্তাং রাঘবস্য নিবর্তনে ॥২৪

কণ্ঠস্বর যুবক ভরত সভামধ্যে বাষ্পগদ্গদস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের নিন্দা করিলেন।৭-১০

ভরত বলিলেন,—যিনি ব্রহ্মচর্য্যপালনপূর্বক বিদ্যাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছেন এবং সর্বদা ধর্মাচরণে প্রযত্নশীল রহিয়াছেন, সেই প্রাজ্ঞ রামের এই রাজ্য মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি হরণ করিবে? যে ব্যক্তি দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে কিরূপে রাজ্যহরণকারী হইবে? এই রাজ্যও রামের এবং আমিও রামের। মুনিবর! এইস্থলে ধর্মানুমোদিত বাক্য বলাই আপনার কর্তব্য। দিলীপ-নহুষতুল্য ধর্মাত্মা রাম জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। তিনিই দশরথের ন্যায় এই রাজ্যলাভের যোগ্য। আমি যদি অসাধুসেবিত স্বর্গবিরোধী এইরূপ পাপকার্য্য (রাজ্যগ্রহণ) করি, তাহা হইলে আমি ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্কস্বরূপ হইব। আমার মাতা যে পাপকার্য্য করিয়াছেন, আমি তাহা অনুমোদন করি না। আমি এইস্থানে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে অরণ্যরূপ দুর্গমস্থানে অবস্থিত রামকে প্রণাম করিতেছি।১১-১৫

আমি রামেরই অনুগমন করিব। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রামই এই রাজ্যের রাজা। রঘুনন্দন রাম ত্রিলোকের রাজা হইবার যোগ্য। সেই সভায় অবস্থিত সভাসদ্‌গণ রামের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ভরতের ঐরূপ ধর্মসঙ্গত বাক্য শুনিয়া তাঁহারা সকলে আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। "আমি যদি আর্য্য রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারি, তাহা হইলে আর্য্য লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও সেই বনেই বাস করিব। আমি সদ্‌গুণশালী সৎস্বভাব শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের সমক্ষেই রামকে বন হইতে বলপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করিব। আমি বৈতনিক, অবৈতনিক, সমস্ত পথনির্মাণ-নিপুণ ব্যক্তিদিগকে পথনির্মাণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছি। এক্ষণে আমার যাওয়াই অভিপ্রেত।"১৬-২০

ধর্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসল ভরত এইরূপ বলিয়া সমীপে অবস্থিত মন্ত্রণাকুশল সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি আমার আদেশানুসারে শীঘ্র উঠিয়া যাও। সকলকে আমার গমন-বার্তা জানাইয়া সৈন্যগণকে সত্বর আনয়ন কর। মহাত্মা ভরত এইরূপ বলিলে পর সুমন্ত্র সানন্দে অভীষ্টসংবাদের ন্যায় সকলকে ভরতের আদেশ জানাইলেন। রামকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সৈন্য-

ততো যোধাঙ্গনাঃ সর্বা ভর্তৄন্ সর্বান্ গৃহে গৃহে।
যাত্রাগমনমাজ্ঞায় ত্বরয়ন্তি স্ম হর্ষিতাঃ ॥২৫
তে হয়ৈর্গোরথৈঃ শীঘ্রং স্যন্দনৈশ্চ মনোজবৈঃ।
সহযোধিদ্‌বলাধ্যক্ষা বলং সর্বমচোদয়ন্ ॥২৬
সজ্জং তু তদ্ বলং দৃষ্ট্বা ভরতো গুরুসন্নিধৌ।
রথং মে ত্বরয়স্বেতি সুমন্ত্রং পার্শ্বতোঽব্রবীৎ ॥২৭
ভরতস্য তু তদ্বাক্যং পরিগৃহ্য প্রহর্ষিতঃ।
রথং গৃহীত্বোপযযৌ যুক্তং পরমবাজিভিঃ ॥২৮
স রাঘবঃ সত্যধৃতিঃ প্রতাপবান্
ব্রুবন্ সুযুক্তং দৃঢ়সত্যবিক্রমঃ।
গুরুং মহারণ্যগতং যশস্বিনং
প্রসাদয়িষ্যন্ ভরতোঽব্রবীৎ তদা ॥২৯
ত্বরং ত্বমুত্থায় সুমন্ত্র গচ্ছ
বলস্য যোগায় বলপ্রধানান্।
আনেতুমিচ্ছামি হি তং বনস্থং
প্রসাদ্য রামং জগতো হিতায় ॥৩০
স সূতপুত্রো ভরতেন সম্যগ্
আজ্ঞাপিতঃ সম্পরিপূর্ণকামঃ।
শশাস সর্বান্ প্রকৃতিপ্রধানান্
বলস্য মুখ্যাংশ্চ সুহৃজ্জনস্য ॥৩১
ততঃ সমুত্থায় কুলে কুলে তে
রাজন্য-বৈশ্যা বৃষলাশ্চ বিপ্রাঃ।
অযুযুজন্নুষ্ট্রররথান্ খরাংশ্চ
নাগান্ হয়াংশ্চৈব কুলপ্রসূতান্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

দিগকেও যাত্রা করিতে আদেশ করা হইয়াছে শুনিয়া প্রজাগণ ও সেনাধ্যক্ষগণ আনন্দিত হইলেন। তখন সৈন্যগণের স্ত্রীগণ নিজ নিজ গৃহে পতিগণকে রামের প্রত্যাবর্তনের জন্য যাইতে ত্বরান্বিত করিতে লাগিল। ঐ সময় তাহারা সকলে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল।২১-২৫

সৈন্যাধ্যক্ষগণ অশ্ব, শকট ও মনের ন্যায় দ্রুতগামী রথদ্বারা সমস্ত সৈন্যগণকে নিজ নিজ পক্ষের সহিত যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। এইভাবে সৈন্যগণকে গমনোদ্যত দেখিয়া বশিষ্ঠের নিকটে উপবিষ্ট ভরত পার্শ্ববর্তী সুমন্ত্রকে বলিলেন,—আমার রথ সত্বর আনয়ন কর। সুমন্ত্র এইরূপ বাক্য শুনিয়া ভরতের আজ্ঞানুসারে উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ সানন্দে আনয়ন করিলেন। রঘুনন্দন ভরত অতিশয় ধৈর্য্যবান্। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও বিক্রম অতীব প্রশংসনীয়। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী। পূজ্য মহারণ্যগত যশস্বী রামকে প্রসন্ন করিয়া ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছায় তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! আমি অরণ্যস্থিত রামকে প্রসন্ন করিয়া জগতের হিতের জন্য এই স্থানে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং তুমি উঠিয়া শীঘ্র যাও। সৈন্যগণকে প্রস্তুত করিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষগণকে আদেশ দাও। সূতপুত্র সুমন্ত্র ভরতকর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হইয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং প্রধান প্রধান প্রজা, সেনাধ্যক্ষ ও স্বজনগণকে ঐ আদেশ জানাইলেন। অনন্তর গৃহে গৃহে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ উৎসাহান্বিত হইয়া উষ্ট্র, রথ, গর্দ্দভ, হস্তী ও সৎকুলজাত অশ্বসকল সজ্জিত করিলেন।২৬-৩২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ

[ভরতস্য বনযাত্রা, শৃঙ্গবেরপুরে রাত্রিযাপনঞ্চ ।]

ততঃ সমুত্থিতঃ কল্যমাস্থায় স্যন্দনোত্তমম্ ।
প্রযযৌ ভরতঃ শীঘ্রং রামদর্শনকাম্যয়া ॥১
অগ্রতঃ প্রযযুস্তস্য সর্বে মন্ত্রি-পুরোহিতাঃ ।
অধিরুহ্য হয়ৈর্যুক্তান্ রথান্ সূর্য্যরথোপমান্ ॥২
নব নাগসহস্রাণি কল্পিতানি যথাবিধি ।
অন্বযুর্ভরতং যান্তমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্ ॥৩
ষষ্টী রথসহস্রাণি ধন্বিনো বিবিধাযুধাঃ ।
অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাজপুত্রং যশস্বিনম্ ॥৪
শতং সহস্রাণ্যশ্বানাং সমারূঢ়ানি রাঘবম্ ।
অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাজপুত্রং যশস্বিনম্ ॥৫
কৈকেয়ী চ সুমিত্রা চ কৌসল্যা চ যশস্বিনী ।
রামানয়নসন্তুষ্টা যযুর্যানেন ভাস্বতা ।৬
প্রযাতাশ্চার্য্যসঙ্ঘাতা রামং দ্রষ্টুং সলক্ষ্মণম্ ।
তস্যৈব চ কথাশ্চিত্রাঃ কুর্বাণা হৃষ্টমানসাঃ ॥৭
মেঘশ্যামং মহাবাহুং স্থিরসত্ত্বং দৃঢ়ব্রতম্ ।
কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং জগতঃ শোকনাশনম্ ॥৮
দৃষ্ট এব হি নঃ শোকমপনেষ্যতি রাঘবঃ ।
তমঃ সর্বস্য লোকস্য সমুদ্যন্নিব ভাস্করঃ ॥৯
ইত্যেবং কথযন্তস্তে সম্প্রহৃষ্টাঃ কথাঃ শুভাঃ ।
পরিষ্বজানাশ্চান্যোন্যং যযুর্নাগরিকাস্তদা ॥১০
যে চ তত্রাপরে সর্বে সম্মতা যে চ নৈগমাঃ ।
রামং প্রতি যযুর্হৃষ্টাঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ শুভাঃ ॥১১
মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ ।
সূত্রকর্মবিশেষজ্ঞা যে চ শাস্ত্রোপজীবিনঃ ॥১২

ত্র্যশীতিতম সর্গ

[ভরতের বনযাত্রা ও শৃঙ্গবেরপুরে রাত্রিযাপন ।]

অনন্তর ভরত প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্বক রামদর্শনাভিলাষে সত্বর প্রস্থান করিলেন। অমাত্য ও পুরোহিতগণ সকলে অশ্বযোজিত সূর্য্যরথতুল্যপ্রভাশালী রথসমূহে আরোহণ করিয়া ভরতের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। যথারীতি সুসজ্জিত নবসহস্র (নয় হাজার) হস্তী গমনকারী ইক্ষ্বাকুতনয় ভরতের অনুগামী হইল। এতদ্ভিন্ন ষাট্‌হাজার রথে ধনুর্ধারী ও নানাবিধ অস্ত্রধারী বীরগণ অনুগামী হইল এবং একলক্ষ অশ্বে আরোহণকারী সৈন্যগণও যশস্বী রাজপুত্রের অনুগমন করিল।১-৫

কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও যশস্বিনী কৌশল্যা রামকে আনয়ন করিবার জন্য সন্তুষ্ট হইয়া উজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্বক গমন করিলেন। অন্যান্য আর্য্যব্যক্তিগণ রামবিষয়ক নানাপ্রকার আলোচনা করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে লক্ষ্মণসহিত রামকে দেখিবার জন্য গমন করিতে লাগিলেন। "আমরা কবে স্নেহের ন্যায় শ্যামলকান্তি জিতেন্দ্রিয় মহাবাহু রামকে বনে দেখিতে পাইব? তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প ও সকলের শোকনাশকারী। উদীয়মান সূর্য্য যেমন সকললোকের অন্ধকার নাশ করেন, রাম আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া সেইরূপ সকল শোক নাশ করিবেন।" অযোধ্যাবাসী নাগরিকগণ সানন্দে এইরূপ শুভবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে করিতে গমন করিলেন।৬-১০

অযোধ্যার অবস্থিত প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বণিক্‌সমূহ ও রাজানুগত প্রজাবর্গ রামের উদ্দেশে সানন্দে গমন করিল। মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, সূত্রকর্মনিপুণ তন্তুবায়, শস্ত্রনির্মাণকারী কর্মকার, ময়ূরপুচ্ছনির্মিত-ব্যজননির্মাণকারী, ক্রকচ (করাত)-ব্যবসায়ী, মণিমুক্তাদি-ছিদ্রকারী, কাচ প্রভৃতি নির্মাতা, বস্ত্রব্যবসায়ী, গৃহলেপনকারী, গন্ধবণিক্, বিখ্যাত স্বর্ণকার, কম্বল-নির্মাণকারী, স্নাপক (যাহারা স্নান করায়), অশ্ব-সংবাহনকারী, চিকিৎসক, ধূপব্যবসায়ী, মদ্যব্যবসায়ী,

মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রোচকাস্তথা।
নন্তকারাঃ সুধাকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ ॥১৩

সুবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতাস্তথা কম্বলকারকাঃ।
স্নাপকোচ্ছোদকা বৈদ্যা ধূপকাঃ শৌণ্ডিকাস্তথা ॥১৪

রজকাস্তন্তবায়াশ্চ গ্রামঘোষমহত্তরাঃ।
শৈলূষাশ্চ সহ স্ত্রীভির্যান্তি কৈবর্তকাস্তথা ॥১৫

সমাহিতা বেদবিদো ব্রাহ্মণা বৃত্তসম্মতাঃ।
গোরথৈর্ভরতং যান্তমনুজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥১৬

সুবেশাঃ শুক্লবসনাস্তাম্রমৃষ্টানুলেপিনঃ।
সর্বে তে বিবিধৈর্যানৈঃ শনৈর্ভরতমন্বয়ুঃ ॥১৭

প্রহৃষ্টমুদিতা সেনা সান্বয়াং কৈকেয়ীসুতম্।
ভ্রাতুরানয়নে যান্তং ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্ ॥১৮

তে গত্বা দূরমধ্বানং রথযানাশ্বকুঞ্জরৈঃ।
সমাসেদুস্ততো গঙ্গাং শৃঙ্গবেরপুরং প্রতি ॥১৯

যত্র রামসখা বীরো গুহো জ্ঞাতিগণৈর্বৃতঃ।
নিবসত্যপ্রমাদেন দেশং তং পরিপালয়ন্ ॥২০

উপেত্য তীরং গঙ্গায়াশ্চক্রবাকৈরলঙ্কৃতম্।
ব্যবতিষ্ঠত সা সেনা ভরতস্যানুযায়িনী ॥২১

নিরীক্ষ্যানুস্থিতাং সেনাং তাঞ্চ গঙ্গাং শিবোদকাম্।
ভরতঃ সচিবান্ সর্বানব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ ॥২২

নিবেশয়ত মে সৈন্যমভিপ্রায়েণ সর্বতঃ।
বিশ্রান্তাঃ প্রতরিষ্যামঃ স্ব ইমাং সাগরঙ্গমাম্ ॥২৩

জ্ঞাতুঞ্চ তাবদিচ্ছামি স্বর্গতস্য মহীপতেঃ।
ঔর্ধ্বদেহনিমিত্তার্থমবতীর্যোদকং নদীম্ ॥২৪

তস্যৈবং ব্রুবতোঽমাত্যাস্তথেত্যুক্ত্বা সমাহিতাঃ।
ন্যবেশয়ংস্তাংশ্ছন্দেন যেন যেন পৃথক্ পৃথক্ ॥২৫

নিবেশ্য গঙ্গামনু তাং মহানদীং
চমূং বিধানৈঃ পরিবর্হশোভিনীম্।
উবাস রামস্য তদা মহাত্মনো
বিচিন্তয়ানো ভরতো নিবর্তনম্ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

রজক, তুন্নবায় (সীবনকারী—যাহারা বস্ত্রাদি সীবন বা সেলাই করে), গ্রামস্থ ও আভীরপল্লীস্থ প্রধানব্যক্তি, নট (অভিনেতা) ও কৈবর্তগণ সকলে নিজ নিজ পত্নীর সহিত গমন করিল।১১-১৫

চরিত্রের দ্বারা পূজার্হ সমাহিতচিত্ত বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ বৃষযোজিত রথে আরোহণপূর্বক দলে দলে (সহস্র-সহস্র-সংখ্যায়) ভরতের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তাহাদের সকলের সুন্দর বেশ, শুক্ল বস্ত্র ও তাম্রবর্ণ বিশুদ্ধ অনুলেপন ছিল। তাহারা সকলে পরিষ্কৃত যানে আরোহণ করিয়া ভরতের অনুগমন করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল কৈকেয়ীতনয় ভরত যখন নিজ ভ্রাতা রামকে আনয়ন করিবার জন্য গমন করিতেছিলেন, তখন অতিশয় আনন্দিত সৈন্যগণও তাঁহার অনুগমন করিল। তাহারা সকলে রথ, শকট, অশ্ব ও হস্তীর দ্বারা বহুদূর গমন করিয়া শৃঙ্গবেরপুরের সমীপে গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন। রামের সখা বীর গুহ জ্ঞাতিগণ-সহিত সাবধানে থাকিয়া যে দেশ প্রতিপালন করিতে করিতে বাস করিতেছেন, সকলে তথায় উপনীত হইলেন।১৬-২০

চক্রবাকশোভিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া ভরতের অনুগামী সৈন্যগণ গমনে বিরত হইল। তাহাদিগকে গমননিবৃত্ত ও পুণ্যসলিলা গঙ্গাকে দেখিয়া বাক্যপটু ভরত মন্ত্রিগণকে বলিলেন—অদ্য এইস্থানে বিশ্রাম করিব এবং আগামী কল্য এই সাগরগামিনী গঙ্গার পরপারে যাইব। অতএব আমার সৈন্যগণকে তাহাদের অভিপ্রায়ানুসারে চতুর্দিকে সন্নিবেশিত কর। আমি নদীতে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গগত মহারাজের পারলৌকিক তৃপ্তির জন্য তর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। ভরত এইরূপ বলিলে অমাত্যগণ "তথাস্তু" (তাহাই হউক) বলিয়া অবহিতচিত্তে সৈন্যদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সন্নিবেশিত করিলেন। সেই মহানদী গঙ্গার তীরে তূণাদিশোভিত সৈন্যগণকে সন্নিবেশিত করিয়া মহাত্মা রামের প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করিতে করিতে ভরত সেই স্থানে বাস করিলেন।২১-২৬

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ

[নিষাদরাজ-গুহস্য ভরতসৈন্যদর্শনম্, রামেণ সহ যুদ্ধাভিযানমাশঙ্ক্য তস্য স্বীয়-জ্ঞাতীন্ প্রতি যুদ্ধায় সন্নদ্ধুং নির্দেশঃ, উপহারদ্রব্যৈঃ সহ ভরতসমীপে তস্য গমনম্, আতিথ্যং স্বীকর্তুং ভরতসমীপে তস্যানুরোধশ্চ।]

ততো নিষিক্তাং ধ্বজিনীং গঙ্গামন্বাশ্রিতাং নদীম্।
নিষাদরাজো দৃষ্ট্বৈব জ্ঞাতীন্ স পরিতোঽব্রবীৎ ॥১
মহতীয়মিতঃ সেনা সাগরাভা প্রদৃশ্যতে।
নাস্যান্তমবগচ্ছামি মনসাপি বিচিন্বতন্ ॥২
যদা হ্যু খলু দুর্বুদ্ধির্ভরতঃ স্বয়মাগতঃ।
স এষ হি মহাকায়ঃ কোবিদারধ্বজো রথে ॥৩
বন্ধরিষ্যতি বা পাশৈরথ বাস্মান্ বধিষ্যতি।
অনু দাশরথিং রামং পিত্রা রাজ্যাদ্ বিবাসিতম্ ॥৪
সম্পন্নাং শ্রিয়মন্বিচ্ছংস্তস্য রাজ্ঞঃ সুদুর্লভাম্।
ভরতঃ কৈকয়ীপুত্রো হন্তুং সমধিগচ্ছতি ॥৫
ভর্তা চৈব সখা চৈব রামো দাশরথির্মম।
তস্যার্থকামাঃ সন্নদ্ধা গঙ্গানূপেঽত্র তিষ্ঠত ॥৬
তিষ্ঠন্তু সর্বদাসাশ্চ গঙ্গামন্বাশ্রিতা নদীম্।
বলমুক্তা নদীরক্ষা মাংস-মূল-ফলাশনাঃ ॥৭
নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাং তিষ্ঠত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥৮
যদি তুষ্টস্য ভরতো রামস্যেহ ভবিষ্যতি।
ইমং স্বস্তিমতী সেনা গঙ্গামদ্য তরিষ্যতি ॥৯
ইত্যুক্ত্বোপায়নং গৃহ্য মৎস্য-মাংস-মধূনি চ।
অভিচক্রাম ভরতং নিষাদাধিপতির্গুহঃ ॥১০

চতুরশীতিতম সর্গ

[নিষাদরাজ গুহের ভরতসৈন্য দর্শন ও রামের সহিত যুদ্ধাভিধানের আশঙ্কা করিয়া স্বীয় জ্ঞাতিগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবার আদেশ দান, উপহার-সামগ্রী লইয়া ভরতের নিকট গুহের গমন ও আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য ভরতের নিকট গুহের অনুরোধ।]

অনন্তর চতুরঙ্গ (হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি) সৈন্যগণ গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া চতুর্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া নিষাদরাজ গুহ জ্ঞাতিদিগকে বলিলেন,—এই গঙ্গাতীরে সাগরসদৃশী মহতী সেনা দেখিতেছি। আমি মনে চিন্তা করিয়াও ইহার অন্ত অবগত হইতে পারিতেছি না। ঐ রথে বিশাল কোবিদার-ধ্বজ (১) রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে দুর্বুদ্ধি (২) ভরত স্বয়ং আসিয়াছে। এই ভরত আমাদিগকে পাশদ্বারা বদ্ধ করিবে, কিংবা নিহত করিবে। অনন্তর দশরথকর্তৃক রাজ্য হইতে নির্বাসিত রামকে নিহত করিবার জন্য গমন করিবে। কৈকেয়ীপুত্র ভরতের এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছে যে, সে মহারাজ দশরথের দুর্লভ রাজশ্রী সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবে।১-৫

কিন্তু দশরথতনয় রাম আমার সখা ও প্রভু। তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তোমরা সকলে সন্নদ্ধ হইয়া গঙ্গাতীরে অবস্থান কর। মাংস ও ফলমূলভোজী বলবান্ দাসগণ গঙ্গাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তথায় অবস্থান করুক। পাঁচশত নৌকাবহনযোগ্য শত শত কৈবর্তগণ ও শত শত যুবক যোদ্ধারা সজ্জিত হইয়া অবস্থান করুক। এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া গুহ বলিলেন,—যদি ভরত রামের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে এই মহতী সেনা অদ্য নির্বিঘ্নে গঙ্গাপারে যাইতে পারিবে। এইরূপ বলিয়া নিষাদপতি গুহ মৎস্য, মাংস ও মধু উপঢৌকন গ্রহণপূর্বক ভরতের নিকট গমন করিলেন।৬-১০

---

(১) কোবিদার-ধ্বজ —ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণের পরিচায়ক চিহ্নবিশিষ্ট পতাকা। কোবিদার-শব্দের অর্থ রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ।

(২) রামের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই এইরূপ বলা হইয়াছে।

তমাগান্তং তু সম্প্রেক্ষ্য সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ভরতায়াচচক্ষেঽথ সমন্ত্রজ্ঞো বিনীতবৎ ॥১১
এষ জ্ঞাতিসহস্রেণ স্বপতিঃ পরিবারিতঃ।
কুশলো দণ্ডকারণ্যে বৃদ্ধো ভ্রাতুশ্চ তে সখা ॥১২
তস্মাৎ পশ্যতু কাকুৎস্থ স্বাং নিষাদাধিপো গুহঃ।
অসংশয়ং বিজানীতে যত্র তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৩
এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা সুমন্ত্রাদ্ ভরতঃ শুভম্।
উবাচ বচনং শীঘ্রং গুহঃ পশ্যতু মামিতি ॥১৪
লব্ধানুজ্ঞাং সম্প্রহৃষ্টো জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
আগম্য ভরতং প্রহ্বো গুহো বচনমব্রবীৎ ॥১৫
নিকৃষ্টশ্চৈব দেশোঽয়ং রক্ষিতাশ্চাপি তে বয়ম্।
নিবেদয়াম তে সর্বং স্বকে দাসগৃহে বস ॥১৬
অস্তি মূলফলং চৈতন্নিষাদৈঃ স্বয়মর্জিতম্।
আর্দ্রং শুষ্কং তথা মাংসং বন্যং চোচ্চাবচং তথা ॥১৭
আশংসে স্বাশিতা সেনা বৎস্যত্যেনাং বিভাবরীম্।
অর্চিতো বিবিধৈঃ কামৈঃ স্বঃ সসৈন্যো গমিষ্যসি ॥১৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

যথাসময়ে কার্য্যানুষ্ঠানে নিপুণ প্রতাপশালী সূতপুত্র সুমন্ত্র গুহকে আসিতে দেখিয়া বিনীতভাবে ভরতকে বলিলেন,—জ্ঞাতিসহস্রে পরিবৃত সাধুতম বৃদ্ধ নিষাদপতি গুহ আপনার ভ্রাতা রামের সখা। ইনি দণ্ডকারণ্যের সকল বৃত্তান্তই জানেন। এই সময় রাম-লক্ষ্মণ যেখানে আছেন, তাহা ইনি নিশ্চয়ই জানেন। কাকুৎস্থ! এইজন্য এই গুহ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করুন। সুমন্ত্রের নিকট এইরূপ শুভ বাক্য শুনিয়া ভরত বলিলেন,—গুহ শীঘ্রই আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। জ্ঞাতিগণপরিবৃত গুহ ভরতের অনুমতি পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভরতের নিকট যাইয়া অতিনম্রভাবে বলিলেন।১১-১২

এখানে আগমনের পূর্বে আপনি আমাদিগকে কোনরূপ আজ্ঞা প্রদান করেন নাই, ইহাতে অনুগ্রহদানে আমাদিগকে রক্ষিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমি আপনাকে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করিতেছি। আমার এই স্থান গৃহোদ্যানতুল্য। আপনি নিজের মনে করিয়া এই দাসগৃহে অবস্থান করুন। নিষাদগণ কর্তৃক স্বহস্তে সংগৃহীত ফলমূল, আর্দ্র ও শুষ্কমাংস এবং বনজাত অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য রহিয়াছে। আমি প্রার্থনা করি যে, আপনার সৈন্যগণ উত্তমরূপে আহার করত এই রাত্রি অতিবাহিত করুক। আপনিও কাম্যবস্তু দ্বারা মৎকর্তৃক অর্চিত হউন। পরে আগামীকল্য সসৈন্যে গমন করিবেন।১৩-১৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ

[গুহেন সহ ভরতস্যালাপঃ, তস্য শোকশ্চ ।]

এবমুক্তস্তু ভরতো নিষাদাধিপতিং গুহম্ ।
প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং হেত্বর্থসংহিতম্ ॥১
ঊর্জিতঃ খলু তে কামঃ কৃতো মম গুরোঃ সখে ।
যো মে ত্বমীদৃশীং সেনামভ্যর্চয়িতুমিচ্ছসি ॥২
ইত্যুক্ত্বা স মহাতেজা গুহং বচনমুত্তমম্ ।
অব্রবীদ্ ভরতঃ শ্রীমান্ পন্থানং দর্শয়ন্ পুনঃ (ক) ॥৩
কতরেণ গমিষ্যামি ভরদ্বাজাশ্রমং যথা ।
গহনোঽয়ং ভৃশং দেশো গঙ্গানূপো দুরত্যয়ঃ ॥৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গুহো গহনগোচরঃ ॥৫
দাশাস্ত্বনুগমিষ্যন্তি দেশজ্ঞাঃ সুসমাহিতাঃ ।
অহং চানুগমিষ্যামি রাজপুত্র মহাবল ॥৬
কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ।
ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে ॥৭
তমেবমভিভাষন্তমাকাশ ইব নির্মলঃ ।
ভরতঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা গুহং বচনমব্রবীৎ ॥৮
মা ভূৎ স কালো যৎ কষ্টং ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি ।
রাঘবঃ স হি মে ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো মতঃ ॥৯
তং নিবর্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনম্ ।
বুদ্ধিরন্যা ন মে কার্য্যা গুহ সত্যং ব্রবীমি তে ॥১০
স তু সংহৃষ্টবদনঃ শ্রুত্বা ভরতভাষিতম্ ।
পুনরেবাব্রবীদ্ বাক্যং ভরতং প্রতি হর্ষিতঃ ॥১১
ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি ভুবতীতলে ।
অগত্বাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি ॥১২

পঞ্চাশীতিতম সর্গ

[গুহের সহিত ভরতের আলাপ ও তাহার শোক ।]

নিষাদপতি গুহ এইরূপ বলিলে পর মহাপ্রাজ্ঞ ভরত তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বাক্য বলিলেন—গুহ ! তুমি আমার গুরুর সখা। তোমার অভিপ্রায় অতি মহান্। তুমি যে আমার এই মহতী সেনার আতিথ্য-সৎকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার সৎকার করা হইল। মহাতেজা শ্রীমান্ ভরত এইরূপ উত্তমবাক্যে গুহকে প্রশংসিত করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা নিজগন্তব্যপথ দেখাইতে দেখাইতে পুনর্বার তাঁহাকে বলিলেন—গঙ্গাসলিল-প্লাবিত এই দেশ অতিগহন ও দুর্গম। আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে, আমি কোন্ পথে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে গমন করিতে পারিব ? বুদ্ধিমান্ রাজপুত্র ভরতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া নিষিড়নবাসী গুহ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—মহাবল রাজপুত্র ! আমি আপনার অনুগমন করিব। এই প্রদেশের সকলবিষয়ে অভিজ্ঞ দাসগণ সাবধান হইয়া আপনার অনুগমন করিবে : কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা এই যে, সর্বজনসুখজনক-কর্মকারী রামের প্রতি কোনরূপ দুষ্টভাব লইয়া আপনি যাইতেছেন না ত ? আপনার এই মহতী সেনা আমার যেন আশঙ্কা উৎপাদন করিতেছে। গুহ এইরূপ বলিতে থাকিলে আকাশের ন্যায় নির্মলস্বভাব ভরত মধুরবাক্যে তাঁহাকে বলিলেন,—এইরূপ কষ্টজনক সন্দেহ উপস্থিত হয়, তেমন কাল যেন না আসে। তুমি আমাকে ঐরূপ আশঙ্কা করিও না। রঘুনন্দন রাম আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কিন্তু আমি তাঁহাকে পিতৃসম মনে করি। আমি বনবাসী কাকুৎস্থনন্দন রামকে ফিরাইবার জন্য যাইতেছি। আমি শপথ করিয়া সত্যকথা বলিতেছি। গুহ ! তুমি বিপরীত আশঙ্কা করিও না ।১-১০

পাঠান্তর :—(ক) ইত্যুক্তা স মহাতেজাঃ পন্থানং দর্শয়ন্ পুনঃ ।
অব্রবীদ্ ভরতঃ শ্রীমান্ নিষাদাধিপতিং পুনঃ ।

শাশ্বতী খলু তে কীর্তির্লোকাননুচরিষ্যতি।
যস্ত্বং কৃচ্ছ্রগতং রামং প্রত্যানয়িতুমিচ্ছসি ॥১৩
এবং সম্ভাষমাণস্য গুহস্য ভরতং তদা।
বভৌ নষ্টপ্রভঃ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্ত্তত ॥১৪
সংনিবেশ্য স তাং সেনাং গুহেন পরিতোষিতঃ।
শত্রুঘ্নেন সমং শ্রীমাঞ্ছয়নং পুনরাগমৎ ॥১৫
রামচিন্তাময়ঃ শোকো ভরতস্য মহাত্মনঃ।
উপস্থিতো ঘনশ্যস্য ধর্মপ্রেক্ষস্য তাদৃশঃ ॥১৬
অন্তর্দাহেন দহনঃ সন্তাপয়তি রাঘবম্।
বনদাহাগ্নিসন্তপ্তং গূঢ়োঽগ্নিরিব পাদপম্ ॥১৭
প্রসৃতঃ সর্বগাত্রেভ্যঃ স্বেদঃ শোকাগ্নিসম্ভবঃ।
যথা সূর্য্যাংশুসন্তপ্তো হিমবান্ প্রসৃতো হিমম্ ॥১৮
ধ্যাননির্দগ্ধশৈলেন বিনিঃশ্বসিতধাতুনা।
দৈন্যপাদপসঙ্ঘেন শোকাদ্রিসমধিষ্ঠিনা ॥১৯
প্রমোহানন্তসত্ত্বেন সন্তাপৌষধিবেণুনা।
আক্রান্তো দুঃখশৈলেন মহতা (ক) কৈকয়ীসুতঃ ॥২০
বিনিঃশ্বসন্ বৈ ভৃশদুর্মনাস্ততঃ
প্রমূঢ়সংজ্ঞঃ পরমাপদং গতঃ।
শমং ন লেভে হৃদয়জ্বরাদিতো
নরর্ষভো যূথহতো যথর্ষভঃ ॥২১
গুহেন সার্ধং ভরতঃ সমাগতো
মহানুভাবঃ সজনঃ সমাহিতঃ।
সুদুর্মনাস্তং ভরতং তদা পুন-
র্গুহঃ (খ) সমাশ্বাসয়দগ্রজং প্রতি ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

ভরতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া গুহ প্রসন্নমুখে আনন্দিতচিত্তে ভরতকে পুনর্বার বলিলেন,—আপনি ধন্য। পৃথিবীতে আপনার তুল্য কাহাকেও দেখি না, যেহেতু, আপনি অখণ্ডনীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনি যে ক্লেশপ্রাপ্ত রামকে ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার অক্ষয়কীর্তি সর্বলোকে ব্যাপ্ত হইবে। গুহ ভরতকে এইভাবে বলিতে লাগিলেন, এমন সময় সূর্যকিরণ বিলুপ্ত হইল এবং রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীমান্ ভরত গুহকর্তৃক পরিতোষিত হইয়া সৈন্যগণকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর শত্রুঘ্নের সহিত শয্যায় শয়ন করিলেন।১১-১৫

সেই সময় দুঃখভোগের অযোগ্য ধর্মনিরত মহাত্মা ভরতের রামচিন্তা-জনিত এমন শোক উপস্থিত হইল, যাহা বর্ণনা করা যায় না। কোটরস্থ অগ্নি দাবানলসন্তপ্ত বৃক্ষকে যেমন দগ্ধ করে, শোকাগ্নি সেইভাবে অন্তর্দাহের দ্বারা রঘুনন্দন ভরতকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল। সূর্য্যতাপে তাপিত হিমালয় হইতে যেমন হিমজল ক্ষরিত হয়, শোকাগ্নিতাপিত ভরতের সর্বাঙ্গ হইতে সেইরূপ স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল। ঐ সময় কৈকেয়ীতনয় ভরত দুঃখরূপী পর্বতের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। রামের জন্য চিন্তাই ঐ দুঃখরূপী পর্বতের কঠিন প্রস্তর, দীর্ঘশ্বাসই—ধাতুস্রাব, দীনভাবই—বৃক্ষসমূহ, শোকজনিত মানসিক অবসাদই—শৃঙ্গস্বরূপ, অতিশয় মোহই ঐ পর্বতের প্রাণিসমূহ এবং সন্তাপই ঐ পর্বতস্থিত ওষধি ও বেণু। এইরূপ ভয়ঙ্কর দুঃখপর্বতের আঘাতে ভরতের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হইয়া পড়িল।১৬-২০

এইরূপে বিষমবিপদে পতিত নরশ্রেষ্ঠ ভরত অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। মানসজ্বরে অভিভূত হইয়া তিনি যূথভ্রষ্ট বৃষভের ন্যায় কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তখন মহানুভব ভরত সমাহিতচিত্তে সপরিবারে গুহের সহিত মিলিত হইলেন। ভরতের দুঃখ দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত গুহ রামের কথার দ্বারা তাঁহাকে ধীরে ধীরে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।২১-২২

পাঠান্তর :—(ক) —দহতা—। (খ) ঘনঃ—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ

[নিষাদরাজ-গুহেন লক্ষ্মণস্য রামভক্তের্মনোবাধায়াশ্চ বর্ণনম্ ।]

আচচক্ষেঽথ সদ্ভাবং লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ ।
ভরতায়াপ্রমেয়ায় গুহো গহনগোচরঃ ॥১
তং জাগ্রতং গুণৈর্যুক্তং বরচাপেষুধারিণম্ ।
ভ্রাতৃগুপ্ত্যর্থমত্যন্তমহং লক্ষ্মণমব্রুবম্ ॥২
ইয়ং তাত সুখা শয্যা স্বদর্থমুপকল্পিতা ।
প্রত্যাস্বদিহি শেষাস্যাং সুখং রাঘবনন্দন ॥৩
উচিতোঽয়ং জনঃ সর্বো দুঃখানাং ত্বং সুখোচিতঃ ।
ধর্মাত্মংস্তস্য গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামহে বয়ম্ ॥৪
নহি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি কশ্চন ।
মোঽসুকো ভূর্ত্র বৌমোতদথ সত্যং ব্রবাগ্রতঃ ॥৫
অস্য প্রসাদাল্লোকেঽস্মিন্ পুমহদ্ যশঃ ।
ধর্মাবাপ্তিঞ্চ বিপুলামর্থ-কামৌ চ কেবলৌ ॥৬
সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া ।
রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্বৈঃ স্বৈর্জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥৭
নহি মেঽবিদিতং কিঞ্চিদ্ বনেঽস্মিংশ্চরতঃ সদা ।
চতুরঙ্গং হ্যপি বলং প্রসহেম বয়ং যুধি ॥৮
এবমস্মাভিরুক্তেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।
অনুনীতা বয়ং সর্বে ধর্মমেবানুপশ্যতা ॥৯
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া ।
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতানি সুখানি বা ॥১০
যো ন দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি ।
তং পশ্য গুহ সংবিষ্টং তৃণেষু সহ সীতয়া ॥১১
মহতা তপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরিশ্রমৈঃ ।
একো দশরথস্যেহ পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ ॥১২

ষড়শীতিতম সর্গ

[নিষাদরাজ গুহকর্তৃক লক্ষ্মণের রামভক্তি ও মনোবেদনা বর্ণন ।]

বনবাসী গুহ অপরিমিতগুণসম্পন্ন ভরতের নিকট রামের প্রতি মহাত্মা লক্ষ্মণের সদ্ভাবের কথা বলিতে লাগিলেন। গুণশালী লক্ষ্মণ রামের রক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক জাগিয়া রহিলে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—তাত! রঘুনন্দন! আপনার জন্য এই সুখদায়িনী শয্যা রচনা করা হইয়াছে। আপনি আশ্বস্ত হউন এবং এই শয্যায় সুখে শয়ন করুন। ধর্মাত্মন্! আপনি সুখভোগের যোগ্য। আমরা দুঃখসহনে অভ্যস্ত। অতএব আমরাই রামের রক্ষার জন্য জাগিয়া রহিব। আমি আপনার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি যে, এই সংসারে রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই। আপনি রামের রক্ষার জন্য রাত্রিজাগরণে উৎসুক হইবেন না।১-৫

আমি রামের অনুগ্রহে ইহলোকে বিপুল যশ, ধর্ম, অর্থ ও কামলাভের প্রত্যাশা করি। অতএব আমি সকল জ্ঞাতিগণের সহিত ধনুর্ধারী হইয়া সীতার সহিত শয়নকারী প্রিয়সখা রামকে রক্ষা করিব। আমি সর্বদা বনে বিচরণ করিয়া থাকি সুতরাং এখানের কিছুই আমার অবিদিত নাই। আমি যুদ্ধে চতুরঙ্গ সৈন্যের বেগও সহন করিতে সমর্থ। আমরা সকলে লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে পর মহাত্মা লক্ষ্মণ স্বধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে অনুনয় করিয়া বলিলেন—দশরথনন্দন রাম সীতার সহিত ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে আমি কিরূপে নিদ্রা কিংবা জীবনোপায়-ভূত সুখভোগ করিতে পারিব ৬-১০

গুহ! দেখ, সকল দেবতা ও দানবেরা মিলিত হইয়াও যুদ্ধে যাঁহার বীর্য সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, সেই রাম সীতার সহিত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। মহারাজ দশরথ মহতী তপস্যা ও বিবিধ পরিশ্রমের ফলে এই রামকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন। ইনি তাঁহার

অস্মিন্ প্রব্রাজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি।
বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥১৩
বিনষ্ট সুমহানাদং শ্রমেণোপরতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নির্ঘোষো বিরতো নূনমস্ত রাজনিবেশনে ॥১৪
কৌসল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম।
নাশংসে যদি তে সর্বে জীবেয়ুঃ শর্বরীমিমাম্ ॥১৫
জীবেদপি চ মে মাতা শত্রুঘ্নস্যাগবেক্ষয়া।
দুঃখিতা যা হি কৌসল্যা বীরসূর্বিনশিষ্যতি ॥১৬
অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্।
রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে বিনশিষ্যতি ॥১৭
সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃদ্ধং তস্মিন্ কালে হ্যুপস্থিতে।
প্রেতকার্য্যেষু সর্বেষু সংস্করিষ্যন্তি ভূমিপম্ ॥১৮
রম্যচত্বরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
হর্ম্যপ্রাসাদসম্পন্নাং সর্বরত্নবিভূষিতাম্ ॥১৯
গজাশ্ব-রথসংবাধাং তূর্যনাদবিনোদিতাম্।
সর্বকল্যাণসম্পূর্ণাং হৃষ্ট-পুষ্ট-জনাকুলাম্ ॥২০
আরামোদ্যানসম্পূর্ণাং সমাজোৎসবশালিনীম্।
সুখিতা বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্মম ॥২১
অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্ধং কুশলিনা বয়ম্।
নিবৃত্তে সময়ে অস্মিন্ সুখিতাঃ প্রবিশেমহি ॥২২
পরিদেবয়মানস্য তস্যৈবং হি মহাত্মনঃ।
তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শর্বরী সাত্যবর্তত ॥২৩
প্রভাতে বিমলে সূর্য্যে কারয়িত্বা জটা উভৌ।
অস্মিন্ ভাগীরথীতীরে স্বয়ং সন্তারিতৌ ময়া ॥২৪
জটাধরৌ তৌ দ্রুমচীরবাসসৌ
মহাবলৌ কুঞ্জরযূথপোপমৌ।
বরেষুধী-চাপধরৌ পরন্তপৌ
ব্যপেক্ষমাণৌ সহ সীতয়া গতৌ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥

সর্বসুলক্ষণবিশিষ্ট একমাত্র পুত্র। এই রাম নির্বাসিত হওয়ায় মহারাজ বেশীদিন বাঁচিবেন না। আমার মনে হয় যে, এই পৃথিবী শীঘ্রই বিধবা হইবে। রাজমহিষীগণ সমস্ত দিবস উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া শ্রান্ত হওয়ায় নিবৃত্ত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই এক্ষণে সমস্ত অন্তঃপুর নিঃশব্দ হইয়াছে। আমি আশা করিতে পারি না যে, কৌসল্যাদেবী, মহারাজ দশরথ ও আমার জননী সুমিত্রা-দেবী,—ইঁহারা এই রাত্রি জীবিত থাকিবেন।১০-১৫

আমার মাতা শত্রুঘ্নকে দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিতেও পারেন, কিন্তু বীরপুত্রপ্রসবিনী কৌসল্যা এইরূপে দুঃখে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। পিতৃদেব রামকে রাজ্যদান করিয়া যে সকল মনোরথ পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। তিনি রামকে রাজপদে বসাইতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। সেই সময় উপস্থিত হইলে পিতা যখন পরলোকগমন করিবেন, তখন যাহারা প্রেত-কার্য্য-অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহার সংস্কার করিবে, তাহারাই ধন্য। যাহারা আমার পিতার রাজধানীতে বিচরণ করিবে, তাহারাই সুখী। ঐ রাজধানী রমণীয়চত্বর-সমন্বিতা, সুবিভক্ত রাজপথসমূহে শোভিতা, হর্ম্য ও প্রাসাদে পূর্ণ, রত্নসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্তা, তূর্য্যধ্বনিতে মুখরিতা, সর্বপ্রকার কল্যাণজনক দ্রব্যে পরিপূর্ণা ও হৃষ্টপুষ্ট জনগণের দ্বারা পরিব্যাপ্তা। ঐ রাজধানী উদ্যান ও উপবনে পূর্ণা এবং সামাজিক উৎসবে সুশোভিতা। এই রাজধানীতে বাসকারী ব্যক্তিরা সকলেই সুখী। চতুর্দশবৎসর অন্তে ব্রতপালনের পর সত্যপ্রতিজ্ঞ সুস্থশরীর রামের সহিত নিরাপদে আমরা ঐ অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব তো? ১৬-২২

রাজপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ ধনুর্বাণহস্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং এইভাবেই ঐ রাত্রি অতিবাহিত হইল। অনন্তর নির্মল প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইলে পর এই ভাগীরথীতীরে উভয়ে জটা নির্মাণ করাইলেন। পরে আমি তাঁহাদিগকে অনায়াসে গঙ্গাপার করাইয়া দিলাম। জটাধারী, বৃক্ষবল্কল-পরিধানকারী এবং মহাবলবান্ দুইভ্রাতা হস্তিযূথপতিতুল্য ও শত্রুদমনকারী। তাঁহারা উভয়ে উৎকৃষ্ট ধনু ও তূণধারণপূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে সীতার সহিত গমন করিলেন।২৩-২৫

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ

[ভরতস্য মূর্ছা, তেন গুহস্য শত্রুঘ্নস্য মাতৃণাঞ্চ দুঃখম্, সংজ্ঞা-লাভাৎ পরং শ্রীরামপ্রভৃতীনাং ভোজন-শয়নাদিবিষয়ে ভরতস্য জিজ্ঞাসা, গুহস্য তদ্বর্ণনঞ্চ ।]

গুহস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতো ভৃশমপ্রিয়ম্ ।
ধ্যানং জগাম তত্রৈব যত্র তচ্ছ্রুতমপ্রিয়ম্ ॥১
সুকুমারো মহাসত্ত্বঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষস্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥২
প্রত্যাশ্বস্য মুহূর্তং তু কালং পরমদুর্মনাঃ ।
সসাদ সহসা তোত্রৈর্হতি বিদ্ধ ইব দ্বিপঃ ॥৩
ভরতং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা বিবর্ণবদনো গুহঃ ।
বভূব ব্যথিতস্তত্র ভূমিকম্পে যথা দ্রুমঃ ॥৪
তদবস্থং তু ভরতং শত্রুঘ্নোঽনন্তরস্থিতঃ ।
পরিষ্বজ্য রুরোদোচ্চৈর্বিসংজ্ঞঃ শোককর্শিতঃ ॥৫
ততঃ সর্বাঃ সমাপেতুর্মাতরো ভরতস্য তাঃ ।
উপবাসকৃশা দীনা ভর্তৃব্যসনকর্শিতাঃ ॥৬
তাশ্চ তং পতিতং ভূমৌ রুদত্যঃ পর্য্যবারয়ন্ ।
কৌসল্যা ত্বনুসন্তোনং দুর্মনাঃ পরিষস্বজে ॥৭
বৎসলা বৎসং যথা বৎসমুপগুহ্য তপস্বিনী ।
পরিপপ্রচ্ছ ভরতং রুদতী শোকলালসা ॥৮
পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে ।
অস্মিন্ রাজকুলস্যাগ্র্যে হ্যদ্যানঘ হি জীবিতম্ ॥৯
ত্বাং দৃষ্ট্বা পুত্র জীবামি রামে সত্যাশ্রয়ে গতে ।
বৃত্তে দশরথে রাজ্ঞি নষ্টে চক্ষুষ্মতি ত্বয়ি ॥১০

সপ্তাশীতিতম সর্গ

[ভরতের মূর্ছা, সেইজন্য গুহ, শত্রুঘ্ন ও মাতৃগণের দুঃখ, সংজ্ঞালাভান্তে শ্রীরামপ্রভৃতির ভোজন-শয়নাদি বিষয়ে ভরতের জিজ্ঞাসা ও গুহকর্তৃক তদ্বর্ণন ।]

ভরত গুহের নিকট অতি অপ্রিয় (রাম-লক্ষ্মণের জটাধারণ) বাক্য শুনিলেন। যেস্থানে বসিয়া তিনি ঐ সংবাদ শুনিলেন, সেইস্থানেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি অতিকোমল ও মহাবলবান্। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় সিংহের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত ও বাহুদ্বয় অতিবিশাল। তাঁহার নয়নদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। তিনি যুবা ও প্রিয়দর্শন। ঐ সময় তিনি মুহূর্তের জন্য আশ্বস্ত হইয়া অতিদুঃখিতচিত্তে সহসা অঙ্কুশবিদ্ধ হস্তীর ন্যায় পুনর্বার অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভরতকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া গুহ বিষণ্ণমুখ হইলেন এবং ভূমিকম্প হইলে বৃক্ষ যেমন ব্যথিত হয়, সেইরূপ ব্যথিত হইলেন। ভরতকে ঐরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া পার্শ্ববর্তী শত্রুঘ্ন শোকবিহ্বল ও অচেতনপ্রায় হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।১-৫

তখন উপবাসকৃশাঙ্গী পতিবিরহদুঃখিতা দীন-ভাবাপন্ন ভরতের জননীরা সকলে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। রোদন করিতে করিতে তাঁহারা সকলে ভূপতিত ভরতকে বেষ্টন করিলেন। কৌসল্যা অতিদুঃখিতচিত্তে ভরতের নিকট যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পুত্রবৎসলা শোকাকুলা তপস্বিনী কৌসল্যা নিজপুত্রের ন্যায় ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—পুত্র! কোন ব্যাধি তোমার শরীরকে পীড়িত করিতেছে না ত? এক্ষণে এই রাজবংশের অস্তিত্ব তোমার অধীন। লক্ষ্মণের সহিত রাম বনে গিয়াছে, রাজা দশরথ পরলোকে গিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার দিকে তাকাইয়াই বাঁচিয়া আছি। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি।৬-১০

কচ্চিন্ন লক্ষ্মণে পুত্র শ্রুতং তে কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।
পুত্রে বা ত্বেকপুত্রায়াঃ সহভার্য্যে বনং গতে ॥১১
স মুহূর্তং সমাশ্বস্ত রুদন্নেব মহাযশাঃ।
কৌসল্যাং পরিসান্ত্যেদং গুহং বচনমব্রবীৎ ॥১২
ভ্রাতা মে কাবসদ্ রাত্রৌ ক সীতা ক চ লক্ষ্মণঃ।
অস্বপচ্ছয়নে কস্মিন্ কিং ভুক্ত্বা গুহ শংস মে ॥১৩
সোঽব্রবীদ্ ভরতং হৃষ্টো নিষাদাধিপতির্গুহঃ।
যথিবং প্রতিপেদে চ রামে প্রিয়হিতেঽতিথৌ ॥১৪
অন্নমুচ্চাবচং ভক্ষ্যাঃ ফলানি বিবিধানি চ (ক)
রামারাভ্যবহারার্থং বহুশোঽপকৃতং ময়া ॥১৫
তৎ সর্বং প্রত্যনুজ্ঞাসীদ্ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ন হি তৎ প্রত্যগৃহ্ণাৎ স ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্ ॥১৬
ন হ্যস্মাভিঃ প্রতিগ্রাহ্যং সখে দেয়ং তু সর্বদা।
ইতি তেন বয়ং সর্বে অনুনীতা মহাত্মনা ॥১৭
লক্ষ্মণেন যদানীতং পীতং বারি মহাত্মনা।
ঔপবাস্যং তদাকার্ষীদ্ রাঘবঃ সহ সীতয়া ॥১৮
ততস্তু জলশেষেণ লক্ষ্মণোঽপ্যকরোৎ তদা।
বাগ্‌যতাস্তে ত্রয়ঃ সন্ধ্যাং সমুপাসন্ত সংহিতাঃ ॥১৯
সৌমিত্রিস্তু ততঃ পশ্চাদকরোৎ স্বাস্তরং শুভম্।
স্বয়মানীয় বর্হাংসি ক্ষিপ্রং রাঘবকারণাৎ ॥২০
তস্মিন্ সমাবিশদ্ রামঃ স্বাস্তরে সহ সীতয়া।
প্রক্ষাল্য চ তয়োঃ পাদৌ ব্যপাক্রামৎ স লক্ষ্মণঃ ॥২১
এতৎ তদিঙ্গুদীমূলমিদমেব চ তৎ তৃণম্।
যস্মিন্ (খ)রামশ্চ সীতা চ রাত্রিং তাং শয়িতাবুভৌ ॥২২
নিয়ম্য পৃষ্ঠে তূ তলাঙ্গুলিত্রবাঞ্চ-
শরৈঃ তূণীবিষুধী পরন্তপঃ।

বৎস! তুমি লক্ষ্মণের বিষয়ে কোন অপ্রিয়সংবাদ শুনিতে পাও নাই ত? অথবা ভার্যার সহিত বনবাসী রামের কোন অপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাও নাই ত? রামই আমার একমাত্র পুত্র। কৌশল্যা এইরূপ বলিতে থাকিলে মহাযশস্বী ভরত মুহূর্তমধ্যে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন। অনন্তর গুহকে বলিলেন,—গুহ! আমার ভ্রাতা রাম রাত্রিতে কোথায় বাস করিয়াছিলেন? সীতা ও লক্ষ্মণই বা কোথায় বাস করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি আহার করিয়াছিলেন এবং কোন্ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন? সবকথা তুমি আমার নিকট বল। তখন নিষাদপতি গুহ অতিপ্রীত হইলেন এবং হিতকারী প্রিয় অতিথি রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভরতের নিকট বলিলেন—আমি আহারের জন্য বহুবিধ অন্ন, ফল, মূল ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রামকে দিয়াছিলাম। ১১-১৫

সত্যপরাক্রম রাম আমার প্রার্থনানুসারে অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম (প্রতিগ্রহ না করা) স্মরণ করিয়া সেই সকল দ্রব্য আমাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। মহাত্মা রাম এই বলিয়া আমাদের সকলকে অনুনয় করিলেন—"সখে! আমরা ক্ষত্রিয় সুতরাং আমাদের কর্তব্য সর্বদা দান করা। প্রতিগ্রহ করা আমাদের অনুচিত।" তখন মহাত্মা লক্ষ্মণকর্তৃক আনীত জল পান করিয়া রাম সীতার সহিত উপবাস করিয়া রহিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহাদের পান করার পর অবশিষ্ট জলটুকু পান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিনজনই সমাহিতচিত্তে মৌনভাবে সন্ধ্যাবন্দনাদি (১) করিলেন। পরে সুমিত্রানন্দন অতিশীঘ্র স্বহস্তে বহুতর কুশ আহরণ করিয়া রামের জন্য শয্যা নির্মাণ করিলেন।১৬-২০

সীতাদেবীর সহিত রাম সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাদের দুইজনের চরণ প্রক্ষালন-পূর্বক সেইস্থান হইতে কিছুদূরে গমন করিলেন।

পাঠান্তর :—(ক) —ফলমূলানি চৈব হি।

(১) পূর্বে বলা হইয়াছে—সন্ধ্যাবন্দনার পর জলপান। এই শ্লোকে বিপরীত বলা হইয়াছে। ইহার সঙ্গতি এই যে, নিষাদের প্রদত্ত খাদ্য লইলেন না, কেবল জলপান করিলেন। এইরূপ বলায় ক্রমানুসরণ হয় নাই। গুহ বলিতেছেন যে, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ ঐ রাত্রিতে জলপানই করিয়াছিলেন, অন্যকিছু আহার করেন নাই। বস্তুতঃ সন্ধ্যাবন্দনার পরই জলপান করিয়াছিলেন।

(খ) অস্মিন্ —।

মহদ্ধনুঃ সজ্যমুপোহ্য লক্ষ্মণো
নিশামতিষ্ঠৎ পরিতোঽস্য কেবলম্ ।২৩
ততস্ত্বহং চোত্তমবাণচাপভৃৎ
স্থিতোঽভবং তত্র স যত্র লক্ষ্মণঃ ।
অতন্দ্রিতৈর্জ্ঞাতিভিরাত্তকার্মুকৈ-
র্মহেন্দ্রকল্পং পরিপালয়ংস্তদা ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

এই সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষের তল এবং এই সেই তৃণরাশি। সেই রাত্রিতে রাম ও সীতা এই স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে শত্রুদমন লক্ষ্মণ পৃষ্ঠদেশে শরপূর্ণ দুইটি তূণীর ও হস্তে অস্ত্রশস্ত্রাদি আবদ্ধ করিয়া গুণযুক্ত বৃহদ্ ধনু ধারণপূর্বক চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। যেস্থানে লক্ষ্মণ অবস্থান করিয়াছিলেন, আমিও উত্তম ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক সাবধান হইয়া ধনুর্ধারী জ্ঞাতিগণসহিত সেই মহেন্দ্র-সদৃশ রামকে রক্ষা করিবার জন্য সেইস্থানেই অবস্থান করিয়াছিলাম ।২১-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য কুশশয্যাং দৃষ্ট্বা ভরতস্য শোকবাক্যম্, বল্কল-জটাধারণপূর্বকং স্বীয়বনবাসস্য পর্য্যালোচনঞ্চ]

তচ্ছ্রুত্বা নিপুণং সর্বং ভরতঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।
ইঙ্গুদীমূলমাগম্য রামশয্যামবৈক্ষত ॥১
অত্রবীজ্জননীঃ সর্বা ইহ তস্য মহাত্মনঃ ।
শর্বরী শয়িতা ভূম্যাবিদমস্য বিমর্দিতম্ ॥২
মহারাজকুলীনেন মহাভাগেন ধীমতা ।
জাতো দশরথেনোর্ব্যাং ন রামঃ স্বপ্তুমর্হতি ॥৩
অস্মিন্নোত্তরসংস্তীর্ণে বরাস্তরণসঞ্চয়ে ।
শয়িত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ কথং শেতে মহীতলে ॥৪
প্রাসাদাগ্রবিমানেষু বলভীষু চ সর্বদা ।
হৈম-রাজত-ভৌমেষু বরাস্তরণশালিষু ॥৫
পুষ্পসঞ্চয়চিত্রেষু চন্দনাগুরুগন্ধিষু ।
পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশেষু শুকসঞ্চয়রুতেষু চ ॥৬

অষ্টাশীতিতম সর্গ

[শ্রীরামের কুশশয্যা দর্শন করিয়া ভরতের শোকবাক্য এবং বল্কল ও জটাধারণপূর্বক স্বীয় বনবাসের পর্য্যালোচনা।]

ভরত অবহিতভাবে গুহের কথাগুলি শুনিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত ইঙ্গুদীবৃক্ষের তলে গমন করিলেন এবং রামের শয্যা অবলোকন করিলেন। তিনি মাতৃগণকে বলিলেন—মহাত্মা রাম রাত্রিতে এই ভূতলে শয়ন করিয়াছিলেন। এই তাঁহার অঙ্গমর্দনের চিহ্ন। যিনি মহারাজ-বংশজাত মহাভাগ্যবান্ ধীমান্ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ভূতলে শয়ন নিতান্ত অনুপযুক্ত। পুরুষোত্তম রাম উত্তম মৃগচর্মের আবরণ-শোভিত উৎকৃষ্ট আস্তরণবিশিষ্ট শয্যায় চিরকাল শয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি কিরূপে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন? যিনি সর্বদা সমুন্নত উৎকৃষ্ট প্রাসাদসমূহে বাস করিয়াছেন, যে সকল প্রাসাদের শিখরভাগে বিমানসদৃশ উচ্চতর গৃহ আছে, যাহাদের ভিত্তিসমূহ

প্রাসাদবরবর্য্যেষু গীতবৎস্থ তথাস্কিষু।
উষিত্বা মেরুকল্পেষু কৃতকাঞ্চনভিত্তিষু ॥৭
গীত-বাদিত্রনির্ঘোষৈর্বরাভরণনিঃস্বনৈঃ।
মৃদঙ্গবরশব্দৈশ্চ সততং প্রতিবোধিতঃ ॥৮
বন্দিভির্বন্দিতঃ কালে বহুভিঃ সূত-মাগধৈঃ।
গাথাভিরনুরূপাভিঃ স্তুতিভিশ্চ পরন্তপঃ ॥৯
অশ্রদ্ধেয়মিদং লোকে ন সত্যং প্রতিভাতি মা।
মুহ্যতে খলু মে ভাবঃ স্বপ্নোঽয়মিতি মে মতিঃ ॥১০
ন নূনং দৈবতং কিঞ্চিৎ কালেন বলবত্তরম্।
যত্র দাশরথী রামো ভূমাবেবমশেত সঃ ॥১১
যস্মিন্ বিদেহরাজস্য সুতা চ প্রিয়দর্শনা।
দয়িতা শয়িতা ভূমৌ স্নুষা দশরথস্য চ ॥১২
ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতুরিদমাবর্তিতং শুভম্।
স্থণ্ডিলে কঠিনে সর্বং গাত্রৈর্বিমৃদিতং তৃণম্ ॥১৩
মন্যে সাভরণা সুপ্তা সীতাস্মিন্নুত্তমে শুভা।
তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে সক্তাঃ কনকবিন্দবঃ ॥১৪
উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।
তথা হ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়তন্তবঃ ॥১৫
মন্যে ভর্তুঃ সুখা শয্যা যেন বালা তপস্বিনী।
সুকুমারী সতী দুঃখং ন বিজানাতি মৈথিলী ॥১৬
হা হতোঽস্মি নৃশংসোঽস্মি যৎ সভার্য্যঃ কৃতে মম।
ঈদৃশীং রাঘবঃ শয্যামধিশেতে হ্যনাথবৎ ॥১৭
সার্বভৌমকুলে জাতঃ সর্বলোকসুখাবহঃ।
সর্বপ্রিয়করস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং প্রিয়মনুত্তমম্ ॥১৮
কথমিন্দীবরশ্যামো রক্তাক্ষঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সুখভাগী ন দুঃখার্হঃ শয়িতো ভুবি রাঘবঃ ॥১৯
ধন্যঃ খলু মহাভাগো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
ভ্রাতরং বিষমে কালে যো রামমনুবর্ততে ॥২০

সুবর্ণ-রজতমিশ্রিত, যে সকল প্রাসাদ উত্তম আস্তরণ-শোভিত ও পুষ্পস্তবকমণ্ডিত, চন্দন, অগুরু প্রভৃতির দ্বারা সুবাসিত ও শুভ্র আকাশতুল্য শুকপক্ষীদিগের শব্দে মুখরিত সুবর্ণভূষণতুল্যা ঐ প্রাসাদসমূহে যিনি বাস করিতেন, এক্ষণে তিনি এইরূপ স্থানে কিরূপে বাস করিতেছেন? গীতবাদ্যধ্বনি, উত্তম তূর্যধ্বনি ও উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গশব্দে যিনি জাগরিত হইতেন, সূত, মাগধ ও বন্দীদিগের সময়োচিত গীত ও স্তুতিশব্দে যিনি জাগরিত হইতেন, তিনি এক্ষণে কিরূপে জাগরিত হইতেছেন? এই সকল কথা এই সংসারে সর্বথা বিশ্বাসের অযোগ্য। আমার নিকট ইহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। আমার অন্তঃকরণ মোহাভিভূত হইতেছে। আমার মনে হয়—ইহা স্বপ্ন।১-১০

আমি বুঝিতেছি যে, কোন দেবতাই কাল হইতে অধিক বলশালী নহেন, যেহেতু দশরথতনয় রাম এইভাবে ভূমিতে শয়ন করিতেছেন, এবং বিদেহতনয়া ও দশরথের পুত্রবধূ প্রিয়দর্শনা সীতাদেবীও ভূমিতে শয়ন করিতেছেন। আমার ভ্রাতা রামের এই শয্যা। এই তাঁহার অঙ্গপরিবর্তনের মনোহর চিহ্ন। কঠিন ভূতলে তৃণসমূহ তাঁহার গাত্রের দ্বারা বিমর্দিত হইয়াছে। আমার মনে হয়—শুভদর্শী সীতাদেবী অলঙ্কারসমূহ ধারণ করিয়াই এই শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, যেহেতু স্থানে স্থানে স্বর্ণকণাসমূহকে সংলগ্ন দেখিতেছি। তৎকালে সীতাদেবীর উত্তরীয় বস্ত্র নিশ্চয়ই এই স্থানে সংলগ্ন হইয়াছিল, যেহেতু কৌশেয় বস্ত্রের (রেশমবস্ত্র) সূত্রসকল সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।১১-১৫

আমি মনে করি—স্বামীর শয্যাই মহিলাগণের সুখদায়িনী, যেহেতু পতিব্রতা সীতা অতিকোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপ কঠিন ভূমিতে শয়ন করিয়াও কিছুমাত্র দুঃখবোধ করিতেছেন না। হায়! আমি নিহত হইলাম। আমি অতিশয় নৃশংস। আমারই জন্য রঘুনন্দন রাম পত্নীর সহিত অনাথের ন্যায় এইরূপ শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। যিনি সার্বভৌমবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সকল লোকের সুখদায়ক, সর্বজনপ্রিয়কারী, প্রিয়-দর্শন, সুখভোগযোগ্য ও দুঃখভোগের অনুপযুক্ত, সেই ইন্দীবরশ্যাম ও ঈষদ্রক্তবর্ণনেত্র রঘুনন্দন রাম উৎকৃষ্ট অভীষ্টরাজ্য ত্যাগ করিয়া কিরূপে ভূতলে শয়ন করিতেছেন? সর্বশুভলক্ষণযুক্ত মহাভাগ্যবান্ লক্ষ্মণই

সিদ্ধার্থা খলু বৈদেহী পতিং যাহনুগতা বনম্।
বয়ং সংশয়িতাঃ সর্বে হীনাস্তেন মহাত্মনা ॥২১
অকর্ণধারা পৃথিবী শূন্যেব প্রতিভাতি মে।
গতে দশরথে স্বর্গং রামে চারণ্যমাশ্রিতে ॥২২
ন চ প্রার্থয়তে কশ্চিন্মনসাপি বসুন্ধরাম্।
বনে নিবসতস্তস্য বাহুবীর্য্যাভিরক্ষিতাম্ ॥২৩
শূন্যসংবরণারক্ষামস্ত্রিহস্তাশ্বরথাকুলাম্।
অনাবৃতপুরদ্বারাং রাজধানীমরক্ষিতাম্ ॥২৪
অপ্রহৃষ্টবলাং শূন্যাং বিনদ্যামনাবৃতাম্।
শত্রবো নাভিমন্যন্তে ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব ॥২৫
অদ্য প্রভৃতি ভূমৌ তু শয়িষ্যেঽহং তৃণেষু বা।
ফল-মূলাশনো নিত্যং জটাচীরাণি ধারয়ন্ ॥২৬
তস্যাহমুত্তরং কালং নিবৎস্যামি সুখং বনে।
তৎপ্রতিশ্রুতমার্য্যস্য নৈব মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥২৭
বসন্তং ভ্রাতুরর্থায় শত্রুঘ্নো মানুবৎস্যতি।
লক্ষ্মণেন সহাযোধ্যামার্য্যো মে পালয়িষ্যতি ॥২৮
অভিষেক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থমযোধ্যায়াং দ্বিজাতয়ঃ।
অপি মে দেবতাঃ কুর্য্যুরিমং সত্যং মনোরথম্ ॥২৯
প্রসাদ্যমানঃ শিরসা ময়া স্বয়ং
বহুপ্রকারং যদি ন প্রপৎস্যতে।
ততোঽনুবৎস্যামি চিরায় রাঘবং
বনেচরঃ নার্হতি মামুপেক্ষিতুম্ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ।

ধন্য, যিনি বিপৎকালে অগ্রজ রামের অনুবর্তী হইয়াছেন।১৬-২০

যিনি রামের অনুগামিনী হইয়া বনে গিয়াছেন, সেই বিদেহরাজকন্যা সীতার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। কেবল আমরাই মহাত্মা রামকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সংশয়দশায় পতিত হইয়াছি। রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন এবং রাম অরণ্যে গিয়াছেন—এই অবস্থায় এই পৃথিবী কর্ণধারশূন্যা হওয়ায় আমার নিকট শূন্যপ্রায় মনে হইতেছে। রাম অরণ্যে বাস করিতেছেন, কিন্তু এই পৃথিবী তাঁহার ভুজবলরক্ষিতা বলিয়া কেহ মনে মনেও তাহা প্রার্থনা করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি অযোধ্যার প্রাচীরসমূহ রক্ষকহীন, হস্তী ও অশ্বগণ যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না, পুরদ্বারসকল অনাবৃত, সেখানে সমস্ত সৈন্য ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছে। যদিও সেই অযোধ্যা-নগরী এক্ষণে শূন্যা ও বিপরীত অবস্থাযুক্তা ও অনাবৃতা রহিয়াছে, তথাপি রামের প্রভাবের জন্যই বিষমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্যের ন্যায় শত্রুগণও উহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইতেছে না।২১-২৫

আমি অদ্য হইতে ভূতলে কিংবা তৃণশয্যায় শয়ন করিব। জটা-চীরধারণপূর্বক নিত্য ফলমূল ভক্ষণ করিব। আমি তাঁহার হইয়া চতুর্দশবৎসর যাবৎ সুখে বনে বাস করিব। ইহাতে প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হইবে না। আমি রামের জন্য বনবাসী হইলে শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে বাস করিবে। আমার আর্য্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা পালন করিবেন। দ্বিজাতিগণ কাকুৎস্থনন্দন রামকে অযোধ্যায় অভিষিক্ত করিবেন। দেবতাগণ আমার এইরূপ মনোরথ সফল করিবেন কি? আমি অবনতমস্তকে বহুপ্রকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে থাকিলেও যদি তিনি প্রতিশ্রুতিপালনে বিরত না হন, তাহা হইলে আমিও বনবাসী রাঘবের অনুচর হইয়া চিরকাল বনেই বাস করিব। তিনি কখনই আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।২৬-৩০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊননবতিতমঃ সর্গঃ

[সসৈন্য-ভরতস্য গঙ্গাপারম্, ভরদ্বাজমুনেরাশ্রমগমনঞ্চ ।]

ব্যুষ্য রাত্রিং তু তত্রৈব গঙ্গাকূলে স রাঘবঃ ।
কাল্যমুত্থায় শত্রুঘ্নমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
শত্রুঘ্নোত্তিষ্ঠ কিং শেষে নিষাদাধিপতিং গুহম্ ।
শীঘ্রমানয় ভদ্রং তে তারয়িষ্যতি বাহিনীম্ ॥২
জাগর্মি নাহং স্বপিমি তত্রৈবার্য্যং বিচিন্তয়ন্ ।
ইত্যেবমব্রবীদ্ ভ্রাতা শত্রুঘ্নো বিপ্রচোদিতঃ ॥৩
ইতি সংবদতোরেবমন্যোন্যং নরসিংহয়োঃ ।
আগম্য প্রাঞ্জলিঃ কালে গুহো বচনমব্রবীৎ ॥৪
কচ্চিৎ সুখং নদীতীরেঽবাৎসীঃ কাকুৎস্থ শর্বরীম্ ।
কচ্চিচ্চ সহসৈন্যস্য তব নিত্যমনাময়ম্ ॥৫
গুহস্য তৎ তু বচনং শ্রুত্বা স্নেহাদুদীরিতম্ ।
রামস্যানুমতে বাক্যং ভরতোঽপীদমব্রবীৎ ॥৬
সুখা নঃ শর্বরী ধীমন্ পূজিতাশ্চাপি তে বয়ম্ ।
গঙ্গাং তু নৌভির্বহ্বীভির্দাশাঃ সন্তারয়ন্তু নঃ ॥৭
ততো গুহঃ সন্ত্বরিতং শ্রুত্বা ভরতশাসনম্ ।
প্রতিপ্রবিশ্য নগরং তং জ্ঞাতিজনমব্রবীৎ ॥৮
উত্তিষ্ঠত প্রবুধ্যধ্বং ভদ্রমস্তু হি বঃ সদা ।
নাবঃ সমুপকর্ষধ্বং তারয়িষ্যামি বাহিনীম্ ॥৯
তে তথোক্তাঃ সমুত্থায় ত্বরিতা রাজশাসনাৎ ।
পঞ্চ নাবাং শতান্যেব সমানিন্যুঃ সমন্ততঃ ॥১০
অন্যাঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়া মহাঘণ্টাধ্বজোত্তমাঃ ।
শোভমানাঃ পতাকিন্যো যুক্তবাহাঃ সুসংহতাঃ ॥১১
ততঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়াং পাণ্ডুকম্বলসংবৃতাম্ ।
সনন্দিঘোষাং কল্যাণীং গুহো নাবমুপাহরৎ ॥১২

ঊননবতিতম সর্গ

[সৈন্যসহ ভরতের গঙ্গাপার ও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গমন ।]

রঘুবংশজাত ভরত সেই গঙ্গাতীরেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্বক শত্রুঘ্নকে এই কথা বলিলেন—শত্রুঘ্ন! তুমি এখনও শয়ন করিয়া রহিয়াছ কেন? তোমার মঙ্গল হউক। তুমি গাত্রোত্থান করিয়া নিষাদপতি গুহকে শীঘ্র আনয়ন কর। তিনি সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিবেন। এইভাবে ভরতকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে বলিলেন—আর্য্য রামকে চিন্তা করিতে করিতে আমিও আপনার মতই জাগিয়া রহিয়াছি, নিদ্রিত হই নাই। নরশ্রেষ্ঠ ভরত ও শত্রুঘ্ন পরস্পর এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় গুহ সেইস্থানে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—কাকুৎস্থ! এই নদীতীরে আপনি সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন ত? সৈন্যগণের সহিত আপনার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই ত? গুহ স্নেহবশতঃ এইরূপ বলিলে পর ঐ কথা শুনিয়া রামের অনুমত ভরত তাঁহাকে বলিলেন,—ধীমন্! এই রজনী সুখে অতিবাহিত হইয়াছে। তোমাকর্তৃক আমরা বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছি। সম্প্রতি তোমার দাসগণ বহুসংখ্যক নৌকা দ্বারা আমাদিগকে গঙ্গাপারে লইয়া চলুক। ভরতের এইরূপ আদেশ শুনিয়া গুহ অতিসত্বর সেই স্থান হইতে নগরে প্রবেশপূর্বক জ্ঞাতিগণকে বলিলেন—তোমরা সকলে গাত্রোত্থান কর। নিদ্রা ত্যাগ কর। তোমাদের সর্বদা মঙ্গল হউক। কতকগুলি নৌকা নদীতীরে শীঘ্রস্থানে আনয়ন কর। ভরতের সৈন্যগণকে পার করিয়া দিব। গুহ এইরূপ বলিলে পর জ্ঞাতিগণ নিজেদের রাজার আদেশানুসারে সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দিক হইতে পাঁচশত নৌকা আনয়ন করিল।১-১০

এতদতিরিক্ত আরও কতকগুলি নৌকা আনীত হইল। নৌকাগুলি স্বস্তিকনামে পরিচিত। ঐ

তামারুরোহ ভরতঃ শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ॥১৩
পুরোহিতশ্চ তৎপূর্বং গুরবো ব্রাহ্মণাশ্চ যে।
অনন্তরং রাজদারাস্তথৈব শকটাপণাঃ ॥১৪
আবাসমাদীপয়তাং তীর্থং চাপ্যবগাহতাম্।
ভাণ্ডানি চাদদানানাং ঘোষস্তু দিবমস্পৃশৎ ॥১৫
পতাকিন্যস্তু তা নাবঃ স্বয়ং দাশৈরধিষ্ঠিতাঃ।
বহন্ত্যো জনমারূঢ়ং তদা সম্পেতুরাতুরাঃ ॥১৬
নারীণামভিপূর্ণাস্তু কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ তু বাজীনাম্।
কাশ্চিৎ তত্র বহন্তি স্ম যানযুগ্যং মহাধনম্ ॥১৭
তাস্তু গত্বা পরং তীরমবরোপ্য চ তং জনম্।
নিবৃত্তাঃ কাণ্ডচিত্রাণি ক্রিয়ন্তে দাশবন্ধুভিঃ ॥১৮
সবৈজয়ন্তাস্তু গজা গঙ্গারোহৈঃ প্রচোদিতাঃ।
তরন্তঃ স্ম প্রকাশন্তে সপক্ষা ইব পর্বতাঃ ॥১৯
নাবশ্চারুরুহুস্বন্যে প্লবৈস্তেরুস্তথাপরে।
অন্যে কুম্ভঘটৈস্তেরুরন্যে তেরুশ্চ বাহুভিঃ ॥২০
সা পুণ্যা ধ্বজিনী গঙ্গাং দাশৈঃ সন্তারিতাঃ স্বয়ম্।
মৈত্রে মুহূর্তে প্রণযৌ প্রয়াগবননূত্তমম্ ॥২১
আশ্বাসয়িত্বা চ চমূং মহাত্মা
নিবেশয়িত্বা চ যথোপজোষম্।
দ্রষ্টুং ভরদ্বাজমৃষিপ্রবর্য-
মৃত্বিক্সদস্যৈর্ভরতঃ প্রতস্থে ॥২২
স ব্রাহ্মণস্যাশ্রমমভ্যুপেত্য
মহাত্মনো দেবপুরোহিতস্য।
দদর্শ রম্যোটজবৃক্ষদেশং
মৃগদ্বিজং বিপ্রবরস্য রম্যম্ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

নৌকাগুলির (১) অগ্রভাগ বৃহদ্‌ষ্টীযুক্ত, সুবর্ণরঞ্জিত-চিত্রসমূহ দ্বারা সুশোভিত, পতাকাবিরাজিত, দৃঢ়সন্নিবদ্ধ ও নাবিকসমন্বিত। ঐ সকল নৌকা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট 'স্বস্তিক' নামধেয় একটি নৌকা গুহ স্বয়ং আনয়ন করিলেন। ঐ নৌকাটি শুভ্রবর্ণ কম্বলাস্তরণের দ্বারা সমাবৃত। উহার উপরিভাগ সর্বদা মঙ্গলময়বাদ্যসমন্বিত। ঐ নৌকা অতিশয় সুখকর ও নিরাপদ্। বীর ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য রাজপত্নীগণ ঐ নৌকায় আরোহণ করিলেন। পুরোহিত, গুরু ও ব্রাহ্মণগণ পূর্বেই আরোহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর অনুচর সহিত রাজপরিবারবর্গ এবং শকট ও পণ্যদ্রব্য-সমূহ পৃথক্ পৃথক্ নৌকায় স্থানপ্রাপ্ত হইল। সেই সময় সৈন্যগণ নিজ নিজ বাসস্থান দগ্ধ (২) করিতে লাগিল। তাহারা নদীতীর্থে (ঘাটে) অবতরণ করিতে লাগিল এবং নিজ নিজ দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইতে লাগিল। এই ব্যাপারে তাহাদের কোলাহলধ্বনি আকাশকে স্পর্শ করিল। পতাকাবিশিষ্ট শীঘ্রগামী নৌকাসমূহ দাসগণ কর্তৃক বাহিত হইয়া আরোহীদিগকে লইয়া পরপারে গমন করিল। কতকগুলি নৌকা স্ত্রীসমূহে পূর্ণ, কতকগুলি অশ্বসমূহে পূর্ণ ও কতকগুলি বহুমূল্য যানবাহনাদিপূর্ণ হইয়া পরপারে গমন করিল। পরপারে গমনপূর্বক সেখানে আরোহীদিগকে নামাইয়া নিবৃত্ত হইলে দাস বন্ধুগণ নৌকা লইয়া বিচিত্র জলক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে গজারোহিগণ কর্তৃক চালিত হইয়া পতাকাভূষিত হস্তীসকল সন্তরণ করিতে থাকিলে তাহারা পক্ষবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় শোভিত হইয়াছিল। দাসগণের মধ্যে কেহ কেহ নৌকায় আরোহণ করিল, কতিপয় ব্যক্তি বেণু (বাঁশ) ও তৃণাদিনির্মিত ভেলায় আরোহণ করিল। কেহ কেহ বৃহৎ কলসী আদি ধরিয়া সন্তরণ করিতে লাগিল। অন্যান্যেরা বাহু দ্বারা সন্তরণ করিয়া পরপারে গমন করিল। এদিকে দাসগণের দ্বারা ভাগীরথীর পরপারে যাইয়া ভরতের পুণ্যবান্ সৈন্যগণ সূর্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্তমধ্যে রমণীয় প্রয়াগবনে উপস্থিত হইল। মহাত্মা ভরত সৈন্যগণকে যথাসুখে প্রয়াগবনে সন্নিবেশিত ও আশ্বাসিত করিয়া সদস্য ও পুরোহিতবর্গ-সহিত ঋষিপ্রবর ভরদ্বাজকে দর্শন করিতে গেলেন। মহানুভব দেবপুরোহিত ব্রহ্মজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের আশ্রমের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি পর্ণকুটীর ও তরুগণমণ্ডিত মহদ্ বন দর্শন করিলেন ।১১-২৩

(১) বৃহদ্ নৌকা যাহা "বজরা" নামে প্রসিদ্ধ।
(২) তৎকালে এইরূপ প্রথা ছিল। নিজ বাসস্থানে যাহাতে শত্রুরা বাস না করে।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবতিতমঃ সর্গঃ

[বশিষ্ঠমুনিমগ্রেকৃত্বা ভরতস্য ভরদ্বাজমুনেরাশ্রমাগমনম্, ভরদ্বাজেন উভয়োঃ সৎকারসাধনম্, ভরত-ভরদ্বাজয়োঃ কথোপকথনম্, ভরতেন স্বীয়বনগমনস্যোদ্দেশ্যবর্ণনম্, মুনের্ভরদ্বাজস্যানুরোধেন তদীয়াশ্রমে ভরতস্য রাত্রিবাস-সঙ্কল্পশ্চ ।]

ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা ক্রোশাদেব নরর্ষভঃ ।
জনং সর্বমবস্থাপ্য জগাম সহ মন্ত্রিভিঃ ॥১
পদ্ভ্যামেব তু ধর্মজ্ঞো হ্যক্তশস্ত্রপরিচ্ছদঃ ।
বসানো বাসসী ক্ষৌমে পুরোধায় পুরোহিতম্ ॥২
ততঃ সন্দর্শনে তস্য ভরদ্বাজস্য রাঘবঃ ।
মন্ত্রিণস্তানবস্থাপ্য জগামানুপুরোহিতম্ ॥৩
বসিষ্ঠমথ দৃষ্ট্বৈব ভরদ্বাজো মহাতপাঃ ।
সকৃচ্চাসনাৎ তূর্ণং শিষ্যানর্ঘ্যমিতি ব্রুবন্ ॥৪
সমাগম্য বসিষ্ঠেন ভরতেনাভিবাদিতঃ ।
অবুধ্যত মহাতেজাঃ সুতং দশরথস্য তম্ ॥৫
তাভ্যামর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ দত্ত্বা পশ্চাৎ ফলানি চ ।
আনুপূর্ব্যাচ্চ ধর্মজ্ঞঃ পপ্রচ্ছ কুশলং কুলে ॥৬
অযোধ্যায়াং বলে কোশে মিত্রেষ্বপি চ মন্ত্রিষু ।
জানন্ দশরথং বৃত্তং ন রাজানমুদাহরৎ ॥৭
বসিষ্ঠো ভরতশ্চৈনং পপ্রচ্ছতুরনাময়ম্ ।
শরীরেষগ্নিষু শিষ্যেষু বৃক্ষেষু মৃগপক্ষিষু ॥৮
তথেতি তু প্রতিজ্ঞায় ভরদ্বাজো মহাযশাঃ ।
ভরতং প্রত্যুবাচেদং রাঘবস্নেহবন্ধনাৎ ॥৯
কিমিহাগমনে কার্যং তব রাজ্ঞঃ প্রশাসতঃ
এতদাচক্ষ্ব সর্বং মে ন হি মে শুধ্যতে মনঃ ॥১০

নবতিতম সর্গ

[বশিষ্ঠমুনিকে অগ্রে লইয়া ভরতের ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে আগমন, ভরদ্বাজকর্তৃক উভয়ের সৎকার সাধন, ভরত ও ভরদ্বাজের মধ্যে কথোপকথন, ভরত কর্তৃক স্বীয় বনাগমনের উদ্দেশ্য বর্ণন এবং ভরদ্বাজমুনির অনুরোধে তদীয় আশ্রমে ভরতের রাত্রিবাসের সঙ্কল্প ।]

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত আশ্রমপীড়া পরিহারের জন্য ক্রোশপরিমিত দূরে সৈন্যসামন্ত স্থাপন করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত অগ্রসর হইলেন। ধর্মজ্ঞ ভরত শস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্বক ক্ষৌমবস্ত্র (১) ও উত্তরীয় ধারণ করিলেন এবং পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া পদব্রজেই চলিলেন। অনন্তর দূর হইতে ভরদ্বাজকে দেখিতে পাইয়া মন্ত্রিগণকে সেই স্থানে থাকিতে বলিলেন এবং বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মহাতপস্বী ভরদ্বাজ সম্মুখে বশিষ্ঠকে দেখিয়াই শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনয়নের জন্য আদেশ করিতে করিতে আসন হইতে উত্থিত হইলেন। তিনি বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইলে পর ভরত তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাতেজা ভরদ্বাজ ভরতকে দশরথের পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ।১-৫

ধর্মজ্ঞ ভরদ্বাজ অতিথিদ্বয়কে যথাক্রমে অর্ঘ্য, পাদ্য ও বিবিধ ফল প্রদানপূর্বক যথারীতি সকলবিষয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অযোধ্যাপুরী, সৈন্যসামন্ত, ধনাগার, বন্ধুবান্ধব ও মন্ত্রিবর্গ প্রভৃতির সম্বন্ধে একে একে কুশলপ্রশ্ন করিলেন, কিন্তু রাজা দশরথ স্বর্গগমন করিয়াছেন জানিয়াও সে-বিষয়ের উল্লেখ করিলেন না। বশিষ্ঠ ও-ভরত ভরদ্বাজের শরীর, অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়া, শিষ্যগণ, বৃক্ষসমূহ ও আশ্রমবাসী পশুপক্ষীদিগের সম্বন্ধে অনাময় (কুশল) জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাযশস্বী ভরদ্বাজ সকলবিষয়ে কুশলসংবাদ জানাইয়া রামের প্রতি স্নেহবন্ধনবশতঃ ভরতকে বলিলেন,—তুমি এক্ষণে রাজ্যশাসনে রত হইয়াছ। এখানে আগমনে তোমার কি প্রয়োজন? তুমি আমার নিকট সকল কথা বল। আমার মন আশঙ্কামুক্ত হইতেছে না ।৬-১০

(১) পূর্বে ভরত বলিয়াছিলেন যে, তিনিও রামের মত জটা-চীর ধারণ করিবেন। এই বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তদনুরূপ কার্য করিয়াছিলেন ভরদ্বাজের আশ্রমস্থানের পর।

জুষবে সমমিত্রত্বং কৌসল্যানন্দবর্ধনম্ ।
ভ্রাত্রা সহ সভার্য্যো যশ্চিরং প্রব্রাজিতো বনম্ ॥১১
নিযুক্তঃ ত্রীনিমিত্তেন পিত্রা যোঽসৌ মহাযশাঃ ।
বনবাসী ভবেত্যেহ সমাঃ কিল চতুর্দশ ॥১২
কচ্চিন্ন তস্যাপাপস্য পাপং কর্তুমিহেচ্ছসি ।
অকণ্টকং ভোক্তুমনা রাজ্যং তস্যানুজস্য চ ॥১৩
এবমুক্তো ভরদ্বাজং ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ ।
পর্য্যশ্রুনয়নো দুঃখাদ্ বাচা সংসজ্জমানয়া ॥১৪
হতোঽস্মি যদি মামেবং ভগবানপি মন্যতে ।
মতো ন দোষমাশঙ্কে মৈবং মামনুশাধি হি ॥১৫
ন চৈতদিষ্টং মাতা মে যদবোচন্মদন্তরে ।
নাহমেতেন তুষ্টশ্চ ন তদ্বচনমাদদে ॥১৬

অহন্তু তং নরব্যাঘ্রমুপযাতঃ প্রসাদকঃ ।
প্রতিনেতুমযোধ্যায়াং পাদৌ চাস্যাভিবন্দিতুম্ ॥১৭
তং মামেবং গতং মত্বা প্রসাদং কর্তুমর্হসি ।
শংস মে ভগবন্ রামঃ ক সম্প্রতি মহীপতিঃ (ক) ॥১৮
বসিষ্ঠাদিভিরব্বিগ্ভির্যাচিতো ভগবাংস্ততঃ ।
উবাচ তং ভরদ্বাজঃ প্রসাদাদ্ ভরতং বচঃ ॥১৯
ন্যস্যৈতৎ পুরুষব্যাঘ্র যুক্তং রাঘববংশজে ।
গুরুবৃত্তির্দমশ্চৈব সাধূনাং চানুযাচিতা ॥২০
জানে চৈতন্মনঃস্থং তে দৃঢ়ীকরণমস্ত্বিতি ।
অপৃচ্ছং ত্বাং তবার্থায় কীর্তিং সম্ভিবর্ধয়ন্ ॥২১
জানে চ রামং ধর্মজ্ঞং সসীতং সহলক্ষ্মণম্ ।
অয়ং বসতি তে ভ্রাতা চিত্রকূটে মহাগিরৌ ॥২২

কৌশল্যা যে শত্রুহন্তা আনন্দবর্ধনকারী রামকে প্রসব করিয়াছেন, যিনি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বহুকালের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, যে মহাযশা রাম স্বীয় পিতার "চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হও" এই আজ্ঞা পালন করিবার জন্য বনে বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার অভিলাষে সেই নিষ্পাপ রামের ও তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা কর নাই ত ? ভরদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর ভরত অতিদুঃখে অশ্রুপূর্ণনেত্রে গদ্গদবাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন—আপনি সর্বজ্ঞ হইয়াও যদি আমাকে এই প্রকার ভাবেন, তাহা হইলে আমার জন্মই বৃথা হইল (আমি মৃতপ্রায় হইলাম)। আমা হইতে এইরূপ গর্হিত কার্য্য সংঘটিত হয় নাই এবং আমি কখনও এইরূপ চিন্তাও করি নাই। অতএব আপনি আমাকে এইরূপ শ্রুতিকটু কথা বলিবেন না।১১-১৫

আমার রাজ্যাভিষেক ও রামের বনবাস বিষয়ে আমার অনুপস্থিতিতে মাতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার কোনমতেই অভিলষিত নয়। তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হই নাই এবং তাঁহার কথা স্বীকারও করি নাই। আমি সেই পুরুষোত্তম রামকে প্রসন্ন করিব বলিয়া তাঁহার চরণেয় বন্দনা করিতে আসিয়াছি এবং তাঁহাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে আসিয়াছি। ভগবন্! আমার এইরূপ অভিপ্রায় জানিয়া আপনি এক্ষণে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং জানাইয়া দিন যে মহীপতি রাম সম্প্রতি কোন্‌স্থানে আছেন। অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিতগণের প্রার্থনায় ভগবান্ ভরদ্বাজ প্রসন্ন হইয়া ভরতকে বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ! ভরত! তুমি রঘুবংশজাত বলিয়া তোমাতে গুরুশুশ্রূষা, জিতেন্দ্রিয়তা ও সাধুগণের আনুগত্য এই তিনটি সম্ভব হইয়াছে।১৬-২০

তোমার এইরূপ মনোভাব আমি জানি। তাহা সকলের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া দৃঢ়তর হউক এবং তাহার দ্বারা তোমার কীর্ত্তি অভিবর্ধিত হউক—এই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্মজ্ঞ রামকেও আমি জানি। তোমার ভ্রাতা এক্ষণে মহাগিরি চিত্রকূটে বাস করিতেছেন। ধীমন্! তুমি ত অভিলষিত বস্তু প্রদানে সমর্থ। সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, তুমি

পাঠান্তর :—(ক) —মহর্ষিঃ

শ্বস্ত গন্তাসি তং দেশং বসাদ্য সহমন্ত্রিভিঃ।
এতং মে কুরু সুপ্রাজ্ঞ কামং কামার্থকোবিদ ॥২৩
ততস্তথেত্যেবমুদারদর্শনঃ
প্রতীতরূপো ভরতোঽব্রবীদ্ বচঃ।

চকার বুদ্ধিং তত্রাশ্রমে তদা (ক)
নিশানিবাসায় নরাধিপাত্মজঃ ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ।

আগামী কল্য চিত্রকূটে যাইও। অদ্য মন্ত্রিগণের সহিত এইস্থানে অবস্থান কর। তুমি আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। অনন্তর উদারদর্শন বিখ্যাতকীর্তি রাজপুত্র ভরত ভরদ্বাজকে বলিলেন—"তথাস্তু" অর্থাৎ তাহাই হউক। এইরূপ সম্মতি জানাইয়া মহর্ষির আশ্রমে রাত্রিযাপন করিতে মনস্থ করিলেন ।২১-২৪

পাঠান্তর :—(ক) চকার বুদ্ধিং তদাশ্রমে তদা।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতমঃ সর্গঃ

[ভরদ্বাজমুনিনা বিভূতিবলেন বহুসেনাসমন্বিত-ভরতস্য দিব্যসৎকারসাধনম্ ।

কৃতবৃত্তিং নিবাসায় তত্রৈব স মুনিস্তদা।
ভরতং কৈকয়ীপুত্রমাতিথ্যেন নিমন্ত্রয়ৎ ॥১
অব্রবীদ্ ভরতস্তেনং নন্দিতং ভবতা কৃতম্।
পাদ্যমর্ঘ্যমথাতিথ্যং বনে যদুপপদ্যতে ॥২
অথোবাচ ভরদ্বাজো ভরতং প্রহসন্নিব।
জ্ঞানে ত্বাং প্রীতিসংযুক্তং যেন কেনচিৎ ॥৩
সেনায়াস্তু তবৈবাস্যাঃ কর্তুমিচ্ছামি ভোজনম্।
মম প্রীতির্যথারূপা ত্বমর্হো মনুজর্ষভ ॥৪
কিমর্থং চাপি নিক্ষিপ্য দূরে বলমিহাগতঃ।
কস্মাদ্বেহোপযাতোঽসি সবলঃ পুরুষর্ষভ ॥৫
ভরতঃ প্রত্যুবাচেদং প্রাঞ্জলিস্তং তপোধনম্।
ন সৈন্যেনোপযাতোঽস্মি ভগবন্ ভগবদ্ভয়াৎ ॥৬

একনবতিতম সর্গ

[বিভূতিবলে ভরদ্বাজমুনি কর্তৃক বহুসেনাসমন্বিত ভরতের দিব্য সৎকার সাধন।]

কৈকেয়ীনন্দন ভরত এইরূপে রাত্রিযাপন করিতে সঙ্কল্প করিলে পর ভরদ্বাজমুনি তাঁহাকে অতিথি-সৎকারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন ভরত বলিলেন—ভগবন্! বনে যেরূপ আতিথ্য করা সম্ভব হয়, আপনি সেইরূপে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক আমার আতিথ্যসৎকার করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ভরদ্বাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ভরত! আমি জানি যে তুমি আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত। আমি একথাও জানি যে, তুমি যে-কোন সামান্য বস্তুতেই সন্তুষ্ট হইবে। তথাপি তোমার সৈন্যগণকে ভোজন করাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। নরশ্রেষ্ঠ! যাহাতে আমার প্রীতি হয়, তাহাই তোমার কর্তব্য মনে করি। তুমি কিজন্য সৈন্যগণকে দূরে রাখিয়া আসিয়াছ? কিজন্য সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া আসিলে না? ১-৫

তখন ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তপস্বী ভরদ্বাজকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার আশ্রমপীড়ার আশঙ্কা করিয়া সৈন্যগণের সহিত এখানে আসি নাই। ভগবন্!

রাজ্ঞা হি ভগবন্ নিত্যং রাজপুত্রেণ বা তথা।
যত্নতঃ পরিহর্তব্যা বিষয়েষু তপস্বিনঃ ॥৭
বাজিমুখ্যা মনুষ্যাশ্চ মত্তাশ্চ বরবারণাঃ।
প্রচ্ছাদ্য ভগবন্ ভূমিং মহতীমনুযান্তি মাম্ ॥৮
তে বৃক্ষানুদকং ভূমিমাশ্রমেষূটজাংস্তথা।
ন হিংস্যুরিতি তেনাহমেক এবাগতস্ততঃ ॥৯
আনীয়তামিতঃ সেনেত্যাজ্ঞপ্তঃ পরমর্ষিণা।
তথানুচক্রে ভরতঃ সেনায়াঃ সমুপাগমম্ ॥১০
অগ্নিশালাং (ক) প্রবিশ্যাথ পীত্বাপঃ পরিমৃজ্য চ।
আতিথ্যস্য ক্রিয়াহেতোর্বিশ্বকর্মাণমাহ্বয়ৎ ॥১১
আহ্বয়ে বিশ্বকর্মাণমহং দৃষ্টারমেব চ।
আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিধীয়তাম্ ॥১২
আহ্বয়ে লোকপালাংস্তান্ দেবাঞ্ শক্রপুরোগমান্।
আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিধীয়তাম্ ॥১৩
প্রাক্স্রোতসশ্চ যা নদ্যস্তির্যক্স্রোতস এব চ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ সমায়ান্ত্বত্র সর্বশঃ ॥১৪
অন্যাঃ স্রবন্তু মৈরেয়ং সুরামন্যাঃ সুনিষ্ঠিতাম্।
অপরাশ্চোদকং শীতমিক্ষুকাণ্ডরসোপমম্ ॥১৫
আহ্বয়ে দেব-গন্ধর্বান্ বিশ্বাবসু-হাহা-হুহূন্।
তথৈবাপ্সরসো দেব-গন্ধর্বৈশ্চাপি সর্বশঃ ॥১৬
ঘৃতাচীমথ বিশ্বাচীং মিশ্রকেশীমলম্বুষাম্।
নাগদন্তাঞ্চ হেমাঞ্চ সোমামদ্রিকৃতস্থলীম্ ॥১৭
শক্রং যাশ্চোপতিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাণং যাশ্চ ভামিনীঃ।
সর্বাস্তম্বুরুণা সার্ধমাহ্বয়ে সপরিচ্ছদাঃ ॥১৮
বনং কুরুষু যদ্দিব্যং বাসো ভূষণপত্রবৎ।
দিব্যনারীফলং শশ্বৎ তৎকৌবেরমিহৈব তু ॥১৯
ইহ মে ভগবান্ সোমো বিধত্তামমৃতং তমম্।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ চোষ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ বিবিধং বহু ॥২০

তপস্বীদের বাসস্থান যত্নপূর্বক পরিহার করা রাজা বা রাজপুত্রের অবশ্য কর্তব্য। ভগবন্! শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অশ্ব, মদমত্ত বৃহৎ হস্তী ও মনুষ্যগণ অনেক স্থান জুড়িয়া (ব্যাপ্ত করিয়া) আমার অনুগমন করিতেছে। তাহারা যেন আশ্রমের বৃক্ষ, জলাশয়, ভূমি ও পর্ণকুটীরসমূহ নষ্ট না করে, এই ভাবিয়া আমি একাকী আসিয়াছি। ভরতের কথা শুনিয়া মহর্ষি আদেশ করিলেন—সৈন্যগণকে এইস্থানে আনয়ন কর। তখন ভরত সৈন্যগণকে সেই স্থানে আনয়ন করিলেন ।৮-১০

অতঃপর ভরদ্বাজ অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আচমনপূর্বক মার্জনাদি করিয়া আতিথ্যক্রিয়া-সম্পাদনের জন্য বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিলেন—আমি ভরতের আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সেইজন্য গৃহনির্মাণ প্রভৃতি কার্যে নিপুণ বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিতেছি। তিনি আমার সকলবিষয়ে উপযুক্ত বিধান করুন। আমি ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের এই চারিজন লোকপালকে আহ্বান করিতেছি। এক্ষণে আমি যে আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাঁহারা তাহার সম্যক্ নির্বাহবিধান করুন। পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে যে সকল পূর্ববাহিনী ও তির্যগ্ (বক্র) বাহিনী নদী আছেন, তাহারা সকলে অদ্য এই স্থানে আগমন করুন। কোন কোন নদী মৈরেয় (একজাতীয় মদ্য) প্রবাহিত করুন। কোন নদী সুনিষ্পাদিত সুরা (একপ্রকার মদ্য) প্রবাহিত করুন। অন্যান্য সকল ইক্ষুরসের ন্যায় মধুর ও শীতল জল প্রবাহিত করুন ।১১-১৫

আমি বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু প্রভৃতি দেব-গন্ধর্বগণকে এবং সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্বগণের সহিত অপ্সরাগণকে আহ্বান করিতেছি। ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদন্তা, হেমা ও পর্বতবাসিনী সোমাকে আহ্বান করিতেছি। যাহারা ইন্দ্রের পরিচর্যা করে এবং যাহারা ব্রহ্মার পরিচর্যা করে, বেশভূষাসমন্বিত সেইসকল কামিনীগণকে তুম্বুরুর সহিত আহ্বান করিতেছি। উত্তরকুরুপ্রদেশে কুবেরের চৈত্ররথনামক যে উদ্যান আছে, যে উদ্যানস্থিত বৃক্ষসমূহের পত্রগুলি বস্ত্র ও অলঙ্কার-স্বরূপ এবং ফলগুলি দিব্যরমণীস্বরূপ, সেই উদ্যান অদ্য

পাঠান্তর :— ক) অগ্নেয়ং স্থানং —।

বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপ-প্রচ্যুতানি চ।
সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ ॥২১
এবং সমাধিনা যুক্তস্তেজসাঽপ্রতিমেন চ।
শিষ্যাস্বরসমাযুক্তং সুব্রতশ্চাব্রবীন্মুনিঃ ॥২২
মনসা ধ্যায়তস্তস্য প্রাঙ্মুখস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
আজগ্মুস্তানি সর্বাণি দৈবতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥২৩
মলয়ং দর্দ্দুরং চৈব ততঃ স্পৃশদনুদ্বহঃ অনিলঃ।
উপস্পৃশ্য ঋষৌ যুক্ত্যা সুপ্রিয়াত্মা সুখং শিবঃ ॥২৪
ততোঽভ্যবর্ষন্ত ঘনা দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ।
দেব-দুন্দুভিঘোষশ্চ দিক্ষু সর্বাসু শুশ্রুবে ॥২৫
প্রববুশ্চোত্তমা বাতা নন্যুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
প্রজগুর্দেব-গন্ধর্বা বীণাঃ প্রমুমুচুঃ স্বরান্ ॥২৬
সশব্দো দ্যাঞ্চ ভূমিঞ্চ প্রাণিনাং শ্রবণানি চ।
বিবেশোচ্চাবচঃ শ্লক্ষ্ণঃ সমো লয়গুণান্বিতঃ ॥২৭

তস্মিন্নেবংগতে শব্দে দিব্যে শ্রোত্রসুখে নৃণাম্।
দদর্শ ভারতং সৈন্যং বিধানং বিশ্বকর্মণঃ ॥২৮
বভূব হি সমা ভূমিঃ সমন্তাৎ পঞ্চযোজনম্।
শাদ্বলৈর্বহুভিশ্ছন্না নীল-বৈদূর্য্যসন্নিভৈঃ ॥২৯
তস্মিন্ বিল্বাঃ কপিত্থাশ্চ পনসা বীজপূরকাঃ।
আমলক্যো বভূবুশ্চ চূতাশ্চ ফলভূষিতাঃ ॥৩০
উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যশ্চ বনং দিব্যোপভোগবৎ।
আজগাম নদী সৌম্যা তীরজৈর্বহুভির্বৃতা ॥৩১
চতুঃশালানি শুভ্রাণি শালাশ্চ গজবাজিনাম্।
হর্ম্য-প্রাসাদসংযুক্ততোরণানি শুভানি চ ॥৩২
সিতমেঘনিভং চাপি রাজবেশ্ম সুতোরণম্।
শুক্লমাল্যকৃতাকারং দিব্যগন্ধসমুক্ষিতম্ ॥৩৩
চতুরস্রমসম্বাধং শয়নাসনযানবৎ।
দিব্যৈঃ সর্বরসৈর্যুক্তং দিব্যভোজনবস্ত্রবৎ ॥৩৪

এইস্থানে উপস্থিত হউক। ভগবান্ সোমদেব উৎকৃষ্ট অন্ন, বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য, লেহ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করুন।১৬-২০

তিনি বৃক্ষ হইতে স্বয়ং উৎপন্ন বিচিত্রমাল্য, সুরা প্রভৃতি পানীয় ও নানাবিধ মাংস প্রস্তুত করুন। সমাধিবান্ ও অতুলনীয়তেজঃপ্রভাববান্ সুব্রত ভরদ্বাজ মুনি এইভাবে উপযুক্ত স্বর ও সুপ্রযুক্ত বর্ণোচ্চারণপূর্বক সকলকে আজ্ঞান করিলেন। কৃতাঞ্জলিপূর্বক পূর্বমুখে বসিয়া মুনিবর মনে মনে ধ্যান করিতে থাকিলে একে একে সকল দেবতা আসিতে লাগিলেন। তখন আনন্দদায়ক প্রিয়তর স্পর্শযুক্ত বায়ু মলয় ও দর্দ্দুর-নামক চন্দনপর্বতদ্বয়কে স্পর্শ করিয়া মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিব্যমেঘসমূহ বিচিত্রপুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। সমস্ত দিকেই দেবদুন্দুভির ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।২১-২৫

মনোহর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। দেবগন্ধর্বগণ গান করিতে লাগিল এবং বীণাসকল মধুর স্বরে বাজিয়া উঠিল। এইরূপে নৃত্যগীত প্রভৃতির লয়সমন্বিত নানাবিধ মধুরধ্বনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীদের শ্রবণে প্রবিষ্ট হইল। মানবগণের শ্রুতিসুখকর তাদৃশ দিব্য শব্দ এইভাবে উত্থিত হইলে ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্মার নির্মাণকৌশল দেখিতে লাগিল। চতুর্দিকে পঞ্চযোজন ব্যাপিয়া ভূমি সমান করা হইয়াছে এবং নীলবর্ণ বৈদূর্য্যমণিসদৃশ শাদ্বল (কোমলতৃণ) সমূহের দ্বারা ঐ ভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। সেইস্থানে বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপূরক, আমলকী ও আম্রবৃক্ষসকল ফলসমূহের দ্বারা ভূষিত হইয়াছে।২৬-৩০

উত্তরকুরু হইতে দিব্য উপভোগ্য উদ্যান ও তীরজাতবৃক্ষসমূহবেষ্টিতা মনোহরা নদী আসিয়াছে। শ্বেতবর্ণ সুন্দর গৃহসমূহ, হস্তিশালা, অশ্বশালা, রমণীয় অট্টালিকা, প্রাসাদ, পুরদ্বার, সুন্দর তোরণবিশিষ্ট শ্বেত মেঘসদৃশ রাজভবন নির্মিত হইয়াছে। ঐ সকল ভবন শুভ্রমাল্য দ্বারা শোভিত, সুগন্ধজলসিক্ত, চতুষ্কোণ, শয্যা, আসন ও যানের দ্বারা সমন্বিত এবং মনোহররসযুক্ত দিব্য ভোজ্যদ্রব্য ও বস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। সেই স্থানে সকলপ্রকার অন্ন (খাদ্য) ও পাত্রসমূহ ধৌত ও পরিষ্কৃত ছিল। আসনসমূহ সুবিন্যস্ত ও শয্যাসমূহ সুন্দরভাবে আস্তীর্ণ (বিছানো) ছিল।৩১-৩৫

উপকল্পিতসর্বাঙ্গং ধৌতনির্মলভাজনম্ ।
কৃপ্ত সর্বাসনং শ্রীমৎ স্বাস্তীর্ণশয়নোত্তমম্ ॥৩৫
প্রবিবেশ মহাবাহুরনুজ্ঞাতো মহর্ষিণা ।
বেশ্ম তদ্ ধনসম্পূর্ণং ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ॥৩৬
অনুজগ্মুশ্চ তে সর্বে মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ ।
বসুধুশ্চ মুদা যুক্তাস্তং দৃষ্ট্বা বেশ্মসংবিধিম্ ॥৩৭
তত্র রাজাসনং দিব্যং ব্যজনং ছত্রমেব চ ।
ভরতো মন্ত্রিভিঃ সার্ধমভ্যবর্তত রাঘবম্ ॥৩৮
আসনং পূজয়ামাস রামায়াভিপ্রণম্য চ ।
বালব্যজনমাদায় ন্যষীদৎ সচিবাসনে ॥৩৯
আনুপূর্ব্যান্নিষেদুশ্চ সর্বে মন্ত্রি-পুরোহিতাঃ ।
ততঃ সেনাপতিঃ পশ্চাৎ প্রশাস্তা চ ন্যষীদত ॥৪০
ততস্তত্র মুহূর্তেন নদ্যঃ পায়সকর্দমাঃ ।
উপাতিষ্ঠন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ ॥৪১
আসামুভয়তঃ কূলং পাণ্ডুমৃত্তিকলেপনাঃ ।
রম্যাশ্চাবসথা দিব্যা ব্রাহ্মণস্য প্রসাদজাঃ ॥৪২
তেনৈব চ মুহূর্তেন দিব্যাভরণভূষিতাঃ ।
আগুবিংশতিসাহস্রা ব্রহ্মণা প্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪৩
সুবর্ণ-মণিমুক্তেন প্রবালেন চ শোভিতাঃ ।
আগুবিংশতিসাহস্রাঃ কুবেরপ্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
যাভির্গৃহীতঃ পুরুষঃ সোন্মাদ ইব লক্ষ্যতে ।
আগুবিংশতিসাহস্রা নন্দনাদপ্সরোগণাঃ ॥৪৫
নারদস্তুম্বুরুর্গোপঃ প্রভয়া সূর্যবর্চসঃ ।
এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ ॥৪৬
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাথ বামনা ।
উপানৃত্যন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ ॥৪৭
যানি মাল্যানি দেবেষু যানি চৈত্ররথে বনে ।
প্রয়াগে তান্যদৃশ্যন্ত ভরদ্বাজস্য তেজসা ॥৪৮

কৈকেয়ীতনয় মহাবাহু ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুজ্ঞায় বিবিধরত্নপূর্ণ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিতগণের সহিত মন্ত্রিবর্গ তাঁহার অনুগামী হইলেন। তাঁহারা সকলে গৃহব্যবস্থা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সেই গৃহে যে রাজযোগ্য সিংহাসন, ব্যজন (চামর) ও ছত্র ছিল, মন্ত্রীদিগের সহিত ভরত তৎসমস্ত প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সিংহাসন রামের যোগ্য এবং তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ ভাবিয়া ভরত রামকে প্রণাম করত ঐ আসনের পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি বালব্যজন (চামর) হস্তে লইয়া মন্ত্রীর আসনে উপবেশন করিলেন। পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ সকলেই যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলে পর সেনাপতি ও শিবিররক্ষক যথাক্রমে উপবেশন করিলেন।৩৫-৪০

অনন্তর ভরদ্বাজের আদেশে মুহূর্তমধ্যে পায়সরূপ কর্দমে পূর্ণা নদীসকল ভরতের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ নদীসমূহের উভয়তীরে শ্বেতমৃত্তিকার (চুণের) প্রলেপযুক্ত দিব্য রমণীয় গৃহসকল ভরদ্বাজের শক্তিতে শোভা পাইতে লাগিল। সেই মুহূর্তেই ব্রহ্মা-কর্তৃক প্রেরিত দিব্যাভরণভূষিত বিংশতিসহস্র রমণী আগমন করিল। কুবের কর্তৃক প্রেরিত সুবর্ণ, মণি, প্রবাল প্রভৃতির দ্বারা শোভিত বিংশতিসহস্র রমণী আগমন করিল। যাহাদের দর্শনে পুরুষ বশীভূত ও উন্মত্তের মত হইয়া যায়, সেইরূপ অপ্সরাগণ নন্দনকানন হইতে আগমন করিল।৪১-৪৪

অনন্তর সূর্যতুল্য দীপ্তিমান্ নারদ • তুম্বুরু, গোপ প্রভৃতি গন্ধর্বশ্রেষ্ঠগণ ভরতের সম্মুখে আসিয়া গান করিতে লাগিলেন। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা ভরদ্বাজের আদেশানুসারে ভরতের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবলোকে ও চৈত্ররথ উদ্যানে যে সকল মাল্য পাওয়া যায়, ভরদ্বাজের প্রভাবে প্রয়াগ-ক্ষেত্রের আশ্রমে ঐ সকল মাল্য দৃষ্ট হইল। মহর্ষির তেজঃপ্রভাবে বিল্ববৃক্ষসকল মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক-বৃক্ষসমূহ (বহেড়া বৃক্ষ) তালবিশেষগ্রাহক ও অশ্বত্থ-বৃক্ষসমূহ নর্তকের রূপ ধারণ করিল। সরল, তাল,

---

• এই নারদ একজন গন্ধর্ব ও তুম্বুরুর সহচর। ইনি ব্রহ্মার পুত্র নহেন। ব্রহ্মপুত্র নারদ পরে দ্রষ্টব্য।

বিদ্মা মার্দঙ্গিকা আদংশ্চুম্যাগ্রাহা বিভীতকাঃ।
অন্বষ্ঠা নর্তকাশ্চাসন্ ভরদ্বাজস্য তেজসা ॥৪৯
ততঃ সরলতালাশ্চ তিলকাঃ সতমালকাঃ।
প্রহৃষ্টাস্তত্র সম্পেতুঃ কুব্জা ভূত্বাথ বামনাঃ ॥৫০
শিংশপামলকী জম্বূর্ঘাশ্চান্যাঃ কাননে লতাঃ।
মালতী মল্লিকা জাতির্যাশ্চান্যাঃ কাননে লতাঃ।
প্রমদা বিগ্রহং কৃত্বা ভরদ্বাজাশ্রমেঽবসন্ ॥৫১
সুরাং সুরাপাঃ পিবত পায়সঞ্চ বুভুক্ষিতাঃ।
মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছতি ॥৫২
উদ্বোদ্য স্নাপয়ন্তি স্ম নদীতীরেষু বন্ধুষু।
অপ্যেকমেকং পুরুষং প্রমদাঃ সপ্ত চাষ্ট চ ॥৫৩
সংবাহন্ত্যঃ সমাপেতুর্নার্য্যো বিপুললোচনাঃ।
পরিমৃজ্য তদান্যোন্যং পায়য়ন্তি বরাঙ্গনাঃ ॥৫৪
হয়ান্ গজান্ খরানুষ্ট্রাংস্তথৈব মহিষোক্ষণঃ।
অভোজয়ন্ বাহনপাস্তেষাং ভোজ্যং যথাবিধি ॥৫৫

তিলক, তমাল প্রভৃতি তরুগণ প্রহৃষ্ট হইয়া কুব্জ ও বামনরূপে তথায় আগমন করিল ॥৪৬-৫০

শিংশপা (শ্যাওড়া), আমলকী, জম্বু ও কাননস্থিত অন্যান্য লতা সকল (মালতী, মল্লিকা ও অন্যান্য বহুলতা) রমণীমূর্তি ধারণপূর্বক ভরদ্বাজের আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—মদ্যপানকারিবৃন্দ! তোমরা মদ্যপান কর। ক্ষুধার্তগণ! তোমরা পায়স ও পবিত্র মাংস ভক্ষণ কর, অথবা যাহার যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপই ভক্ষণ কর। অনন্তর সাত আটজন রমণী এক একজন পুরুষকে মনোহর নদীতীরে উদ্বর্তন (তৈলমর্দন) করাইয়া স্নাত করাইতে লাগিল। বিশাল-নয়না বরাঙ্গনাগণ স্নাত পুরুষগণের আর্দ্র অঙ্গ শুষ্কবস্ত্র দ্বারা মার্জিত করিয়া চরণসেবা করত সুধাপান করাইতে প্রবৃত্ত হইল। বাহনপালকগণ অশ্ব, হস্তী, গর্দভ, উষ্ট্র ও বৃষভগণকে যথাবিধানে তাহাদের ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইতে লাগিল ॥৫১-৫৫

মহাবলবান্ পালকগণ ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রধান প্রধান লোকদিগের বাহনগুলিকে আহারের জন্য প্রেরণ করিয়া

ইক্ষূংশ্চ মধু-লাজাংশ্চ ভোজয়ন্তি স্ম বাহনান্।
ইক্ষ্বাকুবরযোধানাং চোদয়ন্তো মহাবলাঃ ॥৫৬
নাশ্ববন্ধোঽদ্যমাজানান্ন গজং কুঞ্জরগ্রহঃ।
মদ্যপ্রমত্তমুদিতা সা চমূস্তত্র সংবভৌ ॥৫৭
তর্পিতাঃ সর্বকামৈশ্চ রক্তচন্দনরুষিতাঃ।
অপ্সরোগণসংযুক্তাঃ সৈন্যা বাচমুদীরয়ন্ ॥৫৮
নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দণ্ডকান্।
কুশলং ভরতস্যাস্তু রামস্যাস্তু তথা সুখম্ ॥৫৯
ইতি পাদাতযোধাশ্চ হস্ত্যশ্বারোহ বন্ধকাঃ।
অনাখাস্তং বিধিং লব্ধ্বা বাচমেতামুদীরয়ন্ ॥৬০
সম্প্রহৃষ্টা বিনেদুস্তে নরাস্তত্র সহস্রশঃ।
ভরতস্যানুযাতারঃ স্বর্গোঽয়মিতি চাব্রুবন্
নৃত্যন্তশ্চ হসন্তশ্চ গায়ন্তশ্চৈব সৈনিকাঃ।
সমন্তাৎ পরিধাবন্তো মাল্যোপেতাঃ সহস্রশঃ ॥৬২
ততো ভুক্তবতাং তেষাং তদন্নমমৃতোপমম্।

ইক্ষু, মধু ও লাজ (খই) ভোজন করাইল। অশ্ববন্ধনকারী অশ্বের দিকে ও গজবন্ধনকারী গজের দিকে লক্ষ্য রাখিল না। সকল সৈন্য মাদকদ্রব্যসেবনে ও মধুপানে প্রমত্ত ও হৃষ্ট হইয়া অতিশয় শোভিত হইল। রক্ত-চন্দনচর্চিত সর্ববিধ ভোগ্যলাভে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ অপ্সরাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বলিতে লাগিল —আমরা অযোধ্যায় আর ফিরিয়া যাইব না, দণ্ডকারণ্যেও যাইব না। ভরতের মঙ্গল হউক এবং রামও সুখে থাকুন। গজারোহী, অশ্বারোহী, গজ-বন্ধনকারী, অশ্ববন্ধনকারী ও পদাতিক যোদ্ধারা তাদৃশ সৎকারলাভে স্বাধীনভাবাপন্ন হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিল ॥৫৬-৬০

ভরতের অনুগামী সহস্র সহস্র লোক অতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং "এই স্থানই স্বর্গ" "এই স্থানই স্বর্গ" এইরূপ বলিতে লাগিল। মাল্যভূষিত সহস্র সহস্র সৈন্য নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে ও গান করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। অমৃততুল্য অন্ন ভক্ষণ করা সত্ত্বেও মনোহর ভক্ষ্যদ্রব্য দেখিয়া

দিব্যানুদীক্ষ্য ভক্ষ্যাংস্তানভবন্ ভক্ষণে মতিঃ ॥৬৩
প্রেষ্যাশ্চেটাশ্চ বধ্বশ্চ বলদ্বাশ্চাপি সর্বশঃ।
বভূবুস্তে তৃশং প্রীতাঃ সর্বে চাহতবাসসঃ ॥৬৪
কুঞ্জরাশ্চ খরোষ্ট্রাশ্চ গোহয়াশ্চ মৃগপক্ষিণঃ।
বভূবুঃ সুভৃতাস্তত্র নাতো ভূয়মকল্পয়ন্ ॥৬৫
নাশুক্লবাসাস্তত্রাদীৎ ক্ষুধিতো মলিনোঽপি বা।
রজসা ধ্বস্তকেশো বা নরঃ কশ্চিদদৃশ্যত ॥৬৬
আজৈশ্চাপি চ (ক) বারাহৈর্নিষ্ঠানবরসংস্কৃতৈঃ।
ফলনির্যূহসংসিদ্ধৈঃ সূপৈর্গন্ধ-রসান্বিতৈঃ ॥৬৭
পুষ্পধ্বজবতীঃ পূর্ণাঃ শুক্লস্যান্নস্য চাভিতঃ।
দদৃশুর্বিস্মিতাস্তত্র নরা লৌহীঃ সহস্রশঃ ॥৬৮
বভূবুর্বনপার্শ্বেষু কূপাঃ পায়সকর্দমাঃ।
তাংশ্চ কামদুঘা গাবো ক্রমাশ্চাসন্ মধুচ্যুতঃ ॥৬৯
বাপ্যো মৈরেয়পূর্ণাশ্চ মৃষ্টমাংসচয়ৈর্বৃতাঃ।
প্রতপ্তপিঠরৈশ্চাপি মার্গমায়ূর-কৌক্কুটৈঃ ॥৭০

পাত্রীণাঞ্চ সহস্রাণি স্থালীনাং নিযুতানি চ।
অর্বুদানি চ পাত্রাণি শাতকুম্ভময়ানি চ ॥৭১
স্থাল্যঃ কুম্ভ্যঃ করম্ভ্যশ্চ দধিপূর্ণাঃ সুসংস্কৃতাঃ।
যৌবনস্থস্য গৌরস্য কপিত্থস্য সুগন্ধিনঃ ॥৭২
হ্রদাঃ পূর্ণা রসালস্য দধ্নঃ শ্বেতস্য চাপরে।
বভূবুঃ পায়সস্যান্যে শর্করাণাঞ্চ সর্বশঃ ॥৭৩
কম্বাংশ্চূর্ণকষায়াংশ্চ স্নানানি বিবিধানি চ।
দদৃশুর্ভাজনস্থানি তীর্থেষু সরিতাং নরাঃ ॥৭৪
শুক্লানংশুমতশ্চাপি দন্তধাবনসঞ্চয়ান্।
শুক্লাংশ্চন্দনকম্বাংশ্চ সমূলোশীরবর্তিষ্ঠতঃ (খ) ॥৭৫
দর্পণান্ পরিমৃষ্টাংশ্চ বাসসাঞ্চাপি সঞ্চয়ান্।
পাদুকোপানহং চৈব যুগ্মান্যত্র সহস্রশঃ ॥৭৬
আঞ্জনীঃ কঙ্কতান্ কূর্চাংশ্ছত্রাণি চ ধনূংষি চ।
মর্মত্রাণানি চিত্রাণি শয়নাসনানি চ ॥৭৭

তাহাদের পুনর্বার ভোজনের ইচ্ছা হইতে লাগিল। সৈন্যমণ্ডলে যে সকল দাস-দাসী ও স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা সকলেই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিল। হস্তী, গর্দভ, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, মৃগ ও পক্ষীরা সকলেই প্রচুর পরিমাণে আহার করায় অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করিল না ।৬১-৬৫

সেই স্থানে মলিনবসন, ক্ষুধার্ত, মলিনদেহ ও ধূলিধূসরিতকেশ কোন লোককে দেখা যায় নাই। ছাগমাংস, বরাহমাংস, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনসমূহ, আম্র প্রভৃতি ফলের নির্য্যাসরস ও গন্ধরসযুক্ত সূপসমূহে পূর্ণ বহু রজতপাত্র ও স্বর্ণপাত্রসমূহ শুভ্রবর্ণ অন্নরাশির চতুর্দিকে বিচিত্র-পুষ্পনির্মিত ধ্বজযুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে—এইরূপ দৃশ্য সৈন্যগণ দেখিতে লাগিল। ঐ পঞ্চযোজনবিস্তৃত বনপ্রদেশের পার্শ্বস্থ কূপসকল পায়সের দ্বারা কর্দমবিশিষ্ট ও ক্ষেদ্রুসমূহ কামদুঘে হইয়াছিল। সেই স্থানে সকল বৃক্ষই মধুস্রাবী হইয়াছিল। পুষ্করিণীসমূহ মৈরেয়নামক মদ্যে পূর্ণ ও উত্তপ্ত পাত্রসমূহ সুপক্ক পরিষ্কৃত মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুটমাংসে পরিপূর্ণ ছিল ।৬৬-৭০

স্বর্ণনির্মিত সহস্র সহস্র অন্নপাত্র, নিযুত নিযুত ভোজনপাত্র, অর্বুদসংখ্যক হস্তপ্রক্ষালনপাত্র, জলপানপাত্র, সুপরিষ্কৃত দন্তধাবনপাত্র, মন্থনান্তে সুরক্ষিত সুগন্ধযুক্ত পীতবর্ণ তক্রের (ঘোল) দ্বারা পূর্ণ পাত্রসমূহ বিরাজিত ছিল। সেই স্থানে হ্রদসমূহ গুড়, আদা, জীরা আদি মিশ্রিত রসালনামক তক্রের দ্বারা, শ্বেতবর্ণ দধির দ্বারা ও শর্করা (চিনি) মিশ্রিত জলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। লোকসকল নদীতীর্থে (ঘাটে) যাইয়া দেখিল যে—পাত্রসমূহে আমলকীচূর্ণমিশ্রিত নানাবিধ স্নানীয় দ্রব্য সুরক্ষিত রহিয়াছে। সেই স্থানে অগ্রভাগে শ্বেতবর্ণ কূর্চযুক্ত (গোমযুক্ত) দন্তকাষ্ঠসকল, সমুদ্গক (কৌটা) মধ্যে শ্বেতচন্দনানুলেপন, নির্মল দর্পণসমূহ, ধৌতবস্ত্ররাশি, সহস্র সহস্র কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম), সহস্র সহস্র চর্মপাদুকা (জুতা), আঞ্জনী (কাজল লাগাইবার দ্রব্য), কঙ্কত (চিরুণি), কূর্চ (যাহা দ্বারা শ্মশ্রু অর্থাৎ দাড়ি মার্জনা করা হয়), ছত্র, ধনু, কবচ, বিচিত্র শয্যা ও আসনসমূহ সুরক্ষিত ছিল। ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করিবার জন্য যাহা পান করা যায়, এইরূপ রসপূর্ণ

পাঠান্তর :—(ক) আজৈশ্চাবিক—
(খ) —সমূলোশীরবর্তিতঃ।

প্রতিপানভ্রদান্ পূর্ণান্ খরোষ্ট্র-গজ-বাজিনাম্ ।
অবগাহ্য সুতীর্থাংশ্চ হ্রদান্ সোৎপলপুষ্করান্ ।
আকাশবর্ণপ্রতিমান্ স্বচ্ছতোয়ান্ সুখাপ্লবান্ ॥৭৮
নীলবৈদূর্য্যবর্ণাংশ্চ মৃদূন্ যবসসঞ্চয়ান্ ।
নির্বাপার্থং পশূনাং তে দদৃশুস্তত্র সর্বশঃ ॥৭৯
ব্যস্মরন্ত মনুষ্যাস্তে স্বপ্নকল্পং তদদ্ভুতম্ ।
দৃষ্ট্বাতিথ্যং কৃতং তাদৃগ্ ভরতস্য মহর্ষিণা (ক) ॥৮০
ইত্যেবং রমমাণানাং দেবানামিব নন্দনে ।
ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে সা রাত্রির্ব্যত্যবর্তত ॥৮১

প্রতিজগ্মুশ্চ তা নদ্যো গন্ধর্বাশ্চ যথাগতম্ ।
ভরদ্বাজমনুজ্ঞাপ্য তাশ্চ সর্বা বরাঙ্গনাঃ ॥৮২
তথৈব মত্তা মদিরোৎকটা নরা-
স্তথৈব দিব্যাগুরুচন্দনোক্ষিতাঃ ।
তথৈব দিব্যা বিবিধাঃ স্রগুত্তমাঃ
পৃথগ্বিকীর্ণা মনুজৈঃ প্রমর্দিতাঃ ॥৮৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে-
হযোধ্যাকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ।

হ্রদও ছিল। গর্দভ, উষ্ট্র, হস্তী ও অশ্বগণ অবতরণ ও অবগাহন করিতে পারে এইরূপ তীর্থ (ঘাট) যুক্ত হ্রদসকলও সেইস্থানে ছিল। ঐ সকল হ্রদ ছিল পদ্ম, উৎপল প্রভৃতি পুষ্পে পরিপূর্ণ, আকাশের মত বর্ণবিশিষ্ট স্বচ্ছজলপূর্ণ ও সুখে অবগাহনযোগ্য ।৭১-৭৮

সকলে দেখিতে পাইল যে—পশুদিগের ভক্ষণার্থ নীলবৈদূর্য্যবর্ণ কোমলতৃণরাশি প্রচুরপরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। মহর্ষি ভরদ্বাজ কর্তৃক কৃত মনুষ্যদুর্লভ স্বপ্নতুল্য অদ্ভুত আতিথ্য দেখিয়া সকলে অতিশয় বিস্মিত হইল। নন্দনকাননে দেবতাগণের ন্যায় ভরদ্বাজের রমণীয় আশ্রমে এইভাবে আমোদবিহারকারী জনগণের সেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর সমাগত অপ্সরাগণ, গন্ধর্বগণ ও বারাঙ্গনাগণ ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিল। কিন্তু ভরতের অনুগামী লোকসকল সেইরূপই মদমত্ত, ঘৃপ্ত ও দিব্য অগুরু-চন্দনে চর্চিত হইয়া রহিল। মনোহর উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার মাল্যসমূহ মনুষ্যগণ কর্তৃক বিমর্দিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিল ।৭৯-৮৩

পাঠান্তর :— (ক) —তাদৃগ্ ভরদ্বাজকৃতং ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ

[মুনের্ভরদ্বাজস্য সমীপে প্রত্যাবর্তনপ্রার্থনম্, শ্রীরামস্যাশ্রমং গন্তুং পথনির্দেশপ্রাপ্তিশ্চ, মুনিনা জিজ্ঞাসিতস্য ভরতস্য স্বীয়মাতৃণাং পরিচয়দানম্, তদনন্তরং সুবিশালসেনাবাহিন্যা সহ চিত্রকূটমভি ভরতস্য যাত্রা চ।]

ততস্তাং রজনীং ব্যুষ্য ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ।
কৃতাতিথ্যো ভরদ্বাজং কামাদভিজগাম হ ॥১
তমৃষিঃ পুরুষব্যাঘ্রং প্রেক্ষ্য প্রাঞ্জলিমাগতম্।
হুতাগ্নিহোত্রো ভরতং ভরদ্বাজোঽভ্যভাষত ॥২
কচ্চিদত্র সুখা রাত্রিস্তবাস্মদ্ বিষয়ে গতা।
সমগ্রস্তে জনঃ কচ্চিদাতিথ্যে শংস মেঽনঘ ॥৩
তমুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা ভরতোঽভিপ্রণম্য চ।
আশ্রমাদুপনিষ্ক্রান্তমৃষিমুত্তমতেজসম্ ॥৪
সুখোষিতোঽস্মি ভগবন্ সমগ্রবলবাহনঃ।
বলবত্তর্পিতশ্চাহং বলবান্ ভগবংস্ত্বয়া ॥৫
অপেতক্লমসন্তাপাঃ সুভিক্ষাঃ সুপ্রতিশ্রয়াঃ।
অপি প্রেষ্যানুপাদায় সর্বে স্মঃ সুসুখোষিতাঃ ॥৬
আমন্ত্রয়েঽহং ভগবন্ কামং ত্বামৃষিসত্তম।
সমীপং প্রস্থিতং ভ্রাতুর্মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা ॥৭
আশ্রমং তস্য ধর্মজ্ঞ ধামিকস্য মহাত্মনঃ।
আচক্ষ্ব কতমো মার্গঃ কিয়ানিতি চ শংস মে ॥৮
ইতি পৃষ্টস্তু ভরতং ভ্রাতুর্দর্শনলালসম্।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা ভরদ্বাজো মহাতপাঃ ॥৯
ভরতার্ধতৃতীয়েষু যোজনেষ্বজনে বনে।
চিত্রকূটগিরিস্তত্র রম্যনির্ঝরকাননঃ ॥১০

দ্বিনবতিতম সর্গ

[ভরদ্বাজমুনির নিকট ভরতের বিদায়প্রার্থনা ও শ্রীরামের আশ্রমে যাইবার পথনির্দেশপ্রাপ্তি, মুনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভরতের স্বীয় মাতৃগণের পরিচয়প্রদান এবং তদনন্তর সুবিশাল সেনাদলসহ চিত্রকূটের পথে ভরতের যাত্রা।]

ভরত সপরিবারে এইভাবে আতিথ্যলাভ করিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে তিনি রামকে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে ভরদ্বাজের নিকট গমন করিলেন। ভরদ্বাজ প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নরশ্রেষ্ঠ ভরতকে কৃতাঞ্জলি হইয়া আগত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—আমার এই আশ্রমে এই রাত্রি সুখেই অতিবাহিত হইয়াছে ত? নিষ্পাপ * ভরত! তোমার লোকসকল আতিথ্যলাভে পরিতৃপ্ত হইয়াছে ত?

* রামের প্রতি ভক্তি না থাকিলে ভরত অবশ্যই ভোগপ্রবণ হইবে—এইরূপ ভাবিয়াই ঋষি আতিথ্য করিয়াছিলেন। ভরত রামভক্তিবশতঃ ভোগবিমুখ। সেই জন্য তিনি নিষ্পাপ।

আমাকে সকল বিষয় জ্ঞাত কর। এই বলিয়া অতিতেজস্বী মহর্ষি আশ্রমের পরিদেশে আসিলে পর ভরত তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—ভগবন্! আমি সৈন্য ও বাহনগণ সহিত সুখেই রাত্রিবাস করিয়াছি। আপনি তাহাদের সকলের সহিত আমাকে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।১-৫

আমরা সকলেই ক্লান্তি ও সন্তাপশূন্য হইয়াছি। সুলভভাবেই ভোজনাদি করিয়াছি। অতিশয় সুখে বাস করিয়াছি। সমুদায় ভৃত্যের সহিত পরমসুখে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। ভগবন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আগ্রহের সহিত আপনার নিকট অনুমতিপ্রার্থনা করিতেছি। আমি এক্ষণে ভ্রাতার নিকট গমন করিতেছি, আপনি আমাকে স্নেহদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করুন। ধর্মজ্ঞ! মহাত্মা ধার্মিক রামের আশ্রমে কোন্ পথে যাওয়া যায় এবং তাহা কতদূরে অবস্থিত, আপনি আমাকে বলিয়া দিন। মহাতেজা মহাতপস্বী ভরদ্বাজ এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভ্রাতৃদর্শনে উৎকণ্ঠিত ভরতকে বলিলেন—ভরত! এইস্থান * হইতে সার্ধত্রিযোজন দূরে

উত্তরং পার্শ্বমাসাদ্য তস্য মন্দাকিনী নদী।
পুষ্পিতদ্রুমসংছন্না রম্যপুষ্পিতকাননা ॥১১
অনন্তরং তৎসরিতশ্চিত্রকূটশ্চ পর্বতঃ।
তয়োঃ পর্ণকুটীং তাত তত্র তৌ বসতো ধ্রুবম্ ॥১২
দক্ষিণেন চ মার্গেণ সব্য-দক্ষিণমেব চ।
গজবাজিসমাকীর্ণাং বাহিনীং বাহিনীপতে ॥১৩
বাহয়স্ব মহাভাগ ততো দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।
প্রয়াণমিতি চ শ্রুত্বা রাজরাজস্য গোপিতঃ ॥১৪
হিত্বা যানানি যানার্হা ব্রাহ্মণং পর্যবারয়ন্।
বেপমানা কৃশা দীনা সহ দেব্যা সুমিত্রয়া ॥১৫
কৌসল্যা তত্র জগ্রাহ করাভ্যাং চরণৌ মুনেঃ।
অদমুহ্যেন কামেন সর্বলোকস্য গর্হিতা ॥১৬
কৈকয়ী তত্র জগ্রাহ চরণৌ সব্যপত্রপা।
তং প্রদক্ষিণমাগম্য ভগবন্তং মহামুনিম্ ॥১৭
অদূরাদ্ ভরতস্যৈব তস্থৌ দীনমনাস্তদা।
তত্র পপ্রচ্ছ ভরতং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ॥১৮
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মাতৃণাং তব রাঘব।
এবমুক্তস্তু ভরতো ভরদ্বাজেন ধার্মিকঃ ॥১৯
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যং বচনকোবিদঃ।
যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকানশনকর্শিতাম্ ॥২০
পিতুর্হি মহিষীং দেবীং দেবতামিব পশ্যসি।
এষা তং পুরুষব্যাঘ্রং সিংহবিক্রান্তগামিনম্ ॥২১
কৌসল্যা সুষুবে রামং ধাতারমদিতির্যথা।
অস্যা রামভুজং শ্লিষ্টা যা সা তিষ্ঠতি দুর্মনাঃ ॥২২

(১ যোজন—৪ ক্রোশ। সার্ধদ্বিযোজন—১০ ক্রোশ) জনশূন্য অরণ্যমধ্যে রমণীয় বিশীর্ণপাষাণযুক্ত ও রমণীয় বনময় চিত্রকূটপর্বত আছে।৮-১০

তাহার উত্তরপার্শ্বে মন্দাকিনী (গঙ্গা) নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদীর উভয়তট পুষ্পিতদ্রুমসমূহে ও পুষ্পিতবনসমূহে সুশোভিত। তাত! ঐ মন্দাকিনীর পরপারে চিত্রকূটপর্বত। সেই পর্বতে তাহাদের পর্ণকুটীর দেখিতে পাইবে। সেই কুটীরে তাঁহারা বাস করিতেছেন। মহাভাগ! তুমি এই বিশাল সেনাবাহিনীর অধিপতি। তুমি হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পরিব্যাপ্ত সেনাকে যমুনার দক্ষিণতীরস্থ পথে কিছুদূর লইয়া যাও। পরে সেই পথের দুইটি শাখাপথের মধ্যে বামভাগে দক্ষিণাভিমুখী যে পথ আছে, সেই পথে সৈন্যসমূহকে পরিচালিত কর। তাহা হইলেই রঘুনন্দন রামকে দেখিতে পাইবে। তখন আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতে হইবে শুনিয়া যানে আরোহণকারিণী দশরথ-মহিষীরা নিজ নিজ যান (রথপ্রভৃতি) পরিত্যাগপূর্বক প্রণাম করিবার জন্য মহর্ষি ভরদ্বাজকে বেষ্টন করিলেন। সুমিত্রাদেবীর সহিত কৃশাঙ্গী অতিদীনা কৌসল্যাও কাঁপিতে কাঁপিতে মহর্ষির নিকট আসিলেন।১১-১৫

প্রথমে সুমিত্রার সহিত কৌসল্যা স্বহস্তদ্বয়ের দ্বারা মহর্ষির চরণস্পর্শ করিলেন। অনন্তর বিকলমনোরথা সর্বজনবিনিন্দিতা কৈকেয়ী অতিশয় লজ্জিতা হইয়া মহর্ষির চরণস্পর্শ করিলেন এবং ভগবান্ মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতিদীনচিত্তে ভরতের নিকট দাঁড়াইলেন। তখন মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রঘুনন্দন! তোমার মাতৃগণের পৃথক্ পৃথক্ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। ভরদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর ধার্মিক বাগ্মী ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্! শোকে ও উপবাসে শীর্ণদেহা অতিদুঃখিতা এই যে দেবতারূপিণী জননীকে আপনি দেখিতেছেন, ইনি পিতৃদেবের প্রধানমহিষী কৌসল্যা। অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন, সেইরূপ এই কৌসল্যাদেবী সিংহসম গতিমান্ পুরুষোত্তম রামকে প্রসব করিয়াছেন। ইঁহার বামবাহু ধারণ করিয়া যিনি দুঃখিতচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, ইনি মহারাজের মধ্যমা মহিষী সুমিত্রাদেবী। বনমধ্যে শীর্ণপুষ্পযুক্তা কর্ণিকার শাখার ন্যায় ইনি অতিদুঃখিতা হইয়াছেন। দেবতার ন্যায় রূপবান্ সত্যবিক্রম বীরবর কুমার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই সুমিত্রাদেবীর পুত্র।১১-২৪

যাহার জন্য নরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ মৃত্যুসম বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে

ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা।
কর্ণিকারস্য শাখেব শীর্ণপুষ্পা বনান্তরে ॥২৩
এতস্যাস্তৌ সুতৌ দেব্যাঃ কুমারৌ দেববর্ণিনৌ।
উভৌ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ বীরৌ সত্য-পরাক্রমৌ ॥২৪
যস্যাঃ কৃতে নরব্যাঘ্রৌ ভীবনাশমিতো গতৌ।
রাজা পুত্রবিহীনশ্চ স্বর্গং দশরথো গতঃ ॥২৫
ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
ঐশ্বর্য্যকামাং কৈকেয়ীমনার্য্যামার্য্যরূপিণীম্ ॥২৬
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্।
যতো মূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা নরশার্দূলো বাষ্পগদ্গদয়া গিরা।
বিনিঃশ্বস্য স তাম্রাক্ষঃ ক্রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্ ॥২৮
ভরদ্বাজো মহর্ষিস্তং ক্রবন্তং ভরতং তদা।
প্রত্যুবাচ মহাবুদ্ধিরিদং বচনমর্থবিৎ ॥২৯
ন দোষেণাবগন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া।
রামপ্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি ॥৩০

স্বর্গগমন করিয়াছেন, সেই ক্রোধনা, অশিক্ষিতবুদ্ধি, গর্বিতা, সৌভাগ্যমদমত্তা, ঐশ্বর্য্যলুব্ধা ও অনার্য্যা হইয়াও আর্য্যার ন্যায় প্রতীয়মানা এই কৈকেয়ী। এই পাপসঙ্কল্পবতী নিষ্ঠুরস্বভাবাকে আমার মাতা বলিয়া জানিবেন। ইহারই জন্য আমার এইরূপ মহাবিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ ভরত বাষ্পগদ্গদবাক্যে এই প্রকার বলিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধে আরক্তনেত্র হইলেন। ভরত ঐভাবে কথা বলিতেছেন দেখিয়া মহামতি সর্বজ্ঞ মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে বলিলেন,—ভরত! এইরূপ দোষ (১) করার জন্য তুমি কৈকেয়ীকে অবজ্ঞা করিও না। এই রাম-নির্বাসন পরিণামে সুখজনক হইবে।১৫-৩০

দেবানাং দানবানাঞ্চ ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
হিতমেব ভবিষ্যদ্ধি রামপ্রব্রাজনাদিহ ॥৩১
অভিবাদ্য তু সংসিদ্ধঃ কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্।
আমন্ত্র্য ভরতঃ সৈন্যং যুজ্যতামিতি চাব্রবীৎ ॥৩২
ততো বাজিরথান্ যুক্ত্বা দিব্যান্ হেমবিভূষিতান্।
অধ্যারোহৎ প্রয়াণার্থং বহূন্ বহুবিধো জনঃ ॥৩৩
গজকন্যা গজাশ্চৈব হেমকক্ষ্যাঃ পতাকিনঃ।
জীমূতা ইব ঘর্মান্তে সঘোষাঃ সম্প্রতস্থিরে ॥৩৪
বিবিধান্যপি যানানি মহান্তি চ লঘূনি চ।
প্রযযুঃ সুমহার্হাণি পাদৈরপি পদাতয়ঃ ॥৩৫
অথ যানপ্রবেকৈস্তু কৌসল্যা প্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রামদর্শনকাঙ্ক্ষিণ্যঃ প্রযযুর্মুদিতাস্তদা ॥৩৬
চন্দ্রার্কতরুণাভাসাং বিমুক্তাং শিবিকাং শুভাম্।
আস্থায় প্রযযৌ শ্রীমান্ ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ ॥৩৭
সা প্রযাতা মহাসেনা গজ-বাজিসমাকুলা।
দক্ষিণাং দিশমাবৃত্য মহামেঘ ইবোত্থিতঃ ॥৩৮

এই রাম-বনবাস হইতে দেবগণের, দানবগণের ও তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের মঙ্গল সাধিত হইবে। তখন ভরত মহর্ষির অনুগ্রহলাভে সিদ্ধকাম হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার অনুমতি লইয়া সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। তখন বহুবিধ লোক বহুবিধ স্বর্ণভূষিত দিব্য অশ্ব ও রথ যোজনা করিয়া প্রস্থান করিবার জন্য আরোহণ করিল। স্বর্ণময় গলবন্ধন রজ্জু ও পতাকাবিশিষ্ট হস্তী ও হস্তিনীসকল গ্রীষ্মান্তে শব্দায়মান মেঘমালার ন্যায় দশদিক্ নিনাদিত করিয়া প্রস্থান করিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকারের বহুমূল্য যানসমূহ ও পদাতিগণ পদব্রজে চলিতে লাগিল।৩০-৩৫

অনন্তর কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ রামদর্শনের ইচ্ছায় আনন্দিত হইয়া উৎকৃষ্ট যানে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। শ্রীমান্ ভরত নবোদিত চন্দ্র-সূর্য্যের শোভাময়ী সুশ্রী শিবিকায় আরোহণ করিয়া সপরিবারে

(১) দেবতাগণের প্রেরণায় মন্থরার কথায় কৈকেয়ীর কঠোরতা আসিয়াছিল। কৈকেয়ী রামের প্রতি অতিস্নেহশীলা। দেবতাদের চক্রান্তে ইহা হইয়াছে, সুতরাং কৈকেয়ীর কোন দোষ নাই। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি তাহা বুঝিয়াই ভরতকে সান্ত্বনা করিলেন।

বনানি চ ব্যতিক্রম্য জুষ্টানি মৃগপক্ষিভিঃ।
গঙ্গায়াঃ পরবেলায়াং গিরিষ্বথ নদীষ্বপি ॥৩৯
সা সম্প্রহৃষ্টদ্বিপবাজিযূথা
বিত্রাসয়ন্তী মৃগপক্ষিসঙ্ঘান্।
মহদ্বনং তৎ প্রবিগাহমানা
বরূথং সেনা ভরতস্য তত্র ॥৪০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ।

প্রস্থান করিলেন। গজ-অশ্বপরিব্যাপ্ত বিশাল সৈন্যবৃন্দ সমুত্থিত মহামেঘের ন্যায় দক্ষিণদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে লাগিল। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত পর্বত ও নদীসমূহের নিকটে মৃগপক্ষিসেবিত অরণ্যসকল পার হইয়া যাইতে লাগিল। আহ্লাদিত হস্তী-অশ্বসমন্বিত সৈন্যবৃন্দ বনমধ্যস্থিত মৃগ ও পক্ষিগণকে ভীত করিতে লাগিল এবং গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল ॥৩৬-৪০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ

[সেনাবাহিনীভিঃ সহ ভরতস্য চিত্রকূটযাত্রা-বর্ণনম্।]

তয়া মহত্যা যাগিন্যা ধ্বজিন্যা বনবাসিনঃ।
অদিতা যূথপা মত্তাঃ সযূথাঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ ॥১
ঋক্ষাঃ পৃষতযূথ্যাশ্চ রুরবশ্চ সমন্ততঃ।
দৃশ্যন্তে বনঘাটেষু গিরিষ্বপি নদীষু চ ॥২
স সম্প্রতস্থে ধর্মাত্মা প্রীতো দশরথাত্মজঃ।
বৃতো মহত্যা নাদিন্যা সেনয়া চতুরঙ্গয়া ॥৩
সাগরৌঘনিভা সেনা ভরতস্য মহাত্মনঃ।
মহীং সংছাদয়ামাস প্রাবৃষি দ্যামিবাম্বুদঃ ॥৪
তুরঙ্গৌঘৈরবততা বারণৈশ্চ মহাবলৈঃ।
অনালক্ষ্যা চিরং কালং তস্মিন্ কালে বভূব সা ॥৫
স গত্বা দূরমধ্বানং সম্পরিশ্রান্তবাহনঃ।
উবাচ বচনং শ্রীমান্ বসিষ্ঠং মন্ত্রিণাং বরম্ ॥৬

ত্রিনবতিতম সর্গ

[সেনাদলসহ ভরতের চিত্রকূটযাত্রার বর্ণনা।]

বনবাসী মত্ত যূথপতি হস্তীসকল গমনরত বিশাল সেনাদলকর্তৃক নিপীড়িত হইয়া দলে দলে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। বনস্থলে, পর্বতে ও নদীতীরে ভল্লুক, পৃষত (বিন্দুবিন্দুচিহ্নযুক্ত হরিণ) ও রুরু (চিহ্নহীন হরিণ) সমূহকে ব্যাকুলভাবে চারিদিকে ধাবিত হইতে দেখা গেল। ধর্মাত্মা দশরথতনয় ভরত কোলাহলকারী বিশাল চতুরঙ্গ সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া সানন্দে গমন করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ মহাত্মা ভরতের সমুদ্রপ্রবাহতুল্য সৈন্যগণ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিল। সেই সময় মহাবলশালী অশ্ব ও হস্তীসকলের দ্বারা বিশেষভাবে আবৃত হওয়ায় পৃথিবী বহুক্ষণ যাবৎ লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়াছিল ॥১-৫

বহুদূর পথ অতিক্রম করায় বাহনসমূহ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শ্রীমান্ ভরত মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন—আমি যেরূপ দেখিতেছি, পূর্বে আমি যেরূপ শুনিয়াছি এবং ভরদ্বাজ যে প্রকার বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, আমরা নির্দিষ্টস্থানে আসিয়াছি। এই

তাদৃশং লক্ষ্যতে রূপং যথা চৈব ময়া শ্রুতম্।
ব্যক্তং প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ ॥৭
অয়ং গিরিশ্চিত্রকূটস্তথা মন্দাকিনী নদী।
এতৎ প্রকাশতে দূরান্নীলমেঘনিভং বনম্ ॥৮
গিরেঃ সানূনি রম্যাণি চিত্রকূটস্য সম্প্রতি।
বারণৈরবমৃষ্টানি মামকৈঃ পর্বতোপমৈঃ ॥৯
মুঞ্চন্তি কুসুমান্যেতে নগাঃ পর্বতসানুষু।
নীলা ইবাতপাপায়ে তোয়ং তোয়ধরা ঘনাঃ ॥১০
কিন্নরাচরিতং দেশং পশ্য শত্রুঘ্ন পর্বতে।
হর্ম্যৈঃ সমন্তাদাকীর্ণং মকরৈরিব সাগরম্ ॥১১
এতে মৃগগণা ভান্তি শীঘ্রবেগাঃ প্রচোদিতাঃ।
বায়ুপ্রবিদ্ধাঃ শরদি মেঘমালা ইবাম্বরে ॥১২
কুর্বন্তি কুসুমাপীড়ান্ শিরঃসু ত্বরভীনমী।
মেঘপ্রকাশৈঃ ফলকৈর্দাক্ষিণাত্যা নরা যথা ॥১৩
নিষ্কূজমিব ভূয়েদং বনং ঘোরপ্রদর্শনম্।
অযোধ্যেব জনাকীর্ণা সম্প্রতি প্রতিভাতি মে ॥১৪
খুরৈরুদীরিতো রেণুর্দিবং প্রচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি।
তং বহত্যনিলঃ শীঘ্রং কুর্বন্নিব মম প্রিয়ম্ ॥১৫
স্যন্দনাংস্তুরগোপেতান্ সূতমুখ্যৈরধিষ্ঠিতান্।
এতান্ সম্পততঃ শীঘ্রং পশ্য শত্রুঘ্ন কাননে ॥১৬
এতান্ বিত্রাসিতান্ পশ্য বর্হিণঃ প্রিয়দর্শনান্।
এবমাপততঃ শৈলমধিবাসং পতত্রিণঃ ॥১৭
অতিমাত্রমযং দেশো মনোজ্ঞঃ প্রতিভাতি মে।
তাপসানাং নিবাসোঽযং ব্যক্তং স্বর্গপথোঽনঘ ॥১৮
মৃগা মৃগীভিঃ সহিতা বহবঃ পৃষতা বনে।
মনোজ্ঞরূপা লক্ষ্যন্তে কুসুমৈরিব চিত্রিতাঃ ॥১৯
সাধু সৈন্যাঃ প্রতিষ্ঠন্তাং বিচিনস্তু চ কাননম্।
যথা তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ দৃশ্যেতে রাম-লক্ষ্মণৌ ॥২০

সেই চিত্রকূটপর্বত, এই সেই মন্দাকিনী নদী। দূর হইতে নীলমেঘতুল্য ঐ বন প্রতিভাত হইতেছে। সম্প্রতি চিত্রকূটপর্বতের রমণীয় দানু (তটদেশ) সমূহ পর্বততুল্য মদীয় হস্তিগণের দ্বারা নিপীড়িত হইতেছে। বর্ষাকালে জলপূর্ণ নীলমেঘসমূহ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, সেইভাবে পর্বততটদেশস্থিত বৃক্ষসমূহ হস্তিগণের আঘাতে কম্পিত হইয়া কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে।৬-১০

ভ্রাতঃ শত্রুঘ্ন! এই পর্বতে কিন্নরগণের বাসস্থানগুলি অবলোকন কর। সমুদ্র যেমন মকরগণের দ্বারা সমাকীর্ণ হয়, ঐ স্থানগুলি আমাদের অশ্বসমূহের দ্বারা সেইভাবে সমাকীর্ণ হইয়াছে। শরৎকালে বায়ুচালিত হইয়া মেঘমালা যেমন আকাশে শোভা পায়, আমার সৈন্যগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী হরিণসমূহ সেইরূপ শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে। মেঘসমান প্রকাশমান অস্ত্র-নিবারণসমর্থ চর্মফলক (ঢাল)-সমন্বিত সৈন্যগণ দাক্ষিণাত্য-বাসী লোকের ন্যায় নিজ নিজ মস্তক সুগন্ধি পুষ্পে ভূষিত করিতেছে। এই ভীষণদর্শন অরণ্য স্বভাবতই নির্জন ও নিস্তব্ধ হইলেও সম্প্রতি আমাদের আগমনে জনাকীর্ণ অযোধ্যার ন্যায় মনে হইতেছে। অশ্বগণের খুরোত্থিত ধূলিসমূহ গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে। বায়ু আমার প্রীতিসাধন করিবার জন্য চিত্রকূটদর্শনের বিঘ্নস্বরূপ ঐ ধূলিসমূহকে শীঘ্রই অপসারিত করিতেছে। ১১-১৫

শত্রুঘ্ন! দেখ, প্রধান প্রধান সারথিগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত অশ্বযোজিত রথসমূহ বনমধ্যে অতিদ্রুতবেগে গমন করিতেছে। দেখ, প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ভীত হইয়া পক্ষি-গণের বাসস্থান এই পর্বতেই আসিতেছে। এই স্থান অতিশয় মনোজ্ঞ বলিয়া আমার মনে হইতেছে। তপস্বী ব্যক্তিগণ এইস্থানে অবস্থান করেন। নিশ্চয়ই ইহা স্বর্গপথের সমান। এইস্থানে চিত্রিত হরিণসমূহ হরিণীর সহিত মিলিত হইয়া অতিমনোজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছে। চিত্রিত হরিণসমূহকে দেখিয়া মনে হয়—তাহাদিগকে কুসুমের দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছে। এক্ষণে সৈন্যগণ সমুচিতভাবে অগ্রসর হউক, যেভাবে নরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ দৃষ্টিগোচর হন, সেইভাবে সমুদায় কানন অন্বেষণ করুক।১৬-২০

ভরতের কথা শুনিয়া শস্ত্রধারী বীরপুরুষগণ সেই বনে প্রবেশ করিল এবং ধূমশিখা দেখিতে পাইল।

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা পুরুষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
বিবিশুস্তদ্বনং শূরা ধূমাগ্রং দদৃশুস্ততঃ ॥২১
তে সমালোক্য ধূমাগ্রমূচুর্ভরতমাগতাঃ।
নামনুষ্যে ভবত্যগ্নির্ব্যক্তমত্রৈব রাঘবৌ ॥২২
অথ তত্র নরব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ পরন্তপৌ।
অন্যে বাপ্যুপমাঃ সন্তি বাক্তমত্র তপস্বিনঃ ॥২৩
তচ্ছ্রুত্বা ভরতস্তেষাং বচনং সাধুসম্মতম্।
সৈন্যানুবাচ সর্বাংস্তানমিত্রবলমর্দনঃ ॥২৪
যত্তা ভবন্তিষ্ঠন্তু নেতো গন্তব্যমগ্রতঃ।
অহমেব গমিষ্যামি সুমন্ত্রো ধৃতিরেব চ ॥২৫
এবমুক্তাস্ততঃ সৈন্যাস্তত্র তস্থুঃ সমন্ততঃ।
ভরতো যত্র ধূমাগ্রং তত্র দৃষ্টিং সমাদধৎ ॥২৬
ব্যবস্থিতা বা ভরতেন সা চমূ-
নিরীক্ষমাণাপি চ ভূমিমগ্রতঃ।
বভূব হৃষ্টা নচিরেণ জানতী
প্রিয়স্য রামস্য সমাগমং তদা ॥২৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

ধূমশিখা দেখিয়া ভরতের নিকট আগমনপূর্বক তাহারা নিবেদন করিল—মনুষ্যহীন স্থানে অগ্নি থাকিতে পারে না। অতএব রাম-লক্ষ্মণ এই স্থানেই আছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি শত্রুঘ্ন বরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ এই স্থানে না থাকেন, তাহা হইলে রামতুল্য তপস্বিগণ * নিশ্চয়ই আছেন। শত্রুসৈন্যনাশী ভরত সৈন্যগণের সুন্দর ও সঙ্গত বাক্য শুনিয়া তাহাদের সকলকে বলিলেন—তোমরা সংযত হইয়া এইস্থানে অবস্থান কর, এইস্থান হইতে অগ্রসর হইও না। সুমন্ত্র ও ধৃতির (অশোক মন্ত্রী) সহিত আমিই নিজে যাইব ২১-২৫

ভরত এইরূপ বলিলে পর সৈন্যগণ সেই স্থানে চারিদিকে অবস্থান করিল। যেখানে ধূমশিখা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ভরত সেই স্থানে দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎকালে ভরতের আদেশে সৈন্যগণ যথানিয়মে অবস্থিত হইয়া সম্মুখদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাহারা জানিতে পারিলেন যে, প্রিয়তম রামের সহিত মিলনে বিলম্ব নাই। ইহাতে তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল ।২৬-২৭

* রাম-লক্ষ্মণ না থাকিলেও তপস্বীদের নিকট তাঁহাদের সংবাদ পাওয়া যাইবে।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ

[সীতাদেব্যাঃ সমীপে শ্রীরামেণ চিত্রকূটস্য শোভাপ্রদর্শনম্ ।]

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবরপ্রিয়ঃ ।
বৈদেহ্যাঃ প্রিয়মাকাঙ্ক্ষন্ স্বস্য চিত্তস্য বিলোভনম্ ॥১
অথ দাশরথিশ্চিত্রং চিত্রকূটমদর্শয়ৎ ।
ভার্য্যামমর সঙ্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ ॥২
ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্ ॥৩
পশ্যৈমমচলং ভদ্রে নানাদ্বিজগণায়ুতম্ ।
শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈর্ধাতুমদ্ভির্বিভূষিতম্ ॥৪
কেচিদ্ রজতসঙ্কাশাঃ কেচিৎ কৃষ্ণঘনোপমাঃ ।
পীত-মাঞ্জিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিন্মণিবরপ্রভাঃ ॥৫
পুষ্পার্ক-কেতকাভাশ্চ কেচিজ্জ্যোতীরসপ্রভাঃ ।
বিরাজন্তেঽচলেন্দ্রস্য দেশা ধাতুবিভূষিতাঃ ॥৬
নানামৃগগণৈর্ব্যাপ্তং রুরুভির্বহুভির্বৃতম্ ।
অদৃষ্টৈর্ভাত্যয়ং শৈলো বহুপক্ষিসমাকুলঃ ॥৭
আম্রজম্বুসনৈর্লোধ্রৈঃ প্রিয়ালৈঃ পনসৈধবৈঃ ।
অঙ্কোলৈর্ভব্যতিনিশৈর্বিল্বতিন্দুকবেণুভিঃ ॥৮
কাশ্মর্যারিষ্টবরণৈর্মধূকৈস্তিলকৈরপি ।
বদর্যামলকৈর্নীপৈর্বেতসৈধবনৈর্বৃতৈঃ ॥৯
পুষ্পবদ্ভিঃ ফলোপেতৈশ্ছায়াবদ্ভির্মনোরমৈঃ ।
এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ ॥১০
শৈলপ্রস্থেষু রম্যেষু পশ্যেমান্ কামদর্শনান্ ।
কিন্নরান্ স্বস্বনো ভদ্রে রময়ন্তান্ মনস্বিনঃ ॥১১
শাদ্বলসঙ্কান্ দেশাংশ্চ প্রবরাংশ্চ দরীরপি চ ।
পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীড়াসঙ্কেতকান্ মনোরমান্ ॥১২

চতুর্নবতিতম সর্গ

[সীতাদেবীর নিকট শ্রীরামকর্তৃক চিত্রকূটপর্বতের শোভা-প্রদর্শন ।]

এদিকে রাম সীতার প্রীতিসাধনের জন্য এবং নিজ চিত্তের বিনোদনের জন্য অনেকদিন সেই চিত্রকূটপর্বতে বাস করিতেছিলেন । ইন্দ্র যেমন শচীকে রমণীয় বস্তু দর্শন করাইয়া থাকেন, সেইভাবে দেবতুল্য রাম একদিন নিজ-পত্নীকে চিত্রকূটের রমণীয় শোভা দর্শন করাইয়া বলিতে লাগিলেন—কল্যাণি ! এই পরমরমণীয় পর্বত দর্শন করিয়া আমার মনে রাজ্যভ্রংশ ও সুহৃদ্‌গণের বিয়োগজন্য দুঃখ হইতেছে না । ভদ্রে ! অবলোকন কর, এই পর্বত নানাবিধ পক্ষিসমূহে পরিপূর্ণ । ইহার ধাতুরঞ্জিত শিখরসকল যেন আকাশ ভেদ করিয়া শোভা বৃদ্ধি করিতেছে ।১-৪

ইহার কোন শিখর, রজততুল্য, কোন শিখর কৃষ্ণবর্ণ মেঘতুল্য, কোন শিখর পীত ও মঞ্জিষ্ঠলতার ন্যায় লোহিতবর্ণ এবং কোন শিখর সুন্দর মণির ন্যায় প্রভাময় । এই পর্বতের বিবিধধাতুভূষিত প্রদেশের মধ্যে কোনস্থান পুষ্পরাগতুল্য, কোনস্থান স্ফটিকমণিসদৃশ, কোনস্থান কেতককুসুমসমান, কোনস্থান নক্ষত্রাদি তুল্য প্রভাশালী ও কোনস্থান পারদতুল্য শুভ্র । এই পর্বত শান্তস্বভাব নানাজাতীয় হরিণ, মহাব্যাঘ্র, ক্ষুদ্রব্যাঘ্র ও ভল্লুকসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং বহুবিধ পক্ষীদ্বারা পরিপূর্ণ । ইহাতে এই পর্বতের বিশেষ শোভা হইতেছে । আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, ধব, অঙ্কোল, ভব্য, তিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, নিম্ব, বাণ, মধুক, তিলক, বদরী, আমলকী, কদম্ব, বেত্র, ইঙ্গুদ ও দাড়িম্ব ইত্যাদি পুষ্পভূষিত ফলসমন্বিত ছায়াবিশিষ্ট মনোহর বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় এই পর্বত নিজসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে ।৫-১০

কল্যাণি ! প্রিয়ে ! দেখ, পর্বতের রমণীয় সানুদেশে

জলপ্রপাতৈরুদ্ভেদৈর্নিস্পন্দৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
স্রবন্তির্ভাত্যয়ং শৈলঃ স্রবন্মদ ইব দ্বিপঃ ॥১৩
গুহাসমীরণো গন্ধান্ নানাপুষ্পভবান্ বহূন্।
ঘ্রাণতর্পণমভ্যেত্য কং নরং ন প্রহর্ষয়েৎ ॥১৪
যদীহ শরদোঽনেকাস্ত্বয়া সার্ধমনিন্দিতে।
লক্ষ্মণেন চ বৎস্যামি ন মাং শোকঃ প্রধর্ষয়তি(ক)॥১৫
বহুপুষ্পফলে রম্যে নানাবিহগণায়ুতে।
বিচিত্রশিখরে হ্যস্মিন্ রতবানস্মি ভামিনি ॥১৬
অনেন বনবাসেন মম প্রাপ্তং ফলদ্বয়ম্।
পিতুশ্চানৃণ্যতা ধর্মে ভরতস্য প্রিয়ং তথা ॥১৭
বৈদেহি রমসে কচ্চিচ্চিত্রকূটে ময়া সহ।
পশ্যন্তী বিবিধান্ ভাবান্ মনোবাক্কায়সম্মতান্ ॥১৮
ইদমেবামৃতং প্রাহু রাজ্ঞি রাজর্ষয়ঃ পরে।
বনবাসং ভবার্থায় প্রেত্য যে প্রপিতামহাঃ ॥১৯
শিলাঃ শৈলস্য শোভন্তে বিশালাঃ শতশোঽন্বিতঃ।
বহুলা বহুলৈর্বর্ণৈর্নীল-পীতসিতারুণৈঃ ॥২০
নিশি ভান্ত্যচলেন্দ্রস্য হুতাশনশিখা ইব।
ঔষধ্যঃ স্বপ্রভালক্ষ্যা ভ্রাজমানাঃ সহস্রশঃ ॥২১
কেচিৎ ক্ষতনিভা দেশাঃ কেচিদ্ভস্মসমনিভাঃ।
কেচিদেকশিলা ভান্তি পর্বতস্যাস্য ভামিনি ॥২২
ভিত্ত্বেব বসুধাং ভাতি চিত্রকূটঃ সমুত্থিতঃ।
চিত্রকূটস্য কূটোঽয়ং দৃশ্যতে সর্বতঃ শুভঃ ॥২৩
কুশ-স্বগর-পুন্নাগ-ভূর্জপত্রোত্তরচ্ছদান্।
কামিনাং স্বাস্তরান্ পশ্য কুশেশয়দলাযুতান্ ॥২৪

কিন্নরগণ যুগলভাবে মিলিত হইয়া বিহার করিতেছে। এই মনস্বী কিন্নরগণ কানন-ভ্রমণে সতত হওয়ায় অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছে। কিন্নরগণের উৎকৃষ্ট খড়্গ ও বিদ্যাধরীগণের উত্তম বসনসমূহ রমণীয় ক্রীড়াস্থলে বৃক্ষসকলের শাখায় সংযুক্ত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে জলপ্রপাতসমূহ ও নির্ঝরসমূহ ভূমিভেদ করত নির্গত হইয়া প্রবাহিত হওয়াতে এই পর্বত মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় শোভিত হইতেছে। গুহাদ্বার হইতে প্রবাহিত বায়ু নানাবিধ পুষ্পের বিচিত্র গন্ধ বহন করত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়া কোন্ ব্যক্তিকে সুখী না করিতেছে? অনিন্দিতে! আমি যদি তোমার সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত এই পর্বতে বহুবৎসরও বাস করি, তথাপি শোক আমাকে বাধিত করিতে পারিবে না।১৩-১৫

প্রিয়ে! বহুবিধফলপুষ্পসমন্বিত নানাজাতীয় বিহঙ্গপরিপূর্ণ বিচিত্রদৃশ্যময় রমণীয় এই চিত্রকূটে আমি অতিশয় প্রীতিযুক্ত হইয়াছি। এই বনবাস দ্বারা আমার দুইটি ফল লাভ হইয়াছে। সত্যধর্মপালনে পিতার ঋণপরিশোধ ও ভরতের প্রীতিসাধন। বৈদেহি! তুমি আমার সহিত এই চিত্রকূটে থাকিয়া মন, বাক্য ও শরীরের অনুকূল নানাবিধ রমণীয় বস্তু দর্শন করত প্রীতিলাভ করিতেছ ত? রাজর্ষিগণ বলিয়াছেন যে—রাজার পক্ষে এইরূপ নিয়মে বনবাস করা অমৃতস্বরূপ। আমার প্রপিতামহগণ এইরূপ বনবাসকেই পারলৌকিক মঙ্গলের কারণ বলিয়াছেন। নীল, পীত, শ্বেত, লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণে পর্বতের শত শত বিশাল শিলাসমূহ চতুর্দিকে শোভিত রহিয়াছে।১৬-২০

রাত্রিতে এই গিরিরাজের সঞ্জীবনী প্রভৃতি সহস্র সহস্র ওষধি স্বীয়প্রভায় প্রকাশমান হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় শোভাধারণ করিয়া থাকে। ভামিনি! এই পর্বতের কোন প্রদেশ বাসোপযুক্ত গৃহতুল্য, কোন প্রদেশ উদ্যানতুল্য এবং কোন প্রদেশ বহুজনের অবস্থানযোগ্য অখণ্ড শিলা দ্বারা শোভাধারণ করিয়াছে। এই চিত্রকূট যেন পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। চিত্রকূটের শৃঙ্গসমূহ চতুর্দিকে সুশোভন দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, শতদল, উৎপল, পুন্নাগ ও ভূর্জপত্রাদিনির্মিত উত্তরচ্ছদ বিশিষ্ট শয্যাসকল কামি-জনের জন্য নির্মিত রহিয়াছে। কামিগণের উপভোগে মর্দিত ও পরিত্যক্ত পদ্মমালাসমূহ ও ভুক্তাবশিষ্ট বিবিধ ফল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে।২১-২

বহুবিধ ফল, মূল ও স্বচ্ছজলসম্পন্ন এই চিত্রকূটপর্বত কুবেরের অলকা, ইন্দ্রের অমরাবতী ও উত্তরকুরুদেশকে নিজশোভায় অতিক্রম করিয়াই যেন শোভা পাইতেছে।

পাঠান্তর:— (ক) —প্রধর্ষতি।

মৃদিতাশ্চাপবিদ্ধাশ্চ দৃশ্যন্তে কমলস্রজঃ।
কামিভির্বনিতে পশ্য ফলানি বিবিধানি চ ॥২৫
বহ্বৌকসারাং নলিনীমতীত্যৈবোত্তরান্ কুরূন্।
পর্বতশ্চিত্রকূটোঽসৌ বহুমূল-ফলোদকঃ ॥২৬
ইমং তু কালং বনিতে বিহর ত্বং-
ত্বয়া চ সীতে সহ লক্ষ্মণেন।
রতিং প্রপৎস্যে কুলধর্মবর্ধিনীং
সতাং পথি স্বৈর্নিয়মৈঃ পরৈঃ স্থিতঃ ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥

প্রিয়ে! আমি তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দশবৎসর-কাল শ্রেষ্ঠনিয়মে সাধুগণের আচরিত পথে থাকিয়া এই চিত্রকূটে অতিবাহিত করিব, তাহা হইলে বংশ ও ধর্মের অভ্যুদয়বিশিষ্ট সুখলাভ করিতে পারিব।২৬-২৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ

[সীতাসমীপে রামেণ মন্দাকিন্যাঃ শোভায়া বর্ণনম্]

অথ শৈলাদ্ বিনিষ্ক্রম্য মৈথিলীং কোসলেশ্বরঃ।
অদর্শয়চ্ছুভজলাং রম্যাং মন্দাকিনীং নদীম্ ॥১
অব্রবীচ্চ বরারোহাং চন্দ্রচারুনিভাননাম্।
বিদেহরাজস্য সুতাং রামো রাজীবলোচনঃ ॥২
বিচিত্রপুলিনাং রম্যাং হংস-সারসসেবিতাম্।
কুসুমৈরুপসম্পন্নাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্ ॥৩
নানাবিধৈস্তীরুহৈর্বৃতাং পুষ্প-ফলদ্রুমৈঃ।
রাজন্তীং রাজরাজস্য নলিনীমিব সর্বতঃ ॥৪
মৃগযূথনিপীতানি কলুষাম্ভাংসি সাম্প্রতম্।
তীর্থানি রমণীয়ানি রতিং সংজনয়ন্তি মে ॥৫
জটাজিনধরাঃ কালে বল্কলোত্তরবাসসঃ।
ঋষয়স্ত্ববগাহন্তে নদীং মন্দাকিনীং প্রিয়ে ॥৬
আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তে নিয়মোদ্ধ্বর্বাহবঃ।
এতে পরে বিশালাক্ষি! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥৭
মারুতোদ্ধূতশিখরৈঃ প্রনৃত্ত ইব পর্বতঃ।
পাদপৈঃ পুষ্পপত্রাণি সৃজদ্ভিরভিতো নদীম্ ॥৮

পঞ্চনবতিতম সর্গ

[সীতার নিকট রামকর্তৃক মন্দাকিনী-নদীর শোভাবর্ণন।]

অনন্তর কোশলেশ্বর রাম গিরিবর চিত্রকূটের মধ্যভাগ হইতে নির্গত হইয়া সীতাকে পবিত্রসলিলা রমণীয়া মন্দাকিনী-নদী দেখাইলেন। কমলনয়ন রাম পূর্ণচন্দ্রমুখী বরাঙ্গনা বৈদেহীকে বলিলেন,—প্রিয়ে! বিচিত্রপুলিনা হংস-সারস-সেবিতা রমণীয়া পদ্ম-কুমুদাদি পুষ্পপরিব্যাপ্তা মন্দাকিনীকে দর্শন কর। উভয়তীরে জাত পুষ্পফলযুক্ত নানাপ্রকার বৃক্ষসমূহে আবৃতা এই মন্দাকিনী রাজরাজ কুবেরের সৌগন্ধিকনামক সরোবরের ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছে। এই মন্দাকিনীর তীর্থসমূহ (ঘাটসমূহ) আমার অতিশয় প্রীতি উৎপাদন করিতেছে, যদিও সম্প্রতি মৃগসমূহ জলপান করিবার জন্য অবতরণ করায় সেখানের জল কলুষিত হইয়াছে।১-৫

প্রিয়ে! ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঋষিগণ বল্কলের উত্তরীয় ধারণপূর্বক যথাকালে মন্দাকিনী-জলে অবগাহন করিতেছেন। বিশালনয়নে ঐ দেখ, অপরদিকে নিয়মপূর্বক দৃঢ়ব্রত মুনিগণ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া সূর্যের

কচিন্মণিনিকাশোদাং কচিৎ পুলিনশালিনীম্ ।
কচিৎ সিদ্ধজনাকীর্ণাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্ ॥৯
নির্ধূতান্ বায়ুনা পশ্য বিততান্ পুষ্পসঞ্চয়ান্ ।
পোল্লবমানানপরান্ পশ্য ত্বং তনুমধ্যমে ॥১০
পশ্যৈতদ্ বল্গুবচসো রথাঙ্গাহ্বয়না দ্বিজাঃ
অধিরোহন্তি কল্যাণি নিষ্কূজন্তঃ শুভা গিরঃ ॥১১
দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে ।
অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ ॥১২
বিধূতকল্মষৈঃ সিদ্ধৈস্তপো-দম-শমান্বিতৈঃ ।
নিত্যবিক্ষোভিতজলাং বিগাহেথা ময়া সহ ॥১৩
সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীম্ ।
কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনি ॥১৪
ত্বং পৌরজনবদ্ ব্যালানযোধ্যামিব পর্বতম্ ।
মন্যস্ব বনিতে নিত্যং সরযূর্দদিমাং নদীম্ ॥১৫
লক্ষ্মণশ্চৈব ধর্মাত্মা মদ্বিশেষে ব্যবস্থিতঃ ।
ত্বক্কামানুকূলা বৈদেহি প্রীতিং জনয়তী মম ॥১৬
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধু-মূল-ফলাশনঃ ।
নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়ে চ ত্বয়া সহ (ক)॥১৭
ইমং হি রম্যাং গজযূথলোড়িতাং
নিপীততোয়াং গজ-সিংহ-বানরৈঃ ।
সুপুষ্পিতাং পুষ্পভরৈরলঙ্কৃতাং
নমোঽস্তু যঃ স্যাদ্ গতক্লমঃ সুখী ॥১৮
ইতীব রামো বহু সঙ্গতং বচঃ
প্রিয়াসহায়ঃ সরিতং প্রতি ব্রুবন্ ।
চচার রম্যং নয়নাঞ্জনপ্রভং
স চিত্রকূটং রঘুবংশবর্ধনঃ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥৯৫

উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই মন্দাকিনীর চারিদিকে বৃক্ষসমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষসমূহের শীর্ষদেশ বায়ুবেগে কম্পিত হইতেছে এবং উহারা পুষ্প ও পত্র বর্ষণ করিতেছে। ইহাতে মনে হইতেছে যে, চিত্রকূটপর্বত যেন নৃত্য করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই মন্দাকিনী কোনস্থানে মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছজলবিশিষ্টা, কোনস্থানে পুলিনযুক্তা, কোনস্থানে বা সিদ্ধজন-পরিব্যাপ্ত। তুমি ইহাকে দর্শন কর। কৃশমধ্যে! দেখ, জলমধ্যে বিপুল পুষ্পরাশি বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইতেছে এবং অপরদিকে বিপুল পুষ্পরাশি জলের উপর ভাসিতেছে ।৬-১০

কল্যাণি! ঐ দেখ, মধুরভাষী চক্রবাকপক্ষীসকল মনোহর ধ্বনি করিতে করিতে মন্দাকিনী-পুলিনে অধিরোহণ করিতেছে। সুন্দরি! এই চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর দর্শন অযোধ্যানগরে বাস ও তোমার দর্শন অপেক্ষা অধিক সুখকর মনে করিতেছি। তপস্যা, দম ও শমসমন্বিত নিষ্পাপ সিদ্ধপুরুষেরা যাহার জলে অবগাহন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তুমি আমার সহিত সেই মন্দাকিনীতে অবগাহন কর। সীতে! ভামিনি! রক্তকমল ও শ্বেতকমলসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে তুমি সখীর ন্যায় এই মন্দাকিনীতে অবতরণ কর প্রেয়সি! এই স্থানের হিংস্রজন্তুসমূহকে অযোধ্যাবাসীর ন্যায়, এই চিত্রকূটকে অযোধ্যার ন্যায় ও এই মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় মনে কর ।১১-১৫

বৈদেহি! ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ সর্বদা আমার আজ্ঞাবহ। তুমি আমার অনুগামিনী পত্নী, আমার সর্বদা প্রীতিবিধান করিতেছ। আমি তোমার সহিত এই স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান, মধু ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া অযোধ্যা ও রাজ্যের প্রতি কোনরূপ স্পৃহা পোষণ করিব না। গজযূথকর্তৃক আলোড়িতা, সিংহ-হস্তী-বানরসমূহকর্তৃক পীতজলা; পুষ্পিত-বনময়ী বিবিধকুসুমভূষিতা এই রমণীয়া নদীতে স্নান করিয়া সুখী ও ক্লান্তিহীন হয় না, এমন লোক নাই। রঘুবংশবর্ধন রাম মন্দাকিনী সম্বন্ধে এইরূপ নানাবিধ সুসঙ্গত কথা বলিতে বলিতে নয়নের অঞ্জনসদৃশ রমণীয় চিত্রকূটে সীতার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন ১৬-১৯

পাঠান্তর :—(ক)—সুখেয়ং ত্বয়া সহ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ

[বন্যজন্তূনাং পলায়নকারণমনুসন্ধাতুং লক্ষ্মণং প্রতি শ্রীরামস্যাদেশঃ, বিশালশালবৃক্ষমারুহ্য ভরতস্য সেনা দৃষ্ট্বা তং প্রতি লক্ষ্মণস্য ভ্রান্ত-বুদ্ধিঃ, রামসমীপে স্বস্য ক্রোধপূর্ণ-মনোভাবজ্ঞাপনঞ্চ ।]

তাং তদা দর্শয়িত্বা তু মৈথিলীং গিরিনিম্নগাম্ ।
নিষসাদ গিরিপ্রস্থে সীতাং মাংসেন ছন্দয়ন্ ॥১
ইদং মেধ্যমিদং স্বাদু নিষ্টপ্তমিদমগ্নিনা ।
এবমাস্তে স ধর্মাত্মা সীতয়া সহ রাঘবঃ ॥২
তথা তত্রাসতস্তস্য ভরতস্যোপযায়িনঃ ।
সৈন্যরেণুশ্চ শব্দশ্চ প্রাদুরাস্তাং নভস্পৃশৌ ॥৩
এতস্মিন্নন্তরে ত্রস্তঃ শব্দেন মহতা ততঃ ।
অদিতা যূথপা মত্তাঃ সযূথাদ্ দুদ্রুবুর্দিশঃ ॥৪
স তং সৈন্যসমুদ্ধূতং শব্দং শুশ্রাব রাঘবঃ ।
তাংশ্চ বিপ্রদ্রুতান্ সর্বান্ যূথপানন্বৈক্ষত ॥৫

তাংশ্চ বিপ্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা তঞ্চ শ্রুত্বা মহাস্বনম্ ।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রং লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্ ॥৬
হন্ত লক্ষ্মণ পশ্যেহ সুমিত্রা সুপ্রজাস্ত্বয়া ।
ভীমস্তনিতগম্ভীরং তুমুলঃ শ্রূয়তে স্বনঃ ॥৭
গজযূথানি বাহ্যন্তে মহিষা বা মহাবনে ।
বিত্রাসিতা মৃগাঃ সিংহৈঃ সহসা প্রদ্রুতা দিশঃ ॥৮
রাজা বা রাজপুত্রো বা মৃগয়োমটতে বনে ।
অন্যদ্ বা শ্বাপদং কিঞ্চিৎ সৌমিত্রে জ্ঞাতুমর্হসি ॥৯
দুষ্করো গিরিশ্চায়ং পক্ষিণামপি লক্ষ্মণ ।
সর্বমেতদ্ যথাতত্ত্বমভিজ্ঞাতুমিহার্হসি ॥১০

ষণ্ণবতিতম সর্গ

[বন্যজন্তুদিগের পলায়নের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরামের আদেশ, বিশাল শাল-বৃক্ষে আরোহণপূর্বক ভরতের সৈন্যসমূহ দর্শন করিয়া লক্ষ্মণের ভরতসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা এবং রামের নিকট স্বীয় ক্রোধপূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন ।]

অনন্তর রাম জনকনন্দিনীকে গিরিনিম্নগা মন্দাকিনী দর্শন করাইয়া বিশেষ বিশেষ মাংসপ্রদর্শনের দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করত পর্বতের একটি শিলায় উপবেশন করিলেন। তিনি তখন সীতাকে বলিলেন—এই মাংস অতিপবিত্র, অতিস্বাদু ও অগ্নি দ্বারা সুন্দর ভাবে তপ্ত করা হইয়াছে। এইভাবে ধার্মিক রাম সীতার সহিত চিত্রকূটে বাস করিতেছেন, এমন সময় তৎসমীপে গমনে উন্মুখ ভরতের সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিরাশি ও কোলাহল আকাশ স্পর্শ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। এই সময় সেই মহাশব্দে ভীত হইয়া মদমত্ত যূথপতি হস্তীসকল দলে দলে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম সৈন্যসমুদ্ভূত ঐ শব্দ শ্রবণ করিলেন এবং যূথপতিগণকে ভীত অবস্থায় পলায়ন করিতে দেখিলেন ।১-৫

হস্তীদিগকে ইতস্তত পলায়নরত দেখিয়া ও ঐরূপ তুমুলশব্দ শুনিয়া রাম দীপ্ততেজা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! মাতা সুমিত্রাদেবী তোমার দ্বারা সৎপুত্রবতী হইয়াছেন। ভ্রাতঃ! দেখ, ভয়ঙ্কর মেঘগর্জন-তুল্য তুমুলশব্দ শুনা যাইতেছে। এই মহারণ্যে হস্তী-সকল, মহিষগণ ও মৃগগণ, সিংহগণের সহিত ভীত হইয়া চতুর্দিকে দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতেছে! ভ্রাতঃ! কোন রাজা কিংবা রাজপুত্র মৃগয়া করিতে এই বনে আসিয়াছে অথবা অন্যকোন হিংস্রজন্তু হইতে এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। লক্ষ্মণ!

স লক্ষ্মণঃ সম্ভ্রমিতঃ সালমারুহ্য পুষ্পিতম্।
প্রেক্ষমাণো দিশঃ সর্বাঃ পূর্বাং দিশমবৈক্ষত ॥১১
উদঙ্মুখঃ প্রেক্ষমাণো দদর্শ মহতীং চমূম্।
গজাশ্ব-রথসম্বাধাং যত্তৈর্যুক্তাং পদাতিভিঃ ॥১২
তামশ্ব-রথসম্পূর্ণাং রথ-ধ্বজ-বিভূষিতাম্।
শশংস সেনাং রামায় বচনং চেদমব্রবীৎ ॥১৩
অগ্নিং সংশময়ার্য্যঃ সীতা চ ভজতাং গুহাম্।
সজ্যং কুরুষ্ব চাপঞ্চ শরাংশ্চ কবচং তথা ॥১৪
তং রামঃ পুরুষব্যাঘ্রো লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচ হ।
অঙ্গাবেক্ষস্ব সৌমিত্রে কস্যেমাং মন্যসে চমূম্ ॥১৫
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
দিধক্ষন্নিব তাং সেনাং রুষিতঃ পাবকো যথা ॥১৬
সম্পন্নং রাজ্যমিচ্ছংস্তু ব্যক্তং প্রাপ্যাভিষেচনম্।
আবাং হন্তুং সমভ্যেতি কৈকয্যা ভরতঃ সুতঃ ॥১৭
এষ বৈ সুমহাঞ্ছ্রীমান্ বিটপী সম্প্রকাশতে।
বিরাজত্যুচ্ছ্রিতস্কন্ধঃ কোবিদারধ্বজো রথে ॥১৮
ভজন্ত্যেতে যথাকামমশ্বানারুহ্য শীঘ্রগান্।
এতে ভ্রাজন্তি সংহৃষ্টা গজানারুহ্য সাদিনঃ ॥১৯
গৃহীতধনুষাবাবাং গিরিং বীর প্রস্রবহে।
অথবেহৈব তিষ্ঠাবঃ সন্নদ্ধাবুদ্যতাযুধৌ ॥২০
অপি নৌ বশমাগচ্ছেৎ কোবিদারধ্বজো রণে।
অপি দ্রক্ষ্যামি ভরতং যৎকৃতে ব্যসনং মহৎ ॥২১
ত্বয়া রাঘব সম্প্রাপ্তং সীতয়া চ ময়া তথা।
যন্নিমিত্তং ভবান্ রাজ্যাচ্ছ্যুতো রাঘব শাশ্বতাৎ ॥২২

এই চিত্রকূট পর্বতে পক্ষিগণও অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে না। অতএব এই স্থানে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা যথার্থরূপে অনুসন্ধান কর ।৬-১০

তখন লক্ষ্মণ অতিত্বরান্বিত হইয়া কুসুমিত শালবৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর উত্তর-দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত-পদাতিবিশিষ্ট বিশাল সৈন্যসমূহকে দেখিতে পাইলেন। তখন অশ্ব, রথ ও রথপতাকাশোভিত সৈন্যসমূহকে দর্শন করিয়া বিষাদটি রামের নিকট নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন,—আর্য্য! আপনি অগ্নি নির্বাপিত করুন। সীতাদেবী গুহায় প্রবেশ করুন এবং আপনি ধনু ও বাণ সুসজ্জিত করিয়া কবচধারণ করুন। তখন পুরুষোত্তম রাম অনুজকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! সৌমিত্রে! ইহাদিগকে কাহার সৈন্য বলিয়া মনে করিতেছ ?১১-১৫

রাম এইরূপ বলিলে পর লক্ষ্মণ ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া সৈন্যগণকে যেন দগ্ধ করিবার জন্য বলিলেন,—কৈকেয়ীনন্দন ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাদের উভয়কে নিহত করিবার জন্য এইস্থানে আসিতেছে। ঐ যে সুমহান্ বৃক্ষ দেখা যাইতেছে, উহারই নিকটে সমুচ্ছ্রিত স্কন্ধবিশিষ্ট কোবিদারধ্বজ ভরত রথের উপর বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ দেখুন, অশ্বারোহিগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বেচ্ছায় এই দিকেই আসিতেছে। গজারোহিগণও গজে আরোহণ করিয়া অতিহর্ষে শোভা-যুক্ত হইয়াছে। বীর! এক্ষণে আমার ধনুর্ধারণপূর্বক পর্বতকে আশ্রয় করি, অথবা সজ্জিত হইয়া অস্ত্রধারণপূর্বক এখানেই অবস্থান করি ।১৬-২০

কোবিদারধ্বজ ভরত যুদ্ধে আমাদের বশীভূত হইবেই। যাহার জন্যে এই মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ভরতকে দেখিয়া লইব। রঘুনন্দন! আপনি যাহার জন্য সীতার সহিত ও আমার সহিত এই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং চিরস্থায়ী রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়াছেন, সেই শত্রু ভরত উপস্থিত হইয়াছে, সে এক্ষণে আমাদের বধ্য। বীর! রঘুনন্দন! আমি ভরতের বধে কোন দোষই দেখিতেছি না। পূর্বে যে অপকার করিয়াছে, তাহার বিনাশে কোনরূপ অধর্মে লিপ্ত হইতে হয় না। ভরত আমাদের পূর্বাপকারী। সুতরাং তাহাকে বধ করিলে ধর্মই হইবে। এই ভরত নিহত হইলে আপনি সম্পূর্ণ বসুন্ধরা শাসন করিবেন। অদ্য যুদ্ধে রাজ্যকামুক কৈকেয়ী চন্দ্রীর দ্বারা ভগ্ন বৃক্ষের

সম্প্রাপ্তোঽয়মরিবীর ভরতো বধ্য এব হি।
ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব ॥২৩
পূর্বাপকারিণং হত্বা ন ছধর্মেণ যুজ্যতে।
পূর্বাপকারী ভরতস্ত্যাগেঽধর্মশ্চ রাঘব ॥২৪
এতস্মিন্ নিহতে কৃৎস্নামনুশাধি বসুন্ধরাম্।
অস্য পুত্রং হতং সংখ্যে কৈকয়ী রাজ্যকামুকা ॥২৫
ময়া পশ্যেৎ সুদুঃখার্তা হস্তিভিন্নমিব দ্রুমম্।
কৈকয়ীঞ্চ বধিষ্যামি সানুবন্ধাং সবান্ধবাম্ ॥২৬
কলুষেণাদ্য মহতা মেদিনী পরিমুচ্যতাম্।
অন্তেমং সংযতং ক্রোধমসৎকারঞ্চ মানদ ॥২৭
মোক্ষ্যামি শত্রুসৈন্যেষু কক্ষেষিব হুতাশনম্।
অস্যৈব চিত্রকূটস্য কাননং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২৮
ছিন্দন্নুক্তৈঃশরীরাণি করিষ্যে শোণিতোক্ষিতম্।
শরৈর্নির্ভিন্নহৃদয়ান্ কুঞ্জরাংস্তুরগাংস্তথা ॥২৯
শ্বাপদাঃ পরিকর্ষন্তু নরাংশ্চ নিহতান্ ময়া।
শরাণাং ধনুষশ্চাহমনৃণোঽস্মিন্ মহাবনে।
সসৈন্যং ভরতং হত্বা ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠবতিতমঃ সর্গঃ

ন্যায় আমার দ্বারা নিজপুত্রকে নিহত দেখিয়ে এবং তাহাতে সে অতিশয় দুঃখিতা হইবে। কুব্জার সহিত সবান্ধবা কৈকেয়ীকেও নিহত করিব ।২১-২৬

এইরূপ করিলে পৃথিবী এই মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। মানদ! আমি এতদিন যে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছিলাম, সেই ক্রোধকে ও তিরস্কারকে শুষ্ক তৃণরাশিতে অগ্নির ন্যায় শত্রুসৈন্যমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিব। অদ্য চিত্রকূটের বনভূমিতে তীক্ষ্ণশরের দ্বারা শত্রুশরীর ছেদন করিয়া রক্তাক্ত করিব! আমার বাণসমূহের দ্বারা ছিন্নভিন্নদেহ হস্তী অশ্ব ও নিহত মনুষ্যদিগকে শ্বাপদগণ ইতস্তত আকর্ষণ করিতে থাকুক। এই মহাবনে সৈন্যসহিত ভরতকে নিহত করিয়া আমি নিজ ধনু ও বাণসমূহের অঋণী হইব, ইহাতে সন্দেহ নাই ।২৭-৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ

[রামেণ ভরতস্য সদিচ্ছা-সদ্ভাবয়োর্বর্ণনম্, তদ্বাক্যং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য নিরতিশয়-ব্রীড়ালাভঃ, চিত্রকূটপর্বতস্য চতুর্দিক্ষু ভরতস্য সৈন্যানাং বাসস্থানকল্পনম্।]

তমসংরব্ধং তু ভরতং লক্ষ্মণং ক্রোধমূর্চ্ছিতম্।
রামস্তু পরিসান্ত্ব্যাথ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥১
কিমত্র ধনুষা কার্য্যমসিনা বা সচর্মণা।
মহাবলে মহোৎসাহে ভরতে স্বয়মাগতে ॥২
পিতুঃ সত্যং প্রতিশ্রুত্য হত্বা ভরতমাহবে।
কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সাপবাদেন লক্ষ্মণ ॥৩
যদ্দ্রব্যং বান্ধবানাং বা মিত্রাণাং বা ক্ষয়ে ভবেৎ।
নাহং তৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াং ভক্তান্ বিসদৃশানিব ॥৪
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ পৃথিবীং চাপি লক্ষ্মণ।
ইচ্ছামি ভবতামর্থে এতৎ প্রতিশৃণোমি তে ॥৫

ভ্রাতৃণাং সংগ্রহার্থঞ্চ সুখার্থং চাপি লক্ষ্মণ।
রাজ্যমপ্যহমিচ্ছামি সত্যেনায়ুধমালভে ॥৬
নেয়ং মম মহী সৌম্য দুর্লভা সাগরাম্বরা।
নহীচ্ছেয়মধর্ম্মেণ শক্রত্বমপি লক্ষ্মণ ॥৭
যদ্ বিনা ভরতং ত্বাঞ্চ শক্রঘ্নং বাপি মানদ।
ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ ভস্ম তৎ কুরুতাং শিখী ॥৮
মন্যেঽহমাগতোঽযোধ্যাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ কুলধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥৯
শ্রুত্বা প্রব্রাজিতং মাং হি জটাবল্কলধারিণম্।
জানক্যা সহিতং বীর ত্বয়া চ পুরুষোত্তম ॥১০

সপ্তনবতিতম সর্গ

[রাম কর্তৃক ভরতের সদিচ্ছা ও সদ্ভাব বিশ্লেষণ, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের অত্যন্ত লজ্জাপ্রাপ্তি এবং চিত্রকূটপর্বতের চতুর্দিকে ভরতের সৈন্যগণের বাসস্থান কল্পনা।]

ভরতের প্রতি যুদ্ধোদ্যত ক্রোধমূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া রাম বলিলেন,—ভ্রাতঃ! মহাবলশালী অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন ভরত স্বয়ং উপস্থিত হইলে ধনু, অসি ও চর্মধারণের কি প্রয়োজন? আমি পিতৃসত্যপালনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অনন্তর যুদ্ধে ভরতকে নিহত করিয়া অপবাদপূর্ণ রাজ্য লইয়া কি করিব? আত্মীয় ও মিত্রগণের বিনাশের ফলে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, আমি সেই দ্রব্য বিষমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্যের ন্যায় কখনও গ্রহণ করিব না। লক্ষ্মণ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে—তোমাদের মত ভ্রাতাদের জন্যই আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবী কামনা করি।১-৫

আমি এই আয়ুধ (ধনু) স্পর্শপূর্বক শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি ভ্রাতৃগণের পালন ও সুখসম্পাদনের জন্যই রাজ্যের অভিলাষ করি। সৌম্য! ভ্রাতঃ! এই সসাগরা পৃথিবী আমার নিকট দুর্লভ নহে, কিন্তু অধর্মের দ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও ইচ্ছা করি না। মানদ! ভরতকে তোমাকে ও শত্রুঘ্নকে ছাড়িয়া যদি আমার কোনরূপ সুখ হয়, তাহা হইলে সেই সুখকে অগ্নি ভস্মে পরিণত করুক।৬-৮

আমি মনে করি, আমার প্রাণাধিক-প্রিয়তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত অযোধ্যায় আসিয়াছে এবং 'জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাই রাজ্যের অধিকারী' এইরূপ কুলধর্মের কথা স্মরণ করিয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ! বীর লক্ষ্মণ! আমি জটাবল্কল ধারণ করিয়া সীতার ও তোমার সহিত বনে নির্বাসিত হইয়াছি, ইহা শুনিয়া স্নেহাকুলচিত্তে ও শোকবিহ্বল হৃদয়ে এই ভরতই আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে নাই। শ্রীমান্ ভরত জননী

স্নেহেনাক্রান্তহৃদয়ঃ শোকেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
দ্রষ্টুমভ্যাগতো হ্যেষ ভরতো নান্যথাগতঃ ॥১১
অপাঙ্গ কৈকয়ীং রুষ্য ভরতশ্চাপ্রিয়ং বদন্ (ক)।
প্রসাদ্য পিতরং শ্রীমান্ রাজ্যং মে দাতুমাগতঃ ॥১২
প্রাপ্তকালং যথৈবোহস্মান্ ভরতো দ্রষ্টুমর্হতি।
অস্মাসু মনসাপ্যেষ নাহিতং কিঞ্চিদাচরেৎ ॥১৩
বিপ্রিয়ং কৃতপূর্বং তে ভরতেন কদা নু কিম্।
ঈদৃশং বা ভয়ং তেঽদ্য ভরতং যদ্ বিশঙ্কসে ॥১৪
নহি তে নিষ্ঠুরং বাচ্যো ভরতো নাপ্রিয়ং বচঃ।
অয়ং হ্যপ্রিয়মুক্তঃ স্যাৎ ভরতস্যাপ্রিয়ে কৃতে ॥১৫
কথং ন পুত্রাঃ পিতরং হন্যুঃ কস্যাঞ্চিদাপদি।
ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ ॥১৬
যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমাং বাচং প্রভাষসে।
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্ ॥১৭

উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তত্ত্বতঃ।
রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব বক্ষ্যতে ॥১৮
তথোক্তো ধর্মশীলেন ভ্রাত্রা তস্য হিতে রতঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জয়া ॥১৯
তদ্বাক্যং লক্ষ্মণঃ শ্রুত্বা ব্রীড়িতঃ প্রত্যুবাচ হ।
ত্বাং মন্যে দ্রষ্টুমায়াতঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্ ॥২০
ব্রীড়িতং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।
এষ মন্যে মহাবাহুরিহাস্মান্ দ্রষ্টুমাগতঃ ॥২১
অথবা নৌ ধ্রুবং মন্যে মন্যমানঃ সুখোচিতৌ।
বনবাসমনুধ্যায় গৃহায় প্রতিনেষ্যতি ॥২২
ইমাং চাপ্যেষ বৈদেহীমত্যন্তসুখসেবিনীম্।
পিতা মে রাঘবঃ শ্রীমান্ বনাদায়ায় যাস্যতি ॥২৩
এতৌ তৌ সম্প্রকাশেতে গোত্রবন্তৌ মনোরমৌ।
বায়ুবেগসমৌ বাহৌ ভবনৌ দুরতোত্তমৌ ॥২৪

কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধপ্রকাশপূর্বক কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিয়া পিতার প্রসন্নতাসাধন করত আমাকে রাজ্য দান করিতে আসিয়াছে। ভরত যখন যখনসময়েই আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছে, তখন সে যে মনে মনেও আমাদের প্রতি কোনরূপ অহিত আচরণ করিতে পারে, ইহা আমার মনে হয় না। ভরত কি পূর্বে কখনও তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিয়াছে, যাহার জন্য তোমার এইরূপ ভয় উপস্থিত হইয়াছে এবং তুমি ভরতের সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ? তুমি ভরতকে কোনরূপ নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় কথা বলিও না। তাহাকে অপ্রিয় কথা বলিলে তাহা আমাকেই বলা হইবে।৯-১৫

লক্ষ্মণ! কোন বিপৎকালেও কি পুত্রেরা পিতাকে কিংবা ভ্রাতা নিজপ্রাণসম ভ্রাতাকে নিহত করিতে পারে? আর, রাজ্যের জন্যই যদি তুমি এইরূপ বলিয়া থাক, তাহা হইলে ভরতের সহিত দেখা হইলেই বলিবে যে—লক্ষ্মণকে রাজ্য প্রদান কর। লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে রাজ্যদানের কথা বলিলে পর ভরত নিশ্চয়ই ইহাতে সম্মত হইবে। ধর্মশীল অগ্রজ রাম এইরূপ বলিলে পর রামের হিতৈষী লক্ষ্মণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয়দেহে প্রবেশ করিলেন। রামের বাক্য শুনিয়া অতিলজ্জিতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার মনে হইতেছে যে, পিতা দশরথ নিজেই আপনাকে দেখিবার জন্য আসিতেছেন।১৬-২০

লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখিয়া তাঁহার লজ্জা দূর করিবার জন্য তদীয় বাক্য সমর্থনপূর্বক রাম বলিলেন,—আমারও মনে হইতেছে, মহাবাহু পিতৃদেবই আমাদিগকে দেখিবার জন্য আসিতেছেন। অথবা ইহাও আমার মনে হইতেছে যে, আমাদিগকে সুখভোগে অভ্যস্ত ভাবিয়া বনবাসকষ্ট স্মরণপূর্বক অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। রঘুকুলজাত শ্রীমান্ পিতৃদেব অত্যন্তসুখসেবিনী বৈদেহীকে বন হইতে গৃহে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবেন। উত্তমকুলজাত বায়ুতুল্য দ্রুতগামী বলশালী শ্রেষ্ঠ অশ্বদ্বয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। প্রাজ্ঞ পিতৃদেবের অভ্রঙ্গভ্র-নামক বিশালদেহ বৃদ্ধ হস্তীটি সৈন্যগণের অগ্রভাগে আসিতেছে।২১-২৫

কিন্তু মহাভাগ! লক্ষ্মণ! পিতার সেই শুভ্রবর্ণ লোকবিখ্যাত ছত্রটি দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে

পাঠান্তর:—(ক)—পুরুষাপ্রিয়ং বদন্।

স এষ সুমহাকায়ঃ কম্পতে বাহিনীমুখে।
নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম বৃদ্ধস্তাতস্য ধীমতঃ ॥২৫
ন তু পশ্যামি তচ্ছত্রং পাণ্ডুরং লোকবিশ্রুতম্।
পিতুর্দিব্যং মহাভাগ সংশয়ো ভবতীহ মে ॥২৬
বৃক্ষাগ্রাদবরোহ ত্বং কুরু লক্ষ্মণ মদ্বচঃ।
ইতীব রামো ধর্মাত্মা সৌমিত্রিং তমুবাচ হ ॥২৭
অবতীর্য্য তু সালাগ্রাৎ তস্মাৎ স সমিতিঞ্জয়ঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ ॥২৮
ভরতেনাথ সন্দিষ্টা সম্মর্দো ন ভবেদিতি।
সমন্তাৎ তস্য শৈলস্য সেনাবাসমকল্পয়ৎ ॥২৯

অধ্যর্ধমিক্ষ্বাকুচমূর্যোজনং পর্বতস্য হ।
পার্শ্বে স্ববিশদাবৃত্যা গজ-বাজি-নরাকুলা ॥৩০
সা চিত্রকূটে ভরতেন সেনা
ধর্মং পুরস্কৃত্য বিধূয় দর্পম্।
প্রসাদনার্থং রঘুনন্দনস্য
বিরোচতে নীতিমতা প্রণীতা ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

আমার সংশয় হইতেছে। ভ্রাতঃ! তুমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর এবং আমার কথা অনুসারে কার্য্য কর। ধর্মাত্মা রাম সুমিত্রানন্দনকে এইরূপ বলিলেন। তখন সমরবিজয়ী লক্ষ্মণ সালবৃক্ষের শীর্ষদেশ হইতে অবতরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে রামের আশ্রমের কোনরূপ পীড়ন না হউক— এই উদ্দেশ্যে ভরতকর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণ চিত্রকূটের চতুর্দিকে কিছুদূরেই বাসস্থান রচনা করিল। হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে পরিপূর্ণ ইক্ষ্বাকুসৈন্য পর্বতের পার্শ্বে সার্ধযোজন (ছয় ক্রোশ) পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। নীতিজ্ঞ ভরত কর্তৃক সুশিক্ষিত সৈন্যগণ রঘুনন্দন রামের প্রসন্নতার জন্য দর্প পরিহার-পূর্বক ধর্মানুসারে সেইস্থানে অবস্থান করিলে তাহারা অতিশয় শোভিত হইয়াছিল ।২৬-৩১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ

[ভরতস্য নির্দেশেন শ্রীরামাশ্রমস্যানুসন্ধানারম্ভঃ, তেন শ্রীরামাশ্রমস্য প্রাপ্তিশ্চ।]

নিবেশ্য সেনাং তু বিভুঃ পদভ্যাং পাদবতাং বরঃ।
অভিগন্তুং স কাকুৎস্থমিয়েষ গুরুবৎসলঃ ॥১
নিবিষ্টমাত্রে সৈন্যে তু যথোদ্দেশং বিনীতবৎ।
ভরতো ভ্রাতরং বাক্যং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ ॥২
ক্ষিপ্রং বনমিদং সৌম্য নরসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ।
লুব্ধৈশ্চ সহিতৈরেভিস্ত্বমন্বেষিতুমর্হসি ॥৩
গুহো জ্ঞাতিসহস্রেণ শর-চাপাসিপাণিনা।
সমন্তেনতু কাকুৎস্থাবস্মিন্ পরিবৃতঃ স্বয়ম্ ॥৪
অমাত্যৈঃ সহ সৌমিত্রৈশ্চ গুরুভিশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
সহ সর্বং চরিষ্যামি ত্বদ্ভ্যাং পরিবৃতঃ স্বয়ম্ ॥৫
যাবন্ন রামং দ্রক্ষ্যামি লক্ষ্মণং বা মহাবলম্।
বৈদেহীং বা মহাভাগাং ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি ॥৬
যাবন্ন চন্দ্রসঙ্কাশং তদ্ দ্রক্ষ্যামি শুভাননম্।
ভ্রাতুঃ পদ্মবিশালাক্ষং স মে শান্তির্ভবিষ্যতি ॥৭
সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রির্যশ্চন্দ্রবিমলোপমম্।
মুখং পশ্যতি রামস্য রাজীবাক্ষং মহাদ্যুতিম্ ॥৮
যাবন্ন চরণৌ ভ্রাতুঃ পৃথিব্যাঃ পার্থিবর্ষভৌ।
শিরসা প্রগ্রহিষ্যামি ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি ॥৯
যাবন্ন রাজ্যে রাজ্যার্হং পিতৃপৈতামহে স্থিতঃ।
অভিষিক্তো জনশ্রেষ্ঠো ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি ॥১০

অষ্টনবতিতম সর্গ

[ভরতের নির্দেশানুসারে শ্রীরামাশ্রমের অনুসন্ধান শুরু ও তাহাতে আশ্রমের সন্ধানলাভ।]

পরমশক্তিমান্ নরশ্রেষ্ঠ ভরত এইভাবে সৈন্যগণকে সন্নিবিষ্ট করিয়া পিতৃসেবা-পরায়ণ রামের নিকটে পদব্রজে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। সুশিক্ষিত সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবামাত্র ভরত প্রিয়ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—সৌম্য! তুমি এই সকল লোক ও ব্যাধগণের সহিত এই বনের চতুর্দিকে সত্বর অন্বেষণ আরম্ভ কর। শর, ধনু ও অসিহস্ত জ্ঞাতিসহস্রের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গুহ নিজে এই বনে রাম-লক্ষ্মণের অন্বেষণ করুন। আমিও সৌমিত্র, অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণগণ ও গুরুগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পদব্রজে সর্বত্র অন্বেষণ করিব।১-৫

যতক্ষণ পর্যন্ত মহাবলবান্ রাম, মহাবলবান্ লক্ষ্মণ ও ভাগ্যবতী জানকীকে দেখিতে না পাইতেছি, ততক্ষণ আমার কিছুতেই শান্তি হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ভ্রাতার চন্দ্রতুল্যসুন্দর বদনমণ্ডল ও পদ্মসদৃশ বিশাল নয়ন দেখিতে না পাইব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার শান্তি হইবে না। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অতীব দক্ষ, যেহেতু সে সর্বদাই রামের পূর্ণিমাচন্দ্রতুল্য কমলসদৃশনয়ন-শোভিত বদনমণ্ডল দর্শন করিতেছে। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত রামের রাজচিহ্নাঙ্কিত চরণযুগল মস্তকে ধারণ না করিব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার শান্তি হইবে না। রাজ্যের অধিকারী রাম পিতৃপিতামহ-রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশনপূর্বক যতদিন পর্যন্ত অভিষেক-সলিলে সিক্ত না হইবেন, ততদিন পর্যন্ত আমার শান্তি হইবে না।৬-১০

জনকনন্দিনী সীতা মহাভাগ্যবতী ও ধন্যা, যেহেতু তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি রামের অনুগামিনী হইয়াছেন। হিমালয়সদৃশ এই চিত্রকূটপর্বতও অতি-ধন্য, যেহেতু এই পর্বতে রাম নন্দনকাননে কুবেরের ন্যায় বাস করিতেছেন। হিংস্রজন্তুপূর্ণ এই দুর্গম অরণ্যও কৃতার্থ হইয়াছে, যেহেতু এই অরণ্যে শস্ত্রধরশ্রেষ্ঠ মহারাজ রাম বাস করিতেছেন। এইরূপ বলিয়া মহাবাহু

কৃতকৃত্যা মহাভাগা বৈদেহী জনকাত্মজা।
ভর্তারং সাগরান্তায়াঃ পৃথিব্যা যানুগচ্ছতি ॥১১
স্বস্তুভশ্চিত্রকূটোঽসৌ গিরিরাজসমো গিরিঃ।
তস্মিন্ বসতি কাকুৎস্থঃ কুবের ইব নন্দনে ॥১২
কৃতকার্য্যমিদং দুর্গ-বনং ব্যালনিসেবিতম্।
যদধ্যাস্তে মহারাজো রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥১৩
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্ভরতঃ পুরুষর্ষভঃ।
পদ্ভ্যামেব মহাতেজাঃ প্রবিবেশ মহদ্ বনম্ ॥১৪
স তানি দ্রুমজালানি জাতানি গিরিসানুষু।
পুষ্পিতাগ্রাণি মধ্যেন জগাম বদতাং বরঃ ॥১৫

স গিরেশ্চিত্রকূটস্য সালমারুহ্য সত্বরম্।
রামাশ্রমগতস্যাগ্নের্দদর্শ ধ্বজমুচ্ছ্রিতম্ ॥১৬
তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমান্ মুমোদ সহ বান্ধবঃ।
অত্র রাম ইতি জ্ঞাত্বা গতঃ পারমিবাম্বরঃ ॥১৭
স চিত্রকূটে তু গিরৌ নিশম্য
রামাশ্রমং পুণ্যজনোপপন্নম্
গুহেন সার্দ্ধং ত্বরিতো জগাম
পুনর্নিবেশ্যৈব চমূং মহাত্মা ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

মহাতেজা নরশ্রেষ্ঠ ভরত পদব্রজে মহাবনে প্রবেশ করিলেন।১১-১৪

বাগ্মী ভরত গিরিসানুজাত পুষ্পিতমস্তক বৃক্ষসমূহের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চিত্রকূট-পর্বতের সানুস্থিত একটি বিশাল সালবৃক্ষে সত্বর আরোহণ করিয়া রামের আশ্রমস্থিত অগ্নির ধূম উত্থিত হইতে দেখিলেন। তাহাতে শ্রীমান্ ভরত বান্ধবগণের সহিত অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এই স্থানেই রাম আছেন জানিয়া তিনি যেন মহাসাগরের পারে গমন করিলেন। মহাত্মা ভরত এইভাবে চিত্রকূটপর্বতে তপস্বিগণসেবিত রামের আশ্রম অবগত হইয়া অন্বেষণের জন্য নিয়োজিত সৈন্যগণকে পুনর্বার সন্নিবিষ্ট করিলেন এবং গুহের সহিত অতিসত্বর সেইস্থানে প্রস্থান করিলেন।১৫-১৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবনবতিতমঃ সর্গঃ

[শত্রুঘ্নপ্রভৃতিভিঃ সহ ভরতস্য শ্রীরামাশ্রমগমনম্, পর্ণশালামধ্যে চীর-বল্কলধারিণং রামচন্দ্রমুপবিষ্টং দৃষ্ট্বা শোকবিহ্বল-ভরত-শত্রুঘ্নয়োর্জ্যেষ্ঠভ্রাতুঃ রামচন্দ্রস্য চরণতলে পতনম্, উভাভ্যামশ্রুমোচনকারিণো রামচন্দ্রস্যালিঙ্গনদানম্, ততঃ সুমন্ত্রেণ গুহেন চ সহ রাম-লক্ষ্মণয়োর্মিলনঞ্চ।]

নিবিষ্টায়াং তু সেনায়ামুৎসুকো ভরতস্ততঃ।
জগাম ভ্রাতরং দ্রষ্টুং শত্রুঘ্নমনুদর্শয়ন্ ॥১
ঋষিং বসিষ্ঠং সন্দিশ্য মাতৃর্মে শীঘ্রমানয়।
ইতি ত্বরিতমগ্রে স জগাম গুরুবৎসলঃ ॥২
সুমন্ত্রস্ত্বপি শত্রুঘ্নমনুযাদদৃপস্থিত (ক)।
রামদর্শনজতর্ষো ভরতস্যেব তস্য চ ॥৩
গচ্ছন্নেবাথ ভরতস্তাপসালয়সংস্থিতান্।
ভ্রাতুঃ পর্ণকুটীং শ্রীমানুটজঞ্চ দদর্শ হ ॥৪
শালায়াস্ত্বগ্রতস্তস্যা দদর্শ ভগবৎস্থলা।
কাষ্ঠানি চাবভগ্নানি পুষ্পাণ্যপচিতানি চ ॥৫
স লক্ষ্মণস্য রামস্য দদর্শাশ্রমমেয়ুষঃ।
কৃতং বৃক্ষেষভিজ্ঞানং কুশচীরৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥৬
দদর্শ চ বনে তস্মিন্ মহতঃ সঞ্চয়ান্ কৃতান্।
মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ করীষৈঃ শীতকারণাৎ ॥৭
গচ্ছন্নেব মহাবাহুর্ধৃতিমান্ ভরতস্তদা।
শত্রুঘ্নং চাব্রবীদ্ধৃষ্টস্তানমাত্যাংশ্চ সর্বশঃ ॥৮
মন্যে প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ।
নাতিদূরে হি মন্যেঽহং সদা মন্দাকিনীনদীঃ ॥৯
উচ্চৈর্বদ্ধানি চীরাণি লক্ষ্মণেন ভবেদয়ম্।
অভিজ্ঞানকৃতঃ পন্থা বিদিতে পথ্যমিঙ্গতা ॥১০

নবনবতিতম সর্গ

[শত্রুঘ্ন প্রভৃতির সহিত ভরতের শ্রীরামাশ্রমে গমন, পর্ণশালামধ্যে চীরবল্কলধারী রামচন্দ্রকে উপবিষ্ট দেখিয়া শোকবিহ্বল ভরত ও শত্রুঘ্নের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের চরণতলে পতন, উভয়কে অশ্রুমোচনকারী রামচন্দ্রের আলিঙ্গন দান এবং অতঃপর সুমন্ত্র ও গুহের সহিত রাম-লক্ষ্মণের মিলন।]

সৈন্যগণকে সন্নিবিষ্ট করিয়া উৎসুক ভরত শত্রুঘ্নকে রামের আশ্রমের চিহ্নসকল দেখাইতে দেখাইতে ভ্রাতার দর্শনের জন্য অগ্রসর হইলেন। "আমার জননীগণকে আনয়ন করুন" বশিষ্ঠকে এইরূপ বলিয়াই গুরুভক্ত ভরত সত্বর প্রস্থান করিলেন। সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। রামদর্শনের উৎকণ্ঠা ভরতের ন্যায় তাঁহারও ছিল। শ্রীমান্ ভরত যাইতে যাইতে তপস্বীদিগের আলয়ের মধ্যবর্তী ভ্রাতার পর্ণকুটীর (১) ও উটজ (২) দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ণকুটীরের সম্মুখদেশে হোমের জন্য ভস্মকাষ্ঠসকল ও পূজার জন্য সংগৃহীত পুষ্পসমূহ রক্ষিত হইয়াছে,—ইহা ভরত দেখিলেন ।১-৫

আশ্রমে আসিতে যাহাতে সুবিধা হয়, সেইজন্য রাম ও লক্ষ্মণ কোন কোন স্থানে কুশ-চীর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভরত সেই সকল চিহ্ন দর্শন করিলেন। তিনি ইহাও দেখিলেন যে, শীত-নিবারণের জন্য মৃগ ও মহিষের রাশি রাশি করীষ (ঘুঁটে) স্তূপীকৃত রহিয়াছে। মহাবাহু ধৈর্যবান্ ভরত গমন করিতে করিতে সহর্ষে শত্রুঘ্নকে ও মন্ত্রিগণকে বলিলেন—মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থানের কথা বলিয়াছিলেন, আমরা বোধ হয় সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমার মনে হয়, মন্দাকিনী-নদীও এই স্থান হইতে অনতিদূরেই রহিয়াছে। ঐ দেখ, চীরসকল বৃক্ষের উচ্চস্থানে বদ্ধ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণই এইরূপ করিয়াছে, কারণ

(১) পর্ণকুটীর :—পত্রের দ্বারা নির্মিত কুটীর। রামের দর্শনের জন্য আগত তপস্বীদিগের বসিবার জন্য নির্মিত। ইহা বহির্দেশেই ছিল।

পাঠান্তর :—(ক) —মনুযাদদর্শতঃ।

(২) উটজ :—ভিত্তি (বেড়াজাল), কপাট প্রভৃতির দ্বারা সুরক্ষিত কুটীর। ইহা সীতার জন্য নির্মিত।

ইতশ্চোদাত্তদন্তানং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্।
শৈলপার্শ্বে পরিক্রান্তমন্যোন্যমভিগর্জতাম্ ॥১১
যমেবাঘাতুমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সততং বনে।
তস্যাসৌ দৃশ্যতে ধূমঃ সমূলঃ কৃষ্ণবর্ত্মনঃ ॥১২
অত্রাহং পুরুষব্যাঘ্রং গুরুশুশ্রূষণে রতম্।
আর্য্যং দ্রক্ষ্যামি সংহৃষ্টং মহর্ষিমিব রাঘবম্ ॥১৩
অথ গত্বা মুহূর্ত্তং তু চিত্রকূটং স রাঘবঃ।
মন্দাকিনীমনুপ্রাপ্তস্তং জনং চেদমব্রবীৎ ॥১৪
জগত্যাং পুরুষব্যাঘ্র আস্তে বীরাসনে রতঃ।
জনেন্দ্রো নির্জ্জনং প্রাপ্য ধিঙ্ মে জন্ম সজীবিতম্ ॥১৫
মৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তো লোকনাথো মহাদ্যুতিঃ।
সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য বনে বসতি রাঘবঃ ॥১৬

ইতি লোকসমাকৃষ্টঃ পাদয়োশ্চ প্রসাদয়ন্।
রামং তস্য পতিষ্যামি সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ ॥১৭
এবং স বিলপংস্তস্মিন্ বনে দশরথাত্মজঃ।
দদর্শ মহতীং পুণ্যাং পর্ণশালাং মনোরমাম্ ॥১৮
সাল-তালাশ্ব-কর্ণানাং পর্ণৈর্বহুভিরাবৃতাম্।
বিশালাং মৃদুভিস্তীর্ণাং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরে ॥১৯
শক্রায়ুধনিকাশৈশ্চ কার্ম্মুকৈর্ভারসাধনৈঃ।
রুক্মপৃষ্ঠৈর্মহাসারৈঃ শোভিতাং শত্রুবাধকৈঃ ॥২০
অর্করশ্মিপ্রতীকাশৈর্ঘোরৈস্তূণগতৈঃ শরৈঃ।
শোভিতাং দীপ্তবদনৈঃ সর্পৈর্ভোগবতীমিব ॥২১
মহারজত-বাসোভ্যামসিভ্যাঞ্চ বিরাজিতাম্।
রুক্মবিন্দুবিচিত্রাভ্যাং চর্ম্মভ্যাং চাতিশোভিতাম্ ॥২২

অদময়ে গমনকালে (আশ্রম হইতে বাহির হইয়া দূরে জল প্রভৃতির অন্বেষণে গমন করিলে ফিরিবার পথে) এই সকল চিহ্ন যাহাতে পথ পরিচয়ের সাহায্য করে ।৮-১০

বিশালদন্তশালী বেগবান্ হস্তীসকল পরস্পর গর্জ্জন করিতে করিতে পর্ব্বতপার্শ্বস্থিত এই পথে সর্ব্বদা যাতায়াত করে। তাপসেরা বনমধ্যে যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই অগ্নির সুবিশাল ধূমরাশি দেখা যাইতেছে। এই স্থানেই আমি গুরুশুশ্রূষাকারী আর্য্য নরশ্রেষ্ঠ রামকে মহর্ষির ন্যায় হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করিতে দেখিব। এইরূপ বলিয়া ভরত একমুহূর্ত্তকাল অগ্রসর হইয়া মন্দাকিনীর সমীপবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অমাত্যাদি পরিজনকে বলিলেন,—এই জগতে যিনি পুরুষোত্তম ও জনগণের অধিপতি, সেই রাম এই নির্জ্জনবনে বীরাসনে রত হইয়া আছেন। হায়। আমার জীবনে ও জন্মে ধিক্ ।১১-১৫

যিনি সকললোকের পালক, সেই মহাদ্যুতি রাম আমারই জন্য দারুণ দুরবস্থায় পতিত হইয়া সকলপ্রকার ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক বনমধ্যে বাস করিতেছেন। আমি এইভাবে সকললোকের নিন্দাভাজন হইয়াছি। অদ্য আমি রামকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার, সীতাদেবীর ও লক্ষ্মণের * পদতলে পতিত হইব। দশরথতনয় ভরত সেই বনে এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে পরমপুণ্যময় মনোহর বৃহৎ পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ণকুটীরটি শাল, তাল ও অশ্বকর্ণপত্র সমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত। যজ্ঞস্থলে বেদী যেমন মৃদু-বিস্তীর্ণ কুশসমূহের দ্বারা আবৃত থাকে, সেইভাবে ঐ পর্ণকুটীর নানাবিধ পত্রে আবৃত রহিয়াছে। স্বর্ণপৃষ্ঠ ইন্দ্রধনুর তুল্য ভারসাধন, শত্রুনিবারক ও মহাসার কার্ম্মুকসমূহের দ্বারা তাহা শোভান্বিত হইয়াছে ।১৬-২০

ঐ পর্ণকুটীরে তূণীরমধ্যে সূর্য্যকিরণতুল্য ভয়ঙ্কর শর-সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে এবং তাহাতে দীপ্তমুখ সর্পসমূহে পরিবৃত ভোগলোকের ন্যায় শোভা হইয়াছে। সেখানে সুবর্ণভূষণবিশিষ্ট দুইটি অসি (তরোয়াল) ও স্বর্ণবিন্দু-বিচিত্রিত চর্ম্মদ্বয় (ঢাল) শোভাবিস্তার করিতেছে। বিচিত্রস্বর্ণভূষিত গোধা (হস্তির গাত্রকর্ষণে সম্ভাব্য আঘাত নিবারণের জন্য চর্ম্ম নির্ম্মিত আবরণ) ও অঙ্গুলিত্র (অঙ্গুলি-রক্ষক, চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানার মত) সমূহ ঐ পর্ণকুটীরে

* লক্ষ্মণ ভরতের কনিষ্ঠ। তথাপি ভরত যে তাঁহার পদতলে পতিত হইবেন বলিতেছেন, তাহার কারণ—ব্রাহ্মণক্ষত্র লক্ষ্মণ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও মহাভাগ্যবান্। নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনায় এই আচরণ শাস্ত্রানুমোদিত।

গোধাঙ্গুলিত্রৈরাসকৈশ্চিত্রৈঃ কাঞ্চনভূষিতৈঃ (ক)।
অগ্নিসঙ্কাশরনাধৃষ্যাং মৃগৈঃ সিংহগুহামিব ॥২৩
প্রাগুদক্প্রবণাং বেদিং বিশালাং দীপ্তপাবকাম্।
দদর্শ ভরতস্তত্র পুণ্যাং রামনিবেশনে ॥২৪
নিরীক্ষ্য স মুহূর্তং তু দদর্শ ভরতো গুরুম্।
উটজে রামমাসীনং জটামণ্ডলধারিণম্ ॥২৫
কৃষ্ণাজিনধরং তং তু চীরবল্কলবাসসম্।
দদর্শ রামমাসীনমভিতঃ পাবকোপমম্ ॥২৬
সিংহস্কন্ধং মহাবাহুং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।
পৃথিব্যাঃ সাগরান্তায়া ভর্তারং ধর্মচারিণম্ ॥২৭
উপবিষ্টং মহাবাহুং ব্রহ্মাণমিব শাশ্বতম্।
স্বণ্ডিলে দর্ভসংস্তীর্ণে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥২৮
তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমান্ শোকমোহপরিপ্লুতঃ।
অভ্যধাবত ধর্মাত্মা ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ॥২৯
দৃষ্ট্বৈব বিললাপার্তো বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা।
অশক্নুবন্ বারয়িতুং ধৈর্য্যাদ্ বচনমব্রুবন্ ॥৩০
যঃ সংসদি প্রকৃতিভির্বেদ্ যুক্ত উপাসিতুম্।
বন্যৈর্মৃগৈরুপাসীনঃ সোঽয়মাস্তে মমাগ্রজঃ ॥৩১
হারৈরভির্বহুসাহস্রৈর্যো মহাত্মা পুরোচিতঃ।
মৃগাজিনে সোঽয়মিহ প্রবস্তে ধর্মমাচরন্ ॥৩২
অধারয়দ্ যো বিবিধাশ্চিত্রাঃ সুমনসঃ সদা।
সোঽয়ং জটাভারমিমং সহতে রাঘবঃ কথম্ ॥৩৩
যস্য যজ্ঞৈর্যথাদিষ্টৈর্ভূরিদক্ষো ধর্মস্য সঞ্চয়ঃ।
শরীরক্লেশসম্ভূতং স ধর্মং পরিমার্গতে ॥৩৪
চন্দনেন মহার্হেণ যস্যাঙ্গমুপসেবিতম্।
মলেন তস্যাঙ্গমিদং কথমার্যস্য সেব্যতে ॥৩৫
ময়্যেবংবিধমিদং দুঃখং প্রাপ্তো রামঃ সুখোচিতঃ।
ধিগ্ জীবিতং নৃশংসস্য মম লোকবিগর্হিতম্ ॥৩৬

লম্বমান রহিয়াছে। শত্রুগণকর্তৃক অপরাজেয় ঐ পর্ণকুটীর ঐ সকল অস্ত্রসমূহের দ্বারা শোভিত থাকায় মৃগগণের নিকট সিংহগুহার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। রামের ঐ পর্ণকুটীরের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ভরত প্রদীপ্ত অগ্নি-সমন্বিত ঈশানকোণভাগে নিত্য পবিত্র সুপ্রশস্ত বেদী অবলোকন করিলেন। একমুহূর্তকাল ঐ বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভরত পর্ণকুটীরমধ্যে উপবিষ্ট জটামণ্ডল-ধারী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সম্মুখে গিয়া দেখিলেন যে, কৃষ্ণসারমৃগচর্মধারী চীর-বল্কলপরিধান কারী অগ্নিতুল্যতেজস্বী রাম উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সিংহের স্কন্ধের তুল্য স্কন্ধবিশিষ্ট, আজানুলম্বিতবাহু, কমললোচন, পরমধর্মাচরণকারী ও সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কুশাস্তরণযুক্ত মৃত্তিকার সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন।২১-২৮

রামকে ঐভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া ধর্মাত্মা শ্রীমান্ ভরত দুঃখে ও মোহে আচ্ছন্ন হইলেন এবং তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রামকে দেখিবামাত্রই ভরত অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ধৈর্য্যের দ্বারা কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বাষ্পগদ্গদবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন।২৯-৩০

যিনি সভামধ্যে প্রজাবর্গের দ্বারা সর্বদা উপাসিত হইবার যোগ্য, সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা বন্যমৃগগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। যে মহাত্মা পূর্বে বহুমূল্য বসনসমূহে অলঙ্কৃত থাকিতেন ও থাকিবার যিনি যোগ্য, তিনি এক্ষণে ধর্মাচরণের জন্য মৃগচর্মাসনে উপবেশন করিয়াছেন। যিনি সর্বদা নানাবিধ বিচিত্রপুষ্পসমূহ ধারণ করিতেন, তিনি এই জটাভার কিরূপে সহ্য করিতেছেন? শাস্ত্রবিহিত যাগানুষ্ঠানের দ্বারা ধর্মার্জন করা যাঁহার উচিত ছিল, তিনি শরীরক্লেশকর কার্য্যের দ্বারা ধর্মসঞ্চয় করিতেছেন। মহামূল্য চন্দনের দ্বারা যাঁহার অঙ্গ অনুলিপ্ত হইত, সেই আর্য্য রামের অঙ্গ ধূলিসমূহ দ্বারা লিপ্ত হইতেছে।৩১-৩৫

সুখভোগাধিকারী রাম আমার জন্যই এইরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি অতিনিষ্ঠুর। আমার সর্বলোক-নিন্দিত এই জীবনে ধিক্। এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে অতিদীন ভরতের মুখকমল ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল।

পাঠান্তর :—(ক)—শ্চিত্রকাঞ্চনভূষিতৈঃ।

ইত্যেবং বিলপন্ দীনঃ প্রস্থিন্নমুখপঙ্কজঃ।
পাদাবপ্রাপ্য রামস্য পপাত ভরতো রুদন্ ॥৩৭
দুঃখাভিতপ্তো ভরতো রাজপুত্রো মহাবলঃ।
উক্ত্বার্য্যেতি সকৃদ্দীনং পুনর্নোবাচ কিঞ্চন ॥৩৮
বাষ্পৈঃ পিহিতকণ্ঠশ্চ প্রেক্ষ্য রামং যশস্বিনম্।
আর্য্যেত্যেবাভিসংক্রুশ্য ব্যাহর্তুং নাশকৎ ততঃ ॥৩৯
শত্রুঘ্নশ্চাপি রামস্য ববন্দে চরণৌ রুদন্।
তাবুভৌ চ সমালিঙ্গ্য রামোঽপ্যশ্রুণ্যবর্তয়ৎ ॥৪০
ততঃ সুমন্ত্রেণ গুহেন চৈব
সমীয়তুঃ রাজসুতা বরণ্যা।

তিনি রামের চরণযুগল ধরিতে গেলেন কিন্তু ধরিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া গেলেন। অভিদুঃখে অভিভূত মহাবল রাজপুত্র ভরত একবার মাত্র "আর্য্য" এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়া গেল। যশস্বী রামকে অবলোকন করিয়া তিনি "আর্য্য" এই কথাটি বলিয়াই বাক্‌শক্তিশূন্য হইয়া গেলেন। শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে রামের চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। রাম তাঁহাদের উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন।৩৬-৪০

দিবাকরশ্চৈব নিশাকরশ্চ
যথাম্বরে শুক্র-বৃহস্পতিভ্যাম্ ॥৪১
তান্ পার্থিবান্ বারণযূথপার্হান্
সমাগতাংস্তত্র মহত্যরণ্যে।
বনৌকসস্তেঽভিসমীক্ষ্য সর্বে
হর্ষং প্রহায় প্রসসর্জুরশ্রু ॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

অনন্তর সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন গগনে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, সেইভাবে রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ বনমধ্যে সুমন্ত্র ও গুহের সহিত মিলিত হইলেন। সেই সময় বনবাসীরা গজারোহী রাজন্যবর্গকে অরণ্যমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া হর্ষত্যাগপূর্বক অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল।৪১-৪২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

শততমঃ সর্গঃ

[কুশলজিজ্ঞাসাচ্ছলেন ভরতং প্রতি শ্রীরামস্য রাজনীতিবিষয়কোপদেশঃ।]

জটিলং চীরবসনং প্রাঞ্জলিং পতিতং ভুবি।
দদর্শ রামো দুর্দর্শং যুগান্তে ভাস্করং যথা ॥১
কথঞ্চিদভিবিজ্ঞায় বিবর্ণবদনং কৃশম্।
ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিজগ্রাহ পাণিনা ॥২
আঘ্রায় রামস্তং মূর্ধ্নি পরিষ্বজ্য চ রাঘবম্।
অঙ্কে ভরতমারোপ্য পর্য্যপৃচ্ছত সাদরম্ ॥৩
ক নু তেঽভূৎ পিতা তাত যদরণ্যং ত্বমাগতঃ।
ন হি ত্বং জীবতস্তস্য বনমাগন্তুমর্হসি ॥৪
চিরস্য বত পশ্যামি দূরাদ্ ভরতমাগতম্।
দুষ্প্রতীকমরণ্যেঽস্মিন্ কিং তাত বনমাগতঃ ॥৫
কচ্চিন্নু ধরতে তাত রাজা নঃ স্বমিহাগতঃ।
কচ্চিন্নু দীনঃ সহসা রাজা লোকান্তরং গতঃ ॥৬
কচ্চিৎ সৌম্য ন তে রাজ্যং ভ্রষ্টং বালস্য শাশ্বতম্।
কচ্চিচ্ছুশ্রূষসে তাত পিতুঃ সত্যপরাক্রম ॥৭
কচ্চিন্ দশরথো রাজা কুশলী সত্যসঙ্গরঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধানামাহর্তা ধর্মনিশ্চিতঃ ॥৮
স কচ্চিদ্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ধর্মনিত্যো মহাদ্যুতিঃ।
ইক্ষ্বাকূণামুপাধ্যায়ো যথাবৎ তাত পূজ্যতে ॥৯
তাত কচ্চিচ্চ কৌসল্যা সুমিত্রা চ প্রজাবতী।
সুখিনী কচ্চিদার্য্যা চ দেবী নন্দতি কৈকয়ী ॥১০

শততম সর্গ

[কুশল জিজ্ঞাসার মাধ্যমে ভরতের প্রতি শ্রীরামের রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ।]

প্রলয়কালে ভূপতিত সূর্য্যের ন্যায় সুদর্শন চীর-বসনধারী জটাযুক্ত কৃতাঞ্জলি ভরতকে ভূতলে পতিত অবস্থায় রাম দর্শন করিলেন। তিনি বিবর্ণমুখ অতি-কৃশ ভরতকে কোনরূপে চিনিতে পারিয়া নিজহস্ত দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক কোড়ে ধারণ করিলেন। অনন্তর সাদর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভ্রাতঃ! তোমার পিতা কোথায় আছেন? তুমি যে অরণ্যে আগমন করিলে? পিতার জীবিতাবস্থায় ত তুমি অরণ্যে আসিতে পার না। আমি বহুদিন পর সুদূর দেশ হইতে আগত ভরতকে দেখিলাম। ভ্রাতঃ! তুমি এত বিবর্ণ ও কৃশ হইয়াছ যে, আমি তোমাকে খুব কষ্টেই চিনিতে পারিলাম। ভরত! তুমি কিজন্য এই অরণ্যে আগমন করিয়াছ?১-৫

ভ্রাতঃ! পিতৃদেব মহারাজ দেহধারণ করিয়া রহিয়াছেন ত? তবে তুমি যে এই বনে চলিয়া আসিলে? মহারাজ পুরলোকে গমনযুক্ত হইয়া হঠাৎ লোকান্তরে গমন করেন নাই ত? সৌম্য! ভরত! তুমি বালক বলিয়া তোমার হস্ত হইতে চিরস্থায়ী রাজ্য ভ্রষ্ট হয় নাই ত? সত্যপরাক্রম! ভরত! তুমি পিতার সেবায় নিযুক্ত আছ ত? রাজসূয়-অশ্বমেধাদি বহুযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ধর্মনিষ্ঠ সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ দশরথ কুশলে আছেন ত? ভ্রাতঃ! বশিষ্ঠদেব ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের উপাধ্যায়। তিনি বিদ্বান্ ও নিত্যধর্মপরায়ণ। পরম-দ্যুতিমান্ ঐ ব্রাহ্মণ যথারীতি পূজিত হইতেছেন ত? ভরত! কৌশল্যাদেবী ও সৎপুত্রবতী সুমিত্রাদেবী সুখেই আছেন ত? পূজনীয়া দেবী কৈকেয়ী আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন ত?৬-১০

বিনয়ী সৎকুলপ্রসূত বহুশাস্ত্রবিৎ অনুরাগীল সৎকর্ম-নিপুণ বশিষ্ঠপুত্র তোমার পুরোহিত সৎকৃত হইতেছেন ত? তোমার অগ্নিহোত্রকার্য্যে নিযুক্ত সকলহোম-বিধিজ্ঞ মতিমান্ সরলচেতা হোতা সতত হুত ও হবনীয় (পূর্বে কৃত ও পরে করণীয়) বিষয়সকল তোমাকে নিবেদন করেন ত? ভ্রাতঃ! তুমি দেবগণ, পিতৃগণ,

কচ্চিন্ বিনয়সম্পন্নঃ কুলপুত্রো বহুশ্রুতঃ।
অনসূয়ুরমুদ্রক্তো সৎকৃতস্তে পুরোহিতঃ ॥১১
কচ্চিদগ্নিষু তে যুক্তো বিধিজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
হুতঞ্চ হোত্রমাগঞ্চ কালে বেদয়তে সদা ॥১২
কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৄন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে ॥১৩
ইষ্বস্ত্রবরসম্পন্নমর্থশাস্ত্রবিশারদম্।
সুধন্বানমুপাধ্যায়ং কচ্চিৎ ত্বং তাত মন্যসে ॥১৪
কচ্চিদাত্মসমাঃ শূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
কুলীনাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ কৃতাস্তে তাত মন্ত্রিণঃ ॥১৫
মন্ত্রী বিজয়মূলং হি রাজ্ঞাং ভবতি রাঘব।
সুসংবৃতো মন্ত্রিমুখ্যৈরমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ ॥১৬
কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎ কালেঽবুধ্যসে।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থনৈপুণম্ ॥১৭
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিৎ তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো রাষ্ট্রং ন পরিধাবতি ॥১৮
কচ্চিদর্থং বিনিশ্চিত্য লঘুমূলং মহোদয়ম্।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্ম ন দীর্ঘয়সি রাঘব ॥১৯
কচ্চিন্ন সুকৃতান্যেব কৃতরূপাণি বা পুনঃ।
বিদুস্তে সর্বকার্যাণি ন কর্তব্যানি পার্থিবাঃ ॥২০
কচ্চিন্ন তর্কৈর্যুক্ত্যা বা যে চাপ্যপরিকীর্তিতাঃ।
স্বয়া বা তব বামাত্যৈর্বুধ্যতে তাত মন্ত্রিতম্ ॥২১
কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকমিচ্ছসি পণ্ডিতম্।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্যান্নিঃশ্রেয়সং মহৎ ॥২২
সাহস্রাণ্যপি মূর্খাণাং যদ্যুপাস্তে মহীপতিঃ।
অথবাপ্যযুতান্যেব নাস্তি তেষু সহায়তা ॥২৩
একোঽপ্যমাত্যো মেধাবী শূরো দক্ষো বিচক্ষণঃ।
রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপয়েন্মহতীং শ্রিয়ম্ ॥২৪
কচ্চিন্মুখ্যা মহৎস্বেব মধ্যমেষু চ মধ্যমাঃ।
জঘন্যাশ্চ জঘন্যেষু ভৃত্যাস্তে তাত যোজিতাঃ ॥২৫

ভৃত্যগণ, গুরুগণ, পিতৃতুল্য বৃদ্ধগণ, বৈদ্যগণ ও ব্রাহ্মণগণকে সর্বতোভাবে মান্য করিতেছ ত? তাত! বিনয়ে ও নম্রতার সহিত বাগ্‌প্রয়োগে নিপুণ রাজনীতি-বিশারদ ধনুর্বেদাচার্য্য সুধন্বাকে তুমি সম্মান করিতেছ ত? শূর শাস্ত্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ আত্মসম ব্যক্তিগণকে তুমি মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত করিয়াছ ত?১১-১৫

রঘুনন্দন! নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ ও অমাত্যগণ কর্তৃক যত্নপূর্বক সঙ্গোপিত মন্ত্রই নৃপতিগণের বিজয়ের মূল। ভ্রাতঃ! তুমি নিদ্রার বশীভূত হও না ত? তুমি যথাসময়ে জাগরিত হইয়া ত? তুমি রাত্রিশেষে অর্থপ্রাপ্তির উপায় চিন্তা কর ত? তুমি একাকী অথবা বহুব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা কর না ত? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রসমূহ রাষ্ট্রমধ্যে প্রচারিত হয় না ত? রঘুনন্দন! কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া অল্পায়াসসাধ্য ও বহুফলপ্রদ কর্ম শীঘ্রই আরম্ভ কর ত? তাহাতে বিলম্ব কর না ত? অন্যান্য রাজন্যবর্গ তোমার সুসম্পন্ন কিংবা সম্পন্নপ্রায় কার্য্যভিন্ন কর্তব্যরূপে স্থিরীকৃত কার্য্যসমূহ জানিতে পারে না ত?১৬-২০

ভ্রাতঃ! তুমি কিংবা তোমার অমাত্যগণ যে মন্ত্রণা করিয়া থাক, যাহা তোমাদের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, অন্যলোক যুক্তি ও তর্কদ্বারা তাহা বুঝিতে পারে না ত? তুমি সহস্র মূর্খের পরিবর্তে একজন পণ্ডিতকে কামনা কর ত? অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে ঐ পণ্ডিতব্যক্তিই তখন কল্যাণসাধন করিতে পারেন। রাজা যদি সহস্র অথবা অযুতসংখ্যক মূর্খের প্রতিপালন করেন, তথাপি তাহাতে তাহার কোন সাহায্য হয় না। মেধাবী, শূর, দক্ষ ও বিচক্ষণ একজন অমাত্যই রাজাকে অথবা রাজপুত্রকে মহতী সম্পত্তি প্রাপ্ত করাইতে পারেন। ভ্রাতঃ! তুমি উত্তমকার্য্যে প্রধান ভৃত্যগণকে, মধ্যম কার্য্যে মধ্যমভৃত্যগণকে ও সাধারণকার্য্যে সাধারণ ভৃত্যগণকে নিযুক্ত করিয়াছ ত?২১-২৫

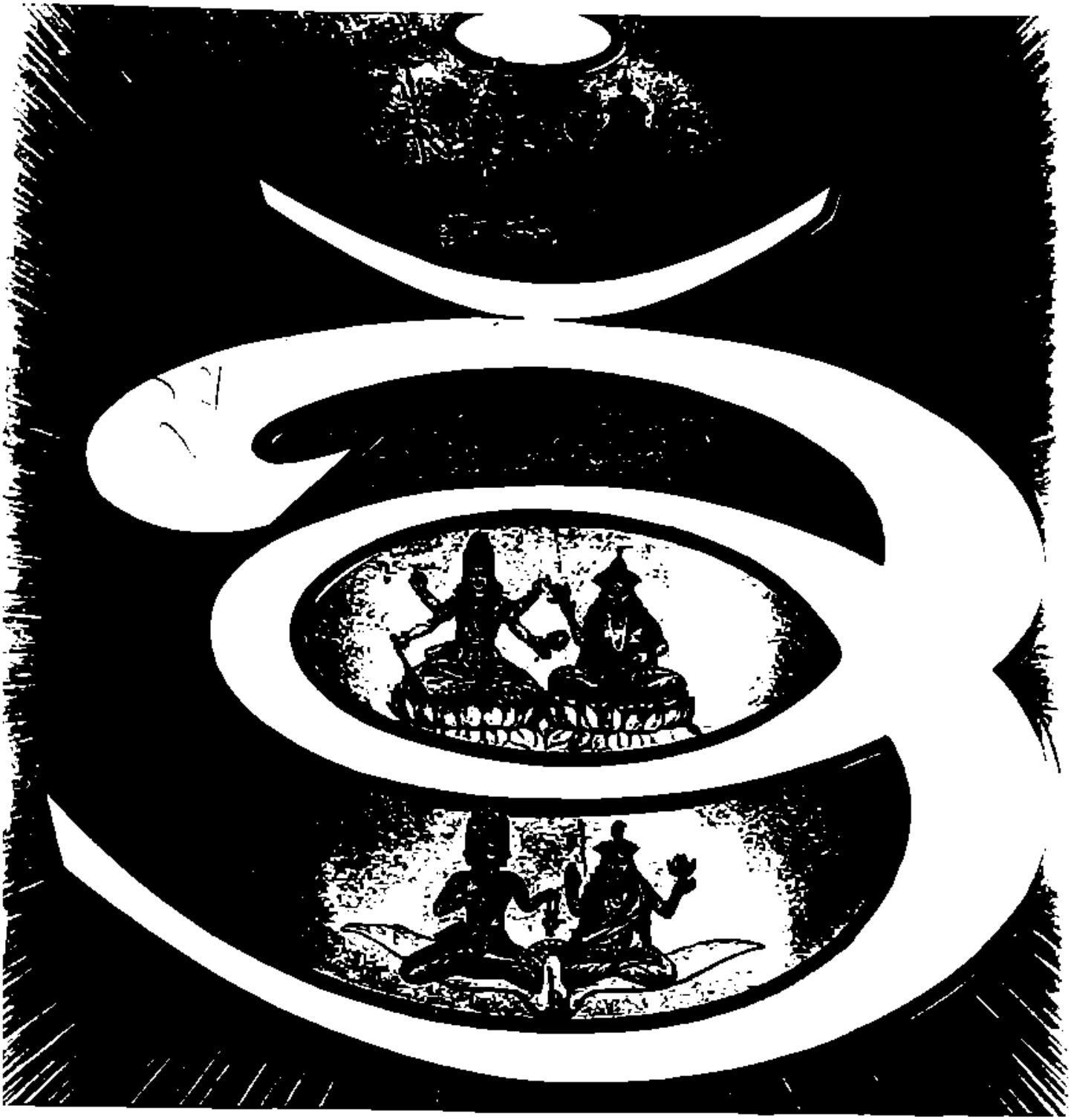

আর্য্যশাস্ত্র

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রণীত

শ্রীশ্রীভগবন্নাম-মহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

বৈশম্পায়ন সংহিতায়াং

সর্ব্ব ধর্ম্ম বহির্ভূত সর্ব্বপাপরত স্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥৮১॥

শুনিয়মে বিষ্ণুর নামকীর্ত্তনে সর্ব্বধর্ম্ম বহির্ভূত ও সমস্ত পাপরত ব্যক্তিও মুক্ত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৮১॥

বৃহন্নারদীয়ে

যথা কথঞ্চিন্ নরাস্তি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি বা।
পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ শুদ্ধমোক্ষ মবাপ্নুয়ুঃ ॥৮২॥

যে কোন প্রকারে নাম কীর্ত্তন অথবা শ্রবণ করিলে পাপিগণও বিশুদ্ধ হইয়া কৈবল্য-মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥৮২॥

ভারত বিভাগে

প্রাণ প্রয়াণ পাথেয়ং সংসার ব্যাধিভেষজং।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ম ॥৮৩॥

"হরি" এই অক্ষর দুইটি দেহ হইতে প্রাণের চির-প্রয়াণ কালে পাথেয় পথের সম্বল, সংসার রোগের পরম ঔষধ এবং দুঃখশোক-পরিত্রাণকারী ॥৮৩॥

নারদীয়ে

নব্যং নব্যং নাম ধেয়ং মুরারে
র্যদগায়ন্তি তত্র গেয় পীযূষ পুষ্টং।
যে গায়ন্তি ত্যক্ত লজ্জা সহর্ষং
জীবন্মুক্তাঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র ॥৮৪॥

মুরারির গানযোগ্য অমৃতময় নব নব নাম সকল যাঁহারা লজ্জা ত্যাগ করিয়া আনন্দিত চিত্তে গান করেন তাঁহারা জীবন্মুক্ত—এ-সম্বন্ধে সংশয় নাই ॥৮৪॥

প্রথম স্কন্ধে শ্রীভাগবতে

আপন্ন সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম ॥৮৫॥

মানব ভয়ঙ্কর সংসার প্রাপ্ত হইয়া যাঁহার নাম বিবশভাবে গ্রহণ করত তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হয়। যাঁহাকে স্বয়ং ভয়ই ভয় করিয়া থাকে ॥৮৫॥

দ্বিতীয় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১] [দ্বাদশ সংখ্যা—স্নানযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্ত্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭৮, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রের মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল বাবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রোত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। এই আর্য্যশাস্ত্রের প্রথমবর্ষে মন্বাদি বিংশতি সংহিতা ও অন্যান্য দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার-কামনায় তাহার বার্ষিক মূল্য ১৫'০০ টাকার স্থলে ১০'০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭৯৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃ-পৈতামহাঞ্ছুচীন্।
শ্রেষ্ঠাঞ্ছ্রেষ্ঠেষু কচ্চিৎ ত্বং নিয়োজয়সি কর্মসু ॥২৬
কচ্চিন্মোহেন দণ্ডেন ভৃশমুদ্বেজিতাঃ প্রজাঃ।
রাষ্ট্রে তবাবজানন্তি মন্ত্রিণঃ কৈকয়ীসুত ॥২৭
কচ্চিৎ ত্বাং নাবজানন্তি যাজকাঃ পতিতং যথা।
উগ্রপ্রতিগ্রহীতারং কামযানমিব স্ত্রিয়ঃ ॥২৮
উপায়কুশলং বৈদ্যং ভৃত্যসংদূষণে রতম্।
শূরমৈশ্বর্যকামঞ্চ যো হন্তি ন স হন্যতে ॥২৯
কচ্চিদ্ দৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ মতিমাঞ্ছুচিঃ।
কুলীনশ্চানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ ॥৩০
বলবন্তশ্চ কচ্চিৎ তে মুখ্যা যুদ্ধবিশারদাঃ।
দৃষ্টাপদানা বিক্রান্তা ত্বয়া সৎকৃতা মানিতাঃ ॥৩১
কচ্চিদ্ বলস্য ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্।
সম্প্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে ॥৩২
কালাতিক্রমণে হ্যেব ভক্ত-বেতনয়োর্ভৃতাঃ।
ভর্তুঃ কুপ্যন্তি দুষ্যন্তি সোঽনর্থঃ সুমহান্ কৃতঃ ॥৩৩
কচ্চিৎ সর্বেঽনুরক্তাস্ত্বাং কুলপুত্রাঃ প্রধানতঃ।
কচ্চিৎ প্রাণাংস্তবার্থেষু সম্ত্যজন্তি সমাহিতাঃ ॥৩৪
কচ্চিজ্জ্ঞানপদো বিদ্বান্ দক্ষিণঃ প্রতিভানবান্।
যথোক্তবাদী দূতস্তে কৃতো ভরত পণ্ডিতঃ ॥৩৫
কচ্চিদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারণৈঃ ॥৩৬

যে সকল অমাত্য উৎকোচ প্রভৃতি (ঘুষ প্রভৃতি) গ্রহণ করেন না, যাঁহারা পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন, যাঁহাদের বাহ্য ও আন্তরশুদ্ধি আছে, সেইসকল মন্ত্রিগণকে তুমি উত্তমকার্যে নিযুক্ত করিতেছ ত? কৈকেয়ীনন্দন! তোমার রাজ্যে প্রজাগণ কঠোর-দণ্ডে উৎপীড়িত হয় না ত? মন্ত্রিগণ তোমাকে অবজ্ঞা করে না ত? নীচজাতীয়া নারীকে পরিগ্রহ করিয়া কোন পুরুষ তাহার প্রতি অতিশয় আসক্ত হইলে কুলকামিনীগণ সেই পুরুষকে যেমন অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, যাজকগণ সেইভাবে পতিত ব্যক্তির ন্যায় তোমাকে অবজ্ঞা করেন না ত? সাম-দানাদি উপায়ে সুচতুর বিদ্বান্ রাজনীতিজ্ঞ বলবান্ ও ঐশ্বর্যযুক্ত ভৃত্যকে যে রাজা বিনষ্ট না করেন, তিনি ঐ ভৃত্যের দ্বারা নিহত হন (অথবা রাজার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্তির জন্য রোগরক্ষির কৌশল নিপুণ বৈদ্য ও সাধুব্যক্তির দোষ দর্শনে রত ভৃত্য ও রাজৈশ্বর্যযুক্ত স্ত্রীকে যে রাজা বিনষ্ট না করেন, তাহাদের দ্বারা তিনি বিনষ্ট হন)। রিপুপক্ষকে পরাজিত করিতে সমর্থ, বীর, ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান্, শুদ্ধচিত্ত কুলীন, অনুরক্ত ও নিপুণ ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছ ত? ২৬-৩০

যুদ্ধবিৎ বলবিক্রমশালী প্রধান ভৃত্যগণের পৌরুষ কার্য্য দুই তিন বার পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিয়াছ ত? সৈনিকগণের দৈনিক বা মাসিক যথাসময়ে প্রদেয় বেতন তুমি সমধনস্ত প্রদান করিতেছ ত? ইহাতে তোমার বিলম্ব হয় না ত? যাহারা দৈনিক বা মাসিক বেতন পাইয়াই জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা করে, তাহারা যথাসময়ে বেতন না পাইলে প্রভুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়। এইভাবে ভৃত্যগণের বিরক্তি মহাবিপদের কারণ হইয়া উঠে। প্রধান প্রধান জাতিগণ তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন ত? তাহারা এক মত হইয়া তোমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছেন ত? ভরত! বিদ্বান্, সরলচিত্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, যথার্থবাদী, বিচক্ষণ ও জনপদবাসী ব্যক্তিকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়াছ ত? ৩১-৩৫

যাহারা পরস্পর পরস্পরকে জানে না, এইরূপ চরগণকে অন্যের অজ্ঞাতসারে এক একটি বিষয়ে তিনজনকে নিযুক্ত করিয়াছ ত? এবং ঐ চরগণের দ্বারা শত্রুপক্ষের অষ্টাদশ (১) ও নিজ পক্ষের পঞ্চদশ রাজ্যরক্ষাসাধন বস্তুসমূহের যথাযথ সংবাদ সবেগত

(১) শত্রুপক্ষের অষ্টাদশ :—মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুররক্ষাকারী, কারাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞাবাহক, প্রাড্‌বিবাক (ব্যবহারদর্শী বিচারক), কর্মসচিবাধিকারী, ব্যবহারনির্দেষ্টা, দেওয়ানগণের বেতনাধ্যক্ষ, কর্মান্তে বেতনগ্রাহী, নগরাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রান্তপাল, গুপ্তচিহ্নের ধনধান্যাধিকারী এবং জল-সিন্ধি-বনদুর্গ-ভূপালগণ,—ইহাদের গতিবিধি ও স্বপক্ষের পঞ্চদশ :—মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ—এই তিনজন ভিন্ন উল্লিখিত পক্ষদ্বয়ের গতিবিধি গুপ্তচরের দ্বারা জ্ঞাতব্য।

কচ্চিদ্ ব্যপাস্তানহিতান্ প্রতিযাতাংশ্চ সর্বদা।
দুর্বলাননবজ্ঞায় বর্ত্তসে বিপুসূদন ॥৩৭
কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৩৮
ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে ॥৩৯
বীরৈরধ্যুষিতাং পূর্বমস্মাকং তাত পূর্বকৈঃ।
সত্যনামাং দৃঢ়দ্বারাং হৃষ্টাশ্ব-রথসঙ্কুলাম্ ॥৪০
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ স্বকর্মনিরতৈঃ সদা।
জিতেন্দ্রিয়ৈর্মহোৎসাহৈর্বৃতামার্যৈঃ সহস্রশঃ ॥৪১
প্রাসাদৈর্বিবিধাকারৈর্বৃতাং বৈদ্যধনাকুলাম্।
কচ্চিৎ সমুদিতাং স্ফীতামযোধ্যাং পরিরক্ষসে ॥৪২
কচ্চিচ্চৈত্যশতৈর্জুষ্টঃ সুনিবিষ্টজনাকুলঃ।
দেবস্থানৈঃ প্রপাভিশ্চ টটাকৈশ্চোপশোভিতঃ ॥৪৩
প্রহৃষ্টনর-নারীকঃ সমাজোৎসবশোভিতঃ।
সুকৃষ্টসীমা পশুমান্ হিংসাভিরভিবর্জিতঃ ॥৪৪
অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জিতঃ।
পরিত্যক্তো ভয়ৈঃ সর্বৈঃ খনিভিশ্চোপশোভিতঃ ॥৪৫
বিবর্জিতো নরৈঃ পাপৈর্নয় পূর্বৈঃ সুরক্ষিতঃ।
কচ্চিজ্জনপদঃ স্ফীতঃ সুখং বসতি রাঘব ॥৪৬
কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্বে কৃষি গোরক্ষজীবিনঃ।
বার্তায়াং সংশ্রিতস্তাত লোকোঽয়ং সুখমেধতে ॥৪৭
তেষাং গুপ্তিপরীহারৈঃ কচ্চিৎ তে ভরণং কৃতম্।
রক্ষ্যা হি রাজ্ঞা ধর্মেণ সর্বে বিষয়বাসিনঃ ॥৪৮
কচ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ সান্ত্বয়সে কচ্চিত্তাস্তে সুরক্ষিতাঃ।
কচ্চিন্ন শ্রদ্দধাস্যাসাং কচ্চিদ্ গুহ্যং ন ভাষসে ॥৪৯
কচ্চিন্নাগবনং গুপ্তং কচ্চিৎ তে সন্তি ধেনুকাঃ।
কচ্চিন্ন গণিকাস্বানাং কুরুষাণাক্ষ তৃপ্যসি ॥৫০

হইয়া থাক ত? রিপুসূদন! ভরত! বিতাড়িত শত্রুগণ পুনর্বার আগমন করিলে তাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া তুমি অবজ্ঞা কর না ত? ভ্রাতঃ! তুমি চার্বাকমতাবলম্বী কিংবা শুষ্কতার্কিক ব্রাহ্মণগণের সেবা করনা ত? ইহারা বালকের ন্যায় অজ্ঞ হইয়াও নিজেদিগকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং সাধারণ জনগণের অনর্থসম্পাদনের কৌশল দেখায়। এই সকল দুষ্ট পণ্ডিতেরা উৎকৃষ্ট-প্রমাণসমন্বিত বেদাদি ধর্মশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তর্কবিদ্যাবাজিত বুদ্ধির সাহায্যে নিরর্থক বাদানুবাদ করিয়া থাকে। ৩৬-৩৯

ভ্রাতঃ! আমাদের মহাবীর পূর্বপুরুষগণের বাসভূমি, সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যানগরীকে উত্তমরূপে রক্ষা করিতেছ ত? অযোধ্যার দ্বারসমূহ অতিসুদৃঢ়, সেই নগরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিব্যাপ্ত, সহস্র সহস্র স্বকর্মরত জিতেন্দ্রিয় উৎসাহসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের দ্বারা সর্বদা পরিপূর্ণা সার্থকনামধারিণী অযোধ্যা বিবিধ আকারের প্রাসাদসমূহে ও বৈদ্যসমূহে পরিবৃত হইয়া আছে, সেই অযোধ্যাকে তুমি রক্ষা করিতেছ ত? হে নরনন্দন! শতশত চৈত্যবৃক্ষের দ্বারা যে স্থানের শোভা হইয়াছে, যে স্থানে জনগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, দেবালয়, প্রপা (জলসত্র) ও তড়াগসমূহে সুশোভিত যে স্থানে নরনারীগণ অতিশয় আনন্দিত রহিয়াছে, যে স্থানে নানাবিধ সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাহার প্রান্তবর্তী প্রদেশসমূহ সুন্দরভাবে কর্ষিত ও গো মহিষাদি পশুসমূহে পূর্ণ, যে স্থানে হিংসার লেশমাত্র নাই, হিংস্র জন্তুশূন্য সেইস্থানসমূহ অদেবমাতৃক (বৃষ্টির অপেক্ষা নাই, নদীর জলেই কৃষিকার্যাদি হয়, এমন স্থান) সর্ববিধ ভয়শূন্য ও স্বর্ণ রত্ন প্রভৃতির আকরসমূহে সুশোভিত, পাপিষ্ঠ নরগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, সেই সমৃদ্ধ জনপদ সমূহ সুখে আছে ত? ৪০-৪৬

যাহারা কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, সেই বৈশ্যগণের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট আছ ত? ঐ সকল লোকেরা এক্ষণে বাণিজ্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিয়া সুখ-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে ত? তাহাদের অভিষ্টসাধন ও অনিষ্টপরিহার করিয়া তুমি তাহাদিগকে পোষণ করিতেছ ত? যেহেতু রাজ্যবাসী প্রজামাত্রই রাজার রক্ষণীয়। তুমি স্ত্রীলোকদিগকে সান্ত্বনা ও উত্তমভাবে রক্ষা করিয়া থাক ত? তুমি

কচ্চিদ্ দর্শয়সে নিত্যং মানুষাণাং বিভূষিতম্।
উত্থায়োত্থায় পূর্বাহ্ণে রাজপুত্র মহাপথে ॥৫১
কচ্চিন্ন সর্বে কর্মান্তাঃ প্রত্যক্ষাস্তেঽবিশঙ্কয়া।
সর্বে বা পুনরুৎসৃষ্টা মধ্যমেবাত্র কারণম্ ॥৫২
কচ্চিদ্ দুর্গাণি সর্বাণি ধন-ধান্যায়ুধোদকৈঃ।
যন্ত্রৈশ্চ প্রতিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্ধরৈঃ ॥৫৩
আয়স্তে বিপুলঃ কচ্চিৎ কচ্চিদল্পতরো ব্যয়ঃ।
অপাত্রেষু ন তে কচ্চিৎ কো যো গচ্ছতি রাঘব ॥৫৪
দেবতার্থে চ পিত্রর্থে ব্রাহ্মণাভ্যাগতেষু চ।
যোধেষু মিত্রবর্গেষু কচ্চিদ্ গচ্ছতি তে ব্যয়ঃ ॥৫৫
কচ্চিদার্যোঽপি শুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চাপকর্মণা।
অদৃষ্টঃ শাস্ত্রকুশলৈর্ন লোভাদ্ বধ্যতে শুচিঃ ॥৫৬
গৃহীতশ্চৈব পৃষ্টশ্চ কালে দৃষ্টঃ সকারণঃ।
কচ্চিন্ন মুচ্যতে চোরো ধনলোভান্নরর্ষভ ॥৫৭
ব্যসনে কচ্চিদাঢ্যস্য দুর্বলস্য চ রাঘব।
অর্থং বিরাগাঃ পশ্যন্তি তবামাত্যা বহুশ্রুতাঃ ॥৫৮
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রাঘব।
তানি পুত্রপশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থমনুশাসতঃ ॥৫৯
কচ্চিদ্ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যান্মুখ্যাংশ্চ রাঘব।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্বুভূষসে ॥৬০
কচ্চিদ্ গুরূংশ্চ বৃদ্ধাংশ্চ তাপসান্ দেবতাতিথীন্।
চৈত্যাংশ্চ সর্বান্ সিদ্ধার্থান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি ॥৬১
কচ্চিদর্থেন বা ধর্মমর্থং ধর্মেণ বা পুনঃ।
উভৌ বা প্রীতিলোভেন কামেন ন বিবাধসে ॥৬২

উহাদের কথায় আস্থা রাখ না ত? উহাদের নিকট গোপনীয় কথা প্রকাশ কর না ত? যে বনে হস্তী জন্মিয়া থাকে, তুমি সেইবনকে রক্ষা করিতেছ ত? তুমি হস্তিসমূহকে পালন কর ত? হস্তিনী, হস্তী ও অশ্বের সংগ্রহে তুমি তৃপ্তিলাভ (অল্পেই প্রমোদনিবৃত্তি) কর না ত? ৪৭-৫০

রাজপুত্র! তুমি প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে উত্থিত হইয়া রাজবেশে বিভূষিত হও ত? এবং সেই অবস্থায় রাজপথে ও সভামধ্যে প্রজাগণকে দর্শন দিয়া থাক ত? কর্মচারিগণ নিঃসঙ্কোচে তোমার নয়নগোচর হয় না ত? অথবা সর্বদা তোমার দর্শন পরিহার করে না ত? কর্মচারিগণের সর্বদা দর্শন ও একান্ত অদর্শন এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বনই অভীষ্ট-সিদ্ধির কারণ। তোমার দুর্গসমূহ ধন-ধান্য, অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্র, শিল্পী ও ধনুর্ধরসমূহে পরিপূর্ণ আছে ত? রঘুনন্দন! তোমার অধিকপরিমাণ আয় ও অল্প-পরিমাণ ব্যয় হইয়া থাকে ত? নট গায়ক প্রভৃতি (ইহাদিগকে অপরিমিত দান নিষিদ্ধ) অপাত্রে ব্যয়িত হওয়ায় তোমার ধনাগার ধনশূন্য হইতেছে না ত? দেবগণ, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ, অভ্যাগত, যোদ্ধা ও বন্ধুগণের জন্য তোমার অর্থব্যয় হইয়া থাকে ত? ৫১-৫৫

সাধু সচ্চরিত্র ব্যক্তি মিথ্যাপবাদে দূষিত হওয়ায় বিচারের জন্য আনীত হইলে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ প্রাড্‌বিবাক (বিচারক) কর্তৃক যদি তাহার দোষ প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে নির্দোষব্যক্তিকে তুমি ধনলোভবশতঃ দণ্ডিত কর না ত? নরশ্রেষ্ঠ! ধনস্বামী কিংবা নগরপাল-কর্তৃক ধৃত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া চৌররূপে প্রমাণিত কিংবা চৌর্যের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রকট হইয়াছে—এমন ব্যক্তিকে তোমার নিযুক্ত পালকগণ ধনলোভে ছাড়িয়া দেয় না ত? কোন ধনী ও দরিদ্রের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে তোমার বহু শাস্ত্রবিৎ অমাত্যগণ ধনলাভবিষয়ে বৈরাগ্যভাবাপন্ন হইয়া বিচার করে ত? ভরত! মিথ্যাপবাদে অভিযুক্ত জনগণের প্রকৃত বিচার না হওয়ায় তাহাদের যে অশ্রুধারা পতিত হয়, তাহাই রাজ্যসুখভোগজন্য শাসনকারী নরপতির পুত্র ও পশু সমূহকে নষ্ট করিয়া থাকে। তুমি বৃদ্ধ, বালক ও প্রধান বৈদ্যগণকে অভিমত-বস্তুপ্রদান, সস্নেহ বাক্যালাপ ও কল্যাণকামনার দ্বারা বশীভূত করিতে ইচ্ছা কর ত? ৫৬-৬০

তুমি গুরুগণ, বৃদ্ধগণ, তপস্বীগণ, দেবগণ, অতিথিগণ, চৈত্যবৃক্ষসমূহ ও বিদ্বান্, সদাচার এবং তপস্যাদ্বারা সিদ্ধকাম ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার কর ত? ৬১

ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের মধ্যে কোন একটির জন্য অন্য দুইটির বিরোধ কর না ত? ৬২

কচ্চিদর্থঞ্চ কামঞ্চ ধর্মঞ্চ জয়তাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্বান্ বরদ সেবসে ॥৬৩
কচ্চিৎ তে ব্রাহ্মণাঃ স্পর্শ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
আশংসন্তে মহাপ্রাজ্ঞ পৌরজানপদৈঃ সহ ॥৬৪
নাস্তিক্যমনৃতং ক্রোধং প্রমাদং দীর্ঘসূত্রতাম্।
অদর্শনং জ্ঞানবতামালস্যং পঞ্চবৃত্তিতাম্ ॥৬৫
একচিন্তনমর্থানামনর্থজ্ঞৈশ্চ মন্ত্রণম্।
নিশ্চিতানামনারম্ভং মন্ত্রস্যাপরিরক্ষণম্ ॥৬৬
মঙ্গলাদ্যৈঃপ্রযোগঞ্চ প্রতুত্থানঞ্চ সর্বতঃ।
কচ্চিৎ ত্বং বর্জয়স্যেতান্ রাজদোষাংশ্চতুর্দশ ॥৬৭
দশ পঞ্চ চতুর্বর্গান্ সপ্তবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অষ্টবর্গং ত্রিবর্গঞ্চ বিদ্যাস্তিস্রশ্চ রাঘব ॥৬৮
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ং বুদ্ধ্বা ষাড়্গুণ্যং দৈবমানুষম্।
কৃতং বিংশতিবর্গঞ্চ তথা প্রকৃতিমণ্ডলম্ ॥৬৯
যাত্রাদণ্ডবিধানঞ্চ দ্বিষতাঞ্চ সন্ধি-বিগ্রহৌ।
কচ্চিদেতান্ মহাপ্রাজ্ঞ যথাবদনুমন্যসে ॥৭০
মন্ত্রিভিস্ত্বং যথোদ্দিষ্টং চতুর্ভিস্ত্রিভিরেব বা।
কচ্চিৎ সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ মন্ত্রং মন্ত্রয়সে বুধ ॥৭১
কচ্চিৎ তে সফলা বেদাঃ কচ্চিৎ তে সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
কচ্চিৎ তে সফলা দারাঃ কচ্চিৎ তে সফলং
শ্রুতম্ ॥৭২

তুমি অর্থদ্বারা ধর্মকে ও ধর্মদ্বারা অর্থকে কিংবা বিষয়-ভোগলালসাবশতঃ কামদ্বারা ধর্ম ও অর্থকে বাধিত কর না ত? বিদ্বদ্বিশ্রেষ্ঠ! কালজ্ঞ! বরদ! ভরত! অর্থ, কাম ও ধর্মকে বিভক্ত করিয়া যথাকালে তুলারূপে সকলের সেবা করিতেছ ত? হে! পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকগণের সহিত সর্বশাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তোমার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন ত? নাস্তিক্য, মিথ্যা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানিব্যক্তিগণের অদর্শন, আলস্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, একাকী চিন্তাশীলতা, বিপরীতদর্শী ব্যক্তিগণের সহিত মন্ত্রণা, কর্তব্যরূপে নিশ্চিতকার্য্যের অনারম্ভ, মন্ত্রণাপ্রকাশ, প্রাতঃকালে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অপ্রবৃত্তি এবং একবারে সর্বদিকে অবস্থিত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ যাত্রা—এই চতুর্দশ প্রকার রাজনীতির দোষ তুমি পরিত্যাগ করিয়া থাকত? মহাপ্রাজ্ঞ! ভরত! মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, অবৈধস্ত্রীসেবা, মদ্যপান, নৃত্য গীত ও বাদ্যে আসক্তি এবং বৃথাভ্রমণ—এই দশটি কামজ-দোষ বা দশবর্গ। পঞ্চবর্গ অর্থাৎ জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদ্বারা নির্মিত দুর্গ, মরুভূমিস্থিত দুর্গ ও উষ্ককালে নির্মিত দুর্গ—এই পঞ্চপ্রকার দুর্গ। চতুর্বর্গ অর্থাৎ সাম,দাম, ভেদ দণ্ড। সপ্তবর্গ অর্থাৎ রাজা, অমাত্য রাজ্য, সুহৃদ্, সৈন্য ও দুর্গ। অষ্টবর্গ অর্থাৎ ক্রূরতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, বাক্‌পারুষ্য, বাক্‌দণ্ড ও পরুষতা। ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম। বিদ্যার অর্থাৎ বেদ, কৃষ্যাদি শাস্ত্র ও দণ্ডনীতি। ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় যোগাভ্যাস। ষাড়্গুণ্য অর্থাৎ সন্ধি, যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা, বিপরীত শত্রুর মিত্রগণের পারস্পরিক ভেদসৃষ্টি ও বলবানের আশ্রয়। দৈববিপদ্—অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক। মানুষবিপদ্—রাজভয়, রাজপুরুষভয়, চৌরভয়, শত্রুভয় ও অধিকারি-ভয় (রাজার প্রিয়ব্যক্তি হইতে ভয়)। কৃত্য অর্থাৎ অল্পবেতন, লুব্ধ, মানী ও অপমানিত এই চতুর্বিধ ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ, কোপিত, ভীত ও ভীষিত করিবার কারণ স্বরূপ যে চারিটি রাজকৃত্য। বিংশতি বর্গ অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী, জ্ঞাতিগণের বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজনক, লুব্ধ, লুব্ধজনক, প্রজাগণের বিরাগভাজন, ইন্দ্রিয়সুখে অত্যাসক্ত, বহুলোকের সহিত মন্ত্রণাকারী, দেব-ব্রাহ্মণ নিন্দারত, দৈববিড়ম্বিত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষপীড়িত, সৈন্যকরে বিপদাপন্ন, দুর্দৈবগ্রস্ত, বহুশত্রুসমন্বিত, যথাকালে কার্যে অনিযুক্ত, ও সর্বাংশে ধর্মসিক্ত—এই বিংশতিবর্গের সহিত কখনই সন্ধি করা উচিত নয়। প্রকৃতিবর্গ অর্থাৎ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড। রাজমণ্ডল অর্থাৎ অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র, বিজিগীষু প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার রাজা। পঞ্চবিধ যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহ-রচনা, ভেদরূপী দণ্ডবিধান, সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতির মধ্যে শত্রুগণের পরস্পর ভেদসাধন ও বলবানের আশ্রয়,

কচ্চিদেষৈব তে বুদ্ধির্যথোক্তা মম রাঘব।
আয়ুষ্যা চ যশস্যা চ ধর্ম-কামার্থসংহিতা ॥৭৩
যাং বৃত্তিং বর্ততে তাতো যাঞ্চ নঃ প্রপিতামহঃ।
তাং বৃত্তিং বর্ত্তসে কচ্চিদ্ সা চ সৎপথগা শুভা ॥৭৪
কচ্চিৎ স্বাদুকৃতং ভোজ্যমেকো নাশ্নাসি রাঘব।
কচ্চিদাশংসমানেভ্যো মিত্রেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছসি ॥৭৫
রাজা তু ধর্মেণ হি পালয়িত্বা
মহীপতির্দণ্ডধরঃ প্রজানাম্।
অবাপ্য কৃৎস্নাং বসুধাং যথাবদ্
ইতশ্চ্যুতঃ স্বর্গমুপৈতি বিদ্বান্ ॥৭৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ॥

এই উত্তরের কারণ সন্ধি, এবং যান ও আসনের কারণ বিগ্রহ। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য অংশসকল সম্যগ্‌ভাবে বিজ্ঞাত হইয়া ত্যাজ্যের ত্যাগ ও গ্রাহ্যের গ্রহণ করিতেছ ত? বীমন্! নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চারিজন কিংবা তিনজন মন্ত্রীর সহিত পৃথগ্‌ভাবে অথবা মিলিতভাবে মন্ত্রণা করিয়া থাক ত? কর্ত্তব্যসমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা তোমার অতীত বেদ সফল হইতেছে ত? ক্রিয়াসমূহ বাঞ্ছিত-ফলদানের দ্বারা সফল হইতেছে ত? স্ত্রীগণ ধর্মানুষ্ঠানে সাহায্যের দ্বারা ও তোমার শাস্ত্রজ্ঞান-বিনয়ের দ্বারা সফল হইতেছে ত? ভরত! এই সকল উল্লিখিত বিষয়ে যেমন আমার আয় ও যশোবৃদ্ধিকর এবং ধর্ম-অর্থ-কামসমন্বিত জ্ঞান বিদ্যমান আছে, তোমার জ্ঞানও সেইরূপ আছে ত? যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পিতা জীবনযাপন করিতেছেন এবং পিতামহগণ জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তুমি ত সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছ? যেহেতু তাহা সৎপথানুগামিনী ও কল্যাণদায়িনী। রঘুনন্দন! তুমি সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য একাকী ভোজন কর না ত? স্নেহবৃদ্ধিকামী মিত্রগণ যাহা ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহাদিগকে তাহা প্রদান কর ত? বিদ্বান্ মহীপতি ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণপূর্বক ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া ও সমগ্র পৃথিবীকে ভোগ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলে স্বর্গে গমন করেন।৭২-৭৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে শততম সর্গ সমাপ্ত

একাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রামস্য ভরতসমীপে বনগমনকারণজিজ্ঞাসা, রাম-ভরতয়োঃ পারস্পরিক-কথোপকথনঞ্চ ।]

তং তু রামঃ সমাজ্ঞায় ভ্রাতরং গুরুবৎসলম্ ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥১
কিমেতদিঙ্গিতজ্ঞেয়মহং শ্রোতুং প্রব্যাহৃতং ত্বয়া ।
যস্মাৎ ত্বমাগতো দেশমিমং চীরজটাজিনী ॥২
যন্নিমিত্তমিমং দেশং কৃষ্ণাজিনজটাধরঃ ।
হিত্বা রাজ্যং প্রবিষ্টস্তং তৎসর্বং বক্তুমর্হসি ॥৩
ইত্যুক্তঃ কৈকয়ীপুত্রঃ কাকুৎস্থেন মহাত্মনা ।
প্রগৃহ্য বলবদ্ ভূয়ঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৪
আর্য্য তাতঃ পরিত্যজ্য ত্বয়া কর্ম সুদুষ্করম্ ।
গতঃ স্বর্গং মহারাজঃ পুত্রশোকাভিপীড়িতঃ ॥৫
ত্রিস্তা নিযুক্তঃ কৈকয্যা মম মাত্রা পরন্তপ ।
চকার সা মহৎপাপমিদমাত্মযশোহরম্ ॥৬

সা রাজ্যফলমপ্রাপ্য বিধবা শোককর্শিতা ।
পতিষ্যতি মহাঘোরে নরকে জননী মম ॥৭
তস্য মে দাসভূতস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি ।
অভিষিঞ্চস্ব চাস্মৈব রাজ্যেন মঘবানিব ॥৮
ইমাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বা বিধবা মাতরশ্চ যাঃ ।
ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তাঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥৯
তথানুপূর্ব্যা যুক্তশ্চ যুক্তং চাত্মনি মানদ ।
রাজ্যং প্রাপ্নুহি ধর্মেণ সকামান্ সুহৃদঃ কুরু ॥১০
ভবদ্বিধবা ভূমিঃ সমগ্রা পতিনা ত্বয়া ।
শশিনা বিমলেনেব শারদী রজনী যথা ॥১১
এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্ধং শিরসা যাচিতো ময়া ।
ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥১২

একাধিকশততম সর্গ

[রামকর্তৃক ভরতের নিকটে বনগমনের কারণ জিজ্ঞাসা এবং রাম ও ভরতের পারস্পরিক কথোপকথন ।]

গুরুবৎসল ভরতকে এইরূপে প্রশ্নচ্ছলে সর্বপ্রকার ধর্ম উপদেশ করিয়া লক্ষ্মণসহিত রাম পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতঃ ! তুমি জটাবল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করিয়া যেজন্য এইবনে আগমন করিয়াছ, তাহা সুস্পষ্টভাবে বল,—আমি সেই সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। তুমি রাজ্যত্যাগ করিয়া কৃষ্ণাজিন ও জটাধারণপূর্বক যেজন্য এইস্থানে আগমন করিয়াছ, সেইসকল বিষয় আমার নিকট প্রকাশ কর। ককুৎস্থবংশোদ্ভব মহাত্মা রাম এইরূপ বলিলে পর কৈকেয়ীতনয় ভরত অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আর্য্য ! মহাবাহু পিতা দশরথ মদীয় মাতা কৈকেয়ীর অনুরোধে জ্যেষ্ঠতনয়কে অতিক্রমপূর্বক কনিষ্ঠকে রাজ্য দানরূপ দুষ্কর-কার্য্য করিয়া পুত্রশোকে অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন এবং আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। আমার মাতা এই অকীর্তিকর কার্য্য করিয়া মহাপাপ করিয়াছেন ।১-৬

তিনি বিধবা শোকাকুলা ও রাজ্যফলে বঞ্চিতা হইয়া মহাঘোর নরকে পতিত হইবেন। আমি আপনার সেই দাসই রহিয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অদ্যই আপনি ইন্দ্রের ন্যায় স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হউন। সকল প্রজা ও বিধবা জননীগণ আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এইস্থানে আসিয়াছেন। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। মানদ ! অগ্রজ ! জ্যেষ্ঠের অনুসারে আপনিই রাজ্যলাভের অধিকারী এবং আপনারই রাজ্যাভিষেক হওয়া উচিত। অতএব ধর্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া আপনি সুহৃদ্গণকে সকল মনোরথ করুন। ৭-১০

শারদীয়া রজনী যেমন নির্মল চন্দ্রের দ্বারা পতিমতী হইয়া থাকে, তেমনই এই সসাগরা ধরা আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া সধবা হউক। আমি এই সচিবগণের সহিত অবনতমস্তকে প্রার্থনা করিতেছি—আপনি

তদিদং শাশ্বতং পিত্র্যং সর্বং সচিবমণ্ডলম্ ।
পূজিতং পুরুষব্যাঘ্র নাতিক্রমিতুমর্হসি ॥১৩

এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ সবাষ্পঃ কৈকয়ীসুতঃ ।
রামস্য শিরসা পাদৌ জগ্রাহ ভরতঃ পুনঃ ॥১৪

তং মত্তমিব মাতঙ্গং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ ।
ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥১৫

কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ ।
রাজ্যহেতোঃ কথং পাপমাচরেন্ মদ্বিধো জনঃ ॥১৬

ন দোষং ত্বয়ি পশ্যামি সূক্ষ্মমপ্যরিসূদন ।
ন চাপি জননীং বাল্যাৎ ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি ॥১৭

কামকারো মহাপ্রাজ্ঞ গুরূণাং সর্বলানঘ ।
উপপন্নেষু দারেষু পুত্রেষু চ বিধীয়তে ॥১৮

বয়মস্য যথা লোকে সংখ্যাতাঃ সৌম্য সাধুভিঃ ।
আর্যাঃ পুত্রাশ্চ শিষ্যাশ্চ ত্বমপি জ্ঞাতুমর্হসি ॥১৯

বনে বা চীরবসনঃ সৌম্য কৃষ্ণাজিনাম্বরম্ ।
রাজ্যে বাপি মহারাজো মাং বাসয়িতুমীশ্বরঃ ॥২০

যাবৎ পিতরি ধর্মজ্ঞ গৌরবং লোকসৎকৃতে ।
তাবদ্ ধর্মকৃতং শ্রেষ্ঠ জনন্যামপি গৌরবম্ ॥২১

এতাভ্যাং ধর্ম-শীলাভ্যাং বনং গচ্ছেতি রাঘব ।
মাতাপিতৃভ্যামুক্তোঽহং কথমন্যৎ সমাচরে ॥২২

ত্বয়া রাজ্যমযোধ্যায়াং প্রাপ্তব্যং লোকসৎকৃতম্ ।
বস্তব্যং দণ্ডকারণ্যে ময়া বল্কলবাসসা ॥২৩

এবমুক্ত্বা মহারাজো বিভাগং লোকসন্নিধৌ ।
ব্যাদিশ্য চ মহারাজো দিবং দশরথো গতঃ ॥২৪

স চ প্রমাণং ধর্মাত্মা রাজা লোকগুরুস্তব ।
পিত্রা দত্তং যথাভাগমুপভোক্তুং ত্বমর্হসি ॥২৫

এই ভ্রাতার প্রতি এই শিষ্যের প্রতি আপনার এই দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন। পুরুষোত্তম! বংশ-পরম্পরাগত পৈতৃক্যমান্য মন্ত্রিমণ্ডলও পুনঃ পুনঃ কামনা করিতেছেন, ইঁহাদিগের প্রার্থনা অতিক্রম করা উচিত নয়। মহাবাহু কৈকেয়ীনন্দন ভরত সবাষ্পকণ্ঠে এইরূপ বলিয়া মত্তহস্তীর ন্যায় দীর্ঘশ্বাসত্যাগকারী ভ্রাতা ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন। ১১-১৫

ভ্রাতঃ! আমার মত কুলীন সত্ত্বসম্পন্ন তেজস্বী ব্রতপালনরত ব্যক্তি কিরূপে রাজ্যের জন্য পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ পাপ আচরণ করিবে। শত্রুদমন! আমি তোমাতে অণুমাত্রও দোষ দেখিতেছি না। তুমি বাল্যচপলতাবশতঃ জননীকে নিন্দা করিতে পার না। মহাপ্রাজ্ঞ! নিষ্পাপ! ভরত! পিত্রাদি গুরুজন অনুগত স্ত্রী ও পুত্রগণের প্রতি স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। সৌম্য! সাধুগণ লোকসমাজে স্ত্রী পুত্র ও শিষ্যগণকে যেমন নিয়োগার্হ বলিয়া গণ্য করেন, পিতার নিকট আমরাও সেইরূপ—ইহা তোমার জানা উচিত। প্রিয়দর্শন! ভ্রাতঃ! মহারাজ দশরথ আমাকে চীরবসন ও কৃষ্ণাজিন পরাইয়া বনেই হউক কিংবা রাজ্যেই হউক, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই বাস করাইতে পারেন। ১৬-২০

ধর্মজ্ঞ! ধার্মিকপ্রবর! সর্বলোকসৎকৃত পিতার প্রতি যেমন গৌরব প্রদর্শন করিতে হয়, মাতার প্রতিও সেইরূপ গৌরব প্রদর্শন করিতে হয়। ধার্মিক পিতামাতার "বনে যাও" এইরূপ বাক্যে আদিষ্ট হইয়া আমি কিরূপে তাহার অন্যথা আচরণ করিব? তুমি অযোধ্যায় সর্বলোকসৎকৃত রাজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং আমি বল্কলবস্ত্রধারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে বাস করিব। দশরথ সর্বলোকসমক্ষে এইরূপ বিভাগ ব্যবস্থা এবং আমাদিগকে তদনুরূপ আদেশ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে লোকগুরু ধর্মাত্মা রাজাই তোমার পক্ষে প্রমাণ। অতএব বিভাগানুসারে পিতৃদত্ত-রাজ্য ভোগ করাই তোমার কর্তব্য। সৌম্য! আমি চতুর্দশবৎসর দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া মহাত্মা পিতৃদেবের

চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
উপভোক্ষ্যে ত্বয়া দত্তং ভাগং পিত্রা মহাত্মনা ॥২৬
যদত্রবীন্মাং নরলোকসৎকৃতঃ
পিতা মহাত্মা বিবুধাধিপোমঃ।
তদেব মন্যে পরমাত্মনো হিতং
ন সর্বলোকেশ্বরভাবমব্যয়ম্ ॥২৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

প্রদত্ত ভাগ ভোগ করিব। ইন্দ্রতুল্য লোকমান্য পিতা আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমি নিজের পরম শুভ বলিয়া মনে করি। তদ্ভিন্ন সর্বলোকে অক্ষয় প্রভুত্ব শুভকর ও হিতকর মনে করি না। ২৬-২৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতেন রামসমীপে পিতুর্দশরথস্য মৃত্যুসন্দেশস্য জ্ঞাপনম্।]

রামস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
কিং মে ধর্মাদ্ বিহীনস্য রাজধর্মঃ করিষ্যতি ॥১
সাধূনামুভয়ং লোকে ধর্ম ইত্যেব নঃ শ্রুতম্।
জ্যেষ্ঠে পুত্রে স্থিতে রাজা ন কনীয়ান্ ভবেন্নৃপঃ ॥৩
স ত্বমুত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে সার্দমযোধ্যাং গচ্ছ রাঘব।
অভিষেচয় চাত্মানং কুলস্যাস্য ভবায় নঃ ॥৩
রাজানং মানুষং প্রাহুর্দৈবতং বৈ সতাং যম।
যস্য ধর্মার্থসহিতং বৃত্তমাহুরমানুষম্ ॥৪
কৈকেয্যাং চ ময়ি ত্বয়ি চারণ্যমাশ্রিতে।
ধীমান্ যযৌ দিবং রাজা যাবদ্ভূকঃ সতাং মতঃ ॥৫
নিষ্ক্রান্তমাত্রে ভবতি সহসীতে স লক্ষ্মণে।
দুঃখশোকাভিভূতস্তু রাজা ত্রিদিবমভ্যগাৎ ॥৬

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

[ভরতকর্তৃক রামের নিকট পিতা দশরথের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন।]

রামের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন যে—আমি যদি কুলধর্ম হইতেই (জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যলাভই কুলধর্ম) ভ্রষ্ট হইলাম, তাহা হইলে রাজধর্ম আমার কি করিবে? নরশ্রেষ্ঠ! আমাদের পূর্বপুরুষগণের এই চিরন্তন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, রাজাদের জ্যেষ্ঠপুত্র বর্তমান থাকিলে কনিষ্ঠ কখনও রাজ্যাধিকারী হয় না। অতএব। এই জন্যই আমি বলিতেছি যে, আপনি কৃতনিশ্চয়ে অযোধ্যায় আমার সহিত চলুন, এবং রঘুবংশের ও আমাদের সকলের কলঙ্কের অন্ত অভিষিক্ত হউন। সাধারণতঃ লোকেরা রাজাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে, কিন্তু আমার মতে রাজা দেবতাস্বরূপ। তাহার কারণ এই যে, রাজার ধর্মার্থসমন্বিত চরিত্র মানুষের মধ্যে কখনও সম্ভব হয় না।

উত্তিষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ।
অহং চায়ঞ্চ শত্রুঘ্নঃ পূর্বমেব কৃতোদকৌ ॥৭
প্রিয়েণ কিল দত্তং হি পিতৃলোকেষু রাঘব।
অক্ষয়ং ভবতীত্যাহুর্ভবাংশ্চৈব পিতুঃ প্রিয়ঃ ॥৮
তামেব শোচংস্তব দর্শনেপ্সু-
স্ত্বয্যেব সক্তামনিবর্ত্য বুদ্ধিম্।
ত্বয়া বিহীনস্তব শোকরুগ্ন-
স্ত্বাং সংস্মরন্নেব গতঃ পিতা তে ॥৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

আমি কেকয়রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলাম, আপনি অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন, এই অবস্থায় সত্যসন্ধ যাযজূক (সর্বদা যজ্ঞানুষ্ঠানরত) ধীমান্ মহারাজ স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ১-৫

সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আপনি অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র রাজা দশরথ দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। নরোত্তম! এক্ষণে আপনি গাত্রোত্থান করুন এবং পিতার তর্পণাদি করুন। আমি ও এই শত্রুঘ্ন আমরা উভয়ে পূর্বে তর্পণাদি করিয়াছি। রঘুনন্দন! আপনি পিতার অতিপ্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে—প্রিয়পুত্রপ্রদত্ত পিণ্ডাদি পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে। অন্তিমসময়ে পিতা আপনার জন্য শোক করিতে করিতে আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আপনাতে তাঁহার চিত্ত আসক্ত হইয়াছিল, তিনি চিত্তকে আপনা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। আপনার শোকে অতিবিহ্বল হইয়া এবং আপনাকে নিকটে না পাইয়া সর্বদা আপনাকে ভাবিতে ভাবিতেই তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। ৬-৯

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতমুখাৎ পিতুর্মৃত্যুসন্দেশং শ্রুত্বা রামস্য চৈতন্যলোপঃ, চৈতন্যলাভাৎ পরং তস্য বিলাপঃ, মন্দাকিনীনদীং গত্বা ইঙ্গুদি-তিলকল্কদ্বারা পিত্রে পিণ্ডদানম্, ভ্রাতৃভিঃ সহ আশ্রমাগমনঞ্চ]

তাং শ্রুত্বা করুণাং বাচং পিতুর্মরণসংহিতাম্ ।
রাঘবো ভরতেনোক্তাং বভূব গতচেতনঃ ॥১
তং তু বজ্রমিবোৎসৃষ্টমাহবে দানবারিণা ।
বাগ্বজ্রং ভরতেনোক্তমমনোজ্ঞং পরন্তপঃ ॥২
প্রগৃহ্য রামো বাহূ বৈ পুষ্পিতাগ্র ইব দ্রুমঃ ।
বনে পরশুনা কৃত্তস্তথা ভুবি পপাত হ ॥৩
তথা হি পতিতং রামং জগত্যাং জগতীপতিম্ ।
কূলপাতপরিশ্রান্তং প্রতপ্তমিব কুঞ্জরম্ ॥৪
ভ্রাতরস্তে মহেষ্বাসাঃ সর্বতঃ শোককর্শিতম্ ।
রুদন্তঃ সহ বৈদেহ্যা সিষিচুঃ সলিলেন বৈ ॥৫
স তু সংজ্ঞাং পুনর্লব্ধ্বা মোহাদ্ভ্রাতৄনুদৈক্ষত ।
উপাক্রামত কাকুৎস্থঃ কৃপণং বহু ভাষিতুম্ ॥৬

স রামঃ স্বর্গতং শ্রুত্বা পিতরং পৃথিবীপতিম্ ।
উবাচ ভরতং বাক্যং ধর্মাত্মা ধর্মসংহিতম্ ॥৭
কিং করিষ্যাম্যযোধ্যায়াং তাতে দিষ্টাং গতিং গতে ।
কস্তাং রাজবরাজ্ঞীনামযোধ্যাং পালয়িষ্যতি ॥৮
কিন্নু তস্য ময়া কার্য্যং দুর্জাতেন মহাত্মনঃ ।
যো মৃতো মম শোকেন সমযা ন চ সংস্কৃতঃ ॥৯
অহো ভরত সিদ্ধার্থো যেন রাজা স্বয়ানঘ ।
শত্রুঘ্নেন চ সর্বেষু প্রেতকৃত্যেষু সংকৃতঃ ॥১০
নিষ্প্রধানামনেকাগ্রাং নরেন্দ্রেণ বিনা কৃতাম্ ।
নিবৃত্তবনবাসোঽপি নাযোধ্যাং গন্তুমুৎসহে ॥১১
সমাপ্তবনবাসং মামযোধ্যায়াং পরন্তপ ।
কোঽনুশাসিষ্যতি পুনস্তাতে লোকান্তরং গতে ॥১২

ত্র্যধিকশততম সর্গ

[ভরতের মুখে পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রামের চৈতন্য লোপ, চৈতন্য লাভের পর তাঁহার বিলাপ, মন্দাকিনীনদীতে যাইয়া ইঙ্গুদি ও তিলকল্ক দ্বারা পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান ও ভ্রাতৃগণের সহিত আশ্রম আগমন।]

ভরতকর্তৃক কথিত সেই শোকাবহ পিতৃমরণ সংবাদ শুনিয়া রঘুনন্দন রাম সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের বজ্রনিক্ষেপের ন্যায় ভরত বজ্রতুল্য দুঃখদায়ক বাক্য বলিলে পর শত্রুদমন রাম বাহুদ্বয় অতিশয় শিথিল করিয়া অরণ্যমধ্যে কুঠারের দ্বারা ছেদিত পুষ্পিত-বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। জগৎপতি মহাবলবীর্য শোকাকুল রামকে নদীতটপতন-পরিশ্রান্ত ও নিদ্রিত হস্তীর ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া ভরত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সীতার সহিত রোদন করিতে করিতে তাঁহার সর্বাঙ্গে জলসেচন করিতে লাগিলেন। ১-৫

পরে রাম চৈতন্যলাভ করিয়া নয়নদ্বয় হইতে অবিরত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে করুণভাবে বহুবিলাপ করিতে লাগিলেন। ধর্মাত্মা রাম পৃথিবীপতি দশরথ স্বর্গগত হইয়াছেন শুনিয়া ভরতকে ধর্মসঙ্গত বাক্য বলিতে লাগিলেন,—পিতা দৈবকল্পিত গতিলাভ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে অযোধ্যায় যাইয়া কি করিব? মহারাজবিহীনা অযোধ্যাকে কে পালন করিবে? আমার জন্মই বৃথা, আমি মহাত্মা দশরথের কি কার্য্য করিব? যিনি আমার শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার সংকারও করিলাম না। নিষ্পাপ। ভরত। তুমি কৃতার্থ, যেহেতু তুমি ও শত্রুঘ্ন পারলৌকিক সকল-কার্য্যের দ্বারা পিতার সংকার করিয়াছ। ৬-১০

আমি বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইলেও সেই প্রধানপুরুষশূন্য বহুনায়ক রাজবিবর্জিত অযোধ্যায় যাইতে উৎসাহবোধ করিতেছি না। আমি বনবাস সমাপন করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলে কে আমাকে হিতাহিত-

পুরা প্রেক্ষ্য সুরতং মাং পিতা প্রাহ সান্ত্বয়ন্।
বাক্যানি তানি শ্রোষ্যামি কুতঃ কর্ণসুখান্যহম্ ॥১৩
এবমুক্ত্বাথ ভরতং ভার্য্যামভ্যেত্য রাঘবঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥১৪
সীতে মৃতস্তে শ্বশুরঃ পিতৃহীনোঽসি লক্ষ্মণ।
ভরতো দুঃখমাচষ্টে স্বর্গতিং পৃথিবীপতেঃ ॥১৫
ততো বহুগুণং তেষাং বাষ্পং নেত্রেষ্বজায়ত।
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে কুমারাণাং যশস্বিনাম্ ॥১৬
ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্বে ভৃশমাশ্বাস্য দুঃখিতম্।
অব্রুবন্নগতীর্ভর্তুঃ ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ ॥১৭
সা সীতা স্বর্গতং শ্রুত্বা শ্বশুরং তং মহানৃপম্।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং ন শশাকেক্ষিতুং প্রিয়ম্ ॥১৮
সান্ত্বয়িত্বা তু তাং রামো রুদন্তীং জনকাত্মজাম্।
উবাচ লক্ষ্মণং তত্র দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ ॥১৯
আনয়েঙ্গুদি-পিণ্যাকং চীরমাহর চোত্তরম্।
জলক্রিয়ার্থং তাতস্য গমিষ্যামি মহাত্মনঃ ॥২০
সীতা পুরস্তাদ্ ব্রজতু ত্বমেনামভিতো ব্রজ।
অহং পশ্চাদ্ গমিষ্যামি গতিহ্যেষা সুদারুণা ॥২১
ততো নিত্যানুগস্তেষাং বিদিতাত্মা মহামতিঃ।
মৃদুর্দান্তশ্চ কান্তশ্চ রামে চ দৃঢ়ভক্তিমান্ ॥২২
সুমন্ত্রস্তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্ধমাশ্বাস্য রাঘবম্।
অবতারয়দালম্ব্য নদীং মন্দাকিনীং শিবাম্ ॥২৩
তে শুভীর্থাংস্ততঃ কৃচ্ছ্রাদুপগম্য যশস্বিনঃ।
নদীং মন্দাকিনীং রম্যাং সদা পুষ্পিতকাননাম্ ॥২৪

বিষয়ে উপদেশ দিবেন? কারণ, পিতৃদেব ত' পরলোকে গমন করিয়াছেন। পূর্বে আমাকে সুচরিত্র ও আজ্ঞা-পালনে অনুরক্ত দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্বক যে সকল শ্রুতি-সুখকর মনোহর কথা বলিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে কাহার নিকট ঐরূপ কথা শ্রবণ করিব? শোকসন্তপ্ত রাম ভরতকে এইরূপ বলিয়া পূর্ণচন্দ্রবদনা সীতার নিকট যাইয়া বলিলেন—সীতে! তোমার শ্বশুর পরলোকে গমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। রাজার স্বর্গগমনের সংবাদ ভরত অতিদুঃখের সহিত বলিতেছে। ১১-১৫

কাকুৎস্থ রাম এইরূপ বলিলে পর যশস্বী রাজকুমার-গণের নয়নে অশ্রুধারা বহুগুণে বর্ধিত হইল। অনন্তর ভ্রাতৃগণ দুঃখিত রামকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন—"পৃথিবীপতি পিতৃদেবের উদকক্রিয়া (তর্পণাদি) সম্পন্ন করুন"। মহারাজ শ্বশুর স্বর্গস্থ হইয়াছেন শুনিয়া চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হওয়ায় সীতা প্রিয়তম রামকে কোন প্রকারেই দর্শন করিতে পারিলেন না। তখন অতিশয় রোদনকারিণী সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া অতিদুঃখিত রাম দুঃখিতভাবে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! ইঙ্গুদিফল পেষণ করিয়া আনয়ন কর এবং একখণ্ড নূতন চীর আনয়ন কর। আমি মহাত্মা পিতৃদেবের তর্পণাদির জন্য গমন করিব।১৬-২০

সীতা অগ্রে গমন করুন, তুমি তৎপশ্চাৎ গমন কর, আমি সকলের পশ্চাৎ গমন করিব। এইরূপ গমন অতিশয় দারুণ। তখন ইক্ষ্বাকুবংশের চিরন্তন অনুগত, সুপরিচিত, মহামতি, কোমলপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয় ও সুশ্রী রামের প্রতি দৃঢ়ভক্তিমান সুমন্ত্র রাজকুমারগণের সহিত রামকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাদের হস্ত ধারণপূর্বক নির্মলসলিলা মন্দাকিনীনদীতে অবতরণ করাইলেন। যশস্বী রাজপুত্রগণ সীতার সহিত অতিকষ্টে অবতরণস্থানের নিকট গমন করিয়া পুষ্পিতবনশোভাময়ী, খরস্রোতা ও রমণীয়া মন্দাকিনীর সুপ্রশস্ত কর্দমশূন্য অবতরণস্থানে (ঘাটে) নামিলেন এবং রাজাকে তর্পণজল দান করিয়া বলিলেন যে, এই জল আপনার হউক।২১-২৫

মহীপতি রাম দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া জলপূর্ণ অঞ্জলি গ্রহণপূর্বক রোদন করিতে করিতে বলিলেন—নৃপতিশ্রেষ্ঠ! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার উদ্দেশে মৎপ্রদত্ত এই নির্মলজল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক।

শীঘ্রস্রোতং সমাসাদ্য তীর্থং শিবমকর্দমম্।
সিষিচুস্তূদকং রাজ্ঞে তত এতদ্ ভবিষ্যতি ॥২৫
প্রগৃহ্য তু মহীপালো জলপূরিতমঞ্জলিম্।
দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥২৬
এতৎ তে রাজশার্দূল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্।
পিতৃলোকগতস্যাদ্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু ॥২৭
ততো মন্দাকিনীতীরাৎ প্রত্যুত্তীর্য্য স রাঘবঃ।
পিতুশ্চকার তেজস্বী নির্বাপং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥২৮
ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্তো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥২৯
ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নাঃ পুরুষা রাজন্! তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥৩০
ততস্তেনৈব মার্গেণ প্রত্যুত্তীর্য্য সরিত্তটাৎ।
আরুরোহ নরব্যাঘ্রো রম্যসানুং মহীধ্রম্ ॥৩১
ততঃ পর্ণকুটীদ্বারমাসাদ্য জগতীপতিঃ।
পরিজগ্রাহ পাণিভ্যামুভৌ ভরত-লক্ষ্মণৌ ॥৩২

তেষাং তু রুদতাং শব্দাৎ প্রতিশব্দোঽভবদ্ গিরৌ।
ভ্রাতৃণাং সহ বৈদেহ্যা সিংহানাং নর্দতামিব ॥৩৩
মহাবলানাং রুদতাং কুর্বতামুদকং পিতুঃ।
বিজ্ঞায় তুমুলং শব্দং ত্রস্তা ভরতসৈনিকাঃ ॥৩৪
অব্রুবংশ্চাপি রামেণ ভরতঃ সঙ্গতো ধ্রুবম্।
তেষামেব মহাঞ্ছব্দঃ শোচতাং পিতরং মৃতম্ ॥৩৫
অথ বাহান্ পরিত্যজ্য তে সর্বেঽভিমুখাঃ স্বনম্।
অপ্যেকমনসো জগ্মুর্যথাস্থানং প্রধাবিতাঃ ॥৩৬
হয়ৈরন্যে গজৈরন্যে রথৈরন্যে সুলঙ্কৃতৈঃ।
সুকুমারাস্তথৈবান্যে পদ্ভিরেব নরা যযুঃ ॥৩৭
অচিরপ্রোষিতং রামং চিরবিপ্রোষিতং যথা।
দ্রষ্টুকামো জনঃ সর্বো জগাম সহ দাশ্রমম্ ॥৩৮
ভ্রাতৃণাং ত্বরিতাস্তে তু দ্রষ্টুকামাঃ সমাগমম্।
যযুর্বহুবিধৈর্যানৈঃ খুরনেমিসমাকুলৈঃ ॥৩৯
সা ভূমির্বহুভির্যানৈ রথনেমিসমাহতা।
মুমোচ তুমুলং শব্দং দ্যৌরিবাভ্রসমাগমে ॥৪০

অনন্তর তেজস্বী রাম ভ্রাতৃগণের সহিত মন্দাকিনীতীরে আসিয়া পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। রাম কুশের আস্তরণের উপর বদরীফল মিশ্রিত তিলকল্কযুক্ত ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড অর্পণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতভাবে রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—মহারাজ! আমাদের যাহা ভোজ্য, আপনিও তাহাই ভোজন করুন। মনুষ্য স্বয়ং যাহা আহার করিয়া থাকে, পিতৃগণ ও দেবগণ তাহাই আহার করেন।২৬-৩০

নরশ্রেষ্ঠ রাম যে পথে মন্দাকিনীতীরে গমন করিয়াছিলেন, পিণ্ডদানের পর সেই পথে সেই স্থান হইতে রম্যসানুসম্পন্ন চিত্রকূটের উপর আরোহণ করিলেন। অনন্তর পৃথিবীপতি রাম পর্ণকুটীরের দ্বার-দেশে আসিয়া দুইহস্তের দ্বারা ভরত ও লক্ষ্মণকে ধারণ করিলেন। সিংহের গর্জনধ্বনির ন্যায় সীতার সহিত রোদনপরায়ণ ভ্রাতৃগণের রোদনধ্বনির প্রতিধ্বনি চিত্রকূটপর্বতে প্রাদুর্ভূত হইল। পিতার তর্পণক্রিয়া সম্পাদনকারী মহাসত্ত্ববান রোদনরত ভ্রাতৃগণের তুমুল শব্দ শুনিয়া ভরতের সৈনিক ভীত হইয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, ভরত রামের সহিত নিশ্চয়ই মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা মৃত পিতার জন্য শোক করিতেছেন। সেইজন্য এই তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছে। ৩১-৩৫

অনন্তর সৈনিকগণ নিজ নিজ বাহন পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে দ্রুতগতিতে সেই দিক্ অভিমুখে গমন করিতে লাগিল, যে দিকে রোদনধ্বনি হইতেছিল। সুকুমার-ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ হস্তীতে কেহ কেহ বা অলঙ্কৃত রথে গমন করিল। অন্য সকলে পদব্রজেই গমন করিল। রাম অল্পদিন প্রবাসী হইলেও দীর্ঘকাল প্রবাসস্থিত ব্যক্তির মত তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া সকল লোক দ্রুতগতিতে আশ্রমে যাইতে লাগিল। ত্বরান্বিত জনগণ ভ্রাতৃগণের মিলন দর্শনে ইচ্ছুক হইয়া রথ অশ্ব প্রভৃতি বহুপ্রকার যানের দ্বারা

তেন বিত্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ।
আবাসয়ন্তো গন্ধেন জগ্মুরন্যদ্ বনং ততঃ ॥৪১
বরাহ-মৃগ-সিংহাশ্চ মহিষাঃ সুমরাস্তথা।
ব্যাঘ্র-গোকর্ণ-গবয়া বিত্রেসুঃ পৃষতৈঃ সহ ॥৪২
রথাঙ্গ-হংসানত্যূহাঃ প্লবাঃ কারণ্ডবাঃ পরে।
তথা পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা
ভেজিরে দিশঃ ॥৪৩
তেন শব্দেন বিত্রস্তৈরাকাশং পক্ষিভির্বৃতম্।
মনুষ্যৈরাবৃতা ভূমিরুভয়ং প্রবভৌ তদা ॥৪৪
ততস্তং পুরুষব্যাঘ্রং দদর্শ বিমলপ্রভম্।
আসীনং স্থণ্ডিলে রামং সদর্শ সহসা জনঃ ॥৪৫
বিগর্হমাণঃ কৈকেয়ীং মন্থরামহিতামপি।
অভিগম্য জনো রামং বাষ্পপূর্ণমুখোঽভবৎ ॥৪৬

তান্ নরান্ বাষ্পপূর্ণাক্ষান্ সমীক্ষ্যাথ সুদুঃখিতান্।
পর্য্যষ্বজত ধর্মজ্ঞঃ পিতৃবন্মাতৃবচ্চ সঃ ॥৪৭
স তত্র কাংশ্চিৎ পরিষ্বজ্য নরান্
নরাশ্চ কেচিত্ তমভ্যবাদয়ন্।
চকার সর্বান্ সবয়স্য-বান্ধবান্
যথার্হমাসাদ্য তদা নৃপাত্মজঃ ॥৪৮
ততঃ স তেষাং রুদতাং মহাত্মনাং
ভুবঞ্চ খং চানুবিনাদয়ন্ স্বনঃ।
গুহা গিরীণাঞ্চ দিশশ্চ সন্ততং
মৃদঙ্গঘোষপ্রতিমো বিভুশ্রুবে ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

গমন করিল। মেঘসমাগমে আকাশের ন্যায় রথ অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ যানে গমনকারী সৈন্যগণের গমনপথ তুমুল শব্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।৩৬-৪০

হস্তিনীর সহিত হস্তিসমূহ ঐ শব্দে অতিশয় ত্রস্ত হইয়া মদগন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত করিতে করিতে অন্য বনে পলায়ন করিল। বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, সুমর (এক প্রকার হরিণ), ব্যাঘ্র, গোকর্ণ (একপ্রকার হরিণ), গবয় (চমরীগাভী) ও পৃষতনামক হরিণসমূহ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল। চক্রবাক, হংস, জলকুক্কুট, প্লব (একপ্রকার বক), কারণ্ডব (বালিহাঁস) ও পুংস্কোকিল ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষীরা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ তুমুলশব্দে সন্ত্রস্ত পক্ষীদিগের দ্বারা আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল এবং মনুষ্যগণের দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল, তাহাতে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই শোভা ধারণ করিল। অনন্তর জনগণ সহসা নিষ্পাপ সদাশয় পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে মৃত্তিকায় উপবিষ্ট অবস্থায় দর্শন করিল।৪১-৪৫

তাহারা কৈকেয়ী ও অহিতকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করিতে করিতে সম্মুখে গমন করিল, তখন তাহাদের মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া গেল। ধর্মজ্ঞ রাম সেই সকল লোককে বাষ্পপূর্ণনয়ন ও অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া পিতা ও মাতার ন্যায় সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজপুত্র রাম সমাগতদের মধ্যে আলিঙ্গন-যোগ্য কোন কোন ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি বয়স্য ও বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি ব্যবহার করিলেন। অনন্তর সেই মহাত্মাগণ অতিশয় রোদন করিতে থাকিলে তাঁহাদের রোদনধ্বনি ভূতল, আকাশ, দশ দিক্ ও পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া মৃদঙ্গশব্দের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল।৪৬-৪৯

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠেন সহ দশরথপত্নীনাং রামদর্শনে গমনম্, পথি কৌসল্যা-সুমিত্রাদেব্যোরুক্তি-প্রত্যুক্তী, কৌসল্যাদীনাং রামদর্শনম্, তেন সহ কথোপকথনঞ্চ।]

বসিষ্ঠঃ পুরতঃ কৃত্বা দারান্ দশরথস্য চ।
অভিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ ॥১
রাজপত্ন্যশ্চ গচ্ছন্ত্যো মন্দং মন্দাকিনীং প্রতি।
দদৃশুস্তত্র তৎ তীর্থং রাম-লক্ষ্মণসেবিতম্ ॥২
কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণেন মুখেন পরিশুষ্যতা।
সুমিত্রামব্রবীদ্ দীনাং সাশঙ্কাং রাজসংসদি ॥৩
ইদং তেষামনাথানাং ক্লিষ্টমক্লিষ্টকর্মণাম্।
বনে প্রাক্লনং তীর্থং যে তে নির্বিষয়ীকৃতাঃ ॥৪
ইতঃ সুমিত্রে পুত্রস্তে সদা জলমুপস্থিতঃ।
স্বয়ং হরতি সৌমিত্রির্ন পুত্রস্য কারণাৎ ॥৫
জঘন্যমপি তে পুত্রঃ কৃতবান্ ন তু গর্হিতঃ।
ভ্রাতুর্যদর্থরহিতং সর্বং তদ্ গর্হিতং গুণৈঃ ॥৬
অস্যায়মপি তে পুত্রঃ ক্লেশানামতথোচিতঃ।
নীচানর্থসমাচারং সঙ্কটং কর্ম প্রমুঞ্চতু ॥৭
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু সা দদর্শ মহীতলে।
পিতুরিঙ্গুদি-পিণ্যাকং ন্যস্তমায়তলোচনা ॥৮
তং ভূমৌ পিতুরার্তেন ন্যস্তং রামেণ বীক্ষ্য (ক)।
উবাচ দেবী কৌসল্যা সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ ॥৯
ইদমিক্ষ্বাকুনাথস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
রাঘবেণ পিতুর্দত্তং পশ্যতৈতদ্ যথাবিধি ॥১০

চতুরাধিকশততম সর্গ

[বসিষ্ঠের সহিত দশরথপত্নীগণের রামদর্শনে গমন, পথে কৌসল্যা ও সুমিত্রাদেবীর উক্তি প্রত্যুক্তি, কৌসল্যাদির রামদর্শন ও তাহার সহিত কথোপকথন।]

এদিকে বসিষ্ঠদেব রামদর্শনে অভিলাষী হইয়া দশরথের পত্নীগণকে অগ্রে করিয়া গমন করিলেন। রাজপত্নীগণ মন্দাকিনীর দিকে ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে রামলক্ষ্মণব্যবহৃত জলানয়নপথে (নদীর ঘাট) দেখিতে পাইলেন, তখন কৌশল্যাদেবী শুষ্ক ও অশ্রুপূর্ণবদনে অতিদীনা সুমিত্রাকে এবং অন্যান্য রাজপত্নীগণকে বলিলেন—যাহারা রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত হইয়াছে, সেই অক্লিষ্টকর্মা অনাথ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার ব্যবহৃত এই নদীতে অবতরণ স্থান। সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ সদা আলস্যশূন্য হইয়া আমার পুত্রের জন্য নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে জল আহরণ করে।১-৫

কিন্তু এই প্রকার জঘন্য (ভৃত্যের করণীয়) কার্য্য করিলেও লক্ষ্মণ নিন্দনীয় হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রাতার যাহা প্রয়োজনীয় হয় না, তাহাই নিন্দিত হইয়া থাকে। রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে এইরূপ ক্লেশ-ভোগের অনধিকারী লক্ষ্মণ অতি সত্বর দুঃখাবহ নীচ জনযোগ্য কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকার বলিতে বলিতে বিশালনয়না কৌশল্যা দেখিতে পাইলেন যে, দক্ষিণাগ্র (দক্ষিণদিকে অগ্রভাগ রহিয়াছে) কুশোপরি পিতার উদ্দেশে রামকর্তৃক প্রদত্ত ইঙ্গুদি-ফলনির্মিত পিণ্ড ন্যস্ত রহিয়াছে। দুঃখার্ত্তরাম পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়াছে, তাহা ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া কৌশল্যা দেবী দশরথের পত্নীগণকে বলিলেন।৬-১০

যিনি ইক্ষ্বাকুগণের অধিপতি, সেই রঘুনন্দন মহাত্মা দশরথের উদ্দেশে রাম যথাবিধানে পিণ্ডদান করিয়াছে। দেখ, যিনি বিবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়াছেন, সেই দেবতুল্য মহাত্মা দশরথের এইরূপ ভোজন আমি কখনই

পাঠান্তর :—(ক) —ন্যস্তং রামেণ বীক্ষ্য।

তস্য দেবসমানস্য পার্থিবস্য মহাত্মনঃ।
নৈতদৌপয়িকং মন্যে ভুক্তভোগস্য ভোজনম্ ॥১১
চতুরন্তাং মহীং ভুক্ত্বা মহেন্দ্রসদৃশো ভুবি।
কথমিক্ষুদিপিণ্যাকং স ভুঙ্‌ক্তে বসুধাধিপঃ ॥১২
অতো দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
যত্র রামঃ পিতুর্দদ্যাদিক্ষুদীক্ষোদমৃদ্ধিমান্ ॥১৩
রামেণেক্ষুদিপিণ্যাকং পিতুর্দত্তং সমীক্ষ্য মে।
কথং দুঃখেন হৃদয়ং ন স্ফোটতি সহস্রধা ॥১৪
শ্রুতিস্তু খল্বিয়ং সত্যা লৌকিকী প্রতিভাতি মে।
যদন্নঃ পুরুষো নূনং তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ ॥১৫
এবমার্তাং সপত্ন্যস্তা কৌসল্যামাশ্বাস্য তাং তদা।
দদৃশুশ্চাশ্রমে রামং স্বর্গচ্যুতমিবামরম্ ॥১৬
তং ভোগৈঃ সম্পরিত্যক্তং রামং সম্প্রেক্ষ্য মাতরঃ।
আর্তা মুমুচুরশ্রূণি সস্বরং শোককর্শিতাঃ ॥১৭

তাসাং রামঃ সমুত্থায় জগ্রাহ চরণান্ শুভান্।
মাতৃণাং মনুজব্যাঘ্রঃ সর্বাসাং সত্যসঙ্গরঃ ॥১৮
তাঃ পাণিভিঃ সুখস্পর্শৈরঙ্গুলিতলৈঃ শুভৈঃ।
প্রমমার্জুরজঃ পৃষ্ঠাদ্ রামস্যায়তলোচনাঃ ॥১৯
সৌমিত্রিরপি তাঃ সর্বা মাতৃঃ সম্প্রেক্ষ্য দুঃখিতঃ।
অভ্যবাদয়দাসক্তং শনৈ রামাদনন্তরম্ ॥২০
যথা রামে তথা তস্মিন্ সর্বা ববৃতিরে স্ত্রিয়ঃ।
বৃত্তিং দশরথাজ্জাতে লক্ষ্মণে শুভলক্ষণে ॥২১
সীতাপি চরণাংস্তাসামুপসংগৃহ্য দুঃখিতা।
শ্বশ্রূণামশ্রুপূর্ণাক্ষী সম্বভূবাগ্রতঃ স্থিতা ॥২২
তাং পরিষ্বজ্য দুঃখার্তা মাতা দুহিতরং যথা।
বনবাসকৃতাং দীনাং কৌসল্যা বাক্যমব্রবীৎ ॥২৩
বিদেহরাজস্য সুতা স্নুষা দশরথস্য চ।
রামপত্নী কথং দুঃখং সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥২৪

উপযুক্ত মনে করি না। পৃথিবীতে যিনি ইন্দ্রসদৃশ চারিটি সমুদ্র পরিবেষ্টিত এই বসুন্ধরাকে ভোগ করিয়াছেন, সেই মহারাজ কিরূপে ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড ভোজন করিলেন? সমৃদ্ধিশালী রাম যে পিতাকে ইঙ্গুদিফলের পিণ্ডদান করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখজনক বিষয় এই সংসারে আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। রাম পিতাকে ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড দিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় দুঃখে কেন সহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না? সংসারে যে যাহা আহার করে, তাহার পিতৃগণ এবং দেবগণও তাহাই আহার করেন, এই সর্বজনপ্রসিদ্ধ শ্রুতি আমার এক্ষণে সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। ১১-১৫

কৌশল্যা এইভাবে ব্যাকুল হইয়া পড়িলে সপত্নীগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করত গমন করিলেন এবং আশ্রমে উপবিষ্ট রামকে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় দর্শন করিলেন। সর্ববিষয়ভোগশূন্য রামকে দর্শন করিয়া শোকাকুল মাতৃবৃন্দ অতিশয় বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্বক অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম গাত্রোত্থান করিয়া মাতৃগণের সকলের চরণকমল গ্রহণ করিলেন। আয়তলোচন মাতৃগণ সুকোমলাঙ্গুলি সুখস্পর্শ সুন্দর হস্তের দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশের ধূলি সুন্দরভাবে মার্জনা করিতে লাগিলেন। অতিদুঃখিত সুমিত্রানন্দন মাতৃগণকে দেখিয়া রামের পর সশ্রদ্ধচিত্তে অভিবাদন করিলেন। রাজপত্নীগণ রামের প্রতি যেমন ব্যবহার করিলেন, দশরথ হইতে জাত শুভলক্ষণ লক্ষ্মণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। ১৬-২০

অতিদুঃখিতা সীতাদেবীও শ্বশ্রূগণের চরণ বন্দনা করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দুঃখিনীমাতা যেমন কন্যাকে আলিঙ্গন করেন, সেইভাবে সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া কৌশল্যা বনবাসদুঃখিতা দীনা পুত্রবধূকে বলিলেন,—হায়! যিনি বিদেহরাজার কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ ও রামের পত্নী, তিনি কিরূপে নির্জনবনে এইরূপ দুঃখ পাইতে পারেন? বৎসে! রৌদ্রসন্তপ্ত পদ্মের ন্যায়, পরিম্লান কমলের ন্যায়, ধূলিধূসরিত সুবর্ণের ন্যায় ও মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় তোমার মুখ দেখিয়া শোকাগ্নি আমার হৃদয়কে সেইভাবে

পদ্মমাতপসন্তপ্তং পরিক্লিষ্টমিবোৎপলম্ ।
কাঞ্চনং রজসা ধ্বস্তং ক্লিষ্টং চন্দ্রমিবাম্বুদৈঃ ॥২৫
মুখং তে প্রেক্ষ্য মাং শোকো দহত্যগ্নিরিবাশ্রয়ম্ ।
ভৃশং মনসি বৈদেহি ব্যসনারণিসম্ভবঃ ॥২৬
ব্রুবন্ত্যামেবমার্ত্তায়াং জনন্যাং ভরতাগ্রজঃ ।
পাদাবাসাদ্য জগ্রাহ বসিষ্ঠস্য চ রাঘবঃ ॥২৭
পুরোহিতস্যাগ্নিসমস্য তস্য বৈ
বৃহস্পতেরিন্দ্র ইবামরাধিপঃ ।
প্রগৃহ্য পাদৌ সুসমৃদ্ধতেজসঃ
সহৈব তেনোপবিবেশ রাঘবঃ ॥২৮
ততো জনন্যং সহিতঃ স্বমন্ত্রিভিঃ
পুরপ্রধানৈশ্চ তথৈব সৈনিকৈঃ ।
জনেন ধর্মজ্ঞতমেন ধর্মবা-
নুপোপবিষ্টো ভরতস্তদাগ্রজম্ ॥২৯

উপোপবিষ্টস্তু তদাতিবীর্য্যবান্-
স্তপস্বিবেষেণ সমীক্ষ্য রাঘবম্ ।
শ্রিয়া জ্বলন্তং ভরতঃ কৃতাঞ্জলি-
র্যথা মহেন্দ্রঃ প্রযতঃ প্রজাপতিম্ ॥৩০
কিমেষ বাক্যং ভরতোঽদ্য রাঘবং
প্রণম্য সংকৃত্য চ সাধু বক্ষ্যতি ।
ইতীব সত্যার্যজনস্য তত্ত্বতো (ক)
বভূব কৌতূহলমুত্তমং তদা ॥৩১
স রাঘবঃ সত্যধৃতিশ্চ লক্ষ্মণো
মহানুভাবো ভরতশ্চ ধার্মিকঃ ।
বৃতঃ সুহৃদ্ভিশ্চ বিরেজিরেঽধ্বরে
যথা সদস্যৈঃ সহিতাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দ্দিকশততমঃ সর্গঃ ॥

পদ্ম করিতেছে, সেইভাবে অগ্নি আশ্রয়ীভূত কাষ্ঠকে দগ্ধ করে। ২১-২৬

শোকবিহ্বলা জননী এইভাবে দুঃখপ্রকাশ করিতে থাকিলে ভরতাগ্রজ রাম বশিষ্ঠের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পাদবন্দনা করেন, সেইভাবে রাম অগ্নিতুল্য তেজস্বী পুরোহিত বশিষ্ঠের পদযুগল গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন। তখন ধার্মিকপ্রবর ভরত মিজমন্ত্রিগণ, প্রধান-পৌরগণ, সৈনিকগণ ও ধর্মজ্ঞ জনগণের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে রামের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার নিকট উপবেশন করেন, সেইভাবে ভরত রামের নিকটে উপবেশ করিলেন। রাম তপস্বীর বেশে থাকিলেও শোভায় অতিসমুজ্জ্বল হইয়াছিলেন। অতিবীর্য্যবান্ ভরত সংযতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্রজের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবস্থিত রহিলেন। সেই সময় সেইস্থানে উপস্থিত আর্য্যব্যক্তিগণের অন্তরে বস্তুত মহাকৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছিল যে—রামকে প্রণাম ও সৎকার করার পর কিরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য ভরত এক্ষণে বলিবেন? সত্যধৃতি রাম, মহানুভব লক্ষ্মণ ও ধার্মিক ভরত বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া সেই সময়ে বহুসদস্য পরিবেষ্টিত তিনটি যজ্ঞাগ্নির অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। ২৭-৩২

পাঠান্তর—(ক)—সর্বতো।

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রাজ্যগ্রহণায় রামসমীপে ভরতস্য প্রার্থনম্, ভরতং প্রতি রামস্যোপদেশশ্চ।]

ততঃ পুরুষসিংহানাং বৃতানাং তৈঃ সুহৃদ্গণৈঃ।
শোচতামেব রজনী দুঃখেন ব্যত্যবর্তত ॥১
রজন্যাং সুপ্রভাতায়াং ভ্রাতরস্তে সুহৃদ্বৃতাঃ।
মন্দাকিন্যাং হুতং জপ্যং কৃত্বা রামমুপাগমন্ ॥২
তূষ্ণীং তে সমুপাসীনা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ।
ভরতস্তু সুহৃন্মধ্যে রামং বচনমব্রবীৎ ॥৩
সান্ত্বিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম।
তদ্ দদামি তবৈবাহং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্ ॥৪
মহতেবাম্বুবেগেন ভিন্নঃ সেতুর্জলাগমে।
দুরাবরং স্বদন্যেন রাজ্যখণ্ডমিদং মহৎ ॥৫
গতিং খর ইবাশ্বস্য তার্ক্ষ্যস্যেব পতত্রিণঃ।
অনুগন্তুং ন শক্তির্মে গতিং তব মহীপতে ॥৬
সুজীবং নিত্যশস্তস্য যঃ পরৈরুপজীব্যতে।
রাম তেন তু দুর্জীবং যঃ পরানুপজীবতি ॥৭
যথা তু রোপিতো বৃক্ষঃ পুরুষেণ বিবর্ধিতঃ।
দুষ্করেণ দুরারোহো রূঢ়স্কন্ধো মহাদ্রুমঃ ॥৮
স যদা পুষ্পিতো ভূত্বা ফলানি ন বিদর্শয়েৎ।
সতাং নানুভবেৎ প্রীতিং কস্য হেতোঃ প্ররোপিতঃ ॥৯
এষোপমা মহাবাহো তদর্থং বেদ্তুমর্হসি।
যত্র ত্বমস্মান্ বৃষভো ভর্তা ভৃত্যান্ ন শাধি হি ॥১০

পঞ্চাধিকশততম সর্গ

[রাজ্যগ্রহণ করিতে রামের নিকট ভরতের প্রার্থনা ও ভরতের প্রতি রামের উপদেশ।]

অনন্তর বান্ধবগণপরিবৃত পুরুষসিংহ শোকাকুলচিত্ত ভ্রাতৃগণের অতিদুঃখে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভাত হইলে পর ভ্রাতৃগণ বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দাকিনীতীরে জপ হোম সমাপনকরত রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই মৌন অবলম্বনপূর্বক বসিয়া রহিলেন, কেহই কিছু বলিলেন না। তখন ভরত বান্ধবগণসমক্ষে রামকে বলিতে লাগিলেন যে,—পিতা দশরথ প্রথমে আমার মাতা কৈকেয়ীকে রাজ্যদানপূর্বক সান্ত্বনাদান করেন, পরে আমার মাতা আমাকে ঐ রাজ্য দান করিয়াছেন, আমি এক্ষণে ঐ রাজ্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনি এই নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করুন। (১) বর্ষাকালে প্রবলবারিবেগে ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই বিশাল কোশলরাজ্য আপনি ব্যতীত অন্য কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।১-৬

মহীপাল! অগ্রজ! গর্দভ যেমন অশ্বের গতির অনুকরণ করিতে পারে না, অন্যান্য পক্ষীরা যেমন গরুড়ের অনুকরণ করিতে পারে না, সেইরূপ আপনার রাজ্যপালনশক্তির অনুকরণ করার শক্তি আমার নাই। রাম! যাহাকে সর্বদা উপজীব্য করিয়া অপরলোক জীবন যাপন করে, তাহার জীবনই সার্থক। যে ব্যক্তি পরোপজীবী হইয়া থাকে, তাহার জীবন দুঃখময় ও বৃথা। যেমন কোন ব্যক্তি বৃক্ষ রোপণ করিলে পর যখন ঐ বৃক্ষ বামন (খর্বদেহ) ব্যক্তির দুরারোহ, সুদৃঢ়স্কন্ধ মহাবৃক্ষরূপে বর্ধিত ও পুষ্পিত হয়, কিন্তু যদি তাহা ফল দান না করে, তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণকারী বৃক্ষরোপণ করিয়াছিল, তাহা সফল হয় না, সে প্রীতি লাভ করিতে পারে না। মহাবাহো—এই উপমা আপনার প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া জানুন অর্থাৎ রাজা দশরথ প্রজাপালনের জন্য আপনাকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যদি প্রজাপালনরূপ ফল না হয়, তাহা হইলে মহারাজ দশরথ প্রীতিলাভ করিবেন কিরূপে? আপনি আমাদের

(১ চতুর্থশ্লোকের অন্যরূপ অর্থও হয়—প্রথমতঃ পিতা আপনাকে রাজ্যদান করেন, পরে আমার মাতার সান্ত্বনার জন্য আমাকে রাজ্যদান করেন। বস্তুতঃ ঐ রাজ্য আপনারই প্রদত্ত। আপনার প্রদত্ত রাজ্য আমি প্রত্যর্পণ করিতেছি, আপনি তাহা ভোগ করুন।

শ্রেষ্ঠস্ত্বং মহারাজ পশ্যস্বগ্র্যাংশ্চ সর্বশঃ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং রাজ্যস্থিতমরিন্দমম্ ॥১১
তবানুযানে কাকুৎস্থ মত্তা নর্দন্তু কুঞ্জরাঃ।
অন্তঃপুরগতা নার্য্যো নন্দন্তু সুসমাহিতাঃ ॥১২
তস্য সাধ্বনুমন্যন্তে নাগরা বিবিধা জনাঃ।
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা রামং প্রত্যনুযাচতঃ ॥১৩
তমেবং দুঃখিতং শ্রুত্বা বিলপন্তং যশস্বিনম্।
রামঃ কৃতাত্মা ভরতং সমাশ্বাসয়দাত্মবান্ ॥১৪
নাত্মনঃ কামকারো হি পুরুষোঽয়মনীশ্বরঃ।
ইতশ্চেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি ॥১৫
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥১৬
যথা ফলানাং পক্কানাং নান্যত্র পতনাদ্ ভয়ম্।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ ভয়ম্ ॥১৭
যথাগারং দৃঢ়স্থূণং জীর্ণং ভূত্বাঽবসীদতি।
তথাবসীদন্তি নরা জরামৃত্যুবশং গতাঃ ॥১৮
অত্যেতি রজনী যাতু সা ন প্রতিনিবর্ততে।
যাত্যেব যমুনাপূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবম্ ॥১৯
অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ূংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ ॥২০
আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি।
আয়ুস্ত হীয়তে যস্য স্থিতস্যাস্য গতস্য চ ॥২১
সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি।
গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ততে ॥২২

সকলের শ্রেষ্ঠ ও পালন করিতে সমর্থ, কিন্তু আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন না।৭-১০

মহারাজ! আপনি সূর্যের ন্যায় প্রভাশালী ও শত্রুদমনকারী। রাজধানীর প্রধানব্যক্তিগণ ও প্রজাবর্গ সকলেই আপনাকে রাজমধ্যে অবস্থিতি দেখুক। ককুৎস্থনন্দন! আপনার অনুগমন করিবার সময় মত্ত হস্তীগণ সগর্বে গর্জন করুক। অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা একাগ্রচিত্তে আনন্দ প্রকাশ করুক। ভরত এইভাবে রামের নিকট প্রার্থনা করিলে পর নগরবাসী প্রধান প্রধান সকলেই 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া ভরতের প্রার্থনা অনুমোদন করিল। যশস্বী ভরতকে অতিদুঃখিতভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া মহাপ্রাজ্ঞ ধৈর্যবান্ রাম তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক বলিলেন,—জীব স্বভাবতই পরাধীন, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারে না। সর্বগ্রাসী কাল তাহাকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা পরিচালিত করিতেছে। ১১-১৫

এই সংসারে সঞ্চিত-বস্তু পরিণামে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সকল উন্নতিই পতনে পরিণত হয়, সকল সংযোগেরই বিয়োগে পর্য্যবসান ও জীবনের পরিণাম মরণেই হয়। পুষ্পফলের বৃন্ত হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোন ভয় নাই, এইরূপ জন্মগ্রহণকারীর মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোনভয় নাই। দৃঢ় স্তম্ভযুক্ত গৃহ যেমন জীর্ণ হইয়া অবসন্ন হয়, তেমনই মানবগণ জরা ও মৃত্যুর বশীভূত হইয়া অবসন্ন হয়। যে রাত্রি অতীত হয়, সে রাত্রি আর ফিরিয়া আসে না। যমুনানদীর পূর্ণজলরাশি সমুদ্রের দিকে গমনই করিতেছে, ফিরিয়া আসিতেছে না। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতেজ যেমন অতিশীঘ্রই জলকে শোষণ করে, তেমনই গমনশীল দিবারাত্রি সকল প্রাণীর জীবনকালকে ক্ষয় করিতেছে। ১৬-২০

ভরত! তুমি নিজের জন্য শোক কর, অন্যের জন্য শোক করিতেছ কেন? ইহলোকলোকেই থাকুক কিংবা পরলোকলোকেই থাকুক, প্রতিমুহূর্তেই সকলের আয়ু ক্ষয় হইতেছে। মৃত্যু জীবের সহিত গমন করে, জীবের সহিত উপবেশন করে, জীবের সহিত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া তাহারই সহিত নিবৃত্ত হয়। জরাজীর্ণ পুরুষের শরীরের চর্ম শিথিল হয়, কেশসমূহ শুভ্র হয়, তখন সে কি করিয়া এই সকল অনর্থ নিবারণ করিবে? সূর্য্য উদিত হইলে ও অস্তগামী হইলে মানবগণ আনন্দিত হয়, কিন্তু নিজেদের যে জীবনকালের ক্ষয় হইতেছে, তাহারা উহা বুঝিতে পারে না। যে কোন ঋতুর প্রারম্ভে তাহাকে নূতন বলিয়া মনে করে এবং অতিশয় হৃষ্ট হয়, কিন্তু ঋতুপরিবর্তনের দ্বারা যে

গাত্রেষু বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতাশ্চৈব শিরোরুহাঃ।
জরয়া পুরুষো জীর্ণঃ কিং হি কৃত্বা প্রভাবয়েৎ ॥২৩
নন্দন্ত্যুদিত আদিত্যো নন্দন্ত্যস্তমিতেঽহনি।
আত্মনো নাববুধ্যন্তে মনুষ্যা জীবিতক্ষয়ম্ ॥২৪
হৃষ্যন্ত্যৃতুমুখং দৃষ্ট্বা নবং নবমিবাগতম্।
ঋতূনাং পরিবর্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ ॥২৫
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহার্ণবে।
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কঞ্চন ॥২৬
এবং ভার্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ ॥২৭
নাত্র কশ্চিদ্ যথাভাবং প্রাণী সমতিবর্ততে।
তেন তস্মিন্নসামর্থ্যাৎ প্রেতস্যাদ্যানুশোচতঃ ॥২৮
যথা হি সার্থং গচ্ছন্তং ব্রূয়াৎ কশ্চিৎ পথি স্থিতঃ।
অহমপ্যাগমিষ্যামি পৃষ্ঠতো ভবতামিতি ॥২৯

প্রাণীদের প্রাণক্ষয় হইতেছে তাহা বুঝিতে পারে না। ২৩-২৫

যেমন মহাসাগরে ভাসমান কাষ্ঠদ্বয় কদাচিৎ পরস্পর মিলিত হয়, কিছুক্ষণ পরে পুনর্বার পৃথক্ হইয়া যায়, এইরূপই মানুষ ভার্য্যা, পুত্র, জ্ঞাতি ও অর্থ প্রভৃতি কিছুক্ষণের জন্য মিলিত হইয়া পুনর্বার বিযুক্ত হইয়া যায়, এই সকল বস্তুর বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। এই সংসারের এইরূপ স্বভাব, সুতরাং কোন প্রাণীই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব মৃতপিতার জন্য যে ব্যক্তি শোক করে, তাহার প্রেতত্বনিবারণের কোন শক্তিই নাই। কোন পথিক যেমন অগ্রগামী পথিকবৃন্দকে বলেন যে—আমিও তোমাদের পশ্চাৎ গমন করিতেছি, সেইরূপ পিতৃপিতামহগণ অবশ্যগন্তব্য যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথে গমন করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তি কেন শোক করিবে? যেহেতু, এই অনুগমনের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না।২৬-৩০

প্রত্যাবর্তনশূন্য স্রোতের ন্যায় অস্তাচল সরস যাইতেছে কিন্তু ফিরিয়া আসিতেছে না। এই অবস্থায় আত্মাকে সুখসাধন কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যেহেতু জীবগণ

এবং পূর্ব্বৈর্গতো মার্গঃ পৈতৃ-পিতামহৈর্ধ্রুবঃ।
তমাপন্নঃ কথং শোচেদ্ গম্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৩০
বয়সঃ পতমানস্য স্রোতসো বাহনিবর্তিনঃ।
আত্মা সুখে নিয়োক্তব্যঃ সুখভাজঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ ॥৩১
ধর্মাত্মা সুমহাভাগঃ কৃৎস্নৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।
(ধূতপাপো গতঃ স্বর্গং পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ।
ভৃত্যানাং ভরণাৎ সম্যক্ প্রজানাং পরিপালনাৎ ॥
অর্থদানাচ্চ ধর্ম্মেণ পিতা নস্ত্রিদিবং গতঃ।
কর্মভিস্তু শুভৈরিষ্টৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥
স্বর্গং দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ।
হৃষ্ট্বা বহুবিধৈর্যজ্ঞৈর্ভোগাংশ্চাবাপ্য পুষ্কলান্ ॥
উত্তমং চায়ুরাসাদ্য স্বর্গতঃ পৃথিবীপতিঃ।
আয়ুরুত্তমমাসাদ্য ভোগানপি চ রাঘবঃ ॥)
ন স শোচ্যঃ পিতা তাত স্বর্গতঃ সৎকৃতঃ সতাম্ ॥৩২

সুখভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মাত্মা পিতা সুমঙ্গলদায়ক বহু দক্ষিণাসমন্বিত বহু যজ্ঞ করিয়া (পৃথিবীপতি সমস্ত পাপশূন্য হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভৃত্যগণকে ও প্রজাগণকে যথোচিতভাবে প্রতিপালন করিয়া এবং ধর্ম্মানুসারে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া আমাদের পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। মঙ্গলদায়ক প্রচুর দক্ষিণাসমন্বিত বেদবোধিত বহু যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মহারাজ দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভপূর্ব্বক মহারাজ স্বর্গে গিয়াছেন। রঘুনন্দন দশরথ উত্তম আয়ু ও উত্তম ভোগও প্রাপ্ত হইয়াছেন) স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তিনি সজ্জনগণের মান্য, অতএব তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নয়। আমাদের পিতা জীর্ণ মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক বিহারোপযোগী দৈবী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁহার জন্য শোক করিতে পারে না। বিশেষতঃ তোমার ও আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কখনই শোক করা উচিত হয় না। তুমি প্রাজ্ঞ ও ধৈর্য্যবান্, সুতরাং এইরূপ নানাবিধ

স ত্বীর্ণং মানুষং দেহং পরিত্যজ্য পিতা হি নঃ।
দৈবীমৃদ্ধিমনুপ্রাপ্তো ব্রহ্মলোকবিহারিণীম্ ॥৩৩
তং তু নৈবংবিধঃ কশ্চিৎ প্রাজ্ঞঃ শোচিতুমর্হসি।
ঋষিণা মন্ত্রিণশ্চাপি শ্রুতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥৩৪
এতে বহুবিধাঃ শোকা বিলাপরুদিতে তথা।
বর্জনীয়া হি বীরেণ সর্বাবস্থাসু ধীমতা ॥৩৫
স ত্বন্তো ভব মা শোকো যাত্বা চাবস তাং পুরীম্।
তথা পিত্রা নিযুক্তোঽসি বদিনা বদতাং বর ॥৩৬
যত্রাহমপি তেনৈব নিযুক্তঃ পুণ্যকর্মণা।
তত্রৈবাহং করিষ্যামি পিতুরার্যস্য শাসনম্ ॥৩৭
ন ময়া শাসনং তস্য ত্যক্তুং ন্যায্যমরিন্দম।
স ত্বয়াপি সদা মান্যঃ স বৈ বন্ধুঃ স নঃ পিতা ॥৩৮

তদ্বচঃ পিতুরেবাহং সম্যক্তং ধর্মচারিণাম্।
করিষ্যে পালয়িষ্যামি বনবাসেন রাঘব ॥৩৯
ধার্মিকেণানৃশংসেন নরেণ গুরুবর্তিনা।
ভবিতব্যং নরব্যাঘ্র পরলোকং জিগীষতা ॥৪০
আত্মানমনুতিষ্ঠ ত্বং স্বভাবেন নরর্ষভ।
নিশাম্য তু শুভং বৃত্তং পিতুর্দশরথস্য নঃ ॥৪১
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
পিতুর্নিদেশপ্রতিপালনার্থম্।
যবীয়সং ভ্রাতরমর্থবচ্চ
প্রভুর্মুহূর্তাদ্ বিররাম রামঃ ॥৪২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

শোক, বিলাপ ও রোদন সকল সময়েই বর্জন করা তোমার কর্তব্য।৩১-৩৫

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! ভরত! তুমি স্থির হও। তুমি বৃথা শোক করিও না। অযোধ্যায় যাইয়া বাস কর। সত্যনিষ্ঠ পিতৃদেবকর্তৃক তুমি এই কার্যেই নিযুক্ত হইয়াছ। আমিও পুণ্যকর্মা পিতৃদেবকর্তৃক যে কার্যে নিযুক্ত হইয়াছি, আমি সেই কার্যের দ্বারাই পিতার শাসন পালন করিব। শত্রুসূদন! ভ্রাতঃ! পিতৃদেবের শাসন লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয় না। তাঁহাকে মান্য করা তোমারও কর্তব্য। যেহেতু তিনি আমাদের বন্ধু ও পিতা। রঘুনন্দন! আমি বনবাস দ্বারা ধর্মাচরণকারীদের অনুমোদিত সেই পিতৃবাক্য পালন করিব। নরশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি ধার্মিক ও অনৃশংস হইবে এবং গুরু আজ্ঞার অনুবর্তী হইবে।৩৬-৪০

নরোত্তম! তুমি পিতৃদেবের পুণ্য চরিত্র আলোচনা করিয়া নিজ স্বভাবগুণে স্বীয় শুভ কার্যের অনুষ্ঠান কর। মহাত্মা রাম পিতার আদেশ পালনের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে এই প্রকার অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া মুহূর্ত কাল্ত হইলেন।৪১-৪২

মহর্ষি বাল্মীকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

[অযোধ্যায়াং প্রত্যাবর্তনায় রাজ্যগ্রহণায় চ শ্রীরামসমীপে ভরতস্য পুনঃপ্রার্থনম্ ।]

এবমুক্তঃ তু বিরতে রামে বচনমর্থবৎ ।
ততো মন্দাকিনীতীরে রামং প্রকৃতিবৎসলম্ ॥১
উবাচ ভরতশ্চিত্রং ধার্মিকো ধার্মিকং বচঃ ।
কো হি স্যাদীদৃশো লোকে যাদৃশস্ত্বমরিন্দম ॥২
ন ত্বাং প্রব্যথয়েদ্ দুঃখং প্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েৎ ।
সম্মতশ্চাপি বৃদ্ধানাং তাংশ্চ পৃচ্ছসি সংশয়ান্ ॥৩
যথা মৃতস্তথা জীবন্ যথাসতি তথা সতি ।
যস্যৈষ বুদ্ধিলাভঃ সাৎ পরিতপ্যেত কেন সঃ ॥৪
পরাবরজ্ঞো যশ্চ স্যাদ্ যথা ত্বং মনুজাধিপ ।
স এব ব্যসনং প্রাপ্য ন বিষীদিতুমর্হতি ॥৫
অমরোপমসত্ত্বস্ত্বং মহাত্মা সত্যসঙ্গরঃ ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ বুদ্ধিমাংশ্চোসি রাঘব ॥৬
ন ত্বামেবংগুণৈর্যুক্তং প্রভবাভবকোবিদম ।
অবিসহ্যতমং দুঃখমাসাদয়িতুমর্হতি ॥৭
প্রোষিতে ময়ি তৎপাপং মাত্রা মৎকারণাৎ কৃতম্ ।
ক্ষুদ্রয়া তদনিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম ॥৮
ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি তেনেমাং নেহ মাতরম্ ।
হন্মি তীব্রেণ দণ্ডেন দণ্ডার্হাং পাপকারিণীম্ ॥৯
কথং দশরথাজ্জাতঃ শুভাভিজনকর্মণঃ ।
জানন্ ধর্মমধর্মঞ্চ কুর্যাং কর্ম জুগুপ্সিতম্ ॥১০

ষড়ধিক শততম সর্গ

[অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীরামের নিকট ভরতের পুনরায় প্রার্থনা :]

রাম এইরূপ অর্থযুক্তবাক্য বলিয়া বিরত হইলে পর মন্দাকিনীতীরে ধার্মিক ভরত প্রজাবৎসল রামকে ধর্মসঙ্গত ও সকলের বিস্ময়কর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। অরিন্দম! আপনি যেরূপ গুণবান্, এই পৃথিবীতে সেইরূপ আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করিতে পারে না এবং প্রীতিও আপনাকে হৃষ্ট করিতে পারে না। বৃদ্ধগণ আপনাকে অনুমোদন করেন, তথাপি ধর্মবিষয়ে সন্দেহ হইলে আপনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। মৃত ব্যক্তি যেমন স্ত্রী পুত্রাদি সম্বন্ধশূন্য, জীবিত ব্যক্তিও তদ্রূপ; অবিদ্যমান বিষয়ে যেমন অনুরাগ থাকে না, বিদ্যমান বিষয়েও সেইরূপ অনুরাগ থাকে না,—এইরূপ জ্ঞান যাহার হইয়াছে, সে ব্যক্তি কি জন্য পরিতাপ করিবে? নরাধিপ! যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন, তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও বিষণ্ণ হন না।১-৫

রঘুনন্দন! আপনি দেবতুল্যসত্ত্বসম্পন্ন, মহানুভব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, বুদ্ধিমান্ ও প্রাণিগণের উৎপত্তি এবং প্রলয়সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানবান্। আপনি এই সকল গুণসম্পন্ন বলিয়া অত্যন্ত অসহ্য দুঃখও আপনাকে অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তি যে বিষণ্ণ হইয়া বিহ্বল হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? আমি প্রবাসে ছিলাম বলিয়া ক্ষুদ্র প্রকৃতি মাতা কৈকেয়ী আমার জন্য যে পাপ করিয়াছেন, তাহা সর্বথা আমার অনভিপ্রেত। অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধর্মবন্ধনে (স্ত্রী হত্যা করা উচিত নয়) আবদ্ধ আছি, সেইজন্য এক্ষণে পাপকারিণী দণ্ডনীয়া মাতাকে কঠোর দণ্ডের দ্বারা নিহত করি নাই। সৎকর্মশীল সত্যসঙ্গাত দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ বুঝিয়া আমি কিরূপে এই গর্হিত কার্য্য করিব?৬-১০

গুরু, ক্রিয়াবান্ ও বৃদ্ধ রাজা পিতৃদেব পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি এই সভামধ্যে আমার পূজ্য

গুরুঃ ক্রিয়াবান্ বৃদ্ধশ্চ রাজা প্রেতঃ পিতেতি চ।
তাতং ন পরিগর্হেঽহং দৈবতং চেতি সংসদি ॥১১
কো হি ধর্মার্থয়োর্হীনমীদৃশং কর্ম কিল্বিষম্।
স্ত্রিয়ঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সন্ কুর্য্যাদ্ ধর্মজ্ঞ ধর্মবিৎ ॥১২
অন্তকালে হি ভূতানি মুহ্যন্তীতি পুরা শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞৈবং কুর্বতা লোকে প্রত্যক্ষা সা শ্রুতিঃ কৃতা ॥১৩
সাধ্বধর্মভিসন্ধায় ক্রোধাদ্মোহাচ্চ সাহসাৎ।
তাতস্য যদতিক্রান্তং প্রত্যাহরতু তদ্ ভবান্ ॥১৪
পিতুর্হি যদতিক্রান্তং পুত্রো যঃ সাধু মন্যতে।
তদপত্যং মতং লোকে বিপরীতমতোঽন্যথা ॥১৫
তদপত্যং ভবানস্তু মা ভবান্ দুষ্কৃতং পিতুঃ।
অতি যৎ তৎ কৃতং কর্ম লোকে ধীরবিগর্হিতম্ ॥১৬
কৈকয়ীং মাঞ্চ তাতঞ্চ সুহৃদো বান্ধবাংশ্চ নঃ।
পৌর-জানপদান্ সর্বান্ ত্রাতুং সর্বমিদং ভবান্ ॥১৭
ক চারণ্যং ক চ ক্ষাত্রং ক জটাঃ ক চ পালনম্।
ঈদৃশং ব্যাহতং কর্ম ন ভবান্ কর্তুমর্হতি ॥১৮
এষ হি প্রথমো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিষেচনম্।
যেন শক্যং মহাপ্রাজ্ঞ প্রজানাং পরিপালনম্ ॥১৯
কশ্চ প্রত্যক্ষমুৎসৃজ্য সংশয়স্থমলক্ষণম্।
আয়তিস্থং চরেদ্ধর্মং ক্ষত্রবন্ধুরনিশ্চিতম্ ॥২০
অথ ক্লেশজমেব ত্বং ধর্মং চরিতুমিচ্ছসি।
ধর্মেণ চতুরো বর্ণান্ পালয়ন্ ক্লেশমাপ্নুহি ॥২১
চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্।
আয়ুর্ধর্মজ্ঞ ধর্মজ্ঞাস্তং কথং ব্যক্তুমিচ্ছসি ॥২২
শ্রুতেন বালঃ স্থানেন জন্মনা ভবতো হ্যহম্।
স কথং পালয়িষ্যামি ভূমিং ভবতি তিষ্ঠতি ॥২৩
হীনবুদ্ধিগুণো (ক) বালো হীনস্থানেন চাপ্যহম্।
ভবতা চ বিনাভূতো ন বর্তয়িতুমুৎসহে ॥২৪

দেবতার নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু ধর্মজ্ঞ! কোন্ ধার্মিক ব্যক্তি পত্নীর প্রীতিবিধানের জন্য এইরূপ ধর্মার্থবর্জিত অন্যায় কার্য্য করিতে পারে? প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, অন্তকালে প্রাণিগণ মোহগ্রস্ত হয়, মহারাজ দশরথ এইরূপ কার্য্য করায় সকল লোকে ঐ প্রাচীন প্রবাদকে প্রত্যক্ষ করিল। কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ, মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য পিতা যে গর্হিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আপনি তাহার নিরুত্তি করুন। যে পুত্র পিতার বিপরীতকার্য্যকে সাধুসম্মতভাবে শোধন করে, সেই পুত্র সমাজে সকলের প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু তাহা না করিলে কখনই প্রশংসা লাভ করে না।১১-১৫

অতএব আপনি পিতার সেইরূপ সৎপুত্র হউন। পিতৃদেব লোকসমাজে ধর্মকে অতিক্রম করিয়া যে অসাধু কার্য্য করিয়াছেন, আপনি সেই কার্য্যের অনুসরণ করিবেন না। কৈকেয়ীকে, আমাকে এবং পিতা, সুহৃদ্‌গণ, বন্ধুগণ, পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলকে রক্ষা করিতে আপনিই সমর্থ। ক্ষত্রিয় ধর্মই বা কোথায় আর নিবিড় অরণ্যই বা কোথায়? জটাধারণই বা কোথায় আর প্রজাপালনই বা কোথায়? পিতার আদিষ্ট এইরূপ বিরুদ্ধ কার্য্য করা আপনার উচিত নয়। মহাপ্রাজ্ঞ! যাহার দ্বারা প্রজাগণের পালন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, সেই অভিষেকই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য ধর্ম। কোন্ ক্ষত্রিয় এইরূপ প্রত্যক্ষ ধর্ম ত্যাগ করিয়া সংশয়স্থিত, লক্ষণরহিত, পরিণামে আচরণীয় ও অনিশ্চিতভাবাপন্ন ধর্মের আচরণ করিয়া থাকে?।১৬-২০

আপনি যদি ক্লেশকর ধর্ম আচরণ করিতে একান্তই ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের পালনরূপ ক্লেশভোগ করুন। ধর্মজ্ঞ! ধর্মবিৎ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি চারিটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। তবে আপনি কেন গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন? আমি বিদ্যায়, বয়সে ও জ্ঞানে সকলদিকেই আপনার কনিষ্ঠ। আপনি বর্তমান থাকিতে আমি কিরূপে পৃথিবী পালন করিব? আমি আপনার অপেক্ষা হীনবুদ্ধি, হীনগুণ ও হীনস্থানস্থিত বালক। আপনার অভাবে একাকী জীবনধারণ করিতে কিংবা কোন স্থানে থাকিতে ইচ্ছা

পাঠান্তর :—)ক) হীনবুদ্ধিগুণো—।

ইদং নিখিলমপ্যগ্র্যং রাজ্যং পিত্র্যমকণ্টকম্।
অনুশাধি সধর্মেণ ধর্মজ্ঞ সহ বান্ধবৈঃ ॥২৫
ইহৈব ত্বাভিষিঞ্চন্তু সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ সহ।
ঋত্বিজঃ সবসিষ্ঠাশ্চ মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদাঃ ॥২৬
অভিষিক্তস্ত্বমস্মাভিরযোধ্যাং পালনে ব্রজ।
বিজিত্য তরসা লোকান্ মরুদ্ভিরিব বাসবঃ ॥২৭
ঋণানি ত্রীণ্যপাকুর্বন্ সুহৃদঃ সাধুনির্দহন্।
সুহৃদস্তর্পয়ন্ কামৈস্ত্বমেবাত্রানুশাধি মাম্ ॥২৮
অস্তার্য্য মুদিতাঃ সন্তু সুহৃদস্তেঽভিষেচনে।
অস্তু ভীতাঃ পলায়ন্তু দুষ্প্রদাস্তে দিশো দশ ॥২৯
আক্রোশং মম মাতুশ্চ প্রমৃজ্য পুরুষর্ষভ।
অস্তু তত্রভবন্তঞ্চ পিতরং রক্ষ কিল্বিষাৎ ॥৩০
শিরসা ত্বাভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি।
বান্ধবেষু চ সর্বেষু ভূতেষিব মহেশ্বরঃ ॥৩১
অথবা পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বনমেব ভবান্বিতঃ।

করি না। আপনি ধর্মজ্ঞ, অতএব বান্ধবগণের সহিত ধর্মানুসারে উৎকৃষ্ট-সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক পৈতৃকরাজ্য শাসন করুন।২১-২৫

মন্ত্রবিৎ বশিষ্ঠের সহিত মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিক্‌সমূহ, অমাত্য সমূহ ও প্রজাবর্গ সকলে এই স্থানেই আপনার অভিষেক করুন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নিজ প্রভাবে বিপক্ষ জয় করিয়া দেবগণের সহিত স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও অভিষিক্ত হইয়া নিজ বলে শত্রুনাশ-পূর্বক প্রজাপালনের জন্য আমাদের সহিত অযোধ্যায় গমন করুন। দেব-ঋণ পিতৃ-ঋণ ও ঋষি-ঋণ পরিশোধ-পূর্বক বিপক্ষগণের দহন ও সুহৃদ্‌গণের কাম্যবস্তু প্রদানের দ্বারা প্রীতিসম্পাদন করিয়া আমাকে অনুশাসন করুন। আর্য্য! অদ্য আপনার অভিষেকে সুহৃদ্‌গণ আনন্দিত হউন এবং বিপক্ষগণ ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করুক। পুরুষোত্তম! অদ্য আপনি আমার মাতার লোকাপবাদ দূর করিয়া পূজ্যতম পিতৃদেবকে পাপ হইতে মুক্ত করুন।২৬-৩০

মহেশ্বর যেমন সর্বভূতে দয়া করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি এই ভ্রাতার প্রতি দয়া করুন। আমি অবনত মস্তকে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। অথবা যদি আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বনান্তরে গমন করেন, তাহা হইলে আমিও আপনার সহিত গমন করিব। ভরত তাদৃশ কাতরভাবে অবনতমস্তকে রামের প্রসন্নতার জন্য প্রার্থনা করিলেও নরনাভিরাম সত্ত্বসম্পন্ন মহীপতি রাম পিতৃদেবের আজ্ঞাপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া অযোধ্যাগমনে সম্মত হইলেন না। ইহাতে সমবেত লোকগণ রামের অদ্ভুত ধৈর্য্য দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইল। রাম অযোধ্যায় যাইতেছেন না বলিয়া দুঃখিত এবং তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইল। পুরোহিতগণ, পুরবাসিগণ ও অচেতনপ্রায় অশ্রুপূর্ণ মাতৃগণ ভরতকে সাগ্রহে দণ্ডভাবে রামের নিকট ঐ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। তখন সকলে ভরতের সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যায় গমনের জন্য রামের নিকট প্রণতভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।৩১-৩৮

গমিষ্যতি গমিষ্যামি ভবতা সার্ধমপ্যহম্ ॥৩২
তথাহি রামো ভরতেন তাম্যতা
প্রসাদ্যমানঃ শিরসা মহীপতিঃ।
ন চৈব চক্রে গমনায় সত্ত্ববান্
মতিং পিতুস্তদ্বচনে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩৩
তদদ্ভুতং স্থৈর্যমবেক্ষ্য রাঘবে
সমং জনো হর্ষমবাপ দুঃখিতঃ।
ন যাত্যযোধ্যামিতি দুঃখিতোঽভবৎ
স্থিরপ্রতিজ্ঞত্বমবেক্ষ্য হর্ষিতঃ ॥৩৪
তমস্থিরো নৈগমযূথবল্লভা-
স্তথাবিধংস্তাশ্রুকলাশ্চ মাতরঃ।
তথা ব্রুবাণং ভরতং প্রহৃষ্টবৎ
প্রণম্য রামঞ্চ যযাচিরে সহ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতবাক্যশ্রবণাৎ পরং তৎপ্রতি পিতৃসত্যরক্ষণায় শ্রীরামস্যোপদেশঃ।]

পুনরেবং ব্রুবাণং তং ভরতং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ শ্রীমান্ জ্ঞাতিমধ্যে সুসৎকৃতঃ ॥১
উপপন্নমিদং বাক্যং যত্ত্বমেবমভাষথাঃ।
জাতঃ পুত্রো দশরথাৎ কৈকেয্যাং রাজসত্তমাৎ ॥২
পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্ রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্ ॥৩
দেবাসুরে চ সংগ্রামে জনন্যৈ তব পার্থিবঃ।
সম্প্রহৃষ্টো দদৌ রাজা বরমারাধিতঃ প্রভুঃ ॥৪
ততঃ সা সম্প্রতিশ্রাব্য তব মাতা যশস্বিনী
অযাচত নরশ্রেষ্ঠং দ্বৌ বরৌ বরবর্ণিনী ॥৫
তব রাজ্যং নরব্যাঘ্র মম প্রব্রাজনং তথা।
তচ্চ রাজা তথা তস্যৈ নিযুক্তঃ প্রদদৌ বরম্ ॥৬
তেন পিত্রাহমপ্যাত্র নিযুক্তঃ পুরুষর্ষভ।
চতুর্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বরদানিকম্ ॥৭
সোহহং বনমিদং প্রাপ্তো নির্জনং লক্ষ্মণান্বিতঃ।
সীতয়া চাপ্রতিদ্বন্দ্বঃ সত্যবাদে স্থিতঃ পিতুঃ ॥৮
ভবানপি তথেত্যেব পিতরং সত্যবাদিনম্।
কর্তুমর্হসি রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রমেবাভিষেচনাৎ (ক) ॥৯
ঋণান্মোচয় রাজানং মৎকৃতে ভরত প্রভুম্।
পিতরং ত্রাহি ধর্মজ্ঞ মাতরং চাভিনন্দয় ॥১০
শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতিরেষা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বেব পিতৃন্ প্রতি ॥১১
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃন্ যঃ পাতি
সর্বতঃ ॥১২

সপ্তাধিক শততম সর্গ

[ভরতের বাক্য শ্রবণের পর তাঁহার প্রতি পিতৃসত্যরক্ষণের জন্য শ্রীরামের উপদেশ।]

ভরত পুনর্বার এইরূপ বলিতে থাকিলে পরম মাননীয় শ্রীমান্ রাম জ্ঞাতিগণসমক্ষে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথের ঔরসে কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, তাহা তোমার উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত। ভরত! পূর্বে আমাদের পিতৃদেব যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন তোমার মাতামহের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে—"আপনার কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে তাহাকেই রাজদান করিব।" কিছুকাল পরে দেবাসুরযুদ্ধে তোমার জননীকর্তৃক বিশেষ শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ দশরথ অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এইজন্য তোমার যশস্বিনী গৌরাঙ্গী মাতা রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তাঁহার নিকট দুইটি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।১-৫

নরশ্রেষ্ঠ! সেই দুইটি বরের মধ্যে একটির দ্বারা তোমার রাজ্যলাভ ও অপরটির দ্বারা আমার নির্বাসন চাহিয়াছিলেন। মহারাজও তাঁহার প্রার্থনায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ঐ দুইটি বর দান করিয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠ! ঐ বরদানের জন্যই আমি চতুর্দশ বৎসর বনবাস করিতে পিতৃদেবকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছি। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আমি পিতার সত্যরক্ষার জন্য নির্বিবাদে এই বনে আসিয়াছি। রাজেন্দ্র! ভরত! তুমিও সত্বর রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমার মতই পিতৃদেবকে সত্যবাদী কর। ভরত! আমার জন্যই তুমি পিতাকে ঋণমুক্ত কর। তুমি ধর্মরহস্য জান। তুমি পিতৃদেবকে রক্ষা কর এবং মাতা কৈকেয়ীকে আনন্দিত কর।৬-১০

পাঠান্তর:—(ক) —ক্ষিপ্রমেবাভিষেচনাৎ।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্ গয়াং ব্রজেৎ ॥১৩
এবং রাজর্ষয়ঃ সর্বে প্রতীতা রঘুনন্দন।
তস্মাৎ ত্রাহি নরশ্রেষ্ঠ পিতরং নরকাৎ প্রভো ॥১৪
অযোধ্যাং গচ্ছ ভরত প্রকৃতীরনুরঞ্জয়।
শত্রুঘ্নসহিতো বীর সহ সর্বৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥১৫
প্রবেক্ষ্যে দণ্ডকারণ্যমহমপ্যবিলম্বয়ন্।
আজ্ঞাং তু সহিতো বীর বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ ॥১৬
ত্বং রাজা ভরত ভব স্বয়ং নরাণাং
বন্যানামহমপি রাজরাণ্মৃগাণাম্।
গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সম্প্রহৃষ্টঃ
সংহৃষ্টস্ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে ॥১৭

ছায়াং তে দিনকরভাঃ প্রবাধমানং
বর্ষত্রং ভরত করোতু মূর্ধ্নি শীতাম্।
এতেষামহমপি কাননদ্রুমাণাং
ছায়াং তামতিশয়িনীং শনৈঃ শ্রয়িষ্যে ॥১৮
শত্রুঘ্নস্ত্বতুলমতিস্তু (ক) তে সহায়ঃ
সৌমিত্রির্মম বিদিতঃ প্রধানমিত্রম্।
চত্বারস্তনয়বরা বয়ং নরেন্দ্রং
সত্যস্থং ভরত চরাম মা বিষীদ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে—পূর্বে গয়া প্রদেশে বুদ্ধিমান্ যশস্বী গয়নামক রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে পিতৃপুরুষের প্রীতির জন্য এইরূপ গাথা গান করিয়াছিলেন—যেহেতু পুত্র পিতাকে পুংনামক নরক হইতে ত্রাণ করে এবং ইষ্ট (যজ্ঞাদি), পূর্ত (কূপখননাদি) কর্মদ্বারা পিতাকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়া সর্বতোভাবে রক্ষা করে, এইজন্যই তাহাকে পুত্র নামে উল্লেখ করা হয়। এইজন্যই লোকে গুণবান্ ও বিদ্বান্ বহু পুত্র কামনা করিয়া থাকে, কারণ, সেই বহু পুত্রের মধ্যে একজনও গয়ায় যাইতে পারে। রঘুনন্দন! রাজর্ষিগণ সকলেই এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। নরশ্রেষ্ঠ! শক্তিধর! তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর। বীর! ভরত! তুমি শত্রুঘ্ন ও সকল ব্রাহ্মণের সহিত অযোধ্যায় গমন কর এবং প্রজাবর্গকে প্রতিপালন কর।১১-১৫

বীর! আমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। ভরত! তুমি স্বয়ং মনুষ্যগণের রাজা হও। আমিও বন্য পশুগণের মহারাজ হইব। তুমি আনন্দিত হইয়া শ্রেষ্ঠ নগরী অযোধ্যায় গমন কর, আমিও আনন্দিত হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি। ভরত! সূর্য-কিরণনিবারক রাজচ্ছত্র তোমার মস্তকে সুশীতল ছায়া বিধান করুক। আমি ধীরে ধীরে এই সকল বনতরুর নিবিড় ছায়া আশ্রয় করি। অসীম-বুদ্ধি শত্রুঘ্ন তোমার সহায় হউক। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তো আমার প্রধান সহায় বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে। আমরা চারিটি ভ্রাতা মহারাজ দশরথের সুপুত্র, অতএব আমরা নরেন্দ্র পিতৃদেবকে সত্যপথে স্থায়ী করিব। ভরত! তুমি ইহাতে বিষণ্ণ হইও না।১৬-১৯

পাঠান্তরঃ—(ক) শত্রুঃ কুশলমতিস্তু—।

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ

[নাস্তিকমতমবলম্ব্য শ্রীরামং বোধয়িতুং জাবালেরুদ্যোগঃ।]

আশ্বাসয়ন্তং ভরতং জাবালির্বাক্যকোবিদঃ।
উবাচ রামং ধর্মজ্ঞং ধর্মাপেতমিদং বচঃ ॥১
সাধু রাঘব মা ভূৎ তে বুদ্ধিরেবং নিরর্থিকা।
প্রাকৃতস্য নরস্যেব হ্যার্ষবুদ্ধেস্তপস্বিনঃ ॥২
কঃ কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিমাপ্যং কস্য কেনচিৎ।
একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিনশ্যতি ॥৩
তস্মান্মাতা পিতা চেতি রাম সজ্জেত যো নরঃ।
উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ো নাস্তি কশ্চিদ্ধি কস্যচিৎ ॥৪
যথা গ্রামান্তরং গচ্ছন্ নরঃ কশ্চিদ্ বহির্বসেৎ।
উৎসৃজ্য চ তমাবাসং প্রতিষ্ঠেতাপরেঽহনি ॥৫
এবমেব মনুষ্যাণাং পিতা মাতা গৃহং বসু।
আবাসমাত্রং কাকুৎস্থ সজ্জন্তে নাত্র সজ্জনাঃ ॥৬
পিত্র্যং রাজ্যং সমুৎসৃজ্য স নার্হসি নরোত্তম।
আস্থাতুং কাপথং দুঃখং বিষমং বহুকণ্টকম্ ॥৭
সমৃদ্ধামায়তোধ্যাং গামাত্মানমভিষেচয়।
একবেণীধরা হি ত্বা নগরী সম্প্রতীক্ষতে ॥৮
রাজভোগাননুভবন্ মহার্হান্ পার্থিবাত্মজ।
বিহর ত্বমযোধ্যায়াং যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে ॥৯
ন তে কশ্চিদ্ দশরথস্ত্বক তস্য ন কশ্চন।
অন্যো রাজা ত্বমস্মাকং তস্মাৎ কুরু যদুচ্যতে ॥১০

অষ্টাধিকশততম সর্গ

[নাস্তিকমত অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকে বুঝাইবার জন্য জাবালির উদ্যোগ।]

রাম ভরতকে এইভাবে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বিজবর জাবালি ধর্মজ্ঞ রামকে ধর্মবিরুদ্ধ এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাম! তুমি আর্যজনোচিত বুদ্ধিসম্পন্ন ও তপস্বী। অতএব সামান্য মানুষের মত তোমার পিতৃবাক্য পালনবিষয়িণী এইরূপ ব্যর্থবুদ্ধি যেন না হয়। দেখ, এই জগতে কে কাহার বন্ধু? কাহার নিকট কোন্ ব্যক্তি কি পাইতে পারে? প্রাণী একাকীই জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হইয়া থাকে। রাম। এই জন্যই ইনি মাতা, ইনি পিতা—এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যে ব্যক্তি আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্ত মনে কর। বস্তুতঃ কেহই কাহারও নয়। যেমন কোন লোক গ্রামান্তরে যাইয়া কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পরদিন সেই বাসস্থান ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, সেইরূপ পিতা, মাতা, গৃহ ও সম্পত্তি মনুষ্যগণের সাময়িক আবাস মাত্র। কাকুৎস্থ! এইজন্য সজ্জনগণ এই সকল বিষয়ে আসক্ত হন না। ১-৬

নরোত্তম! পৈতৃক রাজ্য ত্যাগ করিয়া দুঃখময় ও বহু কণ্টকময় বিষম বনবাসরূপ তোমার উচিত নয়। তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যায় গমনপূর্বক নিজেকে রাজপদে অভিষিক্ত কর। অযোধ্যানগরী একবেণী-ধারিণী বিরহিণীর ন্যায় তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজপুত্র! এক্ষণে তুমি স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যায় মহার্হ রাজভোগসমূহ উপভোগ করিয়া পরমসুখে বিহার কর। দশরথ তোমার কেহই নহেন। তুমিও তাঁহার কেহই নহ। রাজা অন্যব্যক্তি, তুমিও অন্য-ব্যক্তি। সেইজন্য আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই কর। ৭-১০

জীবের জন্মবিষয়ে পিতা জীবমাত্র অর্থাৎ

বীজমাত্রং পিতা জন্তোঃ শুক্রং শোণিতমেব চ।
সংযুক্তমৃতুমন্মাত্রা পুরুষস্যেহ জন্ম তৎ ॥১১
গতঃ স নৃপতিস্তত্র গন্তব্যং যত্র তেন বৈ।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ত্বং তু মিথ্যা বিহন্যসে ॥১২
অর্থ-ধর্মপরা যে যে তাংস্তান্ শোচামি নেতরান্।
তে হি দুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য লেভিরে ॥১৩
অষ্টকাপিতৃদৈবত্যমিত্যন্নং প্রস্থতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতো হি কিমশিষ্যতি ॥১৪
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎ পথ্যাশনং ভবেৎ ॥১৫
দানসংবননা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ ॥১৬
ন নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে।
প্রত্যক্ষং যৎ তদা তিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু ॥১৭
সতাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য সর্বলোকনিদর্শিনীম্।
রাজ্যং ত্বং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব (খ) ভরতেন প্রসাদিতঃ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ।

নিমিত্তকারণ মাত্র। ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্রে মিলিত শুক্র ও শোণিতই উপাদান কারণ, ইহার ফলেই ইহলোকে জীবের জন্ম হয়। যে স্থানে তাঁহাকে অবশ্য গমন করিতে হইবে, রাজা দশরথ সেইস্থানেই গিয়াছেন। ইহাই সকল প্রাণীর স্বভাব কিন্তু তুমি পুরুষার্থভোগে উদাসীন হইয়া বৃথা নিজেকে বঞ্চিত করিতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যভোগাদি পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ ধর্মে নিযুক্ত হয়, তাহাদের জন্য আমার শোক হয়। অষ্টকাদি পিতৃদৈবতশ্রাদ্ধ করিতে যে ব্যক্তি ব্রত হয়, তাহার ঐ সকল কর্মে রাশি রাশি অন্ন নষ্ট হয়। রাম! তুমি বিচার করিয়া দেখ, মৃতব্যক্তি কি কখনও ভোজন করে? এইস্থানে একজন লোক ভোজন করিলে ঐ ভুক্ত দ্রব্য যদি অন্যের উদরে যায়, তাহা হইলে প্রবাসগামী ব্যক্তির পাথেয় দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। ঐ প্রবাসগামীর জন্য গৃহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করুক। কিন্তু ঐরূপে শ্রাদ্ধ করিলে ঐ ব্যক্তির তাহা পাথেয় হয় না। দেবপূজা কর, অন্নদান কর, যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ কর, তপস্যা কর, সন্ন্যাস গ্রহণ কর, ইত্যাদি নানাপ্রকার উপদেশের একমাত্র উদ্দেশ্য কৌশলে লোকসমূহকে বশীভূত করিয়া দান করিতে বাধ্য করা এবং তাহারই উপায়স্বরূপ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র কতিপয় ধূর্ত-মেধাবী লোক প্রচার করিয়াছে। পামরগণকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের ধন গ্রহণ করাই ঐ সকল শাস্ত্রপ্রচারের প্রয়োজন। মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ—ইহলোকভিন্ন পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহারই অনুষ্ঠান কর। যাহা অনুমান গ্রাহ্য বা পরোক্ষ, তাহাকে উপেক্ষা কর। ভরতকর্তৃক প্রসাদিত হইয়া প্রত্যক্ষবাদী সাধুগণের সর্বলোকসম্মত বুদ্ধিকে গ্রহণপূর্বক রাজ্য গ্রহণ কর।১১-১৮

(খ) রাজ্যং ত্বং প্রতিগৃহ্যতাম্—।

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ

[জাবালের্নাস্তিকমতং খণ্ডয়িত্বা শ্রীরামেণাস্তিকমতস্য স্থাপনম্ ।]

জাবালেস্তু বচঃ শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
উবাচ পরয়া সূক্ত্যা বুদ্ধ্যাবিপ্রতিপন্নয়া ॥১
ভবান্ মে প্রিয়কামার্থং বচনং যদিহোক্তবান্ ।
অকার্য্যং কার্য্যসঙ্কাশমপথ্যং পথ্যসন্নিভম্ ॥২
নির্মর্য্যাদস্তু পুরুষঃ পাপাচারসমন্বিতঃ ।
মানং ন লভতে সৎসু ভিন্নচারিত্রদর্শনঃ ॥৩
কুলীনমকুলীনং বা বীরং পুরুষমানিনম্ ।
চারিত্রমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং বা যদি বাশুচিম্ ॥৪
অনার্য্যস্বার্য্যসংস্থানঃ শৌচাচারবিবর্জিতঃ ।
লক্ষণ্যবদলক্ষণ্যো দুঃশীলঃ শীলবানিব ॥৫
অধর্মং ধর্মবেষেণ যদ্যহং লোকসঙ্করম্ ।
অভিপদ্যে শুভং হিত্বা ক্রিয়াং বিধিবিবর্জিতাম্ ॥৬
কশ্চেতয়ানঃ পুরুষঃ কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণঃ ।
বহু মন্যেত মাং লোকে দুর্বৃত্তং লোকদূষণম্ ॥৭
কস্য যাস্যাম্যহং বৃত্তং কেন বা স্বর্গমাপ্নুয়াম্ ।
অনয়া বর্ত্তমানোঽহং বৃত্ত্যা হীনপ্রতিজ্ঞয়া ॥৮
কামবৃত্তোঽন্বয়ং লোকঃ কৃৎস্নঃ সমুপবর্ত্ততে ।
যদ্বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজাঃ ॥৯
সত্যমেবানুশংসন্তি রাজবৃত্তং সনাতনম্ ।
তস্মাৎ সত্যাত্মকং রাজ্যং সত্যে লোকঃ
প্রতিষ্ঠিতঃ ॥১০

নবাধিক শততম সর্গ

[জাবালির নাস্তিকমত খণ্ডন করিয়া শ্রীরামকর্তৃক আস্তিকমত স্থাপন ।]

জাবালির বাক্য শুনিয়া সত্যপরাক্রম রাম অবিচলিতবুদ্ধিতে বেদশাস্ত্রসমন্বিত সাধুবাক্যে বলিলেন, —আপনি আমার প্রীতিকামনায় যে সকল কথা বলিলেন, তাহা কর্তব্যের ন্যায় মনে হইলেও বস্তুতই অকর্তব্য এবং পথ্য বলিয়া মনে হইলেও অপথ্যই। মর্য্যাদাহীন, পাপাচারপরায়ণ ও সাধুসম্মতমার্গ ত্যাগ করিয়া নাস্তিকমতে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি কখনই সজ্জনগণের নিকট সম্মান লাভ করিতে পারে না। মনুষ্য কুলীনই হউক কিংবা অকুলীনই হউক, বীরই হউক কিংবা বীরম্মন্যই হউক, শুচিই হউক কিংবা অশুচিই হউক, স্বীয় চরিত্রই (আচরণই) তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়, আমি যদি আপনার কথানুসারে কার্য্য করি, তাহা হইলে অসাধুব্যক্তি সাধুর ন্যায়, অশুচিব্যক্তি শুচির ন্যায়, লক্ষণহীন-ব্যক্তি সুলক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তির ও দুঃশীলব্যক্তি সুশীল ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিলে যে অবস্থা হয়, আমারও সেই অবস্থা হইবে। আমি ধার্মিক বেশ ধারণ করিয়া আপনার পরামর্শানুসারে যদি লোক-সঙ্করকারক অধর্মকে আশ্রয় করি, তাহা হইলে শুভফল ত্যাগপূর্বক অবৈধ ক্রিয়ানুষ্ঠান জন্য অশুভফল পাইতে হইবে ।১-৬

আমি দুর্বৃত্ত হইয়া পরলোকদূষক পথ অবলম্বন করিলে কার্য্যাকার্য্য বিচক্ষণ সচেতন কোন্ পুরুষ এই সংসারে আমাকে সম্মান করিবে ? আপনার কথানুসারে কার্য্য করিলে আমার সত্যপালনের প্রতিজ্ঞাহানি হইবে, আমি প্রতিজ্ঞাহীন হইয়া ব্যবহার করিলে কাহার চরিত্র অনুসরণ করিবে ? (অথবা কোন্ মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করা হইবে ?) কিরূপেই বা স্বর্গ লাভ করিতে পারিব ? আমি যদি আপনার পরামর্শানুসারে যথেচ্ছাচারী হই, তাহা হইলে সকল লোকই যথেচ্ছাচারী হইবে। যেহেতু, রাজাদিগের আচরণ যেরূপ হয়, প্রজাদের আচরণও সেইরূপই হইয়া থাকে।

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ সত্যমেব হি মেনিরে।
সত্যবাদী হি লোকেঽস্মিন্ পরং গচ্ছতি চাক্ষয়ম্ ॥১১
উদ্বিজন্তে যথা সর্পান্নরাদনৃতবাদিনঃ।
ধর্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্বস্য চোচ্যতে ॥১২
সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্ ॥১৩
দত্তমিষ্টং হুতং চৈব তপ্তানি চ তপাংসি চ।
বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ ॥১৪
একঃ পালয়তে লোকমেকঃ পালয়তে কুলম্।
মজ্জত্যেকো হি নিরয় একঃ স্বর্গে মহীয়তে ॥১৫
সোঽহং পিতুর্নিদেশং তু কিমর্থং নানুপালয়ে।
সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যাং সত্যেন সময়ীকৃতম্ ॥১৬
নৈব লোভান্ন মোহান্ বা ন চাজ্ঞানাৎ তমোঽন্বিতঃ।
সেতুং সত্যস্য ভেৎস্যামি গুরোঃ সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥১৭
অসত্যসন্ধস্য সতশ্চলস্যাস্থিরচেতসঃ।
নৈব দেবা ন পিতরঃ প্রতীচ্ছন্তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৮
প্রত্যগাত্মমিমং ধর্মং সত্যং পশ্যাম্যহং ধ্রুবম্।
ভারঃ সৎপুরুষৈশ্চীর্ণস্ত্বদর্থমভিনন্দ্যতে ॥১৯
ক্ষাত্রং ধর্মমহং ত্যক্ষ্যে হ্যধর্মং ধর্মসংহিতম্।
ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈর্লুব্ধৈশ্চ সেবিতং পাপকর্মভিঃ ॥২০
কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সম্প্রধার্য্য তৎ।
অনৃতং জিহ্বয়া চাহ ত্রিবিধং কর্ম পাতকম্ ॥২১
ভূমিঃ কীর্তির্যশোলক্ষ্মীঃ পুরুষং প্রার্থয়ন্তি হি।
সত্যং সমনুবর্তন্তে সত্যমেব ভবেৎ ততঃ ॥২২

সত্যবাক্য ও সর্বভূতে দয়াই সনাতন রাজচরিত্র (বা রাজাদিগের ধর্ম)। সুতরাং এই রাজ্য সত্যময়। সত্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।৭-১০

ঋষিগণ ও দেবগণ সত্যকেই সম্মানিত করেন। এই সংসারে সত্যবাদী ব্যক্তিই অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সর্প হইতে যেমন লোক উদ্বিগ্ন হয়, সেইরূপ মিথ্যাবাদী ব্যক্তি হইতেও লোক উদ্বিগ্ন হয়। এই সংসারে সত্যাশ্রিত ধর্মই সকলের মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহলোকে সত্যই ঈশ্বর। সত্যেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সংসারের সকল বস্তুরই মূল-স্বরূপ সত্য। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছু নাই। দান, যজ্ঞ, হোম, তপস্যাচরণ ও বেদশাস্ত্রাদি সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই সত্যপরায়ণ হওয়া কর্তব্য। মনুষ্য একাকী রাজ্যপালন করে, একাকীই বংশকে পালন করে, একাকী নরকে পতিত হয় এবং একাকীই স্বর্গে পূজিত হয়।১১-১৫

সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সদাচারব্রত পিতা আমাকে সত্য-পালনের আদেশ দিয়াছেন। আমি ধর্মাধর্ম বুঝিয়াও কিরূপে পিতৃদেবের আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইব? আমি সত্যপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি। অতএব লোভ, মোহ ও অজ্ঞতাবশতঃ মুগ্ধচিত্ত হইয়া পিতৃদেবের সত্য-মর্যাদা লঙ্ঘন করিব না। আমি এই কথা শুনিয়াছি যে—অসত্যপ্রতিজ্ঞ, চঞ্চলস্বভাব ও অস্থির-চিত্তব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হব্য-কব্য (হব্য—দেবভোগ্য। কব্য—পিতৃভোগ্য) দেবগণ ও পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। জীবগণের উদ্দেশে প্রকৃত সত্যপালনরূপ ধর্মকেই আমি সকলধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করি। পূর্বতন সাধুগণ সত্যপালনের জন্যই জটাবল্কলাদি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি জটাবল্কলাদি ধারণের প্রশংসা করিতেছি। নীচাশয়, নৃশংস, লুব্ধ ও পাপাচারি-জনগণ যেরূপ অধর্মেরই সেবা করিয়া থাকে, আমি ঐরূপ অধর্মকে পরিত্যাগ করিব। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত ধর্মকে পরিত্যাগ করিব না।১১-২০

"এইরূপ কর্ম করিব" ইহা মনোমধ্যে স্থির করিয়া মনুষ্য শরীরদ্বারা পাপ করে, পরে তাহা গোপন করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলে,—এই মানসিক, কায়িক, ও বাচনিক ভেদে পাপ তিন প্রকার। ভূমি, কীর্তি (দানের জন্য সুনাম), যশ, (দৈহিক শক্তির জন্য সুনাম) ও লক্ষ্মী সত্যনিষ্ঠ পুরুষকে কামনা করে। ইহারা সত্যেরই অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব সত্যেরই সেবা করা কর্তব্য। আপনি বিশেষভাবে অবধারণ-পূর্বক যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছেন যে, "রাজ্যপালন কর,

শ্রেষ্ঠং হ্যনার্য্যমেব স্যাদ্ যদ্ ভবানবধার্য্য মাম্।
আহ যুক্তিকরৈর্বাক্যৈরিদং ভদ্রং কুরুষ হ ॥২৩
কথং হ্যহং প্রতিজ্ঞায় বনবাসমিমং গুরোঃ।
ভরতস্য করিষ্যামি বচো হিত্বা গুরোর্বচঃ ॥২৪
স্থিরা ময়া প্রতিজ্ঞাতা প্রতিজ্ঞা গুরুসন্নিধৌ।
প্রহৃষ্টমানসা দেবী কৈকয়ী চাভবৎ তদা ॥২৫
বনবাসং বসন্নেব শুচির্নিয়তভোজনঃ।
মূল-পুষ্পফলৈঃ পুণ্যৈঃ পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ন্ ॥২৬
সন্তুষ্টপঞ্চবর্গোঽহং লোকযাত্রাং প্রবাহয়ে।
অকুহঃ শ্রদ্দধানঃ সন্ কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণঃ ॥২৭
কর্মভূমিমিমাং প্রাপ্য কর্তব্যং কর্ম যচ্ছুভম্।
অগ্নির্বায়ুশ্চ সোমশ্চ কর্মণা ফলভাগিনঃ ॥২৮
শতং ক্রতূনামাহৃত্য দেবরাট্ ত্রিদিবং গতঃ।
তপাংস্যুগ্রাণি চাস্থায় দিবং প্রাপ্তা মহর্ষয়ঃ ॥২৯
অমৃষ্যমাণঃ পুনরুগ্রতেজা
নিশম্য তন্নাস্তিকবাক্যহেতুম্।
অথাব্রবীৎ তং নৃপতেস্তনূজো
বিগর্হমাণো বচনানি তস্য ॥৩০
সত্যঞ্চ ধর্মঞ্চ পরাক্রমঞ্চ
ভূতানুকম্পাং প্রিয়বাদিতাঞ্চ।
দ্বিজাতি-দেবাতিথিপূজনঞ্চ
পন্থানমাহুস্ত্রিদিবস্য সন্তঃ ॥৩১
তেনৈবমাজ্ঞায় যথাবদর্থ-
মেকোদয়ং সম্প্রতিপদ্য বিপ্রাঃ।

ইহা তোমার হিতকর"—এই সকল কথা আমার নিকট ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে না। আমি পিতার নিকট বনবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে গুরুবাক্য পরিত্যাগপূর্বক কিরূপে ভরতের কথানুসারে কার্য্য করিব? আমি যখন পিতৃদেবের সম্মুখে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তখন কৈকেয়ী দেবী অতিশয় হৃষ্টচিত্তা হইয়াছিলেন। অতএব আমি শুচি ও সংযতাহার হইয়া এই বনে বাসকরত পবিত্রফল, মূল ও পুষ্প দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধনপূর্বক নিজপ্রতিজ্ঞা পালন করিব। আমি ফলমূলভোজন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সন্তোষসাধন করত অকপট শ্রদ্ধাশীল ও কার্য্যাকার্য্য বিচক্ষণ হইয়া পিতার সত্যপালনপূর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব। এই কর্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কল্যাণকর কর্মানুষ্ঠানই কর্তব্য। যেহেতু অগ্নি, বায়ু ও সোম এই দেবতাত্রয় কর্মের ফলভাগী অর্থাৎ স্বীয় কর্মানুসারে ঐ ত্রিলোক পাওয়া যায়। দেবরাজ ইন্দ্র শতযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ উগ্র তপস্যা করিয়াই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। উগ্রতেজা নৃপসুত রাম জাবালির নাস্তিকতাপূর্ণ বাক্যসকল শুনিয়া অতিশয় অসহিষ্ণু হইলেন এবং তাঁহার বাক্যের নিন্দাপূর্বক পুনর্বার কহিলেন।২১-৩০

সত্য, ধর্ম, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, সর্বজীবে দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অতিথির সৎকারকেই সাধুগণ স্বর্গের কারণ বলিয়াছেন। আমার এই কথানুসারে অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণগণ অনুকূল তর্ক অবলম্বনপূর্বক মুখ্যকল্পসমন্বিত বেদার্থ যথাবিধি অবগত হইয়া সকল ধর্ম আচরণ করত ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিতে আকাঙ্ক্ষা করিবেন। আপনি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাকের মতানুসারে বাক্যসমূহ বলিলেন এবং এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা ধর্মভ্রষ্ট হইয়া যে নাস্তিকতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, আপনার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে। তথাপি পিতৃদেব যে আপনাকে যজ্ঞকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার ঐ কার্য্যকে নিন্দা করিতেছি। চোর যেমন দণ্ডনীয়, বুদ্ধও সেইরূপ। তথাগত বুদ্ধ নাস্তিক বলিয়া মনে করা উচিত। প্রজাগণের বুদ্ধি শুদ্ধির জন্য নাস্তিক-ব্যক্তিকে দণ্ড দান করা রাজার কর্তব্য। পণ্ডিতব্যক্তি অধার্মিক নাস্তিকের সহিত বাক্যালাপও করেন না, আপনার পূর্ববর্তী ব্যক্তিগণ ও ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

ধর্মং চরন্তঃ সকলং যথাবৎ
কাঙ্ক্ষন্তি লোকাগমমপ্রমত্তাঃ ॥৩২
নিন্দাম্যহং কর্ম কৃতং পিতুস্তদ্
যস্ত্বামগৃহ্ণাদ্ বিষমস্থবুদ্ধিম্।
বুদ্ধ্যানয়ৈবং বিধয়া চরন্তং
সুনাস্তিকং ধর্মপথাদপেতম্ ॥৩৩
যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধ-
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
স নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ ॥৩৪
স্বস্তো জনাঃ পূর্বতরে দ্বিজাশ্চ
শুভানি কর্মাণি বহূনি চক্রুঃ।
ছিত্ত্বা সদেমঞ্চ পরঞ্চ লোকং
তস্মাদ্ বিজাঃ স্থেতি কৃতং হুতঞ্চ ॥৩৫
ধর্মে রতাঃ সৎপুরুষৈঃ সমেতা-
স্তেজস্বিনো দান-গুণ প্রধানাঃ।
অহিংসকা বীতমলাশ্চ লোকে
ভবন্তি পূজ্যা মুনয়ঃ প্রধানাঃ ॥৩৬
ইতি ব্রুবন্তং বচনং সরোষং
রামং মহাত্মানমদীনসত্ত্বম্।
উবাচ পথ্যং পুনরাস্তিকঞ্চ
সত্যং বচঃ সানুনয়ঞ্চ বিপ্রঃ ॥৩৭
ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং
ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন।
সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবং
ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ ॥৩৮
স চাপি কালোঽয়মুপাগতঃ শনৈ-
র্যথা ময়া নাস্তিকবাগুদীরিতা।
নিবর্তনার্থং তব রাম কারণাৎ
প্রসাদনার্থঞ্চ ময়েতদীরিতম্ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ।

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামনাশূন্য হইয়া তাঁহারা যে অহিংসা, সত্য, তপস্যা, দান, পরোপকারাদি ধর্ম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতেই বেদের প্রামাণ্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে।৩১-৩৫

যাঁহারা ধর্মরত, সৎপুরুষের সাহচর্য প্রাপ্ত, তেজস্বী, দানশীল, গুণবান্, অহিংসক ও নির্মলচিত্ত মুনিশ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই অর্থাৎ বশিষ্ঠাদি সেই সকল মুনিশ্রেষ্ঠরাই লোকসমাজে পূজিত হইয়া থাকেন। আপনার মত নাস্তিকমতাবলম্বী মুনি কখনও পূজিত হইতে পারেন না। মহামনা মহাত্মা রাম জাবালির বাক্যে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শনপূর্বক এইরূপ বলিতে থাকিলে দ্বিজবর জাবালি পুনর্বার অনুনয় সহকারে সত্য, সুপথ্য ও আস্তিক্যযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন—আমি নাস্তিকগণের মত প্রকাশ করিতেছি না, আমি নিজেও নাস্তিক নহি। পরলোক প্রভৃতি কিছুই নাই—একথা হইতে পারে না। সময় বুঝিয়া আমি পুনর্বার আস্তিক হইয়াছিলাম। সময়বিশেষে আমি নাস্তিক হইয়া থাকি। আমি যে সময়ে নাস্তিকের কথা বলিয়াছিলাম, সেই সময় ক্রমশঃ গত হইল। রাম! তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত ও প্রসন্ন করিবার জন্যই আমি ঐরূপ বলিয়াছিলাম।৩৬-৩৯

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[সৃষ্টিপরম্পরয়া সহ ইক্ষ্বাকুকুলপরম্পরামুক্ত্বা জ্যেষ্ঠেনৈব রাজ্যং গ্রাহ্যমিতি নীত্যা প্রতিপাদ্য রাজ্যগ্রহণায় শ্রীরামং প্রতি বসিষ্ঠদেবস্যোপদেশঃ।]

ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় রামং তু বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ।
জাবালিরপি জানীতে লোকস্যাস্য গতাগতিম্ ॥১
নিবর্তয়িতুকামস্তু তামেতদ্ বাক্যমব্রবীৎ।
ইমাং লোকসমুৎপত্তিং লোকনাথ নিবোধ মে ॥২
সর্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিতা।
ততঃ সমভবদ্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দৈবতৈঃ সহ ॥৩
স বরাহস্ততো ভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্।
অসৃজচ্চ জগৎ সর্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ ॥৪
আকাশপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ।
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ ॥৫
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ।
স তু প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ ॥৬
যস্যেয়ং প্রথমং দত্তা সসুদ্ধা মনুনা মহী।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্বকম্ ॥৭
ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
কুক্ষেরথাত্মজো বীরো বিকুক্ষিরুদপদ্যত ॥৮
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্।
বাণস্য চ মহাবাহুরনরণ্যো মহাতপাঃ ॥৯
নানাবৃষ্টির্ভবত্যস্মিন্ ন দুর্ভিক্ষং সতাং বরে।
অনরণ্যে মহারাজে তস্করো বাপি কশ্চন ॥১০
অনরণ্যান্মহারাজ পৃথু রাজা বভূব হ।
তস্মাৎ পৃথোর্মহাতেজাস্ত্রিশঙ্কুরুদপদ্যত ॥১১
স সত্যবচনাদ্ বীরঃ সশরীরো দিবং গতঃ।
ত্রিশঙ্কোরভবৎ সূনুর্ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ ॥১২

দশাধিক শততম সর্গ

[সৃষ্টিপরম্পরার সহিত ইক্ষ্বাকুকুলপরম্পরার কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই রাজ্য গ্রহণ করা উচিত ইহা নিতিশাস্ত্রদ্বারা প্রতিপাদন করিয়া রাজ্য গ্রহণের জন্য শ্রীরামের প্রতি বশিষ্ঠদেবের উপদেশ।]

রাম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া বশিষ্ঠদেব বলিলেন—রাম! জাবালি সংসারের লোকের ইহলোকে ও পরলোকে গতাগতির বিষয় বিশেষরূপেই জানেন। তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই ইনি ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। লোকনাথ! রাম। তুমি লোকসমূহের উৎপত্তির বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্বে সমস্ত জলময় ছিল, সেই জলমধ্যে পৃথিবীর নির্মাণ হয়। অনন্তর দেবগণের সহিত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সম্ভূত হন। পরে বিশ্বাত্মা বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন এবং সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন নিজ পুত্রগণের সহিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি করিলেন। কারণোপাধি পরব্রহ্ম হইতে আপেক্ষিক নিত্যতাযুক্ত অব্যয় ব্রহ্মা সম্ভূত হন। ব্রহ্মা হইতে মরীচি ও মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন।১-৫

কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ ও বিবস্বান্ হইতে বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন। এই বৈবস্বত মনুই প্রথম প্রজাপতি। ইঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু ইক্ষ্বাকুকেই প্রথমে সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। এই ইক্ষ্বাকুকে অযোধ্যার প্রথম রাজা বলিয়া জান। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ কুক্ষিনামে বিখ্যাত ছিলেন। বীর। রাম। কুক্ষি হইতে বিকুক্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজা বাণ, বাণের পুত্র মহাবাহু অনরণ্য। তিনি মহাতপস্বী ছিলেন। সজ্জনশ্রেষ্ঠ মহারাজ অনরণ্যের রাজত্বকালে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হয় নাই এবং কেহ চোর ছিল না।৬-১০

মহারাজ। অনরণ্য হইতে পৃথুরাজা জন্মগ্রহণ করেন। পৃথু হইতে মহাতেজা ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হন। বীর ত্রিশঙ্কু সত্যবাদী হওয়ায় সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। ত্রিশঙ্কু হইতে মহাযশস্বী ধুন্ধুমার সম্ভূত হন: ধুন্ধুমার হইতে

ধুন্ধুমারাত্মহাতেজা যুবনাশ্বো ব্যজায়ত।
যুবনাশ্বসুতঃ শ্রীমান্ মান্ধাতা সমপদ্যত ॥১৩
মান্ধাতুস্তু মহাতেজাঃ সুসন্ধিরুদপদ্যত।
সুসন্ধেরপি পুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধি প্রসেনজিৎ ॥১৪
যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো রিপুসূদনঃ।
ভরতাৎ তু মহাবাহোরসিতো নাম জায়ত ॥১৫
যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ ॥১৬
তাংস্তু সর্বান্ প্রতিব্যূহ্য যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ।
স চ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ ॥১৭
দ্বে চাস্য ভার্য্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ।
তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চসম্ ॥১৮
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কালিন্দী পুত্রমুত্তমম্।
একা গর্ভবিনাশায় সপত্ন্যৈ গরলং দদৌ ॥১৯
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ।
তমৃষিং সাভ্যুপাগম্য কালিন্দীবাক্যমব্রবীৎ ॥২০
স তামভ্যবদৎ প্রীতো বরেপ্সুং পুত্রজন্মনি।
পুত্রস্তে ভবিতা দেবি মহাত্মা লোকবিশ্রুতঃ ॥২১
ধার্মিকশ্চ সুভীমশ্চ বংশকর্তাঽরিসূদনঃ।
গত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা মুনিং তমনুমান্য চ ॥২২
পদ্মপত্রসমানাক্ষং পদ্মগর্ভসমপ্রভম্।
ততঃ সা গৃহমাগম্য পত্নী পুত্রমজায়ত ॥২৩
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া।
গরেণ সহ তেনৈব তস্মাৎ স সগরোঽভবৎ ॥২৪
স রাজা সগরো নাম যঃ সমুদ্রমখানয়ৎ।
ইষ্ট্বা পর্বণি বেগেন ত্রাসয়ান ইমাঃ প্রজাঃ ॥২৫
অসমঞ্জস্তু পুত্রোঽভূৎ সগরস্যেতি নঃ শ্রুতম্।
জীবন্নেব স পিত্রা তু নিরস্তঃ পাপকর্মকৃৎ ॥২৬

মহাতেজা যুবনাশ্ব ও যুবনাশ্ব হইতে শ্রীমান্ মান্ধাতা জন্মগ্রহণ করেন। মান্ধাতা হইতে মহাতেজা সুসন্ধি, সুসন্ধি হইতে ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ নামে দুই পুত্র উদ্ভূত হন। ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী শত্রুদমনকারী ভরত এবং মহাবাহু ভরত হইতে অসিতনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।১১-১৫

হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুনামক বীরগণ যাঁহার শত্রুরূপে বিপক্ষ হইয়াছিলেন, সেই অসিত মহারাজ যুদ্ধে প্রতিপক্ষ বীরগণকে সসৈন্যে অবরোধ করেন; পরিশেষে প্রতিপক্ষের বলাধিক্য বুঝিয়া প্রবাসে গমন করেন এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রমণীয় হিমালয়-পর্বতে তপস্যার জন্য অবস্থিতি করেন। শোনা যায় যে—ঐ সময় অসিতের দুই পত্নীই গর্ভবতী ছিলেন। তন্মধ্যে একজন মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশলোচনা রাজ্ঞী সৎসন্তান লাভের কামনা করিয়া দেবতুল্য তেজস্বী ভৃগুনন্দন চ্যবনকে বন্দনা করিয়াছিলেন। অপরা রাজ্ঞী গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য সপত্নীকে বিষ প্রদান করিয়াছিলেন। ভৃগুপুত্র চ্যবন সেই সময় হিমালয়ে বসবাস করিতেন। কালিন্দীনাম্নী প্রথমা রাজ্ঞী সেই ঋষির নিকট যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।১৬-২০

ঋষি চ্যবন রাজ্ঞীর অভিবাদনে প্রীত হইয়া ঐ সৎ পুত্রাভিলাষিণীকে বলিলেন—দেবি! লোকপ্রসিদ্ধ মহাত্মা এক পুত্র তোমার হইবে। ঐ পুত্র ধার্মিক, অতি ভীষণ প্রকৃতি, বংশরক্ষাকারী ও শত্রুনাশক হইবে। কালিন্দী রাজ্ঞী এইরূপ বরপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ-পূর্বক সম্মান করত গৃহে আগমন করিলেন এবং পদ্মপত্র-নেত্র ও পদ্মগর্ভসমপ্রভ একটি পুত্র প্রসব করিলেন। গর্ভনাশ করিবার জন্য সপত্নী যে বিষ প্রদান করিয়াছিল, সেই বিষের (গর) সহিত পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল বলিয়া ঐ পুত্রের "সগর" নাম রাখা হইল। যে সগর রাজা অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া খননবেগবলে প্রজাগণকে উদ্বেজিত করিয়া নিজ পুত্রগণের দ্বারা সমুদ্র খনন করাইয়াছিলেন।২১-২৫

আমরা শুনিয়াছি যে, সগরের অসমঞ্জসনামক একটি পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্র অতিশয় পাপপরায়ণ ছিল বলিয়া সগর জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ

অংশুমানপি পুত্রোঽভূদসমঞ্জশ্চ বীর্য্যবান্।
দিলীপোঽংশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ ॥২৭

ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ কাকুৎস্থা যেন তু স্মৃতাঃ।
ককুৎস্থস্য তু পুত্রোঽভূদ্ রঘুর্যেন তু রাঘবাঃ ॥২৮

রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ।
কল্মাষপাদঃ সৌদাস ইত্যেবং প্রথিতো ভুবি ॥২৯

কল্মাষপাদ পুত্রোঽভূচ্ছঙ্খণ্বিতি নঃ শ্রুতম্।
যস্তু তদ্বীর্য্যমাসাদ্য সহসৈন্যো ব্যনীনশৎ ॥৩০

শঙ্খণস্য তু পুত্রোঽভূচ্ছূরঃ শ্রীমান্ সুদর্শনঃ।
সুদর্শনস্যাগ্নিবর্ণ অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগঃ ॥৩১

শীঘ্রগস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রশুশ্রুবঃ।
প্রশুশ্রুবস্য পুত্রোঽভূদম্বরীষো মহামতিঃ ॥৩২

অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষঃ সত্যবিক্রমঃ।
নহুষস্য চ নাভাগঃ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥৩৩

অজশ্চ সুব্রতশ্চৈব নাভাগস্য সুতাবুভৌ।
অজস্য চৈব ধর্মাত্মা রাজা দশরথঃ সুতঃ ॥৩৪

তস্য জ্যেষ্ঠোঽসি দায়াদো রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
তদ্ গৃহাণ স্বকং রাজ্যমবেক্ষস্ব জগন্নৃপ ॥৩৫

ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং রাজা ভবতি পূর্বজঃ।
পূর্বজেনাবরঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে ॥৩৬

স রাঘবাণাং কুলধর্মমাত্মনঃ
সনাতনং নাদ্য বিহন্তুমর্হসি।
প্রভূতরত্নামনুশাধি মেদিনীং
প্রভূতরাষ্ট্রাং পিতৃবন্মহাযশঃ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

করিয়াছিলেন। ঐ অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। এই ককুৎস্থের বংশধর বলিয়া তোমরা কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছ। ককুৎস্থের পুত্র রঘু এবং ঐ রঘুর বংশধর বলিয়া তোমরা রাঘব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছ। রঘুর পুত্র তেজস্বী সৌদাস। তিনি অভিসম্পাতবশতঃ কল্মাষপাদ, প্রবৃদ্ধ ও পুরুষাদক (নরভক্ষক) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে,—কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খণ। এই শঙ্খণ সুপ্রসিদ্ধ বলশালী হইয়াও সৈন্যসহিত নিহত হন।২৬-৩০

শঙ্খণের পুত্র শ্রীমান্ বীর সুদর্শন। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুব। প্রশুশ্রুবের পুত্র প্রাজ্ঞ অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র পরাক্রমশালী নহুষ। নহুষের পরম ধার্মিক পুত্র নাভাগ। নাভাগের অজ ও সুব্রত নামে দুই পুত্র। অজের পুত্র ধর্মাত্মা রাজা দশরথ। এই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি রামনামে বিখ্যাত হইয়াছ। নরনাথ! তুমি নিজ রাজ্য গ্রহণ কর এবং এই সংসারকে অবলোকন কর। ইক্ষ্বাকুবংশে অগ্রজ সন্তানই রাজা হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ বর্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ কখনও রাজ্যাভিষিক্ত হয় না। তুমি রঘুবংশীয়গণের সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট করিতে পার না। অতএব পিতার ন্যায় মহাযশস্বী হইয়া প্রভূত রত্নশালিনী বিশালদেশময়ী এই পৃথিবীর শাসন কর।৩১-৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রাজ্যগ্রহণায় রামং প্রতি বসিষ্ঠদেবস্যানুরোধঃ, পিতৃসত্যরক্ষণে দৃঢ়সঙ্কল্পস্য রামস্য তদ্গ্রহণে অনঙ্গীকারঃ, তেন ভরতস্য প্রায়োপবেশনোদ্যোগঃ, রামবচনেন ততঃ প্রতিনিবৃত্তস্য ভরতস্য স্বস্য চতুর্দশবৎসরং যাবদ্ বনবাসায় সঙ্কল্পঃ, তং প্রতি রামস্য পুনরুপদেশশ্চ।]

বসিষ্ঠঃ স তদা রামমুক্ত্বা রাজপুরোহিতঃ।
অব্রবীদ্ ধর্মসংযুক্তং পুনরেবাপরং বচঃ ॥১
পুরুষস্যেহ জাতস্য ভবন্তি গুরবস্ত্রয়ঃ (ক)।
আচার্য্যশ্চৈব কাকুৎস্থ পিতা মাতা চ রাঘব ॥২
পিতা হ্যেনং জনয়তি পুরুষং পুরুষর্ষভ।
প্রজ্ঞাং দদাতি চাচার্য্যস্তস্মাৎ স গুরুরুচ্যতে ॥৩
স ত্বেঽহং পিতুরাচার্য্যস্তব চৈব পরন্তপ।
মম ত্বং বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্ ॥৪
ইমা হি তে পরিষদো জ্ঞাতয়শ্চ নৃপাস্তথা।
এষু তাত চরন্ ধর্মং নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্ ॥৫
বৃদ্ধায়া ধর্মশীলায়া মাতুর্নার্হস্যবর্তিতুম্।
তস্যা হি বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্ ॥৬
ভরতস্য বচঃ কুর্বন্ যাচমানস্য রাঘব।
আত্মানং নাতিবর্তেস্ত্বং সত্য-ধর্মপরাক্রমঃ ॥৭
এবং মধুরমুক্তঃ স গুরুণা রাঘব স্বয়ম্।
প্রত্যুবাচ সমাসীনং বসিষ্ঠং পুরুষর্ষভঃ ॥৮
যস্মাতাপিতরৌ বৃত্তং তনয়ে কুরুতঃ সদা।
ন তৎপ্রতিকরং তস্য তু মাত্রা পিত্রা চ যৎকৃতম্ ॥৯
যথাশক্তিপ্রদানেন স্বাপনোচ্ছ্বাসনেন চ।
নিত্যঞ্চ প্রিয়বাদেন তথা সংবর্ধনেন চ ॥১০

একাদশাধিক শততম সর্গ

[রাজ্য গ্রহণের জন্য রামের প্রতি বশিষ্ঠদেবের অনুরোধ, পিতৃসত্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প রামের তদ্গ্রহণে অস্বীকার, সেইজন্য ভরতের প্রায়োপবেশনের উদ্যোগ, রামের বচনে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভরতকর্তৃক স্বীয় চতুর্দশ বৎসর যাবৎ বনবাসের জন্য সঙ্কল্প, এবং তাঁহার প্রতি রামের পুনরায় উপদেশ।]

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ সেই সময় রামকে ঐরূপ বলিয়া পুনর্বার ধর্মসঙ্গত অন্য কথা বলিতে লাগিলেন—কাকুৎস্থ! রঘুনন্দন! পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে আচার্য্য পিতা ও মাতা এই তিন জন তাহার গুরু হন। নরোত্তম! পিতা তাহাকে জন্ম দিয়া থাকেন এবং আচার্য্য তাঁহাকে জ্ঞান দিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহারা গুরুপদবাচ্য হন। আমি তোমার পিতার ও তোমার আচার্য্য। অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে কখনও সদ্গতি হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। এই পৌরপরিষদ্গণ, জ্ঞাতিগণ নরপতিগণ সকলেই তোমার। তুমি ইহাঁদিগের প্রতি ধর্মাচরণ করিলে কখনও সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।১-৫

বৃদ্ধা ও ধর্মশীলা জননীর বাক্য লঙ্ঘন করা তোমার উচিত হইবে না। তুমি ইহাঁর আদেশ পালন করিলে সৎপথভ্রষ্ট হইবে না। রঘুনন্দন! তুমি ধর্মপরায়ণ ও সত্যপরাক্রম, তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য প্রার্থনাকারী ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিলে তুমি সৎপথভ্রষ্ট হইবে না। গুরুদেব বশিষ্ঠ মধুরবাক্যে এইরূপ বলিয়া আসন গ্রহণ করিলে পুরুষোত্তম রাম প্রত্যুত্তর করিলেন। পিতামাতা সর্বদা সন্তানের যে উপকার করেন, তাহার প্রত্যুপকার বা পরিশোধ করা কখনই সম্ভাবিত নহে। যথাশক্তি দুগ্ধ ও অন্নাদি দান, যথাকালে শয়ন করান, তৈলাদি উদ্বর্তন (তৈল মর্দনাদি), সর্বদা প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ ও লালনপালন প্রভৃতির দ্বারা পিতামাতা যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার প্রতিদান কখনই সম্ভব হইতে পারে না।৬-১০

পাঠান্তর :—(ক) —ভবন্তি গুরবঃ সদা।

স হি রাজা দশরথঃ পিতা জনয়িতা মম।
আজ্ঞাপয়ন্মাং যৎ তস্য ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥১১
এবমুক্তস্তু রামেণ ভরতঃ প্রত্যনন্তরম্।
উবাচ বিপুলোরস্কঃ সূতং পরমদুর্মনাঃ ॥১২
ইহ ভূ স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে।
আর্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে সম্প্রসীদতি ॥১৩
নিরাহারো নিরালোকো ধনহীনো যথা দ্বিজঃ।
দ্বারে পুরস্তাচ্ছালায়াং যাবন্মাং প্রতিযাস্যতি ॥১৪
স তু রামমবেক্ষন্তং সুমন্ত্রং প্রেক্ষ্য দুর্মনাঃ।
কুশোত্তরমুপস্থাপ্য ভূমাবেবান্বিতঃ স্বয়ম্ ॥১৫
তমুবাচ মহাতেজা রামো রাজর্ষিসত্তমঃ।
কিং মাং ভরত কুর্বাণং তাত প্রত্যুপবেক্ষ্যসে ॥১৬

ব্রাহ্মণো হ্যেকপার্শ্বেন নরান্ যোদ্ধুমিহার্হতি।
ন তু মূর্ধাভিষিক্তানাং বিধিঃ প্রত্যুপবেশনে ॥১৭
উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল হিত্বৈতদ্ দারুণং ব্রতম্।
পুরবর্ধ্যামিতঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং যাহি রাঘব ॥১৮
আসীনস্ত্বেব ভরতঃ পৌরজানপদং জনম্।
উবাচ সর্বতঃ প্রেক্ষ্য কিমার্যং নানুশাসথ ॥১৯
তে তদোচুর্মহাত্মানং পৌর-জানপদা জনাঃ।
কাকুৎস্থমভিজানীমঃ সম্যগ্ বদতি রাঘবঃ ॥২০
এষোঽপি হি মহাভাগঃ পিতুর্বচসি তিষ্ঠতি।
অতএব ন শক্তাঃ স্মো ব্যাবর্তয়িতুমঞ্জসা ॥২১
তেষামাজ্ঞায় বচনং রামো বচনমব্রবীৎ।
এবং নিবোধ বচনং সুহৃদাং ধর্মচক্ষুষাম্ ॥২২

রাজা দশরথ আমার জন্মদাতা পিতা। তিনি আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার সেই আদেশ কখনই মিথ্যা হইবে না। রাম এই প্রকার বলিলে পর বিশালহৃদয় ভরত অতিশয় দুঃখিতচিত্তে সমীপবর্তী সারথিকে বলিলেন—সুমন্ত্র! তুমি অতি সত্বর এই চত্বরে কুশ আস্তরণ করিয়া (বিছাইয়া) দাও। আর্য রাম যে পর্য্যন্ত আমার প্রতি প্রসন্ন না হন, তাবৎপর্য্যন্ত আমি (১) প্রায়োপবেশন করিব। অধমর্ণকর্তৃক (ঋণগ্রহীতৃকর্তৃক) ধনহীন ঋণদাতা ব্রাহ্মণ যেমন নিজ ধনের পুনঃ প্রাপ্তির কামনায় অনাহারে মুদ্রিতনয়নে অধমর্ণের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ আর্য রাম যাবৎ পর্য্যন্ত আমার বাক্যানুসারে অযোধ্যায় গমন না করিবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে ঐ ভাবে শয়ন করিয়া থাকিব। রামের অনুরোধে সুমন্ত্র কুশ আহরণে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া দুঃখিতচিত্ত ভরত নিজেই ভূতলে কুশাস্তরণ করিয়া অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১১-১৫

তখন রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা রাম ভরতকে বলিলেন—ভরত! ভ্রাতঃ! আমি কি অন্যায় করিয়াছি যে, তুমি আমার পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে প্রায়োপবেশন করিতেছ? কৃতঋণ ব্রাহ্মণই ধনপ্রাপ্তির জন্য অধমর্ণের দ্বারদেশে এইভাবে প্রায়োপবেশন করিতে পারেন। অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়গণের এইরূপ প্রায়োপবেশনের বিধান নাই। নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! ভরত! তুমি গাত্রোত্থান কর, এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া এই স্থান হইতে অযোধ্যায় অতি সত্বর গমন কর। তখন ভরত সেইভাবে উপবিষ্ট থাকিয়াই চতুর্দিকে অবস্থিত পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, তোমরা সকলে কিজন্য আর্য রামকে হিতকর বাক্য বলিতেছ না। ভরতের বাক্য শুনিয়া তাহারা সকলে মহাত্মা ভরতকে বলিল যে, আপনি রঘুবংশীয় ব্যক্তির উপযুক্ত বাক্যই কাকুৎস্থ রামকে সঙ্গতভাবে বলিয়াছেন ॥১৬-২০

কিন্তু মহানুভব রামও পিতৃবাক্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। অতএব আমরা সহসা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইতেছি না। তখন রাম তাহাদিগের বাক্য অনুমোদন করিয়া ভরতকে বলিলেন—ভ্রাতঃ! ধর্মদর্শী বন্ধুগণের এই বাক্য শ্রবণ কর। ইহারা তোমার সম্বন্ধে ও আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহা সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ। মহাবাহো! তুমি ক্ষত্রিয়ের অকরণীয় প্রায়োপবেশন

---

(১) প্রায়োপবেশন :—যাহাকে উপরোধ করিতে হইবে, তাহার গৃহদ্বার সমীপে ঊর্ধ্বস্তরবিধি পর্য্যন্ত কুশের উপর মস্তকাবৃত অবস্থায় নিরাহারে একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকা। পার্শ্ব পরিবর্তনও নিষিদ্ধ।

এতচ্ছ্রুত্বোত্তরং শ্রুত্বা সম্যক্ সম্পশ্য রাঘব।
উত্তিষ্ঠ ত্বং মহাবাহো মাঞ্চ স্পৃশ তথোদকম্ ॥২৩
অথোত্থায় জলং স্পৃষ্ট্বা ভরতো বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণ্বন্তু মে পরিষদো মন্ত্রিণঃ শ্রেণয়স্তথা ॥২৪
ন যাচে পিতরং রাজ্যং নানুশাসামি মাতরম্।
এবং পরমধর্মজ্ঞং নানুজানামি রাঘবম্ ॥২৫
যদি ত্বকার্য্যং বক্তব্যং কর্তব্যঞ্চ পিতুর্বচঃ।
অহমেব নিবৎস্যামি চতুর্দশ বনে সমাঃ ॥২৬
ধর্মাত্মা তস্য সত্যেন ভ্রাতুর্বাক্যেন বিস্মিতঃ।
উবাচ রামঃ সম্প্রেক্ষ্য পৌর-জানপদং জনম্ ॥২৭
বিক্রীতমাহিতং ক্রীতং যৎ পিত্রা জীবতা মম।
ন তল্লোপয়িতুং শক্যং ময়া বা ভরতেন বা ॥২৮
উপাধির্ন ময়া কার্য্যো বনবাসে জুগুপ্সিতঃ।
যুক্তমুক্তঞ্চ কৈকেয্যা পিত্রা মে সুকৃতং কৃতম্ ॥২৯
জানামি ভরতং ক্ষান্তং গুরুদংকারকারিণম্।
সর্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি ॥৩০
অনেন ধর্মশীলেন বনাৎ প্রত্যাগতঃ পুনঃ।
ভ্রাত্রা সহ ভবিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পতিরুত্তমঃ ॥৩১
বৃতো রাজা হি কৈকেয্যা ময়া তদ্বচনং কৃতম্।
অনৃতাম্মোচয়ানেন পিতরং তং মহীপতিম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

হইতে উত্থিত হও। ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমাকে স্পর্শ কর এবং আচমনীয় জল স্পর্শ কর। অনন্তর ভরত গাত্রোত্থানপূর্বক জলস্পর্শ করিয়া বলিলেন—সভ্যগণ! মন্ত্রিগণ! জ্ঞাতিগণ! সকলেই আমার কথা শ্রবণ করুন,—আমি পিতার নিকট রাজ্যপ্রার্থনা করি নাই, তজ্জন্য মাতাকেও কোনরূপ অনুরোধ করি নাই এবং পরমধর্মজ্ঞ আর্য্য রামের বনবাসেও সম্মতি জ্ঞাপন করি নাই। ২০-২৫

তথাপি যদি বনবাসের দ্বারাই পিতার আদেশ-পালন করিতে হয়, তাহা হইলে আমিই চতুর্দশবৎসর বনে বাস করিব। ধর্মাত্মা রাম অনুজ ভরতের সত্যবাক্যে বিস্মিত হইয়া পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—পিতা দশরথ জীবিতাবস্থায় যাহা বিক্রয় করিয়াছেন, যাহা দান করিয়াছেন, যাহা ক্রয় করিয়াছেন, তাহার লোপকরা আমার অথবা ভরতের উচিত হইবে না। আমি এই বনবাসে কোনরূপ কপটতা করিব না। আমি বনবাসে সমর্থ হইয়াও ভরতকে প্রতিনিধি করিলে তাহা অতিশয় নিন্দনীয়ই হইবে। কৈকেয়ীদেবী উচিত কথাই বলিয়াছেন এবং পিতৃদেবও সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন। ভরত যে ক্ষমাশীল ও গুরুজনের সৎকারকারী, তাহাও আমি জানি। এই সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা ভরতে সকল-বিষয়েই মঙ্গলসাধন সম্ভব। আমি চতুর্দশবৎসরান্তে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধর্মশীল ভরতের সহিত পুনর্বার পৃথিবীর অধিপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইব। কৈকেয়ী মহারাজ দশরথের নিকট আমার বনবাসরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তোমার রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি সেই অনুসারে কার্য্য করিতেছি। তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া মহারাজ পিতৃদেবকে অসত্য হইতে মুক্ত কর। ২৬-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রাবণবধৈষিণামৃষীণাং ভরতং প্রত্যুপদেশঃ, রাজ্যগ্রহণার্থং রামং প্রতি ভরতস্য প্রার্থনা, ভরতং প্রতি রামস্যাশ্বাসবচনম্, তৎপ্রার্থনানুসারেণ পাদুকাদানঞ্চ।]

তমপ্রতিমতেজোভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং রোমহর্ষণম্।
বিস্মিতাঃ সঙ্গমং প্রেক্ষ্য সমুপেতা মহর্ষয়ঃ ॥১
অন্তর্হিতা মুনিগণাঃ স্থিতাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
তৌ ভ্রাতরৌ মহাভাগৌ কাকুৎস্থৌ প্রশশংসিরে ॥২
সদার্য্যৌ রাজপুত্রৌ স্থৌ (ক) ধর্মজ্ঞৌ ধর্মবিক্রমৌ।
শ্রুত্বা বয়ং হি সম্ভাষমুভয়োঃ স্পৃহয়ামহে ॥৩
ততস্তু ঋষিগণাঃ ক্ষিপ্রং দশগ্রীববধৈষিণঃ।
ভরতং রাজশার্দূলমিত্যূচুঃ সঙ্গতা বচঃ ॥৪
কুলে জাত মহাপ্রাজ্ঞ মহাবৃত্ত মহাযশঃ।
গ্রাহ্যং রামস্য বাক্যং তে পিতরং বগ্রবেক্ষসে ॥৫
সদানৃণমিমং রাজং বয়মিচ্ছামহে পিতুঃ।
অনৃণত্বাচ্চ কৈকেয্যাঃ স্বর্গং দশরথো গতঃ ॥৬
এতাবদুক্ত্বা বচনং গন্ধর্বাঃ সমহর্ষয়ঃ।
রাজর্ষয়শ্চৈব তথা সর্বে স্বাং স্বাং গতিং গতাঃ ॥৭
হ্লাদিতস্তেন বাক্যেন শুশুভে শুভদর্শনঃ।
রামঃ সংহৃষ্টবচনস্তানৃষীনিত্যপূজয়ৎ ॥৮
ব্রস্তগাত্রস্তু ভরতঃ স বাচা সজ্জমানয়া।
কৃতাঞ্জলিরিদং বাক্যং রাঘবং পুনরব্রবীৎ ॥৯
রাম ধর্মমিমং প্রেক্ষ্য কুলধর্মানুসন্ততম্।
কর্তুমর্হসি কাকুৎস্থ মম মাতুশ্চ যাচনাম্ ॥১০

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ

[রাবণবধাভিলাষী ঋষিগণের ভরতের প্রতি উপদেশ, রাজ্য গ্রহণের জন্য রামের প্রতি ভরতের প্রার্থনা, ভরতের প্রতি রামের আশ্বাস বচন এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে পাদুকাদান।]

নারদাদি মহর্ষিগণ অতুলনীয়তেজস্বী ভ্রাতৃদ্বয়ের এইপ্রকার রোমহর্ষণ (পুলকসঞ্চারী) সমাগম সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া সেইস্থানে আগমন করিলেন। মুনিগণ ও মহর্ষিগণ শূন্যমার্গে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া ককুৎস্থ-বংশজাত মহাভাগ্যবান্ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে—এই রাজপুত্রদ্বয় ধর্মপথানুবর্তী ধর্মরহস্য-বিৎ। আমরা ইহাদের উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া প্রীতচিত্তে পুনঃ পুনঃ শুনিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর ঋষিগণ রাবণবধাভিলাষে সকলে অবিলম্বে মিলিত হইয়া নৃপশ্রেষ্ঠ ভরতকে বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ! সচ্চরিত্র-সম্পন্ন! ভরত! তুমি মহাযশস্বী ও সৎকুলজাত। তুমি যদি পিতার দিকে দৃষ্টিপাত কর (অর্থাৎ পিতার তৃপ্তি কামনা বা স্বর্গগমন কামনা কর), তাহা হইলে রামের বাক্য গ্রহণ করাই তোমার কর্তব্য।১-৫

রাম পিতার নিকট ঋণী হউন—ইহাই আমরা কামনা করি। কৈকেয়ীর নিকট ঋণমুক্ত হইয়াই রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। মহর্ষিগণের সহিত রাজর্ষিগণ ও গন্ধর্বগণ এইরূপ বলিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। শুভদর্শন রাম মহর্ষিগণের বাক্যে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রহৃষ্টবদনে ঋষিগণের সবিশেষ পূজা করিলেন। তখন ভরত কম্পিতশরীরে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্খলিতবাক্যে রামকে পুনর্বার বলিলেন। ককুৎস্থবংশজাত! অগ্রজ! জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী এই কুলধর্মানুসারী কর্তব্য বিচার করিয়াই কার্য করিতে হইবে এবং আমার মাতার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে।৬-১০

আমি একাকী এই বিশালরাজ্য রক্ষা করিতে এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী অনুরক্ত জনগণকে প্রতিপালন বা সন্তুষ্ট করিতে উৎসাহান্বিত হইতেছি

রক্ষিতুং সুমহদ্ রাজ্যমহমেকস্তু নোৎসহে।
পৌর-জানপদাশ্চাপি রক্তান্ রক্তয়িতুং তথা ॥১১
জ্ঞাতয়শ্চাপি যোধাশ্চ মিত্রাণি সুহৃদশ্চ নঃ।
ত্বামেব হি প্রতীক্ষন্তে পর্জন্যমিব কর্ষকাঃ ॥১২
ইদং রাজ্যং মহাপ্রাজ্ঞ স্বাপয় প্রতিপদ্য হি।
শক্তিমান্ স হি কাকুৎস্থ লোকস্য পরিপালনে ॥১৩
এবমুক্ত্বাপতদ্ ভ্রাতুঃ পাদয়োর্ভরতস্তদা।
তৃশং সম্প্রার্থয়ামাস রাঘবেহতিপ্রিয়ং বদন্ ॥১৪
তমঙ্কে ভ্রাতরং কৃত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং মত্তহংসবরঃ স্বয়ম্ ॥১৫
আগতা ত্বামিয়ং বুদ্ধিঃ স্বজা বৈনয়িকী চ যা।
তৃশমুৎসহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি ॥১৬
অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
সর্বকার্যাণি সম্মন্ত্র্য মহান্ত্যপি হি কারয় ॥১৭
লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ ॥১৮
কামাদ্ বা তাত লোভাদ্ বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ ॥১৯
এবং ব্রুবাণং ভরতঃ কৌসল্যাসুতমব্রবীৎ।
তেজসাদিত্যসঙ্কাশং প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শনম্ ॥২০
অধিরোহার্য্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে।
এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ ॥২১
সোঽধিরুহ্য নরব্যাঘ্রঃ পাদুকে ব্যবমুচ্য চ।
প্রাযচ্ছৎ সুমহাতেজা ভরতায় মহাত্মনে ॥২২
স পাদুকে সম্প্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।
চতুর্দশ হি বর্ষাণি জটাচীরধরো হ্যহম্ ॥২৩
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন।
তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্ বহিঃ ॥২৪

না। কৃষকেরা যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইভাবে আমাদের জ্ঞাতিবর্গ, যোদ্ধবর্গ ও বন্ধুবর্গ সকলেই আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে। মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি আমার নিকট হইতে এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া অন্য কাহারও হস্তে স্থাপন করুন। যাহাকেই এই ভার দিবেন, সেই ব্যক্তিই তাহা বহন করিতে পারিবে অর্থাৎ সকলেই প্রতিপালন করিবে। এইরূপ বলিয়া ভরত ভ্রাতার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং প্রিয়বাক্যে সম্বোধন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মত্তহংসের ন্যায় মধুরকণ্ঠ রাম পদ্মপলাশলোচন শ্যামবর্ণ ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন।১১-১৫

ভ্রাতঃ! তোমার যে স্বাভাবিক বিনয়সম্পন্ন বুদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে তুমি সম্পূর্ণ পৃথিবীকেও রক্ষা করিতে সমর্থ। সুহৃৎ, অমাত্য ও বুদ্ধিমান্ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদিত কর। যদি চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না অপগত হয়, যদি হিমালয় হিম পরিত্যাগ করে, সমুদ্র যদি তটভূমি অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতৃদেবের নিকট কৃত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। ভ্রাতঃ! তোমার মাতা ইচ্ছা বা লোভের বশ এইরূপ করিয়াছেন - ইহা তুমি মনে করিও না। মাতার প্রতি সন্তানের যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তুমি তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই করিও। সূর্যসমতেজস্বী প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় লোভনীয়-দর্শন রাম এইরূপ বলিতে থাকিলে ভরত তাঁহাকে বলিলেন।১৬-২০

আর্য্য! আপনি সুবর্ণালঙ্কৃত পাদুকাদ্বয়ে চরণ অর্পণ করুন। এই পাদুকাদ্বয় সমস্তলোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে। তখন মহাতেজস্বী নরোত্তম রাম পাদুকাদ্বয়ে চরণ সংযোগপূর্বক তাহা মোচন করিলেন এবং মহাত্মা ভরতকে প্রদান করিলেন। পাদুকাদ্বয়কে প্রণাম করিয়া রামকে বলিলেন—বীর! রঘুনন্দন! আমি এই চতুর্দশবৎসর জটাচীরধারী হইয়া ফলমূল ভোজন করিব এবং আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অযোধ্যানগরীর বহির্দেশে বাস করিব। রঘুশ্রেষ্ঠ; আমি আপনার পাদুকাদ্বয়ে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া এই চতুর্দশবৎসর অতিবাহিত করিব। যেদিন চতুর্দশ-বৎসর পূর্ণ হইবে, সেইদিন যদি আপনাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে অগ্নিতে প্রবেশ করিব। "তথাস্তু"

তব পাদুকয়োর্নস্ত রাজ্যতন্ত্রং পরন্তপ।
চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম ॥২৫
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাং তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় তং পরিষ্বজ্য সাদরম্ ॥২৬
শত্রুঘ্নঞ্চ পরিষ্বজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ।
মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা ঘোষং কুরু তাং প্রতি ॥২৭
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন।
ইত্যুক্ত্বাত্রু পরীতাক্ষো ভ্রাতরং বিসসর্জ হ ॥২৮
স পাদুকে তে ভরতঃ সুলঙ্কৃতে
মহোজ্জ্বলে সম্পরিগৃহ্য ধর্মবিৎ।
প্রদক্ষিণং চৈব চকার রাঘবং
চকার চৈবোত্তমনাগমূর্ধনি ॥২৯
অথানুপূর্ব্যা প্রতিপূজ্য তং জনং
গুরূংশ্চ মন্ত্রীন্ প্রকৃতীস্তথানুজৌ।
ব্যসর্জয়দ্ রাঘববংশবর্ধনঃ
স্থিতঃ স্বধর্মে হিমবানিবাচলঃ ॥৩০
তং মাতরো বাষ্পগৃহীতকণ্ঠ্যো
দুঃখেন নামন্ত্রয়িতুং হি শেকুঃ।
স চৈব মাতৃরভিবাদ্য সর্বা
রুদন্ কুটীং স্বাং প্রবিবেশ রামঃ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১২

'তাহাই হইবে' এইরূপ স্বীকার করিয়া রাম সাদরে ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন—রঘুনন্দন! তুমি কৈকেয়ীজননীকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিও না। এ বিষয়ে তোমার প্রতি আমার ও সীতার শপথ (দিব্য) রহিল। এইরূপে তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে ভরতকে বিদায় দিলেন ।২১-২৮

ধর্মজ্ঞ ভরত সেই পরম উজ্জ্বল অলঙ্কৃত পাদুকাদ্বয় গ্রহণপূর্বক রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর পাদুকাদ্বয় রাজার বাহন হস্তীর মস্তকে স্থাপন করিলেন। তখন হিমালয়ের ন্যায় স্বধর্মনিষ্ঠ রঘুবংশবর্ধন রাম যথাক্রমে গুরুজন, মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য সমবেত সকলকে যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন এবং অনুজদ্বয়ের সমাদর করিয়া বিদায় দিলেন। মাতৃগণ দুঃখবশতঃ বাষ্পপূর্ণকণ্ঠ হওয়ায় কেহই রামকে আমন্ত্রণ করিতে পারিল না। রাম মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় কুটীরে প্রবেশ করিলেন ।২৯-৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রামপাদুকে গৃহীত্বা শত্রুঘ্নেন সহ ভরতস্য অযোধ্যাভিমুখগমনম্]

ততঃ শিরসি কৃত্বা তু পাদুকে ভরতস্তদা।
আরুরোহ রথং হৃষ্টঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥১
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ।
অগ্রতঃ প্রযযুঃ সর্বে মন্ত্রিণো মন্ত্রপূজিতাঃ ॥২
মন্দাকিনীং নদীং রম্যাং প্রাঙ্মুখাস্তে যযুস্তদা।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্বাণাশ্চিত্রকূটং মহাগিরিম্ ॥৩
পশ্যন্ ধাতুসহস্রাণি রম্যাণি বিবিধানি চ।
প্রযযৌ তস্য পার্শ্বেন সসৈন্যো ভরতস্তদা ॥৪
অদূরাচ্চিত্রকূটস্য দদর্শ ভরতস্তদা।
আশ্রমং যত্র স মুনির্ভরদ্বাজঃ কৃতালয়ঃ ॥৫
স তমাশ্রমমাগম্য ভরদ্বাজস্য বীর্য্যবান্।
অবতীর্য্য রথাৎ পাদৌ ববন্দে কুলনন্দনঃ ॥৬
ততো হৃষ্টো ভরদ্বাজো ভরতং বাক্যমব্রবীৎ।
অপি কৃত্যং কৃতং তাত রামেণ চ সমাগতম্ ॥৭
এবমুক্তঃ স তু ততো ভরদ্বাজেন ধীমতা।
প্রত্যুবাচ ভরদ্বাজং ভরতো ধর্মবৎসলঃ ॥৮
স যাচ্যমানো গুরুণা ময়া চ দৃঢ়বিক্রমঃ।
রাঘবঃ পরমপ্রীতো বসিষ্ঠং বাক্যমব্রবীৎ ॥৯
পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং তামেব পালয়িষ্যামি তত্ত্বতঃ।
চতুর্দশ হি বর্ষাণি যা প্রতিজ্ঞা পিতুর্মম ॥১০

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ

[রামের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত ভরতের অযোধ্যাভিমুখে গমন।]

অনন্তর ভরত পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত মুনিগণ ও মন্ত্রণাকুশল সম্মানভাজন মন্ত্রিগণ অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে চিত্রকূটনামক বিশালপর্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বাভিমুখে রমণীয় মন্দাকিনীর দিকে গমন করিলেন। রমণীয় নানাপ্রকার সহস্র সহস্র ধাতু দেখিতে দেখিতে ভরত সৈন্যগণের সহিত চিত্রকূটের উত্তরপার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ অন্যান্য মুনিগণের সহিত যে স্থানে বাস করিতেছিলেন, ভরত চিত্রকূটের অনতিদূরে অবস্থিত সেইস্থান দেখিতে পাইলেন। ১-৫

সৎকুলজাত বীর্যবান্ ভরত সেই আশ্রমে আসিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মহর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন। তখন ভরদ্বাজ হৃষ্টচিত্তে ভরতকে বলিলেন, —বৎস! রামের সহিত মিলন হওয়ায় তোমার কর্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে ত? ধীমান্ ভরদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর ধর্মপ্রিয় ভরত তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,— বশিষ্ঠদেব ও আমি রামের নিকট রাজ্যপালনের প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ করিলে রঘুনন্দন অতিপ্রীত হইয়া বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন যে,—পিতা আমার চতুর্দশবৎসর বনবাসের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি পিতার প্রতিজ্ঞাই পালন করিব।৬-১০

বাগ্মী রাম এইরূপ বলিলে পর মহাপ্রাজ্ঞ সুবক্তা বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ! রাম! তুমি এক্ষণে হৃষ্টমনে তোমার প্রতিনিধিস্বরূপ স্বর্ণালঙ্কৃত এই পাদুকাদ্বয় প্রদান কর এবং ইহার দ্বারাই তুমি অযোধ্যায় প্রজাগণের যোগ-ক্ষেমকারী হও। বশিষ্ঠদেব-

---

* ভরদ্বাজ নিজ আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়া যমুনার দক্ষিণ তীরে সাময়িক বাসের জন্য একটি আশ্রম করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাম ও ভরতের সংবাদ সত্বর জানিবার জন্য এই আশ্রমে আসিয়া রহিয়াছেন।

এবমুক্তো মহাপ্রাজ্ঞো বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং রাঘবং বচনং মহৎ ॥১১
এতে প্রযচ্ছ সংহৃষ্টঃ পাদুকে হেমভূষিতে।
অযোধ্যায়াং মহাপ্রাজ্ঞ যোগ-ক্ষেমকরো ভব ॥১২
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন রাঘবঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ।
পাদুকে হেমবিকৃতে মম রাজ্যায় তে দদৌ ॥১৩
নিবৃত্তোঽহমনুজ্ঞাতো রামেণ সুমহাত্মনা।
অযোধ্যামেব গচ্ছামি গৃহীত্বা পাদুকে শুভে ॥১৪
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ।
ভরদ্বাজঃ শুভতরং মুনির্বাক্যমুদাহরৎ ॥১৫
নৈতচ্চিত্রং নরব্যাঘ্রে শীলবৃত্তবিদাং বরে।
যদার্য্যং ত্বয়ি তিষ্ঠেত্ত নিষ্পোঽস্পষ্টমিবোদকম্ ॥১৬
অনৃণঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশরথস্তব।
যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্মাত্মা ধর্মবৎসলঃ ॥১৭
তমৃষিং তু মহাপ্রাজ্ঞমুক্তবাক্যং কৃতাঞ্জলিঃ।
আমন্ত্রয়িতুমারেভে চরণাবুপগৃহ্য চ ॥১৮
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভরদ্বাজং পুনঃ পুনঃ।
ভরতস্তু যযৌ শ্রীমানযোধ্যাং সহ মন্ত্রিভিঃ ॥১৯
যানৈশ্চ শকটৈশ্চৈব হয়ৈর্নাগৈশ্চ সা চমূঃ।
পুনর্নিবৃত্তা বিস্তীর্ণা ভরতস্যানুযায়িনী ॥২০
ততস্তে যমুনাং দিব্যাং নদীং তীর্ত্বোর্মিমালিনীম্।
দদৃশুস্তাং পুনঃ সর্বে গঙ্গাং শিবজলাং নদীম্ ॥২১
তাং রম্যজলসম্পূর্ণাং সন্তীর্য্য সহবান্ধবঃ।
শৃঙ্গবেরপুরং রম্যং প্রবিবেশ সসৈনিকঃ ॥২২
শৃঙ্গবেরপুরাদ্ ভূয় অযোধ্যাং স দদর্শ হ।
অযোধ্যাং তু তদা দৃষ্ট্বা পিত্রা ভ্রাত্রা বিবর্জিতাম্ ॥২৩
ভরতো দুঃখসন্তপ্তঃ সারথিং চেদমব্রবীৎ।
সারথে পশ্য বিধ্বস্তা অযোধ্যা ন প্রকাশতে ॥২৪
নিরাকারা নিরানন্দা দীনা প্রতিহতস্বনা ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১৩

কর্তৃক এইরূপ কথিত হইলে রাম পূর্বাভিমুখ হইয়া আমার রাজ্যরক্ষার সহায়ক স্বর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয় আমাকে দান করিলেন। সেই জন্য আমি মহাত্মা রামের আদেশানুসারে নিবৃত্ত হইয়া শুভ পাদুকাদ্বয় গ্রহণকরত অযোধ্যায় গমন করিতেছি। মহাত্মা ভরতের এইরূপ শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া ভরদ্বাজমুনি তাঁহাকে শুভতর বাক্যে বলিলেন। ১১-১৫

পরিত্যক্ত জল যেমন নিম্নস্থানে (জলাশয় প্রভৃতিতে) থাকে, সেইরূপ অতিপবিত্রচরিত্রবান্‌গণের শ্রেষ্ঠ তোমাতে যে আর্যজনোচিত গুণ থাকিবে, তাহাতে কোন আশ্চর্য্য নাই। তোমার মহাবাহু পিতা দশরথ সর্বতোভাবে ঋণমুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ ধর্মাত্মা ও ধর্মপ্রিয় তুমি যে দশরথের পুত্র, তাঁহার ঋণ থাকিতে পারে না। মহাপ্রাজ্ঞ এইরূপ বাক্য বলিলে পর ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পদদ্বয়গ্রহণপূর্বক গমন করিবার জন্য আমন্ত্রণ (বিদায় গ্রহণ) করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ ভরত ভরদ্বাজকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন ভরতের অনুগামী সৈন্যগণ পুনর্বার নিবৃত্ত হইয়া যান, শকট, অশ্ব ও হস্তীসমূহের দ্বারা বিস্তীর্ণ হইল। ১৬-২০

অনন্তর তরঙ্গপূর্ণা রমণীয়া যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় পবিত্রসলিলা ভাগীরথীকে দেখিতে পাইলেন। বন্ধুগণ ও সৈন্যগণের সহিত ভরত রমণীয় জলপূর্ণা ভাগীরথী পার হইয়া অতিরমণীয় শৃঙ্গবেরপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর শৃঙ্গবেরপুর হইতে নির্গত হইয়া পুনর্বার অযোধ্যাকে দর্শন করিলেন। পিতা ও ভ্রাতা-কর্তৃক বিবর্জিতা অযোধ্যাকে দেখিয়া দুঃখসন্তপ্ত ভরত সারথিকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! অবলোকন কর—শোভা-রহিতা, অলঙ্কারশূন্যা, নিরানন্দা, দীনভাবযুক্তা ও আনন্দ-কোলাহলহীনা এই অযোধ্যা আর পূর্বের-ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে না। ২১-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতেন শ্রীরামবিরহাপগতশ্রিয়া অযোধ্যায়া রূপদর্শনম্, দশরথহীনমন্তঃপুরং দৃষ্ট্বা ভরতস্য শোকশ্চ।]

স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষেণ স্যন্দনেনোপযান্ প্রভুঃ।
অযোধ্যাং ভরতঃ ক্ষিপ্রং প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥১
বিড়ালোলূকচরিতামালীনমরবারণাম্।
তিমিরাভ্যাহতাং কালীমপ্রকাশাং নিশামিব ॥২
রাহুশত্রোঃ প্রিয়াং পত্নীং শ্রিয়া প্রজ্বলিতপ্রভাম্।
গ্রহেণাভ্যুদিতে নৈকাং রোহিণীমিব পীড়িতাম্ ॥৩
অল্পোষ্ণশুষ্কসলিলাং ঘর্মতপ্তবিহঙ্গমাম্।
লীনমীন-বধ-গ্রাহাং কৃশাং গিরিনদীমিব ॥৪
বিধূমামিব হেমাভাং শিখামগ্নেঃ সমুত্থিতাম্।
হবির্ভুগ্ভ্যুক্ষিতাং পশ্চাচ্ছিখাং বিপ্রলয়ং গতাম্ ॥৫
বিধ্বস্তকবচাং রুগ্নগজ-বাজি-রথ-ধ্বজাম্।
হতপ্রবীরামাপন্নাং চমূমিব মহাহবে ॥৬
সফেনাং সম্ভ্রমাং ভূত্বা সাগরস্য সমুত্থিতাম্।
প্রশান্তমারুতোদ্ধূতাং জলোর্মিমিব নিঃস্বনাম্ ॥৭
ত্যক্তাং যজ্ঞায়ুধৈঃ সর্বৈরভিরূপৈশ্চ যাজকৈঃ।
সত্যাকালে স্থনির্বৃত্তে বেদিং গতরবামিব ॥৮
গোষ্ঠমধ্যে স্থিতামার্তামচরন্ত্যাং নবং তৃণম্।
গোবৃষেণ পরিত্যক্তাং গবাং পত্নীমিবোৎসুকাম্ ॥৯
প্রভাকরাদ্যৈঃ স্নিগ্ধৈঃ প্রজ্বলদ্ভিরিবোত্তমৈঃ।
বিমুক্তাং মণিভির্ভাস্বৈর্নবাং মুক্তাবলীমিব ॥১০

চতুর্দশাধিকশততম সর্গ

[ভরতকর্তৃক শ্রীরামের বিরহে সৌন্দর্য-হীনা অযোধ্যার রূপ দর্শন এবং দশরথহীন অন্তঃপুর দর্শন করিয়া ভরতের শোক।]

মহাযশস্বী প্রভু ভরত স্নিগ্ধগম্ভীরধ্বনিযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক সত্বর অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে—চতুর্দিকেই বিড়াল ও পেচকসমূহ বিচরণ করিতেছে। গৃহকবাটসমূহ রুদ্ধ রহিয়াছে। অন্ধকারাবৃতা, কৃষ্ণবর্ণা ও প্রকাশরহিতা রাত্রির ন্যায় অযোধ্যার অবস্থা হইয়াছে। রাহুর শত্রু চন্দ্রমা অভ্যুদিত রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে চন্দ্রমার প্রিয়াপত্নী প্রজ্বলিত-প্রভাশালিনী রোহিণী যেমন পীড়িত হইয়া থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে গিরিনদীর জলরাশি রৌদ্রতাপে উষ্ণ ও জলপূরিত হইলে, জলচর পক্ষীরা গ্রীষ্মপ্রভাবে উত্তপ্ত হইলে এবং মৎস্যাদি ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুসকল বিলীন হইলে ঐ ক্ষীণদেহা নদীর যেরূপ অবস্থা হয়, অযোধ্যার তদনুরূপ অবস্থা হইয়াছে। যজ্ঞীয় ঘৃতসংস্পর্শে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা যেমন ধূমশূন্য হইয়া স্বর্গের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করে, পরে জলসেকের দ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হয়, রামের বিরহে অযোধ্যার সেইরূপ দশা হইয়াছে। ১-৫

মহাযুদ্ধে বীরপুরুষসকল নিহত, কবচসমূহ ছিন্নভিন্ন এবং হস্তী অশ্ব ও রথসমূহ বিধ্বস্ত হইলে বিপন্ন সৈন্যবাহিনীর যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। সাগরের তরঙ্গ যেমন প্রবলবায়ুবেগে সশব্দে ফেনের সহিত সমুত্থিত হইয়া উপশমে মন্দপ্রবাহিত পবনের দ্বারা স্থির ও নিঃশব্দ হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ দশা হইয়াছে। যজ্ঞের অবসানে ঋত্বিক্‌সমূহ যজ্ঞবেদী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, স্রুক্-স্রুবাদি যজ্ঞীয় পাত্র ও উপকরণাদিসমূহ স্থানান্তরিত হইয়াছে, সেই যজ্ঞবেদী শব্দহীনা হইয়া যেমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। গোষ্ঠমধ্যে বৃষভকর্তৃক পরিত্যক্তা স্নেহ নূতন তৃণভক্ষণে বিরতা ও দুঃখিতা হইয়া যেমন উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, অযোধ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। সুস্নিগ্ধপ্রভাবিশিষ্ট পদ্মরাগ স্ফটিক প্রভৃতি অতিশয় উৎকৃষ্ট মণিসমূহশূন্য মুক্তাবলীর যেমন শোভাহীন হইয়া থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে। ৬-১০

সহসা চরিতাং স্থানাদ্গগনাৎ পুণ্যক্ষয়াদ্ গতাম্ ।
সংহৃতদ্যুতিবিস্তারাং তারামিব দিবশ্চ্যুতাম্ ॥১১
পুষ্পনষ্টাং বসন্তান্তে মত্তভ্রমরপালিনীম্ ।
দ্রুতদাবাগ্নিবিধ্বস্তাং ম্লানাং বনলতামিব ॥১২
সম্মূঢ়নিগমাং সর্বাং সংক্ষিপ্তবিপণাপণাম্ ।
প্রচ্ছন্নশশিনক্ষত্রাং দ্যামিবাম্বুধরৈর্যুতাম্ ॥১৩
ক্ষীণপানোত্তমৈর্ভগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংবৃতাম্ ।
হতশৌণ্ডামিব ধ্বস্তাং পানভূমিমসংস্কৃতাম্ ॥১৪
বৃক্ণভূমিতলাং নিম্নাং বৃক্ণপাত্রৈঃ সমাবৃতাম্ ।
উপযুক্তোদকাং ভগ্নাং প্রপাং নিপতিতামিব ॥১৫
বিপুলাং বিততাং চৈব মুক্তপাশাং তরস্বিনাম্ ।
ভূমৌ বাণৈর্বিনিক্ষিপ্তাং পতিতাং জ্যামিবায়ুধাৎ ॥১৬
সহসা বৃদ্ধশৌণ্ডেন হয়ারোহেণ বাহিতাম্ ।
নিহতাং প্রতিসৈন্যেন বড়বামিব পাতিতাম্ ॥১৭

ভরতস্তু রথস্থঃ সন্ শ্রীমান্ দশরথাত্মজঃ ।
বাহয়ন্তং রথশ্রেষ্ঠং সারথিং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৮
কিন্নু খল্বস্য গম্ভীরো মূর্চ্ছিতো ন নিশাম্যতে ।
যথাপুরমযোধ্যায়াং গীতবাদিত্রনিঃস্বনঃ ॥১৯
বারুণীমদগন্ধশ্চ মাল্যগন্ধশ্চ মূর্চ্ছিতঃ ।
চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি সমন্ততঃ ॥২০
যানপ্রবরঘোষশ্চ সুস্নিগ্ধহয়নিঃস্বনঃ ।
প্রমত্তগজনাদশ্চ মহাংশ্চ রথনিস্বনঃ ॥২১
যেদানীং শ্রূয়তে পূর্য্যামস্যাং রামে বিবাসিতে ।
চন্দনাগুরুগন্ধাংশ্চ মহার্হাংশ্চ বনস্রজঃ ॥২২
গতে রামে হি তরুণাঃ সন্তপ্তা নোপভুঞ্জতে ।
বহির্যাত্রাং ন গচ্ছন্তি চিত্রমাল্যধরা নরাঃ ॥২৩
নোৎসবাঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে রামশোকাদিতে পুরে ।
সা হি নূনং মম ভ্রাত্রা পুরুষস্য দ্যুতির্গতা ॥২৪

পুণ্যক্ষয়বশতঃ সহসা আকাশভ্রষ্ট পৃথিবীর অভিমুখে প্রধাবিত ক্ষীণদ্যুতি নক্ষত্রের ন্যায় অযোধ্যার শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। বসন্তকাল অতীত হইলে মত্তভ্রমরযুক্তা পুষ্পিতা লতা প্রবলদাবানলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, সেইরূপ অযোধ্যাও ম্লান হইয়া গিয়াছে। রাজপথসমূহ জনগণের সমাগম-শূন্য, পণ্যবীথি (দোকান প্রভৃতি) সমূহ সংরুদ্ধ হওয়ায় মেঘমালাদ্বারা নক্ষত্র ও চন্দ্র আবৃত হইলে আকাশের যেরূপ অবস্থা হয়, অযোধ্যা সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মদ্যপানান্তে ভগ্নপাত্রপরিবৃত মদ্যপায়ী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অসংস্কৃত পানভূমির যেমন অবস্থা হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ হইয়াছে। ভগ্নপাত্রসমূহে সমাকীর্ণ ভগ্নচত্বর নিম্নভাগগর্ত্তময় জল পানভূমি জলশূন্য হইয়া যেমন বিশ্রস্তভাবে থাকে, অযোধ্যাও সেইভাবে রহিয়াছে। ১১-১৫

বিপুল বিস্তীর্ণপাশযুক্ত জ্যা (ধনুর ছিলা) তেজস্বী পুরুষগণের বাণদ্বারা ধনু হইতে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে যেমন অবস্থা হয়, অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। বৃদ্ধমত্ত অশ্বারোহণকারীকর্ত্তৃক বাহিত বড়বা (ঘোটকী) বিপক্ষ সৈন্য দ্বারা নিহত হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ হইয়াছে। বিশাল-মৎস্য ও কূর্মপ্রভৃতি বহু জলচরের দ্বারা পূর্ণ, ভয়ঙ্কর, পঙ্কশূন্য ও শুষ্কজল সরোবরের ন্যায় অযোধ্যাকে দেখা যাইতেছে। এক্ষণে অযোধ্যার সকল লোকই আনন্দশূন্য হইয়া অনুলেপনাদি পরিহার করিয়াছে। সকলের শরীর তীব্রশোকে সন্তপ্ত ও দৃঢ়ধরহিত। বর্ষাকাল সমাগমে মেঘমণ্ডলে প্রবিষ্ট নীলমেঘাবৃত সূর্য্যের প্রভার ন্যায় অযোধ্যায় যেমন গীতবাদ্যের ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত, এক্ষণে সেইরূপ গম্ভীর তরঙ্গিত ধ্বনি ও শ্রুতি-গোচর হইতেছে না? বারুণী (একপ্রকার মদ্য) মদগন্ধ, মাল্যগন্ধ, চন্দন ও অগুরুগন্ধ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে না। ১৬-২০

রাম অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ায় উত্তমযান (শকটাদি) শব্দ, সুস্নিগ্ধ অশ্বধ্বনি, মত্তমাতঙ্গধ্বনি ও রথচক্রের সুমহান্ শব্দ এই অযোধ্যায় শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। রাম বনে গমন করিয়াছেন বলিয়া অযোধ্যায় তরুণগণ শোকসন্তপ্ত হইয়া চন্দন, অগুরু-গন্ধ ও মহামূল্য বনমালাসমূহ উপভোগ করিতেছেনা।

ন হি রাজত্যযোধ্যেয়ং সাদারেবার্ত্তমী কৃপা।
কদা নু খলু মে ভ্রাতা মহোৎসব ইবাগতঃ ॥২৫
জনয়িষ্যত্যযোধ্যায়াং হর্ষং গ্রীষ্ম ইবাম্বুদঃ।
তরুণৈশ্চারুবেষৈশ্চ নরৈরুন্নতগামিভিঃ ॥২৬
সম্পতদ্ভিরযোধ্যায়াং নাভিভান্তি মহাপথাঃ।
ইতি ব্রুবন্ সারথিনা দুঃখিতো ভরতস্তদা ॥২৭
অযোধ্যাং সম্প্রবিশ্যৈব বিবেশ বসতিং পিতুঃ।
তেন হীনাং নরেন্দ্রেণ সিংহহীনাং গুহামিব ॥২৮
তদা তদন্তঃপুরমুক্তবিপ্রভং
হতৈরিবোৎকৃষ্টমভাস্করং দিনম্।
নিরীক্ষ্য সর্বত্র বিভক্তমান্তবান্
মুমোচ বাষ্পং ভরতঃ দুদুঃখিতঃ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১৪

অযোধ্যাবাসীরা বিচিত্রমালা ধারণ করিয়া বহির্ভাগে গমন করিতেছে না। রামের শোকে অভিভূত এই অযোধ্যায় কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে না। আমার মনে হয় আমার ভ্রাতার সহিত এই নগরীর সেই শোভা চলিয়া গিয়াছে। শরৎকালের শুক্লপক্ষীয় মনোহর রাত্রি বৃষ্টিধারায় পরিব্যাপ্ত হইলে যেমন তাহার শোভা হয় না, অযোধ্যারও সেইরূপ শোভা নাই। আমার ভ্রাতা রাম মহোৎসবের ন্যায় কবে এই অযোধ্যায় আসিবেন? এবং গ্রীষ্মকালে মেঘের ন্যায় তিনি অযোধ্যায় আসিয়া সকলের আনন্দ বিধান করিবেন? এক্ষণে অযোধ্যার রাজপথসমূহ উন্নতগমনশীল মনোহর বেশভূষা-সমন্বিত তরুণ পথিকগণদ্বারা সুশোভিত হইতেছে না—এইরূপ বলিতে বলিতে দুঃখিত ভরত সারথির সহিত অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন এবং প্রথমেই তিনি সিংহহীন গুহার ন্যায় দশরথরহিত পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। পূর্বকালে রাহুকর্তৃক সূর্যদেব গ্রস্ত হইলে দিবস যেমন প্রভাহীন হইয়া দেবতাগণের শোক উৎপাদন করিয়াছিল, সেইরূপ দশরথের বিরহে জনসঞ্চারশূন্য প্রভাহীন সেই অন্তঃপুর দর্শন করিয়া দুঃখিত ভরত অশ্রুধারা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ২১-২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[নন্দিগ্রামং গত্বা শ্রীরামপাদুকে রাজসিংহাসনে অভিষিচ্য তস্মৈ চ সর্বং নিবেদ্য ভরতস্য রাজ্যপরিচালনম্ ।]

ততো নিক্ষিপ্য মাতৃস্তা অযোধ্যায়াং দৃঢ়ব্রতঃ
ভরতঃ শোকসন্তপ্তো গুরূনিদমথাব্রবীৎ ॥১
নন্দিগ্রামং গমিষ্যামি সর্বানামন্ত্রয়েঽত্র বঃ ।
তত্র দুঃখমিদং সর্বং সহিষ্যে রাঘবং বিনা ॥২
গতশ্চাহো দিবং রাজা বনস্থঃ স গুরুর্মম ।
রামং প্রতীক্ষে রাজ্যায় স হি রাজা মহাযশাঃ ॥৩
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ ।
অব্রুবন্ মন্ত্রিণঃ সর্বে বসিষ্ঠশ্চ পুরোহিতঃ ॥৪
সদৃশং শ্লাঘনীয়ঞ্চ যদুক্তং ভরত ত্বয়া ।
বচনং ভ্রাতৃবাৎসল্যাদনুরূপং তবৈব তৎ ॥৫
নিত্যং তে বন্ধুলুব্ধস্য তিষ্ঠতো ভ্রাতৃসৌহৃদে ।
মার্গমার্য্যং প্রপন্নস্য কো নানুমন্যেত কঃ পুমান্ ॥৬
মন্ত্রিণাং বচনং শ্রুত্বা যথাভিলষিতং প্রিয়ম্ ।
অব্রবীৎ সারথিং বাক্যং রথো মে যুজ্যতামিতি ॥৭
প্রহৃষ্টবদনঃ সর্বা মাতৃঃ সমভিভাষ্য চ ।
আরুরোহ রথং শ্রীমান্ শত্রুঘ্নেন সমন্বিতঃ ॥৮
আরুহ্য তু রথং ক্ষিপ্রং শত্রুঘ্ন-ভরতাবুভৌ ।
যযতুঃ পরমপ্রীতৌ বৃতৌ মন্ত্রি-পুরোহিতৈঃ ॥৯
অগ্রতো গুরবঃ সর্বে বসিষ্ঠপ্রমুখা দ্বিজাঃ ।
প্রযযুঃ প্রাঙ্মুখাঃ সর্বে নন্দিগ্রামো যতো ভবেৎ ॥১০
বলঞ্চ তদনাহূতং গজাশ্ব-রথসঙ্কুলম্ ।
প্রযযৌ ভরতে যান্তে সর্বে চ পুরবাসিনঃ ॥১১

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ

[নন্দিগ্রামে যাইয়া এবং শ্রীরামের পাদুকা অভিষিক্ত করত তাঁহাকে সমস্ত নিবেদনপূর্বক ভরতের রাজকার্য্যপরিচালনা ।]

অনন্তর দৃঢ়ব্রত ভরত মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনকে বলিলেন,—আমি নন্দিগ্রামে গমন করিব, সেইজন্য আপনাদিগকে আমন্ত্রণ (বিদায়সম্ভাষণ) করিতেছি। রামকে ছাড়িয়া আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, নন্দিগ্রামে থাকিয়া সেই দুঃখ সহ্য করিব। হায়! মহারাজ দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। যিনি আমার গুরু, সেই রামও বনস্থ হইয়াছেন। আমি রামের প্রতীক্ষা করিব। তিনি মহাযশস্বী ও এই রাজ্যের উপযুক্ত রাজা। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ সকলেই মহাত্মা ভরতের এইরূপ শুভ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—ভরত! তুমি ভ্রাতার প্রতি বাৎসল্যবশতঃ যে কথা বলিলে, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। এইরূপ কথা তোমারই উপযুক্ত। ১-৫

তুমি ভ্রাতার প্রতি সৌহার্দপ্রকাশে সর্বদা নিরত, বন্ধুগণের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন ও সজ্জনগণের সেবিত পথ অবলম্বনকারী, অতএব কোনব্যক্তি তোমার অভিপ্রায়ে অসম্মতিপ্রকাশ করিবে? ভরত অভিলাষানুরূপ প্রিয়বাক্য মন্ত্রীগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া সারথিকে রথ সজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন। শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নের সহিত প্রফুল্লবদনে জননীগণকে সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। শত্রুঘ্ন ও ভরত উভয়ে মন্ত্রী ও পুরোহিতবৃত হইয়া রথারোহণ-পূর্বক পরমানন্দে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণ ও ব্রাহ্মণগণ পূর্বাভিমুখে সেই পথে চলিলেন, যে পথে নন্দিগ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৬-১০

রথস্থঃ স তু ধর্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
নন্দিগ্রামং যযৌ তূর্ণং শিরস্যাধায় পাদুকে ॥১২
ভরতস্তু ততঃ ক্ষিপ্রং নন্দিগ্রামং প্রবিশ্য সঃ।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং গুরূনিদমভাষত ॥১৩
এতদ্ রাজ্যং মম ভ্রাত্রা দত্তং সন্ন্যাসমুত্তমম্।
যোগক্ষেমবহে চেমে পাদুকে হেমভূষিতে ॥১৪
ভরতঃ শিরসা কৃত্বা সন্ন্যাসং পাদুকে ততঃ।
অব্রবীদ্ দুঃখসন্তপ্তঃ সর্বং প্রকৃতিমণ্ডলম্ ॥১৫
ছত্রং ধারয়ত ক্ষিপ্রমার্য্যপাদাবিমৌ মতৌ।
আভ্যাং রাজ্যে স্থিতো ধর্মঃ পাদুকাভ্যাং গুরোর্মম ॥১৬
ভ্রাত্রা তু ময়ি সন্ন্যাসো নিক্ষিপ্তঃ স্নেহদাদয়ম্।
তমিমং পালয়িষ্যামি রাঘবাগমনং প্রতি ॥১৭

ক্ষিপ্রং সংযোজয়িত্বা তু রাঘবস্য পুনঃ স্বয়ম্।
চরণৌ তৌ তু রামস্য দ্রক্ষ্যামি সহপাদুকৌ ॥১৮
ততো নিক্ষিপ্তভারোঽহং রাঘবেণ সমাগতঃ।
নিবেদ্য গুরবে রাজ্যং ভজিষ্যে গুরুবর্তিতাম্ ॥১৯
রাঘবায় চ সন্ন্যাসং দত্ত্বেমে বরপাদুকে।
রাজ্যং চেদমযোধ্যাঞ্চ ধূতপাপো ভবাম্যহম্ ॥২০
(অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে প্রহৃষ্টমুদিতে জনে,
প্রীতির্নষ্টস্য চৈবাহং ভবেদ্ রাজ্যাচ্চতুর্গুণম্ ॥
এবং তু বিলপন্ দীনো ভরতঃ স মহাযশাঃ।
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং দুঃখিতো মন্ত্রিভিঃ সহ ॥)
স বল্কলজটাধারী মুনিবেষধরঃ প্রভুঃ।
নন্দিগ্রামেঽবসদ্ বীরঃ সসৈন্যো ভরতস্তদা ॥২১

ভরতের প্রস্থানের পর পুরবাসী সকলে এবং হস্তী-অশ্ব-রথসমাকুল সৈন্যসমূহ অনাবৃত হইয়াও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ভ্রাতৃবৎসল মহাত্মা ভরত রথস্থ হইয়া রামের পাদুকাদ্বয় নিজমস্তকে ধারণপূর্বক নন্দিগ্রামে সত্বর উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিসত্বর নন্দিগ্রামে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক গুরুজনদিগকে বলিলেন যে—আমার ভ্রাতা রাম উত্তম এই রাজ্য আমাকে ন্যাসস্বরূপে (গচ্ছিতরূপে) অর্পণ করিয়াছেন। এই স্বর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয় এই রাজ্যের যোগক্ষেমবহন করিবে। অনন্তর ভরত রামপ্রদত্ত পাদুকাদ্বয় মস্তকে রাখিয়া দুঃখিতচিত্তে প্রজাবর্গকে বলিলেন। ১১-১৫

আর্য্য রামের চরণস্বরূপ এই পাদুকাদ্বয়ে অবিলম্বে ছত্র ধারণ কর। আমার গুরুর পাদুকাদ্বয়ের দ্বারা এই রাজ্যে ধর্ম্মব্যবহার স্থিরতর আছে। ভ্রাতা আমার প্রতি স্নেহার্দ্রবশতঃ ইহা ন্যস্ত করিয়াছেন। রঘুনন্দন রামের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত আমি ইহা পালন করিব। তিনি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণযুগলে পাদুকাদ্বয় সংযোজিত করিয়া পাদুকাপরিহিত চরণযুগল দর্শন করিব। তিনি আমার উপর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, সেইজন্যই আমি অযোধ্যায় আসিয়াছি। তিনি ফিরিয়া আসিলে এই রাজ্যভার তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি গুরুর মত তাঁহার সেবা করিব। রামের ন্যাসস্বরূপ এই পাদুকাদ্বয় ও এই অযোধ্যার রাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি পাপমুক্ত হইব। ১৬-২০

(কাকুৎস্থ রাম অভিষিক্ত হইলে এবং সকল জনগণ আনন্দিত হইলে আমার রাজ্যলাভ অপেক্ষা চতুর্গুণপ্রীতি ও যশ হইবে। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অতিদীন যশস্বী ভরত মন্ত্রিগণের সহিত অতিদুঃখিত-চিত্তে নন্দিগ্রামে থাকিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন) বল্কলজটাধারী শক্তিমান্ ভরত মুনিজনোচিত বেশ ধারণ করিয়া সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। (ভ্রাতৃবৎসল ভরত রামের আগমন কামনা করিয়া ভ্রাতৃবাক্য পালন করিতে লাগিলেন এবং নিজ প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য পাদুকাদ্বয়ের অভিষেক করিয়া নন্দিগ্রামে বাস করিলেন।) ভরত স্বয়ং পাদুকাদ্বয়ের উপর ছত্র ও চামর ধারণ করিলেন এবং রাজ্যশাসন বৃত্তান্তসমূহ পাদুকাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীভরত এইভাবে অগ্রজের পাদুকা-

(রামগমনমাকাঙ্ক্ষন্ ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ভ্রাতুর্বচনকারী চ প্রতিজ্ঞাপারগস্তদা।
পাদুকে স্বভিষিচ্যাথ নন্দিগ্রামেঽবসৎ তদা ॥)
স বালব্যজনং ছত্রং ধারয়ামাস স স্বয়ম্।
ভরতঃ শাসনং সর্বং পাদুকাভ্যাং নিবেদয়ন্ ॥২২
ততস্তু ভরতঃ শ্রীমানভিষিচ্যার্য্যপাদুকে।
তদধীনস্তদা রাজ্যং কারয়ামাস সর্বদা ॥২৩

তদা হি যৎ কার্যমুপৈতি কিঞ্চি-
দুপায়নং চোপহৃতং মহার্হম্।
স পাদুকাভ্যাং প্রথমং নিবেদ্য
চকার পশ্চাদ্ ভরতো যথাবৎ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

ভরের অভিষেক করিয়া পাদুকাদ্বয়ের অধীনতাস্বীকার-পূর্বক রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। সেইসময় রাজ্যসংক্রান্ত যে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে কিংবা মূল্যবান্ উপঢৌকন দ্রব্যাদি আসিলে তিনি অগ্রে পাদুকাদ্বয়ে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ যথাবিধি ব্যবহার করিতেন। ২১-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ

[বৃদ্ধকুলপতিনা সহ বহূনামৃষীণাং চিত্রকূটং পরিহায়ান্যত্র গমনম্।]

প্রতিযাতে তু ভরতে বসন্ রামস্তদা বনে।
লক্ষয়ামাস সোদ্বেগমথৌৎসুক্যং তপস্বিনাম্ ॥১
যে তত্র চিত্রকূটস্য পুরস্তাৎ তাপসাশ্রমে।
রামমাশ্রিত্য নিরতাস্তানলক্ষয়দুৎসুকান্ ॥২
নয়নৈর্ভ্রূকুটীভিশ্চ রামং নির্দিশ্য শঙ্কিতঃ।
অন্যোন্যমুপজল্পন্তঃ শনৈশ্চক্রুর্মিথঃ কথাঃ ॥৩
তেষামৌৎসুক্যমালক্ষ্য রামস্ত্বাত্মনি শঙ্কিতঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমৃষিং কুলপতিং ততঃ ॥৪

ষোড়শাধিকশততম সর্গ

[চিত্রকূটপর্বত পরিত্যাগকরত বৃদ্ধকুলপতির সহিত বহু ঋষির অন্যত্র গমন।]

এদিকে ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অযোধ্যায় গমন করিলে পর রাম চিত্রকূটপর্বতস্থ তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই স্থানে অবস্থিত তপস্বী সকলের উদ্বেগপূর্ণ ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিলেন। যে সকল তাপসগণ চিত্রকূটপর্বতের আশ্রমে রামের আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই উৎসুক হইয়াছেন—ইহা রাম লক্ষ্য করিলেন। ঐ সময় তপস্বিবর্গ শঙ্কিত হইয়া নয়ন ও ভ্রূকুটীর দ্বারা রামকে নির্দেশ পূর্বক পরস্পর ধীরে ধীরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাদিগের ঔৎসুক্য দেখিয়া স্বয়ং শঙ্কিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কুলপতি ঋষিকে বলিলেন—ভগবন্! আমার পূর্ববর্তীরাজগণের অনুরূপ আচরণে কি কোন বিকার দেখিতে পাওয়া

ন কশ্চিদ্ ভগবন্ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বরূপমিদং ময়ি।
দৃশ্যতে বিকৃতং যেন বিক্রিয়ন্তে তপস্বিনঃ ॥৫
প্রমাদাচ্চরিতং কিঞ্চিৎ কচ্চিন্মাবরজস্য মে।
লক্ষ্মণস্যবিভিদ্যেদং নাম্নরূপং মহাত্মনঃ ॥৬
কচ্চিচ্চ ভ্রূয়মাণা বঃ শুশ্রূষণপরা ময়ি।
প্রমদাত্যুচিতাং বৃত্তিং সীতা যুক্তাং ন বর্ত্ততে ॥৭
অথর্ষির্জরয়া বৃদ্ধস্তপসা চ জরাং গতঃ।
বেপমান ইবোবাচ রামং ভূতদয়াপরম্ ॥৮
কুতঃ কল্যাণসত্ত্বায়াঃ কল্যাণাভিরতেঃ সদা।
চলনং তাত বৈদেহ্যাস্তপস্বিষু বিশেষতঃ ॥৯
ত্বন্নিমিত্তমিদং তাবৎ তাপসান্ প্রতিবর্ত্ততে।
রক্ষোভ্যস্তেন সংবিগ্নাঃ কথয়ন্তি মিথঃ কথাঃ ॥১০

রাবণাবরজঃ কশ্চিৎ খরো নামেহ রাক্ষসঃ।
উৎপাট্য তাপসান্ সর্ব্বান্ জনস্থাননিবাসিনঃ ॥১১
ধৃষ্টশ্চ জিহ্মকারী চ নৃশংসঃ পুরুষাদকঃ।
অবলিপ্তশ্চ পাপশ্চ রাঘ তাত ন মুষ্যতে ॥১২
ত্বং যদাপ্রভৃতি হ্যস্মিন্নাশ্রমে তাত বর্ত্তসে।
তদাপ্রভৃতি রক্ষাংসি বিপ্রকুর্ব্বন্তি তাপসান্ ॥১৩
দর্শয়ন্তি হি বীভৎসৈঃ ক্রূরৈর্ভীষণকৈরপি।
নানারূপৈর্বিরূপৈশ্চ রূপৈশ্চ ভয়দর্শনৈঃ ॥১৪
অপ্রশস্তৈরশুচিভিঃ সম্প্রযুজ্য চ তাপসান্।
প্রতিযন্ত্যপরান্ ক্ষিপ্রমনার্য্যাঃ পুরতঃ স্থিতান্ ॥১৫
তেষু তেষ্বাশ্রমস্থানেষ্বরুদ্ধমবলীয় চ।
রমন্তে তাপসাংস্তত্র নাশয়ন্তোঽল্পচেতসঃ ॥১৬

যাইতেছে? যাহার জন্য তপস্বিগণ এই বিকারভাব প্রাপ্ত হইতেছেন?১-৫

আমার অনুজ মহাত্মা লক্ষ্মণের প্রমাদবশতঃ কোন অন্যায় অনুপযুক্ত কার্য্য ঋষিগণ দেখিয়াছেন কি? সীতা আমার শুশ্রূষায় নিবিষ্টচিত্ত' আপনাদের প্রতি প্রমাদবশতঃ কোন অনুপযুক্ত ব্যবহার করেন নাই ত? রাম ঐ আশ্রমবাসী মহর্ষিকে এইরূপ বলিলে পর তাপসবৃদ্ধ, জরাজীর্ণ ও কম্পিতদেহ ঋষি সর্ব্বভূতে দয়ালু রামকে বলিলেন,—বৎস! শুভস্বভাবা সতত কল্যাণার্থিনী সীতার কাহারও প্রতি বিশেষতঃ তপস্বীদিগের প্রতি প্রমাদবশতঃ অনুপযুক্ত ব্যবহার কিরূপ হইতে পারে? কিন্তু তোমার নিমিত্তই তপস্বীদিগের ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহারা পরস্পর ঐ প্রকার আলাপ করিতেছেন।৬-১০

বৎস! রাবণের ভ্রাতা খরনামক দুর্দ্দান্ত, গর্ব্বিত, নৃশংস, নির্ভীক ও পাপিষ্ঠ এক রাক্ষস এই স্থানে জনস্থানবাসী তপস্বীদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে এবং তোমাকেও অবজ্ঞা করিতেছে। বৎস! তুমি যে সময় হইতে এই আশ্রমে বাস করিতেছ, সেই সময় হইতেই রাক্ষসেরা তপস্বীদিগের অপকার করিতেছে। তাহারা বীভৎস, ক্রূর, ভীষণ, অশুভদর্শন ও নানাবিধ বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুনিগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ঐ সকল অনার্য্য রাক্ষস নানাপ্রকার পাপজনক অশুচিদ্রব্য নিক্ষেপপূর্ব্বক তাপসগণের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ঐ অসাধু নিশাচরগণ অপেক্ষাকৃত কোমলস্বভাব মুনিগণের পীড়নের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। অন্যের অজ্ঞাতসারে আশ্রমে আশ্রমে লুকাইয়া থাকিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি রাক্ষসেরা তাপসগণকে বিনষ্ট করিয়া আনন্দিত হইতেছে।১১-১৬

যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ হইলে স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্র ও উপকরণাদিসমূহ দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। ঋষিগণ সেই দুরাত্মা রাক্ষসদিগের দৌরাত্ম্যে উপদ্রুত আশ্রমসকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অন্যত্র গমনের জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। রাম! দুষ্ট রাক্ষসেরা এক্ষণে তাপসগণের শারীরিক অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, অতএব আমরা এই আশ্রম পরিত্যাগ করিব। এই আশ্রমের সন্নিকটেই বহুফলমূল সম্বলিত সুন্দর একটি আশ্রম আছে। অত্রিঋষির ঐ আশ্রমে আমি স্বজনসহিত আশ্রয় গ্রহণ করিব।১৭-২০

রাম! খরনামক রাক্ষস তোমার প্রতিও অনুচিত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তুমিও আমাদিগের সহিত এইস্থান হইতে স্থানান্তরে

অবক্ষিপন্তি স্রুগ্‌ভাণ্ডান্‌গ্নীন্ সিঞ্চন্তি বারিণা।
কলসাংশ্চ প্রমর্দন্তি বহনে সমুপস্থিতে ॥১৭

তৈর্দুরাত্মভিরাবিষ্টানাশ্রমান্ প্রজিহাসবঃ।
গমনায়ান্তদেশস্ত চোদয়ন্ত্যুদয়োন্মুখ মাম্ ॥১৮

তৎ পুরা রাম শারীরীমুপহিংসাং তপস্বিষু।
দর্শয়ন্তি হি দুষ্টাস্তে ত্যজ্যতাম ইমমাশ্রমম্ ॥১৯

বহুমূলফলং চিত্রমবিদূরাদিতো বনম্।
অন্যস্যাশ্রমমেবাহং ভ্রিয়ে সগণঃ পুনঃ ॥২০

খরস্বয্যপি চায়ুক্তং পুরা রাম প্রবর্ততে।
সহাস্মাভিরিতো গচ্ছ যদি বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥২১

সকলত্রস্ত সন্দেহো নিত্যং যুক্তস্য রাঘব।
সমর্থস্যাপি হি সতো বাসো দুঃখমিহাত্ম তে ॥২২

ইত্যুক্তবন্তং রামস্তং রাজপুত্রস্তপস্বিনম্।
ন শশাকোত্তরৈর্বাক্যৈরবরুদ্ধুং সমুৎসুকম্ ॥২৩

অভিনন্দ্য সমাপৃচ্ছ্য সমাধায় চ রাঘবম্।
স জগামাশ্রমং ত্যক্ত্বা কুলৈঃ কুলপতিঃ সহ ॥২৪

রামঃ সংসাধ্য ঋষিগণমনুগমনাদ্
দেশাৎ তস্মাৎ কুলপতিমভিবাদ্য ঋষিম্।
সম্যক্ প্রীতৈস্তৈরনুমত উপদিষ্টার্থঃ
পুণ্যং বাসায় স্বনিলয়নৃপসম্পদে ॥২৫

আশ্রমমৃষিবিরহিতং প্রভুঃ
ক্ষণমপি ন জহৌ স রাঘবঃ।
রাঘবং হি সততমনুগতা-
স্তাপসাশ্চার্যচরিতেধৃতগুণাঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

চল। যদিও তুমি সর্বদা সাবধানে রহিয়াছ, রাক্ষসগণের বিনাশে তোমার শক্তি আছে, তথাপি পত্নীর সহিত এই স্থানে বাস করা সর্বথা আশঙ্কা ও দুঃখেরই হইবে। সেই তপস্বী এইরূপ বলিলে পর রাজপুত্র রাম গমনোৎসুক তপস্বীকে প্রত্যুত্তরবাক্যে (আমি আছি, সকল রাক্ষসকে দূর করিব, আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই ইত্যাদি) নিবারণ করিতে পারিলেন না। কুলপতি সেই তপস্বী বিয়োগবিধুর রামকে অভিবাদনপূর্বক আশ্বস্ত করিয়া অন্যান্য ঋষি ও স্বজনের সহিত ঐ আশ্রম ত্যাগপূর্বক গমন করিলেন। তখন রাম মনোজ্ঞত ঋষিগণের অনুগমন করত ঐ কুলপতি ঋষিকে অভিবাদনপূর্বক নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রত্যাবর্তনসময়ে ঋষিগণ সকলেই প্রীতির সহিত সম্যগ্‌রূপে উপদেশ দিয়া রামকে বিদায় দিলেন। শক্তিমান্ রাঘব ঋষি-পরিত্যক্ত আশ্রমকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করিতেন না। ঋষিজনোচিত গুণসম্পন্ন কতিপয় তপস্বী রামের সর্বদা অনুগত হওয়ায় আশ্রমান্তরে গমন করিলেন না। ২১-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিক শততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামাদীনামত্রের্মুনেরাশ্রমগমনম্, অত্রিণা তেষামাতিথ্যবিধানম্, অনসূয়য়া সীতা সংবর্দ্ধিতা চ।]

রাঘবস্তূপযাতেষু সর্বেষ্বনুবিচিন্তয়ন্।
ন তত্রারোচয়দ্ বাসং কারণৈর্বহুভিস্তদা ॥১
ইহ মে ভরতো দৃষ্টো মাতরশ্চ সসাগরাঃ।
সা চ মে স্মৃতিরগ্রেতি তান্ নিত্যমনুশোচতঃ ॥২
স্কন্ধাবারনিবেশেন তেন তস্য মহাত্মনঃ।
হয়-হস্তিকরীষৈশ্চ উপমর্দঃ কৃতো ভৃশম্ ॥৩
তস্মাদন্যত্র গচ্ছাম ইতি সঞ্চিন্ত্য রাঘবঃ।
প্রাতিষ্ঠত স বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ সঙ্গতঃ ॥৪
সোঽত্রেরাশ্রমমাসাদ্য তং ববন্দে মহাযশাঃ।
তং চাপি ভগবানত্রিঃ পুত্রবৎ প্রত্যপদ্যত ॥৫
স্বয়মাতিথ্যমাদিশ্য সর্বমস্য সুসংকৃতম্।
সৌমিত্রিঞ্চ মহাভাগং সীতাঞ্চ সমদান্ত্বয়ৎ ॥৬
পত্নীঞ্চ তমনুপ্রাপ্তাং বৃদ্ধামামন্ত্র্য সৎকৃতাম্।
সান্ত্বয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৭
অনসূয়াং মহাভাগাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
প্রতিগৃহ্যেদ বৈদেহীমব্রবীদ্ঋষিসত্তমঃ ॥৮
রামায় চাচচক্ষে তাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
দশ বর্ষাণ্যনাবৃষ্ট্যা দগ্ধে লোকে নিরন্তরম্ ॥৯
যয়া মূল-ফলে সৃষ্টে জাহ্নবী চ প্রবর্তিতা।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা নিয়মৈশ্চাপ্যলঙ্কৃতা ॥১০
দশ বর্ষসহস্রাণি যথা তপ্তং মহৎ তপঃ।
অনসূয়াব্রতৈস্তাত প্রত্যূহাশ্চ নিবর্হিতাঃ ॥১১
দেবকার্যনিমিত্তঞ্চ যয়া সংহরমাণয়া।
দশরাত্রং কৃতা রাত্রিঃ রৌদ্রং মাতেব তেইনঘ ॥১২

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামাদির অত্রিমুনির আশ্রমে গমন, অত্রিমুনি-কর্তৃক তাঁহাদের আতিথ্য বিধান ও অনসূয়া দ্বারা সীতা সংবর্দ্ধিতা।]

ঋষিগণ প্রায় সকলেই সেই আশ্রম হইতে চলিয়া গেলে পর রঘুনন্দন রাম সেই সময় নানা কারণে সেই আশ্রমে বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই স্থানে ভরতকে জননীদিগকে ও পুরবাসী লোকসকলকে দর্শন করিলাম, তাঁহাদিগের জন্য অনুশোচনা হইতে থাকায় সেই স্মৃতি সর্বদা জাগরূক হইতেছে। মহাত্মা ভরতের শিবিরস্থাপনের জন্য এই স্থান অশ্ব ও হস্তীদিগের মলমূত্রে অপবিত্র হইয়াছে। অতএব অন্যত্র গমন করিব —এইরূপ চিন্তা করিয়া রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া সেই স্থানে হইতে গমন করিলেন। মহাযশা রাম অত্রিমুনির আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ভগবান্ অত্রিও রামকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিলেন। ১-৫

তাঁহার জন্য আতিথ্যসৎকারের সুন্দর ব্যবস্থা করিতে আদেশ দান করিয়া অত্রিমুনি মহানুভাব লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রিয়বাক্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। অনন্তর ধর্মজ্ঞ, সর্বভূতহিতকারী, ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি স্বীয় অনুগামিনী, মহাভাগা, ধর্মচারিণী ও সর্বজনমান্যা অনসূয়ানাম্নী পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—তুমি বৈদেহীকে তোমার নিকটে লইয়া যাও। অনন্তর তিনি ধর্মচারিণী তপস্বিনী অনসূয়ার পরিচয় রামের নিকট বলিলেন যে, পূর্বে কোন এক সময় দশবৎসর যাবৎ অনাবৃষ্টি হওয়ায় সকল লোক দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তখন উগ্রতপস্যা-চারিণী কঠোর নিয়মভূষিতা যে অনসূয়া এই আশ্রমে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ফলমূল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।৬-১০

যিনি দশসহস্রবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। রাম! যে অনসূয়ার ব্রতানুষ্ঠানের প্রভাবে সকলবিঘ্ন নিবারিত হইয়াছে, যিনি দেবতাগণের কার্যসিদ্ধির

তামিমাং সর্বভূতানাং নমস্কার্যাং তপস্বিনীম্।
অভিগচ্ছতু বৈদেহী বৃদ্ধামক্রোধনাং সদা ॥১৩
এবং ব্রুবাণং তমৃষিং তথেত্যুক্ত্বা স রাঘবঃ।
সীতামালোক্য ধর্মজ্ঞামিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪
রাজপুত্রি শ্রুতং ত্বেতন্মুনেরস্য সমীরিতম্।
শ্রেয়োঽর্থমাত্মনঃ শীঘ্রমভিগচ্ছ তপস্বিনীম্ ॥১৫
অনসূয়েতি যা লোকে কর্মভিঃ খ্যাতিমাগতা।
তাং শীঘ্রমভিগচ্ছ ত্বমভিগম্যাং তপস্বিনীম্ ॥১৬
সীতা ত্বেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা রাঘবস্য যশস্বিনী।
তামত্রিপত্নীং ধর্মজ্ঞামভিচক্রাম মৈথিলী ॥১৭
শিথিলাং বলিতাং বৃদ্ধাং জরাপাণ্ডুরমূর্ধজাম্।
সততং বেপমানাঙ্গীং প্রবাতে কদলীমিব ॥১৮

তাং তু সীতা মহাভাগামনসূয়াং পতিব্রতাম্।
অভ্যবাদয়দব্যগ্রা স্বং নাম সমুদাহরৎ ॥১৯
অভিবাদ্য চ বৈদেহী তাপসীং তাং দমান্বিতাম্।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা হৃষ্টা পর্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥২০
ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্ট্বা তাং ধর্মচারিণীম্।
সান্ত্বয়ন্ত্যব্রবীদ্ বৃদ্ধা দিষ্ট্যা ধর্মমবেক্ষসে ॥২১
ত্যক্ত্বা জ্ঞাতিজনং সীতে মানবৃদ্ধিঞ্চ মানিনি।
অবরুদ্ধং বনে রামং দিষ্ট্যা ত্বমনুগচ্ছসি ॥২২
নগরস্থো বনস্থো বা শুভো বা যদি বা শুভঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ ॥২৩
দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ ॥২৪

জন্য অতিশয়ান্বিতা হইয়া দশরাত্রিকে এক রাত্রিতে পরিণত করিয়াছিলেন, নিষ্পাপ! রাম! সেই অনসূয়া মাতার ন্যায় তোমার সম্মুখে আসিয়াছেন। সকলপ্রাণীর নমস্কারযোগ্যা, তপস্বিনী, ক্রোধরহিতা ও বৃদ্ধা অনসূয়ার নিকটে সীতাদেবী গমন করুন। অত্রিমুনি এইরূপ বলিলে পর রাম বলিলেন—"তথাস্তু" তাহাই হউক। অনন্তর ধর্মজ্ঞা সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিলেন যে—রাজপুত্রি! এই মুনি যাহা বলিলেন সকল কথা শুনিয়াছ ত? তুমি নিজমঙ্গলের জন্য সত্বর তপস্বিনী অনসূয়ার অনুগামিনী হও।১১-১৫

যিনি নিজকর্মদ্বারা লোকমধ্যে অনসূয়ানামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যিনি ক্রোধশূন্যা হওয়ায় সকলের আদরণীয়া, তুমি অবিলম্বে সেই এই তপস্বিনীর অনুগমন কর। রাঘবের এইরূপ বাক্য শুনিয়া যশস্বিনী মৈথিলী ধর্মজ্ঞা অত্রিপত্নীর নিকটে গমন করিলেন। অনসূয়া-দেবীর বার্ধক্যবশতঃ শরীর শিথিল জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কেশরাশি শুভ্র হইয়াছে। বায়ুর দ্বারা কম্পিত কদলীর ন্যায় তাঁহার অঙ্গসমূহ কম্পিত হইতেছে কিন্তু তিনি পতিব্রতা ও মহাভাগ্যবতী। সীতাদেবী সেই অনসূয়ার নিকট গমন করিয়া শান্তভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং নিজনাম উচ্চারণ করিয়া পরিচয় দিলেন। বৈদেহী সেই সংযমবতী অনসূয়াকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৬-২০

অনন্তর বৃদ্ধা ঋষিপত্নী অনসূয়া পতিধর্মচারিণী মহা-ভাগ্যবতী সীতাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক বলিলেন—বৎসে! তুমি সৌভাগ্যবশতঃ ধর্ম বুঝিতে পারিয়াছ, মানিনি! তুমি সৌভাগ্যবশতঃ জ্ঞাতিজন ও সম্মান সমৃদ্ধি ত্যাগ করিয়া বনবাসকারী পতির অনুগামিনী হইয়াছ। পতি নগরস্থিত কিংবা বনস্থিত, শুভ (অনুকূল) কিংবা অশুভ (প্রতিকূল) হউন, যাঁহাদের পতিই পরমপ্রিয়তম, সেই সকল মহিলাগণের জন্যই মহাসমৃদ্ধিপূর্ণ লোক (স্বর্গাদি) সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী কিংবা নির্ধন, যাহাই হউন—তিনি সৎস্বভাবসম্পন্না নারীদিগের পরম দেবতা। স্ত্রীলোকের নিকট স্বামী ব্যতীত অন্যকোন বিশিষ্ট বান্ধব হইতে পারে—ইহা চিন্তা করিয়াও বুঝি না। বৈদেহি! ইহলোকে ও পরলোকের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান-স্বরূপই পতি। অসতী রমণীরা কামাদক্তচিত্ত হওয়ায় ভরণপোষণের জন্যই ভর্তাকে নাথ বলিয়া থাকে, তাহারা

নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বিমৃশন্ত্যহম্।
সর্বত্র যোগ্যং বৈদেহি তপঃ কুরুষিবাব্যয়ম্ ॥২৫
নহ্যেবমনুগচ্ছন্তি গুণদোষময়ং স্ত্রিয়ঃ।
কামবৃত্ত্যানুদস্তা ভর্তৃনার্যাশ্চরন্তি যাঃ ॥২৬
প্রাপ্নুবন্ত্যযশশ্চৈব ধর্মভ্রংশঞ্চ মৈথিলি।
অকার্যবশমাপন্নাঃ স্ত্রিয়ো যাঃ খলু তদ্বিধাঃ ॥২৭
ত্বদ্বিধাস্তু গুণৈর্যুক্তা দৃষ্টলোকপরাবরাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্বর্গে চরিষ্যন্তি যথা পুণ্যকৃতস্তথা ॥২৮
তদেবমেতং ত্বমনুব্রতা সতী
পতিপ্রধানা সময়ানুবর্তিনী।
ভব স্বভর্তুঃ সহধর্মচারিণী
যশশ্চ ধর্মঞ্চ ততঃ সমাপ্স্যসি ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

এই সকল গুণ দোষ না বুঝিয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করিয়া থাকে। মৈথিলি! তাদৃশ স্বভাববতী রমণীরা অকার্য্যবশীভূত হওয়ায় নিন্দা লাভ করে এবং ধর্মভ্রষ্টা হয়। কিন্তু তোমার ন্যায় যাঁহারা গুণবতী ও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট-বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্না, তাঁহারা পুণ্যশীল ব্যক্তির মতই স্বর্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, অতএব তুমি পতির অনুগত হইয়া পতির প্রিয়মানুবর্তনপূর্বক নিজপতির সহধর্মচারিণী হও, তাহা হইলে যশ ও ধর্ম উভয়ই প্রাপ্ত হইবে। ১১-২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[সীতাঽনসূয়াসংবাদঃ, অনসূয়ায়াঃ সীতায়ৈ প্রেমোপহারদানম্, তৎপৃষ্টায়াঃ সীতায়াঃ স্বয়ংবরবিষয়বর্ণনঞ্চ।]

সা ত্বেবমুক্তা বৈদেহী ত্বনসূয়ানসূয়য়া।
প্রতিপূজ্য বচো মন্দং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥১
নৈতদাশ্চর্যমার্য্যায়াং বয়ং ত্বমনুভাষসে।
বিদিতং তু মমাপ্যেতদ্ যথা নার্য্যাঃ পতির্গুরুঃ ॥২
যদ্যপ্যেষ ভবেদ্ ভর্তা অনার্য্যো বৃত্তিবর্জিতঃ।
অপ্যেবমত্র বর্তব্যং তথাপ্যেষ ময়া ভবেৎ ॥৩
কিং পুনর্যো গুণশ্লাঘ্যঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থিরানুরাগো ধর্মাত্মা মাতৃবৎপিতৃবৎপ্রিয়ঃ ॥৪
যাং বৃত্তিং বর্ততে রামঃ কৌশল্যায়াং মহাবলঃ।
তামেব নৃপনারীণামন্যাসামপি বর্ততে ॥৫
সকৃদ্ দৃষ্টাস্বপি স্ত্রীষু নৃপেণ নৃপবৎসলঃ।
মাতৃবদ্ বর্ততে বীরো মানমুৎসৃজ্য ধর্মবিৎ ॥৬

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ

[সীতা ও অনসূয়ার পরস্পর আলাপ, অনসূয়া কর্তৃক সীতাকে প্রেমোপহার দান এবং তাঁহার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া সীতাদেবীর স্বীয় স্বয়ংবর বিষয় বর্ণন।]

অনুরাগযুক্তা সীতা অত্রিপত্নী অনসূয়ার বাক্য শুনিয়া তাঁহার বাক্যকে অভিনন্দিত করিয়া মৃদুমন্দভাবে বলিতে লাগিলেন,—আর্য্যে! আপনি আমাকে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনাতে অসম্ভব নহে। পতিই যে নারীগণের গুরু, ইহা আমিও জানিয়াছি। যদি পতি অনার্য্য ও দরিদ্র হন, তথাপি তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব দূর করিয়া সদ্ব্যবহার করা আমার ন্যায় মহিলার অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যে পতি প্রশংসনীয়, গুণবান্, সদয়, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়প্রীতিমান্, ধার্মিক ও পিতা মাতার ন্যায় প্রিয়, তাঁহার প্রতি যে বিদ্বেষশূন্য সদ্ব্যবহার থাকিবে—তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। মহাবল রাম নিজ মাতা কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অন্যান্য রাজমহিষীদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।১-৫

আগচ্ছন্ত্যাশ্চ বিজনং বনমেবং ভয়াবহম্।
সমাহিতং হি মে শশ্রূ হৃদয়ে যৎ স্থিরং মম ॥৭
পাণিপ্রদানকালে চ যৎ পুরা বহ্নিসন্নিধৌ।
অনুশিষ্টং জনন্যা মে বাক্যং তদপি মে ধৃতম্ ॥৮
ন বিস্মৃতং তু মে সর্বং বাক্যৈঃ স্বৈর্ধর্মচারিণি।
পরিশুশ্রূষণাদার্য্যাস্তপো নাল্পং বিধীয়তে ॥৯
সাবিত্রীং পতিশুশ্রূষাং কৃত্বা স্বর্গে মহীয়তে।
তথাবৃত্তিশ্চ ধাতা ত্বং পতিশুশ্রূষয়া দিবম্ ॥১০
বরিষ্ঠা সর্বনারীণামেষা চ দিবি দেবতা।
রোহিণী ন বিনা চন্দ্রং মুহূর্তমপি দৃশ্যতে ॥১১
এবংবিধাশ্চ প্রবরাঃ স্ত্রিয়ো ভর্তৃদৃঢ়ব্রতাঃ।
দেবলোকে মহীয়ন্তে পুণ্যেন স্বেন কর্মণা ॥১২

ততোঽনসূয়া সংহৃষ্টা প্রত্যুবাচেদং সীতয়া বচঃ।
শিরস্যাঘ্রায় চোবাচ মৈথিলীং হর্ষমন্বিতঃ ॥১৩
নিয়মৈর্বিবিধৈরাপ্তং তপো হি মহদস্তি মে।
তৎ সংশ্রিত্য বলং সীতে দদ্মি ত্বাং শুচিব্রতে ॥১৪
উপপন্নঞ্চ যুক্তঞ্চ বচনং তব মৈথিলি।
প্রীতা চাস্ম্যুচিতং সীতে করবাণি প্রিয়ঞ্চ কিম্ ॥১৫
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা মন্দবিস্ময়া।
কৃতমিত্যব্রবীৎ সীতা তপো-বলসমন্বিতাম্ ॥১৬
সা ত্বেবমুক্তা ধর্মজ্ঞা তয়া প্রীততরাভবৎ।
সফলঞ্চ প্রহর্ষং তে হন্ত সীতে করোম্যহম্ ॥১৭
ইদং দিব্যং বরং মাল্যং বস্ত্রমাভরণানি চ।
অঙ্গরাগঞ্চ বৈদেহি মহার্হমনুলেপনম্ ॥১৮

মহারাজ দশরথ একবারমাত্রও যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, পিতৃবৎসল ধর্মজ্ঞ রাম অভিমান পরিত্যাগপূর্বক সেই স্ত্রীর প্রতিও মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি যখন তাঁহার সহিত এই নির্জনবনে আগমন করি, তখন আমার শ্বশ্রূমাতা কৌশল্যাদেবী আপনার মতই আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। পূর্বে আমার বিবাহসময়ে অগ্নির সম্মুখে আমার মাতা আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল উপদেশও আমি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। ধর্মচারিণি মাতঃ! আমি আত্মীয়-গণের উপদেশও ভুলিয়া যাই নাই। পতিশুশ্রূষা ভিন্ন অন্য কোনরূপ তপস্যা রমণীগণের জন্য বিহিত হয় নাই। সাবিত্রী পতিসেবার দ্বারাই স্বর্গে পূজিতা হইতেছেন। আপনিও পতিসেবার দ্বারাই স্বর্গলাভ করিবেন। ৬-১০

সর্বরমণীশ্রেষ্ঠা স্বর্গবাসিনী দেবতা রোহিণীকে চন্দ্রকে ছাড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। এইরূপ শ্রেষ্ঠ নারীগণ পতির প্রতি দৃঢ়ভক্তিমতী হইয়া নিজ নিজ পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনসূয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করিয়া সীতাকে আহ্লাদিত করিতে করিতে বলিলেন,—পবিত্রব্রতচারিণি! সীতে! বিবিধ নিয়মানুষ্ঠানদ্বারা উপার্জিত আমার মহতী তপস্যা আছে, আমি সেই তপস্যাশক্তিপ্রভাবে তোমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করি। মৈথিলি! তোমার কথাসমূহ যুক্তিযুক্ত ও পবিত্র। আমি তোমার কথা শুনিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। সীতে! এক্ষণে আমি তোমার কি প্রিয় কার্য সাধন করিব, তাহা বল। ১১-১৫

সীতাদেবী তপস্যাশক্তিমতী অনসূয়ার ঐরূপ বচন শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং মৃদুহাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবী! আপনার অনুগ্রহে আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। সীতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া ধর্মজ্ঞা অনসূয়া সীতার শোভনমুক্ততায় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতা হইলেন এবং সীতাকে বলিলেন—সীতে! বৎসে! আমি তোমার আনন্দকে অধিক সফল করিব। এই দিব্যমালা, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, অলঙ্কাররাশি, অঙ্গরাগ ও মহামূল্য অনুলেপন, আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। এই সকল দ্রব্য তোমার দেহকে সুশোভিত করিবে। এই সকল দ্রব্য সর্বদাই অনুরূপ ও অম্লান থাকিবে। জনকনন্দিনি! লক্ষ্মী যেমন দিব্য অঙ্গরাগ শরীরে লেপন করিয়া বিষ্ণুকে সুশোভিত করেন,

ময়া দত্তমিদং সীতে তব গাত্রাণি শোভয়েৎ।
অনুরূপমসংক্লিষ্টং নিত্যমেব ভবিষ্যতি ॥১৯
অঙ্গরাগেণ দিব্যেন লিপ্তাঙ্গী জনকাত্মজে।
শোভয়িষ্যসি ভর্তারং যথা শ্রীর্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥২০
সা বস্ত্রমঙ্গরাগঞ্চ ভূষণানি স্রজস্তথা।
মৈথিলী প্রতিজগ্রাহ প্রীতিদানমনুত্তমম্ ॥২১
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সীতা প্রীতিদানং যশস্বিনী।
শ্লিষ্টাঞ্জলিপুটা ধীরা সমুপাস্ত তপোধনাম্ ॥২২
তথা সীতামুপাসীনামনসূয়া দৃঢ়ব্রতা।
বচনং প্রষ্টুমারেভে কথাং কাচিদনুপ্রিয়াম্ ॥২৩
স্বয়ংবরে কিল প্রাপ্তা ত্বমনেন যশস্বিনা।
রাঘবেণেতি মে সীতে কথা শ্রুতিমুপাগতা ॥২৪
তাং কথাং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ চ মৈথিলি।
যথাভূতঞ্চ কার্ৎস্ন্যেন তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥২৫

এবমুক্তা তু সা সীতা তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
শ্রূয়তামিতি চোক্ত্বা বৈ কথয়ামাস তাং কথাম্ ॥২৬
মিথিলাধিপতির্বীরো জনকো নাম ধর্মবিৎ।
ক্ষত্রকর্মণ্যভিরতো ন্যায়তঃ শাস্তি মেদিনীম্ ॥২৭
তস্য লাঙ্গলহস্তস্য কৃষতঃ ক্ষেত্রমণ্ডলম্।
অহং কিলাত্মিতা ভিত্ত্বা জগতীং নৃপতেঃ সুতা ॥২৮
স মাং দৃষ্ট্বা নরপতির্মুষ্টিবিক্ষেপতৎপরঃ।
পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিস্মিতো জনকোঽভবৎ ॥২৯
অনপত্যেন চ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য চ স্বয়ম্।
মমেয়ং তনয়েত্যুক্ত্বা স্নেহো ময়ি নিপাতিতঃ ॥৩০
অন্তরিক্ষে চ বাগুক্তা প্রতিমামানুষী কিল।
এষা তেঽনুরূপতে ধর্মেণ তনয়া তব ॥৩১
ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্মাত্মা পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
অবাপ্তো বিপুলামৃদ্ধিং লব্ধ্বাপ্য নরাধিপঃ ॥৩২

সেইরূপ তুমিও এই দিব্য অঙ্গরাগ লেপন করিয়া নিজ পতিকে সুশোভিত করিবে।১৬-২০

তখন সীতাদেবী অনসূয়াকর্তৃক প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত উত্তম বস্ত্র, অঙ্গরাগ, অলঙ্কার ও মাল্যসমূহ গ্রহণ করিলেন। যশস্বিনী সীতা প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত বস্তুসকল গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শান্তভাবে তপস্বিনী অনসূয়ার প্রীতিবিধানে প্রবৃত্তা হইলেন। তখন দৃঢ়নিয়মবতী অনসূয়া প্রীতিবিধানপ্রবৃত্তা সীতাকে কোন একটি প্রিয় কথা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—সীতে! এইরূপ কথা আমার শ্রবণপথে আসিয়াছে যে—যশস্বী রাম তোমাকে স্বয়ংবরে লাভ করিয়াছেন। মৈথিলি! আমি সেই কথা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকল কথাই তুমি আমার নিকট বল। ২১-২৫

ধর্মচারিণী তপস্বিনী অনসূয়া এইরূপ বলিলে পর সীতাদেবী তাঁহাকে বলিলেন—"শ্রবণ করুন"। এইরূপ বলিয়া স্বয়ংবরবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন—ধর্মবিৎ বীর মিথিলাপতি জনক ক্ষত্রিয়ধর্মে অনুরাগী হইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তিনি লাঙ্গলহস্তে যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণ করিতে থাকিলে আমি ভূমিভেদ করিয়া তাঁহার কন্যারূপে উত্থিতা হইলাম। ক্ষেত্রকর্ষণান্তে বীজ নিক্ষেপরত (কিংবা নিম্ন ও উন্নত ভূমি সমান করিবার জন্য মৃত্তিকামুষ্টিনিক্ষেপরত) নরপতি জনক ধূলিধূসরিতাঙ্গী আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি সন্তানহীন বলিয়া স্নেহবশতঃ আমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, এই কন্যা আমার কন্যা এইরূপে গ্রহণ করিয়া আমাতে কন্যাস্নেহ সমর্পণ করিলেন। ২৬-৩০

সেই সময় আকাশে মনুষ্যবাক্যসদৃশী দৈববাণী হইল যে—মহারাজ! এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এই কন্যা ধর্মতঃ তোমারই কন্যা হইল। তখন আমার পিতা ধার্মিক মিথিলাপতি মহারাজ আনন্দিত হইলেন এবং আমাকে প্রাপ্ত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য লাভ করিলেন। তিনি অভীষ্ট-দ্রব্যের মত আমাকে পুণ্যশীলা জ্যেষ্ঠামহিষীর নিকট প্রদান করিলেন। স্নিগ্ধহৃদয়া জ্যেষ্ঠা মহিষী মাতৃস্নেহে আমাকে পালন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে

দত্তা চাস্মীস্টবন্ধেব্যে জ্যেষ্ঠায়ৈ পুণ্যকর্মণে।
তয়া সম্ভাবিতা চাস্মি স্নিগ্ধয়া মাতৃসৌহৃদাৎ ॥৩৩
পরিসংযোগদুর্লভং বরো দৃষ্ট্বা তু মে পিতা।
চিন্তামভ্যগমদ্ দীনো বিত্তনাশাদিবাধনঃ ॥৩৪
সদৃশাচ্চাপকৃষ্টাচ্চ লোকে কন্যাপিতা জনাৎ।
প্রধর্ষণমবাপ্নোতি শক্রেণাপি সমো ভুবি ॥৩৫
তাং ধর্ষণামদূরস্থাং সংদৃশ্যাস্মানি পার্থিবঃ।
চিন্তার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্লবো যথা ॥৩৬
অযোনিজাং হি মাং জ্ঞাত্বা নাধ্যগচ্ছৎ স চিন্তয়ন্।
সদৃশং চাভিরূপঞ্চ মহীপালঃ পতিং মম ॥৩৭
তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা চিন্তয়ানস্য সন্ততম্।
স্বয়ংবরং তনূজায়াঃ করিষ্যামীতি ধর্মতঃ ॥৩৮
মহাযজ্ঞে তদা তস্য বরুণেন মহাত্মনা।
দত্তং ধনুর্বরং প্রীত্যা তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ ॥৩৯

অসক্তাভ্যাং মনুষ্যৈশ্চ সত্ত্বেনাপি চ গৌরবাৎ।
তত্র শক্তা নময়িতুং সুরেষ্বপি নরাধিপাঃ ॥৪০
তদ্ধনুঃ প্রাপ্য মে পিত্রা ব্যাহৃতং সত্যবাদিনা।
সমবায়ে নরেন্দ্রাণাং পূর্বমাদর্শ্য পার্থিবান্ ॥৪১
ইদঞ্চ ধনুরুত্তম্য সজ্যং য কুরুতে নরঃ।
তস্য মে দুহিতা ভার্য্যা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪২
তচ্চ দৃষ্ট্বা ধনুঃ শ্রেষ্ঠং গৌরবাদ্ গিরিসন্নিভম্।
অভিবাদ্য নৃপা জগ্মুরশক্তাস্তস্য তোলনে ॥৪৩
সুদীর্ঘস্য তু কালস্য রাঘবোঽয়ং মহাদ্যুতিঃ।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতো যজ্ঞং দ্রষ্টুং সমাগতঃ ॥৪৪
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
বিশ্বামিত্রস্য ধর্মাত্মা মম পিত্রা সুপূজিতঃ ॥৪৫
প্রোবাচ পিতরং তত্র রাঘবো রাম-লক্ষ্মণৌ।
সুতৌ দশরথস্যেমৌ ধনুর্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ।
ধনুর্দর্শয় রামায় রাজপুত্রায় বৈষ্ণবম্ ॥৪৬

আমার পতিবিলনযোগ্য (বিবাহোপযোগী) বয়স উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া দরিদ্রের ধনহানি হইলে যে চিন্তা উপস্থিত হয়, দীনভাবাপন্ন পিতার অতিশয় চিন্তা উপস্থিত হইল। তাহার কারণ এই যে—এই সংসারে কন্যার পিতা ইন্দ্রতুল্য হইলেও স্বতুল্য বা অপকৃষ্ট লোকের নিকট হইতে অসম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐরূপ অসম্মান অদূরবর্তী চিন্তা করিয়া মহারাজ জনক চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন। পোতহীন বণিকের ন্যায় পারে যাইতে পারিলেন না। আমি অযোনিসম্ভবা—ইহা জানিয়া চিন্তাকরত আমার স্বভাব সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অনুরূপ পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না। সর্বদা চিন্তা করিতে থাকায় তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে—ধর্মানুসারে আমার কন্যার জন্য স্বয়ংবর সভা করিব। ইতিপূর্বে মহাত্মা বরুণ জনকের পূর্ববর্তী দেবরাতকে যজ্ঞস্থানে আসিয়া প্রীতিপূর্বক যে মহৎ ধনু ও অক্ষয়বাণ-পূর্ণ তূণদ্বয় দান করিয়াছিলেন, অত্যন্ত ভারবশতঃ যে ধনুকে মনুষ্যলোক সমবেতও সঞ্চালিত করেন নাই, নৃপতি-শ্রেষ্ঠগণ স্বপ্নেও ঐ ধনুকে নত করিতে পারিতেন না। ৩১-৪০

সত্যবাদী পিতৃদেব সেই ধনু প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে বলিলেন—যে ব্যক্তি এই ধনু উত্তোলন করিয়া ইহাতে জ্যারোপণ (গুণযোজন) করিবেন, আমার কন্যা তাঁহারই ভার্য্যা হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নরপতিগণ পর্বততুল্য ভারবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট ধনু দেখিয়া উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইলেন এবং অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। দীর্ঘকালপরে মহাদ্যুতি রাম বিশ্বামিত্রের সহিত যজ্ঞ দেখিবার জন্য মিথিলায় আগমন করিলেন। সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের সহিত আমার পিতৃদেব-কর্তৃক পূজিত হইলেন, ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রও পূজিত হইলেন। পূজিত হইয়া তিনি বলিলেন যে, দশরথের পুত্রদ্বয় রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ আপনার ধনু দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। (তুমি রাজপুত্র রামকে সেই বৈষ্ণবধনু দর্শন করাও।) বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর সেই ধনু আনীত হইল। পিতৃদেব তখন রাজপুত্র রামকে সেই ধনু দেখাইলেন। বীর্যবান্ মহাবলবান্ রাম নিমেষমাত্রে সেই ধনু আনত করিয়া অবিলম্বে গুণ যোজনপূর্বক আকর্ষণ করিলেন। অতিবেগে আকর্ষণ

ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ তদ্ধনুঃ সমুপানয়ৎ।
তদ্ধনুর্দর্শয়ামাস রাজপুত্রায় মৈথিলঃ ॥৪৭
নিমেষান্তরমাত্রেণ তদানম্য মহাবলঃ।
জ্যাং সমারোপ্য ঋটিতি পূরয়ামাস বীর্যবান্ ॥৪৮
তেনাপূরয়তা বেগাদ্মধ্যে ভগ্নং দ্বিধা ধনুঃ।
তস্য শব্দোঽভবদ্ ভীমঃ পতিতস্যাশনের্যথা ॥৪৯
ততোঽহং তত্র রামায় পিত্রা সত্যাভিসন্ধিনা।
উদ্যতা দাতুমুদ্যম্য জলভাজনমুত্তমম্ ॥৫০
দীয়মানাং ন তু তদা প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ।
অবিজ্ঞায় পিতুশ্ছন্দমযোধ্যাধিপতেঃ প্রভোঃ ॥৫১

ততঃ শ্বশুরমামন্ত্র্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।
মম পিত্রা হৃতং দত্তা রামায় বিদিতাত্মনে ॥৫২
মম চৈবানুজা সাধ্বী উর্মিলা শুভদর্শনা।
ভার্যার্থে লক্ষ্মণস্যাপি দত্তা পিত্রা মম স্বয়ম্ ॥৫৩
এবং দত্তাস্মি রামায় তথা তস্মিন্ স্বয়ংবরে।
অনুরক্তাস্মি ধর্মেণ পতিং বীর্যবতাং বরম্ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

করায় সেই ধনু দুই খণ্ডে ভগ্ন হইল এবং বজ্রপতনের ন্যায় ধনুর ভঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর সত্য-প্রতিজ্ঞ পিতা উৎকৃষ্ট জলপাত্র গ্রহণপূর্বক আমাকে রামের হস্তে দান করিতে উদ্যত হইলেন। ৪১-৫০

কিন্তু অযোধ্যাপতি শক্তিমান দশরথের অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অনন্তর পিতা আমার শ্বশুর বৃদ্ধ দশরথ মহারাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া আত্মজ্ঞ রামের হস্তে আমাকে প্রদান করিলেন। আমার অনুজা সাধ্বী ও সুন্দরী ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে ভার্যারূপে দান করিলেন। এইভাবে সেই স্বয়ংবরে আমি রামের হস্তে সমর্পিতা হইয়াছি। সেই সময় হইতেই আমি বীরশ্রেষ্ঠ পতির প্রতি ধর্মানুসারে অনুরাগবতী হইয়াছি। ৫১-৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ঊনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[অনসূয়ানুজ্ঞয়া সীতাদেব্যাস্তৎপ্রদত্ত-বস্ত্র-ভূষণানাং ধারণম্, বিভূষিতায়াস্তস্যা রামসমীপে আগমনম্, আশ্রমে রাত্রিমতিবাহ্য প্রাতরন্যত্র গমনায় শ্রীরামাদীনামামন্ত্রণঞ্চ।]

অনসূয়া তু ধর্মজ্ঞা শ্রুত্বা তাং মহতীং কথাম্।
পর্য্যষ্বজত বাহুভ্যাং শিরস্যাঘ্রায় মৈথিলীম্ ॥১
ব্যক্তাক্ষরপদং চিত্রং ভাষিতং মধুরং ত্বয়া।
যথা স্বয়ংবরং বৃত্তং তৎ সর্বঞ্চ শ্রুতং ময়া ॥২
রমেয়ং কথয়া তে তু দৃঢ়ং মধুরভাষিণি।
রবিরস্তং গতঃ শ্রীমাংস্তুপোষ্য রজনীং শুভাম্ ॥৩
দিবসং পরিকীর্ণানামাহারার্থং পতত্রিণাম্।
সন্ধ্যাকালে নিলীনানাং নিদ্রার্থং শ্রূয়তে ধ্বনিঃ ॥৪
এতে চাপ্যভিষেকার্দ্রা মুনয়ঃ কলশোদ্যতাঃ।
সহিতা উপবর্তন্তে সলিলাপ্লুতবল্কলাঃ ॥৫
অগ্নিহোত্রে চ ঋষিণা হুতে চ বিধিপূর্বকম্।
কপোতাঙ্গারুণো ধূমো দৃশ্যতে পবনোদ্ধূতঃ ॥৬
অল্পবর্ণা হি তরবো ঘনীভূতাঃ সমন্ততঃ।
বিপ্রকৃষ্টেন্দ্রিয়ে দেশে ন প্রকাশন্তি বৈ দিশঃ ॥৭
রজনীচরসত্ত্বানি প্রচরন্তি সমন্ততঃ।
তপোবনমৃগা হ্যেতে বেদিতীর্থেষু শেরতে ॥৮
সম্প্রবৃত্তা নিশা সীতে নক্ষত্রসমলঙ্কৃতা।
জ্যোৎস্নাপ্রাবরণশ্চন্দ্রো দৃশ্যতেঽভ্যুদিতোঽম্বরে ॥৯
গম্যতামনুজানামি রামস্যানুচরী ভব।
কথয়ন্ত্যা হি মধুরং ত্বয়াহমপি তোষিতা ॥১০

ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ

[অনসূয়ার অনুমতিক্রমে সীতাদেবীর তৎপ্রদত্ত বসন ও ভূষণাদি ধারণ, বিভূষিতা সীতাদেবীর শ্রীরামের নিকটে আগমন এবং আশ্রমে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে অন্যত্র গমনের জন্য শ্রীরামাদির বিদায় সম্ভাষণ।]

ধর্মজ্ঞা অনসূয়া এইরূপ মহতী কথা শ্রবণ করিয়া মস্তক আঘ্রাণপূর্বক বাহুযুগলদ্বারা সীতাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন—তুমি স্পষ্টাক্ষরপদযুক্ত বিচিত্র ও মধুর বাক্য বলিয়াছ, স্বয়ংবর যেভাবে হইয়াছিল, সেই সকল বৃত্তান্ত আমি শ্রবণ করিলাম। মধুরভাষিণি! আমি তোমার কথায় অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সম্প্রতি রাত্রির আগমনে সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন। সমস্তদিন আহারের জন্য সর্বত্র বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে নিদ্রার নিমিত্ত পক্ষীরা নিজ নিজ নীড়ে (বাসায়) ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের বিচিত্র ধ্বনি শুনা যাইতেছে। এই সকল আর্দ্রবল্কলধারী মুনিগণ অবগাহনপূর্বক সিক্তদেহে জলপূর্ণ কলস লইয়া মিলিত-ভাবে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন ।১-৫

ঋষিগণকর্তৃক বিধিমত অগ্নিহোত্র হোম হওয়ায় কপোতকণ্ঠবৎ অব্যক্তরাগ বায়ুচালিত ধূমরাশি দেখা যাইতেছে। অল্পপত্রপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষসমূহকে অন্ধকারে ঘনীভূত হইয়া দূরবর্তী দেশে দিক্‌সমূহকে প্রকাশিত করিতেছে না। চতুর্দিকে রাত্রিচর প্রাণিগণ বিচরণ করিতেছে। তপোবনস্থিত মৃগগণ পুণ্যক্ষেত্রতুল্য বেদীর উপর শয়ন করিতেছে। সীতে! নক্ষত্ররাশিভূষিতা রাত্রি উপস্থিত হইতেছে। আকাশে চন্দ্রদেব জ্যোৎস্না-বৃত হইয়া উদিত হইতেছেন—দেখা যাইতেছে। অতএব আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি এক্ষণে রামের নিকট যাইয়া সেবাপরায়ণা হও। তুমি মধুর বাক্য বলিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। মৈথিলি! তুমি আমার সাক্ষাতে নিজেকে অলঙ্কৃত কর। বৎসে! দিব্যভূষণে শোভাময়ী হইয়া তুমি আমার প্রীতিবর্ধন কর।

অলঙ্কুরু চ তাবৎ ত্বং প্রত্যক্ষং মম মৈথিলি।
প্রীতিং জনয় মে বৎসে দিব্যালঙ্কারশোভিনী ॥১১
সা তদা সমলঙ্কৃত্য সীতা সুরসুতোপমা।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ রামং স্বভিমুখী যযৌ ॥১২
তথা তু ভূষিতাং সীতাং দদর্শ বদতাং বরঃ।
রাঘবঃ প্রীতিদানেন তপস্বিন্যা জহর্ষ চ ॥১৩
ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্বং সীতা রামায় মৈথিলী।
প্রীতিদানং তপস্বিন্যা বসনাভরণ-স্রজাম্ ॥১৪
প্রহৃষ্টস্তুভবদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
মৈথিল্যাঃ সৎক্রিয়াং দৃষ্ট্বা মানুষেষু সুদুর্লভাম্ ॥১৫
ততঃ স শর্বরীং প্রীতঃ পুণ্যাং শশিনিভাননাম্।
অর্চিতস্তাপসৈঃ সর্বৈরুবাস রঘুনন্দনঃ ॥১৬
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামভিষিচ্য হুতাগ্নিকান্।
আপৃচ্ছেতাং নরব্যাঘ্রৌ তাপসান্ বনগোচরান্ ॥১৭
তাবুচুস্তে বনচরাস্তাপসা ধর্মচারিণঃ।
বনস্য তস্য সঙ্কারং রাক্ষসৈঃ সমভিপ্লুতম্ ॥১৮
রক্ষাংসি পুরুষাদানি নানারূপাণি রাঘব।
বসন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে বালাশ্চ রুধিরাশনাঃ ॥১৯
উচ্ছিষ্টং বা প্রদত্তং বা তাপসং ব্রহ্মচারিণম্।
অদন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে তান্ নিবারয় রাঘব ॥২০
এষ পন্থা মহর্ষীণাং ফলাহরণকাঙ্ক্ষিণাম্ বনে।
অনেন তু বনং দুর্গং গন্তুং রাঘব তে ক্ষমম্ ॥
ইত্যেবমুক্তঃ প্রাঞ্জলিভিস্তপস্বিভি-
র্দ্বিষদ্ভিঃ কৃতস্বস্ত্যয়নঃ পরন্তপঃ।
বনং সভার্য্যঃ প্রবিবেশ রাঘবঃ
সলক্ষ্মণঃ সূর্য্য ইবাভ্রমণ্ডলম্ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

দেবকন্যাসদৃশী সীতা বিচিত্র বেশভূষাদ্বারা বিভূষিতা হইয়া নিজমস্তকদ্বারা অনসূয়ার পাদবন্দনপূর্বক রামের নিকটে গমন করিলেন। ৬-১২

বাগ্মী রাম ঐভাবে ভূষিতা সীতাকে দর্শন করিলেন। তপস্বিনী অনসূয়া প্রীতিপূর্বক ঐসকল বসনভূষণ দান করিয়াছেন জানিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন মৈথিলী তপস্বিনীপ্রদত্ত বসন ভূষণ প্রভৃতির প্রাপ্তির কথা রামকে নিবেদন করিলেন। সীতার মনুষ্যলোকে দুর্লভ সৎকার দেখিয়া মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। ১৩-১৫

অনন্তর ঋষিগণকর্তৃক অর্চিত রাম চন্দ্রমুখী সীতাকে দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন এবং সেইস্থানে ঐ রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পর রাম ও লক্ষ্মণ স্নানাদি সমাপ্ত করিলেন এবং যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি সমাপন করিয়াছেন, সেই সকল বনবাসী তপস্বীদিগের অনুমতি লইবার জন্য বিনয় প্রার্থনা করিলেন। তখন ধর্মাচারপরত বনবাসী তাপসগণ তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে বলিলেন—রাক্ষসগণ এই স্থানে আমাদের ফলমূলাদি সংগ্রহ ব্যাপারে অতিশয় উপদ্রব করিতেছে। রাঘব! নরমাংসভক্ষক নানারূপধারী রাক্ষসগণ ও রক্তপানকারী হিংস্র জন্তুসকল এই মহারণ্যে বাস করিয়া থাকে। রঘুনন্দন! এই মহারণ্যে অশুচি বা অনাচারবান তপস্বী বা ব্রহ্মচারীকে তাহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে নিবারণ কর। ১৬-২০

মহর্ষিগণের বনমধ্যে ফলাহরণের এই পথ দেখা যাইতেছে। তুমি এই পথে দুর্গম বনে গমন করিতে পারিবে। শত্রুদমনকারী রঘুনন্দন রাম তপস্বীদকলের দ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ কথিত হইলেন। এইরূপে তপস্বিগণ পথের নির্দেশ দান করিয়া তাঁহার স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ মঙ্গলাশীর্বাদ করিলেন। সূর্য্যের মেঘমণ্ডলে প্রবেশের ন্যায় সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২১-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গোস্বামি-ন্যায়াচার্য্যকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিত বাল্মীকি-রামায়ণের
অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

অরণ্য-কাণ্ডম্

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীগোপালকৃষ্ণভট্টাচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

অরণ্য-কাণ্ডম্

[ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীগোপালকৃষ্ণভট্টাচার্য্যকৃতস্বরূপভাষানুবাদসহিতম্]

প্রথমঃ সর্গঃ

[তপস্বিনামাশ্রমে রামস্য লক্ষ্মণস্য সীতাদেব্যাশ্চ সৎকৃতিলাভঃ।]

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্।
রামো দদর্শ দুর্ধর্ষস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্ ॥১
কুশ-চীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্।
যথা প্রদীপ্তং দুর্দর্শং গগনে সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥২
শরণ্যং সর্বভূতানাং সুসংমৃষ্টাজিরং সদা।
মৃগৈর্বহুভিরাকীর্ণং পক্ষিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতম্ ॥৩
পুজিতং চোপনৃত্তঞ্চ নিত্যমপ্সরসাং গণৈঃ।
বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্‌ভরাণ্ডবেদিভিঃ কুশৈঃ ॥৪
সমিদ্ভিস্তোয়কলশৈঃ ফলমূলৈশ্চ শোভিতম্।
আবসথ্যৈশ্চ মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যৈঃ স্বাদুফলৈর্বৃতম্ ॥৫
বলিহোমার্চিতং পুণ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্।
পুষ্পৈশ্চান্যৈঃ পরিক্ষিপ্তং পদ্মিন্যা চ সপদ্ময়া ॥৬
ফল-মূলাশনৈর্দান্তৈশ্চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরৈঃ।
সূর্য্যবৈশ্বানরাভৈশ্চ পুরাণৈর্নিত্যমুত্তম্ ॥৭
পুণ্যৈশ্চ নিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ।
তদ্‌ব্রহ্মভবনপ্রখ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্ ॥৮
ব্রহ্মবিদ্ভির্মহাভাগৈর্ব্রহ্মণৈরুপশোভিতম্।
তদ্দৃষ্ট্বা রাঘবঃ শ্রীমাংস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্ ॥৯
অভ্যগচ্ছন্মহাতেজা বিজ্যং কৃত্বা মহদ্ধনুঃ।
দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে রামং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ ॥১০

প্রথম সর্গ

[তপস্বিগণের আশ্রমে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সৎকার লাভ।]

পরমপবিত্রাত্মা ও শত্রুগণের অজেয় রাম দণ্ডকনামক ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশপূর্বক তপস্বিগণের বহুতর আশ্রম দর্শন করিলেন ।১

কুশ, চীর ও বল্কলপরিব্যাপ্ত সেই সকল আশ্রম ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাসজনিত ব্রাহ্মী শোভামণ্ডিত হইয়া গগনস্থিত দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রদীপ্ত ছিল ।২

সেই আশ্রম সমস্ত প্রাণীরই আশ্রয় ছিল এবং তাহা নিয়মিত পরিষ্কৃতপ্রাঙ্গণে শোভিত ও নানাবিধ পশুপক্ষিগণের দ্বারা সমাবৃত ছিল। স্বর্গ-বিহারিণী অপ্সরাগণ আসিয়া নৃত্য করত নিয়ত সেই আশ্রমের গৌরববর্দ্ধন করিত। সেই পবিত্র আশ্রমসমূদয় অরণ্যজাত, সুস্বাদুফলজনক, পবিত্র ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, বেদাধ্যয়নশব্দের দ্বারা মুখরিত, স্থানে স্থানে বিচিত্র পদ্মসরোবরের দ্বারা সুশোভিত, মল্লিকা-মালতীপুষ্পসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং বিশাল অগ্নিগৃহে স্রুক্-স্রুবাদি যজ্ঞীয় উপকরণ, অজিন, কুশ, সমিধ্‌সকল, জলপূর্ণ কলস ও বিবিধ ফলসমূহে পরিশোভিত ছিল এবং সেই সকল আশ্রমে সর্ব্বদা বৈশ্বদেববলি ও বিবিধ হোম কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। সেই সকল আশ্রমে চীর (সন্ন্যাসীর পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড) ও কৃষ্ণাজিন-পরিধানকারী ফলমূলভোজী এবং সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ-দ্যুতিশালী বৃদ্ধ মুনিগণ বাস করিতেন ।৩-৭

সেই আশ্রমসকল নিয়তাহারী পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ঋষিসমূহে শোভিত এবং বেদাধ্যয়ন-শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া ব্রহ্মলোকের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। মহাভাগ ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সুশোভিত সেই তাপসাশ্রমসকল মহাতেজা, সৌন্দর্য্যশালী, রঘুনন্দন রাম দর্শনপূর্ব্বক মহাধনুর জ্যা মোচন করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। সেই সকল

অভিগম্যুস্তদা প্রীতা বৈদেহীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
তে তু সোমমিবোদ্যন্তং দৃষ্ট্বা বৈ ধর্মচারিণম্ ॥১১
লক্ষ্মণং চৈব দৃষ্ট্বা তু বৈদেহীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানাঃ প্রত্যগৃহ্ণন্ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥১২
রূপসংহননং লক্ষ্মীং সৌকুমার্য্যং সুবেশতাম্ ।
দদৃশুর্বিস্মিতাকারা রামস্য বনবাসিনঃ ॥১৩
বৈদেহীং লক্ষ্মণং রামং নেত্রৈরনিমিষৈরিব ।
আশ্চর্য্যভূতান্ দদৃশুঃ সর্বে তে বনবাসিনঃ ॥১৪
অত্রৈনং হি মহাভাগাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ।
অতিথিং পর্ণশালায়াং রাঘবং সংন্যবেশয়ন্ ॥১৫
ততো রামস্য সৎকৃত্য বিধিনা পাবকোপমাঃ ।
আজহ্রুস্তে মহাভাগাঃ সলিলং ধর্মচারিণঃ ॥১৬
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানা মূলৈঃ পরময়া যুতাঃ ।
মূলং পুষ্পং ফলং সর্বমাশ্রমস্থ মহাত্মনঃ ॥১৭
নিবেদয়িত্বা ধর্মজ্ঞাস্তে তু প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্ ।
ধর্মপালো জনস্যাস্য শরণ্যশ্চ মহাযশাঃ ॥১৮
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ ।
ইন্দ্রস্যৈব চতুর্ভাগঃ প্রজা রক্ষতি রাঘব ॥১৯
রাজা তস্মাদ্ বরান্ ভোগান্ রম্যান্ ভুঙ্‌ক্তে নমস্কৃতঃ
তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যা ভবদ্বিষয়বাসিনঃ ॥
নগরস্থো বনস্থো বা ত্বং নো রাজা জনেশ্বরঃ ॥২০
ন্যস্তদণ্ডা বয়ং রাজন্ জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
রক্ষণীয়াস্ত্বয়া শশ্বদ্ গর্ভভূতাস্তপোধনাঃ ॥২১
এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈরন্যৈশ্চ রাঘবম্ ।
বন্যৈশ্চ বিবিধাহারৈঃ সলক্ষ্মণমপূজয়ন্ ॥২২
তথান্যে তাপসাঃ সিদ্ধা রামং বৈশ্বানরোপমাঃ ।
ন্যায়বৃত্তা যথান্যায়ং তর্পয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥১

দৃঢ়ব্রত দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিগণও জ্ঞানপ্রভাবে রাম ও যশস্বিনী বিদেহরাজ সীতাদেবী আসিতেছেন জানিতে পারিয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে তাঁহারা উদয়কালীন চন্দ্রসদৃশ প্রিয়দর্শন ধর্মনিরত রাম, লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবীকে দর্শন করিয়া মঙ্গল আশীর্বাদ প্রয়োগ করত তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন। ৮-১২

উক্ত বনবাসিগণ বিস্মিত হইয়া রামের অঙ্গসৌষ্ঠব, লাবণ্য, কোমলতা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই যেন অনিমেষলোচনে সেই আশ্চর্য্য-রূপসম্পন্ন রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতাদেবীকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।১৩-১৪

তারপর প্রাণিহিতনিরত মহাভাগ, ধার্ম্মিক অগ্নিতুল্যতেজস্বী মহর্ষিগণ অতিথি রঘুনন্দন রামকে পর্ণশালা-মধ্যে নিবেশিত করিয়া সমাদরপূর্ব্বক যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রয়োগকরত পরম আনন্দের সহিত মহাত্মা রামকে ফল, মূল ও পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক "এ সমস্ত আশ্রমই আপনার" এইরূপ বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—যিনি ধর্ম্মরক্ষা করেন এবং ধর্ম্মের জন্য দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডবিধান করেন, সেই যশস্বী রাজা সমস্তলোকের গুরু, মান্য ও পূজনীয় এবং তাঁহাকেই সকলে আশ্রয় করিয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! ইন্দ্রের চতুর্থ অংশ ইহলোকে রাজা হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করেন।১৬-১৯

সেইহেতু রাজা সমস্ত প্রাণিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রমণীয় শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহ ভোগ করেন। নগরেই থাকুন বা বনেই থাকুন, আপনিই আমাদের রাজা এবং আমরা আপনার রাজ্যেই বাস করি, অতএব আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য।২০

হে রাজন্! আমাদিগের তপস্যাই ধন এবং আমরা ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছি, সেইহেতু আমরা কোন জীবকে দণ্ড দান করিতে পারি না; অতএব আমরা গর্ভস্থ বালকের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, এই কারণে আমাদিগকে আপনার অবশ্যই রক্ষা করা কর্ত্তব্য।২১

সেই মহর্ষিগণ ঐরূপ বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত রঘুনন্দন রামকে পুষ্প, ফল, মূল ও অন্যান্য বিবিধ বনজাত খাদ্যদ্রব্য-দ্বারা অভ্যর্চনা করিলেন। অন্যান্য অগ্নিতুল্য তেজস্বী, শুদ্ধচরিত্র ও সিদ্ধ অন্যান্য তপস্বিগণ ভগবান্ রামচন্দ্রের যথাবিধি পূজা করিলেন।২২-২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

[বনমধ্যে রামস্য, লক্ষ্মণস্য, সীতায়াশ্চোপরি দুর্দর্শবিরাধস্যাক্রমণম্]

কৃতাতিথ্যোঽথ রামস্য সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
আমন্ত্র্য স মুনীন্ সর্বান্ বনমেবাগ্নগাহত ॥১
নানামৃগগণাকীর্ণমৃক্ষ-শার্দূলসেবিতম্।
ধ্বস্তবৃক্ষ-লতা-গুল্মং দুর্দর্শসলিলাশয়ম্ ॥২
নিষ্কূজমানশকুনি ঝিল্লিকাগণনাদিতম্।
লক্ষ্মণানুচরো রামো বনমধ্যং দদর্শ হ ॥৩
সীতয়া সহ কাকুৎস্থস্তস্মিন্ ঘোরমৃগায়ুতে।
দদর্শ গিরিশৃঙ্গাভং পুরুষাদং মহাস্বনম্ ॥৪
গম্ভীরাক্ষং মহাবক্ত্রং বিকটং বিকটোদরম্।
বীভৎসং বিষমং দীর্ঘং বিকৃতং ঘোরদর্শনম্ ॥৫
বসানাং চর্ম বৈয়াঘ্রং বসার্দ্রং রুধিরোক্ষিতম্।
ত্রাসনং সর্বভূতানাং ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ॥৬
ত্রীন্ সিংহাংশ্চতুরো ব্যাঘ্রান্ দ্বৌ বৃকৌ পৃষতান্ দশ।
সবিষাণং বসাদিগ্ধং গজস্য চ শিরো মহৎ ॥৭
অবসজ্যাথসে শূলে বিনদন্তং মহাস্বনম্।
স রামং লক্ষ্মণং চৈব সীতাং দৃষ্ট্বা চ মৈথিলীম্ ॥৮
অভ্যধাবংস্তু সংক্রুদ্ধঃ (ক) প্রজাঃ কাল ইবান্তকঃ।
স কৃত্বা ভৈরবং নাদং চালয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥৯
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমপাক্রম্য তমব্রবীৎ।
যুবাং জটা-চীরধরৌ সভার্য্যৌ ক্ষীণজীবিতৌ ॥১০

দ্বিতীয় সর্গ

[বনমধ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার উপর ভীষণদর্শন বিরাধের আক্রমণ।]

অনন্তর সূর্য্যের উদয়কালে আতিথ্য-সৎকারে সৎকৃত রাম মুনিগণের নিকট বিদায়সম্ভাষণ গ্রহণপূর্ব্বক নানাবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ এবং ব্যাঘ্র ও ভল্লুকসমূহে পরিব্যাপ্ত বনে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সেই স্থান বিধ্বস্ত বৃক্ষ, লতা ও গুল্মসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এবং পক্ষিগণও শব্দ করিতেছে না। কেবল ঝিল্লিক-সমূহই শব্দ করিতেছে। সেখানের জলাশয়গুলি নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে।১-৩

অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সীতার সহিত হিংস্রজন্তুগণে সমাকীর্ণ সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক বিকটশব্দকারী পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ রাক্ষসকে দর্শন করিলেন। সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস দেখিতে বিকটাকার ও তাহার চক্ষু অতি গভীর, বদন অতিবৃহৎ, উদর অতিবিশাল, দেহ সুদীর্ঘ ও বিভৎস এবং অতিবিষম ছিল। সেই সুদীর্ঘাকার রাক্ষস বসার্দ্র ও রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল। যেরূপ মুখব্যাদনকারী যমকে দেখিলে সকলের ভয় হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহাকে দেখিলেও সকল প্রাণীর মনে ভীতির সঞ্চার হইত।৪-৬

সেই রাক্ষস তিনটি সিংহ, চারিটি ব্যাঘ্র, দুইটি বৃক, দশটি পৃষতমৃগ এবং হস্তধৃক্ ও বসার্দ্র বৃহৎ-হস্তীমস্তক শূলে আবদ্ধ করিয়া অতীব চীৎকার করিতেছিল। পরে সেই রাক্ষস রাম, লক্ষ্মণ ও মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া সংহারকালে কৃতান্ত যেমন প্রাণীদিগের প্রতি ধাবিত হন, সেইরূপ তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সে অতি ভয়ানক শব্দদ্বারা পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া বিদেহরাজ দুহিতা সীতাকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক কিয়দ্দূরে যাইয়া বলিলেন —তোরা যখন জটা ও চীর ধারণ করিয়া ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিস, আবার হস্তে ধনু, বাণ এবং অসিও ধারণ করিয়াছিস, তখন তোদের আর জীবনের আশা নাই। তাপসদ্বয়ের এক রমণীর

পাঠান্তর :—(ক) অভ্যধাবন্ মুদা ক্রুদ্ধঃ—।

প্রবিষ্টৌ দণ্ডকারণ্যং শরচাপাসিপাণিনৌ।
কথং তাপসয়োর্বাচ্যৌ বাসঃ প্রমদয়া সহ ॥১১
অধর্মচারিণৌ পাপৌ কৌ যুবাং মুনিদূষকৌ।
অহং বনমিদং দুর্গং বিরাধো নাম রাক্ষসঃ ॥১২
চরামি সায়ুধো নিত্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্।
ইয়ং নারী বরারোহা মম ভার্য্যা ভবিষ্যতি ॥১৩
যুবয়োঃ পাপয়োশ্চাহং পাস্যামি রুধিরং মৃধে।
তস্যৈবং ব্রুবতো দুষ্টং বিরাধস্য দুরাত্মনঃ ॥১৪
শ্রুত্বা সগর্ব্বিতং বাক্যং সম্ভ্রান্তা জনকাত্মজা।
সীতা প্রবেপিতোদ্বেগাৎ প্রবাতে কদলী যথা ॥১৫
তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ সীতাং বিরাধাঙ্কগতাং শুভাম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥১৬

পশ্য সৌম্য নরেন্দ্রস্য জনকস্যাত্মজাং প্রিয়াম্।
মম ভার্য্যাং শুভাচারাং বিরাধাঙ্কে প্রবেশিতাম্ ॥১৭
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্।
যদভিপ্রেতমস্মাসু প্রিয়ং বরকৃতঞ্চ যৎ ॥১৮
কৈকেয্যাস্তু সুসংবৃত্তং ক্ষিপ্রমদ্যৈব লক্ষ্মণ।
যা ন তুষ্যতি রাজ্যেন পুত্রার্থে দীর্ঘদর্শিনী ॥১৯
ময়াহং সর্ব্বভূতানাং প্রিয়ঃ প্রস্থাপিতো বনম্।
অস্যেদানীং সকামা সা যা মাতা মধ্যমা মম ॥২০
পরস্পর্শাত্তু বৈদেহ্যা ন দুঃখতরমস্তি মে।
পিতুর্বিনাশাৎ সৌমিত্রে স্বরাজ্যহরণাত্তথা ॥২১
ইতি ব্রুবতি কাকুৎস্থে বাষ্পশোকপরিপ্লুতঃ।
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো রুষ্টো নাগ ইব শ্বসন্ ॥২২

সহিত এইরূপে বাস কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে ?৭-১১

তোরা অত্যন্ত পাপী ও অধর্মাচারী, তোদের দ্বারা মুনিচরিত্র দূষিত হইতেছে। তোরা কে ? আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ। আমি ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া শস্ত্রধারণ করত এই দুর্গম বনে বিচরণ করি। এই পরমাসুন্দরী নারী আমার ভার্য্যা হইবে।১২-১৩

তোরা পাপাচারী, আমি যুদ্ধে তোদের রক্ত পান করিব। সেই দুরাত্মা বিরাধের উক্তপ্রকার সগর্ব্ব নিন্দিত বাক্য শ্রবণ করিয়া জনক-দুহিতা সীতাদেবী ভয়ে ব্যাকুলচিত্তা হইলেন এবং যেরূপ প্রবল বায়ুবেগে কদলীবৃক্ষ কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ সীতাদেবীও কাঁপিতে লাগিলেন।১৪-১৫

রঘুনন্দন রাম শুভলক্ষণা সেই সীতাদেবীকে বিরাধের ক্রোড়স্থা দেখিয়া শুষ্কবদনে লক্ষ্মণকে বলিলেন, হে শুভদর্শন! যিনি মহেন্দ্র জনকের নন্দিনী, যিনি অভিমুখে বর্দ্ধিতা রহিয়াছেন এবং যিনি আমার ভার্য্যা, দেখ, সেই যশস্বিনী রাজপুত্রী সীতাদেবী বিরাধের ক্রোড়ে অবস্থিতা হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! আমাদিগের প্রতি যেরূপ হওয়া কৈকেয়ীর অভিপ্রেত, যাহা তাঁহার প্রিয় ছিল এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা অতিশীঘ্র সিদ্ধ হইতে চলিল। যিনি পুত্রের নিমিত্ত রাজ্যলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, সমস্ত প্রাণী আমার প্রতি প্রীতি থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। অধুনা সেই মধ্যমজননী কৈকেয়ীদেবীর মনোরথ সফল হইল। হে সুমিত্রানন্দন! রাজ্যহরণ, পিতৃবিনাশ ও বৈদেহী সীতাদেবীর অঙ্গে পরপুরুষস্পর্শ—ইহা অপেক্ষা আমার সমধিক দুঃখ আর কিছুই নাই।১৬-২১

কাকুৎস্থ রাম এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ অতীব শোকাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিলেন—হে কাকুৎস্থ! আপনি মহেন্দ্রের ন্যায় সমস্ত প্রাণীর নাথ হইয়া বিশেষতঃ আমার ন্যায় ভৃত্য থাকিতে কি নিমিত্ত অনাথের ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন ? আমি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ রাক্ষসের প্রতি শরাঘাত করিলে উহার প্রাণ বহির্গত হইবে এবং পৃথিবী তার রক্ত পান করিবে। রাজ্যলোভী ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, এই বিরাধের প্রতি আমার সেইরূপই ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং মহেন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্র

অনাথ ইব ভূতানাং নাথস্ত্বং বাসবোপমঃ।
ময়া প্রেষ্যেণ কাকুৎস্থ কিমর্থং পরিতপ্যসে ॥২৩
শরেণ নিহতস্যাদ্য ময়া ক্রুদ্ধেন রক্ষসঃ।
বিরাধস্য গতাসোর্হি মহী পাস্যতি শোণিতম্ ॥২৪
রাজ্যকামে মম ক্রোধো ভরতে যো বভূব হ।
তং বিরাধে বিমোক্ষ্যামি বজ্রো বজ্রমিবাচলে ॥২৫
মম ভুজবলবেগবেগিতঃ
পততু শরোঽস্য মহাস্মহোরসি।
ব্যপনয়তু তনোশ্চ জীবিতং
পততু ততশ্চ মহীং বিঘূর্ণিতঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

ত্যাগ করেন, সেইরূপ আমিও সেই ক্রোধ বিরাধের প্রতি নিক্ষেপ করিব। আমার বাহুবলের বেগে বেগবান্ হইয়া ঐ যে তীক্ষ্ণবাণ ছুটিয়া চলিয়াছে, উহা আজ বিরাধের বিশাল বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িবে। শরীর হইতে উহার প্রাণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। তারপর ঐ বিরাধ ঘূর্ণিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইবে। ২২-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

[রক্ষ-বিরাধয়োর্বাক্যবিনিময়ঃ, বিরাধোপরি রাম-লক্ষ্মণয়োঃ শস্ত্রাঘাতঃ, ভ্রাতরৌ স্কন্ধেন সংবাহ্য বিরাধস্য ঘোরকান্তারপ্রবেশশ্চ।]

তথোবাচ পুনর্বাক্যং বিরাধঃ পূরয়ন্ বনম্।
পৃচ্ছতো মম হি ক্রতং কৌ যুবাং ক গমিষ্যথঃ ॥ ১
তমুবাচ ততো রামো রাক্ষসং জ্বলিতাননম্।
পৃচ্ছন্তং স্বমহাতেজা ইক্ষ্বাকুকুলমাত্মনঃ ॥২
ক্ষত্রিয়ৌ বৃত্তসম্পন্নৌ বিদ্ধি নৌ বনগোচরৌ।
ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছাবঃ কস্ত্বং চরসি দণ্ডকান্ ॥৩
তমুবাচ বিরাধস্তু রামং সত্যপরাক্রমম্।
হন্ত বক্ষ্যামি তে রাজন্ নিবোধ মম রাঘব ॥৪
পুত্রঃ কিল ভবতাহং মাতা মম শতহ্রদা।
বিরাধ ইতি মামাহুঃ পৃথিব্যাং সর্বরাক্ষসাঃ ॥৫
তপসা চাভিসম্প্রাপ্তো ব্রহ্মণো হি প্রসাদজা।
শস্ত্রেণাবধ্যতা লোকেঽস্মিন্নস্ত্রেষ্বাভেয়ত্বমেব চ ॥৬

তৃতীয় সর্গ

[বিরাধ-রাক্ষস ও রামের মধ্যে বাক্য বিনিময়, বিরাধের উপর রাম ও লক্ষ্মণের শস্ত্রাঘাত এবং দুইভাইকে স্কন্ধে লইয়া বিরাধের গভীর অরণ্যে প্রবেশ।]

অতঃপর সেই বিরাধ রাক্ষস উচ্চৈঃস্বরে চীৎকারের দ্বারা সমস্ত কানন প্রতিধ্বনিকরত পুনর্বার বলিল—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—বল, তোরা দুইজন কে ও কোথায় যাইবি ? ১

ক্রোধে জ্বলিতবদন সেই বিরাধরাক্ষস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহাতেজস্বী রাম বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুবংশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরা ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়কর্তব্য কার্য-সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। সম্প্রতি বনে বাস করিতেছি, ইহা তুই অবগত হ। আমরাও তোকে জানিতে ইচ্ছা করি, বল—তুই কে ? কেন এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছিস ?২-৩

অনন্তর বিরাধরাক্ষস সেই সত্যপরাক্রমশালী

উৎসৃজ্য প্রমদামেনামনপেক্ষৌ যথাগতম্ ।
ত্বরমাণৌ পলায়েথাং ন বাং জীবিতমাদদে ॥৭
তং রামঃ প্রত্যুবাচেদং কোপসংরক্তলোচনঃ ।
রাক্ষসং বিকৃতাকারং বিরাধং পাপচেতসম্ ॥৮
ক্ষুদ্র ধিক্ ত্বাং তু হীনার্থং মৃত্যুমন্বেষসে ধ্রুবম্ ।
রণে প্রাপ্যসি সংতিষ্ঠ ন মে জীবন্ বিমোক্ষসে ॥৯
ততঃ সজ্যং ধনুঃ কৃত্বা রামঃ সুনিশিতান্ শরান্ ।
সুসীত্রমভিসন্ধায় রাক্ষসং নিজঘান হ ॥১০
ধনুষা জ্যাগুণবতা সপ্ত বাণান্ মুমোচ হ ।
রুক্মপুঙ্খান্মহাবেগান্ সুপর্ণানিলতুল্যগান্ ॥১১
তে শরীরং বিরাধস্য ভিত্ত্বা বহির্বিসসৃপঃ ।
নিপেতুঃ শোণিতাদিগ্ধা ধরণ্যাং পাবকোপমাঃ ॥১২
স বিদ্ধো ন্যস্য বৈদেহীং শূলমুদ্যম্য রাক্ষসঃ ।
অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধস্তদা রামং সলক্ষ্মণম্ ॥১৩
স বিনদ্য মহানাদং শূলং শক্রধ্বজোপমম্ ।
প্রগৃহ্যাশোভত তদা ব্যাত্তানন ইবান্তকঃ ॥১৪
অথ তৌ ভ্রাতরৌ দীপ্তং শরবর্ষং ববর্ষতুঃ ।
বিরাধে রাক্ষসে তস্মিন্ কালান্তকযমোপমে ॥১৫
স প্রহস্য মহারৌদ্রঃ স্বিতাস্যস্তত রাক্ষসঃ ।
ভক্ষয়াণস্য তে বাণাঃ কায়াল্লিষ্পেতুরাশুগাঃ ॥১৬

রামকে বলিল,—ওরে রঘুকুলজাত রাজন্ ! আমি তোর নিকটে আত্মবৃত্তান্ত বলিতেছি—তুই শোন্ ।৪

আমি জবনামক রাক্ষসের পুত্র। আমার মাতার নাম শতহ্রদা। এই পৃথিবীতে সমস্ত রাক্ষস আমাকে 'বিরাধ' বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার প্রসাদে "শস্ত্র দ্বারা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অব্যয় হইব" এইপ্রকার বর লাভ করিয়াছি, অতএব তোরা যুদ্ধের অপেক্ষা না করিয়া সত্বর এই রমণীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্থান হইতে আসিয়াছিস, সেই স্থানেই পলায়ন কর্; তাহা না হইলে তোদের জীবন পর্য্যন্ত থাকিবে না ।৫-৭

রাম ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া সেই পাপিষ্ঠ বিকৃতাকার বিরাধকে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন,—রে ক্ষুদ্র ! তোকে ধিক্ ! তোর অভিপ্রায় অতি মন্দ, তুই নিশ্চয়ই মৃত্যুর অন্বেষণ করিতেছিস্; এইক্ষণেই তাহা লাভ করিবি। দাঁড়া, আমার হাতে জীবিত অবস্থায় তোর পরিত্রাণ নাই। অনন্তর সেই রাম অতিতীক্ষ্ণ ধনুতে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক বহুতর তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিয়া সেই রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ।৮-১০

তারপর জ্যাযুক্ত ধনু দ্বারা স্বর্ণপুঙ্খ, অতিবেগবান্ এবং গরুড় ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত ময়ূরপক্ষযুক্ত ও অগ্নিতুল্য তেজশালী বাণ বিরাধের দেহ ভেদ করত রক্তলিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন বাণবিদ্ধ সেই রাক্ষস বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে ভূতলে রাখিয়া শূল উদ্যত করত সক্রোধে রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল ।১১-১৩

সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ইন্দ্রধ্বজতুল্য সেই শূল ধারণ করত যুদ্ধার্থীদিগকারী যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।১৪

অনন্তর সেই দুই ভ্রাতা কালান্তক যমসদৃশ বিরাধের গাত্রে তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অতি-ভয়ানক সেই রাক্ষস দণ্ডায়মান হইয়া হাস্য করত ভক্ষণ করিল। ভক্ষণ করিবার কালে তাহার শরীর হইতে সেই সমস্ত দ্রুতগামী বাণ বহির্গত হইয়া পতিত হইল। অনন্তর সেই বিরাধ অপরিসীম দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও বরপ্রভাবে জীবিত থাকিয়া শূল উদ্যত করত রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন সেই বজ্রসদৃশ শূলের অগ্রভাগ আকাশ স্পর্শ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিসম পরিদৃশ্যমান হইল। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রাম দুইটি বাণধারাই সেই শূল ছেদন করিলেন ।১৫-১৮

যেরূপ বজ্রদ্বারা ভিন্ন হইয়া মেরুপর্ব্বতের বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ রামের বাণে ছিন্ন হইয়া বিরাধের শূল ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ অতিতীক্ষ্ণ দংশনোদ্যত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় দুইটি

স্পর্শাত্তু বরদানেন প্রাণান্ সংরোধ্য রাক্ষসঃ।
বিরাধঃ শূলমুদ্যম্য রাঘবাবভ্যধাবত ॥১৭
তচ্ছূলং বজ্রসঙ্কাশং গগনে জ্বলনোপমম্।
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥১৮
তদ্রামবিশিখৈশ্ছিন্নং শূলং তস্যাপতদ্ ভুবি।
পপাতাশনিনির্দ্ভিন্নং মেরোরিব শিলাতলম্ ॥১৯
তৌ খড়্গৌ ক্ষিপ্রমুদ্যম্য কৃষ্ণসর্পাবিবোল্বণৌ।
তূর্ণমাপেততুস্তস্য তদা প্রহরতাং বলাৎ ॥২০
স বধ্যমানঃ সুভৃশং ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্য তৌ।
অপ্রকম্পৌ নরব্যাঘ্রৌ রৌদ্রঃ প্রস্থাতুমৈচ্ছত ॥২১
তস্যাভিপ্রায়মাজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
বহত্যয়মলং তাবৎ পথানেন তু রাক্ষসঃ ॥২২
যথা চেচ্ছতি সৌমিত্রে তথা বহতু রাক্ষসঃ।
অয়মেব হি নঃ পন্থা যেন যাতি নিশাচরঃ ॥২৩
স তু সকলবীর্য্যেণ সমুৎক্ষিপ্য নিশাচরঃ।
বালাবিব স্বস্কগতৌ চকারাতিবলোদ্ধতঃ ॥২৪
তাবারোপ্য ততঃ স্কন্ধং রাঘবৌ রজনীচরঃ।
বিরাধো বিনদন্ ঘোরং জগামাভিমুখো বনম্ ॥২৫
বনং মহামেঘনিভং প্রবিষ্টো
দ্রুমৈর্মহদ্ভির্বিবিধৈরুপেতম্।
নানাবিধৈঃ পক্ষিকুলৈর্বিচিত্রং
শিবাযুতং ব্যালমৃগৈর্বিকীর্ণম্ ॥২৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

খড়্গ উদ্যত করিয়া রাক্ষসের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাহার নিকটে যাইয়া বলপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।১৯-২০

রাম-লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অতীব পীড়্যমান হইয়া সেই ভয়ানক রাক্ষস উভয়হস্ত দ্বারা তাঁহাদিগের দুইজনকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহাদিগের শরীর ভয়ে কম্পিত হইল না। তারপর রাম সেই রাক্ষসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এই রাক্ষস আমাদিগকে লইয়া এই পথ দিয়া গমন করুক। হে সুমিত্রানন্দন! এই রাক্ষস যেস্থানে আমাদিগকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে, সেইস্থানে লইয়া যাউক; কেননা, এ যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহা আমাদেরও গন্তব্য পথ।২১-২৩

সেই অতিবলবান বিরাধরাক্ষস স্বীয় বলদ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বালকদ্বয়ের ন্যায় উত্তোলনপূর্ব্বক স্কন্ধদেশে আরোপণ করত ভয়ানক বনের অভিমুখে চীৎকার করিতে করিতে যাইতে লাগিল।২৪-২৫

অনন্তর সেই রাক্ষস নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষযুক্ত, বিবিধ পক্ষীসমূহে মনোহর, শৃগাল সমন্বিত, হিংস্রজন্তু-সমূহে সমাকীর্ণ ও মহামেঘ-সদৃশ নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইল।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্বিরাধবধঃ।]

ত্রিয়মাণৌ তু কাকুৎস্থৌ দৃষ্ট্বা সীতা রঘূত্তমৌ।
উচ্চৈঃস্বরেণ চুক্রোশ প্রগৃহ্য সুমহাভুজৌ ॥১
এষ দাশরথী রামঃ সত্যবান্ শীলবান্ শুচিঃ।
রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ হ্রিয়তে সহলক্ষ্মণঃ ॥২
মাংসৈঃ তর্পয়িষ্যন্তি শার্দূলবিপিনস্থিতাঃ।
মাং হরোৎসৃজ্য কাকুৎস্থৌ নমস্তে রাক্ষসোত্তম ॥৩
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বৈদেহ্যা রাম-লক্ষ্মণৌ।
বেগং প্রচক্রতুর্বীরৌ বধে তস্য দুরাত্মনঃ ॥৪
তস্য রৌদ্রস্য সৌমিত্রিঃ সব্যং বাহুং বভঞ্জ হ।
রামস্তু দক্ষিণং বাহুং তরসা তস্য রক্ষসঃ ॥৫
স ভগ্নবাহুঃ সংবিগ্নঃ পপাতাশু বিমূর্চ্ছিতঃ।
ধরণ্যাং মেঘসঙ্কাশো বজ্রভিন্ন ইবাচলঃ ॥৬
মুষ্টিভির্বাহুভিঃ পদ্ভিঃ সূদয়ন্তৌ তু রাক্ষসম্।
উল্লম্ব্যোল্লম্ব্য চাপ্যেতং স্থণ্ডিলে নিষ্পিপেষতুঃ ॥৭
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈঃ খড়্গাভ্যাঞ্চ পরিক্ষতঃ।
নিষ্পিষ্টো বহুধা ভূমৌ ন মমার স রাক্ষসঃ ॥৮

চতুর্থ সর্গ

[শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কর্তৃক বিরাধ বধ।]

রাক্ষস রঘুকুলশ্রেষ্ঠ কাকুস্থ রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া সীতাদেবী স্বীয় উত্তম বাহুদ্বয় উত্তোলন করত উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—ঐ ভয়ঙ্কর রূপধারী রাক্ষস সাধুস্বভাব, সত্যনিরত ও সুপবিত্র দশরথতনয় রামকে লক্ষ্মণের সহিত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।১-২

অহো! ঋক্ষ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণ আমাকে ভক্ষণ করিবে। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তুমি ঐ দুই কাকুৎস্থকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে হরণ কর।৩

বিদেহ-রাজদুহিতা সীতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর রাম ও লক্ষ্মণ সেই দুরাত্মা রাক্ষসের বধবিষয়ে সত্বর হইলেন। তখন রাম বলপূর্বক সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের দক্ষিণবাহু এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাহার বামবাহু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।৪-৫

সেই মেঘসদৃশ রাক্ষস ভগ্নহস্ত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং শীঘ্র মূর্চ্ছিত হইয়া বজ্রভিন্ন পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। পরে তাঁহারা সেই রাক্ষসকে হস্ত, পদ ও মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন এবং পুনঃপুনঃ উত্তোলনপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।৬-৭

কিন্তু সেই রাক্ষস বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ, খড়্গদ্বারা আহত ও নানাভাবে ভূতলে পিষ্ট হইয়াও মরিল না।৮

যিনি ভয়ের সময় সকলকেই অভয় দান করেন, সেই শ্রীমান্ রাম পর্ব্বতসদৃশ সেই রাক্ষসকে সর্ব্বতোভাবে অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম! এই রাক্ষসের এরূপ তপস্যা থাকায় যুদ্ধে শস্ত্র দ্বারা ইহার পরাজয় হইতেছে না। অতএব চল আমরা ইহাকে পুঁতিয়া ফেলি।৯-১০

লক্ষ্মণ! যেরূপ ভয়ঙ্কর হস্তীর নিমিত্ত গর্ত্ত খনন করা হয়, সেইরূপ তুমি এই ভয়ঙ্কর তেজস্বী রাক্ষসের নিমিত্ত এই বনমধ্যে এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর।১১

বীর্য্যবান্ রাম লক্ষ্মণকে গর্ত্ত খনন করিতে বলিয়া বিরাধকে আক্রমণ করত পাদ দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।১২

বিরাধরাক্ষস পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সবিনয়ে বলিল,—হে পুরুষপ্রধান!

তং প্রেক্ষ্য রামঃ তুতুশমবধ্যমচলোপমম্ ।
ভয়েষ্বভয়দঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥৯
তপসা পুরুষব্যাঘ্র রাক্ষসোঽয়ং ন শক্যতে ।
শস্ত্রেণ যুধি নির্জেতুং রাক্ষসং নিগমাবহে ॥১০
কৃত্রয়স্তেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ ।
বনেঽস্মিন্ সুমহচ্ছ্রভ্রং খন্যতাং রৌদ্রবর্চসঃ ॥১১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি ।
অস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্য্যবান্ ॥১২
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং রাক্ষসঃ প্রশ্রিতং বচঃ ।
ইদং প্রোবাচ কাকুৎস্থং বিরাধঃ পুরুষর্ষভম্ ॥১৩
হতোঽহং পুরুষব্যাঘ্র শক্রতুল্যবলেন বৈ ।
ময়া তু পূর্বং ত্বং মোহান্ন জ্ঞাতঃ পুরুষর্ষভ ॥১৪
কৌসল্যা সুপ্রজাস্তাত রামস্ত্বং বিদিতো ময়া ।
বৈদেহী চ মহাভাগা লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ॥১৫
অভিশাপাদহং ঘোরাং প্রবিষ্টো রাক্ষসীং তনুম্ ।
তুম্বুরুর্নাম গন্ধর্বঃ শপ্তো বৈশ্রবণেন হি ॥১৬
প্রসাদ্যমানশ্চ ময়া সোঽব্রবীন্মাং মহাযশাঃ ।
যদা দাশরথী রামস্ত্বাং বধিষ্যতি সংযুগে ॥১৭
তদা প্রকৃতিমাপন্নো ভবান্ স্বর্গং গমিষ্যতি ।
অনুপস্থীয়মানো মাং স ক্রুদ্ধো ব্যাজহার হ ॥১৮
ইতি বৈশ্রবণো রাজা রম্ভাসক্তমুবাচ হ ।
তব প্রসাদাদ্মুক্তোঽহমভিশাপাৎ সুদারুণাৎ ॥১৯
ভবনং স্বং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু পরন্তপ ।
ইতো বসতি ধর্মাত্মা শরভঙ্গঃ প্রতাপবান্ ॥২০
অধ্যর্ধযোজনে তাত মহর্ষিঃ সূর্য্যসন্নিভঃ ।
তং ক্ষিপ্রমভিগচ্ছ ত্বং স তে শ্রেয়োঽভিধাস্যতি ॥২১
অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রজ ।
রক্ষসাং হত সত্ত্বানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥২২
অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ ।
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং বিরাধঃ শরপীড়িতঃ ॥২৩
বভূব স্বর্গসংপ্রাপ্তো দ্যুতিমেতো মহাবলঃ ।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং লক্ষ্মণং ব্যাদিদেশ হ ॥২৪

মহেন্দ্রসদৃশ আপনার শক্তিতে আমি নিহত হইব। হে পুরুষোত্তম! আমি অজ্ঞানবশতঃ পূর্বে আপনাকে জানিতে পারি নাই। কৌসল্যাদেবী আপনার দ্বারাই সৎপুত্রবতী হইয়াছেন। এখন জানিলাম যে, আপনিই রাম। মহাভাগ্যবতী বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা এবং মহাবলা লক্ষ্মণকেও আমি জানিতে পারিয়াছি।১৩-১৫

আমি অভিশাপ দ্বারা এই ভয়ানক রাক্ষসশরীর প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পূর্বে গন্ধর্ব ছিলাম, আমার নাম তুম্বুরু। আমি কুবেরকর্তৃক এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছি।১৬

অভিশাপকালে আমি সেই মহাযশা কুবেরকে প্রসন্ন করিলে, তিনি আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন যে, যখন দশরথতনয় রাম তোমাকে যুদ্ধে বধ করিবেন, তখন তুমি গন্ধর্বদেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিবে। আমি রম্ভার প্রতি আসক্ত হইয়া যথাসময়ে ধনেশ্বর কুবেরের নিকটে উপস্থিত হই নাই বলিয়া তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ অভিশাপবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এখন আমি আপনার প্রসাদে সেই নিদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম।১৭-১৯

হে শত্রুতাপন! আমি নিজভবনে গমন করিব। আপনাদিগের মঙ্গল হউক। এস্থান হইতে অর্ধযোজন দূরে প্রতাপশালী এবং সূর্য্যতুল্যতেজস্বী ধর্মাত্মা শরভঙ্গ নামে এক মহর্ষি বাস করেন। আপনি শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করুন,তিনি আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন।২০-২১

হে রাম! এক্ষণে আপনি আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্ভয়চিত্তে তথায় গমন করুন। গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া মৃত্যুর পর রাক্ষসদিগের সনাতন ধর্ম। মৃত্যুর পর যে রাক্ষসগণ গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারা সনাতন লোকসকল লাভ করিয়া থাকে। শরপীড়িত মহাবল সেই বিরাধ কাকুৎস্থ রামকে ঐরূপ বলিয়া দেহত্যাগ-পূর্বক স্বর্গে গমন করিল। বিরাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন,—লক্ষ্মণ! যেরূপ ভয়ানক হস্তীর জন্য গর্ত খনন করিতে হয়, এই ভীমকর্মা রাক্ষসের জন্যও সেইরূপ বৃহৎ গর্ত

কুম্ভরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ।
বনেঽস্মিন্ সুমহান্ শস্ত্রঃ খন্যতাং রৌদ্রকর্মণঃ ॥২৫
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি।
তস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্য্যবান্ ॥২৬
ততঃ খনিত্রমাদায় লক্ষ্মণঃ শস্ত্রমুত্তমম্।
অখনৎ পার্শ্বতস্তস্য বিরাধস্য মহাত্মনঃ ॥২৭
তং যুক্তকণ্ঠমুৎক্ষিপ্য শঙ্কুকর্ণং মহাস্বনম্।
বিরাধং প্রাক্ষিপচ্ছব্রে নদন্তং ভৈরবস্বনম্ ॥২৮
তমাহবে দারুণমাশুবিক্রমৌ
স্থিরাবুভৌ সংযতি রাম-লক্ষ্মণৌ।
মুদান্বিতৌ চিক্ষিপতুর্ভয়াবহং
নদন্তমুৎক্ষিপ্য বলেন রাক্ষসম্ ॥২৯
অবধ্যতাং প্রেক্ষ্য মহাসুরস্য তৌ
শিতেন শস্ত্রেণ তদা নরর্ষভৌ।
সমর্থ্য চাত্যর্থবিশারদাবুভৌ
বিলে বিরাধস্য বধং প্রচক্রতুঃ ॥৩০

স্বয়ং বিরাধেন হি মৃত্যুমাত্মনঃ
প্রসহ্য রামেণ যথার্থমীপ্সিতঃ।
নিবেদিতঃ কাননচারিণা স্বয়ং
ন মে বধঃ শস্ত্রকৃতো ভবেদিতি ॥৩১
তদেব রামেণ নিশম্য ভাষিতং
কৃতা মতিস্তস্য বিলপ্রবেশনে।
বিলঞ্চ তেনাতিবলেন রক্ষসা
প্রবেশ্যমানেন বলং বিনাদিতম্ ॥৩২
প্রহৃষ্টরূপাবিব রাম-লক্ষ্মণৌ
বিরাধমুর্ব্যাং প্রদরে নিপাত্য তম্।
ননন্দতুর্বীতভয়ৌ মহাবনে
শিলাভিরস্যন্তুমথোশ্চ রাক্ষসম্ ॥৩৩
ততস্তু তৌ কাঞ্চনচিত্রকার্ম্মুকৌ
নিহত্য রক্ষঃ পরিগৃহ্য মৈথিলীম্।
বিজহ্রতুস্তৌ মুদিতৌ মহাবনে
দিবি স্থিতৌ চন্দ্র-দিবাকরাবিব ॥৩৪

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে শ্রীমদ্রামায়ণে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ

খনন কর। লক্ষ্মণকে গর্ত্ত খনন করিতে বলিয়া শক্তিমান্ রাম বিরাধকে আক্রমণ করিয়া পাদ দ্বারা কণ্ঠদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন।২২-২৬

অনন্তর লক্ষ্মণ খনিত্র দ্বারা সেই বৃহৎকায় বিরাধের পার্শ্বদেশে এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিলেন। পরে রাম শঙ্কু-সদৃশ কঠিনকর্ণসমন্বিত বিরাধের সেই কণ্ঠদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে উত্তোলনপূর্বক উক্ত গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল। যুদ্ধে স্থিরস্বভাব ও বল প্রকাশে কিপ্তহস্ত রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আনন্দিত হইয়া বলপূর্বক ক্রূরকর্ম্মকারী ভয়ঙ্কর সেই বিরাধরাক্ষসকে উত্তোলন করিয়া গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। সকলকার্য্যে নিপুণ সেই দুই নরোত্তম মহাসুর বিরাধ শস্ত্রদ্বারা অবধ্য—ইহা নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিপ্রভাবে তাহার মৃত্যুর উপায় নির্দ্ধারণপূর্বক তাহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করত বধ করিলেন।২৭-৩০

বনচারী বিরাধ স্বয়ংই রামের নিকট আত্মবিধান কামনা করিয়া অর্থাৎ রাম হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া "শস্ত্র দ্বারা আমার বধ হইবে না" ইহা তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াছিল। সেই অতীব বলশালী রাক্ষসের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম তাহাকে গর্ত্তে প্রোথিত করিয়া দিবার যুক্তি করিয়াছিলেন। পরে রামকর্ত্তৃক গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় সে ভীষণ চীৎকার করিয়া সমস্ত বন নিনাদিত করিয়া তুলিল। অনন্তর মহারণ্যমধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিরাধকে গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া অত্যন্ত হর্ষলাভ করত আকাশস্থ সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিহার করিতে লাগিলেন।

[যেরূপ বিশাল নীল আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্র নির্ভয়ে বিহার করেন, সেইরূপ এই বিশাল নীল অরণ্যে সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী এবং চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিমান্ রাম ও লক্ষ্মণ বিরাধের মৃত্যুতে নির্ভয়ে বিহার করিতে লাগিলেন]।৩১-৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামাদীনাং মুনি-শরভঙ্গাশ্রমগমনম্, তত্র সদেবগণ-দেবরাজ-মহেন্দ্রস্য দর্শনলাভঃ,
শ্রীরামাদীন্ প্রতি মুনেঃ সাদরাভ্যর্থনাসম্পাদনম্, ততো মুনের্ব্রহ্মলোকগমনঞ্চ।]

হত্বা তু তং ভীমবলং বিরাধং রাক্ষসং বনে।
ততঃ সীতাং পরিষ্বজ্য সমাশ্বাস্য চ বীর্য্যবান্ ॥১
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্।
কষ্টং বনমিদং দুর্গং ন চ স্মো বনগোচরাঃ ॥২
অভিগচ্ছামহে শীঘ্রং শরভঙ্গং তপোধনম্।
আশ্রমং শরভঙ্গস্য রাঘবোঽভিজগাম হ ॥৩
তস্য দেবপ্রভাবস্য তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
সমীপে শরভঙ্গস্য দদর্শ মহদদ্ভুতম্ ॥৪
বিভ্রাজমানং বপুষা সূর্য্য-বৈশ্বানরপ্রভম্।
রথপ্রবরমারূঢ়মাকাশে বিবুধানুগম্ ॥৫
অদংস্পৃশন্তং বসুধাং দদর্শ বিবুধেশ্বরম্।
সম্প্রভাভরণং দেবং বিরজোঽম্বরধারিণম্ ॥৬
তস্যিবৈরেব বহুভিঃ পূজ্যমানং মহাত্মভিঃ।
হরিভির্বাজিভির্যুক্তমন্তরিক্ষগতং রথম্ ॥৭
দদর্শানূরুতস্তস্য তরুণাদিত্যসন্নিভম্।
পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রখ্যং চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভম্ ॥৮
অপশ্যদ্ বিমলং ছত্রং চিত্রমাল্যোপশোভিতম্।
চামরব্যজনে চাগ্র্যে রাক্ষসণ্ডে মহাধনে ॥৯
গৃহীতে বরনারীভ্যাং ধূয়মানে চ মূর্দ্ধনি।
গন্ধর্বামরসিদ্ধাশ্চ বহবঃ পরমর্ষয়ঃ ॥১০
অন্তরিক্ষগতং দেবং গীর্ভির্বাগ্ভিরীড্যভিরীড্যন্।
সহ সম্ভাষমাণে তু শরভঙ্গেন বাসবে ॥১১

পঞ্চম সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির শরভঙ্গমুনির আশ্রমে গমন, তথায় দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শন লাভ, শ্রীরাম প্রভৃতির প্রতি মুনির সাদর অভ্যর্থনা এবং অতঃপর মুনির ব্রহ্মলোকে গমন।]

তেজস্বী রাম ভীমবল সেই বিরাধরাক্ষসকে বধ করিয়া (বিরাধভয়ে ভীতা) সীতাকে আলিঙ্গনপূর্বক আশ্বাস প্রদান করত দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এই বন অতি কষ্টদায়ক ও দুর্গম এবং আমরাও এই বনের কোন বিষয় অবগত নহি; সেইজন্য শীঘ্র তপোধন শরভঙ্গের নিকটে গমন করিব। অনন্তর রঘুনন্দন রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন ।১-৩

পরে তিনি তপস্যাপ্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত ও দেবতুল্য প্রভাবশালী সেই শরভঙ্গ ঋষির আশ্রম সমীপে যাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দর্শন করিলেন ।৪

সূর্য্য ও অগ্নিসম অঙ্গকান্তিতে দেদীপ্যমান দেবরাজ মহেন্দ্র প্রদীপ্ত অলঙ্কারসমূহে ভূষিত এবং নির্মলবস্ত্র পরিধান করত ভূতলস্পর্শ না করিয়া শ্যামবর্ণ অশ্বযুক্ত রথারোহণে আকাশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে আরও অনেক দেবগণ রহিয়াছেন এবং সেইরূপ আভরণ ভূষিত অনেক মহাত্মা তাঁহার পূজা করিতেছেন। রাম দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসমন্বিত ও শ্যামবর্ণ অশ্বগণ যোজিত রথখানি অন্তরীক্ষে রহিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, মহেন্দ্রের মস্তকের উপরে পাণ্ডুরবর্ণ ঘন মেঘের মত বর্ণবিশিষ্ট ও বিচিত্রমাল্যালঙ্কারশোভিত চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ নির্মল ছত্র বিরাজমান রহিয়াছে। দুই উত্তমা স্ত্রী সুবর্ণনির্মিত দণ্ড সমন্বিত দুইটি মহামূল্য উৎকৃষ্ট চামর গ্রহণ করিয়া তাঁহার মস্তকে বীজন করিতেছে এবং বহু দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ উত্তম বাক্যসমূহের দ্বারা সেই অন্তরীক্ষস্থিত দেবরাজ মহেন্দ্রকে স্তব করিতেছেন। শতযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী মহেন্দ্র শরভঙ্গমুনির সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন। ৫-১১

রাম সেই আশ্রমে ইন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাহা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করাইয়া বলিলেন,

দৃষ্ট্বা শতক্রতুং তত্র রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
রামোঽথ রথমুদ্দিশ্য ভ্রাতুর্দর্শয়তাদ্ভুতম্ ॥১২
অচিন্ত্যস্তং প্রিয়া জুষ্টমমৃতং পশ্য লক্ষ্মণ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যমন্তরিক্ষগতং রথম্ ॥১৩
যে হয়াঃ পুরুহূতস্য পুরা শক্রস্য নঃ শ্রুতাঃ।
অন্তরিক্ষগতা দিব্যাস্ত ইমে হরয়ো ধ্রুবম্ ॥১৪
ইমে চ পুরুষব্যাঘ্র যে তিষ্ঠন্ত্যভিতো দিশম্।
শতং শতং কুণ্ডলিনো যুবানঃ খড়্গপাণয়ঃ ॥১৫
বিস্তীর্ণবিপুলোরস্কাঃ পরিঘায়তবাহবঃ।
শোণাংশুবদনাঃ সর্বে ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদা ॥১৬
উরোদেশেষু সর্বেষাং হারা জ্বলনসন্নিভাঃ।
রূপং বিভ্রতি সৌমিত্রে পঞ্চবিংশতিবার্ষিকম্ ॥১৭
এতদ্ধি কিল দেবানাং ধ্রুবং ভবতি নিত্যদা।
যথেমে পুরুষব্যাঘ্রা দৃশ্যন্তে প্রিয়দর্শনাঃ ॥১৮
ইহৈব সহ বৈদেহ্যা মুহূর্তং তিষ্ঠ লক্ষ্মণ।
যাবজ্জানাম্যহং ব্যক্তং ক এষ দ্যুতিমান্ রথে ॥১৯
তমেবমুক্ত্বা সৌমিত্রিমিহৈব স্বীয়তামিতি।
অভিচক্রাম কাকুৎস্থঃ শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি ॥২০
ততঃ সমভিগচ্ছন্তং প্রেক্ষ্য রামং শচীপতিঃ।
শরভঙ্গমনুজ্ঞাপ্য বিবুধানিদমব্রবীৎ ॥২১
ইহোপয়াত্যসৌ রামো যাবন্মাং নাভিভাষতে।
নিষ্ঠাং নয়ত তাবত্তু ততো মাং দ্রষ্টুমর্হতি ॥২২
জিতবন্তং কৃতার্থং হি তদাহমচিরাদিমম্।
কর্ম হ্যনেন কর্ত্তব্যং মহদন্যৈঃ সুদুষ্করম্ ॥২৩
অথ বজ্রী তমামন্ত্র্য মানয়িত্বা চ তাপসম্।
রথেন হরিযুক্তেন যযৌ দিবমরিন্দমঃ ॥২৪
প্রযাতে তু সহস্রাক্ষে রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাসীনং শরভঙ্গমুপাগমৎ ॥২৫

—লক্ষ্মণ সন্তাপনাশক সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন, অন্তরীক্ষস্থ, শোভাযুক্ত অদ্ভুত ঐ রথ দর্শন কর। ১২-১৩

পূর্বে আমরা বহুযজ্ঞানুষ্ঠানকারী মহেন্দ্রের অশ্বসমূহের যেরূপ বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি; ঐ অন্তরীক্ষস্থ দিব্য অশ্বসকল সেইরূপই—ইহাতে সন্দেহ নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ যে ব্যাঘ্রের ন্যায় দুরাক্রমণীয়, কুণ্ডলধারী ও যুবক শত শত পুরুষগণ হস্তে খড়্গধারণ করিয়া চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছেন।১৪-১৫

তাঁহাদের বক্ষঃস্থল অতি বিশাল ও অগ্নিতুল্য জাজ্বল্যমানভূষণে ভূষিত, বাহু পরিঘের (মুদ্গর জাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রের) ন্যায় আয়ত, তাঁহাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ এবং রূপ পঞ্চবিংশতি বৎসরবয়স্ক যুবকের সদৃশ। উঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন। কেননা, ঐ প্রিয়দর্শন পুরুষপ্রধানগণের যাদৃশ বয়ঃক্রম অনুমিত হইতেছে, দেবতাদিগের নিত্যই ঐরূপ হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ! ঐ রথস্থ দীপ্তিশালী মহাপুরুষ কে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ইহা নিশ্চয়রূপে জানিতে না পারি, তুমি বিদেহরাজদুহিতা সীতার সহিত ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান কর। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে "এইস্থানে অবস্থান কর" বলিয়া কাকুৎস্থ রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।১৬-২০

এদিকে শচীপতি ইন্দ্র রামকে স্বীয় অভিমুখে আসিতে দেখিয়া শরভঙ্গমুনির নিকটে যাইবার অনুমতি গ্রহণ করত দেবগণকে বলিলেন,—ঐ রাম এইদিকে আসিতেছেন; কিন্তু আমার সহিত সম্ভাষণ করিবার পূর্বে তিনিই কার্য্য সমাধা করুন, পরে আমাকে দর্শন করিবেন। (এইস্থলে মূলে যে 'মাং দ্রষ্টুমর্হতি' এই পাঠ আছে, সেইস্থলে 'মা দ্রষ্টুমর্হতি' এই পাঠ ধরিয়া —'এইজন্য তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত হইবে না' এইরূপ অর্থ কেহ কেহ করেন।) যাহা অন্যের পক্ষে অতি দুষ্কর, রাবণ-বধরূপ সেই মহৎ কার্য্য ঐ রামকেই নিষ্পাদন করিতে হইবে। রাবণকে জয় করিয়া রাম কৃতকার্য্য হইলে, আমি স্বয়ংই অবিলম্বে আসিয়া উঁহাকে দর্শন করিব। অনন্তর বজ্রধারী শত্রুদমন মহেন্দ্র সেই তপস্বী শরভঙ্গকে

তস্য পাদৌ চ সংগৃহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষ্মণঃ।
নিষেদুস্তদনুজ্ঞাতা লব্ধবাসা নিমন্ত্রিতাঃ ॥২৬
ততঃ শক্রোপযানং তু পর্য্যপৃচ্ছৎ স রাঘবঃ।
শরভঙ্গশ্চ তৎসর্বং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥২৭
মামেষ বরদো রাম ব্রহ্মলোকং নিনীষতি।
জিতমুগ্রেণ তপসা দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ॥ ২৮
অহং জ্ঞাত্বা নরব্যাঘ্র বর্তমানমদূরতঃ।
ব্রহ্মলোকং ন গচ্ছামি ত্বামদৃষ্ট্বা প্রিয়াতিথিম্ ॥২৯
হত্বাহং পুরুষব্যাঘ্র ধার্মিকেণ মহাত্মনা।
সমাগম্য গমিষ্যামি ত্রিদিবং চাবরং পরম্ ॥৩০
অক্ষয়া নরশার্দূল জিতা লোকা ময়া শুভাঃ।
ব্রাহ্ম্যাশ্চ নাকপৃষ্ঠ্যাশ্চ প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মামকান্ ॥৩১

আমন্ত্রণপূর্বক সম্মানিত করিয়া অশ্বযোজিত রথে স্বর্গ অভিমুখে গমন করিলেন।২১-২৪

সহস্রলোচন ইন্দ্র স্বর্গে গমন করিলে রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত যে সময়ে শরভঙ্গের নিকটে গমন করিলেন, সেই সময় তিনি অগ্নিতে হোম করিতে ছিলেন। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সেই মহর্ষির চরণে প্রণত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া ও আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি দিলেন এবং তাঁহারাও আজ্ঞা পাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।২৫-২৬

অনন্তর রঘুনন্দন রাম শরভঙ্গমুনিকে মহেন্দ্রের আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি তাঁহাকে তৎসমুদায় নিবেদন করিলেন। হে রাম! অবিশুদ্ধচিত্ত মানব যাহা লাভ করিতে পারে না, আমি উগ্র তপস্যার দ্বারা সেই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি। সেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে ঐ বরপ্রদ ইন্দ্র এখানে আগমন করিয়াছেন।২৭-২৮

কিন্তু হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিতান্ত প্রিয় অতিথি; তুমি আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা অবগত হইয়া আমি গমন করিলাম না।২৯

তুমি অতি মহাত্মা, ধার্মিক ও পুরুষপ্রধান। আমি তোমার সহিত সমাগত হইয়াই স্বর্গীয় উচ্চ-নীচলোক-সমূহে গমন করিব—এই অভিলাষ করিলাম।৩০

এবমুক্তো নরব্যাঘ্রঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ঋষিণা শরভঙ্গেন রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩২
অহমেবাহরিষ্যামি সর্বাংল্লোকান্ মহামুনে।
আবাসং ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে ॥৩৩
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু শক্রতুল্যবলেন বৈ।
শরভঙ্গো মহাপ্রাজ্ঞঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ ॥৩৪
ইহ রাম মহাতেজাঃ সুতীক্ষ্ণো নাম ধার্মিকঃ।
বসত্যরণ্যে নিয়তঃ স তে শ্রেয়ো বিধাস্যতি ॥৩৫
[সুতীক্ষ্ণমভিগচ্ছ ত্বং শুচৌ দেশে তপস্বিনম্।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে স তে বাসং বিধাস্যতি ॥]
ইমাং মন্দাকিনীং রাম প্রতিস্রোতামনুব্রজ।
নদীং পুষ্পোড়ুপবহাং ততস্তত্র গমিষ্যসি ॥৩৬

হে নরবর! আমি তপস্যা দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয়-সুখজনক স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোকলাভের অধিকারী হইয়াছি, তুমি আমার তপস্যার্জিত সেইলোকসমূহ প্রতিগ্রহ কর।৩১

মহর্ষি শরভঙ্গ সর্বশাস্ত্রবিশারদ, নরশ্রেষ্ঠ, রঘুনন্দন রামকে ঐরূপ বলিলে রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে মহামুনে! আমি স্বয়ংই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক আহরণ করিব, আপনি আপনার উপার্জিত লোকে যাইয়া সুখভোগ করুন। অধুনা আমার ইচ্ছা এই যে, আপনি এই বনমধ্যে আমার বাসযোগ্য স্থান বলিয়া দিন।৩২-৩৩

মহামতি শরভঙ্গ ঋষি—ইন্দ্রতুল্য বলবান্, রঘুনন্দন রামকর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে পুনর্বার বলিলেন,—হে রাম! এই অরণ্যমধ্যে সুতীক্ষ্ণনামে বিষয়শক্তিশূন্য, দীন ও কেবল ধর্মনিরত এক মহাতেজা মহর্ষি বাস করেন। তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন।৩৪-৩৫

(তুমি যেখানে সুতীক্ষ্ণমুনি তপস্যা করিতেছেন, সেই রমণীয় ও পবিত্রস্থান বনপ্রদেশে গমন কর। সেই মুনিই তোমার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন।)

হে রাম! তুমি এই পুষ্পসমূহবাহিনী* মন্দাকিনী-নাম্নী নদীর স্রোতের বিপরীত দিক্ দিয়া গমন কর,

* কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন—'পুষ্পনির্মিত নৌকাদ্বারা সরণারোহণযোগ্য'।

এষ পন্থা নরব্যাঘ্র মুহূর্তং পশ্য তাত মাম্ ।
যাবদ্ধ্যামি গাত্রাণি জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ ॥৩৭
ততোঽগ্নিং স সমাধায় হুত্বা চাজ্যেন মন্ত্রবৎ ।
শরভঙ্গো মহাতেজাঃ প্রবিবেশ হুতাশনম্ ॥৩৮
তস্য রোমাণি কেশাংশ্চ তদা বহ্নির্মহাত্মনঃ ।
জীর্ণাং ত্বচং তথাস্থীনি যচ্চ মাংসঞ্চ শোণিতম্ ॥৩৯
স চ পাবকসঙ্কাশঃ কুমারঃ সমপদ্যত ।
উত্থায়াগ্নিচয়াত্তস্মাচ্ছরভঙ্গো ব্যরোচত ॥৪০

স লোকানাহিতাগ্নীনামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
দেবানাঞ্চ ব্যতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্যরোহত ॥৪১
সপুণ্যকর্মা ভুবনে দ্বিজর্ষভঃ
পিতামহং সানুচরং দদর্শ হ ।
পিতামহশ্চাপি সমীক্ষ্য তং দ্বিজং
ননন্দ সুস্বাগতমিত্যুবাচ হ ॥৪২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

তাহা হইলেই তথায় যাইতে পারিবে। হে নরবর! সেই মহর্ষির আশ্রমে যাইবার এই পথ। হে তাত! তুমি মুহূর্ত-কাল আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত এই স্থানে অবস্থান কর। যেরূপ সর্প জীর্ণ নির্মোক (খোলোস) পরিত্যাগ করে, আমিও সেইরূপ এই শরীর পরিত্যাগ করিব ।৩৬-৩৭

অনন্তর সেই মহাতেজা শরভঙ্গ ঋষি যথাবিধি অগ্নি সমাধানপূর্বক মন্ত্রপূত ঘৃত দ্বারা যেরূপ হবন করা হয়, সেইরূপ স্বীয় আত্মার হবন করিলেন অর্থাৎ অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। তখন অগ্নি সেই মহাত্মার রোম, কেশ, জীর্ণত্বক, মাংস, রক্ত ও অস্থি,—এই সমস্তই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ।৩৮-৩৯

দগ্ধ হইবার পর সেই মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নিতুল্য দ্যুতিশালী এক কুমার হইলেন, তিনি সেই অগ্নিসমূহ হইতে সমুত্থিত হইয়া অতীব শোভা ধারণপূর্বক আহিতাগ্নিদিগের লোকসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ।৪০-৪১

পৃথিবীমধ্যে পুণ্যকর্মানুষ্ঠায়ী সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ ঋষি পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুচরবর্গের সহিত অবলোকন করিলেন এবং তিনিও সেই দ্বিজবরকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'সুস্বাগতম্' তোমার আগমন পরম শুভজনক হউক ।৪২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[রক্ষসাং পীড়নাৎ স্বেষাং রক্ষণায় বানপ্রস্থমুনীনাং শ্রীরামচন্দ্রসমীপে প্রার্থনা, তেভো রামস্তাশ্বাসদানঞ্চ ।]

শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে মুনিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ ।
অভ্যগচ্ছন্ত কাকুৎস্থং রামং জ্বলিততেজসম্ ॥১
বৈখনসা বালখিল্যাঃ সংপ্রক্ষালা মরীচিপাঃ ।
অশ্মকুট্টাশ্চ বহবঃ পত্রাহারাশ্চ তাপসাঃ ॥২
দন্তোলূখলিনশ্চৈব তথৈবোন্মজ্জকাঃ পরে ।
গাত্রশয্যা অশয্যাশ্চ তথৈবানবকাশিকাঃ ॥৩
মুনয়ঃ সলিলাহারা বায়ুভক্ষাস্তথাপরে ।
আকাশনিলয়াশ্চৈব তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ ॥৪
তথোর্ধ্ববাসিনো দান্তাস্তথার্দ্রপটবাসসঃ ।
সজপাশ্চ তপোনিষ্ঠাস্তথা পঞ্চতপোঽন্বিতাঃ ॥৫
সর্বে ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া যুক্তা দৃঢ়যোগসমাহিতাঃ ।
শরভঙ্গাশ্রমে রামমভিজগ্মুশ্চ তাপসাঃ ॥৬
অভিগম্য চ ধর্মজ্ঞা রামং ধর্মভৃতাং বরম্ ।
ঊচুঃ পরমধর্মজ্ঞমৃষিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ ॥৭
ত্বমিক্ষ্বাকুকুলস্যাস্য পৃথিব্যাশ্চ মহারথঃ ।
প্রধানশ্চাপি নাথশ্চ দেবানাং মঘবানিব ॥৮
বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু যশসা বিক্রমেণ চ ।
পিতৃব্রতত্বং সত্যঞ্চ ত্বয়ি ধর্মশ্চ পুষ্কলঃ ॥৯
রামাসাদ্য মহাত্মানং ধর্মজ্ঞং ধর্মবৎসলম্ ।
অধিষ্ঠাস্যাথ বক্ষ্যামস্তচ্চ নঃ ক্ষন্তুমর্হসি ॥১০

ষষ্ঠ সর্গ

[রাক্ষসদিগের অত্যাচার হইতে নিজেদের রক্ষার জন্য বানপ্রস্থমুনিগণের শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্বাস দান ।]

শরভঙ্গ ঋষি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে মুনিগণ সকলে মিলিত হইয়া দীপ্ততেজা কাকুৎস্থ রামের নিকটে গমন করিলেন ।১

বৈখানস (প্রজাপতির নখজাত) বালখিল্য (প্রজাপতির লোমজাত), সংপ্রক্ষাল ভগবানের চরণপ্রক্ষালনে উৎপন্ন), মরীচিপ (চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ পান করিয়া জীবনধারণকারী), অশ্মকুট্ট (অশ্মক কুট্টিতান্নভোজী), পত্রাহারী, দন্তোলূখলী (দন্তকুট্টিতান্নভোজী অর্থাৎ দন্তের দ্বারা যিনি উদূখলের কাজ করেন), উন্মজ্জক (আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইয়া তপস্যাকারী), গাত্রশয্যা (কুণ্ডলশায়ী), অশয্য (নিদ্রাপরিত্যাগী), অনবকাশিক (একপায়ে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা তপস্যাকারী *) জলাহারী, বায়ুভোগী, আকাশনিলয় (অনাবৃত প্রদেশবাসী), স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাসী (গিরি শিখর প্রভৃতি ঊর্দ্ধপ্রদেশে বাসকারী), দান্ত (ইন্দ্রিয়দমনকারী), নিত্য আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী, সদা জপশীল, নিত্যবেদাধ্যায়ী ও পঞ্চতপানুষ্ঠায়ী ঋষিসকল শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে রামের সমীপে গমন করিলেন । তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ছিলেন এবং সুদৃঢ় যোগাভ্যাসের ফলে সকলেরই চিত্ত সমাহিত ছিল । সেই সমস্ত ধর্মজ্ঞ ঋষিগণ মিলিত হইয়া পরম ধর্মজ্ঞ ও ধার্মিকপ্রবর রামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন ।২-৭

আপনি মহারথ এবং ইক্ষ্বাকুকুল ও পৃথিবীমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন । অধিক কি, যেরূপ মঘেন্দ্র দেবতাদিগের নাথ, সেইরূপ আপনিও ভূতলবাসিদিগের নাথ হইয়াছেন ।৮

আপনি যশঃ ও বিক্রম দ্বারা ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি

* কেহ কেহ বলেন—নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠানহেতু যাহার অবকাশ নাই ।

অধর্মঃ সুমহান্নাথ ভবেত্তস্য তু ভূপতেঃ।
যো হরেদ্ বলিষড়্ভাগং ন চ রক্ষতি পুত্রবৎ ॥১১
যুঞ্জানঃ স্বানিব প্রাণান্ প্রাণৈরিষ্টান্ সুতানিব।
নিত্যযুক্তঃ সদা রক্ষন্ সর্বান্ বিষয়বাসিনঃ ॥১২
প্রাপ্নোতি শাশ্বতাং রাম কীর্তিং স বহুবার্ষিকীম্।
ব্রহ্মণঃ স্থানমাসাদ্য তত্র চাপি মহীয়তে ॥১৩
যৎকরোতি পরং ধর্মং মুনির্মূলফলাশনঃ।
তত্র রাজ্ঞশ্চতুর্ভাগঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষতঃ ॥১৪
সোঽহং ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠো বানপ্রস্থগণো মহান্।
ত্বনাথো নাথবদ্ রাম রাক্ষসৈর্হন্যতে ভৃশম্ ॥১৫
এহি পশ্য শরীরাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
হতানাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বহূনাং বহুধা বনে ॥১৬
পম্পানদীনিবাসানামনুমন্দাকিনীমপি।
চিত্রকূটালয়ানাঞ্চ ক্রিয়তে কদনং মহৎ ॥১৭
এবং বয়ং ন মৃষ্যামো বিপ্রকারং তপস্বিনাম্।
ক্রিয়মাণং বনে ঘোরং রক্ষোভির্ভীমকর্মভিঃ ॥১৮
ততস্ত্বাং শরণার্থঞ্চ শরণ্যং সমুপস্থিতাঃ।
পরিপালয় নো রাম বধ্যমানানিশাচরৈঃ ॥১৯
পরা ত্বতো গতির্বীর পৃথিব্যাং নোপপদ্যতে।
পরিপালয় নঃ সর্বান্ রাক্ষসেভ্যো নৃপাত্মজ ॥২০
তচ্ছ্রুত্বা তু কাকুৎস্থস্তাপসানাং তপস্বিনাম্।
ইদং প্রোবাচ ধর্মাত্মা সর্বানেব তপস্বিনঃ ॥২১
নৈবমর্হথ মাং বক্তুমাজ্ঞাপ্যোঽহং তপস্বিনাম্।
কেবলেন স্বকার্যেণ প্রবেষ্টব্যং বনং ময়া ॥২২

লাভ করিয়াছেন, আপনাতেই পিতৃনির্দেশ পালনরূপ ব্রত, সত্য ও চতুষ্পাদ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে ॥৯

আপনি মহাত্মা, ধর্মজ্ঞ ও ধর্মপ্রিয় সুতরাং আমরা প্রার্থী হইয়া আপনার নিকট কিছু নিবেদন করিব, আপনি সে জন্য ক্ষমা করিবেন ॥১০

হে নাথ! যিনি প্রজাগণের নিকট হইতে ছয়ভাগ বলি (কর) গ্রহণ করেন অথচ প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেন না, সেই রাজার অতি অধর্ম হয় ॥১১

হে রাম! যিনি নিয়ত প্রজারক্ষণে যত্নপরায়ণ এবং সাবধান হইয়া স্বীয় প্রাণসমজ্ঞান করিয়া অথবা প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রদিগের ন্যায় সমানজ্ঞান করিয়া সমস্ত প্রজাগণকে নিরন্তর রক্ষা করেন, সেই রাজা ইহলোকে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া অক্ষয়কীর্তি লাভ করেন এবং অন্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়া সম্মানিত হন ॥১২-১৩

মুনি ফলমূলভোজী হইয়া যে পরম ধর্ম উপার্জন করেন, ধর্মানুসারে প্রজারক্ষণকারী মহীপতি সেই ধর্মের চতুর্থাংশ লাভ করিয়া থাকেন ॥১৪

যেখানে ব্রাহ্মণই সংখ্যায় অধিক, সেই বানপ্রস্থ মহাত্মাগণ আপনি নাথ থাকিতেও অনাথের ন্যায় রাক্ষসগণ-কর্তৃক নিহত হইতেছেন। ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণকর্তৃক নানাপ্রকারে নিহত হইয়া বিক্ষতচিত্ত মুনিগণের দেহসমূহ (শব বা কঙ্কাল) পতিত রহিয়াছে—আপনি আগমনপূর্বক তাহা অবলোকন করুন ॥১৫-১৬

পম্পা ও মন্দাকিনীনদীর তীরবাসী এবং চিত্রকূট-নিবাসী মুনিগণ রাক্ষসকর্তৃক অতীব পীড়িত হইতেছেন ॥১৭

আমরা ভীমকর্মা রাক্ষসগণকর্তৃক তপস্বিগণের ঐরূপ ঘোর অপকার সহ্য করিতে পারিতেছি না। অতএব আমরা আশ্রয় গ্রহণের জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি। হে রাম! আমরা নিশাচরগণকর্তৃক পীড়িত হইতেছি, অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥১৮-১৯

হে নৃপনন্দন! এই পৃথিবী মধ্যে আপনি ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। অতএব হে বীর! আপনি রাক্ষসগণ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। সেই সমস্ত নিয়ত তপস্যানিরত তাপসদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম তাঁহাদিগের সকলকে বলিলেন—হে তপস্বিগণ! আপনাদিগের আমাকে এইরূপ ভাবে বলা উচিত নয়, পরন্তু আদেশ করাই উচিত। কেবল পিতার আদেশ প্রতিপালনের জন্য আমাকে যখন বনে গমন করিতে হইতেছে, তখন আপনাদের রাক্ষসকৃত অত্যাচার অবশ্যই দমন করিব। আমি পিতার আদেশ

বিপ্রকারমপাক্রষ্টুং রাক্ষসৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
পিতুস্তু নির্দেশকরঃ প্রবিষ্টোঽহমিদং বনম্ ॥২৩
ভবতামর্থসিদ্ধ্যর্থমাগতোঽহং যদৃচ্ছয়া।
তস্য মেঽয়ং বনে বাসো ভবিষ্যতি মহাফলঃ ॥২৪
তপস্বিনাং রণে শত্রূন্ হন্তুমিচ্ছামি রাক্ষসান্।
পশ্যন্তু বীর্যমৃষয়ঃ সভ্রাতুর্মে তপোধনাঃ ॥২৫

পালন করিবার নিমিত্ত এই বনে প্রবেশ করিয়াছি। আমার এই বনপ্রবেশ দৈববশতঃ আপনাদিগেরও প্রয়োজন সাধক হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আপনাদিগের সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমার এই বনবাস আমার পক্ষে মহাফলপ্রদ হইবে।২০-২৪

হে তপোধনগণ! আমি আপনাদের শত্রু রাক্ষসদিগকে বধ করিতে অভিলাষ করিতেছি। আপনারা আমার ও আমার ভ্রাতার বলবীর্য অবলোকন করুন। সেই বীর, ধর্মাত্মা ও সচ্চরিত্র রাম তপস্বিগণকে সেইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ও লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণমুনির নিকটে গমন করিলেন।২৫-২৬

দত্ত্বা বরং চাপি তপোধনানাং
ধর্মে ধৃতাত্মা সহ লক্ষ্মণেন।
তপোধনৈশ্চাপি সহার্যদত্তঃ
সুতীক্ষ্ণমেবাভিজগাম বীরঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ সর্গঃ

[সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য সুতীক্ষ্ণস্য মুনেরাশ্রমগমনম্, মুনিনা সহ তস্য কথোপকথনম্, মুনিনা সৎকৃতানাং শ্রীরাম প্রভৃতীনাং তদীয়াশ্রমে রাত্রিযাপনঞ্চ ।)

রামস্তু সহিতো ভ্রাত্রা সীতয়া চ পরন্তপঃ ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং জগাম সহ তৈর্দ্বিজৈঃ ॥১
স গত্বা দূরমধ্বানং নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ ।
দদর্শ বিমলং শৈলং মহামেরুমিবোন্নতম্ ॥২
ততস্তদিক্ষ্বাকুবরো সততং বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ ।
কাননং তৌ বিবিশতুঃ সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥৩
প্রবিষ্টস্তু বনং ঘোরং বহুপুষ্পফলদ্রুমম্ ।
দদর্শাশ্রমমেকান্তে চীরমালাপরিষ্কৃতম্ ॥৪
তত্র তাপসমাসীনং মলপঙ্কধারিণম্ ।
রামঃ সুতীক্ষ্ণং বিধিবত্তপোধনমভাষত ॥৫

রামোঽহমস্মি ভগবন্ ভবন্তং দ্রষ্টুমাগতঃ ।
তন্মাভিবদ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষে সত্যবিক্রম ॥৬
স নিরীক্ষ্য ততো ধীরো রামং ধর্ম্মভৃতাং বরম্ ।
সমাশ্লিষ্য চ বাহুভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥
স্বাগতং তে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সত্যভৃতাং বর ।
আশ্রমোঽয়ং ত্বয়াক্রান্তঃ সনাথ ইব সাম্প্রতম্ ॥৮
প্রতীক্ষমাণস্ত্বামেব নারোহেঽহং মহাযশঃ ।
দেবলোকমিতো বীর দেহং ত্যক্ত্বা মহীতলে ॥৯
চিত্রকূটমুপাদায় রাজ্যভ্রষ্টোঽসি মে শ্রুতঃ ।
ইহোপয়াতঃ কাকুৎস্থ দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥১০

সপ্তম সর্গ

(সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামের সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমে গমন, মুনির সহিত রামের কথোপকথন এবং মুনিকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তদীয় আশ্রমে শ্রীরাম প্রভৃতির রাত্রি যাপন ।)

শত্রুতাপন রাম সীতা, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম অভিমুখে গমন করিলেন ।১

তিনি বহু জলপূর্ণানদী উত্তীর্ণ হইয়া ও অনেকদূর পথ অতিক্রম করিয়া সুমেরু পর্বতের ন্যায় অতি উচ্চ এক নির্ম্মল পর্বত দেখিতে পাইলেন ।২

অনন্তর সেই দুই ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ সীতার সহিত সেই পর্বতের নিকটবর্ত্তী নানাবিধ বৃক্ষসমূহে বিরাজিত কাননে প্রবেশ করিলেন ।৩

রাম সেই ঘোরবনে প্রবেশ করিয়া তাহার একপ্রান্তে নানাবিধ ফল-পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত ও চীরমালা শোভিত * এক আশ্রম দর্শন করিলেন ।৪

তিনি সেই আশ্রমে নিজের পাপবিনাশের জন্য পঙ্কমালা ধারণপূর্ব্বক তপস্যানিরত তপোধন সুতীক্ষ্ণকে উপবিষ্ট দেখিয়া যথাবিধি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন—হে ভগবন্! সত্যপরাক্রম! ধর্ম্মজ্ঞ! মহর্ষে! আমি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এইস্থানে আগমন করিয়াছি। আপনি আমাকে সম্ভাষণ করুন ।৫-৬

অনন্তর সেই ধৈর্য্যসম্পন্ন মহর্ষি ধার্ম্মিকপ্রধান রামকে দর্শন করিয়া বাহুদ্বয় প্রসারিত করত আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে রঘুনন্দন রাম! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? হে সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ! তোমার আগমনে এই আশ্রম এক্ষণে সনাথ হইল। হে বীর! তোমার যশ ত্রিভুবন বিখ্যাত। আমি তোমারই প্রতীক্ষায় মহীতলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে আরোহণ করি নাই ।৭-৯

হে কাকুৎস্থ! শতযজ্ঞানুষ্ঠায়ী দেবরাজ ইন্দ্র এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটপর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছ—ইহা আমি

* বানপ্রস্থদিগের পরিধেয় অপ্রশস্ত বস্ত্র বা কৌপীনসকল কুটীরের এখানে সেখানে টাঙ্গানো রহিয়াছে। ইহা যেন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া মালার আকার ধারণ করত আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

উপাগম্য চ মে দেবো মহাদেব সুরেশ্বরঃ।
সর্ব্বলোকান্ জিতানাহ মম পুণ্যেন কর্ম্মণা ॥১১

তেষু দেবর্ষিজুষ্টেষু জিতেষু তপসা ময়া।
মৎপ্রসাদাৎ সভার্য্যস্ত্বং বিহরস্ব সলক্ষ্মণঃ ॥১২

তমুগ্রতপসং দীপ্তং মহর্ষিং সত্যবাদিনম্।
প্রত্যুবাচাত্মবান্ রামো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥১৩

অহমেবাহরিষ্যামি স্বয়ং লোকান্ মহামুনে।
আবাসং ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে ॥১৪

ভবান্ সর্ব্বত্র কুশলঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
আখ্যানং শরভঙ্গেন গৌতমেন মহাত্মনা ॥১৫

এবমুক্তস্ত রামেণ মহাবিলোকবিশ্রুতঃ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং হর্ষেণ মহতা যুতঃ ॥১৬

অয়মেবাশ্রমো রাম গুণবান্ রম্যতামিতি।
ঋষিসঙ্ঘানুচরিতঃ সদা মূলফলৈর্যুতঃ ॥১৭

ইমমাশ্রমমাগম্য মৃগসঙ্ঘা মহীয়সঃ।
অহন্যা প্রতিগচ্ছন্তি লোভয়িত্বাঽকুতোভয়াঃ ॥১৮

নান্যো দোষো ভবেদত্র মৃগেভ্যোঽন্যত্র বিদ্ধি বৈ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মহর্ষের্লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥১৯

উবাচ বচনং ধীরো বিগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
তানহং সুমহাভাগ মৃগসঙ্ঘান্ সমাগতান্ ॥২০

হন্যাং নিশিতধারেণ শরেণানতপর্ব্বণা।
ভবাংস্তত্রাভিসন্ধ্যেত কিং স্যাৎ কৃচ্ছ্রতরং ততঃ ॥২১

এতস্মিন্নাশ্রমে বাসং চিরং তু ন সমর্থয়ে।
তমেবমুক্ত্বোপরমং রামঃ সন্ধ্যামুপাগমৎ ॥২২

অগ্নিঞ্চ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তত্র বাসমকল্পয়ৎ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমে রম্যে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥২৩

ততঃ শুভং তাপসযোগ্যমন্নং
স্বয়ং সুতীক্ষ্ণঃ পুরুষর্ষভাভ্যাম্।
তাভ্যাং সুসংকৃত্য দদৌ মহাত্মা
সন্ধ্যানিবৃত্তৌ রজনীং সমীক্ষ্য ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ

তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। সেই দেবশ্রেষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্র এইস্থানে আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছি।১০-১১

অতএব তুমি আমার প্রসাদে ভার্য্যা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মদীয় তপস্যাজিত দেবর্ষিসেবিত-লোকসমূহে যাইয়া বিহার কর।১২

ইন্দ্র যেরূপ ব্রহ্মার সহিত বাক্যালাপ করেন, অনন্তর বিস্মিতচিত্ত রাম উগ্রতপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত, সত্যবাদী, মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে সেইভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে মহামুনে! আমি স্বয়ংই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক আহরণ করিব। সম্প্রতি আপনি অরণ্যমধ্যে আমার বাসযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করুন—ইহাই আমার একমাত্র কামনা।১৩-১৪

গৌতমবংশীয় মহাত্মা শরভঙ্গ আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনি সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ ও সমস্ত প্রাণীর হিতকারী।১৫

রাম লোকবিখ্যাত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে ঐরূপ বলিলে তিনি অতীব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন—হে রাম। এই আশ্রম অতি উৎকৃষ্ট, ইহাতে সব সময় ফলমূল পাওয়া যায় এবং অনেক ঋষি এখানে যাতায়াত ও বাস করেন। অতএব তুমি এই স্থানেই বাস করিয়া বিহার কর।১৬-১৭

এই আশ্রমে অনেক সুন্দর মৃগগণ আসিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করত সকলকে আকৃষ্ট করিয়াও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক হত না হইয়া চলিয়া যায়।১৮

এই আশ্রমে একমাত্র মৃগের উপদ্রব ব্যতীত আর কোনও উপদ্রব নাই। লক্ষ্মণাগ্রজ ধৈর্য্যশালী রাম সেই মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনু ও শর গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমি আনতপর্ব্ব তীক্ষ্ণ শর দ্বারা যদি সেই সমস্ত সমাগত মৃতদিগকে হরণ করি, তবে আপনার অপমান হইবে। আমার তাহা অপেক্ষা আর অধিক কষ্ট কি হইতে পারে।১৯-২১

অতএব আমি এই আশ্রমে বহুকাল বাস করিতে ইচ্ছা করি না। এই কথা বলিয়া রাম সন্ধ্যোপাসনা করিলেন। তিনি স্বয়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সুতীক্ষ্ণমুনির সেই রমণীয় আশ্রমে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বসবাস নির্দ্ধারণ করিলেন।২২-২৩

অনন্তর সন্ধ্যাকাল অতিক্রম হওয়ার পর রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া মহাত্মা সুতীক্ষ্ণমুনি নিজেই অতি আদরের সহিত সেই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে তপস্বিগণের ভোজনযোগ্য পবিত্র অন্ন প্রদান করিলেন।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ সর্গঃ

[প্রাতঃ সুতীক্ষ্ণসমীপাদ্ গমনানুমতিং গৃহীত্বা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য প্রস্থানম্]

রামস্তু সহ সৌমিত্রিঃ সুতীক্ষ্ণেনাভিপূজিতঃ।
পরিণাম্য নিশাং তত্র প্রভাতে প্রত্যবুধ্যত ॥১
উত্থায় চ যথাকালং রাঘবঃ সহ সীতয়া।
উপস্পৃশ্য সুশীতেন তোয়েনোৎপলগন্ধিনা ॥২
অথ তেঽগ্নিং সুরাংশ্চৈব বৈদেহী রাম-লক্ষ্মণৌ।
কাল্যং বিধিবদভ্যর্চ্য তপস্বিশরণে বনে ॥৩
উদয়ন্তং দিনকরং দৃষ্ট্বা বিগতকল্মষাঃ।
সুতীক্ষ্ণমভিগম্যেদং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রুবন্ ॥৪
সুখোষিতাঃ স্ম ভগবংস্ত্বয়া পূজ্যেন পূজিতাঃ।
আপৃচ্ছামঃ প্রযান্তো নো মুনয়স্তুরয়ন্তি নঃ ॥৫
ত্বরামহে বয়ং দ্রষ্টুং কৃৎস্নমাশ্রমমণ্ডলম্।
ঋষীণাং পুণ্যশীলানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥৬
অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামঃ সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
ধর্মনিত্যৈস্তপোদানৈস্ত্রিবিধৈরিব পাবকৈঃ ॥৭
অবিষহ্যাতপো যাবৎ সূর্য্যো নাতিবিরাজতে।
অমার্গেণাগতাং লক্ষ্মীং প্রাপ্যেবাধনবর্জিতঃ ॥৮
তাবদিচ্ছামহে গন্তুমিত্যুক্ত্বা চরণৌ মুনেঃ।
ববন্দে সহসৌমিত্রিঃ সীতয়া সহ রাঘবঃ ॥৯
তৌ সংস্পৃশন্তৌ চরণাবুত্থাপ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
গাঢ়মাশ্লিষ্য সস্নেহমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১০

অষ্টম সর্গ

[প্রাতঃকালে সুতীক্ষ্ণমুনির নিকট হইতে বিদায় লইয়া সীতাসহ রাম-লক্ষ্মণের প্রস্থান।]

সুতীক্ষ্ণমুনি কর্তৃক পূজিত হইয়া রাম ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তদীয় আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে জাগরিত হইলেন।১

তারপর সেই রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত যথাসময়ে উত্থিত হইয়া পদ্মগন্ধযুক্ত সুশীতল জলে স্নান করিলেন। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজদুহিতা সীতা ইঁহারা তপস্বিগণের আশ্রয় সেই বনে যথাবিধি অগ্নি ও অন্যান্য দেবতাগণকে পূজা করিলেন। অনন্তর নিষ্পাপ তাঁহারা সূর্য্য উদিত হইতেছেন দেখিয়া সুতীক্ষ্ণমুনির নিকটে গমন করত তাঁহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজনীয়, পরন্তু আমরা আপনার দ্বারা পূজিত হইয়া সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। এখন আমরা অন্যত্র গমন করিব, সেইজন্য আমরা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। এই মুনিগণ আমাদিগকে গমনের জন্য ত্বরান্বিত করিতেছেন।২-৫

আমরা এই সকল পূতচরিত্র দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের আশ্রমসকল দর্শন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছি।৬

অতএব আপনি এই সমস্ত নিয়ত ধর্মনিরত, তপস্যাদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত, মুনিশ্রেষ্ঠ ও নির্ধূম বহ্নিতুল্য তেজস্বী মহর্ষিদিগের সহিত আমাদিগকে তথায় গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন।৬

যে কাল পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অতীব তাপপ্রদ দীপ্তি ধারণ করিয়া অন্যায় পথাবলম্বনে ধনপ্রাপ্ত অসৎস্বভাব পুরুষের উগ্রস্বভাবের ন্যায় অসহনীয় না হন, আমরা তাহার মধ্যেই সেখানে যাইতে কামনা করিতেছি। রঘুনন্দন রাম মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে ঐরূপ বলিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।৭-৯

মুনিশ্রেষ্ঠ সুতীক্ষ্ণ চরণস্পর্শকারী সেই দুই ভ্রাতাকে উত্থাপনপূর্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ বচনে বলিলেন,—হে রাম! তুমি ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী এই সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে লইয়া নির্বিঘ্নে পথে গমন কর।১০-১১

অবিঘ্নং গচ্ছ পন্থানং রাম সৌমিত্রিণা সহ।
সীতয়া চানয়া সার্ধং ছায়েবানুগতা ত্বয়া ॥১১
পশ্যাশ্রমপদং রম্যং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।
এষাং তপস্বিনাং বীর তপস্যা ভাবিতাত্মনাম্ ॥১২
সুপ্রাজ্যফলমূলানি পুষ্পিতানি বনানি চ।
প্রশস্তমৃগযূথানি শান্তপক্ষিগণানি চ ॥১৩
ফুল্লপঙ্কজখণ্ডানি প্রসন্নসলিলানি চ।
কারণ্ডববিকীর্ণানি তটাকানি সরাংসি চ ॥১৪
দ্রক্ষ্যসে দৃষ্টিরম্যাণি গিরিপ্রস্রবণানি চ।
রমণীয়ান্যরণ্যানি ময়ূরাভিরুতানি চ ॥১৫
গম্যতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।
আগন্তব্যঞ্চ তে দৃষ্ট্বা পুনরেবাশ্রমং প্রতি ॥১৬

হে বীর! তুমি যাইয়া তপস্যাদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত এই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিদিগের রমণীয় আশ্রমসকল দর্শন কর।১২

তুমি প্রভূত ফলমূল সমন্বিত ও পুষ্পশোভিত, প্রশস্ত মৃগসমূহে পরিব্যাপ্ত, শান্ত পক্ষিগণে পূর্ণ অনেক বন এবং বিকসিত পদ্মসমূহে বিরাজিত, নির্মল জল-সমন্বিত ও কারণ্ডবগণে (জলচর পক্ষিবিশেষ) পরিব্যাপ্ত বহুবিধ তড়াগ ও সরোবর দেখিতে পাইবে এবং মনোরঞ্জন অনেক গিরি নির্ঝর ও ময়ূরনিনাদিত বিবিধ মনোহর অরণ্যও তোমার নয়ন গোচর হইবে। হে বৎস! অতএব তুমি গমন কর। হে সুমিত্রানন্দন! তুমিও গমন কর; কিন্তু তোমরা সেই আশ্রমসকল দর্শন করিয়া পুনরায় এই আশ্রমে প্রত্যাগমন করিও।১৩-১৬

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা কাকুৎস্থঃ সহলক্ষ্মণঃ।
প্রদক্ষিণং মুনিং কৃত্বা প্রস্থাতুমুপচক্রমে ॥১৭
ততঃ শুভতরে তূণী ধনুষী চায়তেক্ষণা।
দদৌ সীতা তয়োর্রাত্রোঃ খড়্গৌ চ বিমলৌ ততঃ ॥১৮
অবাদ্য চ শুভে তূণী চাপে আদায় সত্বনে।
নিষ্ক্রান্তাবাশ্রমাদ্ গন্তুমুভৌ তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৯
শীঘ্রং তৌ রূপসম্পন্নাবনুজ্ঞাতৌ মহর্ষিণা।
প্রস্থিতৌ ধৃতচাপাসী সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ

সেই মহর্ষিকর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া কাকুৎস্থ রাম লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' বলিয়া প্রদক্ষিণ করত প্রস্থান করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।১৭

অনন্তর বিস্তৃতলোচনা সীতাদেবী সেই দুই ভ্রাতাকে দুইটি উত্তম তূণ, ধনু ও খড়্গ প্রদান করিলেন।১৮

তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে সেই দুই উত্তম তূণ স্কন্ধে আবদ্ধ করিয়া টঙ্কারসংযুক্ত দুইটি ধনু গ্রহণ করত তথায় যাইবার জন্য সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।১৯

সেই দুই রূপবান্ রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষিকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াই অতি শীঘ্র ধনু ও খড়্গ ধারণ করত সীতার সহিত প্রস্থান করিলেন।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত

নবমঃ সর্গঃ

[নির্দোষপ্রাণিহননাৎ প্রতিনিবৃত্তয়ে অহিংসা-ধর্মপালনায় চ রামং প্রতি সীতায়া অনুরোধঃ]

সুতীক্ষ্ণেনাভ্যনুজ্ঞাতং প্রস্থিতং রঘুনন্দনম্।
হৃষ্টয়া স্নিগ্ধয়া বাচা ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
অধর্মং তু সুসূক্ষ্মেণ বিধিনা প্রাপ্যতে মহান্।
নিবৃত্তেন চ শক্যোঽয়ং ব্যসনাৎ কামজাদিহ ॥২
ত্রীণ্যেব ব্যসনান্যস্য কামজানি ভবন্ত্যত।
মিথ্যাবাক্যং তু পরমং তস্মাদা কৃতরাবুভৌ ॥৩
পরদারাভিগমনং বিনা বৈরঞ্চ রৌদ্রতা।
মিথ্যাবাক্যং ন তে ভূতং ন ভবিষ্যতি রাঘব ॥৪
কুতোঽভিলষণং স্ত্রীণাং পরেষাং ধর্মনাশনম্।
তব নাস্তি মনুষ্যেন্দ্র ন চাভূতে কদাচন ॥৫

মনস্যপি তথা রাম ন চৈতদ্ বিদ্যতে ক্বচিৎ।
স্বদারনিরতশ্চৈব নিত্যমেব নৃপাত্মজ ॥৬
ধর্মিষ্ঠঃ সত্যসন্ধশ্চ পিতুর্নির্দেশকারকঃ।
ত্বয়ি ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৭
তচ্চ সর্বং মহাবাহো শক্যং বোঢ়ুং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
তব বশ্যেন্দ্রিয়ত্বঞ্চ ভূতানাং শুভদর্শন ॥৮
তৃতীয়ং যদিদং রৌদ্রং পরপ্রাণাভিহিংসনম্
নির্বৈরং ক্রিয়তে মোহাত্তচ্চ তে সমুপস্থিতম্ ॥৯
প্রতিজ্ঞাতন্ত্বয়া বীর দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।
ঋষীণাং রক্ষণার্থায় বধঃ সংগতি রক্ষসাম্ ॥১০

নবম সর্গ

[নিরপরাধ প্রাণীদিগের বধ না করিবার জন্য ও অহিংসাধর্মপালনের জন্য রামের প্রতি সীতার অনুরোধ।]

সুতীক্ষ্ণমুনিকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রঘুনন্দন রাম দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলে সীতা দেবী তাঁহার স্বামী রামকে সস্নেহে ও মনোহরবাক্যে বলিলেন—অতি সূক্ষ্মবিচার করিয়া দেখিলে তুমি মহাত্মা হইয়াও অধর্ম সঞ্চয় করিতেছ। কিন্তু তুমি যদি কামজন্য ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হও, তবে সমস্ত অধর্ম হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহলোকে কামজন্য ব্যসন ত্রিবিধ। প্রথম—মিথ্যাবাক্য, দ্বিতীয়—পরস্ত্রীগমন, তৃতীয়—শত্রুতা-ব্যতিরেকে প্রাণিহনন। প্রথমব্যসন উৎকট বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যসন তাহা অপেক্ষাও সমধিক উৎকট। হে রঘুনন্দন! তুমি কোন কালেই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবে না।১-৩

হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! তোমার ধর্মনাশক পরস্ত্রীগমনের অভিলাষ নাই, কারণ, তাহা পূর্বেও ছিল না, পরেও হইবে না।৪

হে নৃপতনয় রাম! তুমি নিয়তই স্ব-স্ত্রীনিরত, তোমার মনেও পরস্ত্রীবিষয়ক অভিলাষ নাই।৬

তুমি পিতার আদেশ প্রতিপালনকারী, ধার্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; তোমাতে ধর্ম ও সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে মহাবাহো! যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত সদ্‌গুণই ধারণ করিতে সমর্থ হন। হে শুভদর্শন! তুমি যে জিতেন্দ্রিয়—ইহা আমি জানি।৭-৮

কিন্তু শত্রুতাভিন্ন মোহগ্রস্ত হইয়া পরপ্রাণ-হিংসা রূপ যে অতি ভয়ানক তৃতীয় ব্যসন, এখন তোমার তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর! তুমি দণ্ডকারণ্য-বাসী ঋষিদিগের রক্ষার জন্য যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে বধ করিব—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এবং সেইজন্য ভ্রাতার সহিত ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া 'দণ্ডক' নামক বিখ্যাত কাননের অভিমুখে গমন করিয়াছ।৯-১১

তোমাকে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া এবং তোমার প্রতিজ্ঞাপালনরূপ ব্রত জানিয়া কিভাবে তোমার আত্যন্তিক কল্যাণ হইবে—এই চিন্তা করত আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে।১২

এতন্নিমিত্তং বচনং দণ্ডকা ইতি বিশ্রুতম্।
প্রস্থিতস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা ধৃতবাণশরাসনঃ ॥১১
ততস্ত্বাং প্রস্থিতং দৃষ্ট্বা মম চিন্তাকুলং মনঃ।
স্বদৃতং চিন্তয়ন্ত্যা বৈ ভবেদ্বিঘ্নশ্চ্যুতং হিতম্ ॥১২
নহি মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকান্ প্রতি।
কারণং তত্র বক্ষ্যামি বদন্ত্যাঃ শ্রূয়তাং মম ॥১৩
ত্বং হি বাণধনুষ্পাণির্ভ্রাত্রা সহ বনং গতঃ।
দৃষ্ট্বা বনচরান্ সর্বান্ কচ্চিৎ কুর্য্যাঃ শরব্যয়ম্ ॥১৪
ক্ষত্রিয়াণামিহ ধনুর্হুতাশস্যেন্ধনানি চ।
সমীপতঃ স্থিতং তেজোবলমুচ্ছ্রয়তে ভৃশম্ ॥১৫
পুরা কিল মহাবাহো তপস্বী সত্যবাগ্ শুচিঃ।
কস্মিংশ্চিদভবৎ পুণ্যে বনে রতমৃগদ্বিজে ॥১৬
তস্যৈব তপসো বিঘ্নং কর্ত্তুমিন্দ্রঃ শচীপতিঃ।
খড়্গপাণিরথাগচ্ছদাশ্রমং ভটরূপধৃক্ ॥১৭

হে বীর! দণ্ডকারণ্যে গমন আমার অভিপ্রেত হইতেছে না। আমি তাহার কারণ বলিতেছি, আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।১৩

যদি তুমি বাণ ও ধনুর্ধারী ভ্রাতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইয়া সমস্ত বনচরদিগকে অবলোকন করিয়া শর প্রয়োগ করিয়া ফেল? কারণ, যেরূপ তৃণকাষ্ঠাদি সমস্ত বস্তু অগ্নির নিকটবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার তেজ বৃদ্ধি করে, সেইরূপ ধনু ও অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের সমীপবর্ত্তী হইয়াই তাঁহাদিগের তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। হে মহাবাহো! পুরাকালে পক্ষী ও মৃগসমূহে পরিব্যাপ্ত কোন এক পুণ্য অরণ্যে শুদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ এক তপস্বী ছিলেন।১৪-১৬

শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যোদ্ধার রূপ ধারণ করত খড়্গহস্তে সেই আশ্রমে আগমন করিলেন এবং সেই মুনির আশ্রমে উত্তম খড়্গ গচ্ছিতরাখার বিধি অনুসারে সেই পুণ্যজনক তপস্যানিরত তপস্বীর নিকট সেইরূপ খড়্গ গচ্ছিত রাখিলেন। অনন্তর সেই তপোধন সেই খড়্গলাভ

তস্মিংস্তদাশ্রমপদে নিহিতঃ খড়্গ উত্তমঃ।
স ন্যাসবিধিনা দত্তঃ পুণ্যে তপসি তিষ্ঠতঃ ॥১৮
স তচ্ছস্ত্রমনুপ্রাপ্য ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ।
বনে তু বিচরত্যেব রক্ষন্ প্রত্যয়মাত্মনঃ ॥১৯
যত্র গচ্ছত্যুপাদাতুং মূলানি চ ফলানি চ।
ন বিনা যাতি তং খড়্গং ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ ॥২০
নিত্যং শস্ত্রং পরিবহন্ ক্রমেণ স তপোধনঃ।
চকার রৌদ্রীং স্বাং বৃত্তিং ত্যক্ত্বা তপসি নিশ্চয়ম্ ॥২১
ততঃ স রৌদ্রাভিরতঃ প্রমত্তোঽধর্মকর্ষিতঃ।
তস্য শস্ত্রস্য সংবাসাজ্জগাম নরকং মুনিঃ ॥২২
এবমেতৎপুরাবৃত্তং শস্ত্রসংযোগকারণম্।
অগ্নিসংযোগবৈকৃত্যং শস্ত্রসংযোগ ইষ্যতে ॥২৩
স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ ব্রবীম্যহং ত্বাং তু শিক্ষয়ে।
ন কথঞ্চন সা কার্য্যা গৃহীত ধনুষা ত্বয়া ॥২৪

করিয়া স্বীয় বিশ্বাস রক্ষা করত গচ্ছিতবস্তু রক্ষণে এইরূপ যত্নবান্ হইলেন যে, সেই খড়্গ ব্যতিরেকে ফল বা মূল আহরণ করিবার নিমিত্তও গমন করিতে পারিতেন না। সেই তপোধন নিয়ত শস্ত্র বহন করত ক্রমে তপস্যায় যত্নহীন হইয়া ভয়ঙ্করে আসক্ত হইয়া পড়িলেন।১৭-২১

অনন্তর তিনি শস্ত্রসংযোগে প্রমত্ত, রৌদ্রকর্ম-নিরত ও অধর্মগ্রস্ত হইয়া নরকে গমন করিলেন। পূর্বে শস্ত্রসংযোগহেতু এইরূপ ঘটিয়াছিল; এই কারণে পণ্ডিতেরা শস্ত্রসংযোগ অগ্নিসংযোগের ন্যায় বিকারের কারণ বলিয়া থাকেন। তুমি আমার প্রীতিভাজন ও আদরণীয়—এইজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, শিক্ষা দিতেছি না। হে বীর! তুমি কখনও শত্রুতাব্যতিরেকে ধনুর্ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদিগকে বধ করিতে যাইও না। কেননা, কোন ব্যক্তি কাহাকেও বিনা অপরাধে বধকরা যুক্তিযুক্ত মনে করে না। ধনুর্ধারণ করিয়া ক্ষত্রধর্মপরায়ণ শক্তিশালী ক্ষত্রিয়গণ আর্তব্যক্তিদিগের রক্ষার জন্য বনে বিচরণ করেন।২২-২৬

বুদ্ধির্বৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দণ্ডকাশ্রিতান্।
অপরাধং বিনা হন্তুং লোকে বীর ন মংস্যতে ॥২৫
ক্ষত্রিয়াণাং তু বীরাণাং বনেষু নিয়তাত্মনাম্।
ধনুষা কার্য্যমেতাবদার্তানামভিরক্ষণম্ ॥২৬
ক চ শস্ত্রং ক চ বনং ক চ ক্ষাত্রং তপঃ ক চ।
ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভির্দেশধর্মাস্তু পূজ্যতাম্ ॥২৭
কদর্য্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ।
পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যসি ॥২৮
অক্ষয়া তু ভবেৎ প্রীতিঃ শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োর্মম।
যদি রাজ্যং হি সন্ত্যজ্য ভবেস্ত্বং নিরতো মুনিঃ ॥২৯

কোথায় শাস্ত্র আর কোথায় বন! কোথায় ক্ষত্রধর্ম আর কোথায় তপস্যা! আমাদিগের অনুষ্ঠেয় বিষয় পরস্পর বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্মেরই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, নিরন্তর শস্ত্র ব্যবহার করিলে সকলেরই বুদ্ধি হীনবাক্তিদিগের বুদ্ধির ন্যায় ধর্মবিরোধিনী হইয়া উঠে। অতএব তুমি অযোধ্যায় যাইয়া পুনরায় ক্ষত্রধর্ম আচরণ করিও।২৭-২৮

তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতেছ। এক্ষণে যদি মুনিদিগের আচরণীয় ধর্ম আচরণ কর, তাহা হইলে আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ প্রীত হইবেন। ধর্ম হইতে অর্থলাভ হয় এবং ধর্ম হইতে সুখলাভ হয়। অধিক কি,

ধর্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্মাৎ প্রভবতে সুখম্।
ধর্মেণ লভতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ ॥৩০
আত্মানং নিয়মৈস্তৈস্তৈঃ কর্ষয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
প্রাপ্যতে নিপুণৈর্ধর্মো ন সুখাল্লভতে সুখম্ ॥৩১
স্ত্রীচাপল্যাদেতদুপাহৃতং মে
ধর্মঞ্চ বক্তুং তব কঃ সমর্থঃ।
বিচার্য্য বুদ্ধ্যা তু সহানুজেন
যদ্ রোচতে তৎ কুরু মাচিরেণ ॥৩২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ

ধর্ম দ্বারা সকলবস্তুই লাভ করা যায়। অতএব এই জগতে ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, বিচক্ষণ মনুষ্যগণ যত্নসহকারে বিহিত নিয়মদ্বারা শরীর ক্ষীণ করিয়া ধর্মলাভ করেন। কেন না, সুখদায়ক উপায় দ্বারা প্রকৃত সুখজনক ধর্ম লাভ করা যায় না। হে সৌম্য! তুমি নিয়ত শুদ্ধচিত্ত হইয়া তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম আচরণ কর। তুমি ত্রিলোকের সমস্ত বিষয়ই অবগত আছ। তোমার নিকটে ধর্মনির্দেশ করিতে কাহার সামর্থ্য আছে? আমি কেবল স্ত্রীস্বভাব-সুলভ চাপল্যবশতঃই এইরূপ বলিলাম। তুমি ভ্রাতার সহিত বিচার করিয়া যাহা কর্তব্য বলিয়া বুঝিবে, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।২৯-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশমঃ সর্গঃ

[ঋষীণাং রক্ষণায় রাক্ষসবধস্য প্রতিজ্ঞাপালনে শ্রীরামস্য দার্ঢ্যেন যুক্তিপ্রদর্শনম্ ।]

বাক্যমেতত্তু বৈদেহ্যা ব্যাহৃতং ভর্তৃভক্তয়া ।
শ্রুত্বা ধর্মে স্থিতো রামঃ প্রত্যুবাচাথ জনকীম্ ॥১
হিতমুক্তং ত্বয়া দেবি স্নিগ্ধয়া সদৃশং বচঃ ।
কুলং ব্যপদিশন্ত্যা চ ধর্মজ্ঞে জনকাত্মজে ॥২
কিন্তু বক্ষ্যাম্যহং দেবি ত্বয়ৈবোক্তমিদং বচঃ ।
ক্ষত্রিয়ৈর্ধার্য্যতে চাপো নার্তশব্দো ভবেদিতি ॥৩
তে চাত্র দণ্ডকারণ্যে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
মাং সীতে স্বয়মাগম্য শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥৪
বসন্তঃ কালকালেষু বনে মূল-ফলাশনাঃ ।
ন লভন্তে সুখং ভীরু রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্মভিঃ ॥৫
[কালে কালে চ নিরতা নিয়মৈর্বিবিধৈর্বনে ।]
ভক্ষ্যন্তে রাক্ষসৈর্ভীমৈর্নরমাংসোপজীবিভিঃ ।
তে ভক্ষ্যমাণা মুনয়ো দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ॥৬
অস্মানভ্যবপদ্যেতি মামূচুর্দ্বিজসত্তমাঃ ।
ময়া তু বচনং শ্রুত্বা তেষামেবং মুখাচ্চ্যুতম্ ॥৭
কৃত্বা বচনশুশ্রূষাং বাক্যমেতদুদাহৃতম্ ।
প্রসীদন্তু ভবন্তো মে ব্রীরেষা তু মমাতুলা ॥৮
গতীদৃশৈরহং বিপ্রৈরুপস্থেয়ৈরুপস্থিতঃ ।
কিং করোমীতি চ ময়া ব্যাহৃতং দ্বিজসন্নিধৌ ॥৯
সর্বৈরেব সমাগম্য বাগিয়ং সমুদাহৃতা ।
রাক্ষসৈর্দণ্ডকারণ্যে বহুভিঃ কামরূপিভিঃ ॥১০
অর্দিতাঃ স্ম ভৃশং রাম ভবদ্ভক্তত্ব রক্ষতু ।
হোমকালে তু সম্প্রাপ্তে পর্বকালেষু চানঘ ॥১১

দশম সর্গ

(ঋষিদিগের রক্ষাকল্পে দৃঢ়তার সহিত রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞাপালনে শ্রীরামের যুক্তিপ্রদর্শন ।)

পতিভক্তিমতী বিদেহরাজদুহিতা সীতাদেবীর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধার্মিক রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে ধর্মজ্ঞে! জনকতনয়ে! তুমি কুলধর্ম কীর্তন করত আমার প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া ক্ষত্রিয়ের কুলধর্মের অনুরূপ হিতজনক বাক্যই বলিয়াছ ।১-২

হে দেবি! আমি আর তোমাকে কি বলিব? তুমি নিজেই এই বাক্য বলিয়াছ যে, যাহাতে কেহ আর্ত হইয়া চীৎকার না করে, সেইজন্যই ক্ষত্রিয়গণ ধনু ধারণ করিয়া থাকেন। হে সীতে! কঠোরব্রতাবলম্বী সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ আর্ত হইয়া আমাকে রক্ষক ভাবিয়া আমার নিকটে স্বয়ং আসিয়া শরণাগত হইয়াছেন ।৩-৪

হে ভীরু! মুনিগণ ফল মূলভোজন করত চিরকালই অরণ্যে বাস করেন। অধুনা ক্রূরকর্মা রাক্ষসগণকর্তৃক পীড়িত হইয়া সুখভোগ করিতে পারিতেছেন না ।৫

অধিক কি, তাঁহারা নরমাংসের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিত হইতেছেন। রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিতে থাকিলে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনিগণ আমার নিকটে আসিয়া তাহা বলিলেন। আমি তাঁহাদিগের মুখ হইতে সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালনরূপ সেবাভাব মনে লইয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম,—আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমারই আপনাদিগের নিকট গমন করা কর্তব্য ছিল। কিন্তু আপনারা যে আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কারণ। অনন্তর আমি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের সমীপে ইহা বলিলাম—আমাকে কি করিতে হইবে? ।৬-৯

তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া এই কথা বলিলেন, 'হে রাম! আমরা দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া বহুতর ইচ্ছানুরূপ-রূপধারী রাক্ষসগণকর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি। তুমি দণ্ডকারণ্য গমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। হে অনঘ! পূর্বকালে যখন আমরা হোম

ধর্ষয়ন্তি স্ম দুর্ধর্ষাঃ রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ।
রাক্ষসৈর্ধর্ষিতানাঞ্চ তাপসানাং তপস্বিনাম্ ॥১২
গতিং মৃগয়মাণানাং ভবান্নঃ পরমা গতিঃ।
কামং তপঃপ্রভাবেণ শক্তা হন্তুং নিশাচরান্ ॥১৩
চিরার্জিতং ন চেচ্ছামস্তপঃ খণ্ডয়িতুং বনম্।
বহুবিঘ্নং তপোনিত্যং দুশ্চরং চৈব রাঘব ॥১৪
তেন শাপং ন মুঞ্চামো ভক্ষ্যমাণাশ্চ রাক্ষসৈঃ।
তদর্দ্যমানান্ রক্ষোভির্দণ্ডকারণ্যবাসিভিঃ ॥১৫
রক্ষনস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা তন্মাথা হি বয়ং বনে।
মযা চৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা কর্ত্তব্যেন পরিপালনম্ ॥১৬
ঋষীণাং দণ্ডকারণ্যে সংশ্রুতং জনকাত্মজে।
সংশ্রুত্য চ ন শক্ষ্যামি জীবমানঃ প্রতিশ্রবম্ ॥১৭
মুনীনামন্যথাকর্ত্তুং সত্যমিষ্টং হি মে সদা।
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্ ॥১৮

কার্য্যে ব্যাপৃত হই, তখন মাংসভোজী দুর্ধর্ষ রাক্ষসগণ আমাদিগকে পীড়ন করে। আমরা নিরন্তর কেবল তপোনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকি। এক্ষণে আমরা রাক্ষসগণকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছি। তুমিই আমাদিগের পরম রক্ষক। আমরা তপস্যাপ্রভাবে স্বয়ং রাক্ষসদিগকে হনন করিতে পারি। কিন্তু বহু কালার্জিত তপোধন ক্ষয় করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না। হে রঘুনন্দন! একেতো তপস্যার অনুষ্ঠানই অতি কঠিন, তাহার উপর আবার তাহাতে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেও আমরা তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করি না। তুমিই আমাদিগের নাথ, আমরা তোমারই বলে অরণ্যে বাস করিয়া থাকি। অতএব অধুনা আমরা দণ্ডকারণ্য-বাসী রাক্ষসগণকর্তৃক পীড়িত হইতেছি। তুমি ভ্রাতার সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর: হে জনকনন্দিনি! আমি ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের নিকটে তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি মুনিদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞা

ন তু প্রতিজ্ঞাং মংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ।
তদবশ্যং ময়া কার্য্যমৃষীণাং পরিপালনম্ ॥১৯
অনুক্তেনাপি বৈদেহি প্রতিজ্ঞায় কথং পুনঃ।
মম স্নেহাচ্চ সৌহার্দ্যাদিদমুক্তং ত্বয়া বচঃ ॥২০
পরিতুষ্টোঽস্ম্যহং সীতে ন হ্যনিষ্টোঽনুশাস্যতে।
সদৃশং চানুরূপঞ্চ কুলস্য তব শোভনে ॥
সধর্মচারিণী মে ত্বং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥২১
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
সীতাং প্রিয়াং মৈথিলরাজ পুত্রীম্।
রামো ধনুষ্মান্ সহ লক্ষ্মণেন
জগাম রম্যাণি তপোবনানি ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ

করিয়া জীবিত থাকিতে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, কারণ, সর্বদা সত্যপালনই আমার অভীষ্ট ব্রত। হে সীতে! আমি তোমাকে ও লক্ষ্মণকে এমন কি প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু কাহারও নিকটে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথা করিতে পারি না। অতএব অবশ্যই আমাকে ঋষিদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।১৩-১৯

হে বিদেহ-রাজনন্দিনি! ঋষিগণ আমাকে না বলিলেও আমি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিব। হে সীতে! তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্যবশতঃ আমাকে যে তানুশবাক্য বলিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কারণ, কেহই অপ্রিয় ব্যক্তিকে হিতোপদেশ করে না। হে শোভনে! তুমি আমাকে স্বীয় বংশের অনুরূপ সমুচিত বাক্যই বলিয়াছ, তুমি আমার সহধর্মচারিণী, আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় মনে করি।২০-২১

সেই ধনুর্ধারী মহাত্মা রাম প্রিয়া মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে ঐরূপ বাক্য বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন।২২

মহর্ষি বাল্মিকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশঃ সর্গঃ

[পঞ্চাপ্সরতীর্থস্য মাণ্ডকর্ণেশ্চ বৃত্তান্তবর্ণনম্, বিবিধেষ্বাশ্রমেষু সমবস্থায় শ্রীরাম প্রভৃতীনাং সুতীক্ষ্ণাশ্রমগমনম্, কিয়ৎকালং তত্র নিবস্য মুনেরনুজ্ঞয়া প্রাগ্ অগস্ত্যভ্রাতুস্ততোঽগস্ত্যাশ্রম-গমনম্, অগস্ত্যস্য মাহাত্ম্যকীর্তনঞ্চ।]

অগ্রতঃ প্রযযৌ রামঃ সীতা মধ্যে সুশোভনা।
পৃষ্ঠতস্তু ধনুষ্পাণির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ ॥১

তৌ পশ্যমানৌ বিবিধাঞ্ছৈলপ্রস্থান্ বনানি চ।
নদীশ্চ বিবিধা রম্যা জগ্মতুঃ সহ সীতয়া ॥২

সারসাংশ্চক্রবাকাংশ্চ নদীপুলিনচারিণঃ।
সদাংসি চ সপদ্মানি যুতানি জলজৈঃ খগৈঃ ॥৩

যূথবদ্ধাংশ্চ পৃষতান্ মনোজ্ঞান্ বিষাণিনঃ।
মহিষাংশ্চ বরাহাংশ্চ গজাংশ্চ দ্রুমবৈরিণঃ ॥৪

তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে।
দদৃশুঃ সহিতা রম্যং তটাকং যোজনাবৃতম্ ॥৫

পদ্মপুষ্করসংবাধং গজযূথৈরলঙ্কৃতম্।
সারসৈর্হংসকাদম্বৈঃ সঙ্কুলং জলজাতিভিঃ ॥৬

প্রসন্নসলিলে রম্যে তস্মিন্ সরসি শুশ্রুবে।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষো ন তু কশ্চন দৃশ্যতে ॥৭

ততঃ কৌতূহলাদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
মুনিং ধর্মভৃতং নাম প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥৮

ইদমত্যদ্ভুতং শ্রুত্বা সর্বেষাং নো মহামুনে।
কৌতূহলং মহজ্জাতং কিমিদং সাধু কথ্যতাম্ ॥৯

[বক্তব্যং যদি চেদ্ বিপ্র নাতিগুহ্যমপি প্রভো।]

তেনৈবমুক্তো ধর্মাত্মা রাঘবেণ মুনিস্তদা।
প্রভাবং সরসঃ ক্ষিপ্রমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥১০

একাদশ সর্গ

[পঞ্চাপ্সর-তীর্থ ও মাণ্ডকর্ণিমুনির কথা, বিভিন্ন আশ্রমে অবস্থানপূর্বক শ্রীরাম প্রভৃতির সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমে গমন, কিছুদিন তথায় অবস্থান করত মুনির আজ্ঞাক্রমে অগস্ত্য-ভ্রাতা ও তৎপর অগস্ত্যের আশ্রমে গমন এবং অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন।]

রাম অগ্রে অগ্রে চলিলেন, সাধুচরিতা সীতাদেবী মধ্যে থাকিয়া যাইতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।১

তাঁহারা সীতার সহিত নানাবিধ গিরি-শিখর, বন ও রমণীয় নদীসকল দর্শন করত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে অনেক নদীতটবিহারী সারস, চক্রবাক ও জলবিচরণকারী পক্ষিগণে বিরাজিত, পদ্মসমন্বিত সরোবর, প্রশস্তশৃঙ্গযুক্ত শ্রেণীবদ্ধ মনোজ্ঞ পৃষত, মৃগ, মহিষ, বরাহ এবং বৃক্ষবৈরী অর্থাৎ বৃক্ষভগ্নকারী হস্তী দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সূর্য্য পশ্চিমদিকে নামিতে থাকিলে, তাঁহারা মিলিত হইয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করত শ্বেত ও রক্তপদ্মসমূহে পরিশোভিত, গজযূথে অলঙ্কৃত এবং জলচারী সারস ও হংসগণে পরিব্যাপ্ত একযোজনবিস্তৃত রমণীয় সরোবর দর্শন করিলেন।২-৬

সেই নির্মল জলপূর্ণ রমণীয় সরোবরের নিকট হইতে গীত ও বাদ্যধ্বনি সকলেই শ্রবণ করিতে লাগিল কিন্তু তথায় কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাওয়া গেল না। পরে মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ কৌতূহলবশতঃ ধর্মভৃৎনামক মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে। এই অদ্ভুত গীত ও বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সকলেরই পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। ইহার কারণ কি? তাহা আপনি আমাদের নিকটে ভাল করিয়া বলুন।৭-৯

রঘুনন্দন রাম ধর্মাত্মা ধর্মভৃৎমুনিকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সত্বর সেই সরোবরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন,—রাম! মাণ্ডকর্ণিনামা এক মুনি

ইদং পঞ্চাপ্সরো নাম তটাকং সর্বকালিকম্ ।
নির্মিতং তপসা রাম মুনিনা মাণ্ডকর্ণিনা ॥১১
স হি তেপে তপস্তীব্রং মাণ্ডকর্ণিমহামুনিঃ ।
দশবর্ষসহস্রাণি বায়ুভক্ষো জলাশয়ে ॥১২
ততঃ প্রব্যথিতাঃ সর্বে দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ।
অব্রুবন্ বচনং সর্বে পরস্পরসমাগতাঃ ॥১৩
অস্মাকং কস্যচিৎ স্থানমেষ প্রার্থয়তে মুনিঃ ।
ইতি সংবিগ্নমনসঃ সর্বে তত্র দিবৌকসঃ ॥১৪
ততঃ কর্তুং তপোবিঘ্নং সর্বদেবৈর্নিয়োজিতাঃ ।
প্রধানাপ্সরসঃ পঞ্চ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসঃ ॥১৫
অপ্সরোভিস্ততস্তাভির্মুনির্দৃষ্টপরাবরঃ ।
নীতো মদনবশ্যত্বং দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে ॥১৬
তাশ্চৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ মুনেঃ পত্নীত্বমাগতাঃ ।
তটাকে নির্মিতং তাসাং তস্মিন্নেব সুহৃদ্ গৃহম্ ॥১৭
তত্রৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ নিবসন্ত্যো যথাসুখম্ ।
রময়ন্তি তপোযোগাদ্ মুনিং যৌবনমাস্থিতম্ ॥১৮
তাসাং সংক্রীড়মানানামেষ বাদিত্রনিঃস্বনঃ ।
শ্রূয়তে ভূষণোন্মিশ্রো গীতশব্দো মনোহরঃ ॥১৯
আশ্চর্যমিতি তস্যৈতদ্বচনং ভাবিতাত্মনঃ ।
রাঘবঃ প্রতিজগ্রাহ সহ ভ্রাত্রা মহাযশাঃ ॥২০
এবং কথয়মানঃ স দদর্শাশ্রমমণ্ডলম্ ।
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্ ॥২১
প্রবিষ্ট সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ রাঘবঃ ।
উবাস মুনিভিঃ সর্বৈঃ পূজ্যমানো মহাযশাঃ ।
তদা তস্মিন্ স কাকুৎস্থঃ শ্রীমত্যাশ্রমমণ্ডলে ॥২২
উষিত্বা স সুখং তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ।
জগাম চাশ্রমংতেষাং পর্যায়েণ তপস্বিনাম্ ॥২৩
তেষামুষিতবান্ পূর্বং সকাশে স মহাত্মবিৎ ।
ক্বচিৎ পরিদশাম্মাসানেকসংবৎসরং ক্বচিৎ ॥২৪
ক্বচিচ্চ চতুরো মাসান্ পঞ্চ ষট্ চ পরান্ ক্বচিৎ ।
অপরত্রাধিকান্মাসানধ্যর্ধমধিকং ক্বচিৎ ॥২৫

তপোবলে এই সরোবর নির্মাণ করিয়াছেন, ইহাতে চিরকালই জল থাকে। ইহার নাম পঞ্চাপ্সর। সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি জলাশয়ে থাকিয়া বায়ু ভক্ষণ করত দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করেন।১০-১২

সেই সময় অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অতীব ব্যথিত হইলেন এবং পরস্পরে মিলিয়া এইরূপ বলিলেন—এই মুনি অবশ্যই আমাদিগের কাহারও স্থান প্রার্থনা করিতেছেন। পরে তাঁহারা সকলে ঐ কারণে উদ্বিগ্ন হইয়া সেই মুনির তপস্যার বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে বিদ্যুৎতুল্য দ্যুতিশালিনী পাঁচটি প্রধান অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন।১৩-১৫

অনন্তর তাঁহারা দেবকার্যসিদ্ধির জন্য সেই পরম তত্ত্বাভিজ্ঞ মহর্ষিকেও কামবশীভূত করিয়া তুলিল এবং সেই পাঁচটি অপ্সরাই তাঁহার পত্নী হইল। এই সরোবরের মধ্যে সেই অপ্সরাদের জন্য গৃহ নির্মিত হইয়াছে। তাহারা তাহার মধ্যে বাস করত তপোবলে যৌবনপ্রাপ্ত সেই মুনির মনোরঞ্জন করিতেছে। সেই ক্রীড়াপরায়ণ অপ্সরাদিগের ভূষণশব্দযুক্ত এই মনোহর গীত ও বাদ্যধ্বনি শোনা যাইতেছে।১৬-১৯

মহাযশা রঘুনন্দন রাম ভ্রাতার সহিত সেই বিশুদ্ধচিত্ত মুনির বাক্যে বিস্মিত হইলেন। তিনি কি আশ্চর্য ব্যাপার—এইরূপ বলিতে বলিতে কুশচীর-পরিব্যাপ্ত ও ব্রাহ্মীশোভাসমন্বিত আশ্রমমণ্ডল দেখিতে পাইলেন।২০-২১

পরে সেই কাকুৎস্থ রঘুনন্দন রাম বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই শোভাসম্পন্ন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরে রাত্রিবাস করত মহর্ষিগণকর্তৃক সাদরে অভ্যর্চিত হইয়া ক্রমে সেই সমস্ত সুশোভিত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় মহর্ষিগণকর্তৃক অর্চিত হইয়া সুখে অবস্থান করত একে একে সকলেরই আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর সর্বজ্ঞবিৎ রাম যাঁহার নিকটে পূর্বে বাস করিয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি কোনস্থানে দশমাস, কোনও স্থানে

ত্রীন্মাসানষ্টমাসাংশ্চ রাঘবো ন্যবসৎ সুখম্।
তত্র সংবসতস্তস্য মুনীনামাশ্রমেষু বৈ ॥২৬
রমতশ্চানুকূলেন যযুঃ সংবৎসরা দশ।
পরিবৃত্য চ ধর্মজ্ঞো রাঘবঃ সহ সীতয়া ॥২৭
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং পুনরেবাজগাম হ।
স তমাশ্রমমাগম্য মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ ॥২৮
তত্রাপি ন্যবসদ্ রামঃ কঞ্চিৎ কালমরিন্দমঃ।
অথাশ্রমস্থো বিনয়াৎ কদাচিত্তং মহামুনিম্ ॥২৯
উপাসীনঃ স কাকুৎস্থঃ সুতীক্ষ্ণমিদমব্রবীৎ।
অস্মিন্নরণ্যে ভগবন্নগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৩০
বসতীতি ময়া নিত্যং কথাঃ কথয়তাং শ্রুতম্।
ন তু জানামি তং দেশং বনস্যাস্য মহত্তয়া ॥৩১
কুত্রাশ্রমপদং রম্যং মহর্ষেস্তস্য ধীমতঃ।
প্রসাদার্থং ভগবতঃ সানুজঃ সহ সীতয়া ॥৩২
অগস্ত্যমভিগচ্ছেয়মভিবাদয়িতুং মুনিম্।
মনোরথো মহানেষ হৃদি সম্পরিবর্ত্ততে ॥৩৩
যদহন্তং মুনিবরং শুশ্রূষেয়মপি স্বয়ম্।
ইতি রামস্য স মুনিঃ শ্রুত্বা ধর্মাত্মনো বচঃ ॥৩৪
সুতীক্ষ্ণঃ প্রত্যুবাচেদং প্রীতো দশরথাত্মজম্।
অহমপ্যেতদেব ত্বাং বক্তুকামঃ সলক্ষ্মণম্ ॥৩৫
অগস্ত্যমভিগচ্ছেতি সীতয়া সহ রাঘব।
দিষ্ট্যা ত্বিদানীমর্থেঽস্মিন্ স্বয়মেব ব্রবীষি মাম্ ॥৩৬
অয়মাখ্যামি তে রাম যত্রাগস্ত্যো মহামুনিঃ।
যোজনান্ত্যাশ্রমাত্তাত যাহি চত্বারি বৈ ততঃ ॥
দক্ষিণেন মহান্ শ্রীমানগস্ত্যভ্রাতুরাশ্রমঃ ॥৩৭
স্থলীপ্রায়বনোদ্দেশে পিপ্পলীবনশোভিতে।
বহুপুষ্পফলে রম্যে নানাবিহগনাদিতে ॥৩৮
পদ্মিন্যো বিবিধাস্তত্র প্রসন্নসলিলাশয়াঃ।

এক বৎসর, কোনও স্থানে চারি মাস, কোনও স্থানে পাঁচ মাস, কোনও স্থানে ছয়মাস, কোনও স্থানে সাত মাস, কোন স্থানে তিন মাস, কোনও স্থানে অর্দ্ধ মাসের অধিক কাল এবং কোন কোন স্থানে সংবৎসরেরও অধিক কাল পরম সুখে বাস করিলেন। সেই সমস্ত মুনিদিগের মধুর ব্যবহারে প্রীত হইয়া তিনি ঐ সকল আশ্রমে সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন।২২-২৬

এইরূপে তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইল। অনন্তর সেই ধর্মজ্ঞ রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত পুনর্ব্বার সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি সেই আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক মুনিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। তথায় শত্রুতাপন রাম কিয়ৎকাল বাস করিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সেই আশ্রমে বাস করত কোনসময়ে মহামুনি সুতীক্ষ্ণের নিকট উপবেশন করিয়া তাঁহাকে বিনয় সহকারে বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি কথোপকথনকারী ঋষিদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, এই অরণ্যমধ্যেই ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য বাস করেন। কিন্তু এই অরণ্য অতি বিস্তৃত, এই কারণে কোন প্রদেশে সেই মহামুনির আশ্রম, তাহা আমি অবগত নহি। আমি সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই ভগবান্ অগস্ত্যের অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদনের জন্য তাঁহার নিকটে গমন করিব এবং স্বয়ং সেই মুনিশ্রেষ্ঠের সেবা করিব, আমার হৃদয়ে এইরূপ প্রবল বাসনা জাগরিত হইয়াছে। মহামুনি সুতীক্ষ্ণ দশরথতনয় রামের সেই বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে রাঘব! আমিও তোমাকে ও লক্ষ্মণকে সীতার সহিত অগস্ত্য মুনির নিকটে গমন কর' ইহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি না বলিতে বলিতেই ভাগ্যানুসারে এক্ষণে তুমি স্বয়ংই আমাকে তাহা বলিতেছ।২৭-৩৬

রাম! যে প্রদেশে মহামুনি অগস্ত্য বাস করেন, আমি তোমার নিকটে তাহা বলিতেছি—বৎস! তুমি এই আশ্রম হইতে দক্ষিণ দিক দিয়া চারিযোজন পথ গমন করিলে অগস্ত্য মুনির ভ্রাতার আশ্রম পাইবে।৩৭

বিবিধ পুষ্পফলসমন্বিত, নানাবিধ-বিহঙ্গ শব্দে প্রতিধ্বনিত, পিপ্পলীবৃক্ষসমূহে শোভিত, রমণীয়-স্থলবহুল বনমধ্যে তাঁহার আশ্রম, তথায় হংস

হংসকারণ্ডবাকীর্ণশ্চক্রবাকোপশোভিতঃ ॥৩৯
তত্রৈকাং রজনীং ব্যস্য প্রভাতে রাম গম্যতাম্।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় বনখণ্ডস্য পার্শ্বতঃ ॥৪০
তত্রাগস্ত্যাশ্রমপদং গত্বা যোজনমন্তরম্।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে বহুপাদপশোভিতে ॥৪১
রংস্যতে তত্র বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চ ত্বয়া সহ।
স হি রম্যো বনোদ্দেশো বহুপাদপসংযুতঃ ॥৪২
যদি বুদ্ধিঃ কৃতা দ্রষ্টুমগস্ত্যং তং মহামুনিম্।
অদ্যৈব গমনে বুদ্ধিং রোচয়স্ব মহামতে ॥৪৩
ইতি রামো মুনেঃ শ্রুত্বা সহ ভ্রাত্রাভিবাদ্য চ।
প্রতস্থেঽগস্ত্যমুদ্দিশ্য সানুজঃ সহ সীতয়া ॥৪৪
পশ্যন্ বনানি চিত্রাণি পর্বতাংশ্চাভ্রসন্নিভান্।
সরাংসি সরিতশ্চৈব পথি মার্গবশানুগান্ ॥৪৫
সুতীক্ষ্ণেনোপদিষ্টেন গত্বা তেন পথা সুখম্।
ইদং পরমসংহৃষ্টো বাক্যং লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥৪৬

এতদেবাশ্রমপদং নূনং তস্য মহাত্মনঃ।
অগস্ত্যস্য মুনের্ভ্রাতুর্দৃশ্যতে পুণ্যকর্মণঃ ॥৪৭
যথা হি মে বনস্যাস্য জ্ঞাতাঃ পথি সহস্রশঃ।
সন্নতাঃ ফলভারেণ পুষ্পভারেণ চ দ্রুমাঃ ॥৪৮
পিপ্পলীনাঞ্চ পক্কানাং বনাদস্মাদুপাগতঃ।
গন্ধোঽয়ং পবনোৎক্ষিপ্তঃ সহসা কটুকোদয়ঃ ॥৪৯
তত্র তত্র চ দৃশ্যন্তে সংক্ষিপ্তাঃ কাষ্ঠসঞ্চয়াঃ।
লুনাশ্চ পরিদৃশ্যন্তে দর্ভা বৈদূর্য্যবর্চসঃ ॥৫০
এতচ্চ বনমধ্যস্থং কৃষ্ণাভ্রশিখরোপমম্।
পাবকস্যাশ্রমস্থস্য ধূমাগ্রং সম্প্রদৃশ্যতে ॥৫১
বিবিক্তেষু চ তীর্থেষু কৃতস্নানা দ্বিজাতয়ঃ।
পুষ্পোপহারং কুর্বন্তি কুসুমৈঃ স্বয়মর্জিতৈঃ ॥৫২
ততঃ সুতীক্ষ্ণবচনং যথা সৌম্য ময়া শ্রুতম্।
অগস্ত্যস্যাশ্রমো ভ্রাতুর্নূনমেষ ভবিষ্যতি ॥৫৩

এবং চক্রবাকসমূহে পরিশোভিত অনেক নির্মল সরোবর আছে। রাম তুমি সেই আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে নিকটবর্তী বনের পার্শ্বভাগ দিয়া দক্ষিণদিক অবলম্বনপূর্বক একযোজন পথ গমন করিলে বিবিধ বৃক্ষশোভিত রমণীয় কাননমধ্যবর্তী অগস্ত্য ঋষির আশ্রম প্রাপ্ত হইবে।৩৮-৪১

তথায় যাইলে তুমি বিদেহরাজসুতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সানন্দে বিচরণ করিতে পারিবে; কারণ, সেই নানাবিধ বৃক্ষযুক্ত অরণ্যপ্রদেশ অতি রমণীয়।৪২

হে মহাভাগ! যখন তুমি সেই মহামুনি অগস্ত্যকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তখন অদ্যই তথায় যাইতে চেষ্টা কর।৪৩

রাম সুতীক্ষ্ণমুনির বাক্য শ্রবণপূর্বক তখনই সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে গমন করিলেন।৪৪

অনন্তর তিনি বিচিত্র বন, মেঘসদৃশ পর্বত, সরোবর ও নদী দর্শন করিতে করিতে সুতীক্ষ্ণঋষিকর্তৃক উপদিষ্ট সেই পথ দিয়া সুখে গমন করত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন।৪৫-৪৬

এই যে আশ্রম দেখা যাইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই সেই পুণ্যকর্মা মুনি মহাত্মা অগস্ত্যভ্রাতা বাস করেন। আমি যেরূপ সুতীক্ষ্ণমুনির নিকট বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি, এই বনে পথিমধ্যে তাদৃশ সহস্র সহস্র বৃক্ষ ফল-পুষ্পভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে।৪৭-৪৮

এই বন হইতে সহসা পক্ক পিপ্পলীফলের কটু গন্ধ বায়ুকর্তৃক বাহিত হইয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে সঞ্চিত কাষ্ঠরাশি এবং ছিন্ন বৈদূর্য্যতুল্য প্রভাশালী কুশসমূহ দেখা যাইতেছে। এই বনমধ্যবর্তী আশ্রমস্থ অগ্নিধূমের অগ্রভাগ কৃষ্ণমেঘযুক্ত পর্বত শিখরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত নির্জন সরোবরতীর্থে ব্রাহ্মণগণ স্নান করিয়া স্বয়ং আহৃত পুষ্পসমূহ দ্বারা দেবতাদের আরাধনা করিতেছেন। হে শুভদর্শন! আমি সুতীক্ষ্ণমুনির যেসব বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, ইহা নিশ্চয়ই সেই অগস্ত্য-ভ্রাতার আশ্রম হইবে।৪৯-৫৩

নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
যস্য ভ্রাত্রা কৃতেয়ং দিক্ শরণ্যা পুণ্যকর্মণা ॥৫৪
ইল্বলেকদা কিল ক্রূরো বাতাপিরপি চেল্বলঃ।
ভ্রাতরৌ সহিতাবাস্তাং ব্রাহ্মণঘ্নৌ মহাসুরৌ ॥৫৫
ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আময়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ ॥৫৬
ভ্রাতরং সংস্কৃতং কৃত্বা ততস্তং মেষরূপিণম্।
তান্ দ্বিজান্ ভোজয়ামাস শ্রাদ্ধদৃষ্টেন কর্মণা ॥৫৭
ততো ভুক্তবতাং তেষাং বিপ্রাণামিল্বলোঽব্রবীৎ।
বাতাপে নিষ্ক্রমস্বেতি স্বরেণ মহতা বদন্ ॥৫৮
ততো ভ্রাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বাতাপির্মেষবন্নদন্।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা শরীরাণি ব্রাহ্মণানাং বিনিষ্পতৎ ॥৫৯
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি তৈরেবং কামরূপিভিঃ।
বিনাশিতানি সংহত্য নিত্যশঃ পিশিতাশনৈঃ ॥৬০

অগস্ত্যেন তদা দেবৈঃ প্রার্থিতেন মহর্ষিণা।
অনুভূয় কিল শ্রাদ্ধে ভক্ষিতঃ স মহাসুরঃ ॥৬১
ততঃ সম্পন্নমিত্যুক্ত্বা দত্ত্বা হস্তেঽবনেজনম্।
ভ্রাতরং নিষ্ক্রমস্বেতি ইল্বলঃ সমভাষত ॥৬২
স তদা ভাষমাণং তু ভ্রাতরং বিপ্রঘাতিনম্।
অব্রবীৎ প্রহসন্ ধীমানগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৬৩
কুতো নিষ্ক্রমিতুং শক্তির্মম্না জীর্ণস্য রক্ষসঃ।
ভ্রাতুস্তে মেষরূপস্য গতস্য যমসাদনম্ ॥৬৪
অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুর্নিধনসংশ্রিতম্।
প্রধর্ষয়িতুমারেভে মুনিং ক্রোধাগ্নিশোচিষঃ ॥৬৫
সোঽভ্যদ্রবদ্বিজেন্দ্রং তং মুনিনা দীপ্ততেজসা।
চক্ষুষানলকল্পেন নির্দগ্ধো নিধনং গতঃ ॥৬৬
তস্যায়মাশ্রমো ভ্রাতুস্তটাকবনশোভিতঃ।
বিপ্রানুকম্পয়া যেন কর্মেদং দুষ্করং কৃতম্ ॥৬৭

তাঁহার ভ্রাতা পুণ্যকর্মা অগস্ত্যঋষি মানবদিগের কল্যাণকামনায় বলপূর্বক মৃত্যুস্বরূপ বাতাপি ও ইল্বল নামক দুই অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণ দিক্‌কে সকলের বাসযোগ্য করিয়াছেন ।৫৪

এক সময় এই প্রদেশে মহাসুর বাতাপি ও ইল্বল নামে ব্রাহ্মণঘাতী ও অতিক্রূর দুই ভ্রাতা একত্র বাস করিত। সেই নির্ঘৃণ ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃতবাক্য প্রয়োগ করত ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত, এবং মেষরূপধারী স্বীয় ভ্রাতাকে যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুসারে সেইব্রাহ্মণদিগকে তাহার মাংস ভোজন করাইত ।৫৫-৫৭

অনন্তর সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিয়া উঠিলে 'তুমি বহির্গত হও' ইহা বলিবার পরে বাতাপি ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া মেষের ন্যায় শব্দ করত ব্রাহ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া বহির্গত হইত। সেই যদৃচ্ছা রূপধারী মাংসভোজী অসুরগণ এইরূপে নিত্যই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিত ।৫৮-৬০

তখন দেবতাগণ মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রার্থনা করিলে তিনি শ্রাদ্ধসময়ে শাকরূপধারী বাতাপি মহাসুরকে অনুভব করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর শুদ্ধির জন্য ইল্বল তাঁহার হস্তে জল প্রদান করিয়া তাঁহাকে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কি? ইহা বলিয়া ভ্রাতাকে নির্গত হইতে বলিল। ৬১-৬২

বিপ্রঘাতী ইল্বল ভ্রাতাকে ঐরূপ বলিলে সেই ধীমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাস্য করিতে করিতে বলিলেন— আমি মেষরূপধারী তোর ভ্রাতাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, সে যমালয়ে গমন করিয়াছে, তাহার আর নির্গত হইবার শক্তি কোথায় ।৬৩-৬৪

অনন্তর নিশাচর ইল্বল মহর্ষির উক্ত ভ্রাতৃ-নিধন-জ্ঞাপক বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইল। যখন ঐ রাক্ষস তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তখন সেই প্রদীপ্ততেজা অগস্ত্যমুনি অগ্নিতুল্য তেজসম্পন্ন স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপেই সে নিহত হইয়াছিল। যিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া এই দুষ্কর কর্ম করিয়াছিলেন, সেই অগস্ত্যমুনির ভ্রাতার বহু সরোবর ও বন দ্বারা শোভিত এই আশ্রম। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত রাম যেসময়ে ঐরূপ কথোপকথন করিতেছেন,

এবং কথয়মানস্য তস্য সৌমিত্রিণা সহ।
রামস্যাস্তং গতঃ সূর্যঃ সন্ধ্যাকালোঽভ্যবর্ত্তত ॥৬৮
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সহ ভ্রাত্রা যথাবিধি।
প্রবিবেশাশ্রমপদং তমৃষিং চাভ্যবাদয়ৎ ॥৬৯
সম্যক্প্রতিগৃহীতস্তু মুনিনা তেন রাঘবঃ।
ন্যবসত্তাং নিশামেকাং প্রাশ্য মূলফলানি চ ॥৭০
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে রবিমণ্ডলে।
ভ্রাতরং তমগস্ত্যস্য আমন্ত্রয়ত রাঘবঃ ॥৭১
অভিবাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সুখমস্ম্যুষিতো নিশাম্।
আমন্ত্রয়ে ত্বাং গচ্ছামি গুরুং তে দ্রষ্টুমগ্রজম্ ॥৭২
গম্যতামিতি তেনোক্তো জগাম রঘুনন্দনঃ।
যথোদ্দিষ্টেন মার্গেণ বনং তচ্চাবলোকয়ন্ ॥৭৩
নীবারান্ পনসান্ শালান্ বঞ্জুলাংস্তিনিশাংস্তথা।
চিরিবিল্বান্ মধূকাংশ্চ বিল্বানথ চ তিন্দুকান্ ॥৭৪
পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাভির্লতাভিরুপশোভিতান্।
দদর্শ রামঃ শতশস্তত্র কান্তারপাদপান্ ॥৭৫
হস্তি-হস্তৈর্বিমৃদিতান্ বানরৈরুপশোভিতান্।
মত্তৈঃ শকুনিসঙ্ঘৈশ্চ শতশঃ প্রতিনাদিতান্ ॥৭৬
ততোঽব্রবীৎ সমীপস্থং রামো রাজীবলোচনঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুগতং বীরং লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনম্ ॥৭৭
স্নিগ্ধপত্রা যথা বৃক্ষা যথা শান্তা মৃগদ্বিজাঃ।
আশ্রমো নাতিদূরস্থো মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥৭৮
অগস্ত্য ইতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্ম্মণা।
আশ্রমো দৃশ্যতে তস্য পরিশ্রান্তশ্রমাপহঃ ॥৭৯
প্রাজ্যধূমাকুলবনশ্চীরমালাপরিষ্কৃতঃ।
প্রশান্তমৃগযূথশ্চ নানাশকুনিনাদিতঃ ॥৮০
নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
দক্ষিণা দিক্কৃতা যেন শরণ্যা পুণ্যকর্ম্মণা ॥৮১

সেই সময় সূর্য্য অস্তগত হইলেন এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তিনি ভ্রাতার সহিত যথাবিধি সায়ংকালীন উপাসনা সমাপন করিয়া সেই ঋষির আশ্রমে প্রবেশ-পূর্বক মহর্ষির চরণে প্রণত হইলেন। অনন্তর সেই ঋষি রঘুনন্দন রামকে যথানিয়মে পাদ্যাদিদ্বারা সৎকার করিলে তিনি তাঁহার নিকট হইতে ফলমূল গ্রহণ করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন।৬৭-৭০

রাত্রিশেষে সূর্য্য উদিত হইলে রঘুনন্দন রাম বিদায় লইবার জন্য অগস্ত্যভ্রাতার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমি সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। সম্প্রতি পূজনীয় আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দর্শন করিবার জন্য গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।৭১-৭২

অনন্তর অগস্ত্যভ্রাতা রঘুনন্দন রামকে বলিলেন—আচ্ছা, গমন কর। মহর্ষির নিকট হইতে আজ্ঞা পাইয়া রঘুনন্দন রাম সুতীক্ষ্ণমুনিকর্ত্তৃক উপদিষ্ট পথ দিয়া সোজা দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন ৭৩

পরে সেই পদ্মলোচন রাম অগস্ত্য ঋষির আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া তথায় নীবার, পনস, সাল, করঞ্জ, বিল্ব, মধূক, তিন্দুক, এবং হস্তীগণে মর্দ্দিত, বানরগণে শোভিত, প্রমত্ত বিহঙ্গদিগের শব্দে নিনাদিত, পুষ্পসমন্বিতা লতাসমূহে সুশোভিত ও শত শত পুষ্পযুক্ত বনজাত বৃক্ষ দর্শন করিলেন, এবং সমীপস্থ পশ্চাদ্বর্ত্তী শোভাবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—বৃক্ষসকলের পত্র যেরূপ স্নিগ্ধ ও মৃগগণ যেরূপ শান্ত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম আর দূরবর্ত্তী নহে। যিনি স্বীয় কর্ম দ্বারা লোকমধ্যে 'অগস্ত্য' * নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ধূমদ্বারা ব্যাপ্ত বনমধ্যবর্ত্তী, চীরমালাসমাকীর্ণ, শান্তিযুক্তমৃগসমূহে সমাকুল এবং নানাবিধ প্রতিধ্বনিযুক্ত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের শ্রমবিনাশক তাঁহার ঐ আশ্রম দেখা যাইতেছে।৭৪-৮০

যিনি মানবদিগের হিতাভিলাষী হইয়া বলপূর্বক যমতুল্য অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণদিককে মনুষ্যের বাসযোগ্য করিয়াছেন, এবং রাক্ষসগণ যাঁহার প্রভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া এই দক্ষিণদিকে আগমন করে না,

* অগং পর্বতং যস্ততি ইতি অগস্ত্যঃ, যিনি অগ অর্থাৎ পর্বতকে স্তম্ভিত করেন, তিনি অগস্ত্য।

তস্যেদমাশ্রমপদং প্রভাবাদ্ যস্য রাক্ষসৈঃ।
দিগিয়ং দক্ষিণা ত্রাসাদ্ দৃশ্যতে নোপভুজ্যতে ॥৮২
যদাপ্রভৃতি চাক্রান্তা দিগিয়ং পুণ্যকর্মণা।
তদাপ্রভৃতি নির্বৈরাঃ প্রশান্তা রজনীচরাঃ ॥৮৩
নাম্না চেয়ং ভগবতো দক্ষিণা দিক্ প্রদক্ষিণা।
প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু দুর্ধর্ষা ক্রূরকর্মভিঃ ॥৮৪
মার্গং নিরোদ্ধুং সততং ভাস্করস্যাচলোত্তমঃ।
সন্দেশং পালয়ংস্তস্য বিন্ধ্যশৈলো ন বর্ধতে ॥৮৫
অয়ং দীর্ঘায়ুষস্তস্য লোকে বিশ্রুতকর্মণঃ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ বিনীতমৃগসেবিতঃ ॥৮৬
এষ লোকার্চিতঃ সাধুর্হিতে নিত্যং রতঃ সতাম্।
অস্মানধিগতানেষ শ্রেয়সা যোক্ষ্যতি প্রভুঃ ॥৮৭
আরাধয়িষ্যামি তত্রাহমগস্ত্যং তং মহামুনিম্।
শেষঞ্চ বনবাসস্য সৌম্য বৎস্যামহং প্রভো ॥৮৮

অত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অগস্ত্যং নিয়তাহারাঃ সততং পর্যুপাসতে ॥৮৯
নাত্র জীবেন্মৃষাবাদী ক্রূরো বা যদি বা শঠঃ।
নৃশংসঃ পাপরত্তো বা মুনিরেষ তথাবিধঃ ॥৯০
অত্র দেবাশ্চ যক্ষাশ্চ নাগাশ্চ পতগৈঃ সহ।
বসন্তি নিয়তাহারা ধর্মমারাধয়িষ্যবঃ ॥৯১
অত্র সিদ্ধা মহাত্মানো বিমানৈঃ সূর্যসন্নিভৈঃ।
ত্যক্ত্বা দেহান্নবৈর্দেহৈঃ স্বর্যাতাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥৯২
যক্ষত্বমমরত্বঞ্চ রাজ্যানি বিবিধানি চ।
অত্র দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি ভূতেরারাধিতাঃ শুভৈঃ ॥৯৩
আগতাঃ স্মাশ্রমপদং সৌমিত্রে প্রবিশাগ্রতঃ।
নিবেদয়েহ মাং প্রাপ্তমুসয়ে সহ সীতয়া ॥৯৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥

দূর হইতে অবলোকন মাত্র করে, ঐ সেই পুণ্যকর্মা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম। সেই পুণ্যকর্মা অগস্ত্য যখন হইতে এইদিকে আগমন করিয়াছেন, রাক্ষসেরা তখন হইতেই শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া শান্তস্বভাব হইয়াছে।৮১-৮৩

এই দক্ষিণদিক্ সেই ভগবান অগস্ত্যঋষির প্রভাবে ক্রূরকর্মা রাক্ষসদিগের অধর্ষণীয় ও মানবদিগের বাসযোগ্য হইয়া ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পর্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করত সূর্য্যের পথ রোধ করিবার জন্য আর নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছেন না। লোকমধ্যে বিখ্যাতকর্মা সেই দীর্ঘায়ু মহর্ষি অগস্ত্যের ঐ আশ্রম নিরীহ মৃগগণে সেবিত ও শোভামণ্ডিত। আমরা সমস্ত লোকপূজিত ও নিরত সাধুদিগের কল্যাণসাধনে নিরত ঐ সাধুচরিত্র মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলে উনি আমাদিগের কল্যাণ বিধান করিবেন।৮৪-৮৭

হে সুন্দরদর্শন! আমি তথায় যাইয়া সেই মহামুনি অগস্ত্যকে আরাধনা করিব এবং বনবাসের অবশিষ্ট কাল তথায় বাস করিব। ঐ আশ্রমে দেব, গন্ধর্ব ও তপস্যাসিদ্ধ মহর্ষিগণ সংযতাহার হইয়া নিরন্তর অগস্ত্য ঋষিকে উপাসনা করেন। ঐ মহর্ষি এরূপ প্রভাব-সম্পন্ন যে, উঁহার আশ্রমে মিথ্যাবাদী, ক্রূর, শঠ, নৃশংস বা পাপচারী ব্যক্তি জীবিত থাকে না।৮৮-৯০

ঐ আশ্রমে দেব, যক্ষ, নাগ ও পক্ষিগণ ধর্মচর্চার জন্য আহার সংযত করিয়া বাস করেন। সেই স্থানে যে সমস্ত মহাত্মা মহর্ষিগণ তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পুরাতন-দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবকলেবর ধারণ করত সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী বিমানে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন।৯১-৯২

যে সমস্ত শুভকর্মকারী প্রাণীগণ ঐ আশ্রমে থাকিয়া দেবতাগণের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে দেবতাগণ দেবত্ব, যক্ষত্ব বা নানাবিধ রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন। হে সুমিত্রাকুমার! আমরা অগস্ত্যভূমির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি। সম্প্রতি তুমি অগ্রে আশ্রমে প্রবেশ কর এবং আমি সীতার সহিত এখানে আগমন করিয়াছি—ইহা মহর্ষিকে নিবেদন কর।৯৩-৯৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামপ্রভৃতীনামগস্ত্যাশ্রম প্রবেশঃ, মুনিনা অতিথীনাং তেষাং সৎকারঃ, রামস্য দিব্যশস্ত্রপ্রাপ্তিশ্চ ।]

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ ।
অগস্ত্যশিষ্যমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১
রাজা দশরথো নাম জ্যেষ্ঠস্তস্য সুতো বলী ।
রামঃ প্রাপ্তো মুনিং দ্রষ্টুং ভার্য্যয়া সহ সীতয়া ॥২
লক্ষ্মণো নাম তস্যাহং ভ্রাতা হিতরতো হিতঃ ।
অনুকূলশ্চ ভক্তশ্চ যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ ॥৩
তে বয়ং বনমত্যুগ্রং প্রবিষ্টাঃ পিতৃশাসনাৎ ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামহে সর্বে ভগবন্তং নিবেদ্যতাম্ ॥৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য তপোধনঃ ।
তথেত্যুক্ত্বাঽগ্নিশরণং প্রবিবেশ নিবেদিতুম্ ॥৫
স প্রবিশ্য মুনিশ্রেষ্ঠং তমসা দুষ্প্রধর্ষণম্ ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং রামাগমনমত্বরা ॥৬
যথোক্তং লক্ষ্মণেনৈব শিষ্যোঽগস্ত্যস্য সম্মতঃ ।
পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ রামো লক্ষ্মণ এব চ ॥৭
প্রবিষ্টাবাশ্রমপদং সীতয়া সহ ভার্য্যয়া ।
দ্রষ্টুং ভবন্তমায়াতৌ শুশ্রূষার্থমরিন্দমৌ ॥৮
যদত্রানন্তরং তৎ ত্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি ।
ততঃ শিষ্যাদুপশ্রুত্য প্রাপ্তং রামং সলক্ষ্মণম্ ॥৯
বৈদেহীঞ্চ মহাভাগামিদং বচনমব্রবীৎ ।
দিষ্ট্যা রামশ্চিরস্যাদ্য দ্রষ্টুং মাং সমুপাগতঃ ॥১০
মনসা কাঙ্ক্ষিতং হ্যস্য ময়াপ্যাগমনং প্রতি ।
গম্যতাং সংকৃতো রামঃ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥১১
প্রবেশ্যতাং সমীপং মে কিমসৌ ন প্রবেশিতঃ ।
এবমুক্তস্তু মুনিনা ধর্মজ্ঞেন মহাত্মনা ॥১২

দ্বাদশ সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির অগস্ত্যাশ্রমে প্রবেশ, মুনিকর্তৃক অতিথি সৎকার ও রামের দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রপ্রাপ্তি]।

রামানুজ লক্ষ্মণ অগ্রে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগস্ত্য ঋষির এক শিষ্যের নিকট যাইয়া বলিলেন,—রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র বলবান্ রাম ভার্য্যা সীতার সহিত অগস্ত্যমুনিকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন ।১-২

আমার নাম লক্ষ্মণ, আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার বশবর্ত্তী, হিতকারী ও ভক্ত। আশা করি—আপনারা তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। আমরা পিতার আদেশে অতি ভয়ঙ্কর বনে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে ভগবান্ অগস্ত্যমুনিকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছি। আপনি তাঁহাকে ইহা নিবেদন করুন ।৩-৪

সেই তপোধন লক্ষ্মণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করত 'তাঁহাকে নিবেদন করিতেছি' বলিয়া অগস্ত্যকে নিবেদন করিবার জন্য অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিলেন ।৫

অগস্ত্য ঋষির প্রিয় শিষ্য তথায় প্রবিষ্ট হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া তপোবলে বলীয়ান্ বলিয়া অর্চ্চনীয় মুনিশ্রেষ্ঠকে লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে রামের আগমনবার্ত্তা এইরূপে বলিলেন,—দশরথতনয় শত্রুদমন রাম ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা অরিন্দম লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে দর্শন ও সেবা করিবার জন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন ।৬-৮

এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি আদেশ করুন। অনন্তর অগস্ত্য ঋষি শিষ্যের নিকট রাম, লক্ষ্মণ ও মহাভাগ্যবতী সীতাদেবীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—সৌভাগ্যক্রমে বহু কাল পরে রাম আমাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন ।৯-১০

আমিও মনেমনে তাঁহার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। তুমি যাও এবং রামকে ভার্য্যা সীতা

অভিবাদ্যাব্রবীচ্ছিষ্যস্তথেতি নিয়তাঞ্জলিঃ।
তদা নিষ্ক্রম্য সম্ভ্রান্তঃ শিষ্যো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১৩
কোঽসৌ রামো মুনিং দ্রষ্টুমেতু প্রবিশতু স্বয়ম্।
ততো গত্বাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ লক্ষ্মণঃ ॥১৪
দর্শয়ামাস কাকুৎস্থং সীতাঞ্চ জনকাত্মজাম্।
তং শিষ্যঃ প্রস্থিতং বাক্যমগস্ত্যবচনং ব্রুবন্ ॥১৫
প্রাবেশয়দ্ যথান্যায়ং সৎকারার্হং সুসৎকৃতম্।
প্রবিবেশ ততো রামঃ সীতয়া সহ লক্ষ্মণঃ ॥১৬
প্রশান্তহরিণাকীর্ণমাশ্রমং সুমনোহরম্।
স তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানমগ্নেঃ স্থানং তথৈব চ ॥১৭
বিষ্ণোঃ স্থানং মহেন্দ্রস্য স্থানং চৈব বিবস্বতঃ।
সোমস্থানং ভগস্থানং স্থানং কৌবেরমেব চ ॥১৮
ধাতুর্বিধাতুঃ স্থানঞ্চ বায়োঃ স্থানং তথৈব চ।
স্থানঞ্চ পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥১৯
স্থানং তথৈব গায়ত্র্যা বসূনাং স্থানমেব চ।
স্থানঞ্চ নাগরাজস্য গরুড়স্থানমেব চ ॥২০
কার্ত্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্মস্থানঞ্চ পশ্যতি।
ততঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতো মুনিরপ্যভিনিষ্পতৎ ॥২১
তং দদর্শাগ্রতো রামো মুনীনাং দীপ্ততেজসম্।
অব্রবীদ্ বচনং বীরো লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনম্ ॥২২
বহির্লক্ষ্মণ নিষ্ক্রামত্যগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
ঔদার্য্যেণাবগচ্ছামি নিধানং তপসামিদম্ ॥২৩
এবমুক্ত্বা মহাবাহুরগস্ত্যং সূর্য্যবর্চসম্।
জগ্রাহাপততস্তস্য পাদৌ চ রঘুনন্দনঃ ॥২৪
অভিবাদ্য তু ধর্ম্মাত্মা তস্থৌ রামঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
সীতয়া সহ বৈদেহ্যা তদা রামঃ স লক্ষ্মণঃ ॥২৫
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থমর্চয়িত্বাঽঽসনোদকৈঃ।
কুশলপ্রশ্নমুক্ত্বা চ আস্যতামিতি সোঽব্রবীৎ ॥২৬

ও লক্ষ্মণের সহিত সসম্মানে আমার নিকটে আনয়ন কর। তুমি কেন দেখিবামাত্র তাঁহাকে এখানে প্রবেশ করিবার জন্য অভ্যর্থনা কর নাই? সেই শিষ্য ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মুনিকর্ত্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আমি এখনই তাঁহাদিগকে লইয়া আসিতেছি। পরে তিনি তথা হইতে সম্ভ্রম-সহকারে নির্গত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন।১১-১৩

রাম কে? তিনি আসুন। মুনিকে দর্শন করিবার জন্য স্বয়ং প্রবেশ করুন। অনন্তর লক্ষ্মণ সেই শিষ্যের সহিত আশ্রমের প্রান্তভাগে যাইয়া তাঁহাকে কাকুৎস্থ রাম ও জনকদুহিতা সীতাকে দেখাইলেন। তখন সেই শিষ্য সৎকারযোগ্য রামের পাদ্যাদির দ্বারা সৎকার করত তাহাকে সবিনয়ে অগস্ত্যবাক্য বলিতে বলিতে সম্মানসহকারে যথানিয়মে আশ্রমের ভিতরে লইয়া গেলেন।১৪-১৬

পরে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শান্তস্বভাব হরিণে পূর্ণ সেই আশ্রম অবলোকন করত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, মহেন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, পাশধারী মহাত্মা বরুণ, গায়ত্রী-দেবী, বসুগণ, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, কার্ত্তিক ও ধর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ স্থান দর্শন করিলেন। অনন্তর অগস্ত্যমুনি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া অগ্নিগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।১৭-২১

বীর্য্যশালী রাম মুনিশিষ্যের অগ্রবর্ত্তী দীপ্ততেজা অগস্ত্যমুনিকে সম্মুখে আগমন করিতে দেখিয়া শোভাবর্দ্ধন লক্ষ্মণ কে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! তপস্যার আকর ঐ ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি বহির্দেশে আগমন করিতেছেন। এক্ষণে আমি বিনীত হইয়া তপোধনের নিকটে গমন করি।২২-২৩

মহাবাহু রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অগস্ত্যঋষিকে আগত দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মাত্মা লোকাভিরাম রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সেই অগস্ত্যঋষি কাকুৎস্থ রামকে অতি আদরের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক আসন ও জল দ্বারা অর্চনাদি করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ও উপবেশন করিতে বলিলেন।২৪-২৬

অগ্নিং হুত্বা প্রদায়ার্ঘ্যমতিথীন্ প্রতিপূজ্য চ।
বানপ্রস্থেন ধর্মেণ স তেষাং ভোজনং দদৌ ॥২৭

প্রথমং চোপবিষ্টায় ধর্মজ্ঞো মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ রামমাসীনং প্রাঞ্জলিং ধর্মকোবিদম্ ॥২৮

অন্যথা খলু কাকুৎস্থ তপস্বী সমুদাচরন্।
দুঃসাক্ষীব পরে লোকে স্বানি মাংসানি ভক্ষয়েৎ ॥২৯

রাজা সর্বস্য লোকস্য ধর্মচারী মহারথঃ।
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ ভবান্ প্রাপ্তঃ প্রিয়াতিথিঃ ॥৩০

এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈশ্চান্যৈশ্চ রাঘবম্।
পূজয়িত্বা যথাকামং ততোঽগস্ত্যস্তমব্রবীৎ ॥৩১

ইদং দিব্যং মহচ্চাপং হেমবজ্রবিভূষিতম্।
বৈষ্ণবং পুরুষব্যাঘ্র নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ॥৩২

অমোঘঃ সূর্যসঙ্কাশো ব্রহ্মদত্তঃ শরোত্তমঃ।
দত্তো মম মহেন্দ্রেণ তূণী চাক্ষয্য-সায়কৌ ॥৩৩

সম্পূর্ণৌ নিশিতৈর্বাণৈর্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ।
মহারজতকোশোঽয়মসির্হেমবিভূষিতঃ ॥৩৪

অনেন ধনুষা রাম হত্বা সংখ্যে মহাসুরান্।
আজহার শ্রিয়ং দীপ্তাং পুরা বিষ্ণুর্দিবৌকসাম্ ॥৩৫

তদ্ধনুস্তৌ চ তূণী চ শরং খড়্গঞ্চ মানদ।
জয়ায় প্রতিগৃহ্ণীষ্ব বজ্রং বজ্রধরো যথা ॥৩৬

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সমস্তং তদ্বরায়ুধম্।
দত্ত্বা রামায় ভগবানগস্ত্যঃ পুনরব্রবীৎ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ।

পরে তিনি অগ্নিতে হোম করিয়া বানপ্রস্থ ধর্মানুসারে সেই অতিথি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে অর্ঘ্যপ্রদান-পূর্বক পূজা করত ভোজন দান করিলেন ।২৭

অনন্তর ধর্মজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ ও পশ্চাতে উপবিষ্ট ধর্মজ্ঞ রামকে বলিলেন ।২৮

হে কাকুৎস্থ! তপস্বী যদি অতিথির প্রতি অন্য প্রকার আচরণ করে, তবে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে ঘোর নরকে স্বীয় মাংস ভক্ষণ করিতে হয় ।২৯

তুমি মহারথ ধর্মানুষ্ঠায়ী ও সমস্তলোকের রাজা সুতরাং আমাদের প্রিয় অতিথি। তুমি এখানে আগমন করিয়াছ, অবশ্যই আমাদিগের তোমাকে পূজা ও সম্মান করা কর্তব্য। অগস্ত্যঋষি রঘুনন্দন রামকে ঐ রূপবলিয়া ইচ্ছানুসারে পুষ্প ফলমূল ও অন্যান্য বনদ্রব্য দ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র আমাকে এই বিশ্বকর্মানির্মিত স্বর্ণ ও বজ্রমণিদ্বারা বিভূষিত দিব্য মহৎ বৈষ্ণব ধনু, সূর্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও অমোঘ ব্রহ্মদত্তনামক উৎকৃষ্ট শর, স্বর্ণনির্মিত কোষবিশিষ্ট স্বর্ণভূষিত অসি এবং অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত তীক্ষ্ণ শর-সমূহে পরিপূর্ণ অক্ষয়-সায়ক ও তূণদ্বয় প্রদান করিয়াছেন ।৩০-৩৪

রাম! পূর্বে বিষ্ণু এই ধনু দ্বারা যুদ্ধে অসুরশ্রেষ্ঠদিগকে বধ করিয়া দেবগণের দীপ্তিমতীলক্ষ্মী আহরণ করিয়াছিলেন ।৩৫

হে মানদ! বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ বজ্র গ্রহণ করেন, সেইরূপ তুমিও বিজয়লাভের জন্য এই ধনু, শর, খড়্গ ও তূণদ্বয় গ্রহণ কর ।৩৬

মহাতেজস্বী ভগবান্ অগস্ত্যঋষি এই কথা বলিয়া রামকে সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদানপূর্বক পুনর্বার বলিতে লাগিলেন ।৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

[রামং প্রতি অগস্ত্যস্য প্রসন্নতা, সীতাদেবীমুদ্দিশ্য মুনীনাং সপ্রশংসমন্তব্যং পঞ্চবটীনাম্নি আশ্রমনির্মাণায় রামং প্রতি মুনীনাং নির্দেশঃ, তেন রামাদীনাং যাত্রা চ।]

রাম প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে পরিতুষ্টোঽস্মি লক্ষ্মণ।
অভিবাদয়িতুং যস্মাৎ প্রাপ্তৌ স্থঃ সহ সীতয়া ॥১
অধ্বশ্রমেণ বা খেদো বাধতে প্রচুরশ্রমঃ।
ব্যক্তমুৎকণ্ঠতে বাপি মৈথিলী জনকাত্মজা ॥২
এষা চ সুকুমারী চ খেদৈশ্চ ন বিমানিতা।
রাজ্যদোষং বনং প্রাপ্তা ভর্তৃস্নেহপ্রচোদিতা ॥৩
যথৈষা রমতে রাম ইহ সীতা তথা কুরু।
দুষ্করং কৃতবত্যেষা বনে ত্বামভিগচ্ছতী ॥৪
এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামা সৃষ্টে রঘুনন্দন।
সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ ॥৫
শতহ্রদানাং লোলত্বং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা।
গরুড়ানিলয়োঃ শৈঘ্র্যমনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ ॥৬
ইয়ং তু ভবতো ভার্য্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জিতা।
শ্লাঘ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবেষ্বরুন্ধতী ॥৭
অলঙ্কৃতোঽয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ।
বৈদেহ্যা চানয়া রাম বৎস্যসি হ্যমরৈরপি ॥৮
এবমুক্তস্তু মুনিনা রাঘবঃ সংযতাঞ্জলিঃ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যমৃষিং সৌম্যমিবানলম্ ॥৯
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গবঃ।
গুণৈঃ সভ্রাতৃভার্য্যস্য গুরুর্নঃ পরিতুষ্যতি ॥১০

ত্রয়োদশ সর্গ

(রামের প্রতি মহর্ষি অগস্ত্যের প্রসন্নতা, সীতাদেবীর উদ্দেশে মুনির সপ্রশংস মন্তব্য, পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণের জন্য রামের প্রতি মুনির আদেশ ও তদুদ্দেশে রাম প্রভৃতির যাত্রা)

হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। লক্ষ্মণ! আমি তোমার প্রতিও সন্তুষ্ট হইয়াছি; কেননা, সীতার সহিত তোমরা আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য এইস্থানে আসিয়াছ।১

পথ ভ্রমণের জন্য অত্যন্ত শ্রম ও তজ্জনিত ক্লেশ তোমাদিগকে পীড়িত করিতেছে, মিথিলারাজ জনকের দুহিতা সীতাদেবীও অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন।২

এই সুকুমারী সীতাদেবী পূর্বে কখনও এইরূপ দুঃখ-পীড়িতা হন নাই। সম্প্রতি পতিভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অতি কষ্টদায়ক এই বনে আগমন করিয়াছেন। রাম! এই সীতা বনেও তোমার অনুগামিনী হইয়া অতি দুষ্কর-কার্য্য করিয়াছেন। এখন যাহাতে তাঁহার চিত্তে সন্তোষ জন্মে, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর।৩-৪

হে রঘুনন্দন! সৃষ্টিকাল হইতে স্ত্রীগণের এইরূপ স্বভাব যে, তাহারা সম্পৎসময়ে পতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে এবং বিপৎসময়ে পতিকে পরিত্যাগ করে।৫

স্ত্রীগণ বিদ্যুতের চঞ্চলতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর দ্রুতগামিতার অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার এ ভার্য্যাতে সে সমস্ত দোষ নাই, ইনি দেবীগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় পবিত্রাদিগের অগ্রগণ্যা ও প্রশংসনীয়া।৬-৭

হে শত্রুদমন রাম! এক্ষণে এই প্রদেশ সম্যগ্‌রূপ অলঙ্কৃত হইল; কেননা, তুমি বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত এইস্থানে বাস করিবে।৮

প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য দ্যুতিশালী অগস্ত্যমুনি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া রঘুনন্দন রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদিগের গুরু। আপনি যখন আমাকে এবং আমার ভ্রাতা ও ভার্য্যার গুণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমি আপনার অনুগ্রহভাজন ও ধন্য হইয়াছি।৯-১০

কিন্তু ব্যাদিশ মে দেশং সোদকং বহুকাননম্
যত্রাশ্রমপদং কৃত্বা বসেয়ং নিরতঃ সুখম্ ॥১১
ততোঽব্রবীন্ মুনিশ্রেষ্ঠঃ শ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্।
ধ্যাত্বা মুহূর্তং ধর্মাত্মা ততোবাচ বচঃ শুভম্ ॥১২
ইতো দ্বিযোজনে তাত বহুমূল-ফলোদকঃ।
দেশো বহুমৃগঃ শ্রীমান্ পঞ্চবট্যাভিবিশ্রুতঃ ॥১৩
তত্র গত্বাশ্রমপদং কৃত্বা সৌমিত্রিণা সহ।
রমস্ব ত্বং পিতুর্বাক্যং যথোক্তমনুপালয়ন্ * ॥১৪
বিদিতো ম্বেষ বৃত্তান্তো মম সর্বস্তবানঘ।
তপসশ্চ প্রভাবেণ স্নেহাদ্দশরথস্য চ ॥১৫
হৃদয়ং স্পৃশ্যতে তে চ্ছন্দো বিজ্ঞাতুং তপসা ময়া।
ইহ বাসং প্রতিজ্ঞায় ময়া সহ তপোবনে ॥১৬
অতশ্চ ত্বামহং ব্রূমি গচ্ছ পঞ্চবটীমিতি।
স হি রম্যো বনোদ্দেশো মৈথিলী তত্র রংস্যতে ॥১৭
স দেশঃ শ্লাঘনীয়শ্চ নাতিদূরে চ রাঘব।
গোদাবর্যাঃ সমীপে চ মৈথিলী তত্র রংস্যতে ॥১৮
প্রাজ্যমূলফলৈশ্চৈব নানাদ্বিজগণৈর্যুতঃ।
বিবিক্তশ্চ মহাবাহো পুণ্যো রম্যস্তথৈব চ ॥১৯
ভবানপি সদাচারঃ শক্তশ্চ পরিরক্ষণে।
অপি চাত্র বসন্ রাম তাপসান্ পালয়িষ্যসি ॥২০
এতদালক্ষ্যতে বীর মধূকানাং মহাবনম্।
উত্তরেণাস্য গন্তব্যং ন্যগ্রোধমপি গচ্ছতা ॥২১
ততঃ স্থলমুপারুহ্য পর্বতস্যাবিদূরতঃ।
খ্যাতঃ পঞ্চবটীত্যেব নিত্যপুষ্পিতকাননঃ ॥২২

অধুনা আপনি আমাকে কোথায় অনায়াসে জল পাওয়া যায়—এইরূপ একটি বহু বনশোভিত স্থান বলিয়া দিন। আমি তথায় আশ্রম নির্মাণপূর্বক সুখে বাস করিব ।১১

অনন্তর ধর্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্তকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া পরে তাঁহাকে এই শুভবাক্য বলিলেন,—হে তাত! এই স্থান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটীনামে নানাবিধ ফলমূলসমন্বিত এক বিখ্যাত প্রদেশ আছে। সেইস্থানে অনায়াসে জল পাওয়া যায়। তুমি তথায় যাইয়া সুমিত্রানন্দন-লক্ষ্মণের সহিত আশ্রম নির্মাণ করিয়া পিতৃবাক্য যথাযথপালন করত পরম সন্তোষসহকারে বাস কর ।১২-১৪

আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ পূর্বেই তপঃপ্রভাবে তোমার পিতৃবাক্য পালনের জন্য বনবাস এবং রাজা দশরথের অঙ্গীকার পালনের জন্য প্রাণত্যাগরূপ সকল বৃত্তান্ত অবগত আছি, অধিকন্তু তুমি আমার সহিত এই তপোবনে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে যে নিমিত্ত অন্যস্থানে বাস করিতে অভিলাষ করিতেছ, আমি তপস্যাপ্রভাবে তোমার সেই আন্তরিক ভাবও (এই স্থানে টীকাকার বলিয়াছেন—অগস্ত্যাশ্রমে রাক্ষস নাই। রাক্ষসবধ করাই রামের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এই স্থানে সাধিত হইবে না, এই জন্য স্থানান্তরে চলিলেন] জানিতে পারিয়াছি, তজ্জন্যই বলিতেছি যে পঞ্চবটীতে গমন কর। সেই বনপ্রদেশ অতিরমণীয়। তথায় মিথিলা রাজদুহিতা সীতাদেবী প্রীতিলাভ করিবেন ।১৫-১৭

হে রঘুনন্দন! গোদাবরীনদীর নিকটে স্থিত সেই রমণীয় প্রদেশ এই আশ্রম হইতে অধিক দূরে নহে। মিথিলারাজ দুহিতা সীতাদেবী অবশ্যই তথায় প্রীতিলাভ করিবেন ।১৮

হে মহাবাহো! প্রচুর ফলমূল সমন্বিত, নানাবিধ পক্ষিগণে সেবিত ও পুণ্যজনক সেই নির্জন স্থান অতি রমণীয় ।১৯

রাম! তুমি সদাচারসম্পন্ন ও আত্মরক্ষায় সমর্থ। অধিক কি, তুমি তথায় বাস করত তাপসগণকেও রক্ষা করিবে ।২০

* ১৪নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি কোন কোন গ্রন্থে অধিক দেখা যায়,—

[কালোঽয়ং গতভূয়িষ্ঠো যঃ কালস্তব রাঘব।
সময়ো যো নরেন্দ্রেণ কৃতো দশরথেন তে ॥
তীর্ণপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখং রাজ্যে নিবৎস্যতি।
বন্যন্তে জনকো রাম স রাজা রঘুনন্দন ॥
যৎকৃতা জ্যেষ্ঠপুত্রেণ মহাতিরিব দুষ্করঃ।]

অগস্ত্যেনৈবমুক্তস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
সৎকৃত্যামন্ত্রয়ামাস তমৃষিং সত্যবাদিনম্ ॥২৩
তৌ তু তেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ।
তমাশ্রমং পঞ্চবটীং জগ্মতুঃ সহ সীতয়া ॥২৪
গৃহীতচাপৌ তু নরাধিপাত্মজৌ
বিসক্ততূণী সমরেষ্বকাতরৌ।
যথোপদিষ্টেন পথা মহর্ষিণা
প্রজগ্মতুঃ পঞ্চবটীং সমাহিতৌ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

হে বীর! ঐ যে মধূকবৃক্ষের নিকটে ঘোর বন দেখা যাইতেছে, উহার উত্তর ভাগ দিয়া তোমরা গমন করিবে। তাহা হইলে তুমি সেই প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষের অনতিদূরে এক পর্বতের নিকটে সদা পুষ্পসমন্বিত ও বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত কাননের মধ্যবর্তী পঞ্চবটীনামে বিখ্যাত প্রদেশ পাইবে। রাম সত্যবাদী অগস্ত্যমুনি কর্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে সম্মানিত করত তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলেন।২১-২৩

অনন্তর তাঁহারা সেই মুনিকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সীতার সহিত তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্বক সেই পঞ্চবটীনামক আশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।২৪

যাঁহারা যুদ্ধে কাতরতা প্রদর্শন করেন না, সেই দুই রাজকুমার ধনুর্গ্রহণপূর্বক পৃষ্ঠদেশে তূণ আবদ্ধ করিয়া সযত্নে মহর্ষি অগস্ত্যের উপদিষ্ট পথদিয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে গমন করিলেন।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দশঃ সর্গঃ

[পঞ্চবটীমভিগমনসময়ে পথি জটায়ুনা সহ শ্রীরামাদীনাং সাক্ষাৎকারঃ, রামসমীপে তস্য বিস্তৃত-বিচিত্রপরিচয়দানঞ্চ।]

অথ পঞ্চবটীং গচ্ছন্নন্তরা রঘুনন্দনঃ।
আসসাদ মহাকায়ং গৃধ্রং ভীমপরাক্রমম্ ॥১
তং দৃষ্ট্বা তৌ মহাভাগৌ বনস্থং রাম-লক্ষ্মণৌ।
মেনাতে রাক্ষসং পক্ষিং ক্রুবাণৌ কো ভবানিতি ॥২
ততো মধুরয়া বাচা সৌম্যয়া শ্রীণয়ন্নিব।
উবাচ বৎস মাং বিদ্ধি বয়স্যং পিতুরাত্মনঃ ॥৩
স তং পিতৃসখং মত্বা পূজয়ামাস রাঘবঃ।
স তস্য কুলমধ্যগ্র্যমথ পপ্রচ্ছ নাম চ ॥৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা কুলমাত্মানমেব চ।
আচচক্ষে বিহগস্তস্মৈ সর্বভূতসমুদ্ভবম্ ॥৫
পূর্বকালে মহাবাহো যে প্রজাপতয়োঽভবন্।
তান্মে নিগদতঃ সর্বানাদিতঃ শৃণু রাঘব ॥৬
কর্দমঃ প্রথমস্তেষাং বিকৃতস্তদনন্তরম্।
শেষশ্চ সংশ্রয়শ্চৈব বহুপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৭
স্থাণুর্মরীচিরত্রিশ্চ ক্রতুশ্চৈব মহাবল।
পুলস্ত্যশ্চাঙ্গিরাশ্চৈব প্রচেতাঃ পুলহস্তথা ॥৮
দক্ষো বিবস্বানপরোঽরিষ্টনেমিশ্চ রাঘব।
কশ্যপশ্চ মহাতেজাস্তেষামাসীচ্চ পশ্চিমঃ ॥৯
প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য বভূবুর্বিশ্রুতাঃ।
ষষ্টির্দুহিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাবলঃ ॥১০

চতুর্দশ সর্গ

[পঞ্চবটী অভিমুখে গমনসময়ে পথিমধ্যে জটায়ুর সাথে রাম প্রভৃতির সাক্ষাৎ ও রামের নিকট জটায়ুর স্বীয় বিস্তৃত ও বিচিত্র পরিচয় প্রদান।]

অনন্তর রঘুনন্দন রাম পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মহা পরাক্রমশালী ভয়ানক ও বৃহৎ শরীরধারী এক গৃধ্রকে প্রাপ্ত হইলেন।১

মহাভাগ রাম ও লক্ষ্মণ বনপথস্থিত ঐ পক্ষীকে দেখিয়া রাক্ষস বোধ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে?২

তখন সেই গৃধ্র কোমল ও মধুর বাক্যে রামকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার পিতার বয়স্য—ইহা তুমি অবগত হও। তখন রঘুনন্দনরাম তাঁহাকে পিতৃতুল্যজ্ঞানে পূজাকরত বিনীতভাবে তাঁহার নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন।৩।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া পক্ষী তাঁহার নিকটে স্বীয় বংশ ও নাম এবং প্রসঙ্গক্রমে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিপ্রকার বলিতে লাগিলেন।৫

হে মহাভুজ রাম! পূর্বে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি প্রথম হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি—শ্রবণ কর।৬

প্রথম প্রজাপতি হইলেন—১। কর্দম। তারপর ২। বিকৃত, ৩। শেষ, ৪। সংশ্রয়, ৫। বীর্য্যসম্পন্ন বহুপুত্রবান্, ৬। স্থাণু, ৭। মরীচি, ৮। অত্রি, ৯। ক্রতু, ১০। পুলস্ত্য, ১১। অঙ্গিরা, ১২। প্রচেতা, ১৩। পুলহ, ১৪। দক্ষ, ১৫। সূর্য্য ও ১৬। অরিষ্ট প্রজাপতি হন এবং সর্বশেষে ১৭। মহাতেজা কশ্যপ প্রজাপতি হন। হে মহাযশাঃ রাম দক্ষ প্রজাপতির যশস্বিনী লোকবিখ্যাতা ষষ্টিসংখ্যক (৬০) কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে কশ্যপ ১। অদিতি, ২। দিতি, ৩। দনু, ৪। কালকা, ৫। তাম্রা ৬। ক্রোধবশা, ৭। মনু ও ৮। অনলা—এই আটটি সুমধ্যমা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন*। তারপর প্রীত হইয়া কশ্যপ সেই কন্যাদিগকে বলিলেন।৭-১২

* অত্রত্য 'কশ্যপায় ত্রয়োদশ' এই বচনানুসারে কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর উল্লেখ থাকায় এস্থলে যে আটটি পত্নীর কথা বলা হইল, তাহা পুত্রবতী ও প্রধান পত্নীর কথা বুঝিতে হইবে।

কশ্যপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসামার্তো সুমধ্যমাঃ।
অদিতিঞ্চ দিতিং চৈব দনুমপি চ কালকাম্ ॥১১
তাম্রাং ক্রোধবশাং চৈব মনুং চাপ্যনলামপি।
তাস্তু কন্যাস্ততঃ প্রীতঃ কশ্যপঃ পুনরব্রবীৎ ॥১২
পুত্রাংস্ত্রৈলোক্যভর্তৃন্ বৈ জনয়িষ্যথ মৎসমান্।
অদিতিস্ত্বমর রাম দিতিশ্চ দনুরেব চ ॥১৩
কালকা চ মহাবাহো শেষাস্ত্বমনসোঽভবন্।
অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম ॥১৪
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ।
দিতিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রান্ দৈত্যাংস্তাত যশস্বিনঃ ॥১৫
তেষামিয়ং বসুমতী পুরাসীৎ সবনার্ণবা।
দনুস্ত্বজনয়ৎ পুত্রমশ্বগ্রীবমরিন্দম ॥১৬
নরকং কালকং চৈব কালকাপি ব্যজায়ত।
ক্রৌঞ্চীং ভাসীং তথা শ্যেনীং ধৃতরাষ্ট্রীং তথা
শুকীম্ ॥১৭

তাম্রা তু সুষুবে কন্যাঃ পঞ্চৈতা লোকবিশ্রুতাঃ।
উলূকান্ জনয়ৎ ক্রৌঞ্চী ভাসী ভাসান্ ব্যজায়ত ॥১৮
শ্যেনী শ্যেনাংশ্চ গৃধ্রাংশ্চ ব্যজায়ত সুতেজসঃ।
ধৃতরাষ্ট্রী তু হংসাংশ্চ কলহংসাংশ্চ সর্বশঃ ॥১৯
চক্রবাকাংশ্চ ভদ্রং তে বিজজ্ঞে সাপি ভামিনী।
শুকী নতাং বিজজ্ঞে তু নতায়া বিনতাসুতা ॥২০
দশক্রোধবশা রাম বিজজ্ঞেঽপ্যাত্মসম্ভবাঃ।
মৃগীঞ্চ মৃগমন্দাঞ্চ হরীং ভদ্রমদামপি ॥২১
মাতঙ্গীমথ শার্দূলীং শ্বেতাঞ্চ সুরভিং তথা।
সর্বলক্ষণসম্পন্নাং সুরসাং কদ্রুকামপি ॥২২
অপত্যং তু মৃগাঃ সর্বে মৃগ্যা নরবরোত্তম।
ঋক্ষাশ্চ মৃগমন্দায়াঃ সৃমরাশ্চমরাস্তথা ॥২৩
ততস্ত্বিরাবতীং নাম জজ্ঞে ভদ্রমদাসুতাম্।
তস্যাস্ত্বৈরাবতঃ পুত্রো লোকনাথো মহাগজঃ ॥২৪

তোমরা আমার ন্যায় ত্রৈলোক্যপালক বহু পুত্র প্রসব করিবে। হে মহাবাহো! রাম! তখন দিতি, অদিতি, দনু ও কালকা তাদৃশ পুত্রলাভে অভিলাষিণী হন, আর তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু, ও অনলা ইঁহারা তদ্বিষয়ে মনযোগ করেন না। হে অরিন্দম! দ্বাদশ সূর্য্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দুই স্বর্গবৈদ্য—এই তেত্রিশ দেবতা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হে তাত! দিতির গর্ভে অনেক যশস্বী পুত্র জন্মলাভ করে, তাহারা দৈত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।১৩-১৫

পূর্বে বনভূমিসহ সসাগরা পৃথিবীতে তাহাদের আধিপত্য ছিল। হে শত্রুতাপন! দনু অশ্বগ্রীবনামক এক পুত্র প্রসব করে।১৬

কালকা নরক ও কালক নামে দুই পুত্র লাভ করেন এবং তাম্রা ভাসী, ক্রৌঞ্চী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকীনাম্নী লোকবিখ্যাতা পাঁচটী কন্যা প্রসব করেন। ভাসী ভাসগণকে, ক্রৌঞ্চী উলূকগণকে, শ্যেনী অতি তেজস্বী গৃধ্র ও শ্যেনদিগকে, ধৃতরাষ্ট্রী হংস, কলহংস ও চক্রবাকগণকে এবং শুকী নতাকে প্রসব করিয়াছিলেন। হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। নতার বিনতানাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।১৭-২০

হে রাম! ক্রোধবশা (১) মৃগী, (২) মৃগমন্দা, (৩) হরী, (৪) ভদ্রমদা, (৫) মাতঙ্গী, (৬) শার্দূলী, (৭) শ্বেতা, (৮) সুরভি, (৯) সকল শুভ লক্ষণযুক্তা সুরসা ও (১০) কদ্রুনাম্নী দশটি কন্যা উৎপাদন করেন।২১-২২

হে নরোত্তম! মৃগগণ মৃগীর গর্ভে এবং ঋক্ষ, সৃমর ও চমরগণ মৃগমন্দার গর্ভে উৎপন্ন হয়। ভদ্রমদা ইরাবতী নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করেন। সেই ইরাবতীর গর্ভে ঐরাবতনামক লোকপালক মহাগজের জন্ম হয়।২৩-২৪

সিংহ, শোলাঙ্গুল ও অন্যান্য বেগশালী বানরগণ হরীর গর্ভে জন্মলাভ করে। হে পুরুষোত্তম! শার্দূলী ব্যাঘ্রগণকে, মাতঙ্গী অন্যান্য হস্তীদিগকে এবং শ্বেতা দিগ্‌পালক হস্তীদিগকে প্রসব করে।২৫-২৬

হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক। সুরভির রোহিণী ও গন্ধর্বী নাম্নী দুইটী যশস্বিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। হে

হর্য্যাংশ্চ হরয়োঽপত্যং বানরাংশ্চ তপস্বিনঃ।
গোলাঙ্গূলাংশ্চ শার্দূলী ব্যাঘ্রাংশ্চাজনয়ৎ সুতান্ ॥২৫
মাতঙ্গ্যাস্তথ মাতঙ্গা অপত্যং মনুজর্ষভ।
দিশাগজস্তু কাকুৎস্থ শ্বেতা ব্যজনয়ৎ সুতম্ ॥২৬
ততো দুহিতরৌ রাম সুরভির্দেব্যজায়ত।
রোহিণীং নাম ভদ্রং তে গন্ধর্বীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥২৭
রোহিণ্যজনয়দ্ গাবো গন্ধর্বী বাজিনঃ সুতান্।
সুরসাঽজনয়ন্নাগান্ রাম কদ্রুশ্চ পন্নগান্ ॥২৮
মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ ॥২৯
মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা উরসঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
ঊরুভ্যাং জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা ইতি শ্রুতিঃ ॥৩০
সর্বান্ পুণ্যফলান্ বৃক্ষাননলাপি ব্যজায়ত।
বিনতা চ শুকীপৌত্রী কদ্রুশ্চ সুরসাসসা ॥৩১
কদ্রুর্নাগসহস্রন্তু বিভজ্যে ধরণীধরম্।
দ্বৌ পুত্রৌ বিনতায়াস্তু গরুড়োঽরুণ এব চ ॥৩২

তস্মাদ্ভ্রাতোঽহমরুণাৎ সম্পাতিশ্চ মমাগ্রজঃ।
জটায়ুরিতি মাং বিদ্ধি শ্যেনীপুত্রমরিন্দম ॥৩৩
সোঽহং বাসসহায়স্তে ভবিষ্যামি যদীচ্ছসি।
সীতাঞ্চ তাত রক্ষিষ্যে ত্বয়ি যাতে সলক্ষ্মণে ॥৩৪
জটায়ুষং তু প্রতিপূজ্য রাঘবো
মুদা পরিষ্বজ্য চ সম্বতোঽভবৎ।
পিতুর্হি শুশ্রাব সখিত্বমাস্থবান্
জটায়ুষা সংকথিতং পুনঃ পুনঃ ॥৩৫
স তত্র সীতাং পরিদায় মৈথিলীং
সহৈব তেনাতিবলেন পক্ষিণা।
জগাম তাং পঞ্চবটীং সলক্ষ্মণো
রিপূন্নিঘ্নন্ স বনানি পালয়ন্ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

রাম! রোহিণী গোসকলকে, গন্ধর্বী অশ্বগণকে, সুরসা নাগদিগকে এবং কদ্রু সর্পসকলকে উৎপাদন করেন।২৭-২৮

হে মানবোত্তম! মনু মহাত্মা কাশ্যপের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত মনুষ্যবর্গকে সৃজন করেন।২৯

ব্রাহ্মণগণ পরম পুরুষের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়গণ বক্ষঃস্থল হইতে, বৈশ্যগণ ঊরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্রগণ পাদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন—শ্রুতিতে দেখা যায়।৩০

অনলা হইতে সমস্ত শুভ ফলজনক বৃক্ষ সঞ্জাত হইয়াছে। বিনতা শুকীর পৌত্রী এবং কদ্রু সুরসার ভগিনী।৩১

কদ্রু ভূভারধারী সহস্র নাগ এবং বিনতা গরুড় ও অরুণ নামক দুই পুত্র প্রসব করেন।৩২

হে শত্রুনাশন! আমি সেই অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছি। সম্পাতি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমার নাম হইল জটায়ু।৩৩

হে বৎস! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি পঞ্চবটীবাসের সময় তোমার সহায়তা করিব। তুমি যখন লক্ষ্মণের সহিত অন্যত্র গমন করিবে, আমি তখন সীতাকে রক্ষা করিব।৩৪

ইহা শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রাম আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার পূজা করিলেন। এবং পিতার সহিত তাঁহার কিভাবে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জটায়ুর মুখে পুনঃপুনঃ শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র অতি বলবান্ সেই পক্ষীর নিকটে মিথিলারাজকন্যা সীতার রক্ষণভার অর্পণ করিয়া অগ্নি যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করে, সেইরূপ শত্রুবিনাশ করিবার জন্য জটায়ু এবং লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীবনে প্রবেশ করিলেন।৩৫-৩৬

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[রামানুজ্ঞয়া পঞ্চবট্যা মনোজ্ঞপ্রদেশে লক্ষ্মণস্য পর্ণশালানির্মাণম্, তত্র সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ শ্রীরামস্য বাসশ্চ]

ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা নানা ব্যালমৃগাযুতাম্ ।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ॥১
আগতাঃ স্ম যথোদ্দিষ্টং যং দেশং মুনিরব্রবীৎ ।
অয়ং পঞ্চবটীদেশঃ সৌম্য পুষ্পিতকাননঃ ॥২
সর্বতশ্চার্যতাং দৃষ্টিঃ কাননে নিপুণো হ্যসি ।
আশ্রমঃ কতরস্মিন্নো দেশে ভবতি সম্মতঃ ॥৩
রমতে যত্র বৈদেহী ত্বমহং চৈব লক্ষ্মণ ।
তাদৃশো দৃশ্যতাং দেশঃ সন্নিকৃষ্টজলাশয়ঃ ॥৪
বনমারণ্যকং যত্র জলমারণ্যকং তথা ।
সন্নিকৃষ্টঞ্চ যস্মিংস্তু সমিৎ-পুষ্প-কুশোদকম্ ॥৫

এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ সংগতাঞ্জলিঃ ।
সীতাসমক্ষং কাকুৎস্থমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬
পরবানস্মি কাকুৎস্থ ত্বয়ি বর্ষশতং স্থিতে ।
স্বয়ং তু রুচিরে দেশে ক্রিয়তামিতি মাং বদ ॥৭
সুপ্রীতস্তেন বাক্যেন লক্ষ্মণস্য মহাদ্যুতিঃ ।
বিমৃশন্ রোচয়ামাস দেশং সর্বগুণান্বিতম্ ॥৮
স তং রুচিরমাক্রম্য দেশমাশ্রমকর্মণি ।
হস্তে গৃহীত্বা হস্তেন রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥৯
অয়ং দেশঃ সমঃ শ্রীমান্ পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতঃ ।
ইহাশ্রম পদং সম্যগ্ যথাবৎ কর্তুমর্হসি ॥১০

পঞ্চদশ সর্গ

[রামের আজ্ঞায় পঞ্চবটীর মনোরমপ্রদেশে লক্ষ্মণ-কর্তৃক পর্ণকুটীর নির্মাণ ও তথায় সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের বাস।]

অনন্তর রাম নানাবিধ হিংস্রজন্তু ও হরিণাদি পরিব্যাপ্ত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়া তেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে শুভদর্শন! মহর্ষি অগস্ত্য যে স্থানের কথা বলিয়াছিলেন, আমরা সর্বদা পুষ্পসমন্বিত-কানন দ্বারা পরিশোভিত সেই পঞ্চবটীবনে প্রবেশ করিয়াছি ।১-২

আশ্রমযোগ্য স্থান নিরূপণ করিবার অদ্ভুত নৈপুণ্য তোমাতে আছে, সেইজন্য কোন্ স্থানে আমাদিগের আশ্রম হইতে পারে—তাহা নির্ণয়ের জন্য এই কাননের চতুর্দিকে উত্তমরূপে অন্বেষণ কর। লক্ষ্মণ! যে স্থানের নিকট রমণীয় কানন ও জলাশয় আছে, যে স্থানে সমিৎ কুশ ও পুষ্প সুলভ এবং যে স্থানে আমি, তুমি ও বিদেহরাজকন্যা সীতা আনন্দের সহিত বাস করিতে পারি, তুমি এইরূপ স্থান অন্বেষণ কর ।৩-৫

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাদেবীর সমীপে কাকুৎস্থ রামকে বলিলেন,—হে কাকুৎস্থ! আপনি অনন্তকাল ও বাঁচিতে আমি স্বাধীন নহি, অতএব আপনি স্বয়ং রমণীয় স্থান নির্বাচন করিয়া আমাকে সেই স্থানে কুটীরনির্মাণ করিতে আদেশ করুন ।৬-৭

দ্যুতিমান্ রাম লক্ষ্মণের বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়া বিবেচনা করত এক সর্বগুণান্বিত স্থান মনোনীত করিলেন। তারপর তিনি সেই মনোহর স্থানে গমন পূর্বক হস্তদ্বারা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের হস্তদ্বয় ধারণ করত আশ্রম নির্বাণবিষয়ে তাঁহাকে বলিলেন ।৮-৯

এই প্রদেশ সমতল এবং পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত ও অত্যন্ত শোভাযুক্ত। তুমি এইস্থলে যথাযথরূপে এক রমণীয় আশ্রম নির্বাণ কর। অনতিদূরে সূর্যতুল্য উজ্জ্বল ও সুবাসিত পদ্মসমূহের দ্বারা শোভিত ঐ এক রমণীয় নদী দেখা যাইতেছে। যাহার উত্তর তট পুষ্পসমন্বিত-বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত, যাহার তটদেশে মৃগগণ বিচরণ করিতেছে এবং যাহা হংস ও কারণ্ডবগণে

ইয়মাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পদ্মৈঃ সুরভিগন্ধিভিঃ।
অদূরে দৃশ্যতে রম্যা পদ্মিনী পদ্মশোভিতা ॥১১
যথাখ্যাতমগস্ত্যেন মুনিনা ভাবিতাত্মনা।
ইয়ং গোদাবরী রম্যা পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতা ॥১২
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণা চক্রবাকোপশোভিতা।
নাতিদূরে ন চাসন্নে মৃগযূথনিপীড়িতা ॥১৩
ময়ূরনাদিতা রম্যাঃ প্রাংশবো বহুকন্দরাঃ।
দৃশ্যন্তে গিরয়ঃ সৌম্য কূটৈস্তরুভিরাবৃতাঃ ॥১৪
সৌবর্ণৈ রাজতৈস্তাম্রৈর্দেশে দেশে তথা শুভৈঃ।
গবাঙ্কিতা ইবাভান্তি গজাঃ পরমভক্তিভিঃ ॥১৫
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ খর্জূরৈঃ পনসৈর্দ্রুমৈঃ।
নীবারৈস্তিনিশৈশ্চৈব পুন্নাগৈশ্চোপশোভিতাঃ ॥১৬
চূতৈরশোকৈস্তিলকৈঃ কেতকৈরপি চম্পকৈঃ।
পুষ্প-গুল্ম-লতোপেতৈস্তৈস্তৈস্তরুভিরাবৃতাঃ ॥১৭
স্যন্দনৈশ্চন্দনৈর্নীপৈঃ পনসৈরর্জুনৈরপি।
ধবাশ্বকর্ণখদিরৈঃ শমী-কিংশুক-পাটলৈঃ ॥১৮

ইদং পুণ্যমিদং রম্যমিদং বহুমৃগদ্বিজম্।
ইহ বৎস্যাম সৌমিত্রে সার্ধমেতেন পক্ষিণা ॥১৯
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অচিরেণাশ্রমং ভ্রাতুশ্চকার সুমহাবলঃ ॥২০
পর্ণশালাং সুবিপুলাং তত্র সঞ্জাতমৃত্তিকাম্।
সুস্তম্ভাং মস্করৈর্দীর্ঘৈঃ কৃতবংশাং সুশোভনাম্ ॥২১
শমীশাখাভিরাস্তীর্য্য দৃঢ়পাশাবপাশিতাম্।
কুশ-কাশশরৈঃ পর্ণৈঃ সুপরিচ্ছাদিতাং তথা ॥২২
সমীকৃততলাং রম্যাং চকার সুমহাবলঃ।
নিবাসং রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়মনুত্তমম্ ॥২৩
স গত্বা লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্নদীং গোদাবরীং তথা।
স্নাত্বা পদ্মানি চাদায় সফলঃ পুনরাগতঃ ॥২৪
ততঃ পুষ্পবলিং কৃত্বা শান্তিং চ সমথাবিধি।
দর্শয়ামাস রামায় তদাশ্রমপদং কৃতম্ ॥২৫
স তৎ দৃষ্ট্বা কৃতং সৌম্যমাশ্রমং সহ সীতয়া।
রাঘবঃ পর্ণশালায়াং হর্ষমাহারয়ৎ পরম্ ॥২৬

পূর্ণা এবং চক্রবাকসমূহে শোভিতা রহিয়াছে, সেই রমণীয়া নদী গোদাবরী—এই স্থানের অতি দূরবর্তী বা অতি নিকটবর্তী নহে, বিশুদ্ধচিত্ত অগস্ত্যমুনি ঐরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন।১০-১৩

সাল, তাল, তমাল, খর্জুর, কাঁঠাল, তিনিশ, নীবার, পুন্নাগ, আম্র, অশোক, কেতক, চম্পক, স্যন্দন, চন্দন, কদম্ব, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদীর, শমী ও পলাশ এই সমস্ত বৃক্ষ এবং গুল্মপরিবৃত ও লতাসমন্বিত-পুষ্পিত-বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, ময়ূরের শব্দে মুখরিত, বহু কন্দরযুক্ত, উচ্চ ও রমণীয় অনেক সুদৃশ্য পর্বত দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সকল পর্বত স্থানে স্থানে সুবর্ণ, রজত ও তাম্রবর্ণ বিচিত্র রেখাযুক্ত হওয়ায় তাহার দ্বারা অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পাইতেছে।১৪-১৮

হে সুমিত্রানন্দন। এই স্থান রমণীয়, পুণ্যজনক এবং বিবিধ বৃক্ষ ও পক্ষীসমূহে সেবিত, অতএব আমরা এই জটায়ু পক্ষীর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।১৯

রাম অতিবলবান্ শত্রু-শত্রুহন্তা লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে তিনি অল্পকালমধ্যেই রামের ইচ্ছানুরূপ এক আশ্রম নির্মাণ করিলেন।২০

তিনি রঘুনন্দন রামের জন্য সুদৃশ্য অতিউত্তম বৃহৎ পর্ণকুটীর রচনা করিলেন। সমতল ভূভাগে নির্মিত, উৎকৃষ্ট-স্তম্ভযুক্ত ও দৃঢ়বদ্ধ সেই পর্ণ কুটিরের ছাদ সুদীর্ঘ বংশ দ্বারা নির্মিত; পরে শমীশাখা দ্বারা আস্তৃত এবং তদুপরি কুশ, কাশ ও শর পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইল।২১-২৩

অনন্তর সেই শ্রীমান্ লক্ষ্মণ গোদাবরীনদীতে যাইয়া স্নান করত অনেক পদ্ম ও বিবিধ ফল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে তিনি সেই পুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদিগকে অর্চনাপূর্বক যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে সেই পর্ণকুটীর দেখাইলেন।২৪-২৫

রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত সেই নবনির্মিত মনোরম কুটীর দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং

তমসংহৃষ্টঃ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং লক্ষ্মণং তদা।
অতিস্নিগ্ধঞ্চ গাঢ়ঞ্চ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥২৭
প্রীতোঽস্মি তে মহৎ কর্ম ত্বয়া কৃতমিদং প্রভো।
প্রদেয়ো যন্নিমিত্তং তে পরিষ্বঙ্গো ময়া কৃতঃ ॥২৮
ভাবজ্ঞেন কৃতজ্ঞেন ধর্মজ্ঞেন চ লক্ষ্মণ।
ত্বয়া পুত্রেণ ধর্মাত্মা ন সংবৃত্তঃ পিতা মম ॥২৯

লক্ষ্মণকে সস্নেহে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে সর্বকর্মনিপুণ! তুমি এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, সেইজন্য পুরস্কার প্রদানচ্ছলে তোমাকে আলিঙ্গন করিলাম।২৬-২৮

লক্ষ্মণ! তুমি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও অভিপ্রায়জ্ঞ। যখন এতাদৃশপুত্র তুমি বর্ত্তমান আছ, তখন আমাদিগের পিতা ধর্মাত্মা দশরথ মৃত হন নাই। লোকবর্দ্ধন সুখী রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া সেই বহু ফলসমন্বিত প্রদেশে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ২৯-৩০

এবং লক্ষ্মণমুক্ত্বা তু রাঘবো লক্ষ্মিবর্দ্ধনঃ।
তস্মিন্ দেশে বহুফলে ন্যবসৎ স সুখং সুখী ॥৩০
কঞ্চিৎ কালং স ধর্মাত্মা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
অপ্রাকৃতমানো ন্যবসৎ স্বর্গলোকে যথামরঃ ॥৩১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

যেরূপ পূজিত হইয়া দেবতাগণ স্বর্গে বাস করেন, সেইরূপ রাম সীতা ও লক্ষ্মণকর্তৃক সেবিত হইয়া কিয়ৎকাল সেইস্থানে অবস্থান করিলেন।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণেন হেমন্তর্তোর্বর্ণনম্, ভরতস্য প্রশংসনঞ্চ, লক্ষ্মণেন সীতয়া চ সহ শ্রীরামস্য গোদাবর্য্যাং স্নানম্।]

বসতস্তস্য তু সুখং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
শরদ্ব্যপায়ে হেমন্তশ্চতুরিষ্টঃ প্রবর্ত্ততে ॥১
স কদাচিৎপ্রভাতায়াং শর্ব্বর্য্যাং রঘুনন্দনঃ।
প্রযযাবভিষেকার্থং রম্যাং গোদাবরীং নদীম্ ॥২
প্রস্থঃ কলশহস্তস্তু সীতয়া সহ বীর্য্যবান্।
পৃষ্ঠতোঽনুব্রজন্ ভ্রাতা সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ ॥৩
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ প্রিয়ো যস্তে প্রিয়ংবদ।
অলঙ্কৃত ইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ ॥৪
নীহারপরুষো লোকঃ পৃথিবী শস্যমালিনী।
জলান্যনুপভোগ্যানি সুভগো হব্যবাহনঃ ॥৫

নবাগ্রয়ণপূজাভির্ভ্যর্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ ॥৬
প্রাজ্যকামা জনপদাঃ সম্পন্নতরগোরসাঃ।
বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ ॥৭
সেব্যমানে দৃঢ়ং সূর্য্যে দিশমন্তকসেবিতাম্।
বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তরা দিক্ প্রকাশতে ॥৮
প্রকৃত্যা হিমকোশাঢ্যো দূরসূর্য্যশ্চ সাম্প্রতম্।
যথার্থনামা সুব্যক্তং হিমবান্ হিমবান্ গিরিঃ ॥৯
অত্যন্তসুখসঞ্চারা মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখাঃ।
দিবসাঃ সুভগাদিত্যাশ্ছায়াসলিলদুর্ভগাঃ ॥১০

ষোড়শ সর্গ।

[লক্ষ্মণকর্ত্তৃক হেমন্ত ঋতু বর্ণন ও ভরতের প্রশংসা এবং লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত শ্রীরামের গোদাবরী-নদীতে স্নান।]

মহাত্মা রঘুনন্দন রাম সেইস্থানে বাসকালীন শরৎকাল অতীত হইল ও প্রিয় হেমন্তকাল আগত হইল।১

তারপর একদিন রাত্রি প্রভাত হইলে রঘুনন্দন রাম স্নানের জন্য রমণীয়া গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন।২

তাঁহার ভ্রাতা বীর্য্যবান্ সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ হস্তে কলস ধারণপূর্ব্বক অগ্র হইয়া সীতাদেবীর সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত তাঁহাকে বলিলেন।৩

হে প্রিয়ভাষিণি! যে কাল আপনার প্রিয় এবং যাহার দ্বারা শুভ সংবৎসর অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পায়, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে।৪

এই সময় সকল লোকেরই শরীর শুষ্ক হইয়া থাকে, পৃথিবী শস্যমালায় ভূষিত হয়, জল অব্যবহার্য্য ও অগ্নি সুখসেব্য হইয়া থাকে।৫

এইকালে মানবগণ নবশস্য দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিয়া নবশস্যনিমিত্তক যাগ করত পাপ মুক্ত হন।৬

এই সময়ে সমস্ত জনপদে প্রচুর কাম্যবস্তু ও সুমধুর দুগ্ধ সুলভ হয়, সেইজন্য এই সময়েই বিজয়েচ্ছু ভূপতিগণ যুদ্ধযাত্রার জন্য গমন করেন।৭

সূর্য্যদেব এক্ষণে যমসেবিত দক্ষিণদিকের অতিশয় সেবা করেন, (অর্থাৎ দক্ষিণায়ন কাল) সেইজন্য উত্তর দিক সিন্দূরবিহীনা স্ত্রীর ন্যায় হতশ্রীসম্পন্ন হয়।৮

হিমালয় স্বভাবতই প্রচুর হিমের আকর। তাহাতে আবার অধুনা সূর্য্যও তাহার দূরবর্ত্তী হইয়াছেন, সুতরাং তাহার 'হিমালয়' এই নামটি সার্থক হইয়াছে।৯

সম্প্রতি দিবসের মধ্যভাগে সূর্য সুখসেব্য হন এবং ছায়া ও জল দুঃসেবনীয় হয়। আর সূর্য্যতাপসেবন ও মধ্যাহ্নে বিচরণ সুখদায়ক হয়। এই সময় সূর্য্য মৃদু হন এবং প্রভাতসময়ে হিমের আধিক্যবশতঃ অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়ে। এ সময়ে প্রাণীমাত্রেই জড়ীভূত হয় এবং সেইজন্য সমস্ত অরণ্য প্রাণীশূন্য বোধ হইয়া থাকে। এখন প্রাতঃকাল হিমবিকৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই সৌম্যমাসে

মৃদুসূর্য্যাঃ তুষারাঃ পটুশীতাঃ সমাহিতা।
শূন্যারণ্যা হিমধ্বস্তা দিবসা ভান্তি সাম্প্রতম্ ॥১১
নিরুত্তাকাশশয়নাঃ পুণ্যনীতা হিমারণ্যাঃ।
শীতবৃদ্ধতরায়ামাত্রিযামা যান্তি সাম্প্রতম্ ॥১২
রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে ॥১৩
জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে।
সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে ॥১৪
প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতম্।
প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে বিগুণশীতলঃ ॥১৫
বাষ্পচ্ছন্নান্তরণ্যানি যব-গোধূমবন্তি চ।
শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্য্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ ॥১৬
খর্জ্জুর-পুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিঞ্চিদানম্রাঃ শালয়ঃ কণকপ্রভাঃ ॥১৭
ময়ূখৈরুপসর্পদ্ভির্হিমঃ নীহারসংবৃতৈঃ।
দূরমভ্যুদিতঃ সূর্য্যঃ শশাঙ্ক ইব লক্ষ্যতে ॥১৮
আগ্রাহ্যবীর্য্যঃ পূর্বাহ্ণে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখঃ।
সংযুক্তঃ কিঞ্চিদাপাণ্ডুরাতপঃ শোভতে ক্ষিতৌ ॥১৯
অবশ্যায়নিপাতেন কিঞ্চিৎ প্রস্রিন্নশাদ্বলা।
বনানাং শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুণাতপা ॥২০
স্পৃশন্ সুবিপুলং শীতমুদকং বিরজঃ সুখম্।
অত্যন্তদুর্দিতো বন্যো প্রতিসংহরতে করম্ ॥২১
এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ।
নাবগাহন্তি সলিলমপ্রগল্ভা ইবাহবম্ ॥২২
অবশ্যায়তমোনদ্ধা নীহারতমসাবৃতাঃ।
প্রসুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে বিপুষ্পা বনরাজয়ঃ ॥২৩
বাষ্পসংছন্নসলিলা কৃতবিস্ময়নিঃস্বনাঃ।
হিমার্দ্রবালুকৈস্তীরৈঃ সরিতো ভান্তি সাম্প্রতম্ ॥২৪
তুষারপতনাচ্ছৈত্যং মৃদুত্বাদ্ভাস্করস্য চ।
শৈত্যাদগাঢ়ত্বমপি প্রাপ্তে বনবহ্নিসম্ ॥২৫
জরাজর্জরিতৈঃ পত্রৈঃ শীর্ণকেশরকর্ণিকৈঃ।
নালশেষা হিমধ্বস্তা ন ভান্তি কমলাকরাঃ ॥২৬

হিমপ্রযুক্ত ধূসরবর্ণা রাত্রিতে অনাবৃতপ্রদেশে কেহই শয়ন করেনা। এক্ষণে তুষারাচ্ছন্ন রজনীসকল অতি বিস্তৃত বলিয়া অতিকষ্টে অতিবাহিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি সূর্য্য চন্দ্রের সুখসেব্যতারূপ সৌভাগ্য অপহরণ করিয়াছেন।১০-১২

চন্দ্রমণ্ডল হিমযুক্ত ধূসর বর্ণ হওয়ায় নিশ্বাস দ্বারা মালিন্যপ্রাপ্ত দর্পণের ন্যায়প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রকিরণ নীহারে (হিম) মলিন হইয়া আতপ (রৌদ্র) প্রযুক্ত বিবর্ণা সীতাদেবীর ন্যায় হতশ্রী হইয়া শোভা পাইতেছে না।১৩-১৪

পশ্চিম দিকের বায়ু স্বভাবতই শীতল তাহাতে আবার অধুনা প্রাতঃকালে হিমযুক্ত হওয়ায় দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতেছে। ক্রৌঞ্চ ও সারসগণের শব্দে মুখরিত, যব ও গোধূম সমন্বিত এবং নীহার পরিব্যাপ্ত অরণ্যসকল সূর্য্যোদয়ে শোভা পাইতেছে।১৬

সুবর্ণতুল্য প্রভাশালী ধান্য খর্জ্জুরপুষ্পাকৃতি তণ্ডুলপূর্ণ অগ্রভাগের ভারে কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া শোভা পাইতেছে। দীর্ঘায়ত সূর্য্যকিরণ তুষারশোভা নীহারকণায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উত্তাপযুক্ত হইয়াছে এবং সেইজন্য সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেও তাঁহাকে চন্দ্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। অধুনা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ আতপ (রৌদ্র) ভূতলে পতিত হইয়া শোভিত হয়। পূর্বাহ্ণে উহার উত্তাপই অনুভূত হয় না, মধ্যাহ্নে তাহার স্পর্শে সুখলাভ হইয়া থাকে। প্রভাতে ঈষদার্দ্র হিমপাতে নবতৃণাচ্ছাদিত বনভূমি নবীন আতপসংযোগে অপূর্ব্ব শোভাধারণ করে।১৭-২০

এইসময় বন্যহস্তী অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া অতি শীতল জল দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে স্পর্শ করে এবং তন্মুহূর্ত্তেই শৈত্যপ্রযুক্ত শুণ্ড সঙ্কুচিত করে। সমস্ত জলচর পক্ষীগণ তীরে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ভীরু ব্যক্তিগণ যেমন যুদ্ধে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ ইহারা জলে প্রবেশ করিতে পারিতেছেনা। পুষ্পশূন্য অরণ্যসমূহ কুয়াসার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রিত বলিয়া মনে হইতেছে। এক্ষণে নদীসকলের জল হইতে অনবরত বাষ্প নির্গত হইতেছে এবং বালুকাময় তীরভূমি হিমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে নদীসকল মনোরম শোভা ধারণ করিতেছে। নদীর জল বাষ্পাচ্ছন্ন হওয়ায় তাহার

অস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্র কালে দুঃখসমন্বিতঃ।
তপশ্চরতি ধর্মাত্মা ত্বদ্ভক্ত্যা ভরতঃ পুরে ॥২৭
ত্যক্ত্বা রাজ্যঞ্চ মানঞ্চ ভোগাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্।
তপস্বী নিয়তাহারঃ শেতে শীতে মহীতলে ॥২৮
সোঽপি বেলামিমাং নূনমভিষেকার্থমুদ্যতঃ।
বৃতঃ প্রকৃতিভির্নিত্যং প্রযাতি সরযূং নদীম্ ॥২৯
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধঃ সুকুমারো হিমার্দিতঃ।
কথং স্বপররাত্রেষু সরযূমবগাহতে ॥৩০
পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ শ্রীমান্মিরুদরো মহান্।
ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাদী চ হ্রীনিষেধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩১
প্রিয়াভিভাষী মধুরো দীর্ঘবাহুররিন্দমঃ।
সন্ত্যজ্য বিবিধান্ সৌখ্যানার্যং সর্বাত্মনা শ্রিতঃ ॥৩২
ক্ষিতঃ স্বর্গস্তিব ভ্রাত্রা ভরতেন মহাত্মনা।
বনস্থমপি তাপস্যে যস্ত্বামনুবিধীয়তে ॥৩৩

ন পিত্র্যমনুবর্তন্তে মাতৃকং বিপদা ইতি।
খ্যাতো লোকপ্রবাদোঽয়ং ভরতেনান্যথা কৃতঃ ॥৩৪
ভর্তা দশরথো যস্যাঃ সাধুশ্চ ভরতঃ সুতঃ।
কথং নু সাধ্বী কৈকেয়ী তাদৃশী ক্রূরদর্শিনী ॥৩৫
ইত্যেবং লক্ষ্মণে বাক্যং স্নেহাদ্ বদতি ধার্মিকে।
পরিবাদং জনস্যাত্মমসহন্ রাঘবোঽব্রবীৎ ॥৩৬
ন তেঽম্বা মধ্যমা তাত গর্হিতব্যা কদাচন।
তামেবেক্ষ্বাকুনাথস্য ভরতস্য কথাং কুরু ॥৩৭
নিশ্চিতৈব হি মে বুদ্ধির্বনবাসে দৃঢ়ব্রতা।
ভরতস্নেহসন্তপ্তা বালিশীক্রিয়তে পুনঃ ॥৩৮
সংস্মরাম্যস্য বাক্যানি প্রিয়াণি মধুরাণি চ।
হৃদ্যান্যমৃতকল্পানি মনঃ প্রহ্লাদনানি চ ॥৩৯
কদা ত্বহং সমেষ্যামি ভরতেন মহাত্মনা।
শত্রুঘ্নেণ চ বীরেণ ত্বয়া চ রঘুনন্দন ॥৪০

মধ্যস্থিত সারস পক্ষীগণ আকাশে দেখা না যাইলেও শব্দের দ্বারা অনুমিত হইতেছে।২১-২৪

এক্ষণে পর্ব্বতের শিখরস্থিত জল তুষারপাত ও সূর্য্যকিরণের মৃদুতাবশতঃ অতীব শীতল হইয়াও রসবৎ হইয়াছে। কমলাকর সরোবরে কমলসমূহে পত্রসকল জীর্ণ এবং কেসরকর্ণিকা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের কেবল নাল অবশিষ্ট রহিয়াছে, উক্ত সরোবরসকল হিমের দ্বারা বিকৃত হইয়া হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে ধর্মাত্মা ভরত নগরে থাকিয়া আপনার প্রতি অনুরাগবশতঃ তপস্যাচরণ করিয়া দুঃখে সময় অতিবাহিত করিতেছেন।২৫-২৭

তিনি এক্ষণে রাজ্য, মান ও বিবিধ ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় রত আছেন ও আহার সংযত করিয়া সুশীতল ভূতলে শয়ন করিতেছেন। তিনি নিত্যই এই সময়ে মন্ত্রী ও প্রজাবর্গে পরিবৃত হইয়া স্নানার্থে সরযূ-নদীতে গমন করেন। তাঁহার শরীর অতি কোমল, তিনি অত্যন্ত সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছেন। এক্ষণে হিম পতিত হওয়ায় কি প্রকারে রাত্রিশেষে সরযূনদীতে অবগাহন করিতেছেন? আর্য্য! সেই পদ্মপলাশলোচন, শ্যামবর্ণ, সৌন্দর্য্যশালী, ধর্ম্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত নিরুদর, মহান্ স্বভাব, লজ্জাশালী, দীর্ঘবাহু এবং প্রিয়ও সত্যবাদী শত্রুতাপন ভরত সমস্ত সুখ ত্যাগ করিয়া আপনাকেই সর্বপ্রকারে আশ্রয় করিয়াছেন এবং নগরে থাকিয়াও আপনার বনবাসজীবনের অনুসরণে তপস্যাকরত নিশ্চয়ই স্বর্গ জয় করিয়াছেন। বিপদ মানবগণ পিতৃস্বভাবের অনুবর্ত্তী হন না, পরন্তু মাতারই স্বভাবের অনুকরণ করেন,—এইলোকবিখ্যাত প্রবাদ ভরতকর্ত্তৃক মিথ্যা প্রমাণিত হইল। রাজা দশরথ যাঁহার স্বামী এবং সাধুস্বভাব ভরত যাঁহার পুত্র, সেই মধ্যমজননী কৈকেয়ী দেবী কি প্রকারে এইরূপ নিষ্ঠুর কর্ম করিলেন? ২৮-৩৫

ধার্মিক লক্ষ্মণ স্নেহপ্রযুক্ত ঐরূপ বাক্য বলিলে রঘুনন্দন রাম মধ্যম-জননীর সেই নিন্দাবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি কোন প্রকারেই সেই মধ্যম-জননীকে নিন্দা করিও না। যদি কিছু বলিতেই হয়, তবে সেই ইক্ষ্বাকুকুলনাথ ভরতের কথা বল। যদিও বনেবাস করিব—এইরূপ সঙ্কল্পই আমার দৃঢ়তর আছে, তথাপি ভরতের প্রতি স্নেহবশতঃ আমার চিত্ত সন্তপ্ত ও চঞ্চল হইতেছে। মনের প্রীতিসম্পাদক ও

ইত্যেবং বিলপংস্তত্র প্রাপ্য গোদাবরীং নদীম্।
চক্রেঽভিষেকং কাকুৎস্থঃ সানুজঃ সহ সীতয়া ॥৪১
তর্পয়িত্বাথ সলিলৈস্তৈঃ পিতৄন্ দৈবতানপি।
স্তুবন্তি স্মোদিতং সূর্য্যং দেবতাশ্চ তথানঘাঃ ॥৪২
কৃতাভিষেকঃ স বরাজ রামঃ
সীতাদ্বিতীয়ঃ সহ লক্ষ্মণেন।
কৃতাভিষেকস্ত্বগরাজপুত্র্যা
রুদ্রঃ সনন্দির্ভগবানিবেশঃ ॥৪৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

অমৃতের ন্যায় জনয়াহ্লাদকারী সেই ভরতের প্রিয় বাক্যসকল আমার স্মৃতিপথোদিত হইতেছে। হে রঘুনন্দন! আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া কবে মহাত্মা ভরত ও বীর শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব? ৩৯-৪০

কাকুৎস্থ রাম এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে গোদাবরীনদীতে যাইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তথায় স্নান করিলেন। পরে সেই নিষ্পাপ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী জল দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও অপর দেবতাগণের স্তব করিলেন ॥৪১-৪২

স্নানের পর ভগবান্ রুদ্র পর্বতরাজকন্যা উমাদেবী এবং নন্দির সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ শোভা ধারণ করেন, সেইরূপ স্নানান্তে দাশরথি রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[পঞ্চবটীস্থ-রামাশ্রমে শূর্পণখায়া আগমনম্, রামস্য পরিচয়লাভঃ, রামরূপহৃতচিত্তায়াস্তস্যা ভার্য্যারূপেণ স্বাং গ্রহীতুং রামং প্রতি অনুরোধশ্চ।]

কৃতাভিষেকো রামস্তু সীতা সৌমিত্রিরেব চ।
তস্মাদ্ গোদাবরীতীরাত্ততো জগ্মুঃ স্বমাশ্রমম্ ॥১

আশ্রমং তমুপাগম্য রাঘবঃ সহ লক্ষ্মণঃ।
কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকং কর্ম পর্ণশালামুপাগমৎ ॥২

উবাস সুখিতস্তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
স রামঃ পর্ণশালায়ামাসীনঃ সহ সীতয়া ॥৩

বিররাজ মহাবাহুশ্চিত্রয়া চন্দ্রমা ইব।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা চকার বিবিধাঃ কথাঃ ॥৪

তদাসীনস্য রামস্য কথাসংসক্তচেতসঃ।
তং দেশং রাক্ষসী কাচিদাজগাম যদৃচ্ছয়া ॥৫

সা তু শূর্পণখা নাম দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
ভগিনী রামমাসাদ্য দদর্শ ত্রিদশোপমম্ * ॥৬

দীপ্তাস্যঞ্চ মহাবাহুং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
গজবিক্রান্তগমনং জটামণ্ডলধারিণম্ ॥৭

সুকুমারং মহাসত্ত্বং পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতম্।
রামমিন্দীবরশ্যামং কন্দর্পসদৃশপ্রভম্ ॥৮

বভূবেন্দ্রোপমং দৃষ্ট্বা রাক্ষসী কামমোহিতা।
সুমুখং দুর্মুখী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী ॥৯

সপ্তদশ সর্গ

(পঞ্চবটীতে রামের আশ্রমে শূর্পণখার আগমন, রামের পরিচয় লাভ ও স্বীয় পরিচয় দান, এবং রামের রূপে মোহিত হইয়া নিজেকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবার জন্য রামের প্রতি রাক্ষসী শূর্পণখার অনুরোধ।)

রঘুনন্দন রাম, সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ—ইঁহারা সকলে স্নান করিয়া সেই গোদাবরীনদীর তীর হইতে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন ।১

পরে রাম লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমে আসিয়া পূর্বাহ্ণে করণীয় কার্য্যসকল সমাধা করিয়া পর্ণশালামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মহর্ষিগণকর্তৃক পূজিত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন। সেই মহাবাহু রাম পর্ণশালার মধ্যে সীতার সহিত আসীন হইয়া চিত্রা-নক্ষত্রসমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নানাবিধ কথা বলিতে লাগিলেন ।২-৪

রাম পর্ণশালায় উপবেশন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কথোপকথনে নিরত আছেন, এমন সময় সেই স্থানে কোন এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিল ।৫

সেই রাক্ষসীর নাম শূর্পণখা এবং দশবদন রাবণের ভগিনী। সে দেবতুল্য মনোহর রূপসম্পন্ন রামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিল ।৬

সেই রামের দীপ্ত বদন এবং পদ্মপত্রসদৃশ বিস্তৃতলোচন দীর্ঘবাহু ও হস্তীর ন্যায় মন্থরগতি, তিনি জটামণ্ডলধারী সুকোমল, বলশালী, রাজোচিত লক্ষণসম্পন্ন, নীলকমলের ন্যায় শ্যামকান্তি, কামদেবের ন্যায় দ্যুতিমান্ ও মহেন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী রামকে দর্শন করিয়া কাম মোহিত হইল। সেই রাক্ষসীর উদর ছিল বিশাল, সেই বিরূপাক্ষী, তাম্রকেশী, বিকৃতরূপা, ঘোরশব্দযুক্তা, অভিক্রুদ্ধা, কটুভাষিণী, অতি দুর্বৃত্তা ও কুরূপা। রাক্ষসী সুন্দরবদন, ক্ষীণকটি, বিশালনয়ন, কৃষ্ণকেশ, প্রিয়রূপ, মধুরভাষী, যৌবনসম্পন্ন, অনুকূলবাদী, সচ্চরিত্র ও মনোভিরাম রামকে বলিল,—তুমি জটাধারী তপস্বীর বেশে অনুরাগ ধারণ করত ভার্য্যার সহিত কি নিমিত্ত এই রাক্ষসসেবিত দেশে আগমন করিয়াছ? তোমার এখানে আসিবার কারণ কি, তাহা যথার্থরূপে কীর্তন কর ।৭-১০

* কোন কোন গ্রন্থে ৬ষ্ঠ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

সিংহোরস্কং মহাবাহুং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
আজানুবাহুং দীপ্তাস্যমতীব প্রিয়দর্শনম্ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম-মহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

আদিগোত্র—

কৃষ্ণ হৃদীয় পদ পঙ্কজ পিঞ্জরান্তে—

অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।

প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ

কণ্ঠাবরোধন বিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥৯২

হে কৃষ্ণ! তোমার পাদপদ্মপিঞ্জরের মধ্যে আমার মানস রাজহংস অদ্যই প্রবিষ্ট হউক। প্রাণ প্রয়াণকালে কফ, বাত, পিত্তের দ্বারা কণ্ঠ রোধ হইলে কি প্রকারে তোমার স্মরণ হইবে? ॥৯২

বশিষ্ঠ উবাচ—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্যবাচি প্রবর্ত্ততে।

ভস্মীভবন্তি তস্যাশু মহাপাতক কোটয়ঃ ॥৯৩

কৃষ্ণ এই মঙ্গলময় নাম যাহার বাক্য উচ্চারণ করে তাহার কোটি মহাপাতক অতি সত্বর ভস্মীভূত হইয়া যায়॥৯৩

অরুন্ধত্যুবাচ—

হৃষীকেশ বাসুদেবাচ্যুত হরয়ে পরমাত্মনে।

প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৯৪

কৃষ্ণ! বাসুদেব! হরি! প্রণতগণের ক্লেশনাশকারী গোবিন্দ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৯৪

কশ্যপ উবাচ—

কৃষ্ণানুস্মরণাদেব পাপসঙ্ঘাত পঞ্জরঃ।

শতধা ভেদ মাপ্নোতি গিরির্বজ্রহতো যথা ॥৯৫

কৃষ্ণের অনুস্মরণ মাত্রেই পাপসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত জীবের বন্ধকারক পিঞ্জর বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় শতখণ্ডে বিদীর্ণ হয় ॥৯৫

বৈষ্ণবে—

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানিবৈ।

যানি তেষা মশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥৯৬

তপস্যা কর্ম্মাত্মক যে সকল অশেষ প্রায়শ্চিত্ত সেই সমস্তের মধ্যে কৃষ্ণানুস্মরণ শ্রেষ্ঠতম ॥৯৬

জয়গুরু

অভয়-বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

প্রিয়তম,

আমি যে তোকে সতত ডাক্‌ছি রে! তোর রোগ শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা অভাব দূর ক'রে তোকে পরমানন্দসাগরে চিরতরে নিমজ্জিত করবার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল হ'তে 'আয়—আয়—আয়' ব'লে অনুক্ষণ আহ্বান কর্‌ছি রে!

ওরে আমার আনন্দের দুলাল! আর আমায় ভুলে থাকিস্ না। ওরে প্রাণাধিক! সংসারতাপে হতাশের ন্যায় তুই একলা কাঁদিস্ না—আমিও তোর সঙ্গে কাঁদি, আর বলি—তুই আমায় ডাক্, তোর সকল দুঃখের অবসান ক'রে দোব, দোব, দোব। আমি যে জনমে মরণে তোর প্রাণসম চিরসহচর, তোর হৃদয়-কমলই যে আমার নিত্য নিকেতন—তোর হৃদয় ছেড়ে আমি ক্ষণমাত্র থাকি না।

ডাক্, ডাক্—নাম কর্, নাম কর্। আমার নাম তোর ভিতর-বার আলোকে পুলকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে—আমার নূপুর ও বংশীধ্বনি শুন্‌তে শুন্‌তে তুই আমার দর্শন পাবি, আমাতে ডুবে যাবি। "আমি আছি, নামকারী আমায় দেখতে পায়, আমি ভক্তকে আত্মসাৎ করি"—একথা ধ্রুব সত্য। কেবল নাম কর্, নাম কর্, নাম কর্। মা ভৈঃ—মা ভৈঃ—মা ভৈঃ।

উঠিতে বসিতে আর খাইতে শুইতে।
যে জপে নিয়ত নাম সে তরে ধরিতে॥

28 OCT 1966